

0157wD83  
P3



# pora

fr:

LA PAPER TRADING CO.

Merchants & Stationers

Varanasi • Varanasi - 221001

2413907, 2402807

0157wD83 8206  
F3

Ghosh, Rajendra Nath  
Acharya shanker O  
Ramanuj.







म  
न  
म  
म

म  
म  
म  
म  
म



# নিবেদন ।

## ( দ্বিতীয় সংস্করণ )

চ্ছায় এবং পাঠকবর্গের আগ্রহে ১৫ বৎসরের পর এই  
তীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।

ব : গ্রন্থখানি পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আকার ধারণ করিল । ৪২১  
নে, ১০১৪ পৃষ্ঠা হইয়াছে । ইহাতে এতই নূতন বিষয় সংযোজিত  
বং বিষয়বিশ্রাস ও পরিচ্ছেদবিভাগপ্রভৃতি-বিষয়ে এতই পরিবর্তন  
য়াছে যে, ইহাকে নূতন সংস্করণ বলিলেই ভাল হয় ।

সমস্ত নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে—

( ১ ) আচার্য্যদ্বয়ের মত এবং তাঁহাদের তুলনা এবং

( ২ ) উপসংহারে সমগ্রগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাই

লিয়া নির্দেশ করা যায় । চরিত্র-বর্ণনায় পূর্বসংস্করণে উদাসীনের  
বল্বল্বন করা হইয়াছিল, এবার পাঠকবর্গের অনুরোধে

ভক্তরূপে তাহার বর্ণনা করা হইল ; আর সঙ্গে সঙ্গে

দ্বয়ের মতবাদ ও তাঁহাদের সময় ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

মতবাদসমূহ সংকলিত করা হইল । এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের সময়

সামাজিক অবস্থা, দেশের পথঘাটতীর্থস্থান প্রভৃতির পরিচয়

রণে নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ফলতঃ আচার্য্যদ্বয়ের জীবন-

করিয়া যাহাতে তাঁহাদের আদর্শ হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়—যাহাতে

কৃত ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়—তজ্জন্ম বিশেষ চেষ্টা এবং

বল্বল্বন করা হইয়াছে । অবশ্য এজন্য কয়েকটি স্থলে আমাকে

কথোপকথনচ্ছলে বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে ।



01573D83 (8)

F3

চরিত্রবিচারকালে পূর্ববৎ নিরপেক্ষ সমালোচকের ভাবই রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং বিচারের ফলাফলনির্ণয় সর্বত্র সুধী পাঠকবর্গের উপর গ্রস্ত করা হইয়াছে।

বিষয়বিভাগে পূর্বসংস্করণে প্রত্যেক বিষয়ের নাম নির্দেশ ছিল না, এবার প্রায় প্রতিপত্রে তাহা করা হইল। সুতরাং আবশ্যকীয় বিষয় অনায়াসে আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে।

চরিত্রবর্ণনায় আমার ভারতভ্রমণকালে তত্তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রবাদগুলি এবার যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ভগবানের কৃপায় এবং সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের যত্নে সত্য প্রকাশিত হউক—ইহাই এখন প্রার্থনা।

আচার্য্যদ্বয়ের যে মতবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। সমগ্রভাবে ইহার আলোচনা কারিতে হইলে পৃথগ্ ভাবে একরূপ আর দুই চারি খানি গ্রন্থরচনা আবশ্যক হয়। এজন্ত সে চেষ্টায় বিরত হইতে হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচার্য্যদ্বয়ের রচিত মূল গ্রন্থ দেখিবেন। ইহাতে যদি এ বিষয়ে তাহাদের কৌতুহল জাগরুক হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইল বিবেচনা করিব।

মুদ্রাকরপ্রমাদ বহু রহিয়া গেল। নানা কারণে ইহা নিবারণ করিতে পারি নাই। এজন্ত পাঠকবর্গের নিকট ক্রটিমার্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

২৩শে মাঘ রবিবার  
১৮৪৮ শকাব্দ, ১৩৩৩ সাল  
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজাদিবস,  
কলিকাতা।

নিবেদক

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

SRI JAGADGURU VISHWARADHINA  
JNANA SIMHASANA JNANAMANDIR  
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi

CC-0. Public Domain. Jangamawadi Math Collection, Varanasi

Acc. No.



# নিবেদন ।

## (প্রথম সংস্করণ)

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, তাই আজ আমারও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল—বেদান্তাচার্য আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজের জীবন-চরিত তুলনা করিব, আজ তাই এই—“আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ” গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

\* \* \* \*

জীবনী-তুলনার প্রধান উপকরণ—জীবনী নথিকে অত্রান্ত জ্ঞান ;  
এজন্য এই গ্রন্থপ্রণয়নে আমার বাহ্য অবলম্বন তাহা পূর্বেই বলা ভাল।

( ১ ) আচার্য শঙ্কর-জীবনীর জন্য আমার অবলম্বন এই ;—

প্রথম—মাধবাচার্য বিরচিত সটীক সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় ।

দ্বিতীয়—প্রাচীন শঙ্কর-বিজয়ের কিয়দংশ ।

তৃতীয়—চিৎখিলাসম্বতি বিরচিত শঙ্কর-বিজয়-বিলাস ।

চতুর্থ—অনন্তানন্দ গিরি বিরচিত শঙ্কর-দ্বিধিজয় ।

পঞ্চম—শঙ্করের জন্মভূমিতে প্রাপ্ত শঙ্করের কোন জ্ঞাতি পণ্ডিত  
বিরচিত শঙ্কর-চরিত ।

ষষ্ঠ—সদানন্দ বিরচিত শঙ্কর-জয়, এবং

সপ্তম—ভারত ভ্রমণ করিয়া আমার শঙ্কর-চরিত অনুসন্ধানের ফল ।

( ২ ) আচার্য রামানুজের জীবনচরিত্রের আমার অবলম্বন এই ;—

অষ্টম—অনন্তাচার্য বিরচিত প্রপন্যামৃত ।

নবম—বার্তামালা ।



( ৬ )

দশম—পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াকার বি, এ, বিরচিত, ইংরাজী ভাষায় লিখিত “রামানুজ-জীবনী ও উপদেশ” নামক গ্রন্থ ।

একাদশ—শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী লিখিত “উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামানুজ-চরিত ।

দ্বাদশ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বিরচিত রামানুজ চরিত ।

ত্রয়োদশ—আচার্যের দেশ ও ভারত ভ্রমণ করিয়া আমার রামানুজ-চরিত্র অনুসন্ধানের ফল ।

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম মাধবাচার্য্য বিরচিত সংক্ষেপ শঙ্কর-জয় গ্রন্থখানি, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত । লোকে সাধারণতঃ ইহার গ্রন্থকারকে বেদ-ভাষ্যকার বিখ্যাত সায়ন-মাধব বা বিশ্ববিশ্রুত বিচারণ্য স্বামী বলিয়া বুঝেন । কিন্তু গ্রন্থমধ্যে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনীবীসম্মান গ্রন্থকারকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন । কলতঃ সম্প্রদায়মধ্যে এই গ্রন্থ খানিই আচার্য্য-জীবন সম্বন্ধে এখন একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয় ।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না । কিন্তু এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য উক্ত সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় রচনা করিয়াছেন । শুনা যায়—শঙ্করের এক শিষ্য শঙ্করের দৈনন্দিন ঘটনা নিত্য লিপিবদ্ধ করিতেন । কেহ বলেন—ইনি শঙ্করের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ, কেহ বলেন, তিনি গিরি বা তোটকাচার্য্য । বাহা হউক ইহার ষেটুকু পাওয়া যায়, তাহা আচার্য্যের দিগ্বিজয়ের কিয়দংশ মাত্র, এবং তাহাতে কোন ভ্রম বা অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না । মাধবীয় সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয়ের ১৪শ অধ্যায়ের টীকায় টীকাকার ধনপতি সুরী ইহার প্রায় ৮০০ শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ।



( ৭ )

তৃতীয়—ধনপতি সুরীর কথাহুসারে এখানিও সাক্ষাৎ শঙ্কর-শিষ্য রচিত, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহার গ্রন্থকার চিদ্ভিনাস যতি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে অতিশয়োক্তি বড় অধিক।

চতুর্থ—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার নিজেকে সাক্ষাৎ শঙ্কর-শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ইনি মাধবাচার্য্যের পরবর্তী লোক। কারণ, ইনি মাধবাচার্য্যের অধিকরণ-মালার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে এ গ্রন্থের মূল, উক্ত প্রাচীন-শঙ্কর-জয়; কারণ, তাহার শ্লোকাবলী গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত দেখা যায়।

পঞ্চম—এ গ্রন্থখানি দেখিয়া ইহাকে ৪৫ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়—কিন্তু কবে কাহার দ্বারা রচিত তাহা বলা যায় না। তবে গ্রন্থকার শঙ্করের জ্ঞাতিকুল-সম্বৃত একজন পণ্ডিত। ইহা শঙ্করের জন্মস্থানে তাঁহার এক জ্ঞাতিকুলের পণ্ডিতের গৃহে অতি যত্নে রক্ষিত ছিল, বহু কৌশলে ইহা সাধারণের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

ষষ্ঠ—এখানি অষ্টদ্বৈতসিদ্ধি-সিদ্ধান্ত-সার-রচয়িতা সদানন্দ ব্যাস, মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় নামক গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন। ইহা আধুনিক গ্রন্থ।

সপ্তম—ষাণ্ডিনীয় বিখ্যাত বেদান্তাচার্য্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহার্থ আমি আজ ৭ বৎসর পূর্বে দক্ষিণভারতে গমন করি। তথায় যতই অনুসন্ধান করি, ততই দেখি আচার্য্যগণের জীবনচরিত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন—কালের করাল কবলে এক প্রকার বিলুপ্ত। জন্মকাল, জন্মস্থান, পিতৃ-মাতৃকুল, এবং চরিত্র সম্বন্ধে নানা মতভেদ, নানা মতান্তর। একের কথা বিশ্বাস করিলে অপরটি অসম্ভব হয়। ফলতঃ ভগবৎকৃপায় আমি হতোদয় হই নাই, তদবধি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ও



( ৮ )

রামানুজ যে যে স্থানে পদার্থ করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই গমন করিয়া তত্ত্ব তাঁহাদের কীৰ্ত্তি বা স্মৃতি চিহ্নাদি দর্শন এবং প্রচলিত প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এজ্ঞ আমার পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থের উপকরণরূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

অষ্টম—এই গ্রন্থখানি আচার্য্য রামানুজের জীবনচরিত। এখানি রামানুজের অনতিপরে রচিত হয়, রামানুজনস্প্রদায়মধ্যে ইহাই সমাধিক সম্মানিত।

নবম—বার্তামালা। ইহা শুনিয়াছি, আচার্য্যের জীবদ্দশাতেই রচিত হয়। নস্প্রদায়মধ্যে ইহারও আদর যথেষ্ট।

দশম—শ্রীনিবাস আয়্যাকার বি, এ, প্রণীত। এ গ্রন্থখানি ১১খানি আচার্য্য-জীবন-চরিত-অবলম্বনে আচার্য্যের স্বদেশীয় লোকের দ্বারা রচিত। গ্রন্থকারের ভূয়োদর্শন, নাবধানতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

একাদশ—উদ্বোধনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত শ্রীরামানুজ চরিত। এখানি যদিও প্রপন্নামৃত অবলম্বনে লিখিত, তথাপি ইহা স্বামীজীর বহুকাল মাস্ত্রাজে অবস্থান ও বহু গবেষণার ফল। বঙ্গ-ভাষায় রামানুজ-জীবনী প্রকাশ ইহাই বোধ হয় প্রথম উত্তম।

দ্বাদশ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের রামানুজ চরিত। এখানি বঙ্গভাষায় পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া পুরী এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া রামানুজনস্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতবর্গের নিকট বহু অনুসন্ধানপূর্বক ইহা লিখিয়াছেন।

ত্রয়োদশ—আচার্য্য রামানুজ সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধানের ফল। ইহা পূর্বেই সপ্তম বিষয়ে উক্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত উপাদান অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল, কিন্তু আমি যে অপ্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা ভাবি না।



(৯)

কারণ, উপর উক্ত কোন গ্রন্থই যথার্থ বিষয় বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় নাই। শত্রুনিহ্নের স্তুতি-নিন্দা, প্রবাদের পক্ষসঞ্চার, কালের সর্ব-সংহারপ্রবৃত্তি হইতে সত্য উদ্ঘাটন করা বড়ই দুর্লভ। তবে ইহাও নিশ্চিত যে, ইহার মধ্যে সত্যও বহুল পরিমাণে আছে; এবং চেষ্টা করিলে এখনও অনেক বিবাদের স্থল নীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু এ নীমাংসার জন্ত আমি এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ চেষ্টা করি নাই। সমগ্রভাবে জীবনী তুলনার জন্ত বতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু লইয়া এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সঙ্কলন করিয়াছি, তবে রামানুজ সম্বন্ধে মতভেদ গুলি পাদটীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শঙ্কর সম্বন্ধে কেবল প্রয়োজনীয় স্থলে অনুরূপ পস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ এত অধিক যে, তাহার জন্ত পৃথক গ্রন্থপ্রণয়ন প্রয়োজন বোধ করি। ভগবানের ইচ্ছা হইলে একরূপ গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

আচার্য্যদ্বয়ের অলৌকিক শক্তি বা তাঁহাদের সম্বন্ধে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী আছে, আমি তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অগ্ৰথা করি নাই। প্রত্যুত সে গুলিকে লইয়াই এই তুলনাকার্য্য সমাধা করিয়াছি। কারণ, এ বিষয়ের সম্ভবাসম্ভবর বিবেচনার ভার আমার বিবেচনায় তুলনাকারীর না গ্রহণ করাই ভাল।

এ গ্রন্থে তুলনার নিয়ম, উপকরণ-সংগ্রহ এবং বিষয়-বিভাগের ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবর্গের হস্তেই গুস্ত হইয়াছে।

এ কার্য্যে আমি কাহারও পস্থা অনুসরণের স্বেযোগ পাই নাই। স্তবরাং পদে পদে পদস্থলন হইবার কথা। সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি কৃপাপরবশ হইয়া আমার ক্রটি সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে চির বাধিত হইব।

( ১০ )

কোম্পী বিচার, অনেকে বিবেচনা করেন, চরিত্রাদি জ্ঞানের পক্ষে  
একটি উপায়, এজন্য সূর্য্য-সিদ্ধান্ত অনুসারে আচার্য্যদ্বয়ের কোম্পী প্রস্তুত  
করিয়া দিয়াছি। ইহাতে কয়েকটি মতভেদ মীমাংসা এবং কয়েকটি  
নূতন কথা জানা গিয়াছে।

\*                      \*                      \*                      \*

২৩শে মাঘ ১৮৩২ শকাব্দা।

কলিকাতা।

}

গ্রন্থকারশ্রু।

—



## পরিচ্ছেদ সূচী ।

উপক্রমণিকা	...	...	...	১— ৩০
শঙ্করচরিত্র	...	...	...	৩১—৪০১
রামানুজচরিত্র	...	...	...	৪০৩—৫৯৭
সামান্যভাবে তুলনা	...	...	...	৫৯৯—৬১০
সামান্যভাবে মততুলনা	...	...	...	৬১০—৬১৮
বিশেষভাবে তুলনা	...	...	...	৬১৮—১০১২
( ১ ) ২৮টি সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা	...	...	...	৬১৯—৬২৭
( ২ ) ৩৭টি গুণাবলী দ্বারা তুলনা	...	...	...	৬২৮—৭৫৩
( ৩ ) ২২টি দোষাবলীর দ্বারা তুলনা	...	...	...	৭৫৪—৭৮৫
( ৪ ) কোণ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা	...	...	...	৭৮৬—৮৩৭
( ৫ ) আদর্শদার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা	...	...	...	৮৩৮—৮৫৪
( ৬ ) আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা	...	...	...	৮৫৫—৮৬৪
( ৭ ) নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা	...	...	...	৮৬৫—৯৩৪
( ৮ ) আচার্য্যদ্বয়ের মতের বীজ নির্ণয়	...	...	...	৯৩৫—৯৪৫
উপসংহার	...	...	...	৯৪৬—১০১৪
নির্ঘণ্ট	...	...	...	১০১৭—শেষ





# বিষয় সূচী ।

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
<b>উপক্রমণিকা</b>	১—৩০	তুলনাকালে নিন্দা না করিবার অন্ত্যহেতু	২৫
গ্রন্থের উদ্দেশ্য	...	দেব কাহাকে বলে, উহাও বর্জনীয়	২৭
তুলনার প্রয়োজন	...	তুলনার পথনির্দেশ	২৮
বেদান্ত পরিচয়	...	<b>শঙ্কর চরিত্র</b>	৩১—৪০
আচার্য্যায়ের পরিচয়	...	জন্মভূমির পরিচয়	...
আচার্য্যায়ের মতভেদ	...	জাতি পরিচয়	...
এই মতভেদ ছুরপনয়	...	পিতৃমাতৃপরিচয়	...
এই মতভেদে অনিষ্ট	...	শঙ্করজন্মের উপলক্ষ	...
এই মতভেদে উপেক্ষণীয় নহে	...	শঙ্করের জন্ম	...
মীমাংসা আবশ্যক	...	শঙ্করের শৈশব	...
জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ	...	শঙ্করের গুরুগৃহে বাস	...
ধর্ম্মপ্রচারকে এই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ	...	পরদুঃখমোচন	...
এই মতভেদমীমাংসায় অল্প প্রয়োজন	...	শঙ্করের বিদ্যাভ্যাস	...
তুলনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শেষ কথা	...	শঙ্করের অধ্যাপনা	...
তুলনার উপায়	...	শঙ্করের নাতৃসেবা	...
তুলনার প্রথম নিয়ম	...	নদীর গতি পরিবর্তন	...
" দ্বিতীয় নিয়ম	...	শঙ্করের রাজসম্মান ও তাগশীলতা	...
" তৃতীয় নিয়ম	...	শঙ্করের প্রতি জাতিগণের বিষে	...
" চতুর্থ নিয়ম	...	দৈবজ্ঞসমাগম	...
" পঞ্চম নিয়ম	...	শঙ্করের সন্ন্যাস-বাসনা	...
" ষষ্ঠ নিয়ম	...	শঙ্করের কর্তব্যবুদ্ধি ও ভগবত্তির্য্যক্ত	...
" সপ্তম নিয়ম	...	শঙ্করকে কুন্তীর আক্রমণ	...
নিয়মের প্রয়োগ ও তুলনার ফল	...	শঙ্করের গৃহত্যাগ	...
জীবনচরিত তুলনায় অল্প ফলনির্ণয়	...	ভগবদ্-বিগ্রহ রক্ষা	...
জীবনচরিত তুলনায় অপর প্রকার ফল	...	গুরু অধিবণে শঙ্কর	...
জীবনচরিত তুলনার অপব্যবহারে কুফল	...	নন্দদার পথে শঙ্কর ;	...
নিন্দা কাহাকে বলে	...	সর্প ও ভেকের মিত্রতা	...
নিন্দার হেতুনির্ণয়	...	গুরুপদপ্রাপ্তে শঙ্কর	...



বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শঙ্করের সাধনা ... ..	৬২	অমরকরাজশরীরে শঙ্করের প্রবেশ	১৪২
শঙ্করের সিদ্ধি ও নর্যদার জলন্তন্তন	৬৩	মণ্ডনের সম্মাস ... ..	১৪৬
শঙ্করবিদ্যার ও গোবিন্দপাদের মহাসমাধি	৬৫	আচার্যের দ্বিগ্নিজয়যাত্রা ... ..	১৪৮
ভাষ্যরচনার হেতু ... ..	৬৭	নাসিক বা পঞ্চবটী ... ..	১৪৯
কাশিতে আচার্য শঙ্কর .. ..	৬৮	পাণ্ডুরপুত্রে দ্বিগ্নিজয় .. ..	ঐ
সনন্দনের সম্মাস ... ..	৭০	শ্রীশৈলে দ্বিগ্নিজয় ... ..	ঐ
শঙ্করের প্রতি অন্তর্পূর্ণার কুপা ... ..	৭১	শঙ্করের মন্তকদান ... ..	১৫১
বিখ্যাতদর্শন ... ..	৭৪	গোকর্ণে দ্বিগ্নিজয় ... ..	১৬২
বদরিকাশ্রমের পথে শঙ্কর ... ..	৭৭	শৈব নীলকণ্ঠের সহিত বিচার ... ..	১৬৩
হৃদীকেশে যজ্ঞেশ্বরমূর্তির পুনরুদ্ধার	ঐ	হরিশঙ্করপুত্রে শঙ্কর ... ..	১৬৭
বদরীর পথে তীর্থাদি দর্শন ... ..	৭৮	মুকাধিকায় মৃতের প্রাণদান ... ..	ঐ
নরবলি নিবারণ ... ..	৭৯	শঙ্করের সর্বজ্ঞত্বপরীক্ষা ... ..	১৬৯
বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-বিগ্রহ উদ্ধার	৮২	শ্রীবেলীতে শঙ্কর—মূকের বাক্যস্মৃতি,	
বাস্যতীর্থে ভাষ্যরচনা ... ..	৮৫	হস্তামলকাচার্য ... ..	১৭৩
সনন্দনের পদ্মপাদ নাম ... ..	৮৬	হস্তামলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ও	
উত্তরাখণ্ডের তীর্থ সম্বন্ধে	৮৮	সম্মাস ... ..	১৭৭
কেদারনাথে শঙ্কর ... ..	৯২	শৃঙ্গেরীতে মঠস্থাপন ... ..	১৮১
কেদারে তপ্তবারিধারা আনয়ন ... ..	৯৩	আচার্যের অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা	১৮৬
গোমুখীর পথে ... ..	ঐ	মূর্খে বিদ্যাসংকার, তোটকাচার্য ... ..	১৮৮
গোমুখী দর্শন ... ..	৯৪	বার্ত্তিকরচনা ... ..	১৯২
গঙ্গোত্রীতে দেবতাস্থাপন ... ..	ঐ	পদ্মপাদের তীর্থ যাত্রা ... ..	২০০
উত্তরকাশীতে বাস ... ..	৯৫	রামেশ্বরপথে পদ্মপাদাচার্য ... ..	২০৩
বাস্যদর্শন ও শঙ্করের ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্তি	৯৬	পদ্মপাদের মাতুলালয়ে আগমন ... ..	২০৫
বাস্যদেবের-সহিত বিচার ... ..	৯৮	পুনরায় রামেশ্বর-পথে পদ্মপাদ ... ..	২০৮
কুমারিল ভট্টের পরিচয় ... ..	১০৬	পদ্মপাদের বিজয়ডিঙিম ভ্রমীভূত	ঐ
কুমারিলের দক্ষিণবিজয় ... ..	১১২	শঙ্করের জননীর অন্তিম কাল ... ..	২১২
প্রয়াগের পথে শঙ্কর ... ..	১১৭	মুমুর্ জননীসমীপে আচার্য ... ..	২১৩
প্রয়াগে কুমারিলসমীপে ... ..	১১৮	জননীকে ভগবদ্রূপ প্রদর্শন ... ..	২১৬
প্রভাকর পরিচয় ... ..	১১৯	বিশিষ্টার পরমগতিলাভ ... ..	২১৯
কুমারিলের তুযানলে প্রবেশ ... ..	১২১	মাতৃসংকার ও জাতিগণের দুর্ব্যবহার	ঐ
মণ্ডন পরিচয় ... ..	১২৪	রাজারাজশেখরকর্তৃক জাতিবিচার	২২৪
মাহীশূতিনগরে শঙ্কর ... ..	১২৬	রাজারাজশেখরের স্বদেশসংস্কার	
মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার ... ..	১৩২	বাসনা ... ..	২২৮



( ১৫ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক
শ্রুতিধর আচার্য্যকর্তৃক রাজার নষ্টগ্রন্থ		স্থবোপাসকগণের সংস্কার ...	২৬৮
উদ্ধার ...	২২৯	শুভগণবরপুরে ৩০০০ শিষ্যসহ আচার্য্য	২৭০
স্বদেশসংস্কারকার্য্যে আচার্য্য ...	২৩১	মহাগণপতি উপাসকগণের সংস্কার	২৭২
আচার্য্যের সর্বজ্ঞপরিপা ...	২৩৩	হরিদ্রাগণপতি উপাসকগণের সংস্কার	২৭৪
আচার্য্যের শিষ্য সমাগম ও		উচ্ছিষ্টগণপতি উপাসকগণের সংস্কার	২৭৫
কেরলদেশ ভ্রমণ ...	২৩৭	নবনীত, স্বর্ণ এবং সন্তানগণপতি	
পদ্মপাদ সমাগম ও নষ্ট টীকাগ্রন্থের		উপাসকগণের সংস্কার ...	২৭৬
উদ্ধার ...	২৩৮	কাকীপুরে আচার্য্য শঙ্কর ...	২৭৭
স্থধ্বারাজ সমাগম ...	২৪১	কাকীতে কামাক্ষীদেবীর প্রতিষ্ঠা ...	২৭৮
আচার্য্যের দ্বিখিড়িয়াত্রা ...	২৪২	শিবকাকীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ...	২৭৮
মধ্যাঙ্কুর্নে শঙ্কর ও শিবাবির্ভাব ...	২৪৩	বিষ্ণুকাকীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ...	২৭৯
তুলাভবানীতে শঙ্কর, শাক্তমতসংস্কার	২৪৬	তাত্রপর্ণাটবানী দ্বৈতবাদি সংস্কার	ঐ
ভবানীর উপাসকগণমধ্যে		বেঙ্কটচলে আচার্য্য শঙ্কর ...	২৮০
অদ্বৈতাত প্রচার ...	২৪৬	বিদর্ভরাজধানীতে আচার্য্য শঙ্কর ...	২৮১
মহালক্ষ্মীর উপাসকগণের মধ্যে		কর্ণাট উজ্জয়িনী উদ্দেশ্যে আচার্য্য ...	২৮৩
অদ্বৈতমত প্রচার ..	২৪৭	কাপালিকরাজ ক্রকচের উদ্ধার ...	২৮৪
সরস্বতীর উপাসকগণমধ্যে		উদ্বত্তভৈরব নামক দুইটির তিরস্কার	২৮৭
অদ্বৈতমত প্রচার ...	ঐ	জ্ঞানৈক চার্ব্বাকের পরিবর্তন ...	২৮৮
বামাচারিগণমধ্যে অদ্বৈতমত প্রচার	২৪৯	জ্ঞানৈক সৌগতের মত পরিবর্তন ...	২৯১
রামেশ্বরতীর্থে অদ্বৈতমত প্রচার ...	২৫০	জ্ঞানৈক ক্ষপণকের মত পরিবর্তন ...	২৯২
শৈবমত সংস্কার ...	২৫১	জ্ঞানৈক জৈনের শিষ্যগ্রহণ ...	২৯৩
অনন্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গমে		জ্ঞানৈক বৌদ্ধের মত পরিবর্তন ...	২৯৪
অদ্বৈতমত প্রচার ...	২৫৬	মল্লপুরে কুকুরসেবক ব্রাহ্মণ সংস্কার	২৯৫
ভক্তসম্প্রদায় বিষ্ণুশ্রমাদলের সংস্কার	ঐ	মরাজ্জনগরে বিষ্ণুসেন উপাসক সংস্কার	২৯৭
ভক্তসম্প্রদায়মধ্যে ব্রহ্মগুপ্তদলের সংস্কার	২৫৯	কামদেবভক্তের মত পরিবর্তন ...	২৯৯
ভাগবত-সম্প্রদায়ের সংস্কার ...	ঐ	পুরীধামে জগন্নাথদেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা	ঐ
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংস্কার ...	২৬০	মগধপুরে কুবের উপাসকগণের সংস্কার	৩০১
পাকুরাত্র-সম্প্রদায়ের সংস্কার ...	২৬২	ইন্দ্র উপাসকগণের সংস্কার ...	৩০৩
বৈখানস বৈষ্ণবগণের সংস্কার ...	২৬৩	যমপ্রস্থপুরে যমোপাসকগণের সংস্কার	৩০৪
কর্কশীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংস্কার	২৬৫	প্রয়াগে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩০৬
মুত্রক্ষ্যাদেশে অদ্বৈতমত প্রচার ...	২৬৬	বরুণ বায়ু ভূমি ও তীর্থোপাসক সংস্কার	৩০৭
হিরণ্যগর্ভোপাসকগণের সংস্কার ...	২৬৭	আকাশোপাসক শূন্যবাদীর সংস্কার	৩০৮
বহিমতাবলম্বিগণের সংস্কার ...	২৬৮	বরাহ মন্ত্রোপাসকের সংস্কার ...	৩১০



( ১৬ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
নতুলোক উপাসকের সংস্কার ...	৩১১	শারদাপীঠে গমনের উপলক্ষ ...	৩৪৫
শুণ্যবাদীর সংস্কার ...	৩১২	কাশ্মীর শারদাপীঠে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৪৬
সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীর সংস্কার ...	ঐ	শারদামাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ ...	৩৪৭
সাংখ্যমতাবলম্বী যোগীর সংস্কার ...	৩১৪	শারদামাহাত্ম্যে মহিবকর্ণ রাজার	
পরমাণুকারণবাদীর মত সংস্কার ...	৩১৬	পুনর্জীবন ...	ঐ
কাশীধামে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩১৭	পণ্ডিতগণকর্তৃক আচার্য্যের	
কর্শ্ববাদীগণের মত সংস্কার ...	৩১৮	সর্বজ্ঞত্বপরাীক্ষা ...	৩৪৮
চন্দ্রোপাসকগণের সংস্কার ...	৩১৯	কাশ্মীর ত্রীনগরে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৫৬
মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণের সংস্কার	ঐ	তদ্রশীলায় আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৫৭
পূর্বোক্ত ধর্মগণকের অদ্বৈতমত গ্রহণ	৩২০	জ্ঞানানুস্মীতিার্থে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৫৯
পিতৃলোক উপাসকের সংস্কার ...	৩২১	নৈমিষারণো আচার্য্য শঙ্কর ...	ঐ
অনন্তদেবোপাসকগণের সংস্কার ...	৩২২	অযোধ্যায় আচার্য্য শঙ্কর ..	৩৬০
সিন্ধোপাসকগণের সংস্কার ...	ঐ	মিথিলায় আচার্য্য শঙ্কর ...	ঐ
গন্ধর্বোপাসকগণের সংস্কার ...	৩২৩	মগধরাজ্যে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৬২
বেতালোপাসকগণের সংস্কার ...	৩২৪	নালান্দায় আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৬৩
সৌরাষ্ট্রভিষুখে যাত্রা ...	৩২৫	রাজগৃহে আচার্য্য শঙ্কর ..	৩৬৪
অবন্তীরাজ্যে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩২৬	গয়াধামে আচার্য্য শঙ্কর ...	ঐ
উজ্জয়িনীতে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩২৭	বঙ্গদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৬৬
ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত বিচার ...	৩২৮	কাননরূপে আচার্য্য শঙ্কর ..	৩৬৮
সৌরাষ্ট্রদেশে বেদান্ত প্রচার ...	৩৩১	অভিনবগুপ্তের অভিচারে শঙ্করের	
গির্গার সোমনাথ ও শ্রভাসে		ভগল্লর রোগ ...	৩৭১
আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৩১	পৌণ্ডবর্ধনদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৭৬
দ্বারকাতে পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের সংস্কার	৩৩২	গৌড়রাজ্যে আচার্য্য শঙ্কর ...	ঐ
কঙ্কন ও গুজ্জররাজ্যে আচার্য্য শঙ্কর	৩৩৩	মুরারীমিশ্র সহ আচার্য্যের শাস্ত্রালাপ	
পুন্ডরীতির্থে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৩৪	এবং বিচার ...	৩৭৭
সিন্ধুদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	ঐ	গৌড়পাদাচার্য্যের সহিত আচার্য্যের	
গাঙ্কারদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৩৫	সাক্ষাৎকার ...	৩৮০
বাল্লিকদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৩৬	নেপালে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৮৩
জৈনগণসহ আচার্য্যের বিচার ...	ঐ	বদরিকাশ্রমভিষুখে আচার্য্য শঙ্কর	৩৮৬
মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সহিত বিচার	৩৪০	বদরীকাশ্রমে পুনর্বীর আচার্য্য শঙ্কর	৩৮৭
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের সহিত বিচার	৩৪২	কেদারক্ষেত্রে আচার্য্যের পুনরাগমন	৩৯০
কাষোজ্রদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	৩৪৫	আচার্য্যের অন্তর্ধান ...	ঐ
দ্রবদদেশে আচার্য্য শঙ্কর ...	ঐ	সিদ্ধান্তবিন্দু বা নিকীর্ণদশক ...	৩৯৬



( ১৭ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
<b>রামানুজাচার্য</b>		মাতৃসমীপে রামানুজের প্রত্যাগমন	৪২২
চারিত্র	৪০৩—৫২৭	কাঞ্চীপুর্ণের নিকট দীক্ষাবাসনা	৪২৫
জন্মভূমির পরিচয়	৪০৩	বাদব নিশ্চিন্ত	৪২৬
জাতিপরিচয়	ঐ	কাঞ্চীধামে গোবিন্দের শিবলিঙ্গ লাভ	৪২৭
পিতৃমাতৃপরিচয়	ঐ	কালহস্তীধরে গোবিন্দের অবস্থিতি	ঐ
রামানুজজন্মের উপলক্ষ	৪০৪	বাদবের বিস্ময় ও কপটতা	৪২৮
রামানুজের জন্ম	৪০৫	রামানুজের ক্ষমা ও নৌজন্ত	৪২৯
রামানুজের লক্ষণ নামকরণ	ঐ	রামানুজের উপর যামুনাচার্যের দৃষ্টি	ঐ
রামানুজের শৈশব	৪০৬	“ ... যামুনাচার্য্য দর্শন	৪৩০
রামানুজের সজ্জনানুরাগ	ঐ	“ জন্ত যামুনাচার্যের প্রার্থনা	৪৩১
রামানুজ শূদ্রপদমেবার উদ্ধৃত	৪০৭	“ ও বাদবের তৃতীয়বার মতভেদ	ঐ
রামানুজের বিবাহ	৪০৮	কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের পথপ্রদর্শক	৪৩২
রামানুজের গুরুগৃহে বাস	৪০৯	রামানুজকর্তৃক কাঞ্চীপুর্ণের শরণগ্রহণ	৪৩৩
রামানুজের বিদ্যাভ্যাস	ঐ	রামানুজের মাতৃবিরোগ	৪৩৪
গোবিন্দকে সহাধ্যায়ী লাভ	৪১০	“ জন্ত যামুনাচার্যের আগ্রহ	ঐ
গুরুর সহিত মতভেদ	ঐ	মহাপূর্ণের সহিত রামানুজের পরিচয়	৪৩৫
রামানুজের ভক্তিতাবাধিকাই		রামানুজ যামুনাচার্য্যদর্শনে প্রস্থিত	৪৩৬
মতভেদের হেতু	৪১১	যামুনাচার্যের তিরোধান	ঐ
রামানুজের বিনয়	৪১২	যামুনাচার্যের শবদেহদর্শন	৪৩৭
রামানুজের প্রতিভা	ঐ	রামানুজের প্রতিজ্ঞা	৪৩৮
রামানুজকর্তৃক ভূতাপসারণ	৪১৩	যামুনাচার্যের সমাধি	৪৩৯
রামানুজের মহত্ব	৪১৪	রামানুজের মহত্ব ও নেতৃত্বপদ গ্রহণ	ঐ
রামানুজের ভাগ	ঐ	ভগবানের উপর অভিমান করিয়া	
গুরুর সহিত পুনর্বীর মতভেদ	৪১৫	রামানুজের কাঞ্চী প্রত্যাবর্তন	৪৪০
কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে ভক্তিসচর্চা	৪১৬	কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের	
পুনরায় বাদবের নিকট অধ্যয়ন	ঐ	দীক্ষা গ্রহণপ্রয়াস	৪৪১
বাদবকর্তৃক রামানুজের প্রাণনাশচেষ্টা	৪১৭	কাঞ্চীপূর্ণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও বুদ্ধিকৌশল	ঐ
শত্রুকবল হইতে রামানুজের পলায়ন	৪১৮	পত্নীর উপর রামানুজের বিরক্তি	৪৪২
ভগবৎকৃপায় প্রাণরক্ষা	ঐ	রামানুজের দৃঢ়তা	৪৪৩
রামানুজের পরোপকার প্রবৃত্তি	৪২০	দীক্ষাদানভয়ে কাঞ্চীপূর্ণের তিরুপতি বাস	ঐ
কাঞ্চীপুর্নে প্রত্যাগমন	৪২১	কাঞ্চীপূর্ণের কাঞ্চী প্রত্যাগমন	৪৪৪
রামানুজের জীবনগতি পরিবর্তন	৪২২	রামানুজের উপর কাঞ্চীপূর্ণের দয়া	৪৪৫
		রামানুজের প্রতি বরদরাজের উপদেশ	ঐ



( ১৮ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
রামানুজনের মূল—ভগবত্বপদিষ্ট	৪৪৬	গৌপ্তীপূর্ণের নিকট রামানুজের	...
রামানুজের রামানুজ নাম	...	সাম্প্রদায়িক বিদ্যালান্ড	৪৭০
রামানুজের আনন্দ এবং ত্রীরঙ্গম যাত্রা	৪৪৭	গৌপ্তীপূর্ণকর্তৃক রামানুজের দৃঢ়তাপরীক্ষা	ঐ
বৈষ্ণবসভার সিদ্ধান্ত	...	রামানুজের শিষ্যত্ব	৪৭২
মহাপূর্ণকে কাকী প্রেরণ	৪৪৮	রামানুজের সর্বসমক্ষে মন্ত্র প্রকাশ	ঐ
পশ্চিমবঙ্গে গুরুশিষ্যের মিলন	...	রামানুজের উপর গৌপ্তীপূর্ণের	...
মহাপূর্ণের নিকট রামানুজের দীক্ষা	৪৪৯	ক্রোধশাস্তি	৪৭৩
রামানুজের বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যয়ন	...	রামানুজসিদ্ধান্ত নামকরণ ;	...
দ্বাদশখানি বৈষ্ণবশাস্ত্র	...	রামানুজের অবতারণা	৪৭৪
পত্নীর সহিত মনোমালিন্য	...	কুরেশকে উপদেশ দান	৪৭৫
মনোমালিন্যের প্রথম উপলক্ষ	৪৫১	দাশরথির পরীক্ষা	ঐ
পত্নীত্যাগের অন্তিম উপলক্ষ	...	,, পাচক কর্তৃক	৪৭৬
মহাপূর্ণের প্রস্থান	৪৫২	মালাধরের নিকট রামানুজের শিক্ষা	৪৭৭
পত্নীর উপর রামানুজের ক্রোধ	...	বরদ্বারের নিকট রামানুজের শিক্ষা	৪৭৮
রামানুজের সন্ন্যাসবাসনা	৪৫৩	রামানুজ বৈষ্ণবসমাজের নেতা	ঐ
রামানুজের বুদ্ধিকোশল	৪৫৪	রঙ্গনাথের অর্চকগণকর্তৃক রামানুজের	...
রামানুজপত্নীর পিত্রালেয়ে গমন	৪৫৫	প্রাণনাশচেষ্টা	ঐ
রামানুজের সন্ন্যাস	৪৫৬	রামানুজের ধৈর্য্যপরীক্ষা	৪৭৯
রামানুজের শিষ্যসংগ্রহ	৪৫৭	রামানুজের ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ	৪৮০
যাদবের প্রতি যাদবজননীর অনুরোধ	ঐ	রামানুজকর্তৃক বিষ জীর্ণ	ঐ
যাদব বরদ্বারজের আদেশপ্রার্থা	৪৫৮	রামানুজের দয়া ও ক্ষমা	৪৮১
ভগবদাদেশে যাদবের রামানুজশিষ্যত্ব	৪৫৯	অবৈতবাদী যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত বিচার	ঐ
যাদবের সহিত রামানুজের বিচার	৪৬০	রামানুজকর্তৃক নিজমত বর্ণন	৪৮২
রামানুজের নিকট যাদবের পুনঃ সন্ন্যাস	৪৬৩	অবৈতমতে দোষ	৪৮৫
বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়	...	যজ্ঞমূর্ত্তিকর্তৃক অবৈতমতের	...
ত্রীরঙ্গমে রামানুজকে আনয়ন	...	দোষোদ্ধার	৪৮৭
ত্রীরঙ্গনাথের পূজায় পাঙ্করাত্র	...	যজ্ঞমূর্ত্তিকর্তৃক রামানুজমত আক্রমণ	৪৯২
প্রথার প্রবর্ত্তন	৪৬৪	দৈবকৃপায় রামানুজের জয়	৫০১
গোবিন্দের জন্ম ত্রীশৈলপূর্ণকে প্রেরণ	ঐ	যজ্ঞমূর্ত্তির পরাজয়স্বীকার	৫০২
গোবিন্দকে বৈষ্ণব করিবার প্রথমচেষ্টা	৪৬৫	রামানুজমতের শাস্ত্রপ্রমাণ	৫০৪
শেষচেষ্টা—গোবিন্দকে বৈষ্ণব করিবার	৪৬৬	যজ্ঞমূর্ত্তির নিরভিমানিতা	৫১১
মহাপূর্ণের নিকট রামানুজের	...	যজ্ঞমূর্ত্তির প্রতি রামানুজের সম্মান	ঐ
সাম্প্রদায়িক বিদ্যালান্ড	৪৬৯	রামানুজের ভক্তিভাব	...



( ১৯ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
রামানুজের তিরুপতি যাত্রা ও		দিগ্বিজয়ার্থ কাঞ্চীপুরে আচার্য্য	... ৩০১
প্রবল শৈবসম্প্রদায়	... ৫১২	" ভূতপুরীতে "	... ৩০২
অষ্টসহস্র গ্রামে আচার্য্য রামানুজ	ঐ	কুন্তকোণে স্বমতপ্রচার	... ৩০৩
বরদার্যের আতিথ্যগ্রহণ	... ৫১৩	তিরুভালি তিরুনাগরীতে আচার্য্য ও	
সতীত্বের বিনিময়ে গুরুসেবা	... ৫১৪	পেরিয়া রমণী	... ৩০৪
গুরুভক্তিপ্রভাবে পাণ্ডু উদ্ধার	... ৫১৫	আচার্য্য লজ্জিত, অনুতপ্ত ও	
যজ্ঞেশকে শিক্ষাদান	... ৫১৬	ভক্তপূজার ব্যবস্থা	... ৩০৫
যজ্ঞেশকে ক্ষমা	... ৫১৭	রামেশ্বরপথে বৃষভাস্রিতে স্বমতপ্রচার	ঐ
কাঞ্চীপুরীতে আচার্য্য রামানুজ	... ৩০৬	মাধুরাতে স্বমতপ্রচার	... ৩০৭
ঘটিকাচলে শূদ্রবেশে ভগবান পথপ্রদর্শক ঐ		শ্রীভিল্লিপত্নী	... ৩০৮
তিরুপতি বা বেক্টাচলের পাদদেশে		কুরুকুরে আচার্য্যকর্তৃক ভক্তসম্বর্ধন	ঐ
অবস্থিতি	... ৩০৯	ভক্তিপ্রভাবে শূদ্র বা চণ্ডালপাদুকাও	
ভূমিদানগ্রহণ ও ব্রাহ্মণগণকে দান	৩১০	পূজনীয়	... ৩১১
অনুরুদ্ধ হইয়া বেক্টাচলে আরোহণ	ঐ	আচার্য্যের দীনতা ও গুরুভক্তি	... ৩১২
মাতুলের নিকট দীনতাশিক্ষা	... ৩১৩	তিরুক্কুরঙ্গুড়িতে ভগবানকে উপদেশ	ঐ
বেক্টানাথদর্শন ও সমাধিতে অবস্থান	৩১৪	অনন্তশয়নে পাঞ্চরাত্র প্রথাপ্রবর্তনে	
রামায়ণ শিক্ষা	... ৩১৫	বিফল প্রয়াস	... ৩১৬
গোবিন্দের নিকট গুরুভক্তিশিক্ষা	৩১৬	ভগবৎকর্তৃক আচার্য্যসেবা	... ৩১৭
গোবিন্দের জীবে দয়া	... ৩১৮	পশ্চিম সমুদ্রকূলে দক্ষিণামূর্তিকর্তৃক	
ঘটিকাচল ও পঞ্চতীর্থ হইয়া কাঞ্চী		শ্রীভাস্করপ্রশংসা	... ৩১৯
আগমন ; গোবিন্দের ত্রুটি সাক্ষ্যনা	৩২০	কাম্বীরামাভিমুখে নানা তীর্থ দর্শন	... ৩২০
অষ্টসহস্রগ্রামে যজ্ঞেশের আতিথ্যগ্রহণ	৩২১	বদরীক্ষেত্রে আচার্য্য	... ৩২১
শ্রীরঙ্গমে প্রতাগমন ও গোবিন্দকে		শারদাপীঠে ভাস্কর উপাধিলাভ	ঐ
সন্ন্যাসদান	... ৩২২	বোধায়নবৃত্তিসংগ্রহ	... ৩২২
শ্রীরঙ্গমে শাস্ত্রালোচনা	... ৩২৩	কাম্বীর পণ্ডিতগণের অভিচার	... ৩২৩
শ্রীভাস্করচনা	... ৩২৪	আচার্য্যের ক্ষমার রাজা আকৃষ্ট	... ৩২৪
কুরেশকে পদাঘাত	... ৩২৫	আচার্য্যের নিকট হইতে বোধায়ন	
কুরেশের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা	... ৩২৬	বৃত্তি-অপহরণ	... ৩২৫
শ্রীভাস্করচনা সম্বন্ধে মতভেদ	... ৩২৭	অবোধাভিমুখে আচার্য্য	... ৩২৬
আচার্য্যের গ্রন্থাবলী ও রঙ্গনাথকর্তৃক		জগন্নাথধামে পাঞ্চরাত্র মতপ্রবর্তন	ঐ
তাহার সম্মান	... ৩২৮	আচার্য্য কুর্গক্ষেত্রে	... ৩২৭
রামানুজের দিগ্বিজয়যাত্রা	... ৩২৯	সিংহাচলে গরুড়াস্রিতে আচার্য্য	... ৩২৮
" শিবসেবকের তালিকা	... ৩৩০	শোলিঙ্গক্ষেত্রে আচার্য্য	... ৩২৯



( ২০ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
ওয়ারাঙ্গাল বা তৈলঙ্গদেশে আচার্য্য	৫৪৭	শালগ্রামে বৈষ্ণব পাদোদকের	
শ্রীকাকুলম্ বা চিকাকোলে আচার্য্য	ঐ	মাহাত্ম্য প্রচার	৫৬৩
বেঙ্গটাচলে দেববিগ্রহকে বিষ্ণুগ্রহ		নুসিংহপুরে আচার্য্য এবং ব্রাহ্মণগণ	
বলিয়া প্রচার	ঐ	কর্তৃক রাজাবধার্থ অভিচার	৫৬৪
শ্রীরঙ্গমের পথে	৫৪৮	চোলরাজের শাস্তি ও কুমিকণ্ঠ নাম	ঐ
দ্বিধিজয়ান্তে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন	৫৪৯	ভক্তগ্রামে রাজকুমারীর ব্রহ্মরাক্ষসমুক্তি	ঐ
বৈষ্ণবশিফার আদর্শ প্রদর্শন	ঐ	দৈবশক্তিদ্বারা জৈনসভা জয়	৫৬৫
আচার্য্যের ব্যাখ্যাম্রাধ্ব্য ও দ্রাবিড়-		জৈননিগ্রহ, রাজার বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম	৫৬৬
ভাষার উন্নতিব্যবস্থা	৫৫০	তিরুনারায়ণপুরে তিলকচন্দনের স্বপ্ন	৫৬৭
কামাঙ্ক মল্লবীর ধনুর্দাসের উদ্ধার	ঐ	যাদবদ্বিতে তিলকচন্দন ও ভগবদ্-	
ধনুর্দাসকে ভগবদর্শন	৫৪২	বিগ্রহের স্বপ্ন	ঐ
ধনুর্দাসের মঠবাস	ঐ	তিলকচন্দনলাভ ও নারায়ণবিগ্রহ	
ধনুর্দাসের উপর শিষ্টগণের ঈর্ষা	ঐ	উদ্ধার	৫৬৮
শিষ্টশিক্ষার্থ আচার্য্যের কোশল	৫৫৩	স্বপ্ন দেখিয়া যাদবদ্বিপ্রপতির উৎসব-	
শিষ্টগণকর্তৃক ধনুর্দাসপত্নীর অলঙ্কার		বিগ্রহের জন্ত দিল্লীগমন	ঐ
অপহরণ	৫৫৪	দ্বিতীয়বার স্বপ্নদর্শন	৫৭০
ভক্তের জাতিভেদ ; শূদ্রের সংকার	৫৫৫	দেববিগ্রহ নৃত্য করিতে করিতে	
আচার্য্যশরীরে বাসুনাচার্য্যের		আচার্য্যের ক্রোড়ে	ঐ
আবির্ভাব	৫৫৬	বাদসাহকন্ঠার ব্যাকুলতা	ঐ
আচার্য্যের দয়ায় মুকের বাক্যক্ষুণ্ণি	ঐ	আচার্য্য দম্যকর্তৃক আক্রান্ত, চণ্ডালগণ	
আচার্য্যের উপর চোলাধিপতি রাজেন্দ্র		বিগ্রহবাহক	৫৭২
চোলের অত্যাচার	৫৫৭	যাদবদ্বিতে উৎসববিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও	
কুরেশের আচার্য্যবেশে রাজসভায় গমন	৫৫৮	অম্পৃষ্ঠ্যস্পর্শন	ঐ
কুরেশের বেশে আচার্য্যের শ্রীরঙ্গমভ্যাগ	ঐ	মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের কীর্ত্তি	৫৭৩
আচার্য্যের জন্ত পুনরায় দূতপ্রেরণ ও		পদ্মগিরি হইতে জৈন বিতাড়ন	৫৭৪
আচার্য্যের মন্ত্রশক্তি	৫৫৯	স্বমতপ্রচারার্থ দাশরথিকে ভেলুর প্রেরণ	ঐ
রাজসভায় কুরেশের সহিত বিচার	ঐ	শ্রীরঙ্গম হইতে দূতের আগমন ও	
কুরেশ ও মহাপূর্ণের রাজদণ্ড	৫৬০	রানানুজের মুচ্ছা	ঐ
নীলগিরি পর্বতে আচার্য্যের পলায়ন	ঐ	নাক্তিককর্তৃক কুমিকণ্ঠের নিধনবার্ত্তা	
ব্যাধিশিষ্টগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা	ঐ	আনয়ন	ঐ
আচার্য্য এক ব্যাধের অতিথি	৫৬২	শিষ্টগণের জন্ত আচার্য্যের প্রস্তুতমুক্তি	৫৭৫
ছয়দিনের পর অন্নগ্রহণ ও পুনর্ব্বার		আচার্য্যপ্রভাবে প্রস্তুতমুক্তির বাক্যক্ষুণ্ণি	ঐ
সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ	ঐ	আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে শ্রীরঙ্গম	৫৭৬



( ২১ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শ্রীরঙ্গের আচার্য্যের পুনরাগমন ;		৩ । উপাধি	৬৩২
কুরেশের জন্তু দুঃখ ...	৫৭৬	৪ । কুলদেবতা	৬৩৫
চিদম্বরের দেবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ...	৫৭৭	৫ । গুরুসম্প্রদায়	৬৩৬
কাঞ্চীতে বরদরাজের নিকট কুরেশের		৬ । জন্মকাল	৬৫২
চক্ষু ভিক্ষা ...	ঐ	৭ । জন্মগত সংস্কার	৬৫৯
শ্রীরঙ্গের আচার্য্যের উপদেশের		৮ । জন্মস্থান	৬৬০
আদর্শ শঠকোপমুনি ...	৫৭৮	৯ । জন্মের উপলক্ষ	৬৬১
আচার্য্যকর্তৃক ভক্তবাৎসল্যপূর্ণ	৫৭৯	১০ । জয়চিহ্নস্থাপন	ঐ
এক বালিকার অনুরোধে বেঙ্কটনাথের		১১ । জীবনগঠনে দৈবনির্ব্বন্ধ	৬৬২
উপর পত্রদান ...	ঐ	১২ । " " নমুনানির্ব্বন্ধ	৬৬৪
আচার্য্যকর্তৃক বিপ্রপাদোদক পান	৫৮০	১৩ । দীক্ষাজয়	৬৬৮
আচার্য্যের নিয়মপালনপ্রবৃত্তি ...	ঐ	১৪ । দীক্ষা	৬৬৯
শ্রীরঙ্গের আচার্য্যের শেষ ৬০ বৎসর	৫৮১	১৫ । দেবতাপ্রতিষ্ঠা	৬৭০
শিক্ষাগণের মহাপ্রস্থান ...	ঐ	১৬ । পিতৃনাৎকুল	৬৭৪
চোলরাজপুত্রকে ক্ষমা, মন্দিরের		১৭ । পূজালাভ	৬৭৬
কর্তৃত্ব লাভ ...	৫৮২	১৮ । ভগবদনুগ্রহ	৬৭৮
আচার্য্যের আর দুইটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপন	ঐ	১৯ । ভাস্করচনা	৬৮০
আচার্য্যের অন্তিমকাল ও শেষ উপদেশ	৫৮৩	২০ । ভ্রমণ	৬৮০
আচার্য্যের স্বেচ্ছামৃত্যু ...	ঐ	২১ । মতের প্রভাব	ঐ
আচার্য্যের শেষ উপদেশাবলী ...	ঐ	২২ । মৃত্যু	৬৮২
উপদেশপঞ্চক ...	৫৯৪	২৩ । রোগ	৬৮৪
শিক্ষাগণ চরিতার্থ ...	৫৯৬	২৪ । শিক্ষা	৬৮৫
মন্দিরের ভগবৎকিরণগণের নিকট		২৫ । শিক্ষাচরিত্র	৬৮৯
ক্ষমাপ্রার্থনা ...	ঐ	২৬ । সন্ন্যাসগ্রহণ	৬৯০
অবিজিত বেদান্তীর বিজয়ে শেষ আদেশ	ঐ	২৭ । সাধনমার্গ	৬৯৫
প্রস্তরমূর্তিতে শক্তিসংস্কার ও দেহভাগ	৫৯৬	২৮ । সাধারণ চরিত্র	৬৯৬
সামান্তভাবে ৬৪টি বিষয়দ্বারা তুলনা	৫৯৯		
সামান্তভাবে ২০টি বিষয়দ্বারা মততুলনা	৬১০		
বিশেষভাবে তুলনার প্রস্তাবনা ...	৬১৮		
<b>সাম্প্রদায়িক বিষয়-</b>			
দ্বারা তুলনা	৬১৯—৬২৭		
১ । আদর্শ ...	৬১৯		
২ । আয়ুঃ ...	৬৩০		

## গুণাবলী দ্বারা

তুলনা	৬২৮—৭৫৩
১২৯ । অজৈয়ব	৬২৮
২১০ । অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানপিপাসা	৭০৪
৩৩১ । অলৌকিক জ্ঞান	৭০৫
৪৩২ । অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি	৭০৪



( ২২ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
৫১৩৩ । আত্মনির্ভরতা, ভগবান্নির্ভরতা	৭১০
৬১৩৪ । উদারতা	৭১১
৭১৩৫ । উত্তম উৎসাহ	৭১৪
৮১৩৬ । উদ্ধারের আশা	৭১৬
৯১৩৭ । উদাসীনতা বা অনাসক্তি	৭১৭
১০১৩৮ । কর্তব্যজ্ঞান	ঐ
১১১৩৯ । ক্ষমাশূণ	৭১৮
১২১৪০ । গুণগ্রাহিতা	৭২০
১৩১৪১ । গুরুভক্তি	৭২১
১৪১৪২ । ত্যাগশীলতা	৭২৩
১৫১৪৩ । দেবতার প্রতি সম্মান	৭২৪
১৬১৪৪ । ধ্যানপরায়ণতা	৭২৫
১৭১৪৫ । নিরভিমানিতা	৭২৬
১৮১৪৬ । পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তি	৭২৭
১৯১৪৭ । পরিহাস প্রবৃত্তি	৭২৯
২০১৪৮ । পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়া	৭৩০
২১১৪৯ । প্রতিজ্ঞাপালন	৭৩২
২২১৫০ । ব্রহ্মচর্যা	৭৩৩
২৩১৫১ । বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনাশক্তি	৭৩৪
২৪১৫২ । ভগবদভক্তি	৭৩৬
২৫১৫৩ । ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান	৭৩৮
২৬১৫৪ । ভক্ততা	৭৩৯
২৭১৫৫ । ভাবের আবেগ	৭৪০
২৮১৫৬ । মেধাশক্তি	৭৪১
২৯১৫৭ । লোকপ্রিয়তা	৭৪২
৩০১৫৮ । বিনয়গুণ	৭৪৩
৩১১৫৯ । শত্রুর মঙ্গলসাধন	৭৪৪
৩২১৬০ । শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য	৭৪৫
৩৩১৬১ । শিষ্য ও ভক্তসম্বন্ধন	৭৪৬
৩৪১৬২ । শিষ্যচরিত্রে দৃষ্টি	৭৪৮
৩৫১৬৩ । শিষ্যের প্রতি ভালবাসা	৭৫০
৩৬১৬৪ । সম্প্রদায়ব্যবস্থাপনসামর্থ্য	৭৫১
৩৭১৬৫ । স্বৈর্য ও ধৈর্য	৭৫২

## দোষাবলীর দ্বারা

তুলনা।	৭৫৪—৭৫৫
১।৬৬ । অক্ষমা	৭৫৪
২।৬৭ । অনুতাপ	৭৫৫
৩।৬৮ । অনুদারতা	৭৫৬
৪।৬৯ । অভিমান	৭৫৭
৫।৭০ । অশিষ্টাচার	৭৫৮
৬।৭১ । অস্থিরতা	৭৫৯
৭।৭২ । আসক্তি	৭৬০
৮।৭৩ । কর্তব্যজ্ঞানহীনতা	৭৬১
৯।৭৪ । ক্রোধ	৭৬৩
১০।৭৫ । গৃহস্থোচিত ব্যবহার	৭৬৬
১১।৭৬ । চতুরতা	৭৬৭
১২।৭৭ । নিবুদ্ধিতা বা দৈববিড়ম্বনা	৭৬৮
১৩।৭৮ । পাণিজ্ঞান, নিজেকে	৭৬৯
১৪।৭৯ । প্রাণভয়	৭৭০
১৫।৮০ । ভ্রান্তি	৭৭৩
১৬।৮১ । মিথ্যাচরণ	৭৭৪
১৭।৮২ । লজ্জা	৭৭৬
১৮।৮৩ । বিবেচবুদ্ধি	ঐ
১৯।৮৪ । বিবাদ বা শোক	৭৮০
২০।৮৫ । সাধারণমনুষ্যোচিত ব্যবহার	৭৮১
২১।৮৬ । সংশয়	৭৮২
২২।৮৭ । স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি	৬৮৪

## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা

তুলনা।	৭৮৬—৮৩৭
শঙ্করাচার্যের সময়নির্ণয়	৭৮৭
শঙ্করের সময়নির্ণয়ে প্রথম উপকরণ	৭৮৮
"	দ্বিতীয় ৭৮৯
"	তৃতীয় ৭৯৫
"	চতুর্থ ৭৯৬
"	পঞ্চম ৭৯৭



( ২৩ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
শঙ্করের সময়নির্ণয়ে ষষ্ঠ উপকরণ	৭৯৮	একাগ্রতা—ষষ্ঠ গুণ ...	৮৪১
" সপ্তম ...	ঐ	ধ্যানপরায়ণতা—সপ্তম গুণ ...	৮৪২
" অষ্টম ...	৭৯৯	বল ও ধাতুসাম্য—অষ্টম ও নবম গুণ	ঐ
" নবম ...	ঐ	সত্যানুরাগ—দশম গুণ ...	ঐ
" দশম ...	৮০০	সংসর্গশূন্যতা—একাদশ গুণ ...	ঐ
" একাদশ ...	ঐ	হৈর্ষ্য ও ধৈর্য—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুণ	৮৪৩
" দ্বাদশ ...	ঐ	তিতিফা ও শমদমাদি—চতুর্দশ ও	
" ত্রয়োদশ ...	৮০১	পঞ্চদশ গুণ ...	ঐ
জ্যোতিববলে শঙ্করের জন্মান্বনির্ণয়	৮০২	নিরতিমানিতা—ষোড়শ গুণ ...	৮৪৪
শঙ্করের জন্মসামান্যনির্ণয় ...	৮০৪	অনালস্ত—সপ্তদশ গুণ ...	ঐ
" জন্মতিথিনির্ণয় ...	ঐ	নির্ণাত গুণের দ্বারা তুলনা ...	ঐ
রামানুজের জন্মসময় ...	৮০৭	আদর্শদর্শনিকের প্রথমগুণদ্বারা তুলনা	৮৪৫
আচার্য্যদ্বয়ের লঘুনিরূপণ ...	৮০৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় গুণদ্বারা তুলনা	৮৪৮
আবিস্কৃত কোণ্ডীষয়ের প্রামাণ্য ...	ঐ	ঐ ঐ অবশিষ্ট ঐ ঐ ...	৮৫১
কোণ্ডীতুলনার ফল ...	৮১২	<b>আচার্য্যদ্বয়ের</b>	
আচার্য্যদ্বয়ের সম্বন্ধে নূতন কথা ...	৮১৫	সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা	৮৫৫
শঙ্করাচার্য্যের জন্মপত্রিকা ...	৮২০	আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শের	
রামানুজের জন্মপত্রিকা ...	৮২৭	গুণগ্রাম ২০টা ...	৮৬০
আচার্য্যদ্বয়ের যোগফল ...	৮৩১	উক্তগুণানুসারে তুলনার ফল ...	৮৬১
উভয়সাধারণ যোগফল ...	ঐ	<b>নিজ নিজ আদর্শের</b>	
শঙ্করের যোগফল ...	৮৩৩	ধর্মের দ্বারা তুলনা	৮৬৫—২৩৪
রামানুজের যোগফল ...	৮৩৫	শঙ্করমতে জ্ঞান ও ভক্তির	
<b>আদর্শদর্শনিকের</b>		সম্বন্ধ নির্ণয় ...	৮৬৮
ধর্মদ্বারা তুলনা	৮৩৮—৮৫৪	শঙ্করের আদর্শানুসারে শঙ্করের অবস্থা	ঐ
দর্শনশাস্ত্র ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়	৮৩৮	শঙ্করের আদর্শনাভে তাহার	
দর্শনিকের গুণগ্রাম ...	৮৩৯	নির্দিষ্ট উপায় ...	৮৬৯
অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন—প্রথম গুণ	৮৪০	শঙ্করোক্ত যোগে অধিকারী	
বিচারশীলতা ও পর্য্যবেক্ষণস্বভাব		হইবার সাধন ...	৮৭০
—দ্বিতীয় গুণ ...	ঐ	জ্ঞানযোগের প্রথম বিশেষ সাধন ...	ঐ
অনুসন্ধিৎসা—তৃতীয় গুণ ...	৮৪১	প্রথমসাধন—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক	৮৭১
শ্রুতি—চতুর্থ গুণ ...	ঐ	দ্বিতীয় সাধন—ইহামুক্তকলভোগবিরাগ	ঐ
কল্পনাশক্তি—পঞ্চম গুণ ...	ঐ	তৃতীয় সাধন—শমদমাদি ছয়টা সম্পত্তি	ঐ



( ২৪ )

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
চতুর্থ সাধন—মুগ্ধুজ ...	৮৭২	প্রেমের লক্ষণ এবং উক্ত উভয়	...
জ্ঞানযোগে ব্রহ্মবিচারের ক্রম ও	...	সম্প্রদায়ের সম্বন্ধনির্ণয় ...	৮৯৫
অবগমপরিচয় ...	৮৭৩	গৌড়ীয় লক্ষণই শ্রেষ্ঠ ...	৮৯৬
ভাৎপর্দ্যানির্ণায়ক ছয়রূপ লিঙ্গপরিচয়	ঐ	পাক্ষরাজ হইতে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের	...
মননপরিচয় ...	ঐ	উৎকর্ষ ...	৮৯৭
নিদিধ্যাসন পরিচয় ...	৮৭৪	গৌড়ীয়মতে ভক্তির বিশেষ পরিচয়	৮৯৮
সমাধির বিদ্ব—লয় বিক্ষেপ কথায় ও	...	ভক্তির ত্রিবিধ ভেদ ...	ঐ
রসাবাদ ...	ঐ	বৈধী ভক্তি ...	৮৯৯
বিচারের ক্রম—অধারোগ, অপবাদ ও	...	ভক্তিবিভাগচিত্র ...	৯০০
মহাবাক্যবিবেক ...	৮৭৫	রাগানুগা ভক্তি ...	ঐ
রাজযোগপরিচয়—পঞ্চদশ অঙ্গ ...	৮৭৬	রাগান্বিতা ভক্তি ...	৯০২
রাজযোগে বিদ্ব আটটি ...	৮৭৭	ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও	...
পাতঞ্জলোক্ত যোগপরিচয় ...	৮৭৮	অবাস্তববিভাগ ...	৯০৩
পাতঞ্জলোক্ত যোগপথে বিদ্ব ও	...	রসবিভাগ ...	ঐ
তন্নামোপায় ...	৮৭৯	প্রত্যেক রসের অঙ্গচতুষ্টয়াদি	ঐ
সমাধিসাধনে বিদ্ব ও তন্নামোপায়	৮৮০	রসবিভাগ চিত্র ...	৯০৪
অষ্টাঙ্গযোগপরিচয় ...	৮৮১	১। শান্তরস পরিচয় ...	ঐ
শঙ্করসম্মত সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান	ঐ	২। দান্তরস পরিচয় ...	৯০৬
হঠযোগ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—	...	৩। সখ্যরস পরিচয় ...	৯১০
এতৎসাধারণ সাধনা ...	ঐ	৪। বাৎসল্যরস পরিচয় ...	৯১১
উক্ত সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান ...	৮৮২	৫। মধুররস পরিচয় ...	৯১২
জ্ঞানযোগসাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান	৮৮৩	রামানুজের আদর্শের সহিত	...
হঠযোগের সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান	৮৮৭	রামানুজের তুলনা ...	৯১৩
হঠযোগে অধিকারীর ভেদ ...	৮৮৯	বৈধী ভক্তির ৬৪ অঙ্গ ও তাহার	...
শঙ্কর নিজ আদর্শের কতদূর নিকটবর্তী	৮৯০	পরিচয় ...	৯১৫
রামানুজ ও তাহার আদর্শ ...	৮৯১	সেবাপরাধ ৩২টী ...	৯১৭
রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের	...	নামাপরাধ ১০টী ...	৯১৯
আদর্শে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ...	ঐ	ভাবভক্তির লক্ষণদ্বারা তুলনা	৯২৫
পাক্ষরাজ ও ভাগবতসম্প্রদায়ের উক্ত	...	ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গের দ্বারা তুলনা	৯২৬
সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন	৮৯৩	গৌড়ীয়মতে শঙ্করের ভক্তি ...	৯২৯
ভক্তিলক্ষণদ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের	...	শঙ্করের ভক্তির প্রমাণ ...	৯৩০
সম্বন্ধনির্ণয় ...	৮৯৪	শঙ্করমতে গৌড়ীয় ভক্তি ...	৯৩১
ভক্তির লক্ষণ ...	ঐ	গৌড়ীয়মতে ভক্তির স্বরূপ—জ্ঞান	ঐ



( ২৫ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
<b>উত্তমোত্তম দার্শনিক</b>		স্বর্বাদৃষ্টান্তদ্বারা প্রকারান্তরে	
মতভেদের বাজনির্ণয় ২২৫—২৪৫		আপত্তি ও উত্তর ...	২৫৬
আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধির প্রকৃতি ...	২৩৫	স্বর্ঘ্যের স্বপ্রকাশস্বত্বে আপত্তি ও উত্তর ...	২৫৭
মানববুদ্ধির প্রকৃতি ...	২৩৬	স্বপ্রকাশ জ্ঞানসিদ্ধিতে নির্বিষয়	
আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধি ও জীবনের		জ্ঞানসিদ্ধি ...	ঐ
ঘটনামিলনের ফল ...	২৩৭	রামানুজের নির্বিষয় জ্ঞানে আপত্তি ...	২৫৮
আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধির সহিত সামাজিক		শঙ্করমতে ইহার উত্তর ...	২৬০
অবস্থামিলনের ফল ...	২৪১	উভয় সম্প্রদায়ের অনৈক্য এখনও	
উভয়মতে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার অংশ ...	২৪৪	বিদ্যমান ...	২৬৪
<b>উপসংহার ২৪৬—১০১৪</b>		বেদান্তাবলম্বনেই আচার্য্যদ্বয়ের মতভেদে	
প্রস্তাবনা ...	২৪৬	ও তাহার ফলবিচার ...	২৬৫
গ্রন্থের উদ্দেশ্য ...	ঐ	বেদশাস্ত্র ভিন্ন অদ্বৈতমত সিদ্ধ হয় না ...	২৬৬
গ্রন্থের প্রয়োজন ...	ঐ	বেদশাস্ত্র ভিন্ন বিশিষ্টাদ্বৈতও	
তুলনার নিয়ম ...	২৪৭	সিদ্ধ হয় না ...	ঐ
জীবনচরিতবর্ণনে লক্ষ্য ...	ঐ	বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য—অলৌকিকত্বে ...	২৬৮
সামান্যভাবে তুলনার ফল ...	২৪৮	বেদাবলম্বনে মতভেদের ফলে বেদের	
সামান্যভাবে মততুলনার জন্ত মতপরিচয় ঐ		অপ্রামাণ্যশঙ্কা ...	ঐ
শঙ্কর ও রামানুজমতের মূলস্বত্র ...	২৪৯	ব্রহ্মস্বত্রও উভয়ের মতভেদ—	
মতদ্বয়ের মূলস্বত্রে আপত্তি ও খণ্ডন ...	ঐ	মীমাংসায় অসমর্থ ...	২৬৯
প্রবৃত্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের ফল ...	২৫০	মত সর্বত্রই একরূপ ...	২৭০
যুক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের মূল—		আচার্য্যদ্বয়ের মতনথো একটামত	
অনতর্ক ও জ্ঞানতর্ক ...	২৫১	নিশ্চিতই ব্রাহ্ম ...	ঐ
অনতর্কানুসারে মতভেদ ...	ঐ	উভয় আচার্য্যের মত অত্রাহ্ম	
শঙ্করমতে অনতর্কের পরিচয় ...	২৫২	ইহাতে পারে না ...	ঐ
রামানুজমতে ,, ,, ...	ঐ	বেদে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না ...	২৭১
অনতর্কানুসারে মতভেদের প্রকার ...	২৫৩	মিথ্যারও কার্য্যকারিতাবশতঃ	
জ্ঞানতর্কানুসারে মতভেদ ...	ঐ	উভয়ই অত্রাহ্ম নহেন ...	ঐ
নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার ও		উভয় আচার্য্য ব্রাহ্ম—ইহা	
অস্বীকারের ফল ...	২৫৪	বিচার্য্য নহে ...	২৭৩
নির্বিষয় জ্ঞানে যুক্তি ...	ঐ	আচার্য্যদ্বয়ের মতভেদ—মীমাংসায়	
স্বপ্রকাশস্বত্বে আপত্তি ও উত্তর ...	২৫৫	উপায়দ্বয় ...	ঐ
স্বর্বাদৃষ্টান্তদ্বারা ,, ,, ...	ঐ	প্রথম উপায়—জৈমিনিপ্রদর্শিত	
অনুব্যবসায় জ্ঞানদ্বারা ,, ,, ...	২৫৬	বিচারকোশল ...	২৭৪



( ২৬ )

বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।	বিষয় ।	পত্রাঙ্ক ।
প্রথম উপায়মধ্যেও আচার্য্যের		বিশেষভাবে তুলনার প্রথম ফল ...	২২৬
বিশেষত্ব ...	২৭৫	" " ষষ্ঠ ফল ...	ঐ
বেদার্থনির্ণয়ে পুরাণই উপায় ...	ঐ	" " সপ্তম ফল ...	ঐ
পুরাণের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে বাধা ও		" " অষ্টম ফল ...	২২৭
তাহার উপায় ...	২৭৬	" " ফলবিচারে সতর্কতা, ২২৮	
তদ্বাংশে পুরাণের বিরোধমীমাংসায়		পুরাণাদিতে উভয়মতের নিন্দার	
পুরাণ অসমর্থ ...	ঐ	আলোচনা ...	২২৯
বেদ ও পুরাণের বিরোধে বেদই প্রমাণ ২৭৭		শঙ্কর মতের নিন্দা (পুরাণে) ...	১০০০
দ্বিতীয় উপায়ালম্বনে সতর্কতা ...	২৭৮	শঙ্করের মত মায়বাদ নহে, কিন্তু	
বিশেষ তুলনার প্রথম ফল ...	২৭৯	ব্রহ্মবাদ বা উপনিষদবাদ ...	ঐ
বেদান্তভাষ্যাদি দ্বারা প্রতিপন্নতা		শঙ্করমতকে মায়বাদ বলিবার কারণ ১০০২	
নির্ণয় ...	২৮০	পুরাণে শঙ্করমতের নিন্দার উদ্দেশ্য ১০০৩	
শঙ্করের বেদান্তভাষ্যাদি ...	২৮১	রামানুজমতের নিন্দা (পুরাণে) ...	ঐ
রামানুজের " " ...	২৮২	পুরাণে রামানুজমতের নিন্দার উদ্দেশ্য ১০০৪	
প্রতিপন্নতায় উভয় সম্প্রদায়ের চেষ্টা ঐ		আচার্য্যের অবতারত্বে শাস্ত্রীয়	
শঙ্করকৃত গ্রন্থাবলী, নাম ও সংখ্যা ২৮৩		প্রমাণসমূহ ...	১০০৫
রামানুজের গ্রন্থাবলী ...	২৮৬	রামানুজের " " " ...	১০০৬
শঙ্করের গ্রন্থকর্তৃত্বে পাঁচটি আপত্তি ২৮৭		আচার্য্যের পরস্পর নিন্দা	
উক্ত পাঁচটি আপত্তির অমূলকতা ...	২৮৮	ও তাহার উদ্দেশ্য ...	১০০৭
প্রবৃত্তিযুক্তি ও শাস্ত্রানুকূল মতের তুলনা ২৯১		রামানুজকর্তৃক শঙ্করমতের নিন্দা ১০০৮	
বিশেষ ভাবে তুলনার প্রথম ফল ...	২৯২	শঙ্করকর্তৃক রামানুজমতবীজের নিন্দা ১০০৯	
" " দ্বিতীয় ফল ...	ঐ	উভয়ের নিন্দার প্রকৃতিবিচার ...	ঐ
" " তৃতীয় ফল ...	২৯৪	শঙ্করমতের লক্ষ্য ...	ঐ
" " চতুর্থ ফল ...	২৯৬	রামানুজমতের লক্ষ্য ...	১০১২

নির্ধাট

১০১৭—শেষ ।



# আচার্য্য

## শঙ্করপদার্পিত স্থানসমূহ ।

( যথাক্রমে )

কালাড়ি	৩১	মেঘাদ্রিপৰ্বত	৮১	মহিমবৰ্দ্ধিনী	৯২
শৃঙ্গেরী	৫৭	গৌরীআশ্রম	এ	শাকন্তরী	এ
নন্দদাতীর	৫৮	বিষ্ণুকুণ্ড	এ	ত্রিযুগী নারায়ণ	এ
ওঙ্কারনাথ	৫৯	জ্যোতিৰ্ধাম	এ	সোনপ্রয়াগ	এ
হৈহেয়	৬৮	বিষ্ণুপ্রয়াগ	এ	মন্তকহীনগণেশ	এ
চেদী	এ	ধবলাগঙ্গা	এ	গৌরীকুণ্ড	এ
কোশাঘী	এ	ব্রহ্মকুণ্ড	এ	চির বাসভৈরব	এ
কাশী	৬৯	শিবকুণ্ড	এ	ভীমসেন স্থান	এ
প্রয়াগ	৭৭	বিষ্ণুকুণ্ড	এ	কেদার	এ
কাণ্ডকুজ	এ	ভৃঙ্গিকুণ্ড	এ	গৌরীকুণ্ড	৯৩
হস্তিনাপুর	এ	গণেশতীর্থ	এ	ত্রিযুগী নারায়ণ	এ
হরিদ্বার	এ	পাণ্ডুক্ষেত্র	এ	বৃদ্ধকেদার	৯৪
অধীকেশ	এ	বৈখানসতীর্থ	এ	ভাগিরথীতীর	এ
বিজনপৰ্বত	৭৮	বদরীকাশ্রম	এ	গঙ্গোত্রী	এ
ব্যাসাশ্রম	এ	ব্যাসতীর্থ	৮৫	গোমুখী	এ
দেবপ্রয়াগ	এ	জ্যোতিৰ্ধাম	এ	গঙ্গোত্রী	এ
বিষ্ণুকেদার	৭৯	কল্লেশ্বর	৯১	উত্তরকাশী	৯৫
শ্রীনগর	এ	গোপেশ্বর	এ	যমুনাতীর	১১৭
রুদ্রপ্রয়াগ	এ	অনন্ত্রদেবী	এ	কুরুক্ষেত্র	এ
কর্ণপ্রয়াগ	৮০	রুদ্রনাথ	এ	ইন্দ্রপ্রস্থ	এ
নন্দপ্রয়াগ	এ	তুঙ্গনাথ	এ	বৃন্দাবন	এ
গরুড়গঙ্গা	এ	শোণিতপুর	এ	মথুরা	এ
গণেশগঙ্গা	এ	উষাস্থান	এ	কোশাঘী	১১৮
চর্ম্মধতী নদী	৮১	শুপ্তকাশী	৯২	প্রয়াগ	এ
অনন্ত্রীআশ্রম	এ	নধ্যমেস্বর	এ	ওঙ্কারনাথ	১২৬

( ২৮ )

নাহিয়তী	১২৬	কলিঙ্গ, পুরী	২৯২	হরিদ্বার	৩৫২
অমরুরাজ্য	১৪২	মগধপুর	৩০১	নৈমিষারণ্য	ঐ
মাহিয়তী	১৪৬	বমপ্রস্থপুর	৩০৪	অযোধ্যা	৩৬০
মহারাষ্ট্রদেশ	১৪৮	প্রয়াগ	৩০৬	মিথিলা	ঐ
নাসিকপঞ্চবট	১৪৯	কাশী	৩১৭	মগধরাজ্য,	৩৬২
পাণ্ডারপুর	ঐ	অবন্তীরাজ্য	৩২৬	পাটলীপুত্র	ঐ
শ্রীশৈল	ঐ	উজ্জয়িনী	৩২৭	নালান্দা	৩৬৩
গোকর্ণ	১৬২	সৌরাষ্ট্র	৩৩১	রাজগৃহ	৩৬৪
হরিশঙ্করপুর	১৬৭	গির্গার	ঐ	গয়া	ঐ
মুকাম্বিকা	ঐ	সোমনাথ	ঐ	বঙ্গদেশ	৩৬৬
শ্রীবেলী	১৭৩	প্রভাস	ঐ	বিরাটের গোগৃহ	৩৬৭
শৃঙ্গেরী	১৮১	দ্বারকা	৩৩২	তাম্রলিপ্ত	ঐ
কালাড়ি	২১৩	কঙ্কন, সিদ্ধপুর	৩৩৩	সমতট	ঐ
কুরলদেশ	২৩৭	গুজ্জর, রাজপুতানা	ঐ	লাঙ্গলবন্ধ	ঐ
মধ্যার্জুন	২৪৩	শ্রীমাল	ঐ	পঞ্চমীঘাট	ঐ
তুলাভবানী	২৪৬	অবু, অরবল্লী	৩৩৪	পরশুরামতলা	ঐ
রামেশ্বর	২৫০	পুন্ডর	ঐ	ত্রিবেণী	ঐ
শ্রীরঙ্গম	২৫৬	সিদ্ধুনাগরসঙ্গম	ঐ	রামপাল	ঐ
সুব্রহ্মণ্যদেশ	২৬৬	সিদ্ধুদেশ	ঐ	ঢবাক	৩৬৮
শুভগণবরপুর	২৭০	গান্ধার রাজ্য	৩৩৫	কামরূপ	ঐ
কাশ্মী	২৭৭	পুরুষপুর	ঐ	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন	৩৭৬
তাম্রপার্নীতট	২৭৯	বাহ্লিকদেশ	৩৩৬	গৌড়রাজ্য, গোড়	ঐ
তিরুপতি	২৮০	কাঞ্চোজ	৩৪৫	গঙ্গাতীর	৩৮০
বিদর্ভরাজধানী	২৮১	দরদদেশ	ঐ	নেপাল, পাটন	৩৮৩
কর্ণাটউজ্জয়িনী	২৮৩	শারদাক্ষেত্র	৩৪৬	পশুপতিনাথ	৩৮৫
কর্ণাটদেশ	২৮৭	শ্রীনগর, কাশ্মীর	৩৫৬	তিব্বত	৩৮৮
মল্লপুর	২৯৫	চন্দ্রভাগাতীর	৩৫৭	জ্যোতির্ধাম	৩৮৭
মরুজ	২৯৭	তক্ষশীলা	ঐ	বদরীকাশ্রম	ঐ
আন্ধ্রদেশ	২৯৯	জালামুখী	৩৫৯	কেদার	৩৯০



## আচার্য

# শঙ্করের সহিত যে সকল সম্প্রদায়ের বিচারাদি হইয়াছিল ।

অনন্তদেবোপাসক ।	দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ।	বহুমতাবলম্বী ।
আকাশোপাসক শূন্যবাদী ।	নবনীত গণপতি উঃ ।	বামাচারী ।
ইন্দ্রোপাসক ।	ত্ৰায়সম্প্রদায় ।	বায়ু উপাসক ।
উগ্রভক্ত শৈব ।	পরমাণুকারণবাদী ।	বিশ্বক্সেন উঃ ।
উচ্ছিষ্টগণপতি উপাসক ।	পাঞ্চরাত্র ।	বীরাচারী ।
কর্মবাদী, মীমাংসক ।	পাতঞ্জল ।	বেতালোপাসক ।
কর্মহীন বৈষ্ণব ।	পাশুপত ।	বৈখানস বৈষ্ণব ।
কাপালিক ।	পিতৃলোকোপাসক ।	বৈশেষিক ।
কামদেবোপাসক ।	ব্রহ্মার উপাসক ।	বৈষ্ণব ।
কার্ত্তিকেয়োপাসক ।	ভক্ত বৈষ্ণব ।	বৌদ্ধ তান্ত্রিক ।
কুকুরোপাসক ।	ভবানী উপাসক ।	বৌদ্ধ মাধ্যমিক ।
কুবেরোপাসক ।	ভাগবত বৈষ্ণব ।	বৌদ্ধ, যোগাচার ।
ক্ষণিক সম্প্রদায় ।	ভূমি উপাসক ।	শাক্ত ।
গন্ধর্বোপাসক ।	মঙ্গলাদিগ্রহোপাসক ।	শৈব ।
গাণপত্য সম্প্রদায় ।	মনুলোকোপাসক ।	সন্তানগণপতি উঃ
গুণবাদী ।	মল্লারি উপাসক ।	সরস্বতী উঃ ।
গ্রহোপাসক ।	মহাগণপতি উপাসক ।	সাংখ্যজ্ঞানী ।
চন্দ্রোপাসক ।	মহালক্ষ্মী উপাসক ।	সাংখ্যযোগী ।
চার্বাক ।	মাহেশ্বর সম্প্রদায় ।	সিন্ধোপাসক ।
জড়ম শৈব ।	মীমাংসক সম্প্রদায় ।	সৌগত ।
জৈন ।	যমোপাসক ।	সৌর ।
তীর্থোপাসক ।	রুদ্রোপাসক ।	স্বর্ণগণপতি উঃ ।
দত্তাত্রের সম্প্রদায় ।	বরাহোপাসক ।	হরিদ্রাগণপতি উঃ ।
দ্বৈতবাদী ।	বরুণোপাসক ।	হিরণ্যগর্ভোপাসক ।

পত্রাঙ্ক নির্ধটমধ্যে দ্রষ্টব্য ।

# আচার্য্য

## রামানুজপদার্ণিত স্থানসমূহ ।

( যথাক্রমে )

শ্রীপেরুম্বুতুর বা		অষ্টমহশ্রগ্রাম	৫২৬	বৃন্দাবন	৫৩৭
ভূতপুরী	৪০৩	শ্রীরঙ্গম	ঐ	গোকুল	"
কাঞ্চী	৪০২	কাঞ্চী	৫৩১	যমুনাতীর	"
বিদ্যাচল	৪১৭	ভূতপুরী	৫৩২	প্রয়াগ	"
গোণ্ডারণ্য	ঐ	কুন্তকোনম্	"	গঙ্গাতীর	"
কাঞ্চী	৪২১	তিরুভালি-		কাশীধাম	"
শ্রীরঙ্গম	৪৩৬	তিরুনাগরী	"	গঙ্গাতীর	"
কাঞ্চী	৪৪০	বৃষভাঙ্গী	৫৩৩	হরিদ্বার	"
মহুরাস্তক	৪৪৮	মাদুরা	৫৩৪	দেবপ্রয়াগ	"
কাঞ্চী	৪৫০	শ্রীভিল্লিপত্তুর	"	কর্ণপ্রয়াগ	"
শ্রীরঙ্গম	৪৬৩	কুরুকুর	"	নন্দপ্রয়াগ	"
গোষ্ঠীপুর	৪৭০	তিরুক্কুরুজুড়ি	৫৩৫	বিষ্ণুপ্রয়াগ	"
শ্রীরঙ্গম	৪৭১	(তিনেভেলীর ১০ কোশ দক্ষিণ)		বদরিকাশ্রম	"
দেহলী	৫১২	কেরলদেশ	৫৩৭	হরিদ্বার	৫৪১
তিরুভেল্লারাই	"	ত্রিভাগ্রাম	"	ভট্টমগুপ	"
তিরুক্কুইলুর	"	সিদ্ধনদীস্থধীপ	"	(লাহোরের নিকট)	"
অষ্টমহশ্র গ্রাম	"	সমুদ্রকুল	৫৩৮	কাশ্মীর দেশ	"
কাঞ্চী	৫১২	মহারাষ্ট্র দেশ	৫৩৯	শারদাক্ষেত্র	"
ঘটিকাচল	"	গুজরাট	"	কুরুক্ষেত্র	৫৪৫
তিরুপতি বা		গির্গায়	"	নৈমিষারণ্য	"
বেঙ্কটাচল	৫২০	দত্তাত্রেয়স্থান	"	অযোধ্যা	"
ঘটিকাচল	৫২৫	দ্বারকা	"	মিথিলা	৫৪৬
পঞ্চতীর্থ	"	পুষ্করতীর্থ	"	গয়াধাম	"
কাঞ্চী	"	মথুরা	"	বঙ্গদেশ	"



( ৩১ )

কপিলাশ্রম	৫৪৫	মহুরাস্তক	৫৪৮	তিরুনারায়ণপুর	৫৬৭
জগন্নাথধাম	৫৪৬	ভিক্রুঅহিন্দ্রপুর	৫৪৯	বেদস্ সরোবর	৫৬৮
কৃষ্ণক্ষেত্র	৫৪৭	(কুড়ালোর)		যাদবাজি বা	
সিংহাচল	৫৪৮	তণ্ডামগুল	৫৫০	মেলকেট	৫৬৯
(ওয়াণ্টেয়ার)		বীরনারায়ণপুর	৫৫১	দিল্লী	৫৭০
গরুড়াজি	৫৪৯	রামেশ্বর	৫৫২	মেলকোট	৫৭১
অহোবিল	৫৫০	ধনুক্ষোটা	৫৫৩	পদ্মগিরি	৫৭২
শোলিঙ্গাজ	৫৫১	শ্রীরঙ্গম	৫৫৪	চেন্গামি	৫৭৩
ওয়ারাঙ্গল	৫৫২	নীলগিরীপর্বত	৫৫৫	নৃসিংহপুর	৫৭৪
তৈলঙ্গদেশ	৫৫৩	বহি পুষ্করিণী	৫৫৬	মেলকোট	৫৭৫
শ্রীকাকুলম্ বা		শালগ্রাম, মিথিলা	৫৫৭	শ্রীরঙ্গম	৫৭৬
চিকাকোল	৫৫৪	(মহীশূরের নিকট)		তিরুপতি	৫৭৭
বেঙ্কটচল, বা		নৃসিংহপুর	৫৫৮	কাঞ্চী	৫৭৮
তিরুপতি	৫৫৫	ভক্তগ্রাম বা তণ্ডামুর	৫৫৯	শ্রীরঙ্গম	৫৭৯
কাঞ্চী	৫৫৬	বা তন্নুর	৫৬০	বৃষভাচল	৫৮০
ত্রিপিপ্লিকেন	৫৫৭	হিলিবিদ্	৫৬১	শ্রীরঙ্গম	৫৮১

## আচার্য্য

রামানুজের সহিত যে সকল সম্প্রদায়ের  
বিচারাদি হইয়াছিল।

অদ্বৈতবাদী ( যজ্ঞমুক্তি ও যাদবপ্রকাশ ) । \*

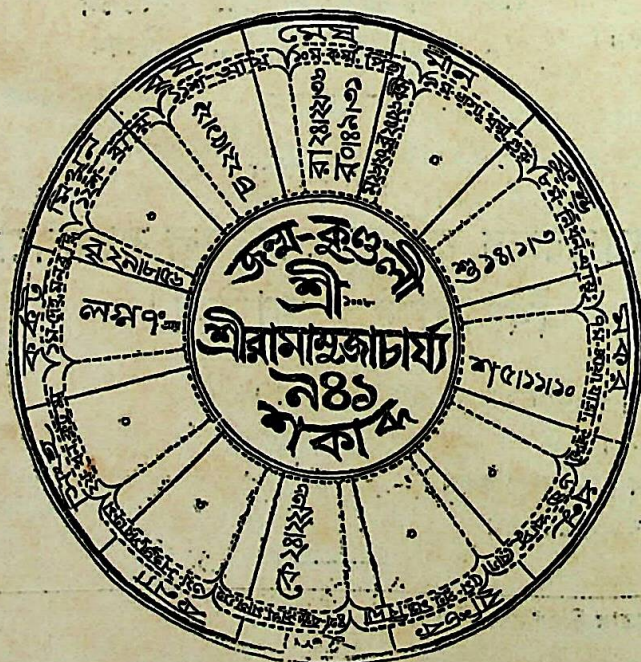
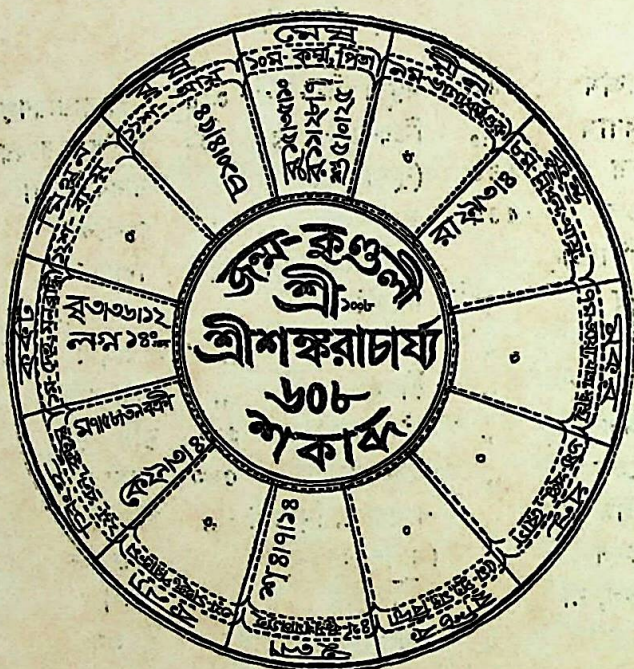
জৈন ।

শৈব ( সঙ্কম বা জঙ্কম ) ।

বৈখানস বৈষ্ণব ।

\* পত্রাক্ষ নির্ঘণ্টমধ্যে দ্রষ্টব্য ।









শ্রীরঙ্গমের রামানুজাচার্য মূর্তি ।  
ইহা রামানুজের জীবিতাবস্থায় নির্মিত হয় ।





৩৭-দায়

২১শ - ২৫শ

# আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ ।

## উপক্রমণিকা :

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ।

আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনচরিত তুলনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । কিন্তু কেন তুলনা করিব, যতক্ষণ না বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণ বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব সর্বপ্রথমে দেখা যাউক—ইহার প্রয়োজন কি ?

তুলনার প্রয়োজন ।

আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনচরিত তুলনার প্রয়োজন এই যে, ইহা করিতে পারিলে মানব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, সে সম্বন্ধে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতরূপ দুইটি বিভিন্ন পথের মধ্যে একটি পথ স্থির করিয়া তদনুসারে জীবনপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়, এবং জীবনের সর্বপ্রধান সমস্তার একটি মীমাংসার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় । বাস্তবিক লক্ষ্য স্থির না হইলে লক্ষ্যাভিমুখে গমন সম্ভবপর নহে, এবং কোন বিষয়ে সন্দেহ বা সমস্তা থাকিলে তাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিতেও পারা যায় না । অতএব জীবনের চরমলক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ-মীমাংসার জন্ত—জীবনের সর্বপ্রধান সমস্তার মীমাংসার জন্ত, আচার্য-দ্বয়ের জীবনচরিত তুলনা যে আবশ্যিক, তাহাতে সন্দেহ নাই ।



এখন কথা হইতেছে—এই আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত তুলনা করিতে পারিলে এই মতভেদ-মীমাংসায় সহায়তা কেন হইবে? ইহাদের জীবন-চরিত তুলনার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি?

বেদান্ত-পরিচয়।

এতদ্বত্তরে বলিতে পারা যায় যে, অনেকেই বুঝেন—স্বথই জীবনের লক্ষ্য, এবং জগতে যত প্রকার স্বথের উপায় আছে, তন্মধ্যে বেদান্ত-শাস্ত্র-প্রদর্শিত উপায়ই অতি প্রাচীন, বহুপরিচিত এবং অতি প্রকৃষ্ট উপায়; বেদান্ত-শাস্ত্র-প্রদর্শিত স্বথ—অক্ষয় ও অনন্ত; ইহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় দুঃখের মুখ দেখিতে হয় না, ইহা অবিমিশ্র ও দুঃখলেশপরিশূন্য নিত্যস্বথ।

বস্তুতঃ এ কথা যে কেবল যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এইপথে চলিয়া চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন—ইহার সত্যতা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তকণ্ঠে জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; আর এই বেদান্তের বিষয় যখন ভাবা যায়, তখন আর ইহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

বাস্তবিক এই বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের উদ্দামশৌর্য্যপ্রকাশ নহে যে, স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে যাইয়া সূর্যালোকে দীপালোকের আয় তাঁহাদের বুদ্ধি নিম্প্রভ হইয়া যাইবে। ইহা তাঁহাদের উপর ভগবৎ-রূপার বলে এমন এক অবস্থার ফল, যে অবস্থায় সকলই একই কালে জানিতে পারা যায়। ইহা সেই সকল-কল্যাণ-গুণের আকর পরম-প্রিয় পরমেশ্বরের রূপায় এমন এক অবস্থার জ্ঞানরত্ন, যে অবস্থায় তাঁহারা সর্ব-স্বরূপ হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সকলই তাঁহাদের আত্মায় অবস্থিত, এবং তাঁহাদের আত্মা সমুদায় পদার্থে অবস্থিত। ইহা তাঁহাদের সেরূপ অবস্থার জ্ঞান-ভাণ্ডার নহে, যে অবস্থায় একই কালে একটা



## উপক্রমণিকা ।

৩

পদার্থের একদেশমাত্র দৃষ্ট হয়, অথবা যে অবস্থায় একই কালে দুইটা বিষয় জানিতে পারা যায় না। এই হেতু বেদান্তশাস্ত্রপ্রদর্শিত স্তূথ যে অল্পত্তম স্তূথ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আচার্য্যধ্বরের পরিচয়।

তাহার পর, আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, এই বেদান্ত-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই মানব-জীবনের চরমলক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্বপ্রবর্তিত নানা মতবাদের যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। ইহাদের উপদেশ, ইহাদের মীমাংসা এই বেদান্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া; ইহাদের কীর্তি, ইহাদের যশ এই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনেকেই জানেন, এই পথে ইহারা এতই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, এই পথের যাহারা পথিক, তাঁহাদের অনেকেই আদর্শ—শ্রীশঙ্কর অথবা শ্রীরামানুজ। যদিও এতদ্ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র-প্রচারক আরও অনেকে আছেন, তথাপি তাহারা এই দুই মহাপুরুষের ন্যায় তত অধিক লোকের আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন নাই, তত অধিক লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। ইদানীং বেদান্তমত-প্রচারে প্রথমে শ্রীশঙ্কর এবং তৎপরে শ্রীরামানুজ যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ খ্যাতি অতীবধি আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না—জানা যায় নাই। ইহাদের যেমনই পাণ্ডিত্য তেমনই সাধনা, যেমনই হৃদয়ের বল তেমনই সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। ইহারা যেমন লোকপ্রিয় তেমনই ভগবৎপ্রিয়, যেরূপ ক্ষমতাবান্ তদ্রূপই সজ্জন ছিলেন। ইহাদের চরিত্র ও বিচারবুদ্ধি মনুষ্যোচিত ছিল না, ইহাদের সবই যেন অলৌকিক।

তাহার পর, ইহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাদের অলৌকিক শক্তি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। ইহারা যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,



সে সময় যেন সমগ্র দেশকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে সময় যেন পাপতাপ সব কিছুদিনের জন্য ভারত হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। ইহাদের সময় লোকেও ইহাদিগকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। ইহারা যে ‘মত’ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমনই সুন্দর তেমনই সুযুক্তিপূর্ণ, যেমনই হৃদয়গ্রাহী তেমনই শান্তিপ্রদ। আজ সহস্রবৎসর অতীত হইতে চলিল, এ পর্য্যন্ত কেহ ইহাদের মতকে ভ্রান্ত বলিয়া বিদ্বেষসমাজকে বুঝাইতে পারিল না। ইহারা যে সমস্ত অধ্যাত্ম সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যাধিক অনেক মনীষী হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আজ ইহাদেরই ‘মত’ অধিকাংশ বেদান্তানুরাগীর আলোচ্য, ইহাদের উপদেশই অনুল্লভ্য। দশ বৎসর নহে, শত বৎসর নহে, সহস্রাধিক বৎসর অতীতপ্রায়, লক্ষ লক্ষ লোকই উভয়ের প্রদর্শিত পথে চলিয়া আসিতেছে, উভয়ের উপদিষ্ট উভয় মতেই জীবনক্ষয় করিয়া আসিতেছে। কেবল ‘মত’ কেন, ইহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিলেও বোধ হয়, ইহারা উভয়েই যেন সেই পরমপদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উভয়েই সেই পরাংপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছিলেন। এক কথায়—আজ অধিকাংশ বেদান্তানুরাগীর ইহারাই আদর্শ, ইহারাই গুরু।

আচার্য্যদ্বয়ের মতভেদ ।

কিন্তু আচার্য্যদ্বয় এতাদৃশ অসামান্যশক্তিসম্পন্ন হইলেও—উভয়েই উক্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা উভয়ে একমত নহেন। ইহাদের একজন অদ্বৈতবাদী, আর একজন বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী। একজন বলেন,—একমাত্র নিবিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অপর সব অসত্য ; অপর বলেন,—জীব ও জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসত্য নহে। একজন বলেন,—ধারণাধ্যানসমাধিদ্বারা



## উপক্রমণিকা ।

৫

সেই তত্ত্বে প্রাণমন ঢালিয়া তাঁহাতে গলিয়া যাও, তাঁহাতে মিশিয়া যাও । অপরে বলেন,—তাঁহার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত কর, তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহার দাসত্ব করিয়া নিজেকে ধন্য কর । একজন বলেন,—অভিন্নভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপতা-লাভই মুক্তি ; অপরে বলেন,—ভগবানের চিরকৈঙ্কর্য্যই মুক্তি । একজন বলেন,—জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম্ম চিত্ত-শুদ্ধির কারণ, স্তূতরাং কর্ম্ম জ্ঞানের সহায় ; অপরে বলেন,—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির সাধন । এইরূপে দুইজনে অনেক বিষয়ে একমত হইলেও অনেক স্থলে পরস্পরের মতভেদ আছে—দুইজনে অনেক অনৈক্য আছে । আবার জীবনও দুইজনের দুই রকম, এক রকম নহে । একজন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, শান্ত, গম্ভীর, উদাসীনস্বভাব ও প্রদর-বদন, আর একজন ভক্তি-গদগদ-চিত্ত, ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিতে সতত ব্যাকুল, যেন তাঁহার ভিতরে একটা ভাবের বত্তা প্রবাহিত । দুইজন যেন দুইটা বিভিন্ন ভাবের প্রতিমূর্ত্তি—দুইটা বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি—দুইটা বিভিন্ন পথের প্রবর্ত্তক ।

এই মতভেদ দুঃখনয় ।

ইহাদের এই মতভেদ ও ভাবভেদ এতই প্রবল যে, ইহাদের আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত কত শত জ্ঞানী মহাপুরুষ ইহাদের উপদিষ্ট-পথে চলিলেন, উভয়মতের কত মীমাংসার চেষ্টা করিলেন, তবুও এ মতভেদের মীমাংসা হইল না । যতই কেন বুদ্ধিমান হউন না, যতই কেন বিচারশীল হউন না, প্রকৃত সত্যসাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্য্যন্ত, যখনই তিনি উভয় মতের সম্যক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, হঠকারিতার আশ্রয়গ্রহণ না করিলে তখনই তিনি সন্দেহ-দোলায় দোলাইত হইবেন । তাঁহার বুদ্ধি যেন সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে । তিনি যখনই বাঁহার কথা শুনিবেন, তখনই



তাঁহার কথা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে যেন বাধ্য হইবেন । ইহা যেন কি এক মায়া, ইহা যেন কি এক প্রহেলিকা ।

এই মতভেদে অনিষ্ট ।

কিন্তু সত্য কখন দুই হয় না, সত্য কখন পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না । কেবল তাহাই নহে, বাস্তবিক যাহা পাইলে আকাঙ্ক্ষা করিবার আর কিছু থাকে না, যাহা পাইলে প্রাণের পিপাসা চিরতরে মিটিয়া যায়, যে পথে যাইলে আত্মপর সকলের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়, সে পদার্থে যদি মতভেদ থাকে, সে পথে যদি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না ? যাহার জন্ত মানব ধন-জন-জীবন সকলই তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমুখে পতঙ্গের তায় প্রধাবিত হয়, যাহার জন্ত লোকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কত শত বিষয় সহজেই বিসর্জন করিয়া থাকে, যাহার জন্ত লোকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া প্রয়াস করিতে বাসনা করে, তাহাতে যদি মতভেদ থাকে, তাহা যদি সর্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে. তাহাতে কি লোকের বিশ্বাস জন্মে ? তাহাতে কি সাধকের নিষ্ঠা উৎপন্ন হয় ? আর একরূপ হইলে কি সাধকগণের গতি নিজ নিজ সাধনার পথে মন্থর হয় না ? আর বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা ভয়ানক ক্ষতি কি হইতে পারে ? একনিষ্ঠ সাধকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না । এক জীবনের চেষ্টা নহে, যাহা বহু জীবনের যত্নের ধন, লোকে যাহার জন্ত বহু জীবন পর্যন্ত চেষ্টা করিবার প্রত্যাশা করে, তাহা যদি শেষে অন্তরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যদি শেষে ভুল বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কি সে ক্ষতির ইয়ত্তা করিতে পারা যায় ? এমন গুরুতর ব্যাপার যদি স্থির না হইল, এমন মহৎ বিষয় যদি নিঃসন্দেহভাবে বুঝা না গেল, তাহা হইলে সে জীবনের গতি কি ? চতুপ্পথে উপস্থিত অনভিজ্ঞ পথিককে চারিজন



## উপক্রমণিকা ।

৭

চারিদিকে যাইতে বলিলে যে গতি হয়, তাহারও কি সেই গতি হয় না? পৃথিমধ্যে সে কি তখন দিশেহারা হয় না? আর অবস্থা বিশেষে এইরূপ দশা কি পৃথিকের প্রাণনাশকরও হয় না? বস্তুতঃ এই পথনির্ণয়ের জন্ত, এই গতিনির্দ্ধারণের জন্ত এই দুই মহাপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাদের যত চেষ্টা, যত যত্ন, সকলই এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্ত। অথচ এই চেষ্টার ফলে ইহারা যে পথনির্দেশ করিয়াছেন, তাহারা একপথ নহে, তাহারা দুইটা বিভিন্ন পথ! কেবল তাহাই নহে, এই দুই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়—পরস্পরে পরস্পরের পথকে নিন্দাও করিতেছেন। সাধকের দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ে এক সময়ে আবির্ভূত হন নাই। পরস্পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে মিলিত হইতে পারিলে হয় ত একটা পথ স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত।

এই মতভেদ উপেক্ষণীয় নহে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন এক্ষেত্রে এ বিরোধ উপেক্ষার যোগ্য। যে পথে হউক, একপথে যাইলেই হইবে। গন্তব্যস্থলে ভেদ নাই, পথেই ভেদ, লক্ষ্য-স্থলে যাইলে সব বিবাদ মিটিয়া যায়। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, প্রথম—ইহাদের গন্তব্যও এক নহে; আর ইহাও ইহারা ঘোষণা করিতে ক্রটি করেন নাই। দ্বিতীয়—যিনি এই উভয় মতবাদের পরিচয় রাখেন না, তিনি এই মতবিরোধ দেখিলে উভয়কেই ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন। তৃতীয়—যিনি এই মতদ্বয়ের সংবাদ না রাখিয়া একটা অবলম্বনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি সহসা অপর মতের পরিচয় পাইলে নিজপথে বিশ্বাস হারাইতে পারেন। সুতরাং সকলদিকেই বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। অতএব জীবনের লক্ষ্য ও তৎসাধনে মতভেদ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।



## আচার্য-শঙ্কর ও রামানুজ ।

মীমাংসা আবশ্যক ।

তাহার পর আর এক কথা, যিনি যতই কেন অল্পবুদ্ধি হউন না, বেদান্তের দিক্ দিয়া যখন সেই সর্বোত্তম পদার্থের বিষয় একটা কিছু স্থির করিতে চাহেন, তখন তিনি প্রায়ই এই দুই মহাপুরুষের মতবাদ সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকেন, ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান না । ইহাদের প্রচারিত মতদ্বয় সম্যগ্রূপে বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, কেহ বা একজনকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়া অপরকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ বা একের প্রতি ঔদাসীন্য় প্রদর্শন করিয়া অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশ্রিত হয়েন, আবার কেহ বা অধিকারী বা অবস্থাভেদে উভয় মতের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া নিজাধিকারের অনুযায়ী একের মত সমাশ্রয় করেন । ফলে, বিচারশীল ব্যক্তিমাঝেই এই মতদ্বয়ের একটা-না-একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকেন, দুর্বোধ্য বা কঠিন বলিয়া কাহাকেও প্রায় উভয় ‘মত’ই পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না । বস্তুতঃ ইহা যেন মানবমনের একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার,—ইহা যেন আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার । অতএব এ সমস্তার মীমাংসা চাই । কোনরূপ একটা মীমাংসা ব্যতীত এই পথের পথিক যে অগ্রগমনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বাস্তবিক মানবের যাহা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, মানবের যাহা স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য নহে । বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বরং তাহার প্রকৃতি, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, তাহার অনুবর্তন করিয়া পরিণেবে তাহাকে বশে আনয়ন করেন ; অথবা যাহাতে তাহা স্ফুরসম্পন্ন হয়—যাহাতে তাহার কোনরূপ কুফল না জন্মে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হয়েন । ক্ষুদ্র হইলেও যখন এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণের মত-তুলনা আমাদের প্রকৃতিগত প্রয়োজন, তখন এ কার্য্য



## উপক্রমণিকা ।

৯

বাহাতে বথাসম্ভব স্খচাক্ষুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্ববান হওয়াই উচিত। ইহাদের ‘মত’ সম্যক্ অবগত না হইলেও—ইহাদের হৃদয়গত ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও, যখন আমরা স্বভাববশে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, ঔদ্ধত্যপ্রকাশ বলিয়া কোনরূপ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করি না, তখন এ কার্য যতটা নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে বরং আমাদের মনোযোগী হওয়াই উচিত। আমরা নির্বোধ বা বিষয়টী দুর্বোধ্য বলিয়া আমাদের এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। স্মৃতরাং এ কঠিন সমস্তা-মীমাংসার জন্ত সাধককে বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে; শ্রেয়স্বামীকে শ্রম করিতেই হইবে। অবশ্য এজন্ত আমাদের পুনরায় ইহাদিগেরই পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাদিগের ‘মত’ সম্যক্ অবগত হইয়া সাবধানে তুলনা-কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ, বেদান্তের অর্থ বুঝিতে গেলে ইহাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন গতি নাই; যেহেতু ইহারাই বেদান্তের প্রাচীন ব্যাখ্যাতা।

জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ ।

তাহার পর আরও দেখা যায়, জীবনচরিত-তুলনা করিবার পর মত-তুলনা সমধিক ফলপ্রসূ হয়। কারণ, মানব মাত্রেরই জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ থাকে। যিনি যাহা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার মতের সহিত সম্বন্ধশূন্য নহে। যিনি যে ‘মত’ প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের সহিত কোন-না-কোন সম্বন্ধ থাকেই থাকে। কারণ, মানব-জীবন মাত্রই ব্যক্তিগত পূর্বসংস্কার ও সঙ্গের ফল। কর্মফলবশে মানব যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সঙ্গ লাভ করে, সেই সঙ্গ ও তাহার জন্মগত সংস্কার—এই উভয়ে মিলিত হইয়া তাহার জীবন গঠিত হয়। এজন্ত যে ব্যক্তি যাহা করে বা যে মতের পক্ষপাতী হয়, তাহা তাহার সংস্কার ও সঙ্গের ফল। কেবল সঙ্গ বা কেবল সংস্কারবশে মানব কোন মত-

বিশেষের পক্ষপাতী হয় না বা কোন কর্মই করে না। সুতরাং তাহার জীবনের সঙ্গ ও ক্রিয়াকলাপের জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তাহার মত-জ্ঞানলাভের সুবিধা হইবারই কথা। বস্তুতঃ ‘মত’ ও কর্ম যখন সংস্কার ও সঙ্গের ফল—সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননীর সন্তান, তখন তাহার পরস্পর সম্বন্ধ-শূন্য হইতে পারে না, পক্ষান্তরে ইহারা যেন পরস্পরে ভ্রাতৃসম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিতে হইবে। অতএব সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননী এবং কর্মরূপ সহজাতের জ্ঞান হইলে মতরূপ অনুজের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার কথা। অনেকে ‘মত’ ও কর্মে যথাক্রমে “কার্য-কারণ” ও “কারণ-কার্য” সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সকল স্থলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ বলিয়া এ বিচার এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, মতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে জীবন-চরিতজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন।

ধর্মপ্রচারকে এই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

তাহার পর, সাধারণ মানবে ‘মত’ ও কর্মের যে সম্বন্ধ, ধর্মপ্রচারক বা আদর্শপুরুষে সে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। এক জনশূন্য প্রদেশে কোন্ নিভৃত কক্ষে বসিয়া যদি কেহ বলে—“জগৎ অনিত্য” অথচ সে একটুকু পদ্বক নষ্ট হইলে মর্মাহত হয়, তাহা হইলে তাহার মতের সহিত তাহার ক্রিয়ার সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয়—ইহাই বুঝা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজের নেতা, তিনি যদি ঐরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই অসামঞ্জস্য-রক্ষা কয় দিন হইতে পারে, অথবা তাঁহার এই নেতৃত্ব কয়দিন থাকিতে পারে? যদি কেহ বলেন, ‘আত্মা নিত্য নির্বিকার’ অথচ তিনি সামান্ত রোগযন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে, অথবা তাঁহার সে ‘মত’ কি প্রচারিত হইতে পারে? আবার কেহ যদি ঐ কথা বলেন ও পরোপকারার্থ জীবন



## উপক্রমণিকা।

১১

পর্যন্ত সহজেই বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হন—রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, সকল স্থলেই তাঁহাকে অচল, অটল, ধীর শান্ত ও প্রসন্নবদন দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে কি বিলম্ব ঘটে? সুতরাং সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজসংস্কারক মহাত্মগণের ‘মত’ ও কার্যে যথাসম্ভব ঐক্য থাকে। সামান্য ব্যক্তিতে একদিন যদি ইহার অভাব সম্ভবপর হয়, সমাজের নেতৃত্বন্দের পক্ষে ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, যিনি যে ‘মত’ প্রকাশ করেন, তাহা যদি তিনি স্বয়ং অহুষ্ঠান করিয়া না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ‘মত’ লোকে গ্রহণ করে না। ‘কুরুগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন’ ব্যাসদেবের এ কথা বিশ্বাস করিয়া পাণ্ডবগণ কি শোকসংবরণ করিতে পারিতেন,—যদি তিনি পরলোকগত কুরুগণের অবস্থা তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে না পারিতেন? সক্রোটাসের উপদেশ কি গ্রীকযুবকগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিত—যদি তিনি নিজহস্তে, প্রসন্নবদনে বিষপান করিয়া দেহত্যাগ করিবার ক্ষমতা না রাখিতেন? ‘ভগবান্ সর্বময় সর্বকর্তা, জীব নিমিত্তমাত্র’ কৃষ্ণের একথা কি কেহ বিশ্বাস করিত—যদি তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে না পারিতেন? খৃষ্টের উপদেশ কি প্রচারিত হইত, যদি তিনি ক্রুসে দেহত্যাগ করিতে বসিয়াও মানবগণের নির্বুদ্ধিতাজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট দয়াভিক্ষা না করিতেন? কেবল কথায় কাজ হয় না, কেবল উপদেশে লোক ভুলে না, কার্য্য চাই, যাহা বলা যাইবে, তাহা উপলব্ধি করান চাই, স্বয়ং তাহার অহুষ্ঠান করিয়া অপরকে দেখান আবশ্যক। এই জন্তই বোধ হয়, ধর্মসংস্থাপকগণের সকলেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এইজন্তই বোধ হয়, যাহাদের তাহা ছিল না, তাঁহাদের সহস্র সহস্র যুক্তিপূর্ণ বাক্যও সাধারণের হৃদয়



অধিকার করিতে পারে নাই । আর এইজন্যই বোধ হয়, বাহারা অসাধারণ কথা বলেন, তাঁহাদের অসামান্য শক্তির প্রয়োজন হয় । রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, চৈতন্যদেব এবং ইদানীন্তনীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্যন্তও বাহা বলিতেন অনেক সময় তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন । সুতরাং এরূপেও দেখা যায়,—‘মত’ ও কর্মের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ।

অবশ্য, এমন অনেক বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে লোকে নিজমত প্রকাশ করে, কিন্তু স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিবার অবকাশ পাইতে পারে না । এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার সহিত তাহার জীবনের ও মতের কোন সম্বন্ধই ঘটিতে পারে না ; কিন্তু তাহা হইলেও বাহা আত্মসম্বন্ধী—যাহা সকলেরই হিতাহিত সম্পর্কীয়, সে বিষয়ে এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই । নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পূর্বোক্ত আশঙ্কা সম্ভব, কিন্তু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপেই তাহা সম্ভবপর নহে ।

এই মতভেদ-মীমাংসার অন্ত প্রয়োজন ।

তাঁহার পর আরও এক কথা । লোকে যাহা করে, তাহা কোন মতানুসারে করে, অথবা করিতে করিতে তৎসম্বন্ধে কোন একটা ‘মত’ গঠন করিয়া আচরণ করিতে থাকে । আদি ও অন্ত উভয় স্থলেই, মতবিহীন কর্ম, কখন দীর্ঘকালব্যাপী কর্মমধ্যে পরিগণিত হয় না । দেখা যায়,—যে বাহা করিয়া থাকে, যে যাহাতে অভ্যস্ত, সে অপরকেও তাহাই করাইতে চাহে । যে অহিঞ্জন-সেবী, তাহার নিকট কোন রোগের কথা বলিলেই, সে একটু অহিঞ্জন-সেবনের ব্যবস্থা করিয়া বসে । যে মত্তপায়ী, অনেক স্থলে তাহার ব্যবস্থা—একটু মত্তপান । যে মাংসাশী, দুর্বলতা দেখিলেই তাহার উপদেশ—মাংসাহার হয় । যিনি শক্তির উপাসক, আপৎকালে তাঁহার নিকট কোন ব্যবস্থা চাহিলে, হয়ত তিনি চণ্ডীপাঠের উপদেশ দিবেন । যিনি বৈষ্ণব, তিনি হয়ত নারায়ণকে তুলসী



## উপক্রমণিকা ।

১৩

দিতে বলিবেন। যে যে ধর্মাবলম্বী, সে যেন সকলকেই তাহার ধর্মাহুসরণ করিতে দেখিলে সুখী হয়। অনেক সময় অপরকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিবার হেতু, দেখা যায়,—এবম্প্রকার ইচ্ছা। এই প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, জীবনে নিত্যই লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, এবং এ সকলই সেই একই কথা প্রমাণ করে। সকলই, ‘মত’ ও কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই বুঝাইয়া দেয়।

তুলনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শেষ কথা।

শেষ কথা—আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্রতুলনার অগ্র প্রয়োজনও আছে। কারণ, বিজ্ঞ বহুশ্রুত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, আচার্য্য রামাহুজ ও শঙ্করের মত-সম্বন্ধে আজ কত মতভেদ বর্ত্তমান। একসময়ে একটা উচ্চ শ্রেণীর দণ্ডীর নিকট শুনা গিয়াছিল যে, তিনি আচার্য্যশঙ্করমতে স্থলবিশেষে, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় মধ্যে ৩০০ তিন শতের অধিক মতভেদ দেখিতে পাইয়াছেন\*। এতদ্ব্যতীত সাধারণ পণ্ডিতগণ কতপ্রকারই যে বলিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বলেন, আচার্য্যের ‘মত’ কাল্পনিক, বা আকাশকুসুম-সদৃশ অলীক। অনেকে আচার্য্যের মতে, ভগবদ্-উপাসনা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বা ধাবার তাহাকে এমন এক অদ্বৈতবাদে পরিণত করেন, যাহা বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ বলিলেই হয়। যাহা হউক, ‘মত’ ও কর্মে যদি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধ-জ্ঞান-বলে যে, আমরা কেবল আচার্য্যদ্বয়ের হৃদয়গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারি, তাহা নহে, তাঁহাদের

---

\* ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ই’হার নাম শান্তানন্দ সরস্বতী। কাঠিয়াবাড়ী ভাবনগরে তত্রত্য ডাক্তার শিবনাথ রায়নাথের নিকট ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। ইনি অল্পবয়সেই প্রায় সমগ্র মহাদেশটা ভ্রমণ করিয়াছিলেন।



মতের উদ্দেশ্য ও উদ্ভবহেতু পর্যন্তও বুঝিতে সমর্থ হই। অতএব ইহাদের 'মত' বুঝিবার ও ইহাদের 'মত' তুলনা করিবার পূর্বে ইহাদের জীবনচরিত তুলনা করা উচিত। মহাপুরুষগণের উপদেশ অপেক্ষা তাঁহাদের চরিত্রের মূল্য অনেক সময় অনেক অধিক হয়। অনেক সময় উপদেশটার হৃদগত ভাব তাঁহাদের উপদেশ হইতে ঠিক বুঝা যায় না, তাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া তাহা বুঝিতে হয়। বস্তুতঃই চরিত্রজ্ঞান বা চরিত্র-বিচার, মত-বিচার হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে; বরং বোধ হয়, স্থলবিশেষে অধিক মূল্যবান। সুতরাং আচার্যদ্বয়ের মত-বিচার করিবার পূর্বে তাঁহাদের চরিত্র-বিচার ও চরিত্র-তুলনা বিশেষ প্রয়োজন। আর তাহা যদি হয়, তবে আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত তুলনা করিতে পারিলে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটা প্রধান ও বিভিন্ন মতের মীমাংসায় যে বিশেষ সহায়তা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

#### তুলনার উপায় ।

আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনচরিত তুলনার প্রয়োজন কি বুঝা গেল। মানব-জীবনের বাহ্য চরমলক্ষ্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি কঠিন সমস্যা-মীমাংসায় সহায়তা এ তুলনায় ফল, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু কি করিয়া এই তুলনা-কার্য্য করিতে হইবে, তাহা এখনও আলোচিত হয় নাই। বস্তুতঃ এ তুলনা-কার্য্য বড়ই জটিল, বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে পূর্বে হইতে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা। আর তুলনা-কার্য্য নির্দোষ না হইলে, ইহার ফলও আশানুরূপ হইবে না। যাহা আজ সত্য বা গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তুলনার দোষ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই তাহা উন্টাইয়া যাইবে। যাহা তখন গ্রাহ্য তাহা ত্যাজ্য; যাহা ত্যাজ্য তাহা



## উপক্রমণিকা ।

১৫

গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে । এইরূপে একটা ছাড়িয়া একটা ধরিতে যথেষ্ট সময় নষ্ট ও প্রভূত ক্ষতি হইবে । ইহাতে জীবন-গতি মন্থর হইয়া উঠে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখন এ পথে কখন ও পথে যাইয়া দুয়ের কোনটাই সিদ্ধ করিতে পারা যায় না । অতএব তুলনার আশানুরূপ ফললাভ করিবার জন্ত তুলনাকার্য্য বাহাতে নির্দোষ হয়, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা উচিত । নিয়মপূর্ব্বক যে কার্য্য করা হয়, তাহা প্রায়ই নির্দোষ হইয়া থাকে । নিয়মপূর্ব্বক নিষ্পন্ন-কর্ম্ম, অনিয়মনিষ্পন্ন-কর্ম্ম অপেক্ষা যে সূচারুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সুতরাং আমরা অগ্রে এই তুলনা-কার্য্যের নিয়মাবলী নির্ণয় করিব ।

প্রথমনিয়ম ।—আমরা দেখিতে পাই, আমরা যে কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণ অথবা তাহার শক্তির সাহায্যেই করিয়া থাকি । বস্তু ও তাহার ধর্ম্মাদি নির্ণয় না করিতে পারিলে, সে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব । মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহার আকৃতি প্রকৃতিপ্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় নির্ণয় করিতে হয় । একথণ্ড পাষণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সেই পাষণখণ্ডের বর্ণ, কাঠিগু, গুরুত্বপ্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় নির্ণয় করা আবশ্যক হয় । সেই প্রকার আচার্য্য-দ্বয়ের জীবনচরিত তুলনা করিবার জন্ত আমাদিগকে তাঁহাদের গুণ বা শক্তিসমূহ অগ্রে স্থির করিতে হইবে, আর ইহাদের গুণ বা শক্তি নির্ণয় করিতে হইলে ইহাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিতে হইবে । কারণ, ক্রিয়া—গুণ বা শক্তির পরিচায়ক । এজন্ত নিয়ম করা চলে যে, যখনই কোন দুইজনকে পরস্পর তুলনা করিতে হইবে, তখনই তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্ম, যে যে গুণ বা শক্তির পরিচায়ক, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে ।

দ্বিতীয়নিয়ম ।—দেখা যায়, কতকগুলি সাধারণ দোষ বা গুণ,

প্রায় সকল মানবেই থাকে, এবং সেই দোষ বা গুণ, ব্যক্তিবিশেষে অল্প বা অধিক প্রত্যক্ষ হয়। এমন স্থলে দুই ব্যক্তিকে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে উক্ত একই প্রকার দোষ বা গুণের অল্লাধিক্যদ্বারা তাহা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দোষ বা গুণ দ্বারা তুলনাকার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যেমন একজন সত্যবাদী, আর একজন পরোপকারী—একপস্থলে, অথবা একজন মিথ্যাবাদী অপরে পরশ্রীকাতর,—একপস্থলে, তুলনাকার্য্য চলিতে পারে না। উভয়কেই একটি গুণ বা দোষ লইয়া, সেই গুণ বা দোষের মাত্রার দ্বারা এই তুলনাকার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং নিয়ম করা চলে যে, একই দোষ বা গুণের মাত্রার দ্বারাই তুলনাকার্য্য করা উচিত; দুইটি বিভিন্ন গুণের মাত্রার দ্বারা তুলনাকার্য্য করা অত্যাচার। এই নিয়ম দ্বারা আমরা উভয়ের মধ্যে কে উত্তম, কে অল্পত্তম, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব, আর এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তুলনাকার্য্য একবারেই সিদ্ধ হইবে না। কারণ, যে অবস্থায় পড়িয়া যে সন্দেহ থাকিয়া একব্যক্তি যাহা করিয়াছেন, অপরের সেই অবস্থা ও সেই সন্দেহ ঘটিলে, হয় ত তিনিও তাহাই করিতেন। অবস্থার দাস না হইয়া—সন্দেহ দোষগুণে পরিচালিত না হইয়া, জগতে জীবনধারণই অসম্ভব, সুতরাং তুলনা-ব্যাপারে এ নিয়মটি অতীব প্রয়োজন।

তৃতীয়নিয়ম।—একই গুণের মাত্রা যেমন তুলনাকার্য্যে প্রয়োজন, তদ্রূপ একই গুণের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্বপ্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকার্য্যের উপকরণ। এমন অনেক দোষগুণ দেখা যায়, যাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বা আগন্তুক। উহা এক ব্যক্তির আন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপই নহে। উহা তাঁহার জীবনে একবার মাত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্য এই জাতীয় দোষগুণগুলিকে আমরা সেই ব্যক্তির বহিঃপ্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। কিন্তু ঐ একই দোষ বা গুণ হয় ত, অপরে নিত্য বা



## উপক্রমণিকা।

১৭

বহুবার প্রকাশিত,—উহা যেন তাঁহার মজ্জাগত প্রকৃতি। এমত স্থলে, যাহাতে কোন দোষ বা গুণ আগন্তুক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তিনি, যাহাতে তাহা সহজাত বলিয়া প্রতিপত্ত হইবে, তাহা অপেক্ষা নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবেন না। তুলনাকার্য্য করিতে হইলে এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহের মনোযোগী হইতে হইবে। স্মরণীয় নিয়ম করা যাইতে পারে যে, একই দোষগুণের স্থায়ী প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকালে লক্ষ্য করিতে হইবে। এতদ্বারা উভয়ের মধ্যে কে উচ্চ, কে নীচ, তাহা নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে না।

চতুর্থনিয়ম—অনেক সময় দেখা যায়, এক ব্যক্তিতে একটি দোষ বা গুণ আছে, কিন্তু অপরে তাহা নাই। একজন হয় ত, কোথায় কোন পশু ক্লেশ পাইতেছে, তাহা অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার ক্লেশমোচনে আগ্রহ প্রকাশ করেন, অপরে হয় ত সে বিষয়ে উদাসীন, তবে জানিতে পারিলে বা প্রয়োজন হইলে, তাহা তিনি অতি আগ্রহসহকারেই করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ ভাবটী যেন তাঁহাতে নাই, তাঁহাতে ইহার অভাবই যেন লক্ষিত হয়। এমত স্থলে, উভয়ের তুলনাদ্বারা আমরা ইহাদের প্রকারতা মাত্র নির্ধারণ করিতে পারি। কে কোন্ ধরণের, কে কোন্ প্রকারের, কেবল তাহাই স্থির করিতে পারি। স্মরণীয় নিয়ম করা যাইতে পারে যে, একে একটি দোষ বা গুণ থাকিলে এবং অপরে তাহা না থাকিলে, উভয়ের মধ্যে তুলনাদ্বারা প্রকারতা মাত্র নির্ধারণ করিতে হইবে, ছোট-বড়-নির্ধারণ করা চলিবে না।

পঞ্চমনিয়ম—মানবপ্রকৃতিমধ্যে এমন কতকগুলি দোষ-গুণ আছে যে, তাহারা পরস্পর-বিরোধী। যথা—ভীকৃত ও সাহসিকতা। তুলনা করিবার কালে যদি একজনে ভীকৃত ও অপরে সাহসিকতা দেখা যায়, এবং অপরে কেবল সাহসিকতা মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তারতম্য-

বিচার চলিতে পারিবে । যিনি ভীকু তিনি সাহসিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট । কিন্তু যদি উক্ত দোষ ও গুণে ওরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা তাহাদের তারতম্যবিচার চলিবে না । সুতরাং নিয়ম করা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধস্বভাব দোষগুণ থাকিলে দুইজনে তুলনা করিয়া তারতম্যবিচার চলিতে পারে ।

বর্টননিয়ম—অনেক সময় দেখা যায়, একটা দোষ বা গুণ অন্য দোষ-গুণের সহিত মিশ্রিতভাবে চরিত্রমধ্যে প্রকাশিত হইতেছে । যেমন উদারতা গুণটি দুইজনেই আছে, কিন্তু একে ইহা পরোপকার-প্রবৃত্তি-মিশ্রিত, অপরে উহা বৈরাগ্য-মিশ্রিত । এরূপ স্থলে উদারতা সম্বন্ধে কাহাকেও ছোট বা বড় বলা চলিতে পারে না—দুইজনকে দুইপ্রকার বলিতে হইবে । কিন্তু যেহেতু সকল মানবেই কোন গুণ অমিশ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, সেই হেতু এরূপ স্থলে দুইজনকে দুইপ্রকার বলিলে কোন স্থলেই আর ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ কার্য চলিতে পারে না । এজন্য নিয়ম করা চলিতে পারে যে, একে একটা বিষয় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইলে, অপর বিষয়ে যাহাতে তিনি নিকৃষ্ট, সে বিষয়, সে স্থলে উত্থাপন করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট প্রমাণিত করা উচিত নহে । এইরূপ ইহার বিপরীত স্থলেও বুঝিতে হইবে । এককথায় যখন যে দোষগুণের বিচার করিতে হইবে, তখন কেবল সেই বিষয়টাই বথাসাধ্য পৃথগ্-ভাবে আলোচনা করিতে হইবে । তবে অবশ্য যে স্থলে উহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া প্রতীত হইবে, সে স্থলে তাহাও বিচার্য ।

সপ্তমনিয়ম—মানুষ যাহাই করে, যাহাই বুঝে, সকলই নিজ নিজ প্রকৃতি—নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে । সংস্কারের হাত ছাড়িয়া কোন কিছু করা কঠিন । এই তুলনাকার্যে, যদি কাহারো পূর্ব হইতে কাহারো প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে একজনের সদগুণ ও



## উপক্রমণিকা ।

১৯

অপরের দোষগুলি যেন আপনা-আপনি চক্ষে আসিয়া পড়ে । অনেক স্থলে, ইহা কতকটা আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন হয় । এজন্য একরূপ বিচারকালে আমরা আমাদের সংস্কারের বশীভূত বাহাতে না হই, তজ্জন্য সাবধান হইতে হইবে । উভয়েরই দোষগুণদর্শন-স্পৃহা সমানভাবেই যেন আমাদের ভিতরে বর্তমান থাকে । এই নিয়মটির প্রয়োজন অতি গুরুতর । ইহার প্রতি দৃষ্টিহীন হইলে তুলনাকার্য্য কখনই নির্দোষ হইবে না, সুতরাং এজন্ত আমাদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন ।

এই সাতটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুলনা করিলে, আশা করা যায়, তুলনা নির্দোষ হইবে । আমরা অনেক সময় তুলনাকালে এই সকল নিয়মই প্রতিপালন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারি না ।

## নিয়মের প্রয়োগ ও তুলনার ফল ।

উপরে তুলনার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল বটে, কিন্তু এই তুলনার ফল কিরূপে উক্ত নিয়মগুলির প্রয়োগদ্বারা লাভ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে একবার চিন্তা করা উচিত । ইহার ফল, যদি যথারীতি লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এ পরিশ্রম বিফল । সুতরাং অগ্রে আমরা এই বিষয়টি চিন্তা করিব ।

জীবনচরিত-তুলনাকার্য্যের ফল তিনটি । প্রথম, ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ ; দ্বিতীয়, প্রকারতা-নির্দ্ধারণ এবং তৃতীয় প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ । এই তিনটি বিষয় মত-তুলনাকালে স্মরণ রাখিতে হইবে ।

এখন প্রথম দেখিতে হইবে, আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে ছোট বা কোন্ বিষয়ে বড় । তারপর যিনি যে বিষয়ে বড় হইবেন সেই বিষয়টি যদি, সমান-বিষয়ক-মতগঠনের উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাঁহার ‘মত’ অপরের ‘মত’ অপেক্ষা

আদরণীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবনের কার্যকলাপ এমন অনেক আছে, যাহা মতগঠনের উপযোগী বা অন্তরায়। যেমন দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে ‘মত’গঠনকালে ভাবপ্রবণতা কাহারও অধিক থাকিলে, তাঁহার দার্শনিক ‘মত’ তত আদরণীয় হওয়া উচিত নহে; কিন্তু পক্ষান্তরে যদি তিনি ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোন মতের প্রবর্তক হন, তাহা হইলে, তাঁহারই ‘মত’ অধিক গ্রাহ্য হইবে। তদ্রূপ যদি ব্যক্তিবিশেষে ধ্যানপরায়ণতা, সম্মাধিনিদ্রি, শান্তগন্তীরভাব, স্থির ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতির আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইলে সে স্থলে তাঁহারই দার্শনিক ‘মত’ গ্রাহ্য, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ‘মত’ অগ্রাহ্য। অবশ্য, যখনই, আমরা অপরের ‘মত’ গ্রহণ করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কিয়দংশ আমরা বুঝিয়া এবং কিয়দংশ না বুঝিয়া—প্রত্যুত পরে বুঝিব বলিয়া তাঁহার ‘মত’ গ্রহণ করি। সমুদায় বুঝিতে পারিলে, আর তখন মতগ্রহণ-ব্যাপার থাকে না, তখন আর গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, তখন দুইজনে সমান সমান। এজন্য বিষয়বিশেষে ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ করিয়া—সে বিষয়টি মতগঠনের উপযোগী কি অনুপযোগী স্থির করিয়া—আমরা একের ‘মত’ গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য স্থির করিতে পারি। জীবনচরিত-তুলনায় ছোটবড়-নির্দ্ধারণ এজন্য একটা বিশেষ প্রয়োজন।

জীবনচরিত তুলনার অন্যফলনির্ণয়।

ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ করিয়া যেমন, ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বিষয় নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য হয়, প্রকারতা-নির্দ্ধারণদ্বারা আমাদের তদ্রূপ অত প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। কোন একটি সঙ্গুণ যদি দুইজনে দুই প্রকারে প্রতিভাত হয়, এবং উভয় প্রকারই যদি সমান প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের কেহই ছোট বা বড় নহেন, ইহা স্থির। এজন্য



## উপক্রমণিকা ।

২১

এস্থলে দেখিতে হইবে, কাহার কোন্ প্রকার ভাবটি তাঁহাদের নিজ নিজ মতগঠনের উপযোগী । যদি উক্ত ভাবদ্বয় উভয়েরই নিজ নিজ মতগঠনের সমান উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়েরই মত আদরণীয় । আর যদি একের ভাবটি তাহার নিজের মতের উপযোগী, এবং অপরের ভাবটি তাহার নিজের মতের অনুরূপযোগী হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির ‘মত’ আদরণীয়, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ‘মত’ অনাদরণীয় ।

যেমন একজন যদি বিশুদ্ধন্য-প্রধান-যথার্থ স্মৃতি আবিষ্কারে চেষ্টিত হন, এবং অপর ব্যক্তি যদি যথার্থ স্মৃতি-প্রধান-সত্য আবিষ্কারে যত্নবান হন, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির মতের পক্ষে ধ্যানপরায়ণতা যত উপযোগী, লোকপ্রিয়তা তত উপযোগী নহে । তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে লোকপ্রিয়তা যত উপযোগী ধ্যানপরায়ণতা তত উপযোগী নহে । কারণ, যত লোকপ্রিয় হইতে পারা যায়, তত লোকে ঠিক কি চায় জানিতে পারা যায় । ইহা দ্বারা যথার্থ স্মৃতি কি, তদ্বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞান লাভ হয় । সুতরাং যদি যথার্থ স্মৃতি-আবিষ্কার, প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ধ্যানপরায়ণ হইয়া অধিক সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা লোকের সহিত মেশামিশি ও অধিক প্রয়োজন হইবে । আবার যদি যথার্থ সত্য-আবিষ্কার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে লোকের সহিত মেশামিশি অপেক্ষা আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান অধিক প্রয়োজন হইবে । পক্ষান্তরে যদি উভয়েরই ‘মত’ সমান-বিষয়ক হয়, তবে যাহার যে প্রকারটি সেই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী হইবে, তাহারই ‘মত’ তত আদরণীয় । যেমন ত্যাগশীলতা, সকলে একভাবে থাকিতে দেখা যায় না । কাহারও মধ্যে ইহা ঔদাসীন্যমাখা, এবং কাহারও মধ্যে ইহা পরোপকার-প্রবৃত্তি-মাখা দেখা যায় । এস্থলে উভয়ের কেহই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন । বস্তুতঃ দুইজনে দুইপ্রকার মাত্র ।

এখন দুইজন যদি বিশুদ্ধ-সত্য-প্রধান-মতার্থ-সুখ-আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিতে বসেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, ঔদাসীন্য়মাথা ত্যাগশীলতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তিমাথা ত্যাগশীলতার মধ্যে, কোনটী এ কার্যে অধিক উপযোগী। যেটী অধিক উপযোগী হইবে, সেইটী সাহায্যে বর্তমান, তাহার দার্শনিক 'মত' গ্রাহ্য, এবং অপরের 'মত' ত্যাগ্য। আর যদি দুইটী সমান উপযোগী হয়, তবে দুইয়েরই 'মত' পূজ্য। সুতরাং এস্থলে আর একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তুলনাকার্য্য করিতে হইবে। অবলম্বিত বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

জীবনচরিত তুলনার অপর প্রকার ফল।

তাহার পর তৃতীয় ফল—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ। ইহার অর্থ—কে কোন্ উদ্দেশ্যে বা কি প্রয়োজনবশতঃ কোন্ পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কোন্ 'মত'প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয় করা। এই বিষয়টী নির্ণীত হইলে উভয়ের ব্যক্তিগত চরিত্রে দোষারোপ করিবার প্রয়োজন হয় না—এক জনকে অপরের বিষয় অনভিজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন বলিবার কারণ থাকিতে পারে না। মনুষ্যমাত্রেরই সঙ্গ বা অবস্থার অধীন। সঙ্গ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে কাহাকেও দেখা যায় না। সুতরাং এই এই বিষয়টি নির্ণয় করিতে পারিলে হয় ত, দেখা যাইবে—উভয়েরই আন্তরিক ভাব এক,—উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন। একে, হয়ত লোকের আগ্রহে বা তর্কের অহুরোধে অপরের 'মত'কে অসত্য বলিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার অন্তরের ভাব অন্তরূপ বা একরূপ। অথবা, এই বিষয়টী জানিতে পারিলে আমরা দুইটি মতের অতিরিক্ত অল্প কোন অপেক্ষাকৃত সত্য মতের আভাস পাইতে পারি—আমরাও দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী, অথবা নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী



## উপক্রমণিকা।

২৩

অন্য কোন সত্য মত আবিষ্কার করিতে পারি। ফলতঃ, মত-তুলনাকালে জীবনচরিত-তুলনার এই তিনটি ফল স্মরণ রাখিতে পারিলে, তুলনার যে প্রকৃত ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জীবনচরিত তুলনার অপব্যবহারে কুফল।

জীবনচরিত তুলনার প্রয়োজনীয়তা, তুলনার নিয়ম ও তাহার ফল ও ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সকল কথাই আলোচিত হইল, এই বার ইহার অপব্যবহার করিলে যে কুফল উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। দেখা যায়—এরূপ তুলনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে সর্বপ্রধান দুইটি বিষয়ের সম্মুখীন হই ; তাহাদের প্রথম হইতেছে—নিন্দা, এবং দ্বিতীয় হইতেছে—দ্বेष। এই নিন্দা ও দ্বেষ আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়,—তুলনার অমৃতময় ফলের রসাস্বাদে বঞ্চিত করে। কে না জানেন—গুরুজনের মর্যাদাহানি করিলে অধর্ম হয়, কে না জানেন—মানীর মানহানি করিলে পাপ অর্জিত হয়। আর এই পাপের ফলে যে আমাদের অধোগতি অনিবার্য্য, তাহাই বা কাহার অবিদিত। আমরা অধিকাংশ সময়ে একের শ্রেষ্ঠতা বুঝিলে অপরের সম্বন্ধে বড়ই অসাবধান হই,—অপরকে নিন্দা করিতে থাকি,—তৎ-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু, তাহার প্রতি কখন বা দ্বেষও করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা যার-পর-নাই নিন্দনীয়—যার-পর-নাই অকল্যাণকর।

নিন্দা কাহাকে বলে।

বস্তুতঃ নিন্দা কি ? এই নিন্দা কাহাকে বলে ? দেখিতে পাওয়া যায় দুইটি পদার্থ কতকগুলি বিষয়ে তুলনা করিয়া, একটি অপরটি হইতে নিকৃষ্ট হইলে, যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হয় নাই সেই-সব বিষয়েও যদি তাহার নিকৃষ্টতা কল্পনাবলে ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারই নাম হইবে—নিন্দা। নচেৎ যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হইয়াছে, ঠিক্

সেই সব বিষয়ে নিকৃষ্ট বলিলে নিন্দা করা হয় না। উহা তখন সত্য-কথন। সত্য-কথন কখন নিন্দাপদবাচ্য হইতে পারে না। এখন কল্পনা-বলে নিকৃষ্ট ধরিয়া লইলেই যদি নিন্দা হইল, তাহা হইলে এই কল্পনার হেতুই নিন্দারও হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

নিন্দার হেতুনির্ণয় ।

এক্ষণে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে এইরূপ কল্পনার হেতু বা নিন্দার হেতু অন্ধবিশ্বাস; সুতরাং নিন্দার হেতু, তুলনাকার্য্যে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিশ্বাস মানবের নিজ নিজ সংস্কারপ্রসূত, সুতরাং নিন্দার প্রকৃত কারণ নিজ নিজ সংস্কার। যদি আমরা এই সংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি,—যদি আমরা বিচারকালে ইহার অধীন না হই, তাহা হইলে তুলনা-শেষে নিন্দা আসিয়া, আমাদিগকে অপরাধী করিয়া, বিপথে লইয়া যাইতে পারে না।

সত্য, কিন্তু সংস্কারের বশীভূত হইয়া কেন আমরা নিন্দা করিয়া থাকি ? উদাসীন থাকিতে ত পারিতাম ? কেন আমরা কতকটাকে দুষণীয় বুঝিয়া অবশিষ্টকেও তদ্রূপ বলিয়া বুঝিয়া থাকি ? বস্তুতঃ ইহার হেতুও যে কি, একটু প্রণিধান করিলে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ঘাতের প্রতিঘাত যেমন স্বাভাবিক, বস্তুর স্থিতিস্থাপক গুণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সংস্কারবশে নিন্দা করাও যেন তদ্রূপ স্বাভাবিক ব্যাপার। দেখা যায়—যে ব্যক্তি পূর্বের পরিত্যক্ত মতের বিশেষ গোঁড়া থাকে, সেই ব্যক্তিই পরে প্রায় অধিক নিন্দুক হয়। আবার যাহাদের জীবনে মত-পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহারা প্রায়ই নিন্দা দৃষ্টিতে এক প্রকার উদাসীন। আমরা যাহা চাই, আমাদের প্রকৃতি যাহার উপযুক্ত, তাহা যদি না পাইয়া ভ্রমবশতঃ অন্য পদার্থের সেবারত হই, এবং পরে ভ্রম অপনীত



## উপক্রমণিকা।

২৫

হইলে যদি অভিমত বস্তু লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের মনে এইরূপ একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, যে এই বস্তু এতদিন আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, অতএব ইহার নামমাত্রও শুনিতে নাই। অনুরাগের মাত্রা যেমন বাড়িতে থাকে, এই বিরাগের মাত্রা তত অধিক হয়। এই বিবাগরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়াই ক্রমে নিন্দার আকার ধারণ করে— ইহাই আমাদের অবিচারপূর্বক অপর বিষয়গুলিকেও নিরুপেক্ষ বলিয়া বুঝিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে, ইহাই আমাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত করে।

যাহা হউক নিন্দার প্রকৃত কারণ যখন বুঝা গেল, তখন ইহার অপনোদন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও বুঝা গেল। বাস্তবিক নিন্দা করা এক প্রকার মানসিক দুর্বলতা। যাহারা সর্বত্র সমদর্শন করেন তাঁহার কাহার নিন্দা করিবেন? সর্বত্র সমদর্শন করিতে হইলে বিশেষ মানসিক বলের প্রয়োজন। আর এই বল অল্প কোন বল নহে, ইহা সেই জ্ঞানবল। অতএব নিন্দাপ্রবৃত্তি আমাদের যতই কমে ততই ভাল। সাধুগণও যে নিন্দা করেন, তাহা গর্হিত কর্মেরই নিন্দা, তাহা সেই গর্হিতকর্মকারীর নিন্দা নহে। পাপেরই নিন্দা করা হয়, কিন্তু পাপীর কল্যাণকামনা করাই উচিত। অতএব তুলনাকালে যে নিন্দার প্রবৃত্তি তাহা যে কত দোষাবহ তাহা আর বলা নিম্প্রয়োজন। অতএব তুলনাকালে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

তুলনাকালে নিন্দা না করিবার অন্ত হেতু।

তাহার পর নিন্দা না করিবার অন্ত হেতুও আছে। অবশ্য এ হেতু অবতারকল্প মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে, সাধারণের সম্বন্ধে নহে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় শঙ্কর এবং রামানুজও যে অবতার-কল্প

মহাপুরুষ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ষাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া এখনও সহস্র সহস্র লোক পবিত্র হয়, ষাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া অত্যাধিক লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাঁহার যে সাধারণ মানব নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর—অবতার বা মহাপুরুষগণ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই সময়ের উপযোগী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে দেশে, যে-সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হন, সেই দেশ, সেই সমাজই তাঁহাদের উপযোগী, অন্য দেশ বা অন্য সমাজ তাঁহাদের উপযোগী নহে। সময় ও সমাজের অবস্থার সহিত তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বা চরিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অবশ্য তাই বলিয়া তাঁহারা যে সত্য প্রচার করেন, তাহা যে কালে অসত্য হয়, তাহা নহে; অথবা তাঁহাদের জীবদ্দশাতে তাঁহাদের যতটা সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকে, তাঁহাদের অন্তর্দানে তাহা অপেক্ষা তাহা যে অধিক হইতেই হইবে, তাহাও নহে। তাঁহাদের প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান কোনও কালে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। ষাঁহা অনাবশ্যক বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের প্রচারিত বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর জীবদ্দশাতে অনেক সময় যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি, তাঁহাদের অন্তর্দানকাল অপেক্ষা কম হয়, তাহার কারণ যে তাঁহাদের অন্নতা বা তাঁহাদের তদ্দেশকালের অনুপযোগিতা, তাহাও নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড তৎকালের এতই উপযোগী যে, যতই কাল অতীত হইতে থাকে, ততই অক্ষয়বটের গায় তাঁহাদের কার্য প্রসারিত হইতে থাকে। বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবার পর যে নিয়মের বশে বিস্তৃত হইতে থাকে; নদী যে-নিয়মে নগণ্য প্রস্রবণাকার হইতে ক্রমে খরতর স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে, ইহাদের কীর্তিকলাপও কতকটা সেই নিয়মে



## উপক্রমণিকা ।

২৭

ক্রমে ক্রমে পৃথিবী-ব্যাপী হইতে থাকে । এজন্ত তাঁহাদিগকে কোন নতাই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নহে । তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, তাঁহাদের বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশ দেশকালোপযোগী বলিয়াই তাহাতে পরিবর্তন দেখা যায় । তাহার পর, সকল মহাত্মার জীবনও সমান হয় না । বস্তুতঃ, যাহাদের জন্ত তাঁহাদের আবির্ভাব, তাহারা যতটা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ততটাই তাঁহাদের জীবনে প্রকাশ পায় ; অথবা যতটার দ্বারা তাহাদের হিত হইবে, ততটাই তাঁহাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হয় । সুতরাং মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র বা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা অনেকটা আমাদের অবস্থা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে । যেমন ভিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ডদ্বারা সূর্যাভি-মুখস্থ গগনপ্রদেশ আবৃত হইলে, আমরা সূর্য্যদেবের প্রভাবের অল্লাধিকা উল্লেখ করিয়া থাকি, বস্তুতঃ সূর্য্যদেবের প্রভাবের তারতম্য হয় না, পরন্তু আবরক মেঘেরই তারতম্য অনুসারে ঐরূপ ঘটে, তদ্রূপ দেশ-কাল-প্রয়োজন-ভেদে আবির্ভূত মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিভাত হয় । যেমন জলপ্লাবিত হইলে, তদ্রূপ ক্ষুদ্রবৃহৎ নানাবিধ বাপীতড়াগাদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে বহুবার জল ধারণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা মহাপুরুষ বা অবতারগণের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করি । এই জন্ত এক মহাপুরুষে যে ভাবে যতটা মাত্রায় মহত্ব প্রকাশ পায়, অপরে যে ততটাই থাকিতে হইবে, তাহার নিয়ম নাই । এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনেক সময় মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে নিন্দাজনিত অপরাধ জন্মিতে পারিবে না ।

যেব কাহাকে বলে । উহাও বর্জনীয় ।

এক্ষণে যেম সম্বন্ধে আলোচ্য । মহাত্মাগণ সম্বন্ধে আমরা যেমন

নিন্দা করিয়া ফেলি, তাঁহাদের পথাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণাও ঠিক সেই প্রকারেই করিয়া থাকি। নিন্দা যেমন দোষাবহ, ঘৃণাও তদ্রূপ দোষাবহ। নিন্দার বাহ্য হেতু ঘৃণারও তাহাই হেতু। প্রভেদ এই মাত্র যে, ঘৃণা সমানে সমানে হয়, আর নিন্দা সমানে ও মহতে উভয়েই হইতে পারে। সর্বোত্তম-পদার্থে সকলের সমান অনুরাগ থাকিলেও, অধিকারিভেদে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত সেই সর্বোত্তম পদার্থের প্রকারভেদ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যে বাহ্য অনুসরণ করে, তাহার ইतरবিশেষ থাকিলেও তাহাকে নিন্দা বা ঘৃণা করা উচিত নহে। অন্ধকে অন্ধ বলিয়া—খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া ঘৃণা করা, কোন কালে কি কেহ সমর্থন করিতে পারে? ইহা সর্বদা ও সর্বথা নিন্দনীয়। তুলনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই দুইটি বিষয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা শ্রেয়াখীরা একান্ত আবশ্যক।

#### তুলনার পথ-নির্দেশ ।

যে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবন-চরিত তুলনা করিতে হইবে, তাহা এতক্ষণ আলোচিত হইল; এক্ষণে যে পথে আমরা সেই তুলনাকার্য্য সম্পন্ন করিব তাহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। কারণ, পূর্ব হইতেই ইহা জানিতে পারিলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুস্বচ্ছভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।

এজন্য আমরা প্রথমতঃ এই দুই মহাত্মার জীবনবৃত্ত দুইটি পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। ইহাতে কেবল ঘটনার উল্লেখ মাত্র থাকিবে। সে ঘটনার ফলে তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ব কতদূর বা তাহাতে জগতের কি উপকার সাধিত হইল—ইত্যাদি প্রকার ভাবুকতা থাকিবে না। ইহাতে পাঠক সমগ্রভাবে এই দুই মহাত্মাকে পাশাপাশি করিয়া তুলনা করিতে পারিবেন।



## উপক্রমণিকা ।

২৯

অতঃপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক বা একজাতীয় ঘটনাগুলি যে দোষ বা যে গুণের জ্ঞাপক, সেই দোষ বা গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপে সেই বা সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করিব। ইহাতে পাঠক, আংশিকভাবে এই দুই মহাত্মাকে তুলনা করিতে পারিবেন। এইরূপ আংশিকভাবে তুলনার একটা দৃষ্টান্ত দিলে, বোধ হয়, আমাদের অভিপ্রায় অনেকটা পরিষ্কৃত হইবে। যেমন ‘সত্যবাদিতা’ একটা গুণ। উভয়ের জীবনেই ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। এজন্ত আমরা সত্যবাদিতা সম্বন্ধে উভয়ের যাবতীয় আচরণ, যাবতীয় ঘটনা একত্র করিয়া দিব। আবার যথায় এক ব্যক্তিতে একটা গুণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু অগ্রে তাহা নাই, সে স্থলেও উহা উপেক্ষিত হইবে না। ষাঁহার উহা আছে তাহা বর্ণনা করিয়া, ষাঁহাতে উহা নাই, তাঁহার সম্বন্ধে “উহা নাই” বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা হইবে। অবশ্য জগতের যাবতীয় দোষগুণের তালিকা করিয়া ইহাদের জীবনচরিত তুলনা করা হইবে না, পরন্তু যতগুলি দোষগুণ ইহাদের জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে কেবল ততগুলিই আলোচিত হইবে ও ততগুলিরই ঘটনাবলী দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শিত হইবে।

অনন্তর চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ আদর্শদার্শনিকের গুণগ্রামদ্বারা আচার্য্যদ্বয়কে তুলনা করা হইবে, তৎপরে তাঁহাদের সাধারণ আদর্শের গুণাবলীদ্বারা তাঁহাদিগকে তুলনা করা হইবে, তৎপরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শের গুণরাজীর দ্বারা তাহাদিগকে তুলনা করা হইবে এবং সর্বশেষে তাঁহাদের বিজ্ঞাবুদ্ধি, জীবনগঠনে দৈব ও মনুষ্যানির্ভর ও আবির্ভাবকাল প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহাদের দার্শনিক মতের উদ্ভব-হেতু এবং তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা হইবে।

পরিশেষে উপসংহারে তাঁহাদের মতের প্রধান প্রধান দিকান্তগুলি

যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহাতে কাহারও বিচারদোষ বা ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইবে না। অবশ্য এই সকল স্থলেই আচার্যদ্বয়ের আবির্ভাবকালের ক্রম অনুসারে প্রথমে আচার্য শঙ্কর ও তৎপরে আচার্য রামানুজের কথা উত্থাপন করা হইবে, এবং কোনস্থলেই কোনরূপ অলঙ্কারাদির দ্বারা ইহাদের চরিত্র মনোহারী করিবার চেষ্টা করা হইবে না, অথবা পাঠককে কোন মতবিশেষের প্রতি বা কোন মহাত্মার প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রয়াসও করা হইবে না। ত্যাজ্যগ্রাহ বা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠের নির্বাচনভার পাঠকের উপরই থাকিবে। পাঠকই বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। আমরা নিজমত প্রকাশে যথাসাধ্য বিরত থাকিব।

আচার্যদ্বয়ের জীবনবৃত্তি-তুলনার এ গ্রন্থে ইহাই পথ। এক্ষণে এই পথে প্রথমে আচার্য শঙ্করের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা হইল।

---



## শঙ্কর-চরিত্র ।

জন্মভূমির পরিচয় ।

ভারতের হৃদয় দক্ষিণে পশ্চিম সমুদ্রতীরে “কেরল” দেশ অবস্থিত । বর্তমান কালে ইহা ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালবার নামক দেশে বিভক্ত । ইহার প্রকৃতি দেখিলে মনে হয় ইহা অনতিকালপূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল । প্রবাদও আছে—ভগবান্ পরশুরাম ইহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাকে মনুষ্যের বসতিস্থল করিয়াছিলেন । এখানে ১০° দশ অক্ষাংশে “আলোয়াই” নদীর উত্তরতীরে “কালাড়ি” নামক একটা ক্ষুদ্রগ্রাম আছে । এই গ্রামে আজ হইতে প্রায় সার্ব্ব দ্বাদশশত বৎসর পূর্বে শঙ্করের জন্ম হয় ।

জাতি-পরিচয় ।

এই গ্রামে নম্বুরী জাতীয় ব্রাহ্মণের কুলে আচার্য্যের আবির্ভাব হয় । নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ নিষ্ঠাবান্, সদাচারসম্পন্ন ও বৈদিক শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী । ভারতে কেবল ইহারাই অতীবধি সম্পূর্ণ প্রাচীন রীতি অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন । পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণ-বালককে উপনয়ন দান, গুরুগৃহে প্রেরণ এবং সমগ্রবেদাভ্যাসে যত্ন এখনও এই দেশেই দেখা যায় । এই নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক আচারব্যবহারেও অনেক বিশেষত্ব আছে । অত্যাশ্রয় দেশীয় ব্রাহ্মণ-গণের আচারব্যবহার হইতে ইহাদের আচারব্যবহার অনেক পৃথক্ । তন্মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা পার্থক্য ইহাদের বিবাহে । ইহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রই নম্বুরী ব্রাহ্মণকণ্ঠা বিবাহ করে এবং পৈত্রিক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয় । অপর পুত্রগণ নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাহাদের

পুত্রগণ নায়ার জাতিপ্রাপ্ত হয়। নায়ার জাতি—ব্রাহ্মণ, নয়, ঠিক শূদ্রও নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতির সংমিশ্রণ। ইহাদের একটি কন্যা, আবশ্যকমত বহুবিবাহও করিতে পারে। একই কন্যার নায়ার ও নম্বুরী পতি থাকিতে কোন বাধা নাই। ইহাদের কন্যাই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হয়, ইত্যাদি। আচার্য শঙ্কর উক্ত নম্বুরী ব্রাহ্মণকুলের সন্তান।

পিতৃমাতৃ-পরিচয়।

শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু। তিনি তাঁহার পিতা বিদ্যাধরের একমাত্র সন্তান ছিলেন। শিবগুরু, গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে করিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কাল অতীত হইয়া গেল। পিতা বিদ্যাধর ইহা দেখিয়া পুত্রের অনিচ্ছাসম্বন্ধে তাঁহার সমাবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন এবং নিজগ্রামের অনতিদূর-স্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী “মঘ” পণ্ডিতের “বিশিষ্টা” নাম্নী এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিশিষ্টা নামে যেমন বিশিষ্টা, বিদ্যাবুদ্ধি ও রূপগুণেও তদ্রূপ বিশিষ্টা ছিলেন। শিবগুরুও বিশিষ্টার মিলন যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইল।

শিবগুরু যথাবিধি গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে পিতা বিদ্যাধর ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সংসারের সকল ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। কিন্তু তথাপি বিষয়চিন্তা তাঁহাকে শাস্ত্রাচিন্তা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। তিনি অধিকতর দৃঢ়তাসহকারে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

শঙ্করজন্মের উপলক্ষ।

শিবগুরু ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, কিন্তু তিনি পুত্রমুখ দেখিতে পাইলেন না। যে উদ্দেশ্যে বিবাহ, শিবগুরুর তাহাই দিষ্ট হইল না।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৩

শিবগুরুর শাস্ত্রচিন্তাসমাকুল চিন্তে ক্রমে এই চিন্তা প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন—গ্রামের অনতিদূরে বৃষ পর্বতে কেরলাধিপতি রাজশেখরকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে মহাজাগ্রত চন্দ্রমৈলীশ্বর শিব আছেন, তাঁহার নিকটে সত্বীক ব্রতধারণপূর্বক অবস্থান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন, তাঁহারই বরে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধারলাভ করিবেন।

সঙ্কল্প কার্যো পরিণত হইল। ভগবান্ আশুতোষ সন্তুষ্ট হইলেন। সংবৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই একদিন রাত্রে শিবগুরু স্বপ্ন দেখিতেছেন—যেন ভগবান্ চন্দ্রমৈলীশ্বর শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—“বৎস শিবগুরো! তোমার কি প্রার্থনা? আমি তোমার অভীষ্ট দান করিবার জন্ম আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।” শিবগুরু সসম্মুখে ভগবচ্চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভক্তিগদগদস্বরে করজোড়ে বলিলেন—“ভগবন্! পুত্রকামনায় আজ আপনার শ্রীচরণ সমাশ্রয় করিয়াছি। আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার একটি দীর্ঘায়ু: ভবৎসদৃশ সর্বজ্ঞ পুত্র প্রদান করুন।”

সনাতন ধর্ম্মের দুর্দ্দিন দেখিয়া জগতের জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্কর বোধ হয় নিজেই অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; আর আজ তাঁহারই ইচ্ছার ফলে বোধ হয় শিবগুরু শঙ্করসদৃশ সর্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ আশুতোষ সম্মিতবদনে বলিলেন “বৎস! সর্বজ্ঞ পুত্র লইলে দীর্ঘায়ু: পুত্র পাইবে না, দীর্ঘায়ু: পুত্র লইলে সর্বজ্ঞ পুত্র হইবে না—এখন বল, তুমি সর্বজ্ঞ পুত্র চাও, কি দীর্ঘায়ু: পুত্র চাও?” বুদ্ধিমান শিবগুরু এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ পুত্রই বাঞ্ছনীয় ভাবিয়া বলিলেন—“তবে ভগবন্! সর্বজ্ঞ পুত্রই আমার প্রদান করুন।” ভগবান্ ভবানীপতি “তথাস্তু” বলিয়া বলিলেন, “বৎস! শিবগুরো! যাও আমিই তোমাদের পুত্ররূপে

অবতীর্ণ হইব।” শিবগুরু ভুলিয়া গিয়াছেন যে, জীব সর্বজ্ঞ লাভের পর আর দেহে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। পূর্ণসর্বজ্ঞ ব্রহ্মই, তাঁহার আবার দেহ কি ?

শিবগুরু আনন্দে অধীর হইয়া ভগবচ্চরণে পুনরায় প্রণাম করিলেন কিন্তু প্রণামান্তেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। অন্তর্যামী ভগবান্ অন্তরাত্মা মিশিয়া গেলেন। শিবগুরু বিশিষ্টাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদয় বলিলেন বিশিষ্টা সবাঙ্গনয়নে ভগবানের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিলেন।

শঙ্করের জন্ম ।

শিববর পাইয়া শিবগুরু ও বিশিষ্টাদেবী আনন্দমনে গৃহে ফিরি আসিলেন। উভয়েই শিবার্চনা ও শিবের ধ্যানজ্ঞানে দিনরা অতিবাহিত করেন। জগৎ যেন তাঁহাদের নিকট শিবময়। বাস্তবিক শিবময় না হইলে শিবের আবির্ভাব হইবে কেন ?

সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিশিষ্টাদেবী একটা পুত্র লাভ করিলেন। ৬০৮ শকাব্দ \* ১২ই বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া দিব্য মধ্যাহ্নকালে আচার্য শঙ্কর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।

জাতকর্ম প্রভৃতি যথাবিধি শিবগুরু যথাসময়ে সম্পন্ন করিলেন জন্মপত্রিকা নিশ্চিত হইল। দেখিলেন—কর্কটলগ্নে বালক জাত। চন্দ্র সূর্য্য, গুরু ও শনিগ্রহ উচ্চস্থ। শুক্র ও বুধ মেঘে অবস্থিত। মঙ্গল কেতু সিংহে, এবং রাহু কুন্তে। শুভাশুভ বিচার করিয়া শিবও যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পুত্রের অবতারযোগ দেখিয়া ক্রমে বিষাদ ভুলিয়া গেলেন, এবং ভগবান্ শিবই যে স্ব

\* ৬০৮ শকাব্দ = ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ ।

+ অবতার যোগটি এই—কেন্দ্রগৌ সিতদেবেজ্যো শ্বোচে কেন্দ্রগতেহর্কজে ।

চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোহয়মবতারজঃ ॥



অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহার স্বপ্ন যে সৰ্বাংশে সত্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রের নাম শঙ্করই রাখিলেন ।

শঙ্করের শৈশব ।

শঙ্কর আশৈশব শান্তপ্রকৃতি, অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন । জনক-জননীৰ নিকট যখনই যাহা শুনিতেন তখনই তাহা তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত । তিন বৎসর বয়সে তিনি নিজ মালমালম্ ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়নে সমর্থ হইলেন, এবং যখনই যাহা পড়িতেন তখনই তাহা তিনি অবিকৃতভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন ।

ইহা দেখিয়া শিবগুরু ইচ্ছা করিলেন—তিনি শঙ্করকে পঞ্চম বৎসরেই উপনয়ন দিয়া বেদাভ্যাসে নিরত করিবেন । ব্রাহ্মণকুমারের অষ্টম বর্ষেই উপনয়ন বিধি, কিন্তু ব্রহ্মতেজঃ কামনা হইলে পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন দিবার ব্যবস্থাও আছে । শিবগুরু শিববর স্মরণ করিয়া এবং বালকের প্রতিভা দেখিয়া তাহাই ইচ্ছা করিলেন ।

কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিচার । শঙ্করের তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শিবগুরু অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন । শোকাতুরা শঙ্কর-জননী পুত্রকে লইয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন ; কিন্তু পতির সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া শঙ্করের পঞ্চম বৎসরারম্ভে স্বগৃহে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শুভদিনে পুত্রের উপনয়ন দিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্ত গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন ।

শঙ্করের গুরুগৃহে বাস ।

গুরুগৃহে শঙ্কর বিদ্যাভ্যাসে রত । শঙ্করের বুদ্ধি মেধা ও স্বভাবের পরিচয় পাইতে গুরুদেবের বিলম্ব হইল না । ক্রমে শঙ্কর গুরুদেবের অতি প্রিয়শিষ্য হইয়া উঠিলেন । একে পঞ্চম বৎসরের বালক, তাহাতে তাহার অসামান্য বিদ্যাহারাগ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি দেখিয়া গুরু শঙ্করকে

গুরুগৃহের কোনরূপ কর্মই করিতে দিতেন না। অপর বালকগণকে ভিক্ষার্থ পালাক্রমে গ্রামাভ্যন্তরে যাইতে হইত, সমিধ আহরণ, গৃহ-মার্জন, জলানয়ন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম নিয়মক্রমে করিতে হইত, কিন্তু শঙ্করকে তাহার কিছুই প্রায় করিতে হইত না। বিধাতা তাঁহাকে এ সব কর্ম হইতে অযাচিতভাবে অব্যাহতি দিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় যাহা করিতেন অথবা সহাধ্যায়ীকে সাহায্যের জন্ত নিজে ইচ্ছায় যাহা করিতেন, তাহাই তাঁহাকে করিতে হইত।

পরদুঃখমোচন ।

এই সময়ে একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন শঙ্কর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণীর গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করেন। ব্রাহ্মণীর গৃহে সেদিন এক মুষ্টি তণ্ডুলও ছিল না। তিনি শঙ্করের হস্তে একটি আমলকী ফল দিয়া নিজ দারুণ দুঃখবস্তার কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইলেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনের জন্ত তাঁহার স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইল। কিন্তু কি করিবেন? একে বালক, তাহাতে গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া সেই নিরুপায়ের উপায় ভগবানের শরণগ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীর জন্ত কাতরভাবে দারিদ্র্য-দুঃখভঞ্জন সেই জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি অধোবদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশে স্তব করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর জন্ত ধন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল এইভাবে অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মণীকে শীঘ্র ধনপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়া গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গৃহের সর্বত্র সুবর্ণের আমলকীর যেন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণীর দারিদ্র্য-দুঃখ ইহজীবনের



মত বিদূরিত হইল । ব্রাহ্মণী অতুল ধনের অধিকারিণী হইলেন । তিনি বুঝিলেন—ইহা সেই ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদের ফল এবং ইহা লোকসমাজে অকপটভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

শঙ্করের বিদ্যাভ্যাস ।

গুরুগৃহে শঙ্করকে অধিক দিন থাকিতে হইল না । তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া যাহা একবার শুনিতেন তাহাই শিখিয়া ফেলিতেন । কেবল তাহাই নয়—গুরু, অপরাপর শিষ্যগণকে যাহা পড়াইতেন, শঙ্কর গুরুসেবা-উপলক্ষে গুরুপার্শ্বে থাকিয়াই তাহাও আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন । একদিন গুরু ইহার পরিচয় পাইয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি তিনি শঙ্করকে সকল শাস্ত্রের পাঠই শুনিতে বলিলেন । ইহার ফলে গুরুগৃহে শিক্ষণীয় যাবতীয় শাস্ত্রই বৎসরদ্বয়ের মধ্যেই শঙ্করের সমাপ্ত হইয়া গেল এবং সপ্তম বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শঙ্কর গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । যে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে অপরের অনূন যৌল বৎসর অতীত হয়, শঙ্কর তাহাই অথবা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকশাস্ত্রই দুই বৎসরে পরিসমাপ্ত করিলেন । অসাধারণ পুরুষের কৰ্ম্ম সবই অসাধারণ ।

শাস্ত্রীয় আচার অনুসারে গুরুগৃহ হইতে পাঠ শেষ করিয়া গৃহে আসিয়াই বিবাহ করিতে হয় । অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিতে নাই । শঙ্কর-জননী তাহারও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন । প্রতিবেশিনীর একটা স্নন্দরী বালিকার সহিত শঙ্করের বিবাহ দিবেন বলিয়া তিনি শঙ্করের উপনয়নকালেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন । মহামায়ার এমনই খেলা । সন্তান জন্মিবামাত্রই জনক-জননী তাহার সমুদয় ভবিষ্যৎ-জীবন কল্পনা করিয়া থাকেন । কিন্তু বালক শঙ্করের অনুরোধে বিবাহ স্থগিত রহিল । তিনি গৃহে থাকিয়াও

ব্রহ্মচার্য-আশ্রমধর্মই পালন করিবেন বলিয়া জননীকে বিবাহ-ব্যাপারে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। জননীও যেন পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। কে যেন তাঁহার চিত্তগতি ফিরাইয়া দিল। একরূপ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুত্রের অনুরোধ কি জনক-জননী সহসা উপেক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং শঙ্করের বিবাহ হইল না, শঙ্কর গৃহে থাকিয়াও ব্রহ্মচার্য-আশ্রম-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

শঙ্করের অধ্যাপনা ।

ব্রহ্মচারী শঙ্কর, গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নেই প্রথমতঃ মনোযোগী হইলেন। ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ বয়োবৃদ্ধ গণও তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বয়সে বালক হইলেও আর কেহ তাঁহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন না। অসাধারণ প্রতিভার নিকট কে না মস্তক অবনত করে। তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। কিন্তু অনেক সময়ে কেহ কেহ শঙ্করের উপর মনে মনে বিরক্তও হইতেন। কারণ, শঙ্কর, গোঁড়ামি, বৃথাবিজ্ঞাভিমান ও ভণ্ডামির ভীষণ নিন্দা করিতেন। বালক হইলেও তাঁহার শ্লেষপূর্ণ বাক্যে কপট-চারিগণের মর্মদাহ জন্মিত। দেশীয় অন্ধ আচারব্যবহারের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। ইহার ফলে শঙ্করের কতিপয় জ্ঞাতিবন্ধু শঙ্করের প্রতি শত্রুতাচরণেরও সুযোগ অব্বেষণ করিতেন। শঙ্কর ইহা বুঝিয়াও অচল অটল থাকিতেন। সময় পাইলেই তিনি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পাপ স্বভাব কি সহজে যায়? কংস, জরাসন্ধ কি কৃষ্ণের মহিমা বুঝিয়াছিল?

শঙ্করের মাতৃসেবা ।

অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিয়া যে সময় পাইতেন, শঙ্কর সে সময় মাতৃ-সেবায় মনোনিবেশ করিতেন। মাতা কিসে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন ভূতোর



শ্রায় শঙ্কর তাহার অহুষ্ঠান করিতেন । শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইয়া জননীকে অলৌকিক আনন্দ প্রদান করিতেন । জননীর পক্ষে শঙ্কর যেন একাধারে পুত্র, কণ্ঠা, গুরু ও পরিচারিকা-বিশেষ । পতিবিয়োগ-বিধুরা বিশিষ্টা এতদিনে পুত্রস্বর্থে পতিবিয়োগদুঃখ ভুলিলেন । সংসার যেন তাঁহার সমক্ষে আবার উজ্জলভাব ধারণ করিল । আশায় আবার তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হইল ।

নদীর গতিপরিবর্তন ।

এই সময় একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে । “আলোয়াই” নদী এই সময় শঙ্করের গৃহ হইতে অনেকদূরে প্রবাহিত হইত । শঙ্কর-জননী বৃদ্ধা হইলেও নিত্য তাহাতে স্নান করিতে যাইতেন, এবং ফিরিবার কালে পথে নিজ কুলদেবতা কেশব ভগবানের পূজাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেন । এদেশবাসীর রীতিই এই যে, সকলেই স্নানান্তে দেবমন্দিরে যাইয়া দেবদর্শনাদি করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সাষ্টাঙ্গ লুপ্তিত করিয়া প্রণাম করিতে করিতে স্তবস্ততি পাঠ করেন । আর এজন্ত প্রায় সকল মন্দিরে পৃথক স্থানই নির্দিষ্ট থাকে । শঙ্কর-জননীও তাহাই করিয়া বাটা ফিরিতেন ; প্রাণান্তে একদিনও ইহার অগ্ৰথা করিতেন না ।

একদিন স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয় । মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তও তাপে তিনি পথিমধ্যে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়েন । তপঃক্লেশক্লিষ্টা বিশিষ্টা অকালেই যেন অতি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন । পুত্রের জ্ঞাত্য অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমে মুচ্ছিতা হইলেন ।

এদিকে শঙ্কর, মাতার অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন । নদীর পথে কিয়দূর আসিয়া দেখেন—জননী মুচ্ছিতা হইয়া পথিমধ্যে পতিত । তিনি তখন অতি দ্রুতগতিতে

নদীজল আনয়ন করিয়া এবং বৃক্ষপত্র ব্যজন করিয়া জননীর মূর্ত্তা  
অপনোদন করিলেন এবং হস্তধারণ করিয়া অতি যত্নে গৃহে আনয়ন  
করিলেন ।

এই সময় শঙ্করের মনের অবস্থা অতীব অপূৰ্ব্ব । তিনি ভাবিতে-  
ছেন—“অহো ! ভগবান্ কি কৃপা করিয়া নদীটাকে আমাদের বাটার  
নিকটে আনিয়া দেন না । আহা ! জননীর এ কষ্ট ত আর দেখা যায়  
না । সৰ্ব্বশক্তিমান ভগবানে ত সকলই সম্ভব । তিনি ইচ্ছা করিলে  
কি না হইতে পারে ?” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর অবোধ  
বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট নদীগতি-পরিবর্ত্তনের  
জ্ঞাত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । একবারও ভাবিলেন না যে, এরূপ  
অসম্ভব প্রার্থনা পূর্ণ হইবার নয় । যিনি সৰ্ব্বশাস্ত্রের পারে গমন  
করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ কাতর প্রার্থনা বড় অল্লবিস্ময়কর ব্যাপার  
নহে । অজ্ঞজন সম্ভবাসম্ভব বিবেচনা না করিয়া প্রার্থনা করিতে পারে,  
কিন্তু যিনি বিজ্ঞকুলচূড়ামণি তিনি এরূপভাবে এরূপ অসম্ভব প্রার্থনা  
করিতে পারেন—ইহাতে শঙ্কর-জননীর বড়ই বিস্ময় জন্মিল । তিনি  
ইহা বালকের স্বভাবস্থূলভ আচরণ ভাবিয়া শঙ্করকে আশ্বস্ত করিতে  
লাগিলেন ।

কিন্তু এ প্রার্থনা ভগবান্ করুণভাবেই শ্রবণ করিয়াছেন ।  
আশ্চর্য্যের বিষয়—অতি সত্বরেই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল ।  
উত্তর তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমে নদী শঙ্করের গৃহের সমীপ দিয়াই  
প্রবাহিত হইতে লাগিল । বিশিষ্টাদেবী সকলের সমক্ষেই বলিতেন—  
“আমার শঙ্করের প্রার্থনাতেই ভগবান্ নদীটাকে আমার বাটার নিকট  
আনিয়া দিলেন” । ভগবানের সৰ্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিয়া যাহা প্রার্থনা  
করা যায় তাহাই পূর্ণ হয় ।



শঙ্করের রাজসম্মান ও ত্যাগশীলতা ।

শঙ্করের অধ্যাপনায় শঙ্করের বিদ্যাবশঃ দিন দিন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল । বিদ্যাহুরাগী দেশীয় রাজা রাজশেখর শঙ্করের কথা শুনিতে পাইলেন । এমন সময়—প্রচারিত হইল, শঙ্করের প্রার্থনাতেই আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়াছে । ইহা শুনিয়া রাজার এই ব্রাহ্মণবালকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইল ।

রাজা রাজশেখর মন্ত্রী দ্বারা শঙ্করকে রাজপ্রাসাদে আসিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । কিন্তু শঙ্কর অতি বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন । অগ্নিকণা ক্ষুদ্র হইলেও দহনশক্তি বিবৰ্জিত হয় না । বিদ্যামোদী রাজা মন্ত্রীমুখে শঙ্করের কথা শুনিয়া কোনরূপ বিরক্ত না হইয়া বরং শঙ্করের প্রতি অতুরক্তই হইলেন । তিনি স্বয়ংই একদিন শঙ্কর-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বিদ্যভার সকলকেই বিনীত করিয়া থাকে ।

সকল বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ । সেই ব্রাহ্মণের নিকট রাজার যেরূপ সম্মান হওয়া উচিত, শঙ্কর রাজাকে সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন । শঙ্কর, বালক হইলেও প্রবীণের ন্যায়ই ব্যবহার করিলেন । ইহাতে রাজার হৃদয়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বদ্ধিত হইল । তাঁহার কৌতূহল-প্রবৃত্তি এবং বালককে পরীক্ষা করিবার বাসনা অন্তর্হিত হইল । অতিমানুষ প্রতিভায় রাজা অভিভূত হইলেন । ব্রহ্মতেজের নিকট ক্ষত্রিয়তেজঃ নিম্প্রভ হইল ।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে আলাপ অপূৰ্ণ দৃশ্য । কেরলাধীশ রাজশেখর নানা শাস্ত্রকথায় প্রবৃত্ত হইলেন । সৰ্ব্ববিষয়েই শঙ্করের অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারপটুতা দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন । শঙ্করের উপর শ্রদ্ধা তাঁহার অতিশয় বদ্ধিত হইল । তাঁহার অমানুষিক

শক্তিতে তাঁহার আর সংশয় থাকিল না । এইরূপে বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর রাজা বিদায়ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছিতমাত্রে মন্ত্রীকে শঙ্করচরণপ্রাপ্তে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা স্থাপন করিলেন । রাজা তখন শঙ্করচরণে প্রণামপূর্বক শঙ্করকে উক্ত মুদ্রাগ্রহণে অনুরোধ করিলেন ।

শঙ্কর ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! আমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, আমার অর্থে কি প্রয়োজন? আপনার পূর্বপুরুষগণ আমার পিতৃপিতামহগণকে বাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই আমার জননীর সংসার বেশ স্বচ্ছল, আমাদের কো অভাব নাই।” তখন রাজা যেন একটু অপ্রতীভ হইয়া বলিলেন—“মহাত্মন! একথা আপনারই মুখে শোভা পায় বটে । তবে—আপনি উহা উপযুক্তপাত্রে বিতরণ করিয়া দিন । আপনার উদ্দেশ্যে আনন্দ্রব্য রাজার পুনর্গ্রহণ করা অসম্ভব ।” অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বালক শঙ্কর কালবিলম্ব না করিয়া বলিলেন—“মহারাজ! আপনি দেশে রাজা, পাত্রাপাত্র জ্ঞান শাস্ত্রসেবী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার অপেক্ষ আপনারই অধিক থাকিবার কথা । আপনিই উহা সংপাত্রে বিতরণ করাইয়া দিন । বিত্তাদান আমাদের কৰ্ম, ধনদান আপনাদিগের কৰ্ম অতএব একাধি আপনারই পক্ষে শোভন ।”

রাজা তখন মন্তকদ্বারা শঙ্করচরণে প্রণিপাত করিয়া মন্ত্রীবরকে তাহাই করিতে আদেশ করিলেন । যে সব গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ, শঙ্কর রাজসাক্ষাৎকার দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে ফিরিলেন ।

ইহাতে কিন্তু শঙ্করের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা ও ভক্তি অতিশয় বৃদ্ধি হইল । তিনি প্রায়ই শঙ্করের নিকটে আসিতেন । ক্রমে তিনি শঙ্করে পাণ্ডিত্যে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি স্বরচিত তিনখানি নাটকে



দোষগুণ বিচারার্থ উহা আছোপান্ত শঙ্করকে শুনাইলেন এবং শঙ্করের উপদেশ অনুসারে উহার বহুল উন্নতিবিধান করিলেন। রাজা রাজ-শেখরপ্রণীত “বালভারত” “বালরামায়ণ” প্রভৃতি সেই নাটক তিনখানি শঙ্কর-করম্পর্শে অমর হইল। শঙ্করের এই রাজসম্মানে দেশময় শঙ্করকথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শঙ্করের অদ্ভুত কৌর্টির কথা সকলেই আলোচনা করে। দূরদেশ হইতে লোক সকল শঙ্করকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

শঙ্করের প্রতি জ্ঞাতিগণের বিবেচ।

শঙ্কর, কপটতা ভণ্ডামি প্রভৃতি সহ্য করিতে পারিতেন না। অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া অবধি তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার ফলে কতিপয় ভণ্ড কপটচারী ব্রাহ্মণের তিনি বিরক্তিভাজনও হইয়াছেন। এক্ষণে শঙ্করের এই রাজসম্মানে তাহাদের আরও গাত্রদাহ হইল। এইবার পরশ্রীকাতর জ্ঞাতি শত্রুগণও ইহাতে যোগদান করিল। সভাসমিতি করিয়া শঙ্করকে অপদস্থ করা ও তাঁহার প্রতিপত্তি হ্রাস করা—ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করিয়া তাহা করিবে। প্রতিভার নিকট কে না পরাজিত হয়? সর্বত্রই তাহারা বিফলমনোরথ হইত। অগত্যা তাহারা দলিত বিবধর সর্পের ত্রায় দংশনস্বযোগ অব্বেষণ করিতে লাগিল। শঙ্কর শুকদেবের ত্রায় নিজ মুক্তিমার্গ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলে হয় ত তাঁহার এই শত্রুসৃষ্টি হইত না। তাঁহাকে অবতারের কার্য্য করিতে হইবে, সেই-জগুই বোধ হয় তাঁহার এই শত্রুবিজয়ের সূচনা। বাস্তবিক এমন কোন অবতারই হন নাই, যাহার শত্রু ছিল না।

দৈবজ্ঞ-সমাগম।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত পর, একদিন দধীচি, ত্রিতল, উপমহ্ম, গৌতম ও অগস্ত্য-নামধেয় কতিপয় ব্রাহ্মণ, শঙ্করের গৃহে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির কথা শ্রবণ করি তাঁহাদের শঙ্করকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মাতাপুত্র বধারি তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও সৎকার করিলেন। তাঁহারা শঙ্করের সান্নাধ্য নানারূপ শাস্ত্রালাপ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং শঙ্করের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্ত শঙ্করের জন্মপত্রিকা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শঙ্কর-জননী সাগ্রহে তাঁহাদিগকে পুত্রের জন্মপত্রিকা আনি দিলেন। ব্রাহ্মণগণ কোষ্ঠী দেখিয়াই প্রথমে আনন্দে উৎফুল্ল। শঙ্কর অলোকসামান্য চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, পরিব্রাজকযোগ ও অবতারের প্রভৃতি সানন্দে বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহারা সহসা স্তম্ভিত হইয়া ধারণ করিলেন। কারণ, শঙ্করের আয়ুঃবিচার করিয়া তাঁহারা যোচনা করেন—শঙ্কর অল্পায়ুঃ। ব্রাহ্মণগণ তখন অন্য কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর-জননী কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শিশু স্বপ্নকথা জানিতেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে তাঁহাকে তাহা ভুলাইয়া রাখিয়া শঙ্করের আয়ুর কথা মনে হইলে তিনি ভাবিতেন, যদি ভগবান আসিয়াছেন তখন তিনি অল্পায়ুঃ কেন হইবেন? জননীর পুত্রের এইরূপই হইয়া থাকে। স্নেহে মানব অন্ধ হয়।

এক্ষণে তিনি শঙ্করের আয়ুঃসম্বন্ধেই পুনঃ পুনঃ এই ব্রাহ্মণগণের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিধবা-জননীর একমাত্র সন্তান শঙ্করকে সে শঙ্কর-জননী কি সুযোগ পাইয়া পুত্রের আয়ুঃকথা না জানি স্থিতির থাকিতে পারেন? ব্রাহ্মণগণ শঙ্কর-জননীকে ভুলাইয়া পারিলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই তাঁহারা বলিলেন—“শঙ্কর অষ্টম ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশ বৎসরে জীবনসংশয়”।

বিশিষ্টা ভয়ে আর অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। ক্ষণকাল পরে বলিলেন—“মহাশয়! বলুন—আমি শঙ্করকে রাখিয়া যাই”।



পারিব কি না?" ব্রাহ্মণগণ হাঁ—বলিয়া গাত্রোখান করিলেন।  
ভাবিলেন—যত অধিক ভবিষ্যতের কথা বলিবেন, ততই বিশিষ্টাকে  
ব্যাকুল করা হইবে। কিন্তু এই দৈবজ্ঞসমাগমও যে ভবিষ্যৎ,  
আর ইহার ফলে যে শঙ্করের সন্ন্যাস-বাসনা জন্মিবে তাহা যে অনিবার্য।

শঙ্করের সন্ন্যাস-বাসনা ।

বহুতপস্কার অমূল্য রত্ন অকালে হারাইতে হইবে—ইহা শুনিয়া  
শঙ্কর-জননী শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। বালক শঙ্করের মনে  
কিন্তু অতরূপ চিন্তা প্রবেশ করিল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন—এই অল্প-  
দিনের মধ্যে—মাত্র দ্বাত্রিংশবৎসরমধ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কি করিতে  
পারিব? কবেই বা সিদ্ধিলাভ করিব, আর কবেই বা দেশের এই  
দুরবস্থা দূর করিব। এই কয়দিন মাত্র অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া  
লোকসঙ্গ করিতেছি। ইহাতেই ত দেখিতেছি—দেশে দেশের অবস্থা  
কিরূপ? ইহাদিগকে পথপ্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক। ধর্মের নামে  
অধর্মের অহুষ্ঠান। আত্মহিত কাহাকে বলে তাহা ত দেখিতেছি  
সকলেই বিশ্বত। আর সন্ন্যাসব্যতীত সে সিদ্ধিলাভই বা কি করিয়া  
হইবে। সন্ন্যাসব্যতীত জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞানব্যতীত মুক্তিও হয় না।  
সেই জ্ঞান আবার সৎগুরু সাপেক্ষ। কোথায় আর কবেই বা সেই  
সৎগুরু লাভ হইবে।—এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা শঙ্করের চিত্ত  
আলোড়িত করিতে লাগিল। মাতা ও পুত্র উভয়েই এখন নিজ নিজ  
চিন্তায় উগ্ননা। উভয়ে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ-ভাবনায় ব্যাকুল।

কিন্তু জননীর বিমর্ষ ও ব্যাকুলভাব শঙ্করকে আর এ চিন্তা করিতে  
দিল না। শঙ্কর নিজভাব সংযত করিয়া জননীর শোকাপনোদনার্থ  
নানারূপ জ্ঞানের কথা বলিতে লাগিলেন। জননীও, শঙ্কর পাছে  
ব্যাকুল হন ভাবিয়া নিজভাব গোপন করিলেন।

এইভাবে দিনের পর যতই দিন বাইতে লাগিল, বিশিষ্টাণে পুত্রমুখ দেখিয়া ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ততই বিরত হইতে লাগিলেন। শঙ্করের ভবিষ্যৎ-চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার সন্ন্যাস-বাস বলবতী হইল। একদিন জননীকে স্বচ্ছন্দ দেখিয়া শঙ্কর, জননী নিকটে নিজ সন্ন্যাস-বাসনা প্রকাশ করিলেন। বিশিষ্টার শিরে বে বজ্রাঘাত হইল। বৃদ্ধবয়সে বৈধব্যদশায় কত তপস্যার ধন একদা সন্তান সন্ন্যাসী হইবে—ইহা মাতার পক্ষে যে কিরূপ মর্শ্ম-বিদায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

বুদ্ধিমতী বিশিষ্টা প্রথমতঃ শঙ্করের কথায় যেন কর্ণপাতই করিলেন না। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন—বালককে বাহা বাধা দেওয়া যা তাহাতেই তাহাদের আগ্রহ হয়; অতএব এক্ষেত্রে ঔদাসীন্যই কর্তব্য বস্তুতঃ পুত্র যতই পণ্ডিত হউন, জনকজননীর নিকট বালকবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু শঙ্কর ছাড়বার পাত্র নহেন। তিনি জননীকে সন্ন্যাসে আবশ্যকতা সম্বন্ধে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং অহুমতির জ্বলন্ত পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতাপুত্রের যথার্থ স্বযোগ হইত, এ বিষয়ে আলোচনা হইত। উভয়ই উভয়কে নিজের বুঝাইতে কৃতসংকল্প। পরিশেষে কিন্তু শঙ্করের অহুরোধেই যে আলোচনা শেষ হইত।

বিশিষ্টা পুত্রের এইরূপ বারংবার অহুরোধে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি একদিন একবারে স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন—“বৎস! প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় সন্ন্যাসে অহুমতি দিতে পারিব না। তুমি আর যাহা বল তাহাতে আমি সন্মত হইতে পারি কিন্তু সন্ন্যাসে তোমায় অহুমতি দিতে পারিব না।”



শঙ্করের কর্তব্যবুদ্ধি ও ভগবন্নির্ভরতা ।

শঙ্কর, জননীর এতাদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন । সন্ন্যাসের জগৎ ব্যাকুলতাও তাঁহার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । তিনি কখন ভাবিতেন—“যদি কৌশল করিয়াও জননীর অমুমতি লই তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যদি আত্মপর সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয় তাহা হইলে দোষ কি ? অবশ্য কৌশল অবলম্বন ত্রায়পথ নহে । কিন্তু উপকারের তুলনায় তাহা কি তুচ্ছ নহে ? অজ্ঞতা-নিবন্ধনই জননীর আপত্তি, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিয়া যদি ধর্মের সংস্কারসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে কি জননীর দুঃখ তাহার তুলনায় উপেক্ষণীয় নহে ? অবশ্য যদি আমি অন্নায়ুঃ না হইতাম তাহা হইলে এত শীঘ্র সন্ন্যাসেরই বা আবশ্যকতা কি ? জননীর স্বর্গারোহণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই ত চলিত । সুতরাং এ ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করিয়া মাতার অমুমতি লইলে দোষ কি ?

আবার কখন ভাবিতেন—না, কৌশল অবলম্বন একপ্রকার ছলনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তাহাতে জননীর নিকট পুত্রের এ কার্য্য কখনই সম্মত হইতে পারে না । যাহা দুষ্ট যাহা মন্দ, তাহা মন্দই তাহা দুষ্টই । তাহাতে অধিকতর সফল ফলিলেও তাহার দোষ কখন গুণ হয় না । যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক, তাহা আপনিই ঘটবে । নিশ্চয়ই এমন সুযোগ ঘটবে, যাহাতে জননী স্বয়ংই আমায় সন্ন্যাসে অমুমতি দিবেন ।

এইরূপ নানা চিন্তায় শঙ্কর কাল কাটাইতে লাগিলেন । কখন জননীকে নিজের অন্নায়ুর কথা বলিয়া কখনও বা জ্ঞানগর্ভ বচনদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু জননী কিছুতেই সম্মত হইতেন না । বাধা পাইলে গতি যেমন বর্দ্ধিত হয়, শঙ্করের সন্ন্যাসবাসনা তদ্রূপ দিন দিন

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার বিধান বিচিত্র। মানব নিঃ-  
চেষ্টায় বিফল হইয়া যখন সকল যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণে শর-  
গ্রহণ করে তখনই তাহার অভীষ্টসিদ্ধি সমীপবর্তী হয়।

শঙ্করকে কুষ্ঠীর আক্রমণ।

শঙ্কর ও শঙ্কর-জননী এইভাবে দিন কাটিতেছে। একদিন শঙ্কর  
জননীর সহিত নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। জননী স্নান  
করিয়া তীরে উঠিয়াছেন। শঙ্কর তখনও উঠেন নাই। সহসা শঙ্কর  
চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“ওগো! আমায় কিসে কামড়াইয়াছে—  
আমায় যে টানিয়া লইয়া যায়।”

ঘাটে যাহারা স্নান করিতেছিল, অনেকেই শঙ্করকে সাহায্য করিবার  
জন্ত ব্যস্ত হইল, কেহ বা শঙ্করের হস্তধারণ করিল, দুই একজন ব্যক্তি  
প্রাণভয়ে তীরে উঠিয়া পড়িল। শঙ্কর-জননী পুত্রের চীৎকার শুনিয়া  
পাগলিনীর আয় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং শঙ্করের হস্তধারণ  
করিয়া সকলের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে যাহারা  
শঙ্করকে ধরিয়াছে তাহারা শঙ্করকে স্থলাভিষেক আনিবার চেষ্টা করি-  
তেছে, অতদিকে দুই জনজন্ত শঙ্করকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিতেছে।

ক্রমে শঙ্করকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। সকলেই ক্রমে  
অধিক জলে গিয়া পড়িতে লাগিল। শঙ্কর বুঝিলেন—এ যাত্রা আর  
রক্ষা নাই। অপর সকলেই বুঝিল—কুষ্ঠীরেই আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু  
কেহই চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। ভাগ্যে আলোয়াই নদীর জল অগ-  
্র ছিল, তাই তখনও তাহারা শঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টিত, নচেৎ  
কুষ্ঠীরের মুখে এ চেষ্টাও অসম্ভব হইয়া থাকে।

ক্রমে শঙ্কর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কাতরভাবে  
জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“মা! আমি চলিলাম।



আমার ত আপনি সন্ন্যাসে অনুমতি দিলেন না, এই দেখুন কুস্তীরের মুখে আমার প্রাণান্ত হইল। সন্ন্যাসব্যতীত, মা ! মুক্তি নাই। আপনি এখনও আমার সন্ন্যাসে অনুমতি দিন, আমি অন্ত্যসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও প্রাণত্যাগ করি। ইহাতেও পরলোকে বাইয়া মুক্ত হইতে পারিব।”

শঙ্করের কথা শুনিয়া সকলে অবাক্। বিশিষ্টাও বুঝিয়াছেন—তাহার প্রাণপ্রতিম শঙ্করের আর রক্ষা নাই। তিনি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“আচ্ছা বৎস ! তাহাই কর, তুমি সন্ন্যাসীই হও।—হায় ! আমার ভাগ্যে শেষে এই ছিল।”

বিশিষ্টা এই বলিয়া মুচ্ছিতা হইলেন। কয়েকজন ব্যক্তি তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া জল হইতে তীরে আনয়ন করিল। শঙ্কর সর্ব্বচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহার অবসন্ন দেহ এইবার যেন নিজীব হইয়া পড়িল। যাহারা শঙ্করকে ধরিয়াছিল, তাহারা কিন্তু হতাশ হইলেও শঙ্করকে পরিত্যাগ করিল না। বরং তাহারা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত আরও যেন রুতসংকল্প হইল। অহো ! ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলে কি এইরূপই হইয়া থাকে ! যতক্ষণ জীবের কর্তৃত্ব থাকে ততক্ষণ তিনি কিছু করেন না, কর্তৃত্ব ত্যাগ করিলেই তিনি সবই করিয়া থাকেন।

দূরে কতকগুলি গ্রামবাসী মৎস্য ধরিতেছিল। তাহারা ইহা দেখিয়া একটা জাল লইয়া কুস্তীরকে বেঁধেন করিয়া ফেলিল। কুস্তীর তখন প্রাণভয়ে শীকার ছাড়িয়া দিল, কিন্তু জালভেদ করিয়া পলাইতে পারিল না। শঙ্করের প্রাণরক্ষা হইল।

অবিলম্বে কতকগুলি লোক শঙ্করকে তীরে আনয়ন করিল ; অপর কতকগুলি লোক কুস্তীরকে জল হইতে তুলিয়া ফেলিল। কতক-

গুলি লোক শঙ্কর-সেবায় ব্যগ্র, কতকগুলি লোক কুস্তীরবধে উৎসুক। ভাগ্যক্রমে গ্রামের একজন চিকিৎসক কোলাহল শুনিয়া ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সেই স্থলেই শঙ্করের ক্ষতস্থায় ঔষধ প্রদান করিলেন।

শঙ্কর-জননী তখনও মূর্ছিতা হইয়া পতিত। এতক্ষণ সেমি কাহারও দৃষ্টি ছিল না। এইবার কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহার সংজ্ঞাসম্পাদন যত্নবান হইল। শঙ্কর সেই অবস্থায়ও জননীর জগ্ন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিশিষ্টার চৈতন্য হইল। তিনি পুত্র পাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে অশ্রুবিনর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইবার পর শঙ্কর একটু সুস্থ হইলেন। তখন সকলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে শঙ্কর ও তাঁহার জননী লইয়া তাঁহাদের গৃহে পৌঁছাইয়া দিল। শঙ্করের ভগবচ্ছরণগ্রহণের কাল পূর্ণ হইল। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেন।

এইবার শঙ্কর-জননীর ভাবনা হইল—কি করিয়া কুস্তীর-দংশন-ক্ষত হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবেন। কুস্তীর-বিষ অতি ভয়ানক কিন্তু ভগবানের এমনই দয়া যে, যে ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতেই শঙ্কর-শরীরে আর কোনরূপ অসুখ বা উপসর্গ দেখা দি না। একদিনেই ক্ষতস্থান যেন শুষ্কপ্রায় হইল, বেদনা অন্তর্হিত হইল। এত শীঘ্র শঙ্কর সুস্থ হইবেন এ আশা কেহই করে নাই।

শঙ্করের গৃহত্যাগ ।

গৃহে বাস সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ। বৃক্ষমূল, দেব-মন্দির প্রভৃতি স্থান সন্ন্যাসীর বাসস্থান। তাহাও ত্রিরাত্রের অধিক নহে। সন্ধ্যা প্রাক্কালেই শঙ্কর, জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“মা ! উত্তানম্।



বৃক্ষমূলে আমার রাজি-যাপনের ব্যবস্থা করুন, গৃহমধ্যে আর থাকিব না ।  
সন্ন্যাসীর গৃহবাস-নিষিদ্ধ । কল্যাণ আদি বোধ হয় যথেষ্ট বল পাইব,  
আমি ইচ্ছামত বিচরণে সমর্থ হইব ।

বিশিষ্টার শিরে ঘেন বজ্রাঘাত হইল । তিনি আত্মদম্বরণ করিয়া  
পুত্রকে বলিলেন—“ছিঃ, বৎস ! ওকথা কি বলিতে আছে ? তুমি  
হৃথের ছেলে, সন্ন্যাস কি তোমার সাজে ? সন্ন্যাসী হইয়া কোথায়  
অযত্নে তুমি প্রাণ হারাইবে । এই দেখ এখনই তুমি এত সাবধানতা—  
এত চেষ্টাতেও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলে । আমি তোমার জীবনাশা  
নাই ভাবিয়া অল্পমতি দিয়াছিলাম । সংসার-ধর্ম কর, বৃদ্ধ হও,  
আমি মরিয়া যাই তাহার পর সন্ন্যাস লইও ।”

শঙ্কর দেখিলেন জননীকে বুঝান দায় হইল । তখন তিনি বিনয়  
ও অতি দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন—“মা ! আমি সংকল্পপূর্বক সন্ন্যাস  
লইয়াছি । আমি আর গৃহে থাকিতে পারি না । আমি সংকল্পচ্যুত  
হইতে পারিব না । আপনি আমার সহায় হউন । আমি গৃহে  
থাকিয়া আপনার যে সুখ সম্পাদন করিতাম, সন্ন্যাসী হইয়া তাহার  
অনন্তগুণ বিধান করিব । আপনি আমার আর বাধা দিবেন না ।  
আপনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কি মিথ্যাচারী হইব ! কুস্তীরের  
মুখে প্রাণ হারাইতেছিলাম বটে, কিন্তু মা ! কে বলুন দেখি আমার  
রক্ষা করিল ? মা ! আপনি ভগবানে বিশ্বাস হারাইতেছেন কেন ?  
আপনার মুখে একথা সাজে না ।”

পুত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া জননী বুঝিলেন—শঙ্করকে আর ফিরাইতে  
পারিবেন না । তিনি তখন বলিলেন “বাবা ! তুমি চলিয়া গেলে  
কে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে ? বিষয়সম্পত্তি কেই বা  
দেখিবে ? তুমি থাকিতে আমার সংস্কার কি জ্ঞাতিগণ করিবে ?

SRI JAGADGURU VISHWANADHY-  
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR

LIBRARY

বৎস ! বল দেখি আমার গতি কি হইবে ? তোমার কি এই !  
 অসহায় জননীর প্রতি একটু দয়া হইতেছে না । বাবা !  
 কঠোর হইতেছ কেন ?” এই কথা বলিতে বলিতে জননীর ক  
 হইল, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে লাগিল ।

শঙ্করের আজ কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত । তিনি ক্ষণকাল নি  
 থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—“মা ! আমি ইহার সমস্ত ব্যবস্থা ক  
 দিতেছি । আপনি প্রসন্নমনে আমার গৃহত্যাগে অনুমতি দি  
 জ্ঞাতিগণকে আমি আমাদের সমস্ত সম্পত্তি দিয়া বাইতেছি । তাঁ  
 আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আপনার গ্রামাচ্ছাদ  
 ব্যবস্থা করিবেন । আর আপনার সংকার, আমি যেখানেই থা  
 যথাসময়ে আসিয়া আমিই করিব । সন্ন্যাসীর ইহা নিষিদ্ধ, তা  
 আপনার জন্য আমি তাহাও করিব । আর মা ! আমি সত্য ক  
 বলিতেছি আমি সিদ্ধিলাভ করিয়া আপনাকে আপনার অভীষ্ট  
 প্রদর্শন করাইব । মা ! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, অ  
 কোন কথারই অন্যথা হইবে না ।”

বিশিষ্টা, বালক শঙ্করের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত । কি বলি  
 কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না । কখন ভাবিতেছেন—  
 কি পাগল হইল । কখন ভাবিতেছেন—শঙ্কর যাহা বলিতেছে  
 কি করিতে পারিবে ? কখন ভাবিতেছেন—ইহা কি তাহার বালক  
 বুদ্ধিচাঞ্চল্য ? এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া বিশিষ্টা বলিলেন—“বা  
 সন্ন্যাসী হইয়া কখন কোথায় কোন্ দেশে থাকিবে, আমার মৃত্যু  
 সংবাদই বা পাইবে কিরূপে এবং দূরদেশ হইতে কিরূপেই বা আদি  
 তুমি আমাকে বৃথা শোকবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেছ !  
 আমার এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইও না ।”



শঙ্কর, জননীর ব্যাকুলভাব দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু আত্ম-পর-ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অথবা ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে ভাব সন্দর্শন করিলেন—এবং বলিলেন—“না! শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয়। শাস্ত্রে আছে—জননী যখন বিদেশস্থ পুত্রের বিষয় শ্রবণ করেন, তখন পুত্র জিহ্বায় মাতৃস্বরের আশ্রয় অনুভব করে। আপনি অস্তিত্বকালে আমার শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বৃদ্ধিতে পারিব। আর আপনি জানেন যোগিগণ আকাশপথে বিচরণ করেন, বহুদূরের পথ নিমেষে অতিক্রম করেন, আমি সেই যোগসিদ্ধিবলে অবিলম্বে আপনার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইব। আপনি আমার যোগসিদ্ধি-বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিব।”

বৃদ্ধা বিশিষ্টা আর কি বলিবেন? শঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা! তাহাই হউক, আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।” আহা! এরূপ জননী না হইলে এরূপ সন্তান হইবে কেন?

শঙ্কর তখন পরিচারিকাদ্বারা জ্ঞাতিগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে বিষয়গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। জ্ঞাতিগণ অন্তরে মহা আহলাদিত। তাহারা মুখে কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কয়েকবার গৃহত্যাগে শঙ্করকে নিষেধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহারাই আবার শঙ্কর-জননীকে বিশেষভাবে বুঝাইতে লাগিল। বিষয়লুপ্ত বিষয়ীর ব্যবহার সর্বত্রই সমান।

এইভাবে রাত্রিমধ্যে জননীর জন্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া শঙ্কর জননীকে বলিলেন—“না! কল্য প্রভাতে আমি গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার আর কোনরূপ অন্তর্য নাহি। ক্ষতস্থানের

কোনরূপ বেদনাদি নাই। আপনি সন্তুষ্টচিত্তে আমার জন্য গৈরি বস্ত্র ও দণ্ড প্রভৃতি সন্মাসোপকরণ আয়োজন করিয়া দিন। আপন আশীর্বাদই আমার সম্বল। আপনি অসন্তুষ্ট হইলে বা দুঃখ করি আমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অতএব মা! আপনিই আমার সন্মাসের দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া দিন।”

পুল্লের অহরূপই শঙ্কর-জননী। তিনি তখন মনে মনে ভগবচ্ছ শঙ্করকে সমর্পণ করিলেন। সহসা কোথা হইতে তাঁহার মনে অমূল্য বল আসিল। তাঁহার আর সে কাতরতা নাই। সে চিন্তা, ব্যাকুলতা কোথায় চলিয়া গেল। প্রসন্নমনে ও উৎসাহসহকারে রাত্রির মধ্যেই পুল্লের সন্মাসের জন্ত সমস্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পরিচারিকাগণ ভাবিতে লাগিল—বিশিষ্টা কি পাগল হইয়াছে। তা বৎসরের একমাত্র পুল্লের সন্মাসের আয়োজন স্বয়ংই করিতেই এ কি দেবী—না মানবী—না পাষণী!

প্রভাত হইলে শঙ্কর যথাবিধি সন্মাস গ্রহণ করিতে বসিলেন। সন্মাসীর নিকট হইতে সন্মাস লওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে তাহার অগ্ৰথা হইল। কলিতে সন্মাস নাই বলিয়া এদেশে তা বৈদিক সন্মাসীর অভাব। অগত্যা শাস্ত্রনিপুণ শঙ্কর যথাসম্ভব বিপূর্বক স্বয়ংই সন্মাস গ্রহণ করিলেন। আত্মশ্রদ্ধ ও বিরজা দ্বারা প্রভৃতি সকলই অলুপ্তিত হইল। গ্রামবাসী ও প্রতিবেশিগণ সকলে অবাক। সকলেই নীরবে এই দৃশ্য দেখিল। সর্বসমক্ষে অষ্টমবৎসর বালক শঙ্কর আজ সন্মাসী হইলেন।

ভগবদ্বিগ্রহরক্ষা।

বাটীর অদূরে শঙ্করের কুলদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। তিনি জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রথমেই তাঁহার দর্শনে গমন করিলেন।



পশ্চাতে পাগলিনীপ্রায় স্নেহময়ী জননী ও বহু জ্ঞাতিবর্গ। তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় আজ এক অপূৰ্ণ ভক্তিভাবে আপ্ত হইল। তিনি শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পতিত হইয়া করষোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন। দেশীয় প্রথানুসারে একাধা তিনি নিত্যই করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে অগ্ন্যভাব। তাঁহার ভাব দেখিয়া অর্চকগণ আজ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকলেই শঙ্করকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর অর্চকগণের আশীর্বাদ লইয়া মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন এমন সময় অর্চকগণের মধ্যে একজন মন্দিরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শঙ্কর দেখিলেন—নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ার মন্দির ভগ্নোন্মুখ। তিনি তখন ভাবিলেন—“শ্রীবিগ্রহকে যদি অচিরে নিরাপদস্থানে রক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে হয় ত কোন্ দিন তিনি জলশায়ী হইবেন।” এই ভাবিয়া শঙ্কর অর্চকগণের সম্মতি লইয়া স্বয়ং অতি যত্নপূর্বক শ্রীবিগ্রহকে লইয়া মন্দিরের অদূরে একটা নিরাপদস্থানে অধিষ্ঠিত করিলেন, এবং গ্রামবাসিগণকে তথায় তাঁহার জন্য একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

এইবার শঙ্কর কোথায় কি করেন তাহাই দেখিবার জন্য ক্রমে জনতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি কোনও দিকে না চাহিয়া জননী ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এবং গ্রামবাসী সকলকে অভিবাদন করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। শঙ্করের সন্ন্যাসবাসনা পূর্ণ হইল।

গুরু-অন্বেষণে শঙ্কর ।

নন্দদাতীরস্থ মহাবোগী গুরু গোবিন্দপাদের শরণ গ্রহণ করিবেন— ইহাই এখন শঙ্করের মনোগত ভাব। ব্যাকরণশাস্ত্র পাঠকালে শঙ্কর যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন, তখন তিনি গুরুমুখে শুনিয়া-



ছিলেন, স্বয়ং পতঞ্জলিদেব, সহস্র বৎসর অতীত হইল ‘গোবিন্দযোগ’ নামে অজ্ঞাবধি যোগবলে নর্মদাতীরে এক গুহামধ্যে\* সমাধি হইয়া রহিয়াছেন। তদবধি শঙ্করের ইচ্ছা—‘আহা! যদি একবার এই মহাযোগীর দর্শন পাই।’ তাই বোধ হয় আজ গৃহ-ত্যাগ করি শঙ্কর সেই গোবিন্দপাদের উদ্দেশে চলিলেন।

কালাড়ি হইতে পুণ্যসলিলা নর্মদা বড় অল্প দূর নহে। পদব্রজে প্রায় মানাধিক কাল লাগে। কিন্তু সেই অষ্টমবর্ষীয় বালক আর অনন্তমনে কত অপরিচিত স্থান, কত অভূতপূর্ব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই নর্মদাতীরে গুরু-পাদপদ্মোদ্দেশে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে তিনি কত তীর্থ, কত জনপদ দেখিলেন, কত পণ্ডিত, কত মহাত্মার কথা শুনিলেন, কিন্তু কোনও দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, তাঁহার লক্ষ্য—সেই গুরু গোবিন্দপাদের পদপ্রান্তে—সেই আদর্শযোগী পতঞ্জলিদেবের চরণকমলে।

নর্মদার পথে শঙ্কর। সর্প ও ভেকের মিত্রতা।

শঙ্কর ধীরে ধীরে গ্রামের বহির্ভাগে আসিলেন। গ্রামবাসীরা সকলেই বালকের এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া অবাক। অষ্ট বৎসরের বালক, মুণ্ডিতমস্তক হইয়া গৈরিকবসন ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া রিক্তপদে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চলিয়াছেন। যেই দেখে, তাহার মুখে আর বাক্যস্ফুর্তি হয় না। কিসে এই নবীন সন্ন্যাসীর কোনরূপ সেবা করিবে বলিয়া সকলে যেন উৎসুক। শঙ্করের কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহার দৃষ্টি সেই মাত্র একের দিকে।

\* আমি নর্মদাতীরে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই গুহা সম্ভবতঃ গুহান্নাথের পাদদেশস্থ একটি প্রাচীন গুহা। মতান্তরে বরদারাজ্যে চালোড়ের নিকট শূলপাণি পর্বতে এই গুহা অবস্থিত। মাধবাচার্য্য কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৫৭

ত্রিনক্ষা স্নান-আহ্নিক, মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্নভোজন, প্রাতে এবং  
অপরাহ্নে পথভ্রমণ, সন্ধ্যাসমাগমে বৃক্ষমূল বা দেবমন্দির বা পান্থশালায়  
বিশ্রাম করিতে করিতে কত গ্রাম নগর, কত প্রান্তর নদনদী, কত  
অরণ্য ভূধর এবং কত রাজ্য অতিক্রম করিতে করিতে শঙ্কর নর্মদার  
উদ্দেশে চলিয়াছেন। ভগবানের রূপায় শঙ্করের কোন কষ্ট নাই,  
কোনরূপ ভয়ভাবনা বা উদ্বেগ নাই।

কয়েকদিন এইভাবে পথ চলিবার পর শঙ্কর কদম্ব বা বনবাসী  
নামক রাজ্যমধ্যে তুঙ্গানদীতীরে এক নির্জন অরণ্যমধ্যে আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া এক তরুমূলে বসিয়া  
শঙ্কর পথশ্রান্তি দূর করিতেছেন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন।  
এমন সময় দেখেন—কতকগুলি ভেকশাবক জল হইতে তীরে উঠিল এবং  
ক্রমে একটা প্রশস্ত প্রস্তরোপরি আসিল। কিন্তু প্রস্তরোপরে সূর্য্যতাপ  
সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার পুনরায় জলপ্রবেশের জন্ত ব্যস্ত হইল।  
এমন সময় একটা বিশাল কণধর কোথা হইতে আসিয়া কণা বিস্তার  
করিয়া তাহাদিগকে ছায়াদান করিল—একটা ভেককেও ভক্ষণ করিল  
না—বরং ভেকগুলি আসিয়া তাহার কণার নিম্নে অবস্থান করিতে  
লাগিল। কিয়ৎকাল এইভাবে থাকিবার পর ভেক-শাবকগুলি  
জলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সর্পটীও চলিয়া গেল।

শঙ্কর এই দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন। ভাবিলেন—যাহারা  
স্বভাবতঃ বৈরিভাবাপন্ন তাহাদের এরূপ স্বভাব কি করিয়া হইল?  
এরূপ স্বভাববিপর্য্যয় কি করিয়া ঘটিল! সহসা মনে হইল—নিশ্চয়ই  
ইহা স্থানমাহাত্ম্য। অনন্তর ইহার সত্যতানির্দ্ধারণ করিবার জন্ত  
শঙ্কর ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও কোথাও  
দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে অদূরে একটি স্নগোল সূদৃশ সূচ্চ গিরিশৃঙ্গ

দেখিতে পাইলেন। নিকটে যাইয়া দেখিলেন—শৃঙ্গোপরি একটা সোপাশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। কোতুহলপরবশ হইয়া শঙ্কর সেই শৈলোপ আরোহণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেখিলেন—সর্বোচ্চে একটা পর্ণকুটীর। নিকটে যাইয়া দেখেন—একটা বৃদ্ধ তপস্বী এক তাম্রাখ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর অভিবাদনপূর্বক নিকটে দণ্ডায় হইলেন। তাপসপ্রবর শঙ্করকে প্রত্যভিবাদনপূর্বক আসন দিলেন। পরস্পরের পরিচয় হইল। উভয়েই পরম প্রীত হইলেন। তখন তাপসপ্রবরকে স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস বলিলেন—“এই স্থানটা ঋগ্বেদ মূনির আশ্রম। গুরুপরম্পরায় এই স্থানে তপস্যা করিয়া আসিতেছি। শঙ্কর ইহা শুনিয়া মনে ধরিলেন—“অহো! তপস্যা করিয়া যদি জীবনক্ষয় করিতে হয়, তবে বৈরিভাববিহীন দেশেই বাস করা উচিত। বস্তুতঃ এই বাসনাই শঙ্কর পরে শৃঙ্গেরী মঠস্থাপনের বীজ হইল।

গুরুপদপ্রাপ্তে শঙ্কর ।

মাসদ্বয় অবিশ্রান্ত চলিবার পর শঙ্কর মাহিন্মতীর নিকটে আনন্দদার দর্শন পাইলেন। নন্দদা দেখিয়া তাঁহার উদ্বেগ কিঞ্চিৎ পাইল। কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, কোথায় যাইলে গোবিন্দ নামে পরিচিত সেই পতঞ্জলিদেবের দর্শন পাইবেন—এই চিন্তায় এখন ব্যাকুল। যাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন—সেই শুনিয়া অবাক! সহস্র বৎসর সমাধিস্থ যোগীর সংবাদ কে রাখিয়া থাকে? তিনি মৃত বলিয়াই উপেক্ষিত হইবেন।

ক্রমে এক বৃদ্ধের মুখে শুনিলেন—পূর্বদিকে গুঁকারনাথ স্থানে একজন বড় যোগী আছেন—তাঁহারা শুনিয়াছেন, কিন্তু তিনি সেই গোবিন্দযোগী তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না।



কয়েকদিন পথ চলিয়া শঙ্কর ঔকারনাথে আসিলেন । দেখিলেন—  
একটি অভভেদী বিশাল শৈলশৃঙ্গ নর্মদা পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ক শোভা  
ধারণ করিয়া রহিয়াছে । শুনিলেন—পূর্বে মাক্ষাতা নামক রাজা  
এইস্থলে রাজ্য করিতেন এবং ইহারই নাম বৈদূর্য্যমণি পর্বত ।  
এইস্থানে ঔকারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিব বিরাজমান ।  
বহু দূরদেশ দেশান্তর হইতে লোকে ইহাদের দর্শনমানসে এই স্থানে  
আগমন করে ।

নর্মদা অতিক্রম করিয়া শঙ্কর এই দ্বীপমধ্যে আসিলেন এবং  
দেবদর্শনাদি করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন । এক্ষণে তিনি  
মাহাকে দেখেন, তাহাকেই গোবিন্দযোগীর কথা জিজ্ঞাসা করেন ।  
কিন্তু কেহই তাঁহার কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না । অবশেষে  
একজন বলিল—ঔকারনাথের নিম্নে একটি গৃহে কতকগুলি সন্ন্যাসী  
বাস করেন—সেখানে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে ।”

শঙ্কর তাহাই করিলেন । দেখেন—একটি প্রস্তুতময় প্রশস্ত গৃহে  
কতকগুলি সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন । সকলেই যেন নিজ নিজ ভাবে  
বিভোর । কেহ কোন কর্মেও ব্যাপৃত নহেন, কাহারও মনে কেহ  
কোন বাক্যালাপও করিতেছেন না ।

শঙ্কর এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে অভিবাদন করিয়া  
বলিলেন—“মহাত্মগণ ! সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমাধিতে নিমগ্ন মহাযোগী  
গোবিন্দপাদ বা ভাষ্কর পতঞ্জলিদেব এখানে কোথায় থাকেন  
আপনারা কি তাহা বলিতে পারেন ?”

ইহা শুনিয়া একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটু বিস্মিতভাবে শঙ্করের প্রতি  
দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—“আপনি  
কোথা হইতে আসিতেছেন ?”

শঙ্কর বলিলেন—“কেরল দেশ হইতে আমি আসিতেছি ।”

বৃদ্ধ বলিলেন—“সে ত বহুদূর ! আর কে আপনার সঙ্গে আছে ?

শঙ্কর বলিলেন—“হ্যাঁ, সে বহুদূর । আমার সঙ্গে আর কে থাকিবে ? সেই অন্তর্যামী ভগবানই আছেন ।”

বৃদ্ধ তখন আরও একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“গোবিন্দযোগী সন্ধান কেন করিতেছেন ? কাহার মুখে তাঁহার কথা শুনিলেন ?”

শঙ্কর বলিলেন—“মহাত্মন ! আমি তাঁহার কথা ভাষ্যপাঠক আচার্য্যমুখে শুনিয়াছি এবং তাঁহার শ্রীচরণসমাশ্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি ।”

বৃদ্ধ তখন সদম্রমে বলিলেন—“আপনি এই বয়সে ভাষ্যাদি পাঠ করিয়াছেন ? দেখিতেছি আপনি সন্ন্যাসী । এই বয়সে কোন্ কাহার নিকট সন্ন্যাস লইয়াছেন ।”

শঙ্কর এখন অতি বিনীতভাবে বলিলেন—“ব্রহ্মণ ! আমার গৃহের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে । সংসারের অনিত্যতা ও জীবনের ক্ষণভঙ্গ্য ভাবিয়া আমি স্বয়ংই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি ।”

বৃদ্ধ তখন সশ্রদ্ধভাবে বলিলেন—“আপনি এইস্থানে বস্তু গোবিন্দযোগী এই স্থানেই আছেন । ঐ যে গৃহপ্রাচীরে একটি প্রস্তরফল সংলগ্ন দেখিতেছেন, উহা অপসারিত করিলে একটি গুহাদ্বার দেখি পাইবেন । উহার ভিতর তিনি সমাধি অবস্থায় আছেন । তাঁহা সমাধি ভঙ্গ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ লইব আশায় আমরা বহুদূর হইতে এইস্থানে বাস করিতেছি । কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল না । ধন্য আপনার উদ্যম ।”

শঙ্কর তখন ব্যগ্রভাবে বলিলেন—“মহাত্মন ! আমি কি এই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব ?” বৃদ্ধ বলিলেন—“হ্যাঁ, পারেন ।



গৃহাভ্যন্তর অন্ধকার । ঐ স্থানে একটি প্রদীপ আছে । উহা প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহার দর্শন করুন ।”

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন । প্রস্তর অপসারিত করিয়া দেখেন—গৃহাঘার সার্ব্বহস্ত পরিমিত একটি ছিদ্রবিশেষ । কোন এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি অতিকষ্টে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে । প্রদীপ-সাহায্যে দেখিলেন—একপ্রান্তে এক প্রস্তরোপরি অতি দীর্ঘকায় কঙ্কাল-সার দীর্ঘজটাবৃত একটি মানবদেহ পদ্মাসনে উপবিষ্ট । জীবনের কোন লক্ষণই নাই । অচল অটল নিষ্পন্দ ও নির্নিমেষ—যেন একটি প্রস্তরমুষ্টি ।

শঙ্কর রুদ্ধশ্বাস হইয়া অনিমেষ-নয়নে যোগিবরের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু এইবার যাহা দেখিলেন তাহা নিতান্তই অপূর্ব । দীর্ঘনাসা, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, প্রশস্ত ললাট, চর্ম শুষ্ক কিন্তু যেন ভস্মাচ্ছাদিত হোমাগ্নি । মনঃপ্রাণ সকলই ক্ষীরসমুদ্রে নবনীতের ত্রায় যেন ব্রহ্মসাগরে বিলীন ।

শঙ্কর তখন প্রদীপ রাখিয়া নতজাহ্নু হইয়া কিয়ৎকাল যুক্তকরে নিশ্বাস রহিলেন । অপরাপর সন্ন্যাসিগণ বালক সন্ন্যাসীর এই ব্যাপারটী লক্ষ্য করিতেছিলেন । এইবার ভাবের প্রবাহে শঙ্করের হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল । অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল । ক্রমে একটি সুবগান-ধ্বনিতে গৃহাটী যেন মুখরিত হইয়া উঠিল ।

এইবার অবশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ শঙ্করকে দেখিবার জন্ত তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । অপরে যোগিদর্শনে আসে বটে—কিন্তু এরূপভাব তাঁহার কাহারও দেখেন নাই ! শঙ্করের প্রাণতন্ত্রী বাক্যর গোবিন্দপাদের নিষ্পন্দ প্রাণতন্ত্রীকে প্রকম্পিত করিল । ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইয়া নবনীত নির্গত হইল । তিনি যেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস লইলেন এবং ক্ষণপরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন ।

শঙ্কর তখন সেই গুহাঘারেই গোবিন্দপাদকে সাত্ত্বিকপ্রণিপাত করিলেন। অপর সন্ন্যাসিগণও এই দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহারা গোবিন্দপাদকে প্রণিপাত করিলেন এবং জয়ধ্বনিতে গুহা প্রকল্পিত করিয়া কখন বা যোগীবরের উদ্দেশে প্রণাম করেন, কখন বা শঙ্করকে প্রণাম করেন।

একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যোগী ছিলেন। তিনি সমাধিস্থ যোগী সমাধিভঙ্গে কি করিতে হয় জানিতেন। তিনি শঙ্করকে লইয়া গুহায় প্রবেশ করিয়া গোবিন্দপাদের সেবায় রত হইলেন। গোবিন্দপাদ তাঁহার কৌশলপূর্ণ সেবায় পুনরায় সজীব মনুষ্যের ন্যায় হইলেন, এবং যথাসময়ে গুহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলেন। সহস্র বৎসরের সম্মুখে আজ শঙ্করের আগমনে ভঙ্গ হইল। বায়ুবেগে এই সমাচার চতুর্দিক প্রচারিত হইল। দেশ দেশান্তর হইতে আবাল-বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখি আসিল। ঔকারনাথ একটা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল।

#### শঙ্করের সাধনা।

শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্করপ্রমুখ সকলেই যথাবিধি গুরু গোবিন্দপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে শঙ্করই বালকপণ্ডিত। তাঁহারই আগমনে গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে বলি সকলে তাঁহাকে, বালক হইলেও, অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও পূজা করিতেন। গুরুদেবও তাঁহাকে যেন অধিক স্নেহ করিতেন। শঙ্কর সকলেরই আদরের বস্তু হইলেন। ভগবান্ স্বয়ংই যখন শঙ্করকে অবতীর্ণ তখন তাঁহার একরূপ স্তুতি না হইবে ত কাহার হইবে?

যথাধিকার, গোবিন্দপাদ, সকলকে যোগাদি উপদেশ দি লাগিলেন। কিন্তু শঙ্করের জন্ম যেন কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হইল গোবিন্দপাদ শঙ্করকে প্রথমতঃ হঠাৎবোগের শিক্ষা দিতে লাগিলেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৬৩

আশ্চর্যের বিষয় শঙ্করের অতি সত্বরই তাহা অভ্যস্ত হইতে লাগিল । দ্বিতীয় বৎসরারম্ভে শঙ্করকে গোবিন্দপাদ রাজযোগে দীক্ষিত করিলেন । তাহাতেও শঙ্কর আশাতীত নিপুণতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । এইরূপে তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইলে তিনি শঙ্করকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—ব্রহ্মসূত্রের ব্যানশুক-সম্প্রদায়লব্ধ অর্থ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রকৃত রহস্য উপদেশ দিলেন । শ্রুতিধর শঙ্কর যাহা একবার শুনে তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলেন । গুরুকৃপার সঙ্গে অপরোক্ষানুভবও হইতে লাগিল । এরূপ না হইলে আপামর সাধারণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিবে কেন ?

শঙ্করের সিদ্ধি ও নর্মদার জনস্তম্ভন ।

তৃতীয় বৎসর পূর্ণ হইল । গোবিন্দপাদ দেখিলেন—শঙ্করের সাধনা শেষ হইয়াছে । সকল সময়েই তাঁহার মুখে এক অপূর্ব হাসি । শরীরে এক অপূর্ব লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছে । কেহ তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ না করিলে তিনি স্বভাবতঃই সমাধিস্থ হইয়া যান । ক্ষুৎপিপাসাদি তাঁহাকে আর চঞ্চল করিতে পারে না । স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ, আকাশ-গমনপ্রভৃতি যোগসিদ্ধিও তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে ।

ক্রমে বর্ষাকাল সমাগত হইল । নর্মদাপরিবেষ্টিত মাক্কাতা দ্বীপের শোভা অতুল হইয়া উঠিল । একদিন সহসা নবীননিরদদামে আকাশ তমসাম্পন্ন হইয়া গেল । দেখিতে দেখিতে মূলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল । ক্ষণমাত্র বিরাম নাই । দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল । বারিধারার কোনরূপ বিরাম নাই । নদীজল ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল ।

সহসা একদিন দেখা গেল—পূর্বদিকে দূর হইতে এক ভীষণ বন্যা তুমুল গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষলতাপ্রভৃতি ভাসাইয়া আসিতেছে । তীর-

বাসিগণ যে সেখানে ছিল সকলেই উচ্চভূমি আশ্রয় করিতেছে । নদ্য বন্যাভয়ে ভীত । চারিদিকে জনসমূহের মহা আর্তনাদ ।

মহাযোগী গোবিন্দপাদ এই সময় করেক দিন গুহানধ্যে সমাধিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন । জল ক্রমে গুহার সম্মুখস্থ গৃহে প্রবেশ করিল । তখন সন্ন্যাসিগণ সকলেই ভাবিলেন—“জল যদি গুহা প্রবেশ করে তাহা হইলে গুরুদেবকে আর রক্ষা করা যাইবে না । সকলেই কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না ।

এমন সময় শঙ্কর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একটা কুস্ত্র সংগ্রহ করি এবং উহাকে গুহাদ্বারে স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসিভ্রাতৃগণকে বলিলে “আপনারা ব্যস্ত হইবেন না । জল এখানে আসিয়াই প্রতিহত হইবে গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না ।”

বাস্তবিক তাহাই ঘটিল । জল বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু গুহা প্রবেশ করিল না । সমুদ্র জল সেই কুস্ত্রমধ্যেই যেন প্রবিষ্ট হইতে নারি সন্ন্যাসিগণ অবাক । কাহারও মুখে কোন কথা নাই । কেহ কেহ বলি এ বালকের সকলই অদ্ভুত, এ কার্য আর ইহার পক্ষে বিচিত্র কি ?

ক্রমে জল চলিয়া গেল । বন্যা প্রশমিত হইল । কয়েকদিন গোবিন্দপাদেরও সমাধি ভঙ্গ হইল । তিনি শিষ্যগণের মুখে যত কথা শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের কীত্তির কথাও শুনিতে গোবিন্দপাদের মুখে হাস্য ফুটিয়া উঠিল । তিনি শঙ্করের মস্তক করিয়া বলিলেন—“বৎস ! আমি আশীর্বাদ করি—তোমার অক্ষয় হইবে । সমগ্র বন্যার জল যেমন তুমি এক কুস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিলে, আশীর্বাদ করি সমগ্র বেদার্থ তুমি তদ্রূপ তোমার তত্ত্ব লিপিবদ্ধ কর ।” শিষ্য সিদ্ধমনোরথ হইলে গুরুর যেমন আনন্দ এমন আর কাহার হয় ?



শঙ্করবিদায় ও গোবিন্দপাদের মহানমাধি ।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গোবিন্দপাদ একদিন শঙ্করকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—“বৎস শঙ্কর! শুন—আজ আমি তোমায় শেষ বক্তব্য বলিব। আমি বুঝিতেছি তোমার শিখিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তুমি নিজেই বোধ হয় তাহা বুঝিতেছ। বল দেখি তোমার আর কোন অভাব আছে কি না?”

শঙ্কর গুরুদেবের চরণস্পর্শ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। মৌনদ্বারা সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছা শঙ্করের মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করেন। অতএব তিনি পুনরায় শঙ্করকে বলিলেন—“বল বৎস! তোমার আর কোন সন্দেহ আছে কি না?” “তোমার প্রাপ্তব্য আর কিছু আছে বলিয়া কি বোধ হয়?”

শঙ্কর তখন অবনত মস্তকে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আপনার রূপায় আমার আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনি অল্পমতি করিলে আমি ব্রহ্মতত্ত্বে চিরতরে নির্বাকপ্রাপ্ত হই।”

গোবিন্দপাদ ইহা শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রিয়াক্ষণ নিমন্ত্রণ থাকিয়া বলিলেন—“বৎস শঙ্কর! তুমি বৈদিকধর্ম রক্ষার্থ ভগবান্ শঙ্করের অংশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার এই দেহ-ত্রয়ের মূল সেই ভগবান্ শঙ্করের ইচ্ছা। তোমার কার্য্য সেই শঙ্করের কার্য্য হইবে। তোমার এই আগমন-বার্তা আমি গুরু গোড়পাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তোমাকে সম্প্রদায় ক্রমে রক্ষিত সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবিজ্ঞান দিবার জন্য আমি গোড়পাদেরই আদেশে আজ প্রায় সহস্র বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। নচেৎ আমি জ্ঞানলাভ-সমকালেই বিদেহমুক্তি লাভ করিতাম। এক্ষণে আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমি আর এনেহ রক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করি না।



তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও । সেখানে তুমি ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের শিষ্য  
লাভ করিবে এবং তিনি তোমায় ষে রূপ করিতে বলিবেন তাহাই কর  
করিও । আমার মনে হইতেছে তিনি তোমায় মহামুনি ব্যাসবির  
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মানুজ্ঞান প্রচার করিতে আর্থ  
করিবেন । কারণ, এ সময় অবৈদিক নানা ধর্মমত, অতীব সূক্ষ্ম দার্শনিক  
তত্ত্ব প্রচার করিয়া জনসাধারণকে এমনই বিমোহিত করিয়াছে যে  
তাহাদের তর্কজাল ভেদ করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব অবধারণ করা তাহা  
পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব । কেবল ইহাই নহে—বেদসেবী মীমাংসাবলি  
গণও এতই কর্মকর্তব্যতা প্রচার করিতেছেন যে, বেদের জ্ঞান  
বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে । এ সময় ভগবদবতার ভিন্ন ধর্মরক্ষা অসম্ভব  
তুমিই সেই জ্ঞানগুরু শঙ্করাবতার, তুমিই সেই কার্য্য করিতে আদি  
তোমাকে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জ্ঞান গুরু গোড়পাদের আ  
আমি এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলাম । আজ তাহা পূর্ণ হই  
তোমরা যোগিজ্ঞানোচিত আমার সংকার করিও ।”

গুরুদেবের কথা শুনিয়া শঙ্করের মনে একই কালে নানাজ  
উদয় হইল । তিনি জ্ঞানবলে গুরুদেবের অন্তর্ধানজ্ঞান শোক  
করিয়া বিশ্বয়োৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে বিনীতভাবে বলিলেন—“ভগব  
আপনার রহস্যপূর্ণ বাক্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি  
ভগবান্ ভবানীপতি এই শরীরের দ্বারা এই সব কার্য্য করাইবেন  
কি পূর্বে হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল ? বিষয়টা বড়ই বিস্ময়কর,  
বিশেষভাবে শুনিবার বাসনা হইতেছে । কৃপা করিয়া ইহার  
উদঘাটন করুন ।”

গোবিন্দপাদ ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“তবে শুন—কোন  
হিমালয় পর্ব্বতে এক বজ্র হইতেছিল । অত্রি মুনি সেই যজ্ঞে



ছিলেন । সেই সময়ে একদিন স্বশরীরে চতুর্যুগ অমর ব্যাসদেব নিজ ব্রহ্ম-  
সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছিলেন ।

আমি ব্যাসের অর্থ শুনিয়া বুঝিলাম, নানালোকে ব্রহ্মসূত্রের নানা  
অর্থ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোনটীও ব্যাসের সম্পূর্ণ অভিমত নহে ।  
অধিকন্তু ইহার ফলে প্রকারান্তরে অর্থই প্রশংসিত পাইতেছে । ব্যাখ্যা-  
শেষে আমি তাঁহাকে লোকহিতার্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে  
অনুরোধ করিলাম । তিনি কিন্তু ইহার উত্তরে কৈলাসের এক ইতিবৃত্ত  
বলিলেন । নে ইতিবৃত্ত এই—

ভাষ্যরচনার হেতু ।

“কোন সময়ে দেবগণ বৈদিক ধর্মের এই দুর্বস্থা পূর্ব হইতেই  
সমুমান করিয়া, একদিন কৈলাসপুরীতে শঙ্কর-সভায় ইহার প্রতীকার  
প্রার্থনা করেন । শঙ্কর বলিলেন,—“এ কার্য বড় সাধারণ নহে, যিনি  
একটি কুণ্ডলমধ্যে সহস্রধারা নদীর স্রোত-সংহারের ত্রায় সমুদায় বিরুদ্ধ  
ধর্মত আমার (ব্যাসের) ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে এক উচ্চতম সার্বভৌম  
তের অন্তর্গত করিতে পারিবেন, এ কার্য তাঁহারই দ্বারা সাধিত  
হইবে।” ইহাতে দেবগণ তাঁহাকেই এই কার্য করিতে অনুরোধ  
করেন এবং অবশেষে তিনিও ইহাতে স্বীকৃত হইলেন ।”

এখন আমি দেখিতেছি—“তুমিই সেই লোকশঙ্কর, শঙ্কর । তুমিই  
একটি কুণ্ডলমধ্যে ঐ সহস্রধারা নর্মদার জলপ্রবাহ আবদ্ধ করিয়াছিলে  
এবং তোমার জানিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই । অতএব যাও, বৎস !  
বংশপতির কাশীধামে যাও, তথায় বাইয়া সহস্রধারা নর্মদাকে যেমন  
তুমি এক কুণ্ডলমধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলে সেইরূপ সহস্রধারা ধর্ম-মত-  
সমূহকে সেই ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রার্থের অন্তর্গত কর এবং তাহারই অর্থ  
প্রচার করিয়া ধর্ম-সংস্থাপন কর । সন্ন্যাসীর সিদ্ধিলাভের পর,

পরোপকার অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ধর্ম নাই। অতএব যাও। সেই বিশেষ্বরের নিকট যাও। তিনি তোমার কর্তব্য নির্দেশ করি আর আমিও নির্বাণ লাভ করি।”

গোবিন্দপাদের এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ সকলেই যার দৃষ্টিত হইলেন। তাঁহারা এখন সকলেই গুরুদেবকে আরও বিশ্বাস করিতে অতুরোধ করিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে গোবিন্দপাদের কল্পনার উদ্বেক হইল। তিনি তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন—“তোমরা আমার অদর্শনে বিচলিত হইও না। এই শঙ্করকে বিশ্বাস কর, ইনি তোমাদের অভাবমোচন করিবেন।”

অনন্তর এক শুভদিনে গোবিন্দপাদ, শঙ্কর ও অপর শিষ্যগণ আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের সকলকে বিশেষ বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়া সমাধিতে উপবিষ্ট হইলেন। সকলের সমক্ষে গোবিন্দপাদ ‘গোবিন্দপদে’ চিরনির্বাণ লাভ করিলেন। শঙ্করপ্রমুখ শিষ্যগণ এই আচার-অনুসারে তাঁহার দেহ নন্দনা-সলিলে নিহিত করিয়া ঔৎসারনাথের জ্ঞানস্থল্য অন্তর্গত হইলেন।

কাশীতে আচার্য শঙ্কর ।

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শঙ্কর এইবার কাশীতে প্রস্থিত। গোবিন্দপাদের কয়েকজন শিষ্যসহ শঙ্কর সেই হৈহয়, কৌশাম্বি প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য এবং দুর্গম বিদ্যারণ্য অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে প্রয়াগ হইয়া ক্রমে কাশীতে আসিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে যখন দেহ রহিয়াছে তখন গুরুর পালন অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তির দেহধারণ প্রারম্ভের গোবিন্দপাদের আদেশও এক্ষণে একটা প্রারম্ভবিশেষ ভাবিয়াই কাশী আসিলেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৬৯

কাশী আসিয়া শঙ্কর মণিকর্ণিকা-সন্নীপে একটা স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এখানে যথাবিধি নিত্যকর্ম এবং বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদর্শনাদি করিয়া শঙ্কর শাস্ত্রব্যাখ্যায় কালান্তিপাত করেন । ক্রমে তাঁহার কথা কাশীক্ষেত্রের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল । একজন ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বর্ষীয় বালক সন্ন্যাসী, অনাধারণ পণ্ডিত কাশীক্ষেত্রে আসিয়াছেন—এই কথাই সকলের মুখে । কেহ বা অদ্ভুত বালকপণ্ডিত দেখিতে, কেহ বা বালকসন্ন্যাসী দেখিতে এবং কেহ বা উভয়ই দেখিতে শঙ্কর-সন্নীপে আসিতে লাগিল ।

ক্রমে কাশীবাসী বহুলোকে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্ত ব্যগ্রতা-সহকারে নিত্যই অপরাহ্নে তাঁহার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল । তিনি সকলকেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বুঝান । ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের অর্থ—যে রূপ তিনি গোবিন্দপাদের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন—এবং যে সব তত্ত্ব তিনি গুরুকুপায় সাক্ষাৎকার করিয়া পরম নিবৃত্তিলাভ করিয়াছেন, সেই সব তত্ত্ব তিনি সকলকে অকাতরে বুঝাইতে থাকেন ।

ব্রহ্মসূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা শঙ্করমুখে যাহারাই শুনে, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়া যান । যাহারা এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমে অনধিকারী বা অসমর্থ, তাঁহারাই আচার্য্যবাক্য শুনিতে শুনিতে সকলই যেন ভুলিয়া যান । আচার্য্য শঙ্করের শাস্ত্রগভীর প্রশ্নমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই বহুলোকে শাস্তিলাভ করিত, বহু লোকই সংসারের জালাযন্ত্রণা সব যেন কিয়ৎকালের কাগজ বিশ্বৃত হইত ।

ক্রমে অনেকেই আচার্য্যের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা যে আবশ্যক তাহা আচার্য্য স্বয়ংই উপলব্ধি করিলেন । যে সব বিরুদ্ধবাদী, আচার্য্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, অথবা বিচার করিতে

আসিতেন, তাঁহারা আচার্যের অনুভবসমুজ্জল তত্ত্বকথা শুনিয়া একে  
 স্তুতিত হইতেন এবং পরিশেষে মন্তক অবনত করিয়া শিগ্গত  
 করিতেন। গুরু-সন্নিধানে সাধনার ফলে আচার্যের সর্ববিধ  
 ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধবাদীর  
 দেখিয়া প্রকৃত বেদার্থপ্রচারের আবশ্যকতা আবার অনুভব  
 লাগিলেন। অন্তর্যামিদেব যেক্রপ যাহাকে উপলব্ধি করাইবেন,  
 যেক্রপ চিত্তবৃত্তি উদিত করিয়া দিবেন, সে ত সেইরূপই ভাবিবো।  
 যাহার যেক্রপ ঘটনাবলীর সংযোগ করিয়া দিবেন, যাহাকে  
 অবস্থায় রাখিবেন, তাহার ত সেইরূপই ঘটবে, তাহাকে ক্ষে  
 ত করিতে হইবে। সুতরাং আচার্য শঙ্করকে যাহা করিতে  
 তাহা তাঁহার মনে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে লাগিল। জীবমুক্ত  
 বা অবতারপুরুষ যখন প্রারম্ভ অতিক্রম করিতে পারেন না,  
 আচার্যের মনে এইরূপ চিন্তা যে উদিত হইবে, তাহাতে  
 বিচিত্রতা কি ?

যাহা হউক জ্ঞানস্বরূপ শঙ্করের প্রভাব কাশী ঘেন সমুজ্জল  
 ধারণ করিল। যাবতীয় পূর্বাচার্যগণ যে কাশীক্ষেত্রে সমলঙ্কৃত  
 গিয়াছেন এবং যে কাশীক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়া  
 সেই বারাণসীধাম আজ শঙ্কর-স্বর্ঘ্যোদয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করি

সনন্দনের সন্মাস ।

কাশীধামে অনেকেই আচার্য শঙ্করের শিগ্গত গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র  
 অর্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তাঁহার অব  
 পথের অনুসরণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই সময়ে  
 ভারতের চোলদেশীয় এক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণযুবক বৈরাগ্যযুক্ত  
 সদগুরুলাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে কাশী আসিয়া উপস্থিত



তিনি কাশীনগরীতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিবার পর আচার্য্য শঙ্করের প্রতিভার কথা শুনিতে পাইলেন এবং গুরুকরণ-মানসে তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

আচার্য্য শঙ্কর, সনন্দনের কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিকট থাকিবার আদেশ করিলেন । সনন্দন, আচার্য্যকে দেখেন, আচার্য্যও সনন্দনকে দেখেন । পরস্পরে কয়েকদিন পরীক্ষা চলিল । গুরু-শিষ্যের মধ্যে এরূপ পরীক্ষা—শাস্ত্রেরই আদেশ আছে । উভয়ই উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন । সনন্দন যেরূপ গুরু অন্বেষণ করিতেছিলেন—এতদিনে তাহাই পাইলেন । আচার্য্য শঙ্কর সনন্দনের হৃদয় বুঝিয়া একদিন বলিলেন—“সনন্দন ! যদি ইচ্ছা হয় ত সন্ন্যাস গ্রহণ কর । সন্ন্যাসব্যতীত মুক্তি নাই । জ্ঞানের লক্ষণ সন্ন্যাস, এবং সন্ন্যাসের ফলই মুক্তি ।

সনন্দন কেবল গুরুর আজ্ঞাই অপেক্ষা করিতেছিলেন । তিনি বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনার আদেশেরই অপেক্ষা । আমি বহু পূর্বে আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি ।”

শুভদিনে ও শুভক্ষণে আচার্য্য শঙ্কর বৈদিক বিধি অনুসারে সনন্দনকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন । সনন্দন যেন নবজীবন লাভ করিলেন । সংসারের জঞ্জাল হইতে তিনি যেন মুক্ত হইলেন । জগৎ যেন এখন হইতে তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । সনন্দন ধ্যাত্ত্ব হইলেন । এই সনন্দনই আচার্য্য শঙ্করের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য ।

শঙ্করের প্রতি অন্তর্পূর্ণার কৃপা ।

ক্রমে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বেদান্তার্থ-প্রচারই আচার্য্য শঙ্করের কাশীধামে প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল । তিনি নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিতে চাহিলেও লোকে তাঁহাকে ছাড়ে না । গুরু গোবিন্দপাদ ঐহাকে প্রকৃত বেদান্ত-

বিজ্ঞা শিক্ষা দিবার জন্ত প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন; শিবের ইচ্ছায় বাহার প্রাচুর্য্যাব, তাঁহার সেই বেদান্তবিজ্ঞা কি মাত্র নিজের মুক্তির জন্ত হইতে পারে? সে ব্রহ্মজ্ঞান-বীজ কি আচার্য্য-হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া শুকাইয়া যাইবার জন্ত? প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ নিয়ম বোধ হয় সম্ভবপরই নয়। প্রত্যুত এ বীজ শঙ্কর-হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া এমন বিশাল অক্ষরবটে পরিণত হইবে যে, ইহা ভবিষ্যতে প্রলয় পর্য্যন্ত জগদ্বাসীকে অমৃতত্ব প্রদান করিবে—জগতের অধিকাংশ লোকই ইহার শীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল করিবে। বস্তুতঃ এই জগুই লোকে তাঁহাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা হইতে নিষ্কৃতি দেয় না। তিনি লোকের আগ্রহে ও অনুরোধে এখন অধিকাংশ সময়ই শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত থাকেন। প্রারব্ধই জীবন্মুক্তকে কস্মে প্রবৃত্ত করে।

কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহা কয়জন লোক ধারণ করিবে? “ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অণু কিছু নয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই, তাহাই পরমার্থ সত্য—এ তত্ত্ব কয়জন লোক গ্রহণ করিতে পারে? কস্মি এবং উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হইলে এ তত্ত্ব কি ফুটিয়া উঠে? পঙ্কিল সলিলে কি চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব পড়ে? তরঙ্গায়িত জলে কি প্রতিবিম্ব স্থির হয়? তাই শঙ্করের সে নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ কয়জন লোক গ্রহণ করিবে বলিয়া ভগবতী কাশী-পুরাধিশ্বরীর বোধ হয় ভাবনা হইল।

বাস্তবিক জননীর মত পুত্রের সুখদুঃখ বুঝিতে আর কে আছে? জগজ্জননী কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণাদেবী আচার্য্য শঙ্করকে অধিকারি-বিচারের উপদেশ দিবার জন্ত বোধ হয় ইচ্ছা করিলেন।

একদিন আচার্য্য মণিকর্ণিকাতে স্নানার্থ যাইতেছেন, পশ্চিমঘে দেখিলেন—একটি যুবতী রমণী মৃত পতির মস্তক ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন



করিতেছেন। মৃত দেহটী মণিকর্ণিকার সঙ্কীর্ণ পথটী রুদ্ধ করিয়া পতিত। স্ত্রীলোকটী নিকটে বাহাকে দেখিতেছেন তাহারই নিকট পতির সংকারের জন্ত সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন এবং ক্রন্দন করিতেছেন।

আচার্য্য শঙ্কর বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন—“মা! শবটীকে যদি এক পার্শ্ববর্তী করেন, তাহা হইলে আমরা বাইতে পারি।”

স্ত্রীলোকটী এতই শোকাভিভূতা যে এ কথাটী যেন তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টই হইল না। আচার্য্য শঙ্কর অগত্যা পুনঃ পুনঃ তাহাকে ইহার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই যুবতী বলিলেন—“কেন মহাত্মন! শবকেই এজন্ত বলুন না?”

আচার্য্য একটু বিস্মিত হইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—“মা! আপনি কি বুদ্ধি হারাইয়াছেন? শব কি কখন সরিতে পারে? উহার কি শক্তি আছে যে উহা স্বয়ং সরিবে?”

স্ত্রীলোকটী তখন বলিলেন—“কেন মহাত্মন! আপনার মতে ত শক্তিশূন্য ব্রহ্মেরই জগৎকর্তৃত্ব। শব, তবে সরিবে না কেন?”

আচার্য্য শঙ্কর স্ত্রীলোকটীর এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত। তিনি তখন ভাবিতেছেন—ইহা কি দৈবলীলা! এদিকে নিমেষমধ্যে যুবতী শবসহ অন্তর্ধান করিলেন। আচার্য্য শঙ্কর আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি বুঝিলেন—ইহা ভগবতীরই কৃপা; শক্তিশূন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ সাধারণের পক্ষে উচিত নহে। শক্তিমান্ সর্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনাই তাহাদের পথ। তাহাদিগকে তাহাই উপদেশ করা বিধেয়। বস্তুতঃ তদবধি শঙ্কর অধিকারিবিচার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন। \*

\* এই প্রবাদটী নাথবের গ্রন্থে নাই, এবং সম্প্রদায়ের অনাদৃত।

বিশ্বনাথ-দর্শন ।

মাতা প্রসন্ন হইলে যেমন পিতা প্রসন্ন হইতে বিলম্ব হয় না, তদ্রূপ জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবীর পর ভগবান্ বিশ্বনাথও আচার্য্য শঙ্করকে দর্শন দান করিলেন । আচার্য্য শঙ্কর এইবার ব্যবহার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ কিন্তু তাঁহার ত সে ব্যবহার-শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে এখনও হয় নাই জনকজননী না হইলে সে ব্যবহার-শিক্ষা দিবেন কে ?

কেরল দেশে চণ্ডালাদি নীচজাতিকে অত্যন্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয় ব্রাহ্মণগণ এই নীচজাতি হইতে শতহস্ত দূরে অবস্থান করেন, এই ইহারাও পশ্চিমধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দেখিলে শতহস্ত দূরে বাইয়া পলায়িত হইয়া দেয় । কেরলদেশের এটা একটা কঠোর আচার । অন্তঃস্পৃশ্য-বোধ থাকিলেও কঠোরতা এত নহে ।

আচার্য্য শঙ্কর পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানী হইলেও ব্যবহারে তাঁহার সর্বভূত সমদর্শন এখনও অভ্যস্ত হয় নাই । তিনি নীচজাতি-বিষয়ক আজ্ঞা অভ্যস্ত জন্মভূমির কঠোর আচার তখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । ব্যবহার জ্ঞানপূর্বক হইলেও তাহার অভ্যাস যখন দৃঢ় তখন তাহা অজ্ঞাতসারেই হইয়া যায় ।

চণ্ডালাদি নীচ অপবিত্র-জাতীয় ব্যক্তিকে দেখিলে তখনও তিনি দূরে অবস্থানই করিতেন । কিন্তু জ্ঞানের ফলে যদি অজ্ঞান নষ্ট হয় আর সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলে সেই অজ্ঞানজন্ম যে ব্যবহার তাহা যদি নষ্ট হয়—আর যদি ব্যক্তিবিশেষে ইহার কখন অন্যথা দেখা যায় অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান হইলেও যদি ব্যবহার নষ্ট না হয়, অথবা ব্যবহারের সংস্কার বা পরিমার্জন না হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞান তখন তাঁহাতে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় নাই—বলিতে হইবে, তখনও তাঁহার জ্ঞান একটু ক্রটি আছে—মানিতেই হইবে ।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৭৫

ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আচার্য্য শঙ্করের এই ক্রটি-নিবারণ-মানসেই বোধ হয় এক লীলা অবলম্বন করিলেন। বাস্তবিক বাঁহার শরীরে ভগবান্ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবেন, তাঁহাতে তিনি কি কোন ক্রটি রাখিতে পারেন ?

একদিন আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ-সঙ্গে স্নানার্থ মণিকর্ণিকায় গমন করিতেছেন। এমন সময় ভগবান্ বিশ্বনাথ এক অতি ভীষণদর্শন চণ্ডালের বেশধারণ করিয়া চারিটি শৃঙ্খলাবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল সারমেয় লইয়া মণিকর্ণিকায় যাইবার পথ অবরুদ্ধ করিয়া আচার্য্যের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর ইহা দেখিয়া চণ্ডালকে সারমেয় সংবত করিয়া একটু সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। চণ্ডাল কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি আরও আচার্য্যের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আচার্য্য তখন সেই চণ্ডালকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ওহে ! দাঁড়াও, দাঁড়াও। সারমেয়গণকে সংবত করিয়া দূরে অবস্থান কর, অঃমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দাও।”

চণ্ডাল তখন সগর্বে আচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যেন তাক্ষিল্যের সহিত এক বিকট হাস্ত করিয়া কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বলিলেন—“আপনি কাহাকে সরিয়া যাইতে বলিতেছেন ? আত্মাকে, কি এই দেহকে ? আত্মা ত সর্বব্যাপী, নিষ্কিন্ন এবং সতত শুদ্ধ-স্বভাব। সে কোথায় কি করিয়া সরিবে, এবং তাহা অপবিত্রই বা কি করিয়া হইবে ? গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র আর সুরামধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র—পৃথক্ হয় নাকি ? আর যদি দেহকে সরিয়া যাইতে বলেন, তবে দেহ ত জড়, তাহাই বা সরিবে কি করিয়া ? আপনি সন্ন্যাসী সাজিয়া নিশ্চয়ই লোকবঞ্চনা করিতেছেন দেখিতেছি।”

আচার্য চণ্ডাল-বাক্য শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত । তিনি নিজ ক্রটি বুঝিতে পারিলেন । কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—ইহা নিশ্চয়ই দৈবলীলা । তিনি তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার স্ততিচ্ছলে ভক্তিগদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন—“যাঁহার সর্বভূতে সমজ্ঞান, এবং যিনি তদনুরূপ ব্যবহার করেন, তিনি চণ্ডালই হউন আর দ্বিজই হউন, তিনি আমার গুরু, তাঁহার চরণে শতকোটি প্রণাম ।”

ভগবানের পরীক্ষা শেষ হইল । শঙ্করের সংস্কার-সম্পাদন সম্পূর্ণ হইল । শঙ্করের যেটুকু ক্রটি ছিল তাহা অপনীত হইল । তিনি তখন সেই চণ্ডালরূপ অন্তর্ধান করিয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন—“বৎস শঙ্কর ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি । আমি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় প্রকৃত বৈদিক ধর্মের প্রচার করিব—ইচ্ছা করিয়াছি । তোমাতে কোনরূপ ন্যূনতা থাকা উচিত নহে । যাও, তুমি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর, বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য যে অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান, তাহা প্রচার কর । তোমার এই শরীরদ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে তাহা আমারই কার্য জানিবে । জগতের হিতের জন্তই তুমি আমারই অংশে উৎপন্ন হইয়াছ ।” বিশ্বপতি শঙ্কর আজ সন্ন্যাসী শঙ্কর-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন ।

শঙ্কর এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য । শিষ্যগণ, চণ্ডাল ও আচার্যের ব্যবহার দর্শন করিলেন । আচার্য্যকর্তৃক চণ্ডালকে প্রণাম ও চণ্ডালোদ্দেশে তাঁহার স্ততি—দেখিলেন এবং শুনিলেন । আর তৎপরে চণ্ডাল সহসা অদৃশ হইল তাহাও দেখিলেন, কিন্তু তাহার পর আচার্য্য বাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল । তিনি কাহাকেও কিছু না



বলিয়া ধীরে ধীরে মণিকর্ণিকাভিমুখে চলিলেন । শিষ্যগণ বিস্মিতহৃদয়ে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ।

স্নান-আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর বিশ্বনাথ-দর্শনে চলিলেন এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মহুত্রের ভাষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন । অতঃপর অনেক ভাবিয়া আচার্য্য স্থির করিলেন—বদরিকাশ্রমে যাইয়াই একাধ্য করিতে হইবে । যেহেতু ব্যাসদেব তথায় না থাকিলেও তাঁহার স্থানে তাঁহার ভাবসমূহ নিশ্চয়ই বর্তমান থাকিবে । ভগবান্ শঙ্করাবিভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য এইবার সিদ্ধ হইতে চলিল ।

বদরিকাশ্রমের পথে শঙ্কর ।

সনন্দন ও কতিপয় শিষ্যসহ আচার্য্য শঙ্কর বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন । কাশী হইতে বদরিকাশ্রম—গঙ্গাতীর ধরিয়া তীর্থযাত্রীগণ প্রায়ই গমন করে । আচার্য্যও তাহাই করিলেন ।

পথিমধ্যে নানা তীর্থ, নানা প্রাচীন রাজধানী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে প্রয়াগ, কাঞ্চকুজ হস্তিনাপুর প্রভৃতির মধ্যদিয়া আচার্য্য শিষ্যসহ হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দ্বাদশবর্ষীয় সন্ন্যাসী বালক—গুরু, সঙ্গে যুবক বৃদ্ধ ইত্যাদি নানা বয়সের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্য—দৃশ্যটী সকলের যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছিল ।

হরীকেশে যজ্ঞেশ্বর মূর্তির পুনরুদ্ধার ।

হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য যজ্ঞভূমি হরীকেশ নামক স্থানে আসিলেন । এখানে পূর্বকালে ঋষিগণ যজ্ঞোপলক্ষে যে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁহারই পূজা চলিয়া আসিতেছিল । আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার দর্শনে আসিয়া রিক্ত-মন্দির দেখিলেন । গুনিলেন—কিছুদিন পূর্বে চীনদেশীয় দম্ভাগণের

উপদ্রবভয়ে বিষ্ণুবিগ্রহকে গঙ্গাগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হয়, কিন্তু পরে বহু অন্বেষণেও তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। গঙ্গাশ্রোতে বিগ্রহ কোথায় অপস্থত হইয়াছেন তাহা ঠিক করিতে পারা যায় নাই ।

আচার্য ইহা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে বলিলেন—“আমি যদি বিগ্রহের সন্ধান বলিয়া দিই, তাহা হইলে কি আপনারা তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া প্রতিষ্ঠাদি করিতে পারেন?”

ইহা শুনিয়া সকলেই পরম আহলাদিত ; সকলেই প্রস্তুত । আচার্য শিষ্যগণ সহ ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে আসিয়া একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন । আশ্চর্যের বিষয় অতি অল্প চেষ্টাতেই সেই স্থানে সেই বিগ্রহ পাওয়া গেল । তখন সকলে তাঁহাকে মহা সমারোহ করিয়া মন্দির আনিয়া প্রতিষ্ঠাদি করিলেন । আচার্য শঙ্কর সশিষ্যে ভগবানের পূজাদি করিয়া ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

বদরীর পথে তীর্থাঙ্গি-দর্শন ।

কিয়দূর অগ্রসর হইবার পর আচার্য বিহুরের তপস্রা স্থানে ( লছমন ঝোলা ) আসিলেন । এখানে দেবদর্শনাদি করিয়া গঙ্গা পার হইয়া একটি অরণ্যবহুল অতি উচ্চ বিজয় পর্বতে আসিলেন । উহা অতিক্রম করিবার পর সকলে ব্যাসাশ্রমে আসিলেন । তথায় ভগবান্ ব্যাসদেবের দর্শনাদি করিয়া দেবপ্রয়াগ অভিমুখে সৰ্ব্বত্র প্রস্থিত হইলেন ।

দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ভাগিরথী মিলিতা । এই অলকানন্দার উৎপত্তিস্থানের অনতিদূরে বদরিকাশ্রম । দেবপ্রয়াগে রাম শিব গণেশ ও ভগবতীর স্থানসমূহ প্রসিদ্ধ । আচার্য সশিষ্যে এখানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া যথাবিধি দেবদর্শনাদি করিলেন ।



দেবপ্রয়াগ ত্যাগ করিয়া আচার্য্য—বিষ্মকেদার নামক স্থানে আসিলেন। এখানে মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্বী করিয়াছিলেন। আচার্য্য, মার্কণ্ডেয় মুনির স্থান দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীনগর পূর্বকালে একাধিকবার উত্তরাখণ্ডের রাজ্য-বর্গের রাজধানী হইয়াছিল। স্থানীয় সৌন্দর্য্যের সহিত রাজ্যশ্রী মিলিত হইয়া ইহার অপূর্বসৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছে।

এখানে কমলেশ্বর শিব, বিষ্ণু, পঞ্চপাণ্ডব, নারদ এবং বহু দেবদেবীর মন্দির বর্তমান। লক্ষ্মীদেবীর স্বয়ম্বর এই স্থানে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও শাক্তদিগের প্রাধান্য এ সময় অধিক ছিল। দেবীস্থানের মধ্যে শ্রীমন্তশিলা, রাজরাজেশ্বরী, কংসমর্দিনী, গৌরী, চামুণ্ডা ও মহিমমর্দিনী নামক পাঁচটি সিদ্ধপীঠ সুবিখ্যাত। পরপারে একটু দূরে কালিকাদেবীর মন্দির। ইহারই নিকটে একটা শিলাখণ্ডোপরি নরবলি হইত। তান্ত্রিকদের প্রাধান্য এইস্থলেই বিশেষভাবে ছিল।

নরবলি-নিবারণ।

আচার্য্য এখানে আসিয়া যথাবিধি দেবদর্শনাদি করিলেন। এবং পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্ত দুই একদিন অবস্থিতি করিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ আচার্য্যের দর্শনে আসিলেন। সকলেই আচার্য্যের শ্রুতিসম্মত ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরিশেষে কতকগুলি ব্যক্তি উক্ত কালিকাদেবীর নিকটে নরবলি-নিবারণের জন্ত প্রার্থনা করিল। আচার্য্য তদনুসারে তত্রত্য তান্ত্রিকগণকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে এই বীভৎস কর্ম্ম হইতে বিরত করিলেন এবং সেই শিলাখণ্ডকে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করাইয়া দিলেন। এখন হইতে শ্রীক্ষেত্রে নরবলি চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য সশিষ্য রুদ্রপ্রয়াগে আসিলেন।

এখানে নন্দাকিনীর সহিত অলকানন্দ সম্মিলিতা । আচার্য এখানে  
রুদ্রেশ্বর মহাদেবের দর্শনাদি করিয়া কর্ণপ্রয়াগাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ।

কর্ণপ্রয়াগ কর্ণের তপস্ঠান । কথমূনির আশ্রম এই স্থানে  
অবস্থিত ছিল । এখানে পিণ্ডারক নদী অলকানন্দার সহিত সম্মিলিত  
হইয়াছেন । কর্ণকুণ্ড, মহামায়া উমাদেবীর স্থান—ইত্যাদি এখানে  
দর্শনীয় । আচার্য শিষ্য ইহাদের দর্শনাদি করিলেন, অনন্তর নন্দ  
প্রয়াগ উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন ।

নন্দপ্রয়াগ হইতে বদরীক্ষেত্র আরম্ভ । এখানে নন্দাকিনী নন্দ  
সহিত অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে । পুরাকালে নন্দনামক একরায়  
এখানে যজ্ঞ করেন, তাঁহারই নামে ইহার নাম নন্দপ্রয়াগ । মহা  
বশিষ্ঠ শিবের উদ্দেশে এখানে তপস্কা করেন । সেই শিব এখানে  
বশিষ্ঠেশ্বর শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহার কিঞ্চিদূরে বিরহী গঙ্গা  
পূর্বকালে সতীবিরহে শিব ইহার তীরে তপস্কা করিয়াছিলেন  
সেজন্য বিরহেশ্বর শিব এখানে বর্তমান । এইরূপ এখানে প্রাচীন  
স্মৃতি বিজড়িত অগণ্য তীর্থ বিদ্যমান । আচার্য একে একে সকল  
দর্শনাদি করিলেন । ‘ব্রহ্মসত্য জগন্নিখ্যা’ ইত্যাদি অদ্বৈত জ্ঞান  
হইলেও জীবভাবের কোন কর্তব্যের ত্রুটি করিলেন না । ব্রহ্মজ্ঞান  
যখন ব্যবহার বিলুপ্ত হয় তখনই জ্ঞানিগণ কর্তব্যবিহীন হন, নন্দ  
শাস্ত্রীয় আচার্যগুরুস্বরূপ ই তাঁহাদের স্বভাব । নন্দপ্রয়াগ পরিভ্রমণ  
করিয়া আচার্য গরুড়গঙ্গা নামক তীর্থে আসিলেন ।

গরুড়গঙ্গা তীর্থে গরুড়, বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্কা করেন । গরুড়  
বিষ্ণু এখানে বিরাজমান । এখানে স্নানে বিষ আরোগ্য হয় । ইহা  
পর গণেশগঙ্গা । ইহা মহাপাপনাশক । ইহার মৃত্তিকা সিন্দূরবর্ণ  
পূর্বে সামবেদী বহু ঋষি এখানে বাস করিতেন । ইহার উত্তর



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৮১

চন্দ্রবতী নদী । ইহার নামে গণেশত্ব প্রাপ্তি হয় । তৎপরে অনঙ্গশ্রী রাজার আশ্রম । সেখানে চণ্ডীদেবী বিরাজমানা । ইহার উত্তরে মেঘাদ্রি পর্বত । তৎপরে গৌরী আশ্রম এবং ইহার কিছুদূরে বিষ্ণুকুণ্ড । আর ইহার পরই জ্যোতির্ধাম ।

জ্যোতির্ধামে আসিয়া শঙ্কর আবার রাজ্যশ্রী দেখিতে পাইলেন । এই স্থলেই বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দা মিলিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগ নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে । এখানে এখন কতুরীবাংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব । সমগ্র উত্তরাখণ্ড এখন ইহাদিগের অধীন । ইহাদিগের পূর্বপুরুষ শ্রীবাসুদেব গিরিরাজ চক্র-চূড়ামণি বহু পূর্বে এখানে বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন । এই বাসুদেব-মন্দির, নৃসিংহ-মন্দির, দুর্গাপীঠ এবং জ্যোতির্লিঙ্গ শিবমন্দির এখানে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । রাজার অতিথি-রূপে আচার্য্য শশিষ্ঠে এখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া স্থানীয় ষাণ্ডবতীয় তীর্থাদি দর্শন করিলেন এবং অদ্বৈতব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া সকলকে পরম আপ্যায়িত করিলেন ।

জ্যোতির্ধাম ত্যাগ করিয়া আচার্য্য বিষ্ণুপ্রয়াগ, ধবলাগঙ্গা, ব্রহ্মকুণ্ড, শিবকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ভৃঙ্গিকুণ্ড, গণেশতীর্থ প্রভৃতি অগণিত তীর্থ দর্শন করিতে করিতে পাণ্ডুকেশ্বর নামক স্থানে আসিলেন । পাণ্ডুরাজ পূর্বে এই স্থানেই তপস্বী করিয়াছিলেন । তৎপরে বৈখানস তীর্থ অতিক্রম করিয়া আচার্য্য বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন । যথায় আসিবার জন্ত আজ প্রায় মাসত্রয় পদব্রজে চলিয়াছেন, কত নদনদী দুর্গম অরণ্য, কত দুর্লভজন্যীয় গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, আজ সেটস্থানে আচার্য্য শশিষ্ঠে উপস্থিত হইলেন । অদূরে বদরীক্ষেত্র দৃষ্ট হইল, বাহা ভূবৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, বাহার দর্শনে জীব অন্তে বৈকুণ্ঠ লাভ করে, সেই পরমধাম বদরিকাশ্রম আজ দৃষ্টিগোচর হইল ।

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-বিগ্রহ-উদ্ধার ।

বদরিকাশ্রমের শোভা এবং গান্ধীর্ষ্য আচাৰ্য্যপ্রমুখ সকলেরই চিত্ত হইতেই আকর্ষণ করিল । সম্মুখে অভভেদী চিত্রতুষারমণ্ডিত অপরিষ্কৃত কৃষ্ণকায় হিমগিরি—যেন ভগবান্ বিষ্ণু অতি বিশাল বিরাটমূর্তি পরি করিয়া উপবিষ্ট । বামে ও দক্ষিণে অনতি-উচ্চ নর ও নারায়ণ পৰ্ব্বটিক্ যেন ভগবান্ সেই অবস্থায় বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া ভক্তদল নিজক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন । ভূবৈকুণ্ঠ বদরিকাশ্রমের দৃশ্য দেখি মুগ্ধ না হয় এমন মানব কে আছে ?

স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বদরিকাশ্রমের অন্তর্গত যাবতীয় তীর্থ বর্ণনা করিতে লাগিলেন । তীর্থ যেমন অসংখ্য তাহাদের মাহাত্ম্য তেমনি অনন্ত । পূর্বকালের মুনি ঋষি রাজা ও দেবতা প্রভৃতি যাবতীয় মহাপুরুষের স্মৃতি এই স্থানে জড়িত । এখানে এমন কোন স্থানই নাই যেখানে কোন-না-কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনা ঘটে নাই । আচার্য্য এই সব কথা শুনিতে শুনিতে যেন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিলেন । ভক্তিশ্রদ্ধায় হৃদয় যেন আধ্বুত হইতেছিল ।

পথিপতিত এই সব তীর্থদর্শন করিতে করিতে আচার্য্য বদরিকাশ্রমের পুরমপাবন সেই নারায়ণের মন্দিরে আসিলেন । সেখানে তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া আচার্য্য সশিষ্যে ভগবদ্দর্শনে গমন করিতে দেখিলেন—মন্দিরে সেই ঋষিপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নাই । তৎপরিবর্তে শালগ্রাম শিলার অর্চনা হইতেছে । আচার্য্য যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে আসিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন । শিষ্যগণও আচার্য্যের এই ভাবান্তর দেখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া হইলেন । স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অর্চকগণের আদর-অভ্যর্থনার কাহারও দৃষ্টি নাই । সকলেই সমস্ত্রমে দণ্ডায়মান ।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৮৩

ক্রমে এই অপূর্বদর্শন সন্ন্যাসিবৃন্দ দেখিবার জন্ত জনতা হইল ।  
আচার্য্য কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—“মহাশয়গণ !  
মন্দির ভগবদ্বিগ্রহশূণ্য কেন ? চারিযুগই ত এই স্থানে ভগবানের  
থাকিবার কথা ।”

অর্চকগণ বলিলেন—“মহাশয় ! চীনদেশীয় অভিযানের ভয়ে  
আমাদের পূর্বপুরুষগণ অদূরে কোন এক কুণ্ডমধ্যে ভগবদ্ বিগ্রহটিকে  
রক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে আর তাঁহারা বিগ্রহটীর পুনরুদ্ধার  
করিতে পারেন নাই । তদবধি শালগ্রাম শিলাতেই ভগবানের পূজা  
হইয়া আসিতেছে ।”

আচার্য্য ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“যদি সেই  
বিগ্রহ এখন পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনারা যথাবিধি তাঁহার  
পূজা করিতে প্রস্তুত আছেন কি ?”

অর্চকগণ হতাশহৃদয়ে বলিলেন—“পূর্বের বহু চেষ্টা হইয়া গিয়াছে ।  
প্রাপ্তির আশা আর আমাদের নাই । তবে যদি পাওয়া যায়, তাহা  
হইলে পূজার ক্রটি কোনরূপই হইবে না ।”

আচার্য্য তখন তাঁহাদিগকে আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নারদ-  
কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন । শিষ্যগণ ও অর্চকগণ কৌতূহল-পরবশ  
হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । আচার্য্য নারদকুণ্ডে অবতরণোত্তর  
হইলেন । ইহা দেখিয়া কতিপয় ব্যক্তি বলিলেন—“মহাশয় ! এই  
কুণ্ডের সহিত তলদেশে অলকানন্দার যোগ আছে, ইহাতে অবতরণ  
করিলে প্রাণহানি ঘটিবে—সন্দেহ নাই । শ্রোতে আপনাকে টানিয়া  
লইয়া যাইবে । অনেকে এখানে জলমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছে ।

আচার্য্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন,  
এবং জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া একটি শিলাফলক হস্তে লইয়া উঠিলেন ।

দেখিলেন—ফলকে পদ্মাসনবদ্ধ চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি, কিন্তু দক্ষিণ কোণটা তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়া যেন হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলিরও ক্ষতি করিয়াছে।

আচার্য এই খণ্ডিত মূর্তি দেখিয়া ভাবিলেন,—বদরী-নারায়ণ-মূর্তি কখন খণ্ডিত হইতে পারেন না। অতএব ইহাকে পার্শ্ববর্তী গঙ্গাজনে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া আচার্য মূর্তিটাকে গঙ্গাজনে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কুণ্ডলে নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু এবারও তিনি সেই বিগ্রহ লইয়াই উঠিলেন, এবং পূর্বমূর্তি চিনিতে পারিয়া ভাবিলেন—গঙ্গাশ্রোতে বোধ হয় সেই মূর্তিই আবার কুণ্ডমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অগত্যা তিনি বিগ্রহটাকে এবার গঙ্গার অধোদিকে একটু দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। এবারও আচার্য একটি মূর্তি লইয়া পূর্ববৎ উঠিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য দেখিলেন—সেই পূর্বমূর্তি।

তখন আচার্য শঙ্কর, মূর্তিটা লইয়া ভাবিতেছেন—কি করিবেন! ক্ষণমধ্যে দৈববাণী হইল—“শঙ্কর! ভ্রান্ত হইও না, কলিতে এই মূর্তিরই পূজা হইবে।”

আচার্য তখন ভক্তিগদগদভাবে সেই মূর্তিটাকে স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া মন্দিরমধ্যে আনিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই স্তম্ভিত, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই বিশ্বয়বিহ্বল-হৃদয়ে কখন বা ভগবদ্ বিগ্রহকে প্রণাম করেন, কখন বা আচার্য শঙ্করের পদধূলি লন। ক্ষণপরে সকলের জয়ধ্বনিতে বদরীক্ষেত্র যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলে আনন্দে যেন আত্মহারা!

অনন্তর আচার্য যথাবিধি ভগবানের অভিষেকাদি করিয়া অর্চকগণের হস্তে সেবাভার অর্পণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া অদূরে ব্যাসতীর্থের অভিমুখে চলিলেন। সম্মান ও জনতা হইতে দূরে থাকাই



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৮৫

সাধুগণের স্বভাব । যাহা হউক শঙ্করাবিভাবের ফলে ভগবান্ বদরী-  
নারায়ণের পূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল ।

ব্যাসতীর্থে ভাষ্য-রচনা ।

ব্যাসতীর্থ মহামুনি ব্যাসদেবের আশ্রম । এখানে ভগবান্ ব্যাসদেব  
পূর্বকালে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । ইহার নিম্নে কেশব-  
প্রয়াগ । এখানে অলকানন্দার সহিত কেশবগঙ্গার সঙ্গম । বদরী-  
নারায়ণের মন্দির অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে ক্রমোচ্চ ত্রিকোণক্ষেত্রের  
পূর্বপশ্চিমব্যাপী একটি বাহুরূপে অবস্থিত সেই বিশাল বিরাটকায়  
হিমগিরির পাদদেশে এই আশ্রম—একটি প্রকাণ্ড গুহাবিশেষ । গুহার  
বহির্দেশে দক্ষিণভাগে সরস্বতী দেবীর মন্দির এবং বামভাগে গণপতি  
দেবের মন্দির । ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করেন, তখন এই  
গণপতি দেব লিখিতেন, এবং ব্যাসকূটের অর্থ, লেখক বুঝিয়া লিখিতে-  
ছেন কি না—সাক্ষ্য দিবার জন্য এই সরস্বতী দেবী তথায় উপস্থিত  
থাকিতেন । যেহেতু গণেশ বলিয়াছিলেন—তঁাহার লেখনী থামিলে  
তিনি আর লিখিবেন না, এবং ব্যাস বলিয়াছিলেন—গণেশও ব্যাসবাক্য  
না বুঝিয়া লিখিতে পারিবেন না । অতএব সাক্ষ্য থাকিলেন সরস্বতী ।

আচার্য্য শশিষ্ঠ এই গুহামধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।  
শীতকালের ছয়মাস গুহামধ্যেই আবদ্ধ থাকেন এবং অপর ছয়মাস  
মল্লশ্যের মুখ দেখিতে পান । জ্যোতির্ধামের রাজা, আচার্য্যের এখানে  
অবস্থিতির সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন । সুতরাং নিরুপদ্রবে  
আচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল আচার্য্য-সমীপে নানাসম্প্রদায়ের সাধু,  
মহাত্মা ও পণ্ডিতবর্গের সমাগম হইতে লাগিল । এই স্থানের মহাত্মাই  
এমন যে, নানাসম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মগণ এই স্থানে তপস্তাদি করিবার

জন্ম বাস করিতে ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ এ সময় এখানে শৈব, ভ  
পাশুপত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈখানস, পাঞ্চরাত্র, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, ট  
জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রকৃত সাধু মহাত্মগণই বা  
করিতেছিলেন। সকলেই প্রায় আচার্য-সমীপে আসিতেন, অনেকে ক  
নিজ নিজ মতপুষ্টির জন্য আচার্যের সঙ্গে বাদবিচারেও প্রবৃত্ত হইতেন হই  
বিজিগীষু পরাস্ত হইতেন, বাদী সত্যোপলব্ধি করিতেন, জিজ্ঞাসু ছিন্নসংশ  
হইতেন, সাধক চরিতার্থতা লাভ করিতেন। আচার্যদর্শন কাহার দূ  
নিষ্ফল হইত না, আর এই স্বযোগে আচার্যেরও বিভিন্ন মতবাদে সে  
রহস্তাবগতি হইতে লাগিল।

এইভাবে আচার্য চারি বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষদ, উ  
ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয়—এই যোলখানি গ্রন্থে ল  
ভাষ্য রচনা করিলেন। ইহাতে বস্তুতঃ বেদান্তের প্রস্থানত্রয়েরই ভাষ্য ও  
বিরচিত হইল। যেহেতু ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ—ত্মায়-প্রস্থান, উপনিষৎগুণি  
শ্রুতিপ্রস্থান, এবং গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয় গ্রন্থ—স্মৃতি  
প্রস্থান বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিচিত।

সনন্দনের পদ্মপাদ নাম।

ভাষ্য-রচনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষ্যপাঠও হইত। সকলেই ভাষ্য  
পড়িতেন, কিন্তু সনন্দন কিছু অধিক পড়িতেন। অপরে ভাষ্য একবার  
মাত্র পড়িলেন, সনন্দন কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তিনবার পড়িলেন।

ইহাতে কিন্তু অপর কতিপয় শিষ্যের অন্তরে একটু ঈর্ষার সঞ্চার  
হইল। তাঁহারা ত বুঝেন না যে, বুদ্ধিমান শিষ্যকে পড়াইতে কত কষ্ট  
এবং অল্পবুদ্ধি শিষ্যকে পড়ান কত কষ্ট। গুরু যে, শিষ্যকে উপদেশ দিয়া  
করেন, তাহা কি কেবল গুরুরই দয়া? তাহা নহে, তাহা শিষ্যের  
আকর্ষণী শক্তির পরিচায়ক। এ কথাটা বোধ হয় এই সকল ব্যক্তি ক



ভাবিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ তাঁহাদের মনে সনন্দনের উপর একটু ঈর্ষার সঞ্চার হইল।

আচার্য্য কিন্তু অবিলম্বেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। ইচ্ছা হইল—কি করিয়া ইহা শিষ্যগণকে বুঝাইবেন। কিন্তু সত্যসংকল্পের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে কি বিলম্ব হয়? স্বেযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন সনন্দন কি উপলক্ষে অলকানন্দার পরপারে গিয়াছেন। দূরে একটা চির-তুষারের সেতু আছে। পরপারে যাইতে হইলে এই সেতু পার হইয়া অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। আচার্য্য-শিষ্যগণ এপারে নিজের নিজের ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে ত্রিকোণাকৃতি উন্মুক্ত বদরীক্ষেত্রের অপূৰ্ণ শোভা তাঁহাদিগের যেন চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, এমন কি কথা कहিলে শুনা যায়। কিন্তু মধ্যে বেগবতী শ্রোতস্বতী অলকানন্দা, পরস্পরকে যেন বহুদূরে ব্যবস্থাপিত করিয়াছে।

শিষ্যগণকে সনন্দনের মহত্ব-বিষয়ক পরিচয় প্রদান করিবার ইহা উত্তম স্বেযোগ বুঝিয়া আচার্য্য সহসা যেন অতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“সনন্দন! সনন্দন! শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস।” যেন আচার্য্যের কোন বিপদের আশঙ্কা হইয়াছে।

সনন্দন এতদিন গুরুসকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, গুরুদেবকে কখনও এরূপ ব্যস্তভাবাপন্ন দেখেন নাই। শিষ্যগণ ব্যাকুল হইয়া আচার্য্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সনন্দন পরপার হইতে ইহা শুনিয়া “ঘুরিয়া আসিতে সময় যাইবে” ভাবিয়া উদ্ধ্বাসে নদীগর্ভে আসিয়া পড়িলেন, এবং নদীর গভীরতাদি বিবেচনা না করিয়া একেবারেই জলমধ্যে পদবিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু সে শ্রোতে তৃণখণ্ডও অথগু থাকে না। গুরুগতপ্রাণ সনন্দনকে

রক্ষা করিবার জন্ত জননী জাহ্নবী দেবী সনন্দনের প্রতিপদবিক্ষেপে এক-একটা অতি বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎপাদন করিলেন। সনন্দ তাহাতেই ভর করিয়া এ পারে আসিলেন। শিষ্যগণ অবাক। তাঁহা আচার্য্য-মুখ নিরীক্ষণ করিবেন, কি সনন্দনের এই কীর্ত্তি দর্শন করিবেন তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় !

ক্ষণমধ্যে সনন্দন আসিয়া আচার্য্য-চরণে প্রণিপাত করিয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন—“ভগবন্! কি আশ্চর্য্য হয়?” আচার্য্য তখন শাস্ত্র ভাবে সনন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষদ্ হাস্যমাত্র করিলেন এবং শিষ্যগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“দেখ বৎসগণ! সনন্দনের উপর ভগবতীর কি কৃপা! তোমরা অত্ন হইতে সনন্দনকে “পদ্মপাদ” বলিয়া আহ্বান করিবে।” সনন্দনকে বলিলেন—“বৎস সনন্দন! তুমি অত্ন হইতে “পদ্মপাদ” নামে পরিচিত হইবে।”

সনন্দন এতক্ষণ বিস্মিত এবং নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন এক্ষণে তিনি ব্যাপার বুঝিয়া সলজ্জভাবে আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে আচার্য্যের পক্ষাঘাত আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এইবার শিষ্যগণও তাঁহাদের দোষ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা করষোড়ে আচার্য্যের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—“তোমরা পদ্মপাদের জ্ঞান হইবার চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সফল হইবে।” আহা! ধন্য সেইজন্য যাহার এক্রপ গুরুলাভ হয়।

উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমুদ্বার।

এই ঘটনার অনতিপরেই শিষ্যগণের সমুদয় ভাষ্যগুলির অধ্যয়ন শেষ হইয়া গেল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের পর শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রস্থানের ভাষ্য



রচনা, আচার্য্য কিছু পূর্বেই শেষ করিয়াছিলেন। এইবার শিষ্যগণ-  
কর্তৃক তাহারও অধ্যয়ন শেষ হইল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপাঠে প্রবৃত্ত  
হইলে তদুপজীব্য উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতিরও ভাষ্যপাঠ আবশ্যক।  
যেহেতু এই সকল গ্রন্থই ব্রহ্মসূত্রমধ্যে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে।  
ইহাদের অর্থবোধ না হইলে ব্রহ্মসূত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না।  
ইহাদের অর্থে সংশয়াদি থাকিলে ব্রহ্মসূত্রের অর্থেও সংশয়াদি থাকিয়া  
যায়। আচার্য্য শঙ্করের কৃপায় শিষ্যগণ সে সকলই পাঠ করিলেন।

এইবার শিষ্যগণের ইচ্ছা হইল—ইহার প্রচার। যথেষ্ট উত্তম বস্তু-  
প্রাপ্তি হইলে সকলেরই তাহা অপরকে দিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং  
এ ক্ষেত্রে এরূপ ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। শিষ্যগণের ইচ্ছা হইল—  
জগতে অদ্বৈতব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান প্রচার করেন—বেদান্তের অধ্যয়ন-অধ্যা-  
পনা উত্তমরূপে প্রবর্তিত করেন।

শিষ্যগণের এই ইচ্ছা আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন। যিনি কেবল-  
মাত্র পরেচ্ছাজনিত প্রারদ্ধভোগের জ্ঞান জীবনধারণ করিতেছেন, তিনি  
আর তাহাতে বাধা দিবেন কেন? শিষ্যগণের প্রস্তাবে তিনি তাহাদের  
সঙ্গে বদরীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জ্যোতির্ধামে আসিলেন।  
বদরিকাশ্রমবাসী এইবার অনেকেই আচার্য্যের সঙ্গ গ্রহণ করিল।

এইবার আচার্য্যের লোকালয়ে বাস। কেবল লোকালয়ে বাস কেন—  
রাজধানীতেই বাস। চারি বৎসর ব্যাসগুহায় বাস-কথা ও আচার্য্য-  
চরিত্র শ্রবণ করিয়া দেশবাসী সকলেই তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন  
হইয়াছিল। সুতরাং এখন মহারাজা মহারানী হইতে আরম্ভ করিয়া  
দরিদ্র, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত সকলেই তাঁহার নিকট আসিতে  
লাগিলেন। ইহা এক অপূর্ব দৃশ্য! কোন চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রাহ্মণ-  
পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, কোন চন্দ্রাতপের তলে দলে দলে

লোক সকল ভাষ্য গ্রন্থাদির প্রতিলিপি করিতেছেন, কোন বৃক্ষতলে ইতরসাধারণগণ সন্ন্যাসিগণের উপদেশ শ্রবণ করিতেছে । কোথাও আচার্য-সঙ্গিগণের জন্ত অনব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতেছে—জ্যোতির্ধামে ইহা এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল ।

আচার্য কিন্তু ইহার মধ্যে থাকিয়াও যেন নাই । দৃশ্যবর্জনস্বভাব তাঁহাকে সেই নিগুণভাব হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইতে দেয় নাই । সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনাভ্যাস তাঁহাকে দ্বৈতরাজ্যে আসিতেই দেয় নাই । তিনি পূর্বাভ্যাস্ত সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিয়াই সকলরূপ ব্যবহার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ, দেবদর্শনান্তে নিত্যই আচার্যের দর্শন করিতে আসেন । আচার্যের উপদেশ শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইতেন যে, তিনি একদা দেশময় বিদ্যাচর্চা, সন্ন্যাস এবং দেবপূজার প্রবর্তনে প্রজাবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । গৃহস্থগণকে পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাঋত্বের অনুষ্ঠানে রত হইতে আদেশ করিলেন । যে সকল স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্য বা তান্ত্রিকাচারের প্রাবল্যবশতঃ দেবমন্দিরাদি পূজাশূন্য হইয়াছিল, তাহাতে আবার পূজার প্রবর্তন করাইলেন । বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া বেদগ্রন্থ এবং আচার্যের রচিত বেদান্ত ভাষ্যগুলি লিখাইবার ও প্রচার করিবার আয়োজন করিলেন । দেশময় যেন একটা মহা-ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইল । এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তান্ত্রিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রাবৃত উত্তরাঞ্চলে আবার বৈদিকধর্ম্মের ধ্বজাপতাকা শোভিত হইল ।

নিতান্ত বিরক্তস্বভাব সন্ন্যাসিগণের অধিকদিন রাজধানীতে বাদ ভাল লাগিবে কেন? একাধিক্রমে চারি বৎসর নির্জজন ব্যাসগুহার বাস করিবার পর কি রাজধানীতে বাস তাঁহাদের প্রিয়বোধ হয়?



এইবার শিষ্যগণের হৃদয়ে উত্তরাখণ্ডের পুরাণবর্ণিত তীর্থগুলি দেখিবার ইচ্ছা হইল। স্মতরাং আচার্য্যেরও তাহাই হইল।

জ্যোতির্ধামের মহারাজ ইহা শুনিতে পাইলেন। তিনি আচার্য্যের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্ত এবং এই সঙ্গে দেশের তীর্থগুলির সংস্কার করিবার জন্ত ইচ্ছা করিলেন। স্মতরাং মহারাজও আচার্য্যের সঙ্গী হইলেন। ভগবদিচ্ছা এইরূপেই পূর্ণ হয় এবং ভগবৎ-সেবকের সর্বত্র এইরূপই সুবিধা হইয়া থাকে।

বদরীক্ষেত্রের পরই কেদারক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এদেশে বিশেষভাবে শ্রুত হইয়া থাকে। স্মতরাং শিষ্যগণ আচার্য্য-সঙ্গে এইবার কেদারনাথে যাইবার সংকল্প করিলেন। আচার্য্যকে তাঁহারা যাহা বলেন আচার্য্য সহাস্ত্রবদনে তাহাতেই উৎসাহনহকারে সম্মতি দেন। তাঁহার যাওয়া, না যাওয়া সবই সমান। সুখদুঃখ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সকলই তুল্য।

বদরী হইতে কেদারের পথ অতীব দুর্গম। পথিমধ্যে বহু তীর্থ অবস্থিত। বহু উচ্চ পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। স্মতরাং রাজকর্মচারিগণ আগে আগে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছেন। মহারাজা, আচার্য্য ও শিষ্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন।

এইরূপে সকলে নন্দপ্রয়াগের পথ ধরিয়া কলেশ্বর নামক তীর্থে আসিলেন। পঞ্চকেদারের মধ্যে ইহা পঞ্চম। অনন্তর গোপেশ্বর, অননুয়া দেবী, ক্রন্দ্রনাথ নামক চতুর্থ কেদার এবং তুঙ্গনাথ নামক তৃতীয় কেদারে সকলে আসিলেন। তুঙ্গনাথের ব্রাহ্মণগণ আচার্য্যকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা পরে এখানে একটি আচার্য্যের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

তুঙ্গনাথ ত্যাগ করিয়া বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুরে সকলে আসিলেন। তৎপরে সকলে বাণরাজার কণ্ঠা উষার তপস্ঠান্ধানে

আসিলেন। ইহা মাক্কাতা রাজারও তপস্থান। শ্রীকৃষ্ণ এখানে  
উষাহরণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর সকলে গুপ্তকাশী আসিলেন। তথায় বিশ্বনাথ প্রভৃতি  
দেবদর্শন করিয়া কালীপীঠ, তৎপরে মধ্যমেশ্বর নামক দ্বিতীয় কৈ  
দর্শন করিয়া নারায়ণ-স্থান নামক স্থানে আসিলেন।

অতঃপর মহিষমর্দিনী, শাকম্বরী, ত্রিযুগীনারায়ণ, সোনপ্রয়াগ  
মস্তকহীন গণেশ নামক তীর্থ সকল দর্শন করিয়া সকলে গৌরীকুণ্ড  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরীকুণ্ড গৌরীর তপস্থার স্থান। এখানে একটি তপ্ত জন আছে  
ও একটি শীতল জলকুণ্ড আছে। কেদারের শীত বাহারা সহ্য করি  
পারে না, তাহারা এখানে অবস্থিতি করিয়া নিত্য কেদারেশ্বরের দর্শন  
করিয়া থাকে। এখানে গৌরী, কার্তিকেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।  
এই স্থান হইতে কেদারক্ষেত্রের আরম্ভ। এইস্থানেই গোরক্ষনাথ  
সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গৌরীকুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া টাটপা  
বাসা ভৈরব তৎপরে 'ভীমসেন স্থান' হইয়া কেদারে আসিতে হয়। ইহা

কেদার একটি ত্রিকোণাকৃতি ক্ষেত্র। বদরীক্ষেত্র অপেক্ষা এখানে  
শীত অনেক অধিক এবং ইহা অত্যধিক নির্জন। এখানকার বায়ু  
তরল যে, শ্বাসপ্রশ্বাস যেন আপনি বন্ধ হইয়া আইসে। এখানেও  
তীর্থ বর্তমান এবং প্রত্যেকের মাহাত্ম্যও অনন্ত। ভগবান্ কেদারেশ্বর  
এখানে অতি জাগ্রত। এখানে অতি অল্প তপস্থাতেই আগুতো  
তুষ্ট হন। স্বর্গদ্বারের পথে ইহা তৃতীয় দ্বার। ইহারই পর স্বর্গারোহণ  
পর্বত। পাণ্ডবগণ এই স্থান হইতেই মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন  
দ্রৌপদী, নকুল, সহদেবের পতনস্থান, এই স্থান হইতে দূরে দৃষ্ট হয়  
এখানে পরমেশ্বর যেন সকল ঐশ্বর্য বর্জিত হইয়া শুদ্ধরূপে বিরাজমান।



শিষ্য আচার্য, তৎপরে উত্তরাখণ্ডের মহারাজপ্রভৃতি যথাবিধি ভগবানের পূজাদি করিলেন, এবং স্থানের গুণে সকলে যেন স্বতঃই যাত্রা হইয়া যাইতে লাগিলেন । বাহার জন্ত কত যোগাদির সাধনা করিতে হয়, শিষ্যগণ আজ যেন তাহা অনায়াসেই লাভ করিলেন ।

তপ্ত বারিধারা আনয়ন ।

কিন্তু যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ দেহবোধ বিস্তৃত হওয়া সহজ নহে । বাধা না থাকিলে অনেক সময় অনেকের দেহবিস্মরণ হয় বটে, কিন্তু প্রাণ-সংশয় দারুণশীতোষ্ণমধ্যে সেরূপ করিতে কয় জন সমর্থ হয় ? আচার্য্য দেখিলেন—শিষ্যগণ কেদারের শীতে যারপরনাই কাতর হইয়া পড়িতেছেন । তাঁহাদের তিতিক্ষা-শক্তি আর যেন কুলাইতেছে না ।

করুণার অবতার আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাদের বাসস্থলের সমীপে নীলাকাথায় তপ্ত বারিধারা আছে তাহার অব্বেষণার্থ ধ্যানস্থ হইলেন । কৈশিকপ্রদেশে এ বস্ত্র বাস্তবিক দুর্লভ নহে । অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে পারিলে—বিশেষতঃ এই সব স্থলে, সহজেই তাহা চাপাওয়া যায় । প্রকৃতেও তাহাই হইল । আচার্য্য যোগদৃষ্টিতে নিকটেই ইহা দেখিতে পাইলেন এবং শিষ্যগণকে সেই স্থান নির্দেশ করিয়া হুয়ারাদি অপসারণ করিতে বলিলেন । রাজভৃত্যগণ ইহা শুনিয়া উৎসাহে এইকার্য্যে ব্যাপৃত হইল এবং অতি অনায়াসেই কেদারে হুয়ারমধ্যে তপ্ত বারিধারা লব্ধ হইল । শিষ্যগণ শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন । সদগুরুসঙ্গে শিষ্যের কোন কষ্টই থাকে না ।

গোমুখীর পথে ।

কেদারে এই ভাবে মাসাধিক কাল অবস্থিতি করিয়া সকলের লব্ধাহুসারে আচার্য্য এইবার ভাগিরথীর উৎপত্তিস্থল গোমুখীর উদ্দেশে চলিলেন । কিন্তু এজন্ত পুনরায় গৌরীকুণ্ডে আসিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ

আসিতে হয়। তৎপরে বৃদ্ধকেদার প্রভৃতি কতিপয় দুর্গম তীরে ভিতর দিয়া চিরতুষারাবৃত বহু অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। এইভাবে ক্রমে প্রায় একপক্ষকাল পথ চলিয়া সকলে ভাগিরথী তীরে আসিলেন। এখানে ভাগিরথীর শোভা অতি অপূর্ব। যেন এ ইতিপূর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। অতঃপর এই ভাগিরথী-তীর ধরি ক্রমে সকলে গঙ্গোত্রী নামক স্থানে আসিলেন। গোমুখী যাই পথে এই পর্য্যন্ত লোকের বসতি। ইহার পর আর লোকের বসতি স্থান নাই। শীত এখানে প্রায় কেদারনাথের মত। তথাপি সদ গোমুখীর দিকেই অগ্রসর হইলেন।

#### গোমুখী-দর্শন।

শিষ্য আচার্য্য, মহারাজ ও তাঁহার অমুচরবর্গ এবং বহু তীর্থযাত্রী গোমুখী যাত্রা করিলেন। সেখানে একটু শব্দ হইলে পর্বত হইতে তুষারক্ষেত্র স্থলিত হইয়া পড়ে। জীবনের আশঙ্কা পড়ে গিয়া এজন্য প্রায় লোকে সেখানে যায় না।

গোমুখী আসিয়া আচার্য্য দেখিলেন—চিরতুষারাবৃত পর্বত ভেদ করিয়া বহু উচ্চ হইতে যেন একটা গোমুখাকৃতি স্থানের ভিতর দিয়া অতি নিম্নল বারিধারা নির্গত হইতেছে। এই পর্বতের শিখর অতি বৃহৎ বিন্দু-সরোবর অবস্থিত। উহা চিরকালই তুষারাবৃত থাকে। পুরাণের বর্ণনায় আছে, এই স্থলেই স্বর্গ হইতে গন্ধর্ব্বপতি পতিত হইয়াছেন।

#### গঙ্গোত্রীতে দেবতা-স্থাপন।

যথারীতি তীর্থকৃত্য করিয়া অনতিবিলম্বে সকলে গঙ্গোত্রীর অভিমুখে ফিরিলেন। যেহেতু এখানে বাস অসম্ভব। পশ্চিমধ্যে তুষারপর্বত বহুবার অনেকেরই প্রাণনাশ হইয়া উঠিল। ভগবৎকৃপায়



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৯৫

মহাপুরুষ সঙ্গবশতঃই বোধ হয় তাহাদের প্রাণহানি ঘটিল না। কিন্তু স্থানীয় লোক সকলের মুখে শুনিলেন—গোমুখী বাজীর অনেকেই এই পথে প্রাণ হারায়।

গঙ্গোত্রী আসিয়া আচার্য্য-হৃদয়ে কি উদয় হইল। তিনি সেই স্থলে একটা শিবলিঙ্গ এবং একটা গঙ্গাদেবীর মূর্তি স্থাপিত করিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—“যাত্রীগণ! এই পর্য্যন্ত আসিয়া এই দেবতাদর্শন করিলে তাহাদের গোমুখীদর্শনের ফল হইবে। অতঃপর আর যেন কেহ অগ্রসর না হয়।”

মহারাজের ইঙ্গিতে দেবতাস্থাপন অবিলম্বেই হইয়া গেল। মন্দির-গঠন-কার্য্যও আরম্ভ হইল। আচার্য্য কিছু দিন এখানে থাকিয়া সকলের ইচ্ছানুসারে এইবার দক্ষিণদিকে ভাগিরথী-তীরবর্ত্তী উত্তরকাশীর অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

উত্তরকাশীতে বাদ।

কয়েক দিন পথ চলিয়া আচার্য্য, সকলের সঙ্গে উত্তরকাশীতে আসিলেন। এখানে কাশীধামের সকল দেবদেবীই আছেন, গঙ্গাও উত্তরবাহিনী। স্থানটী একটা ক্ষুদ্র সমতল-ক্ষেত্র। চারিদিকে গগন-স্পর্শী উচ্চ শৈল-শিখর। সাধকের সাধনার যেন একটা গুপ্তস্থল।

এই সময় আচার্য্যের ষোড়শ বৎসর সম্পূর্ণপ্রায়। তাঁহার মনোভাব যেন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন আর ভ্রমণে প্রস্তুত নহেন। শিষ্যগণও যেন ক্লান্ত পথশ্রান্ত। জ্যোতির্ধামের মহারাজ, আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের এইরূপ বিশ্রামপ্রিয়-ভাব দেখিয়া আচার্য্যের নিকট রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি চাহিলেন। আচার্য্য, বাহা ঘটে তাহারই জন্ত যেন সদাই প্রস্তুত। তিনি পরম প্রীতি-সহকারে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। মহারাজ

দেশের মধ্যে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত কৃতসংকল্প হইয়া গৃহ ফিরিলেন। এইরূপে আচার্যের আগমন-উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডে যাবতীয় তীর্থের পুনঃসংস্কার সাধিত হইল—বৈদিক মতে আবাস দেবদেবীর পূজাপ্রভৃতি প্রচলিত হইল।

ব্যাসদর্শন ও শঙ্করের ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্তি।

আচার্য সর্বসংকল্পপরিশৃঙ্খ হইয়া নিশ্চিন্তমনে উত্তরকাশীতে থাকিতেছেন। শিষ্যগণের আগ্রহে কেবল তাহাদিগকে অধ্যাপন করেন, আর কোন কথাই বলেন না। শিষ্যগণের জ্ঞাতব্য কি বুঝাইবার জন্ত পূর্বে যেরূপ একটা উৎসাহ দেখা যাইত, এখন তাহার কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দেন। কেবল দে সমাধিস্থ থাকিবার ইচ্ছা। প্রসঙ্গক্রমে যদি কোন কথা বলেন—তাহা হইলে তাহা কি করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিতে হয়, অথবা জ্ঞানিগণ শরীররক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি যাহা করেন তাহা তাঁহাদের প্রারম্ভিক ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে—দেহরক্ষার যে প্রবৃত্তি, তাহাও অজ্ঞানের ফল—ইত্যাদি। আচার্য এখন এইরূপ কথাভিন্ন অন্য কোন কথাই প্রায় কহেন না।

কাশীবাস করিতে করিতে আচার্যের এই ভাবান্তর পদ্মপাদগুরু শিষ্যগণ সকলেই লক্ষ্য করিলেন। তন্মধ্যে গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদ ভাবনা কিছু বিশেষ আকার ধারণ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সহসা আচার্যের কেন এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল! আচার্য নিরীক্ষণলাভের আয়োজন করিতেছেন?

পদ্মপাদ আচার্যের বাল্যজীবনের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি তাহা স্মরণ করিয়া স্থির করিলেন—আচার্যের এই ভাবান্তরের কারণ আর কিছুই নয়—ইহা তাঁহার ষোড়শ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া



## শঙ্কর-চরিত্র।

৯৭

এইজ্ঞাই বোধ হয় তাঁহার নির্বাণলাভের প্রবৃত্তি হইয়াছে। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার জীবনসংশয়ের কথা ছিল, তাহা কুস্তীর-আক্রমণে পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার যে জীবনসংশয়ের কথা আছে, তাহাই তাঁহার এই দেহত্যাগের বাসনারূপে প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানিগণ পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধবশে জীবনধারণ করেন, তাঁহার তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। কারণ, বেদান্তের ভাষ্যরচনা এবং আমাদিগকে শিক্ষাদ্বারা গুরুগোবিন্দপাদ এবং বিশ্বনাথের আদেশও প্রতিপালিত হইয়াছে; তাঁহার আর কর্তব্য ত নাই। তিনি আর কি জ্ঞাত দেহভার বহন করিবেন? তাহার পর জ্ঞান এবং যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া বাসনা-ক্ষয়ও হইয়াছে, অনেক অদ্ভুত ক্ষমতাও জন্মিয়াছে। সেহজ্ঞাই বোধ হয়—তাঁহার নিজেরই মনে উদ্ভিত নির্বাণবাসনার ফলে দেহত্যাগে প্রবৃত্তি হইয়াছে। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যে প্রারব্ধভোগ করেন, তাহা নিজ ইচ্ছাতে জ্ঞাতসারেই করেন। প্রারব্ধের অন্তথা করিবার শক্তি থাকিলেও তাঁহাদের সেরূপ ইচ্ছাই হয় না। যাহা হউক আচার্য্যকে এখনই নির্বাণলাভ করিতে আমরা দিব না। আমরা যেমন করিয়া পারি—তাঁহাকে দেহত্যাগে বাধা দিব। আমরা তাঁহাকে অধ্যাপনা-কার্য্যেই ব্যাপৃত রাখিয়া নির্বাণচিন্তা হইতে বিরত রাখিব।”

এইরূপ স্থির করিয়া পদ্মপাদ অপর শিষ্যগণ সহ ভাষ্যাধ্যয়নে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু অত্মদিকে বিধাতাও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ব্যাসদেবের মনে ইচ্ছার উদ্রেক করিলেন।

ব্যাসদেবের মনে ইচ্ছা হইল—আচার্য্যের দ্বারা জগতে বৈদিকধর্মের আরও উত্তমরূপে প্রচার করাইতে হইবে—বেদান্তসিদ্ধান্তকে আরও হৃদয় ভিত্তির উপর সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। আর এই সময়ে ভগবান্ শঙ্কর আচার্য্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার বেদান্তসূত্রের

যে ভাষ্য করিবেন, তাহা ব্যাসদেবের জানাই ছিল। সুতরাং 'জিহ্বা' তাঁহার গ্রন্থের ভাষ্য দেখিতে এবং আচার্য্যকে আরও কিছুদিন জগদীশ্বর রাধিবীর অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশে আচার্য্যসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্যাসদেবের সহিত বিচার ।

একদিন প্রাতঃকালে আচার্য্য শিষ্যগণকে ভাষ্য পড়াইতেছেন এমন সময়ে এক অতিবৃদ্ধ পলিতকেশ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে তথায় আদি উপস্থিত হইলেন। 'বৃদ্ধব্রাহ্মণ' দেখিয়া পাঠ বন্ধ করিয়া সকল সম্মানে তাঁহাকে আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ, আসনগ্রহণ না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—“এখানে কে একজন ব্রহ্মসূত্র অধ্যাপনা করিতেছেন শুনিতেছি ; তিনি কোথায় ? আপনারা কি জানেন ?”

শিষ্যগণ আচার্য্যকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—“ইনিই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, আমাদের গুরু এবং আচার্য্য।”

বৃদ্ধব্রাহ্মণ একটু তাম্বিল্যভাবে বলিলেন—“আঃ, “ভাষ্যকার” প্রয়োগ করা কেন ? কলিকালে আবার ভাষ্যকার !”

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী ও বাক্য শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। আচার্য্য তখন আসন ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধকে আসন দিলেন। তেজস্বীগণ তেজঃ এইরূপেই সকলের নিকট সম্মান আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মণ আদ্য গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকে বসিতে বলিলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে ক্রমে শিষ্যগণও উভয়কে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। সকল উদ্গ্রীব ; বৃদ্ধ কি বলেন—শুনিবেন।

অন্যকথা না কহিয়া বৃদ্ধ একেবারেই বলিলেন—“আপনাকে ইহারা সকলে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন ; আচ্ছা, বলুন দেখি তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদঃপ্রথম সূত্রের অর্থ কি ?”

আচার্য্য স্বভাবমূলভ প্রসন্নগম্ভীরভাবে বলিলেন—“জীব যখন



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৯৯

দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরগ্রহণের জন্ম যায়, তখন সে দেহবীজ যে সূক্ষ্মভূত, সেই সূক্ষ্মভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ে প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে। তাহারই দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হইতে পারে। অতএব পূর্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, ভূতসূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইয়া নিরাধারভাবে প্রাণাদির গমন সম্ভবপর হয় বলিয়া মুক্তিসাধনকালে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া যায় যে, ভূতসূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায় বলিয়া মুক্তির সাধনে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে।”

বুদ্ধ অমনি আপত্তি করিলেন। আচার্য্যও তাহার উত্তর দিলেন। বুদ্ধ আবার আপত্তি করিলেন, আচার্য্যও তখনই তাহার উত্তর দিলেন। এইরূপে বুদ্ধ যতই আপত্তি করেন, আচার্য্য ততই উত্তর দেন। বুদ্ধের আপত্তির বিরাম নাই। আচার্য্যেরও উত্তরের অভাব নাই।

প্রসঙ্গক্রমে নানা বিচারেরই অবতারণা হইল। সমগ্র বেদান্তসূত্রেরই আলোচনা হইতে লাগিল। জীব, জগৎ, মুক্তি ও ব্রহ্মের স্বরূপ, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতি সকল কথাই উঠিল। কেবলই প্রশ্ন, আর কেবলই তাহার উত্তর। আচার্য্য উত্তরমাত্র দান করিয়া চুপ করেন। আর বুদ্ধ তাহাতে প্রশ্ন করেন। আপত্তি ও উত্তর ভিন্ন আর কোন কথাই নাই। উভয়ের গাভীর্ঘ্য, উভয়ের বিচার-পটুতা ও পরিমিতভাষিতা দর্শনীয় বিষয় হইল।

শিষ্যগণ এ পর্য্যন্ত এরূপ বিচার শুনে নাই। আচার্য্যের এরূপ প্রতিভাও দেখেন নাই, আর অপরের এরূপ বিদ্বাবত্তাও দেখেন নাই। সকলেই যেন কাষ্ট-পুতলিকার ত্রায় নীরব নিষ্পন্দ। ক্রমে মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত হইল। মন্তকোপরি মার্জিতদেব সকলকেই তাপিত করিয়া তুলিলেন। বুদ্ধ তখন—“আচ্ছা, কল্য হইবে” বলিয়া গাত্রোত্থান

করিলেন এবং গঙ্গাস্নানাদি করিয়া যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন। আচার্য্য-প্রমুখ সকলেই তাঁহার সম্মানে বিদায় দিলেন। বিচার আদর কোথায় নাই ?

পরদিন প্রভাত হইল। আচার্য্য অধ্যাপনার প্রবৃত্ত হইলে ক্ষণকাল পরেই ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ দেখা দিলেন। আচার্য্যপ্রভৃতি সকল তাঁহাকে পূর্ববৎ অভ্যর্থনা করিয়া আসন দিলেন। বুদ্ধ আসন করিয়াই বিচারারম্ভ করিলেন। আচার্য্যও হাসিতে হাসিতে তাঁহার উত্তর দিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে অণু কথা নাই। বিশ্ব ঐশ্বর্য্য কোন পক্ষই নাই। বিশেষ এই যে, বুদ্ধের দৃঢ়তা আগ্রহ, আর আচার্য্যের প্রফুল্ল-ঔদাসীন্য-ভাব।

এই ভাবে সপ্তাহ অতীত হইল। কোন পক্ষই দুর্বল নদে উভয়ই যেন বিচার অনন্ত প্রশ্রবণ। কাহারও ন্যূনতা নাই। গণের সম্মানজ্ঞান উভয়ের প্রতি সমানভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এ এক অপূর্ব দৃশ্য। সাতদিন এইরূপ তুমুল বিচার হইতেছে, আচার্য্য বিচারান্তে কাহাকে কোন কথাই বলেন না। এত বড় একটা বিচার হইতেছে, তাহার কোন চিহ্নই আচার্য্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার পূর্বেও যে ভাব এখনও সেই ভাব। বাধা না পাইলে তিনি স্বয়ং বিভোর হইয়া যান।

অণু কিন্তু পদ্যপাদ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি আচার্য্য চরণপ্রান্তে বসিয়া স্বযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—“ভগবৎ এ বৃদ্ধটী কে ? এরূপ বিচ্যবত্তা ত এ পর্য্যন্ত দেখি নাই ! এ সাক্ষাৎ বেদব্যাস ! এত বেদ কণ্ঠস্থ ত দেখা যায় নাই ! আচার্য্য ব্যাসদেব ত ছলনা করিতে আসিতেছেন না ?”

আচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—“পদ্যপাদ ! সত্য বলিয়াছ। ইনি



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১০১

ব্যাসদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন। আচ্ছা! অতঃ যদি আসেন ত  
অগ্রে তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিব।”

বিচারের অষ্টম দিন প্রভাত হইল। আচার্য্য শিষ্যগণ-পরিবৃত  
হইয়া যথারীতি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়, সেই বৃদ্ধের  
আগমন হইল। সকলে সসম্মুখে তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থনা করিয়া  
আসন প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন। আচার্য্য তখন হাসিতে হাসিতে  
বলিলেন—“মহাত্মন! আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কিন্তু একটা  
নিবেদন আছে। আমার এই শিষ্যটি কল্য আমায় বলিতেছিলেন—  
আপনি বোধ হয় সেই মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আমাদিগকে ছলনা  
করিবার জন্য আসিতেছেন। ইহা কি ঠিক?”

বৃদ্ধ তখন হাসিয়া বলিলেন—“হাঁ, আপনাদিগের অহুমান সত্য।”

আচার্য্য তখন তাঁহাকে সেই আদিগুরুর সম্মান প্রদর্শন করিয়া  
বলিলেন—“ভগবন্! যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন, তবে স্বীয় স্বরূপ  
প্রদর্শন করুন, আমরা আমাদের সেই পরমপরাংপর গুরুদেবের পূজা  
করিয়া ধন্ত হই।”

বৃদ্ধ এইবার ধরা পড়িলেন। হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের  
সেই পুরাণবর্ণিত রূপ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণকায়, বিশালবপু,  
জটাভারবিলম্বিত রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন আচার্য্য শঙ্কর  
হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য্যের যাবতীয় শিষ্য একে একে ভগবান্  
ব্যাসচরণে মন্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। সকলেই  
ধন্ত হইলেন।

আচার্য্য তখন প্রফুল্লিত ভাবে বলিলেন—“ভগবন্! আপনারই  
হস্তের ভাষ্য করিয়াছি, হুতরাং আর বিচারের কি প্রয়োজন? আপনি

ভাষ্যখানির প্রতি দৃষ্টি করুন, যদি অভিযত হয় প্রচারিত হই  
নচেৎ বিলুপ্ত হউক ।”

এই বলিয়া আচার্য ভাষ্যখানি ব্যাসদেবের হস্তে প্রদান করিলেন  
ব্যাসদেবও সানন্দচিত্তে উহা গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন । উহা  
কাশীতে অল্প যেন দ্বাপরযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে । ব্যাসসনে থাকা  
যেন বেদবিদ্যা গ্রহণ করিতেছেন ।

ব্যাসদেব ভাষ্য পড়িতে লাগিলেন । মুখে কখন আনন্দ, কখন  
বিস্ময়, কখন বা অভিনিবেশের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল । আর  
ও তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই স্থির, কাহারও কোনরূপ উৎকণ্ঠা  
বা কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই । সময়ের জ্ঞান সকলেরই যেন পরি  
হইয়া গিয়াছে । সুতরাং ব্যাসদেব ক্রমে ক্রমে দ্রষ্টব্য সকল স্থল  
দেখিয়া ফেলিলেন এবং নিতান্ত আনন্দ সহকারে বলিলেন—“ভগবৎ  
শঙ্কর অবতার গ্রহণ করিয়া আমার সূত্রের ভাষ্য করিবেন—ইহা  
জানিতাম, এক্ষণে আপনিই সেই তিনি কি না, জানিবার জন্ম  
আমার সূত্রের ভাষ্য কিরূপ হইল দেখিবার জন্ম আমি আপনার  
আসিয়াছি । তা’ ভাষ্য আপনার উপযুক্তই হইয়াছে । আমার  
অর্থার্থই সম্যকরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে । স্থলে স্থলে আমার অভি  
অতিরিক্ত বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইতে দেখিলাম এবং কোন কোন  
আমার সূত্রের প্রতি কটাক্ষও করা হইয়াছে । আমি কিন্তু  
অত্যধিক পরিতুষ্টই হইয়াছি । যেহেতু সূত্র বলিয়া আমি  
মনোভাব অনেকস্থলে সম্যক ব্যক্ত করি নাই । মুখে মুখে  
বিচার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলাম । যে সব স্থলে সূত্রের  
ধরিলে ভ্রমই হইবার সম্ভাবনা, আর দার্শনিকগণ সাম্প্রদায়িক  
অভাববশতঃ সেই সকল স্থলে অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন, সেই



স্থলেই আপনি সূত্রের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহাতে আমার আনন্দ অত্যন্ত অধিক হইতেছে। আপনি শঙ্কর-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই আমার সূত্রের এই ন্যূনতা এবং অস্পষ্টতা সাধারণের নিকট ভাষ্যদ্বারা দূর করিতে পারিলেন। আপনার এই জন্ম-কর্ম-কথা আমি হিমালয়ে এক বজ্রকালে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় আপনার গুরু গোবিন্দপাদের মুখে তাহা শুনিয়াছেন। গোবিন্দপাদ ও তাহার গুরু গোড়পাদপ্রভৃতি আমারই শিষ্যসম্প্রদায়। গোড়পাদ আমার পুত্র শুকের নিকট সাক্ষাৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আপনি সূত্রেরাং আমারই মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সূত্রদ্বারা জগতে আবার প্রকৃত বৈদিকধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে সূত্ররচনার শ্রম আমার সকল হইল। আমি আশীর্বাদ করিতেছি—আপনার ভাষ্য জগতে অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে।”

আচার্য শঙ্কর তখন মস্তক অবনত করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! তাহা হইলে আমার কার্য শেষ হইয়াছে।”

ব্যাসদেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“কিন্তু হে শঙ্কর! আর একটা কর্ম অবশিষ্ট আছে। ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ প্রস্থানত্রয়াত্মক বেদান্তের “ন্যায়প্রস্থান” বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রুতি ও স্মৃতি নামক বেদান্তের আরও হইট প্রস্থান আছে। সেই প্রস্থানদ্বয়ের ভাষ্য না করিলে সূত্রভাষ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব আপনাকে সে কার্যটাও করিতে হইবে। তাহার পূর্বে আপনার কার্য শেষ হইতে পারে না।”

আচার্য তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আপনার আশীর্বাদে তাহাও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আপনি অহুগ্রহ করিয়া দেখিবেন কি?”

এই বলিয়া আচার্য শঙ্কর তাহাও ব্যাসদেবের হস্তে দিলেন।

ব্যাসদেব আগ্রহ-সহকারে ভাষ্করগুলি দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি দেখিয়া বলিলেন—“হা, সকলই সম্পন্ন হইয়াছে দেখিতেছি। আপনার কার্য্য, কৈ আর অবশিষ্ট ত দেখি না।”

আচার্য্য শঙ্কর তখন বলিলেন—“তবে অনুমতি করুন—আমি স্বস্বরূপে অবস্থিত হই, বৃথা দেহসম্বন্ধ পালন করিবার আর্য্য প্রয়োজন কি?”

ব্যাসদেব ইহা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঈষদ্ হাস্য করিলেন। কারণ, তিনি যে শঙ্করকে আয়ুদান করিতেও আসিয়াছেন, তাহার শিষ্যগণ কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ক্ষণপরে ব্যাসদেব বলিলেন—“না, আপনি ওরূপ কর্ম্ম এখন করিবেন না। আপনার কার্য্য এখন সম্পূর্ণ হয় নাই। একটা মহৎ কর্ম্মই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এখনও ভারতের প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনন্দ করা হয় নাই। নচেৎ জনসাধারণ বেদান্তার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মহৎ লোক যাহা করেন, সাধারণ ব্যক্তি তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব আপনি এখন দেহত্যাগ করিবেন না।”

আচার্য্য বলিলেন—“ভগবন্! আমার ষোড়শবৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বিশেষ কোন দৈব-নির্ধারিত না হইলে এই সময়ই আমার দেহান্ত হইবার কথা। আর কিছুদিন হইতে আমার মনে কেবলই দেহত্যাগের প্রবৃত্তিও উদ্ভূত হইতেছে। অতএব আপনার সমক্ষে সমাধিষোভা আমি দেহত্যাগই করি—আপনি আমার অনুমতি দিন। আপনার জগতের হিতসাধন করুন। আপনারা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? আপনি ত এই জন্যই চারিযুগই বর্ত্তমান থাকিবেন। আর



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১০৫

আপনার কৃপা হইলে এই শিষ্যগণও সেই প্রচারকার্য করিতে পারিবেন ।

“হঁ, আমার আর দেহধারণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না ।”

ব্যাসদেব তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“হঁ, আপনার ষোড়শ সংসারে যে জীবনসংশয়, তাহা আপনার স্বেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ । আপনি সমগ্র সময় নিজেই ইচ্ছা করিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিবেন । জ্ঞানের অপরূপতায় এইরূপই হয় । আমি ইহা বুঝিয়াই আপনাকে আরও কিছুদিন এ সংসারে রাখিতে আসিয়াছি । এ কার্য অপর কাহারও হাঙ্গামা সম্ভব নয় । এ কার্য করিতে হইলে বিশেষ শক্তির আবশ্যকতা ।

আমার আশীর্ব্বাদে আপনি আরও ষোড়শ বৎসর জগতে থাকিবেন, নীতিমধ্যে আপনার দেহান্তকারী এমন কিছুই ঘটবে না । অতএব আপনি প্রথমে কৰ্ম্মবাদের অগ্রণী দ্বিধিজয়ী কুমারিল ভট্টাদিকে পরাজিত করুন । তৎপরে অপরাপর পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিবেন । বৌদ্ধ, জৈনপ্রভৃতি অবৈদিকমতাবলম্বী পণ্ডিতবর্গকে কুমারিলই পরাজিত করিয়াছেন । অতএব সে দিকে আর আপনাকে বেশী মনোনিবেশ করিতে হইবে না । কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি আপনার মত গ্রহণ করিলে সত্যতাবাদী প্রায় সকলেই আপনার মত গ্রহণ করিবে ।”

আচার্য্য ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন । বোধ হয় ভাবিলেন—“হাই তাঁহার আয়ুর্বুদ্ধির পক্ষে দৈবনির্ভর । লগ্নস্থ বৃহস্পতির দ্বারা তাঁহার আয়ুর্বুদ্ধির কথা । গুরুই বৃহস্পতি, তাই আমাদের সম্প্রদায়ের সেই আদিগুরু ব্যাসদেবের আশীর্ব্বাদে আয়ুর্বুদ্ধি হইল । অতঃপর তিনি বৃহস্পতির উদাসীনভাবে বলিলেন—“আচ্ছা, আপনার যেরূপ আশঙ্কা হয় তাহাই হইবে ।”

শিষ্যগণের এখন আর আনন্দ ধরে না । পদ্মপাদ আনন্দে আত্মহারা । তিনি অগ্রে গিয়া ব্যাসদেবের পদধূলি লইলেন এবং

তৎপরে আচার্যকে প্রণাম করিলেন। অপর শিষ্যগণও একে তাহাই করিলেন। সকলের মহা আনন্দ। আচার্য, শিষ্যগণের সঙ্গে দেখিয়া ঈষদ্ হাস্যমাত্র করিলেন।

এদিকে মধ্যাহ্ন অতীত, অপরাহ্ন সমাগতপ্রায়। কাহারও তৃষ্ণা নাই। সময়ের জ্ঞান সকলেরই বিলুপ্ত। ব্যাসদেব দৃষ্টিপাত করিয়া গাত্ৰোত্থান করিলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিতে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। শিষ্যগণ যেন এতক্ষণ তপোলোকে ছিল। এইবার যেন মর্ত্যলোকে ফিরিলেন। আচার্য পূর্ববৎ প্রসন্নগম্ভীর অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল আচার্যের মনে যেন অজ্ঞাত দিগ্বিজয়ের প্রবৃত্তি উদ্ভিত হইতে লাগিল। নিজ আত্মার সাক্ষি অবস্থিতিশীল শঙ্কর তাঁহার মনোবাজ্যের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কিন্তু গুণাভীত পুরুষ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির আকাজক্ষা করেন না। তিনি তাঁহার এই শুভ বাসনার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আচার্য যেন নূতন জীবন আরম্ভ হইল, তাঁহার ষোড়শ বৎসরের ফাঁড়া এই কাটিয়া গেল।

কুমারিল ভট্টের পরিচয়।

এই ঘটনার পর কয়েক দিন মাত্র আচার্য সশিষ্য উত্তরকান্ধারী অবস্থান করিলেন। ব্যাসদেবের কথায় শিষ্যগণেরও কুমারিল সমীপে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু কুমারিল এখন কোথায়? তত দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন—ইহাই আচার্য প্রভৃতি সকলেই জানিতেন। আজ চারি বৎসর নির্জন দিগ্বাস করিয়া তাঁহার কোন সংবাদ কেহই শুনিতে পান নাই। পদ্মপাদের ইচ্ছা হইল—কুমারিল এখন কোথায় অগ্রে স্থির



কয়েকটা শিষ্য কুমারিলের সবিশেষ পরিচয়ের জন্য উৎসুক হইলেন। সকলে এখন উত্তরকাশীর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট হইতে কুমারিলের সংবাদসংগ্রহের জন্য ইচ্ছা করিলেন।

বাস্তবিক এ সময় ভারতের বৈদিক-ধর্মাবলম্বী সকলেই কুমারিলের নিকট কৃতজ্ঞ। কুমারিলের যশোগান সকলেই করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমাত্রেই কুমারিলের সংবাদ রাখেন। অল্প অল্পসম্বন্ধেই একজন পণ্ডিতের নিকট কুমারিলের সন্ধান পাওয়া গেল। ইনি, কুমারিলের কথা জিজ্ঞাসা করায় কুমারিল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। ইনি প্রায়ই আচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—“কুমারিল সমগ্র ভারত বহুবার দিগ্বিজয় করিয়া এখন কিছুদিন হইল প্রয়াগেই বাস করিতেছেন। তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় আর কোথাও যাইবেন না। কয়েক দিন মাত্র অতীত হইল, কয়েকজন তীর্থযাত্রীর মুখে শুনিলাম—তিনি এখনও প্রয়াগেই বাস করিতেছেন।

ব্রাহ্মণকে কুমারিল সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ দেখিয়া শিষ্যগণ কুমারিলের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষতঃ ব্যাসদেবের মুখে কুমারিলের প্রশংসা শুনিয়া কুমারিল সম্বন্ধে তাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা প্রবলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমরা কুমারিল সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি শুনুন। সত্য মিথ্যা কতদূর তাহা বলিতে পারি না।”

“কুমারিল ভট্ট দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। চোলদেশে ইহার জন্মস্থান। ভারতে বৈদিকধর্মের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার কালে ইনি প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছেন বলিলে ইহার কতকটা পরিচয় দেওয়া হয়। কুমারিল, বৌদ্ধ-জৈন-প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় অবৈদিক

ধর্মাবলম্বীগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া বৈদিকধর্মের কর্মকাণ্ডে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধাদি যেমন বেদবিরোধী, ইনি তদ্রূপ বেদানুরাগী; বৌদ্ধাদি যেমন বেদোচ্ছেদকারী ইনি তদ্রূপ বেদপ্রতিষ্ঠাকারী। বৈদিকধর্মাবলম্বী দার্শনিকগণও মীমাংসক কুমারিলের প্রভাবভিত্তিক। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, এমন কি বৈদান্তিকগণও কুমারিলের দৃষ্টিভঙ্গির যশোগান করিয়া থাকেন। ইহার প্রভাব জীবনের পরিচয় শুদ্ধ—”

ইনি বাল্যাবধি বেদানুরাগী ছিলেন এবং পরে একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। অসামান্যবুদ্ধিমান বুদ্ধপ্রভাকর মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যের উপর যে বৃত্তি করিয়াছিলেন, কুমারিল জ্ঞানী এমনই পণ্ডিত হন যে, তাঁহারও দোষ প্রদর্শন করেন। মীমাংসায় প্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হন।

- কুমারিল, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধনৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির খুল্লতাত। ধর্মকীর্তি জন্মভূমি চোলরাজ্যের অন্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থান। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহারও জন্মস্থান। ধর্মকীর্তির পিতা পরিব্রাজক করুনন্দ ইহার ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মকীর্তি ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে বেদ বেদাঙ্গ ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রপারগামী হন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞানের জগৎ কুমারিলের দিগন্ত হন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হইয়া তাড়িত হন ও মগধে আসিয়া এখানে আসিয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু ধর্মপালের শিষ্য হন। ধর্মকীর্তি যে দিন প্রস্থান করেন সেই দিন কুমারিল নাকি ব্রাহ্মণভোজন করিয়া

এই ধর্মপাল কাঞ্চীবাসী। তথাকার এক মন্ত্রী ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া নালন্দায় পলাইয়া আসেন ও পরে মঠাধ্যক্ষ হন। পূর্ববাসী বঙ্গবাসী শীলভদ্র ইহার অন্য এক প্রসিদ্ধ শিষ্য। ধর্মপাল ও ভট্টকীর্তি মিলিত হইয়া পাণিনির উপর বেদবৃত্তি করেন। ইনি, শুনা



যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্মপাল বিচারে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও জৈনগণের পরাজয় করিয়াছিলেন। কৌশলীতে এক বিচারে ইহার বশ অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই ধর্মপালের নিকট হইতে বৌদ্ধমত শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্মকীর্ত্তি কুমারিলকে বিচারে পরাজিত করেন। তাহাতে কুমারিল, পণ-অনুসারে বৌদ্ধ হইতে বাধ্য হন। বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ প্রায় তিনমাস বিচার করিয়া ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। জৈনগণকেও ইনি পরাজিত করেন। \*

এই ধর্মকীর্ত্তির নিকট পরাজিত হইয়া কুমারিল নালন্দা বিহারে আসিয়া ধর্মপালের শিষ্য হইলেন। তাঁহার নিকট বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কুমারিল অন্তরে কিন্তু বৈদিক। কয়েক বৎসরের পর কুমারিলের শিক্ষা শেষ হইল। এই সময় একদিন শুনা যায়, বৌদ্ধগুরু সভামধ্যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বহু শ্রোতৃবর্গ এবং কুমারিল প্রভৃতি বহু শিষ্য সেই সভায় উপস্থিত। বৌদ্ধগুরু শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে করিতে ভীষণভাবে বেদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কুমারিল ধীরভাবে অধোবদন হইয়া সকলই শুনিতেছিলেন। কিন্তু শেষকালে ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। দরদর ধারায় তাঁহার পরিধেয় বসন ভিজিয়া গেল। পার্শ্ববর্তী ভিক্ষু একজন ইহা দেখিলেন এবং কুমারিলের পূর্বকথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন—বিষয়টি গুরুদেবের গোচর করা উচিত। ভিক্ষু, কুমারিলের প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গুরুদেব দেখিয়া কুমারিলের

\* ধর্মপালের নহগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে প্রধান ষষ্ঠা—(১) আলম্বনপ্রত্যয়ধ্যানশাস্ত্রব্যাখ্যা, (২) বিভাসাত্ত্বসিদ্ধিশাস্ত্রব্যাখ্যা, (৩) সংশাস্ত্রবৈপুলব্যাখ্যা। ধর্মকীর্ত্তির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ষষ্ঠা—(১) প্রমাণবার্ত্তিককারিকা, ইহা দিগ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়ের স্বপ্ন, (২) প্রমাণ-বার্ত্তিকবৃত্তি, (৩) প্রমাণবিনিশ্চয়, (৪) ন্যায়বিন্দু, (৫) হেতুবিন্দু বিবরণ, (৬) তর্কস্বায় বাদস্বায়, (৭) সম্তানাস্তরাসিদ্ধি, (৮) সম্বন্ধপরীক্ষা, (৯) সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি। .



মনোভাব বুঝিলেন, এবং একটু বিরক্ত হইয়া কুমারিলকে বলিলেন—  
 “আপনার ক্রন্দনের হেতু কি? আমার মনে হইতেছে—আপনার  
 বেদের উপর শ্রদ্ধা এখনও যায় নাই এবং আপনি ভান করিয়া বোকা  
 সাজিয়া আমাদের বিচ্যগ্রহণ করিতেছেন।”

কুমারিল গুরুবাক্যে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া  
 বিনোদভাবে বলিলেন—“আপনি বেদবিষয়ে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া  
 ছেন—ইহাই আমার রোদনের হেতু।”

ইহাতে গুরুদেব আরও রুষ্ট হইলেন। তিনি তখন কুমারিলকে  
 বলিলেন—“আপনি প্রমাণ করুন আমি কি অন্যায় বলিয়াছি।”

ক্রমে কুমারিলের সঙ্গে বেদের প্রামাণ্য লইয়া ভীষণ বিচার উপস্থাপিত  
 আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ বিচারের পর বৌদ্ধগুরু কুমারিলের যুক্তি  
 জর্জরিত হইলেন। শেষে কুমারিল বলিলেন—“সর্বজ্ঞের উপদেশ  
 জীব সর্বজ্ঞ হইতেই পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া বেদ মণি  
 নাই—ইহা তাঁহার চৌর্য্য ভিন্ন আর কি?” ইহা শুনিয়া বৌদ্ধগুরু  
 অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—“তোমায় এই উচ্চ প্রাণ  
 হইতে ফেলিয়া দিয়া প্রাণবধ করা উচিত।”

সূর্য্যের উত্তাপ অপেক্ষা বালুকার উত্তাপ অসহ্য হইয়া কুমারিল  
 ভিক্ষু শিষ্যগণ ইতিপূর্বে অতিশয় উত্তেজিত হইয়াই ছিলেন। তাঁহাদের  
 কুমারিলকে টানিয়া লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক সেই অতি উচ্চ ছাদ হইতে  
 ফেলিয়া দিলেন। পতনকালে কুমারিল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“বৌদ্ধ  
 যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আমি যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাকি।”

ভূতলে পতিত হইয়া কুমারিলের প্রাণবিয়োগ হইল না। এমন  
 তিনি বিশেষ আঘাতই প্রাপ্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণ ইহা দেখিয়া  
 একেবারে স্তম্ভিত হইল। তিনি তখন বলিলেন—“ওহে



রায়ণ বৌদ্ধগণ ! আমি দেখিতেছি আমার একটা চক্ষুতে একটুমাত্র  
 দ্বাভা লাগিয়াছে । আমার এ ক্ষতিও হইত না, যদি আমি—“বেদ  
 যদি প্রমাণ হয়” এইরূপ সংশয়াত্মক বাক্যপ্রয়োগ না করিতাম । “বৌদ্ধগণ  
 এখন কুমারিলের দৈবশক্তি অহুমান করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ।  
 ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্তর ঘটনাস্থলে আসিলেন এবং  
 মতি যত্নসহকারে কুমারিলকে লইয়া গেলেন । বৌদ্ধগণ ইহাতে  
 যারপরনাই ব্যথিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । পরে উভয়পক্ষের  
 মায়োজনে এক বিরাট বিচারের ব্যবস্থা হইল । দেশবিদেশ হইতে  
 উভয়পক্ষের পণ্ডিতগণের সমাগম হইল । ধর্মকীর্তি প্রভৃতি সকলেই  
 উপস্থিত হইলেন । দেশের রাজাপ্রজা সকলেই উপস্থিত ।

বিচারের পণ হইল—বিজ্ঞেতার মতগ্রহণ অথবা তুহানলে প্রাণ-  
 ত্যাগ । উভয়পক্ষই তাহাতে সম্মত হইলেন । যন্ত্র উভয়পক্ষের সত্য-  
 ণিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা । যথারীতি বিচার হইল । বৌদ্ধগণ  
 বিধাধাধ্য চেষ্টা করিয়াও জয়ী হইতে পারিলেন না । বিধাতার ব্যবস্থা  
 প্রক যন্ত্রের দ্বারা অন্যথা করা যায় ? বৌদ্ধগুরু বলিলেন—“আমি বিচারে  
 পরাজিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বৌদ্ধমতে আমার বিশ্বাস নষ্ট হইল না ।  
 বিচারে জয়ের কারণ—প্রতিভা । যাহা হউক আমি ভগবান্ বুদ্ধের  
 মত ত্যাগ করিব না—প্রাণত্যাগই আমি বরণ করিলাম ।” এই বলিয়া  
 বৌদ্ধগুরু তুহানলে সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন । ফলে রাজগৃহের  
 বৌদ্ধপ্রাধান্য চিরদিনের জন্য অন্তমিত হইল । পণ্ডিতগণ নিজ নিজ  
 দিগানে চলিয়া গেলেন ।

কুমারিলের এই বিজয়, ব্রাহ্মণগণকে যারপরনাই উৎসাহিত করিল ।  
 বংশধর কৃষ্ণগুপ্তের বংশধর আদিত্যসেন কুমারিলের উপর এতই  
 হিংস্র হইলেন যে, তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিলেন ।

মগধের প্রাচীন বৌদ্ধরাজ-বংশে এ সময় পূর্ণবর্ষা বর্তমান । এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্তে আর কি বাধা দিবেন ? গোড়ের কর্ণস্ববর্ণরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র বর্দ্ধন বৈদিক মতের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি কুমারি বিজয়বার্তা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া বুদ্ধগয়ায় বোধিঙ্গম ছেদন ফেলিলেন । তথাকার বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাচীরদ্বারা আবৃত করিয়া ফেলি মন্দির বৌদ্ধগণের হস্ত হইতে চ্যুত হইল । মগধের অশোক-শেবরাজ্য পূর্ণবর্ষা ইহা শুনিয়া বহুমত্তে বোধিঙ্গম পুনরুজ্জীবিত লেন, কিন্তু তৈলহীন প্রদীপ কতক্ষণ জলিবে । শশাঙ্করাজ পুনরায় নষ্ট করেন । এইরূপে বার বার তিনবার বোধিঙ্গমকে পূর্ণবর্ষা করিলেও বিশেষ কিছুই হইল না । পরে পূর্ণবর্ষা ইহা করিলেন । মগধরাজ্যে বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইল ।

অনন্তর কাঞ্চকুজের বৌদ্ধপ্রাধান্ত নষ্ট করিবার জন্ত শশাঙ্করাজ্যের রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন । তাঁহার ভ্রাতা রাজা হইয়া উভয় ধর্মেরই সাহায্য করিতে লাগিলেন । এইরূপে উত্তরভারতে বৌদ্ধপ্রভাব কুমারিলের যত্নেই চিরতরে অন্তিমিত হইল ।

কুমারিলের দক্ষিণ বিজয় ।

ইহার পর কুমারিল দক্ষিণ বিজয়ে বহির্গত হন । ত্রাতুপুত্র পণ্ডিত ধর্মকীর্ত্তি আর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন না । তিনি পরাজয়ে হুঃখিত হইয়া সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রিষ্ণ অরণ্যে এক বিহার স্থাপন করিয়া শেষজীবন তথায় অতি করিতে লাগিলেন । ধর্মকীর্ত্তিকর্তৃক কুমারিলের সেই প্রথম পরিশেষে সমগ্র বৌদ্ধপরাজয়ের হেতু হইল ।

দক্ষিণে আসিয়া কুমারিল জৈনগণকে বেদের প্রবল দেখিতে পাইলেন । বনবাসী রাজ্যে ( মহীশূর ) হম্চামর্মে



পণ্ডিত ও পরম সাধু সমস্তভদ্রের প্রভাব এখানে তখন খুব প্রবল।  
“আপ্তমীমাংসা” প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ।

তাহারা কুমারিলের বৌদ্ধবিজয় শুনিয়া ইতিমধ্যেই আত্মরক্ষার্থ  
প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কুমারিলের ইচ্ছা হইল—এবার তাঁহা-  
দিগকেও নিশ্চিন্ত করিবেন।

এই সময়ে কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সুধন্বানামে এক ধর্ম্মাহুয়াগী রাজা  
ছিলেন। সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ তাহার সভায় স্থান পাইতেন।  
সকলকেই তিনি উৎসাহিত করিতেন।

কুমারিল দিগ্বিজয় করিতে করিতে এই স্থানে আসিলেন, এবং  
রাজসভায় যাইয়া জৈনমতের নিন্দা করিলেন। জৈনগণ নীরব থাকি-  
বেন কেন? উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধিল। বিচারের পণ  
হইল—বিজ্ঞেতার মতগ্রহণ, এবং বিষয় হইল—বেদের প্রমাণ্য।  
অর্থাৎ বেদকে অশ্রান্ত সর্বজ্ঞানপ্রদ ও নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে  
জীবের ভ্রম কখনই দূর হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ পুরুষের যে  
জ্ঞান তাহার ভাষাই বেদ। তাহার জ্ঞান যেমন নিত্য, তাহার  
ভাষাও তেমনি নিত্য। বেদ ছিল না, তিনি রচনা করিলেন বলিলেও  
তাঁহার সর্বজ্ঞত্বেরই হানি হয়। সর্বজ্ঞ হইতে গেলে ভূত-ভবিষ্যৎ-  
বর্তমান সবই ত একই কালে জানিতে হইবে। এইরূপ নানাকারণে  
আদি সর্বজ্ঞ পুরুষ না মানিলেও বেদকে অশ্রান্ত সর্বজ্ঞানপ্রদ ও নিত্য  
বলাই সম্ভব। বেদ কাহারও রচিত নহে।

জৈনগণ স্বভদেব হইতে মহাবীর প্রভৃতি জিনগণকে বেদনিরপেক্ষ  
হইয়া সর্বজ্ঞ বলিতে চাহেন, কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা অসিদ্ধ হইয়া  
গেল। বহু চেষ্টাতেও জৈনগণ জয়ী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার  
পরাজয়ও স্বীকার করেন না।

রাজা স্বধ্বা মধ্যস্থ ছিলেন । তিনি উভয়পক্ষের সূক্ষ্ম বিচার বুঝিতে পারিলেন না । অগত্যা তিনি অদ্ভুত শক্তি যাহার দেখি তাঁহাকেই জয়ী বলিবেন বলিয়া স্থির করিলেন । অজ্ঞসাধারণ দ্বারা মহাব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে—স্বধ্বারাজ তাহা শরণগ্রহণ করিলেন ।

স্বধ্বারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—অলৌকিক কি তাঁহার কথাই প্রমাণ, যাহার অলৌকিক শক্তি আছে । আচ্ছা, আপনি আপনাদিগের উভয়পক্ষের প্রধান দুইজনকে ঐ উচ্চ পর্ত্ত হইতে ফেলিয়া দিব, যিনি বাঁচিবেন তাঁহারই কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে ।

উভয়পক্ষই সম্মত হইলেন । উভয়পক্ষই যোগী, তাঁহারা অসম্ভব হইবেন কেন ? অবিলম্বেই কুমারিল ও জৈনপণ্ডিতপ্রবরকে উচ্চ পর্ত্ত হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইল—কুমারিল জীবিত থাকিয়া জৈনপণ্ডিত প্রাণ হারাইলেন ।

স্বধ্বারাজ তখন কুমারিলের জয় ঘোষণা করিলেন এবং জৈনপণ্ডিত কুমারিলের মতগ্রহণ করিতে বলিলেন । জৈনগণ দেখিলেন—বিপদ । তাঁহারা তখন বলিলেন—“মহারাজ ! এরূপ শক্তির জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না । যোগবলে এরূপ করিতে পারা যায় না ।

প্রত্যুৎপন্নমতি স্বধ্বারাজ তখনই বলিলেন—“আচ্ছা ! অতরূপ পরীক্ষা করিব, আপনারা কয়েকদিন পরে সংবাদ দিলে সভায় আসিবেন । তাহাতে আপনাদের অলৌকিক জ্ঞানেরই পরীক্ষা করা হইবে ।”

এই বলিয়া স্বধ্বারাজ অতিগোপনে একটি সর্প সংগ্রহ এবং তাহাকে একটি কলসমধ্যে রাখিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা এমনভাবে করিলেন যে, কলসমধ্যে সর্পবিষয়ক কোন অনুমান আর চলে না ।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১১৫

এই কার্য সাধিত করিয়াই স্বধ্বারাজ উভয়পক্ষকে সভামধ্যে আহ্বান করিলেন। সকলেই যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। স্বধ্বারাজ তখন উভয়পক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“মহাশয়গণ! আপনারা লিখিয়া বলুন—ইহার মধ্যে কি আছে?” কুমারিল দৈব-প্রতিভাবলে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন—“ইহার মধ্যে সর্প আছে।” জৈনগণ বলিলেন—“আমরা কল্য বর্জিব।”

বিচারের রীতি অনুসারে এরূপ স্থলে আপত্তি করা চলে না। অগত্যা রাজা কুমারিলের লিখিত পত্রখানি গোপনে রাখিয়া দিলেন। পরদিন প্রভাতেই সভা আরম্ভ হইল। জৈনগণ সমস্তরাত্রি তাহার দেবীর উপাসনা করিয়া জানিয়াছেন যে, সেই পাত্রমধ্যে সর্প আছে। সুতরাং তাঁহারা সভায় আসিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিলেন—“মহারাজ! পাত্রমধ্যে সর্প আছে।”

স্বধ্বারাজ তখন কুমারিলের পত্রখানিও সর্বদৃষ্টিতে পাঠ করিলেন। সুতরাং বিচারে কাহারও পরাজয় ঘোষণা করা হইল না।

অনন্তর স্বধ্বারাজ বলিলেন—“আপনারা যখন সমস্তরাত্রি উভয়পক্ষই সমান হইতে পারেন, তখন বলুন—সর্পের শরীরে বিশেষ কিছু কি আছে? ইহা এখনই বলিতে হইবে, এক্ষণে আর সময় দিব না।”

কুমারিল তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“মহারাজ! আমি বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখুন—ইহার প্রস্তুত আছেন কিনা?” ইহা শুনিয়া মহারাজ জৈনগণের মুখের দিকে চাহিলেন।

জৈনগণ কিন্তু মৌন, কোন কথাই বলেন না। অনন্তর তাঁহারা বলিলেন—“আমাদিগকে সময় দিন, আমরাও বলিব।” মহারাজ কিন্তু ইহাতে অসম্মত হইয়া কুমারিলকেই বলিতে বলিলেন। কুমারিল বলিলেন—“সর্পের মস্তকে পদবুগলের ত্রায় চিহ্ন বর্তমান।”



সুধম্বারাজ সর্বসমক্ষে ভাণ্ড হইতে সর্প বাহির করিবার আদেশ দিলেন—সর্প বাহির করা হইল। কুমারিলের কথা সত্য প্রমাণিত হইল। জৈনগণ ত্রিয়মাণ হইলেন।

অতঃপর সুধম্বারাজ কুমারিলের জয়ঘোষণা করিয়া নিজেও তৎসম্মত গ্রহণ করিলেন এবং জৈনগণকেও কুমারিলের মতগ্রহণ আদেশ দিলেন। জৈনগণ কিন্তু ইহাতে সন্মত হইলেন না। মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন—“আসমুদ্র-হিমাচলের যে ব্যক্তি বৈদিকধর্ম গ্রহণ না করিবে তাহাকে বিতাড়িত করা আর তাহাতে অসন্মত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।”

জৈনগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি বৈদিকধর্ম গ্রহণ করিলেন। অতিশয় নিষ্ঠাবান্, তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলেন। কিন্তু আদেশ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইল না। জৈনগণ আত্মরক্ষা করিতেই লাগিলেন।

এই ঘটনার পর কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিতে আর কেহই হইত না। কুমারিল ভারতীয় স্বাধীনমাজের আজ একছত্র কুমারিলের নামে প্রতিবাদিমাত্রই সশক্তি। এইরূপে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্মের পুনরুদ্ধারকর্তা কুমারিল বলিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন।

হে মহাশয়গণ! কুমারিল কেবল দ্বিগুণ করিয়াই নাই। তিনি জনসাধারণকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার পর্যন্ত করিয়া বৈদিকধর্মের প্রতি শ্রদ্ধানু করিতেন। কুমারিলের এক্ষণে আবার বেদবেদান্তের পঠনপাঠন দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ যেক্ষণ ভীষণভাবে বৈদিকগ্রন্থাদি ভস্মসাৎ এবং যে ভাবে রাজশক্তির সাহায্যে নিজ নিজ মত প্রচার তাহাতে আর বৈদিকধর্মের পুনরুজ্জীবনের কোন আশাই



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১১৭

কুমারিলের গ্রন্থাদি আজ বেদের মীমাংসামতের একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক টুপ্‌টীকা, মানব-ধর্ম্মমুদ্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ চিরকাল থাকিবে সন্দেহ নাই।

আচার্য্যের শিষ্যগণ কুমারিলের সম্বন্ধে এই সব কথা মন্ত্রমুখের দ্বারা শুনিতেছিলেন। অনন্তর তাঁহারা এইবার প্রয়াগের উদ্দেশে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রয়াগের পথে শঙ্কর।

এইরূপে ব্যাসদর্শনের পর কয়েকদিন মাত্র আচার্য্য সশিষ্যে উত্তর-কাশীতেই অবস্থিতি করিলেন। এক্ষণে তাঁহারা আবার ভারতের সমতলক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

উত্তরকাশী পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূরে আসিয়া আচার্য্য সশিষ্যে এইবার যমুনাতীর অবলম্বন করিলেন—বোধ হয় উদ্দেশ্য—যমুনাতীর-বর্ত্তী তীর্থগুলির দর্শন করা। বস্তুতঃ গঙ্গাতীরে যেমন নৈমিষারণ্য, যমুনাতীরে তদ্রূপ কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন প্রভৃতি, গঙ্গাতীরে যেমন অশ্বিনীনাগপুর, কাঞ্চকুজ প্রভৃতি, যমুনাতীরে তদ্রূপ ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা প্রভৃতি। আর গঙ্গাযমুনা উভয়েই প্রয়াগে মিলিত। সেইস্থলেই ত যাইতে হইবে।

এইপথে আচার্য্য কুরুক্ষেত্র ও যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ক্রমে বৃন্দাবনপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় বৃন্দাবন নির্জনপ্রিয় ভক্ত সাধকগণের স্থান। পার্শ্বেই অদূরে মথুরা। ইহার রাজ-ঐশ্বর্য্য ইহার সে সম্ভাব্যের কোন হানি করিতে পারে নাই। কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলি যেন গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছে। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও বৈখানস নামক বৈষ্ণব সাধুগণেরই স্থানে বাস। ইহার সেই স্থানগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আচার্য এখানে আসিয়া কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনির্মিত গোপীমদনমোহন ও গোপীনাথমূর্তি দর্শন করিলেন। গোবিন্দষ্টক এই স্থানেই আচার্য রচনা করিলেন। কালীয়হৃদ, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অপরাপর লীলাক্ষেত্রও দর্শন করিলেন। ক্রমে এই সম্রাট দলকে দেগিবার জন্য ভক্তগণের সমাগম হইল। তাঁহারা সকল আচার্যের অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত এবং জ্ঞানমার্গের কথা শুনিয়া বিস্মিত কিন্তু কেহই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। আচার্যের লক্ষ্য কুমারী প্রতি, এজন্য আচার্য ইহাদিগের নিষ্ঠার ব্যাঘাত না করিয়া মথুরাভি চলিলেন। ভক্ত ভুল করিলেও ভগবৎকুপায় একদিন সেই দ্বৈত ব্রহ্মান্ব-জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে। বোধ হয় এই ভাবিয়াও আচার্য ইহাদিগের বুদ্ধিভেদ করিলেন না।

মথুরায় কিন্তু এ সময় বৌদ্ধ ও জৈনগণেরও প্রাধান্য ছিল। কুমারী ভট্টপ্রমুখ বৈদিকধর্মের বিঘ্নদগ্ধ ইহাদিগকে নিষ্প্রভ করিলেও ধনজনবলে প্রবল। এক্ষণে আচার্যের আগমনবার্তা ও তাঁর মতবাদের কথা শুনিয়া ইহারা আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। যেহেতু অবৈদিকগণের সহিত বিচারকালে আচার্যও কুমারী মতাবলম্বী হইবেন। সুতরাং আচার্য এখানকার কৃষ্ণলীলাদর্শন স্থানগুলি দর্শন করিয়া প্রয়াগোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন এবং কয়েক দিন পথ চলিয়া প্রাচীন কৌশাঘী রাজ্যের মধ্যদিয়া আচার্য দিগ সমভিব্যাহারে প্রয়াগে আসিলেন।

প্রয়াগে কুমারিল-সমীপে।

প্রয়াগে আসিয়া আচার্য শঙ্কর সশিষ্যে তীর্থস্নানাদি যথাবিধি করিলেন এবং একটা উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া ত্রিবেণীর স্তুতি করিয়া অনন্তর সকলে তীরোপরি এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন।



সময় একটা কোলাহল শুনিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে শুনিলেন—  
“অদ্ভুতকীর্তি মহাত্মা ভট্টপাদ গুরুবধপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত তুষানলে  
প্রবেশ করিয়াছেন।”

এই কথা শুনিবামাত্র আচার্য্য আর বিশ্রাম করা উচিত বিবেচনা  
করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভট্টপাদের উদ্দেশে চলিলেন। কিছুদূর  
আসিয়া দেখেন—ভট্টপাদ কুমারিল এক প্রকাণ্ড তুষের স্তূপোপরি  
উপবিষ্ট, নিম্নে অগ্নি প্রজ্বালিত, প্রভাকরপ্রভৃতি শিষ্ণুগণ পাশ্বে দণ্ডায়মান  
হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন, তৎপরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মহা  
জনতা সেই স্থানটাকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। সকলের মুখে  
হাহাকারধ্বনি। কেহ বলিতেছেন—আর কে আমাদের বৈদিকধর্মের  
রক্ষা করিবে? কেহ বলিতেছেন—আর কে বেদবিরোধিগণের দর্প খর্ব্ব  
করিবে? কেহ বলিতেছেন—মণ্ডনমিশ্র থাকিতে আমাদের কোন  
ভয় নাই। কেহ বলিতেছেন—অতঃপর প্রভাকর কুমারিলের কার্য্য  
করিবেন—দেখিও।”

প্রভাকর-পরিচয়।

একজন বলিলেন—“দেখ কুমারিলের এই প্রভাকর শিষ্ণুটী একজন  
অসাধারণ বুদ্ধিমান ও গুরুভক্ত পণ্ডিত। ইহার বিষয় তোমরা সব  
জান না। শুন, ইহার বিষয় আমি কিছু বলিতেছি। ইনি সর্বদা  
কুমারিলের সহিত বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং কুমারিলের সমুদয়  
ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিতেন। কুমারিল কিন্তু ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট, এজন্ত  
তিনি প্রভাকরকে অত্যধিক ভাল বাসিতেন।

একদিন শবরভাষ্যের বার্তিক রচনাকালে কুমারিল একস্থলে সন্দিহান  
হন। সমস্ত দিব্যাত্ম ভাষ্যের পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছেন।  
যেমন অবকাশ পান, অমনি তাহার সম্মুখে বসিয়া ভাবেন।

একদিন রাত্রিকালে কুমারিল শয়নই করিলেন না। পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া সমস্ত রাত্রিই ভাবিতেছেন। শিষ্য প্রভাকর অনতিদূরে শায়িত ছিলেন। তাঁহারও নিদ্রা নাই। তিনি গুরুদেবের ঐকান্তিক অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন।

অনন্তর মধ্যরাত্রে কুমারিল বহির্দিশে একবার গমন করিলে প্রভাকর ইত্যবকাশে পুঁথিখানি দেখিতে লাগিলেন—ইচ্ছা, কোণ ও গুরুদেবের সংশয় হইয়াছে দেখেন। দেখিলেন একটা পঙক্তি রহিয়াছে “ইহাপি নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্” অর্থাৎ এখানেও বলা হয় নাই এবং সেখানেও বলা হয় নাই। ইহাই আপাতঃ দৃষ্টে ইহার অর্থ বোধ হইল। প্রভাকর সংশয়ের কারণ বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে পঙক্তির মধ্যে “তত্রাপিনোক্তম্” বাক্যে নকারের পর একটা ছেদ চিহ্ন দিয়া পুনরায় পূর্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। স্মরণ্য বাক্য হইল “ইহাপিনোক্তং তত্র অপিনা উক্তম্” অর্থাৎ এখানে বলা হয় নাই সেখানে ‘অপি’ পদদ্বারা বলা হইয়াছে।

কুমারিল আসিলেন। আবার পুঁথি দেখিতে লাগিলেন। এবার দেখিবামাত্র অর্থবোধ হইল। তিনি ভাবিলেন—কি আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ এভাবে একবারও পদচ্ছেদ করি নাই কেন? কেন এ ত বেশ স্পষ্টভাবেই লিখিত রহিয়াছে। অতঃপর বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়া দেখেন—পুঁথিমধ্যে একটা ছেদচিহ্ন রহিয়াছে। ইহা তিনি এতক্ষণ দেখেন নাই। ক্রমে দেখিলেন—চিহ্নটি যেন সত্যপ্রভা তখন তিনি ভাবিলেন—চিহ্নটি কি কেহ দিল না কি?

প্রভাকরের বুদ্ধি কুমারিলের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি প্রভাকর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রভাকর! তুমি কি জাগ্রত?” প্রভাকর উত্তর দিলেন—“আজ্ঞে হ্যাঁ।” কুমারিল বলিলেন—“তুমি কি



খাউঠিয়াছিলে ?” প্রভাকর বলিলেন—“আজ্ঞে ই্যা ।” কুমারিল বলিলেন—“এ কার্য কি তোমার ?” প্রভাকর বলিলেন—“আজ্ঞে, ঐক্যবিলাম—এরূপ ছেদ করিলে অর্থ হয় কি না, আপনি যদি একবার ভাবিয়া দেখেন । তাই, ঐ চিহ্নটি দিয়াছি ।”

গুণগ্রাহী কুমারিল বলিলেন—“প্রভাকর ! আজ হইতে তোমায় কোং ‘গুরু’ বলিয়া আহ্বান করা হইবে । তুমি গুরুরই কার্য করিয়াছ । আমি আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও ।”

এই প্রভাকর কুমারিলের ত্রায় শবরভাষ্যের টীকা লিখিয়া কুমারিলের বর্মিত খণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুদেবের তুহানলে প্রবেশসংকল্প গুনিয়া সে সমস্ত টীকা কিছুপূর্বেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন । লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—“আমি গুরুদেবের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ রাখিবার জন্য গুরুদেবের মত খণ্ডন করিতাম, নচেৎ গুরুদেবের যে মত আমারও সেই মত ।” ইনি দেখিও কুমারিলের স্থান অধিকার করিবেন ।”

কুমারিলের তুহানল-প্রবেশ ।

আচার্য্য শঙ্কর সশিষ্যে কুমারিলের নিকট আসিলেন । বহু শিষ্যসহ বোড়শবর্ষীয় এক যুবক সন্ন্যাসী দেখিয়া ভট্টপাদ কুমারিলের দূর হইতেই আচার্য্যের উপর দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল । ভট্টপাদ কুমারিল ইতিপূর্বে আচার্য্য শঙ্করকে দেখেন নাই । অল্পদিন হইল কেবল তাঁহার অভুত চরিত্রের কথা শুনিয়াছিলেন । এক্ষণে আচার্য্য শঙ্করকে দেখিয়া এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন ।

ভট্টপাদ ভূষোপরি বসিয়াই আচার্য্য শঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন । আচার্য্য শঙ্করও যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিলেন । কুমারিল বলিলেন—“আমি আপনার কথা অল্পদিন শুনিয়াছি, ইচ্ছা হইয়াছিল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কারণ, আপনিও বেদপ্রামাণ্যবাদী ; কিন্তু ঘটনাচক্রে

তাহা ঘটয়া উঠে নাই। এক্ষণে বলুন—কি অভিপ্রায়ে আপনি এখানে আগমন হইয়াছে।”

শঙ্কর বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর ! আমি বেদান্তের অষ্টভৈরাব প্রচারে আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছি। আপনি যদি এই মতগ্রহণ করিয়া আমার ভাষ্যের এক বাস্তবিক রচনা করেন, তাহা হইলে উহা নির্দোষ হইয়া জগতে প্রচারিত হয়। আপনার পাণ্ডিত্য ও অসামান্য শক্তি অতুলনীয় বলি। আপনার নিকটে আসিয়াছি।”

কুমারিল শঙ্করের স্মৃষ্টি অথচ সাহসপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তর্কমনোমধ্যে ক্রোধেরও উদয় হইল। ভাবিলেন—“এই বালক আমার তাহার মত গ্রহণ করিয়া তাহার ভাষ্যের বাস্তবিকরচনা করিতে বলিতেছেন ! কি ছঃসাহস ! ইহা কি ঔদ্ধত্য, না গর্ব, না মুর্থতা, না দৈবীপ্রতিভা ?” প্রভাকর ভাবিতেছেন—“এ্যা ! এ বালকের দিগ্ভাষ্য হইল না ! ষাঁহার নামে পণ্ডিতকুল কম্পায়মান তাঁহার প্রতি ঐ বাক্যপ্রয়োগ ! এ কি পাগল ?”

বিজ্ঞ কুমারিল নিজ মনোভাব সংযত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—“কৈ, আপনার ভাষ্য কোথায় ?” পদ্যপাদ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভাষ্যখানি ভট্টপাদের হস্তে দিলেন। কুমারিল স্মৃতিস্মৃতি দৃষ্টিতে অনেক খরিয়া ভাষ্যের নানা স্থান দেখিলেন। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে তাঁহার পরিপূর্ণ হইল। ক্রোধ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল। দেখিলেন—তাঁহার অনেক কথাই আচার্য ভাষ্যমধ্যে লিখিয়াছেন। যে সব কথা বেদজ্ঞ ভিন্ন গ্রহণ করিবেন না, যে সব কথা অবৈদিক মতের প্রবণতঃ তিনি প্রচার করেন নাই, সেই সব কথাই ভাষ্যমধ্যে অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট। স্থলে স্থলে তাঁহার মত, অতি অপূর্ব



দ্বারা খণ্ডিতও হইয়াছে। কুমারিলের বিচারের ইচ্ছা হইল। কিন্তু  
 তুষের স্তূপের নিম্নে অগ্নির অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—আর বিচারের  
 সময় নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে  
 পারে। বস্তুতঃ কণকাল পরেই অগ্নির উত্তাপ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ  
 করিতে লাগিল। তিনি তখন আচার্য্যকে বলিলেন—“হে যতীশ্বর  
 শঙ্কর! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। গুরুবধপাপের প্রায়শ্চিত্ত-  
 উদ্দেশে এই তুবানলে প্রাণত্যাগ করিতেছি। এগন আর বিচার  
 করিবার সময় নাই। দেখুন—ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে  
 অষ্টমহত্ব বার্ত্তিক আমি রচনা করিয়াছিলাম। অত্নাত্ত অধ্যায়েও বক্তব্য  
 বিস্তর আছে। কিন্তু তাহা আর পূর্ণ হইল না। অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে  
 আমি বিশেষ চিন্তা করিবার সময় পাই নাই। বৌদ্ধাদি অবৈদিক  
 সম্প্রদায় বেদের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হওয়ায় আমি তাহারই প্রতি-  
 বিধানে সময়ক্ষেপ করিয়াছি। এজ্ঞাত্ত বেদের প্রমাণ্য, বেদের নিত্যত্ব ও  
 অপৈকরষেয়ত্ব প্রভৃতিই আমার প্রধান লক্ষের বিষয় হয়। বস্তুতঃ  
 এই জ্ঞানই ঈশ্বরতত্ত্বপ্রভৃতি বিষয়েও আমি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছি।  
 যতদূর বোধ হইতেছে, তাহাতে পরিশেষে আমার মতের সহিত  
 আপনার মতের যে বড় বেশী পার্থক্য থাকিবে, তাহা নহে। আপনি  
 আমার দ্বারা যে কার্য্য করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমার  
 শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের দ্বারা করাইতে পারেন। তাঁহাকে যদি আপনি  
 বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে পারেন, তাহা হইলে  
 আমাকেও পরাজয় করা হইয়াছে বলিয়া জানিবেন। তিনি যদি  
 আপনার ভাব্যের বার্ত্তিকরচনা করেন বা আপনার মতগ্রহণ করেন,  
 তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন—আপনার মত জগতে চিরকাল বিরাজ-  
 মান থাকিবে। তিনি আমার শিষ্য হইলেও আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

বিচারে তিনি আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন, বরং আমা অপেক্ষা নিপুণ বলিয়াই বিবেচনা করি ।”

মণ্ডন-পরিচয় ।

শঙ্কর বলিলেন—“কৈ ! মণ্ডনমিশ্রের নাম ত এ পর্য্যন্ত শ্রুত নাই । আপনারই গ্রন্থাদি দেখিয়াছি, কৈ, তাঁহার ত কোন গ্রন্থ দেখি নাই ।”

কুমারিল বলিলেন—“মণ্ডনমিশ্রের অপর নাম বিশ্বরূপাচার্য উষেকাচার্য তাঁহার আর একটা নাম । তিনি একজন মহাধনী গৃহস্থ যাবতীয় বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে তিনি সতত তৎপর । তদেব ব্রাহ্মণগণের তিনি রাজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না । তিনি এখন কিছুদিন হইতে নর্মদাতীরে মাহিস্বতী নগরে বাস করিতেছেন । তাঁহার যেরূপ তাঁহার আদর্শে তদেবীয় ব্রাহ্মণগণ এখন বৈদিক মার্গের অনুগামী হইয়াছেন । আপনি তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিবেন তাঁহার বিজ্ঞাবত্তা কতদূর গভীর । তিনি যদি আগ্রহ করেন, তাহ হইলে তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করেন এমন কেহ জগতে নাই । তাঁহাকে সকলে ব্রহ্মার অবতার বলিয়া ভক্তিপ্রদা করে । ব্যাস জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে নাক্ষাংকার দিয়া থাকেন । মণ্ডন, অমল হইল “বিধিবিবেক” নামক একগ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন । আপনি পরে উহা দেখিতে পারেন । যাহা হউক, মণ্ডনের আশা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পত্নী সরস্বতী দেবীকে মাহিস্বতী নগরে রাখিবেন ; যেহেতু মণ্ডনের সহিত বিচারে মধ্যস্থতা করিতে পারেন এমন কোন ব্যক্তিকে আমি এখন দেখিতেছি না ।”

আচার্য বলিলেন—“সরস্বতী দেবী কে ?” কৈ, তাহারও নাম শ্রুতি নাই ।”



কুমারিল বলিলেন—“মণ্ডনপত্নী সরস্বতীর অপর নাম উষা ও উভয়ভারতী । তিনি শোণ নদীতীরবাসী বিষ্ণুমিত্রের কন্যা । সরস্বতী পিতার নিকট সর্ববিদ্যা লাভ করিয়াছেন । তিনি বিদ্যায় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী । এজন্য তিনি এই নামে পরিচিত । আপনি অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী, দেশের সর্বত্র বোধ হয় এখনও ভ্রমণ করেন নাই । সেইজন্য বোধ হয় তাঁহার নাম শুনে নাই । তাঁহার গ্রন্থাদিও নাই । থাকিলে নিশ্চয়ই আপনি তাঁহাকে জানিতে পারিতেন । বাহা হউক তিনি ভিন্ন মণ্ডনকে বুঝাইতে পারে এমন লোক ত দেখি না ।”

বস্তুতঃ একমাত্র সরস্বতীদেবীই এ কার্যে সমর্থ জানিবেন । আপনি বিচারে তাঁহাকেই মধ্যস্থ রাখিবেন । তাহা হইলেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে । কারণ, আপনার বিদ্যাবত্তাদি যেরূপ দেখিলাম এবং আপনি যে মতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন উভয়ই আপনার জন্মের অমুকুল বলিয়া মনে হইতেছে ।”

এই বলিয়া ভট্টপাদ আচার্য্যকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন—“মহাত্মন! আপনি নিশ্চিন্তমনে তথায় গমন করুন, তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে । আমার শরীরে অগ্নিস্পর্শ অনুভূত হইতেছে, আমি আর অগ্রচিন্তা করিব না, আপনি আমার তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করান ।”

ভট্টপাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর ! আপনি বলুন, আমি এই কমণ্ডলু-জলদ্বারা এখনই অগ্নি নিক্ষেপিত করিতেছি এবং অগ্নিদাহ নিবারণ করিয়া এখনই আপনাকে পূর্ববৎ স্পৃহ করিতেছি । আপনি বিচার করুন এবং অদ্বৈতমত সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করুন । যে মণ্ডনমিত্রের এত প্রশংসা করিলেন আপনি ত তাঁহার গুরু । অতএব আপনি বিচার করিলেই ভাল হয় ।”

কুমারিল বলিলেন—“মহাত্মন! আমাকে আর সংকল্পচ্যুত হই  
অনুরোধ করিবেন না। আমি বলিতেছি—আপনার উদ্দেশ্য  
হইবে। মগুন আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন।  
আপনি আমায় আর অনুরোধ করিবেন না। আপনি অনুগ্রহ  
আমায় এক্ষণে তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করান।” ধন্য কুমারিলের  
প্রতি শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রবিশ্বাস! ধন্য কুমারিলের ঐকান্তিকতা ও সত্যনি

আচার্য, ভট্টপাদের এই কথা শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন  
বেদজ্ঞ পণ্ডিতকুলের সূর্য্য অন্তমিত হইতেছেন ভাবিয়া যেন এক  
দুঃখিতও হইলেন। এক্ষণে তিনি কুমারিলের অন্ত দেখিতে ইচ্ছা না  
করিয়াই কুমারিলকে তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করাইয়া তথা হইতে  
করিলেন। অগ্নিশিখা গগন স্পর্শ করিল। যেন প্রজ্বলিত যজ্ঞ  
নিষ্কিপ্ত একটি প্রস্ফুটিত শতদল ক্রমে মলিন হইয়া অগ্নিদেহে  
হইতে লাগিল। অগণিত দর্শকবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কুমা  
ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

মাহিম্বতী নগরে শঙ্কর ।

প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য সশিষ্যে মাহিম্বতী  
প্রস্থিত হইলেন। গুরু গোবিন্দপাদের স্থান নন্দদাতীরস্থ  
হইতে যে পথে কাশী আসিয়াছিলেন সেই পথে সকলে চলিল  
কারণ, জানা পথেই শীঘ্র গমন সম্ভব; অজানা পথে শীঘ্র গমন  
নহে। আর মাহিম্বতী নগরীও সেই গুণ্ডারনাথের কিছু  
নন্দদা ও মাহিম্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

মাসাবধিকাল পথ চলিবার পর সকলে মাহিম্বতী  
দেখেন—নগরটি বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্রবৃহৎ অট্টালিকায়  
প্রশস্ত রাজপথগুলি শ্রেণীবদ্ধ ছায়াবৃক্ষে সুশোভিত। পুষ্পোদ্ভা



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১২৭

পরিবৃত বহু দেবমন্দির ধ্বজাপতাকা দ্বারা শোভিত । নৰ্মদার উত্তর-  
 তীরে উচ্চ ভূমির উপর নগরটা অবস্থিত এবং চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা  
 পরিবেষ্টিত । নৰ্মদা সরলভাবে তরতর বেগে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ।  
 সর্বত্র প্রসূত-নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ঘাট । নদীবক্ষে একটি ক্ষুদ্র প্রসূতময়  
 দ্বীপ, তাহাতে আবার একটি সুন্দর মন্দির ।

এইবার মণ্ডনমিশ্রের গৃহাভ্যেষ্ণে সকলের প্রবৃত্তি হইল । নৰ্মদা-  
 জলাহরণার্থিনী কতিপয় দাসীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে  
 একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা ! মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায় ? আপ-  
 নারা কি বলিতে পারেন ?”

দাসীগণ সন্ধ্যাসিগণকে প্রণাম করিয়া বলিল—“ঠাকুর ! মণ্ডনের  
 গৃহ কি অন্বেষণ করিতে হয় ? যে বাটীতে দেখিবেন—পক্ষিকুল পিঞ্জর-  
 মধ্য হইতে বলিতেছে—“বেদ স্বতঃপ্রমাণ কি পরতঃপ্রমাণ” অথবা  
 বলিতেছে—কৰ্ম্মই ফলদাতা কি ঈশ্বর ফলদাতা” কিংবা বলিতেছে—  
 “জগৎ নিত্য কি অনিত্য” তাহাই মণ্ডনের গৃহ । যেখানে দেখিবেন—  
 অট্টালিকার অগ্রভাগ সমুদয় ধ্বজাপতাকাশোভিত হইয়া গগনস্পর্শ  
 করিতেছে, গৃহের প্রাচীরদ্বারে দৌবারিকগণ পরস্পরে শাস্ত্রালাপ  
 করিতেছে, নিকটে যজ্ঞভস্ম পরীক্ষিতপ্রমাণ আকার ধারণ করিয়া  
 রহিয়াছে এবং যেখানে মাহিম্বতী নদী নৰ্মদাসহ মিলিত হইয়াছে,  
 সেইখানেই জানিবেন মণ্ডনের গৃহ ।

দাসীগণের বাক্য শুনিয়া সকলে অবাক । আচার্য্যের মুখে একটু  
 হাস্যমাত্র দেখা দিল । অনন্তর সশিষ্যে আচার্য্য ধীরে ধীরে মণ্ডন-  
 গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

পদ্মপাদ দ্বারপালগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ইহাই কি পণ্ডিত-  
 প্রবর মণ্ডনের গৃহ ?” দৌবারিকগণ উত্তর দিল—“হাঁ ।” পদ্মপাদ

বলিলেন—“আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু দৌবারিকগণ বলিল—“এখন সাক্ষাৎকার হইবে না। তিনি আমাদের পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমাদের উপর আদেশ আছে—শ্রাদ্ধাদির পর কোন সন্ন্যাসী যেন তাঁহার গৃহে প্রবেশ না করে।”

পদ্মপাদ আচার্যের মুখের দিকে চাহিলেন। আচার্য দৌবারিগণকে বলিলেন—“আচ্ছা, তাঁহাকে যাইয়া বল কতিপয় বৎসর সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।”

দৌবারিক তাহাই করিল। মণ্ডন উত্তরে বলিলেন—“না, তাঁহাদিগকে আসিতে দিও না, তাঁহাদিগকে বাহিরে বসিবার স্থান দাও।”

দৌবারিক সন্ন্যাসিগণকে মণ্ডনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া আচার্য ঈষদ্ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রবেশের জন্ত অহুমতি চাহিল কিন্তু তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। বার বার তিনবার অহুমতি প্রার্থনা তিনবারই প্রত্যাখ্যান।

তখন আচার্য শিষ্যগণকে বহির্দিশে অবস্থান করিতে যোগবলে স্বয়ং শূন্যমার্গ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতরণ করিলেন। দৌবারিকগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাধা দিতে সাহসী হইল না। আচার্য দেখিলেন—তিনি যেন রাজপ্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। মণ্ডনের ঐশ্বর্য্য, রাজৈশ্বর্য্য কোন অংশে কম নহে।

মণ্ডন শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে সমাগত ব্যাস ও জৈমিনি মুনির পদপ্রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন—আকাশপথ হইতে একজন মন্তক সন্ন্যাসী অঙ্গনমধ্যে অবতরণ করিয়া তাঁহারই দিকে হইতেছেন। মণ্ডনের হৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ের উদয়



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১২৯

কিন্তু তথাপি ক্রোধের মাত্রাই অধিক হইল। সন্ন্যাসীর আকাশগমন-  
সামর্থ্য মণ্ডনের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও তাহা, শ্রাদ্ধকালে সন্ন্যাসি-  
দর্শনজন্তু ক্রোধের নিবৃত্তি করিতে পারিল না। যেহেতু মণ্ডনও একজন  
অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ এবং অতিশয় শাস্ত্রসেবী। শাস্ত্রে  
আছে—শ্রাদ্ধকালে সন্ন্যাসী দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। \*

আচার্য্য, মণ্ডনগৃহে প্রবেশ করিয়াই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিলেন।  
মুনিদ্বয়ও তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইহা দেখিয়া মণ্ডন  
ক্রোধ সঞ্চার করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাচ্ছিল্য সহকারে  
বলিলেন—

“ওহে মুণ্ডি ! ( অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক ! ) কোথা হইতে ?”

মণ্ডনবাক্যের অর্থ করিয়া শঙ্কর বলিলেন—“গলদেশ হইতে”  
( অর্থাৎ আমি গলদেশ হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি )।

মণ্ডন বলিলেন—“আমি তোমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।”  
শঙ্কর ইহারও অর্থ করিয়া বলিলেন—“পথের কথা ? কেন  
পথ কি আপনাকে কিছু বলিয়াছে ?”

মণ্ডন এইবার কুপিত হইয়া বলিলেন—“সূরা পীত নাকি ?” অর্থাৎ  
সূরা পান করিয়াছ নাকি ?

শঙ্কর বলিলেন—“সূরা ত পীতবর্ণ নহে, উহা ত শুভ্রবর্ণ।”

মণ্ডন বলিলেন—“তুমি তাহা হইলে সূরা পান কর বুঝি ? নচেৎ  
বর্ণ জানিলে কিরূপে ? তাহা হইলে তুমি উত্তম সন্ন্যাসী দেখিতেছি।”

\* এস্থলে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ নাট্যাচার্য্য মহাশয় বহুকাল পূর্বে এক মাসিক-  
ত্রিকায় প্রকাশিত এক শিউলীর নিকট শঙ্করকর্তৃক খেজুর বৃক্ষ নত করিবার বিদ্ভা-  
সিকার কথা বলিয়াছেন। তাহা প্রবাদমূলক এবং অসঙ্গত। কারণ, যিনি আকাশ-  
গমনে সমর্থ তিনি প্রাচীর উল্লম্বননিমিত্ত শিউলীর নিকট উক্ত বিদ্ভা শিক্ষা করি-  
বেন কেন ?

শঙ্কর বলিলেন—আমি স্মারক বর্ণ জানি, কিন্তু তুমি তা আশ্বাদও জান দেখিতেছি। যেহেতু বর্ণ জানিলেই পান করা হয় ইহা তুমিই বলিতেছ।”

মণ্ডন এইবার মহাক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করকে রুঢ়বাক্য বলিলেন। কিন্তু তাহাও উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে মণ্ডন ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বোধ হইতেছিল—মণ্ডন যেন ইচ্ছা করিতেছেন—দ্বারবান দ্বারা সম্মাসীকে বলপূর্বক বিতাড়িত করেন।

মহর্ষি জৈমিনি ইহা দেখিয়া মণ্ডনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ব্যাস বলিলেন—“মণ্ডন! ইনি যতি, স্মতরাং বিষ্ণুস্বরূপ। ইনি স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছেন তখন তোমার যথোচিত মর্যাদা করা উচিত।”

মণ্ডনের ক্রোধ শান্ত হইল। তিনি লজ্জিত হইয়া অতি নম্র ভাৱে শঙ্করকে বলিলেন—আপনাকে বিদ্বান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি পরমগুরুগণের যখন আপনি সম্মানের পাত্র, তখন আপনি আশ্রয় পূজনীয়। আজকাল বেদবিরোধী বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের প্রাচুর্য্য অধিক। আমি আপনাকে তাই ভাবিয়া অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলিয়া আপনি অসুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন এবং এই জলদ্বারা প্রক্ষালনপূর্বক আসনগ্রহণ করুন।”

শঙ্কর হাসিতে হাসিতে তাহাই করিলেন, এবং একটু দূর হইলে মণ্ডন বলিলেন—“যতিবর! কোথা হইতে কি অভিপ্রায় আগমন হইয়াছে।”

শঙ্কর বলিলেন—“আমি কয়েকজন শিষ্যসহ প্রয়াগ হইতে আসিতেছি। উদ্দেশ্য—আপনাকে বাদে পরাজিত করিয়া দ্বারা আমার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর একটা বার্তিকরচনা করা



আমি ভট্টপাদের নিকট এজ্ঞা গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তিনি গুরুবধের প্রায়শ্চিত্তোদ্দেশ্যে তুষানলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আপনার অশেষ প্রশংসা করিয়া আপনার সকাশে আমায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিয়াছেন—আপনি পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে মৎপ্রচারিত বেদান্তের অদ্বৈতব্রহ্মত্ববিজ্ঞান চিরকাল বর্তমান থাকিবে। তিনি পরিশেষে বলিয়াছেন—আপনি পরাজয় স্বীকার করিলে তাঁহারও পরাজয় হইবে। হে ব্রহ্মন্! এইজন্মই আপনার নিকট আসিয়াছি।”

ব্যাস ও জৈমিনি মুনি ইহা শুনিয়া মূঢ় মূঢ় হাস্য করিতে লাগিলেন। মণ্ডনের মনে মুহূর্ত্তমধ্যে যে কতভাবের উদয় হইল তাহা বলা সহজ নয়। গুরুর অন্তর্ধানে শোক, কুমারিলের মত পণ্ডিতের তিরোধানের দুঃখ, নিজেকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে শুনিয়া ক্রোধ, শঙ্করের সাহসপূর্ণ বাক্যে ভয়, বালকসম্মাসীর বাক্য বলিয়া বিস্ময়—এইরূপ নানাভাবেরই উদয় হইল, কিন্তু তথাপি ক্রোধেরই আতিশয্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া ধীরগম্ভীরভাবে বলিলেন—“আপনি আমাকে পরাজয় করিয়া শিষ্য করিতে চাহেন!! আমার গুরু ভট্টপাদ পর্য্যন্ত যাহাকে ভয় করিতেন, আপনি তাহাকে পরাজয় করিতে আসিয়াছেন!! ধন্য আপনার সাহস!!” এই বলিয়া উপেক্ষার হাস্য হাসিয়া মণ্ডন বলিলেন—“আচ্ছা বেশ! তাহাই হইবে। এক্ষণে আমি শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করি, আপনারা যথাস্থানে আমার অতিথিশালায় আশ্রয়গ্রহণ করুন। আপনাদিগকে আমি সাহনয়ে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সেখানে বিশ্রাম করুন। সেখানে আপনাদিগের কোন অসুবিধা হইবে না।” এই বলিয়া মণ্ডন দ্বারবানকে আহ্বান করিলেন এবং আপনা আপনি হাসিতে হাসিতে

বলিতে লাগিলেন—“যাহা হউক ভালই হইল। অনেকদিন  
ভালরূপ বিচার হয় নাই। সেই গুরুদেবের সহিত দিগ্বিজয়কা  
যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার পর আর ভাল বিচারই হয় নাই। এই  
বোধ হয় একটা সুযোগ হইল।”

শঙ্কর সহানুভবনে বলিলেন—“আচ্ছা, তাহাই হউক। আপ  
শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করুন, কল্যা হইতে বিচার হইবে।” মণ্ডন এক  
বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি কাহার সঙ্গে এই তামিছিয়া-ব্যব  
করিতেছেন।

অনন্তর মণ্ডনের ইচ্ছিতে দ্বারবান্ শঙ্করকে সম্মানে সঙ্গে  
অতিথিশালার অভিমুখে চলিল। পদপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ এই  
আচার্যের সঙ্গ লইলেন, কিন্তু তাঁহার মণ্ডনের অতিথিশালা  
যাইয়া নদীতীরে এক বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। স  
অট্টালিকায় বাস করিবেন কেন? দ্বারবানের মুখে এইকথা  
মণ্ডনের মনে এইবার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইল।

মণ্ডন যথাবিধি শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করিয়া ব্যাস ও জৈমিনি মু  
বিদায় দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মাহিম্বতীবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণমণ্ড  
সংবাদ প্রচারিত হইল। সকলেই পরদিন প্রভাতে বিচার দেখি  
জন্য ব্যস্ত হইলেন।

মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার।

পরদিন প্রভাত হইল। মণ্ডন অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম সম্পন্ন  
লেন। আচার্য ও শিষ্য নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া মণ্ডনের জন্য  
করিতেছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মণ্ডনগৃহে আসিয়া জনতা  
লাগিলেন। এমন সময় বিচারের সর্ববিধ আয়োজন করিয়া  
আচার্যদলকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আচার্য শিষ্য



নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, মণ্ডন অন্যদিকে নিজপক্ষের সকলকে বসিতে বলিলেন । কেবল মধ্যস্থের আসন শূন্য ।

শঙ্কর বলিলেন—“আমি ভট্টপাদের নিকট শুনিয়াছি—আপনার পত্নী সরস্বতী দেবী এ কার্যের একমাত্র উপযুক্তা । আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে তিনিই মধ্যস্থ হউন ।” মণ্ডন বলিলেন—“আমার কোন আপত্তি নাই ।”

মণ্ডন কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“হাঁ, তিনি এ কার্যে সামর্থ্য সন্দেহ নাই । কিন্তু আমার পত্নী আমার প্রতি পক্ষপাত করিবেন ইহাই ত স্বাভাবিক ।”

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিলেন—“আমার সে ভয় নাই । সত্যের অপলাপ করা সহজ নয় । আর আপনার পত্নী কি তাহা করিবেন ?”

মণ্ডন অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“আচ্ছা, তাহাই হউক ।”

সরস্বতী দেবী অন্তঃপুর হইতে সকলই দেখিতেছিলেন । উভয়ের কথোপকথনও শুনিতেছিলেন । এক্ষণে মণ্ডন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মধ্যস্থের আসনগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । সরস্বতী দেবী একটু বিস্মিতভাবে আচার্য্য শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ।

আচার্য্য শঙ্কর সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“মা ! আপনি মধ্যস্থ হউন । ভট্টপাদ বলিয়াছেন—আপনি মধ্যস্থ হইলেই স্থবিচার হইবে । এক্ষেত্রে তাঁহার মত ব্যক্তিরই মধ্যস্থ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি ত আর ইহজগতে নাই । অতএব আপনিই মধ্যস্থের আসন অলঙ্কৃত করুন ।”

সরস্বতী দেবী সলজ্জভাবে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, আপনাদিগের উভয়ের যখন ইচ্ছা, তখন ইহা আমি শিরোধার্য্য করিলাম ।”

এই বলিয়া সরস্বতী দেবী মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিলে দর্শক  
অনেকেই বলিতে লাগিল—“এ ক্ষেত্রে আর সন্ন্যাসীকে বিজয়ের আশা  
করিতে হইবে না।” কেহ বলিল—“এ ব্যক্তি একে বালক, তাহার  
সন্ন্যাসী, বৈষয়িক বুদ্ধি হইবে কোথা হইতে?”

অতঃপর সরস্বতী দেবী উভয়পক্ষকে বিচারের পণ নির্ণয় করিয়া  
নিজ নিজ পক্ষ নির্দেশ করিতে বলিলেন।

মণ্ডন শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া সগর্বে বলিলেন—“ইনি যাহাই বলিতে  
আমি তাহারই বিপরীত পক্ষ গ্রহণ করিব। ইনি বিচারাধী হইয়া  
আসিয়াছেন, সুতরাং ইনিই তাঁহার নিজপক্ষ নির্দেশ করুন।  
বিচারের পণ আর কি হইবে? পরাজিত ব্যক্তি বিজ্ঞতার মত  
শিষ্টতা গ্রহণ করিবেন। আমি হারিলে আমি ইহার শিষ্টতা  
সন্ন্যাসী হইব, আর ইনি হারিলে দণ্ডকমণ্ডলু ফেলিয়া বিবাহ করি  
গৃহী হইবেন।”

আচার্য বলিলেন—“বেশ, ঐরূপ পণই আমার অভীষ্ট।  
আমার পক্ষ কি তাহা শুনুন—অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞানই বেদের তাৎপর্য  
কর্ম বা উপাসনা চিত্তশুদ্ধির উপায় বা দ্বারবিশেষ। অতএব জ্ঞান  
কর্ম কিংবা জ্ঞান ও উপাসনার স্বরূপতঃ সমুচ্চয় অস্বীকার্য, কি  
ক্রমিক সমুচ্চয়ই অস্বীকার্য। সুতরাং মুক্তির জন্য একই ব্যক্তি  
একই কালে জ্ঞান ও কর্ম কিংবা জ্ঞান ও উপাসনা করিতে হইবে না  
কর্ম ও উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে “আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি  
এইরূপ অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞানে মুক্তি হয়। এ মুক্তিতে জীবব্রহ্মের  
ভেদ বা বিশেষ কিছুই থাকে না, শুদ্ধজলবিন্দু শুদ্ধজলে মিশি  
যাওয়ার ত্যায় অভেদ হইয়া যায় এবং পুনরায় বন্ধনও আর হয় না  
কর্মে বা উপাসনায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুক্তি হয় না।”



মণ্ডন ইহা শুনিয়া অতি প্রফুল্লিতভাবে বলিলেন—“তাহা হইলে আমার পক্ষ ইহার বিপরীত । অর্থাৎ কৰ্ম্মই বেদের তাৎপর্য্য । কৰ্ম্মের ফলে অনন্তস্বর্গরূপ মুক্তি হয় । ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞানে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবরূপ মুক্তি সম্ভবপর নয় । ব্রহ্মের সহিত আত্মার যে অভেদভাবনার উপদেশ বেদে আছে, তাহা কৰ্ম্মেরই পূর্ণতাসাধনের জন্ত । ব্রহ্মজ্ঞান বেদের তাৎপর্য্যই নয় । ব্রহ্ম যদি থাকেন তবে তাঁহার সহিত জীবের ভেদই থাকে । কৰ্ম্মক্ষয় হইলে পুনর্জন্ম হইতে পারে । অনন্তকাল কৰ্ম্ম করিলে অনন্তকাল স্বর্গ হইবে ।

এইবার, মধ্যস্থ বলিলেন—“যতিবর ! আপনি আপনার পক্ষ সমর্থন করুন এবং আপনার প্রতিবাদীর পক্ষে দোষপ্রদর্শন করুন ।”

শঙ্কর তাহাই করিলেন । মধ্যস্থ এইবার মণ্ডকে বলিলেন—“আপনি যতিবরের মত খণ্ডন করুন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করুন ।”

মণ্ডন তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন । এইরূপে উভয়পক্ষের যুক্তি অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিল । সকলেই নীরব নিষ্পন্দভাবে বিচার শুনিতে লাগিলেন । উভয়ই ঞ্জতি, যুক্তি ও অনুভব—এই ত্রিবিধ প্রমাণই দেন । কেহই কোন স্থলে দুর্বলতা প্রদর্শন করেন না । উভয়ের কণ্ঠে যেন ভগবতী ভারতী বিরাজমানা । ক্রমে এই বিচারসভা এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল ।

ক্রমে মধ্যস্থ সমাগত হইল । সরস্বতী দেবী দেখিলেন—আর বিলম্ব করিলে পতির সেবার ক্রটি অনিবার্য্য । তিনি তখন বলিলেন—“হে পণ্ডিতপ্রবরদ্বয় ! আপনারা বিচার করুন, আমি দূর হইতে সকলই শুনিতেছি । আমার পতির জন্ত আমার আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিতে হইবে । আর বিলম্ব করিতে পারি না ।”

এই বলিয়া সরস্বতী দেবী উভয়ের গলে পুষ্পমালা প্রদান করি-

লেন এবং বলিলেন—“এই মাল্য বাহার গলে শুখাইবে তাহারি  
পরাজয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আপনারা যথাস্থানে  
করুন।”

অনন্তর মধ্যাহ্ন অতীত হইল। মাল্য কাহারও গলে মলিন জিহ  
নাই। মধ্যাহ্ন আসিয়া পরদিনের জন্ত বিচার স্থগিত রামিও  
বলিলেন। অগত্যা উভয়েই নিরস্ত হইলেন। আচার্যও সজি  
স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে আবার বিচার আরম্ভ হইল।  
পক্ষই দুর্বল নহেন। পূর্বদিনের মত সমস্তই ঘটিল। কোন  
নিশ্চয় হইলেন না।

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কোন্ পক্ষে জয় হই  
বা কোন্ পক্ষে জয় হইবে—কেহই বুঝিতে পারিলেন না।  
বিচার। উভয় পক্ষই সমান বলবান্।

এইভাবে অষ্টাদশ দিবস সমাগত হইল। এ দিন মণ্ডন আর  
পক্ষ সমর্থনে সমর্থ হইলেন না। পরাজয়ভয়ে শরীরে উষ্ণা ও  
দেখা দিল। মণ্ডনের মাল্য মলিন হইল। সরস্বতী দেবী ইহা  
বিমর্ষ হইলেন। পতি সন্ন্যাসী হইবেন—ইহাতে পত্নীর ত  
হইবারই কথা। তিনি তখন উভয়কে বলিলেন—“তবে আমি  
দিগের নিজ নিজ পক্ষের সমাহার করি।” উভয়পক্ষই সম্মত হই  
সরস্বতী দেবী উভয়পক্ষের কথা সমাহার করিয়া উভয়কে  
প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া শেষে বলিলেন—“যতিরাজ !  
জয় হইল, আমার পতি পরাজিত হইয়াছেন।”

সকলেই অবাক। মণ্ডনপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই  
সন্ন্যাসিগণ আনন্দে উৎফুল্ল। আচার্য্য প্রসন্নগম্ভীরভাবে



বলিলেন। অনন্তর পদ্মপাদ মণ্ডনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“তবে  
জিহ্মিতপ্রবর! পণ অহুসারে কার্য্য করুন।”

মণ্ডন বলিলেন—“আচ্ছা! তাহাই হইবে। তবে আমার একটা  
জিজ্ঞাসা আছে, আচার্য্য তাহার উত্তর দান করুন।” এই বলিয়া  
মণ্ডনমিশ্র বলিলেন—“এখন তবে বলুন—গীমাংসাদর্শনের “আন্নায়শ্চ  
ক্ৰিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাম্” এই সূত্রটির অর্থ কি?”—ইহাতে  
ত জৈমিনি মুনি স্পষ্টভাবেই বেদকে ক্রিয়াবিধিপর বলিয়াছেন।”

আচার্য্য তাহাকে কৰ্ম্মকাণ্ডের সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।  
কৰ্ম্মার্থৎ কৰ্ম্মকাণ্ডমধ্যে সমস্ত কথাই ক্রিয়াপর, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড বেদে  
সব কথাই ক্রিয়াপর নহে।”

মণ্ডন বলিলেন—“তবে এ কথাটি আমি মহর্ষি ব্যাস ও মহর্ষি  
জৈমিনিকে আপনার সমক্ষে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি?”

আচার্য্য বলিলেন—“উত্তম কথা, আপনি তাঁহাদিগকে আহ্বান  
করিয়া জিজ্ঞাসা করুন।”

মন্ত্রসিদ্ধ মণ্ডন তৎক্ষণাৎ মন্ত্রবলে মহর্ষিদ্বয়কে আহ্বান করিলেন।

অবিলম্বে মহর্ষিদ্বয় তথায় আসিলেন। আচার্য্য এবং মণ্ডন

উভয়েই তাঁহাদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর মণ্ডন

বলিলেন—“ভগবন্! ইনি আচার্য্য শঙ্কর, আপনার “আন্নায়শ্চ

ক্ৰিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাম্”—সূত্রের কৰ্ম্মমাত্রপররূপে ব্যাখ্যা

করিতেছেন; আপনি কৃপা করিয়া বলুন—ইহাই আপনার অভিमत

কি না? আপনাদের মুখে না শুনিলে আমার সন্দেহ দূর হইবে না।”

মহর্ষি জৈমিনি বলিলেন—“মণ্ডন! তুমি শঙ্করবাক্যে সন্দেহ

করিও না, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য; উহাই আমার

অভিमत—নিশ্চিত জানিবে।”

মহর্ষি ব্যাসও জৈমিনির কথার অনুমোদন করিলেন। তখন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মহর্ষিদেরকে যথাবিধি পূজা করিয়া দিলেন; অনন্তর আচার্যকে বলিলেন—“আর আমার সন্দেহ নাই। আজ হইতে আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। যদি উই বিবেচনা করেন ত আমায় সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করুন, আমি অশ্রয় গ্রহণ করিলাম।”

আচার্য বলিলেন—“আপনি সন্ন্যাসের উত্তম অধিকারী। এবং সন্ন্যাস লইলে লোকে সন্ন্যাসের মর্যাদা বুঝিবে। জ্ঞানে আপনি সমকক্ষ দ্বিতীয় দেখি না। আপনার যে নিজমতে আগ্রহ নাই—আপনার জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয়। সত্যনিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় না—এ ভাব আসে না। জ্ঞান হইলে সন্ন্যাস আপনিই উপস্থিত। আপনাকে সন্ন্যাসী করিতে পারিলে বেদান্তের প্রচার হইবে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।”

মণ্ডন ইহা শুনিয়া আচার্য-চরণে মস্তক লুষ্ঠিত করিয়া করিলেন। মণ্ডনপক্ষীয় বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনের দুখে ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং পরস্পরে বলিতে লেন—“অত্ধকার এই ব্যাপার সহজ নহে, কৰ্ম্মকাণ্ড বেদ অনাদৃত হইতে চলিল। আর কি লোকে কৰ্ম্ম করিবে? সকলেই সন্ন্যাসী হইতে চাহিবে। ভারতের ভাগ্যে ভাল হইল মন্দ হইল—জগদীশ্বরই জানেন।”

সরস্বতীদেবী গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। মণ্ডন তাহা চাহিয়া বলিলেন—তুমি শাস্ত্রজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণেরও পূজনীয়া; যাহা কর্তব্য হয় কর। আমি আমার অঙ্গীকার পালন করি।”

সরস্বতীদেবী মণ্ডনকে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া



বলিলেন—“যতিরাজ ! আমার পতিকে ত আপনি এখন সম্মানী  
করিতে পারেন না। তাঁহার পরাজয় ত সম্পূর্ণ হয় নাই। আমি  
তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমায় ত আপনি এখনও পরাজিত করেন  
নাই। অগ্রে আমাকে পরাজিত করুন তৎপরে তাঁহাকে সম্মানী  
করিবেন।”

আচার্য্য, সরস্বতী দেবীর কথা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন।  
তৎপরে বলিলেন—“আচ্ছা, জননি ! তাহাই হইবে, আপনি  
আমুন—আপনি পতিপক্ষ কিরূপে সমর্থন করিবেন ? অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান  
ই বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে—তাহা প্রমাণ করুন !”

সরস্বতী দেবী বলিলেন—“যতিবর ! আমার প্রশ্ন অশ্রু। বলুন  
যদি—কামের লক্ষণ কি ? উহার কত কলা ? তাহাদের প্রত্যেকেরই  
লক্ষণ কি ? শরীরের কোথায় কোথায় তাহারা অবস্থিতি করে  
যে কিরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব হয় ?”

আচার্য্য যেন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি বোধ হয়  
প্রশ্নও ভাবেন নাই যে, সরস্বতী দেবী তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবেন।  
তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“মা ! আপনি শাস্ত্রীয়-  
জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর দিতেছি। আমি সম্মানী, আমায়  
এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আছে ?”

সরস্বতী দেবী বলিলেন—“কেন মহাত্মন ! কামশাস্ত্র কি শাস্ত্র নহে ?  
সম্মানী হইলেও আপনি ত বাদ করিতে প্রবৃত্ত। যিনি অপৌরুষেয়  
বাদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারেন, তিনি কি সর্বজ্ঞ নহেন ?  
সম্মানী হইলেও আপনি যদি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত  
আপনি জিতেছিয়া। কামকথায় আপনার চিত্তবিকার হইবে কেন ?  
চিত্তবিকার বাহাতে না হয় সেইজন্তই সাধক-অবস্থায় কামচিন্তাদি

সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । সুতরাং আপনাকে  
এ কথা জিজ্ঞাসা করিব না কেন ?”

আচার্য অধোবদন হইয়া নিরুত্তর । শিষ্যগণ চঞ্চল হইয়া  
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন । সভামধ্যে যেন মহা  
ব্যাপার উপস্থিত । মণ্ডন যারপরনাই বিস্মিত । তিনি  
পত্নীকে বলিলেন—“দেবি ! তোমার এ কার্য কি সম্ভব হইবে  
আমি তর্কে পরাজিত হই নাই । সত্যের অনুরোধে পরাজয়  
করিয়াছি । তুমি সন্ন্যাসীকে অপদস্থ করিও না । এ ভাবে  
পরাজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা তোমার পক্ষে উচিত হয় না ।”

সরস্বতী দেবী বলিলেন—“কেন ? আপনার কি সন্ন্যাসী  
সাধ হইয়াছে ? আমার পতি যাহার শিষ্য হইতে যাইতেছেন  
সর্বজ্ঞ কি না, তাহা আমি একবার পরীক্ষা করিব না ? জানেন  
ইন্দ্রিয়জয়ী ও সংযমী হইবারই কথা । কামকথায় যদি তাঁহার চিত্ত  
হয়, তবে তিনি ত আপনার গুরু হইবার যোগ্যই নহেন ।  
বিচারে পরাজিত হন নাই, তাহা আমি জানি । আপনার  
দুর্বল ছিল, তাই আপনি পরাজিত হইলেন । জল্প বিতণ্ডা  
যে আপনাকে পরাজিত করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি আছেন  
তাহা আমি এখনও শুনি নাই ।”

মণ্ডন নিরস্ত হইলেন । অনন্তর আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিল  
“মা ! বিচারের নিয়ম অনুসারে আমি আপনার নিকট মাস  
সময় প্রার্থনা করি । আমি সন্ন্যাসী, নচেৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর  
বুদ্ধিবলেই দিতাম । সন্ন্যাসী বলিয়া আমি এই মুখ দিয়া আপনার  
উত্তর দিব না । কামচিন্তা করিলে সন্ন্যাস আশ্রম হইতে ব্রত  
—ইহা শাস্ত্রের আদেশ । সিদ্ধ হইলেও এ কার্য করিতে নাই ।



বহারক্ষেত্রে বর্তমান হইলে তাঁহাকে শাস্ত্র মানিয়াই চলিতে হয়। আমি কার্য করিলে সন্ন্যাসীর আদর্শেই কলঙ্ক লাগিবে। আমার নাম করিয়া সন্ন্যাসিগণও অগ্রায় কল্প করিবে। অতএব আমি অগ্রশরীরে বেশ করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি তাহাতে সন্মত আছেন কি?”

সরস্বতী দেবী দেখিলেন—তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হয়। পতিবিরহী লোকের পক্ষে চিরকালই অসহ্য। তিনি বলিলেন—“আচ্ছা, পরকায়-বেশ করিয়া এ কার্য করিলেও কামচিন্তাবশতঃ আপনাকে কি সন্ন্যাস-শাস্ত্র হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না?”

আচার্য তখন ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“জননি ! আপনার মধ্যে এ কথা শোভন নহে। পূর্বজন্মের চণ্ডাল পরজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বের কোন হানি হয় কি?”

সরস্বতী দেবী নিজ অসঙ্গতি বুঝিলেন এবং একটু সলজ্জভাবে বলিলেন—“হে যতিবর ! আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু তাহাও না করিতে পারিলে আমার পতিকে আপনি গৃহত্যাগী করিতে পারিবেন না। কারণ, গৃহস্থ হইয়াও আপনার শিষ্যত্বপালন সম্ভব হইতে পারে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনি যেমন আমার পতিকে সম্পূর্ণ রাজিত করিতে পারিলেন না, আমার পতিও তদ্রূপ আপনার সম্পূর্ণ শিষ্যত্বগ্রহণ করিবেন না। আপনি তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিতে পারিবেন না।

আচার্য বলিলেন—“বেশ, উত্তম কথা।”

সভাভঙ্গ হইল। সকলেই সরস্বতী দেবী ও আচার্যের ভ্রূষসী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই বিমর্ষচিত্তে মণ্ডনভবন পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন—“ধন্য উভয়ভারতী ! সরস্বতী নাম সার্থক বটে !” কেহ বলিলেন—“যতিরাজকে বোধ হয় আর

ফিরিতে হইবে না।” পদ্মপাদপ্রভৃতি সকলেই চিন্তাকুল। আচার্যসহ উদাসীন। তাঁহার কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই। তিনি পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ! কোন চিন্তা নাই, বাহার কার্য্য আমরা করিতেছি। তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন।”

অমরক রাজশরীরে শঙ্করের প্রবেশ।

শশিষ্ঠ আচার্য্য মাহিম্বতী পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখে চলিত্ত। কিছুদূরে আসিয়া দেখিলেন—সম্মুখে অরণ্য। আচার্য্য তাহারই প্রবেশ করিলেন।

আরও কিছুদূরে আসিয়া দেখেন—কতকগুলি লোক মহা কৌতুহল করিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখেন—এক রাজা মৃত অবস্থায় রানী ও মন্ত্রীপ্রভৃতি রাজভূত্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ক্রুদ্ধপ্রকাশ করিতেছেন। অহুসন্মানে জানা গেল—অমরক রাজা মৃত্যুবরণ করিতে আসিয়া সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আচার্য্য ইহা দেখিয়া পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ! স্বযোগ উপস্থিত। চল, আমরা কোন নির্জন গুহা অন্বেষণ তথায় তোমরা আমার শরীর রক্ষা করিও, আমি এই রাজ্য প্রবেশ করিয়া আমাদের কার্য্যসিদ্ধ করিব।”

পদ্মপাদ বলিলেন—“যেদূর আজ্ঞা, তাহাই হউক।” এই সকলে আরও নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি নিরাপদ গুহা দেখিতে পেলেন। আচার্য্যপ্রমুখ সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যেদূর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন, গুহাটি ঠিক উপযুক্ত। স্থানটি নির্জনবাসের যোগ্য বটে।

আচার্য্য বলিলেন—“দেখ শিষ্যগণ! আমি এখানে শরীর



সেই রাজশরীরে প্রবেশ করিতেছি, তোমরা সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিও । মাসান্তে আমি প্রত্যাবর্তন করিব । তোমাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই ।”

পদ্মপাদ এতক্ষণ আপত্তি করেন নাই । এইবার তিনি বলিলেন—  
 “দেব ! রাজশরীরে প্রবেশ করিলে বহু প্রলোভনে পতিত হইবার সম্ভাবনা । যদি আপনি কর্তব্য বিস্মৃত হন ! আমার কিন্তু ভয় হইতেছে । ইন্দ্রগিরক্ষমুনি ও মৎশ্চেন্দ্ররাজের কথা স্মরণ করুন । আপনাকে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র ।” আচার্য্য বলিলেন—“পদ্মপাদ ! ভাবিত হইও না, আমাকে কিছুই স্পর্শ করিবে না ।” এই বলিয়া আচার্য্য যোগবলে রাজশরীরে প্রবেশ করিলেন ।

এ দিকে রাজশরীরে সহসা জীবনলক্ষণ দেখা দিল । রাজা ধীরে ধীরে বাঁচিয়া উঠিলেন । রাজকর্মচারী রাণীপ্রভৃতি মহোল্লাসে রাজাকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন । আচার্য্যের দেহ মৃতপ্রায় হইয়া গুহামধ্যে শায়িত রহিল । শিষ্যগণ বস্ত্রাদির দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া সেই গুহামধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ।

অমরক রাজা রাজধানীতে আসিয়া, পূর্বরাজার অপেক্ষা সকল কার্য্য বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু রাজমহিষীগণের সহিত অন্তরূপ ব্যবহার । তিনি একাকীই থাকেন, রাত্রে কি লেখেন ও কি ভাবেন । আহাড়া-বিষয়ে অতিশয় সংযম । রাজমহিষীগণ নিকটে আসিলে অস্থখের কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দেন । কোনরূপ আমোদপ্রমোদই করেন না । বুদ্ধি-কৌশলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সম্পূর্ণ উপদেশ দেন । এজ্ঞা অন্ত সকলেই রাজার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট । কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনীগণ কেবল অসন্তুষ্ট ।

ক্রমে মন্ত্রী ও রাণীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল । মন্ত্রী রাজার কার্য্য-

কুশলতা ও বুদ্ধির চমৎকারিতা দেখিয়া সন্দিহান, রাণী রাজার নিঃস্বভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত । ক্রমে যতই দিন যায়, ততই ঘনীভূত হইতে লাগিল । একদিন রাণী গোপনে মন্ত্রীকে ডাকিয়া মনের কথা বলিলেন । মন্ত্রীও রাণীর বাক্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন । অনেক আলোচনার পর স্থির হইল—ইনি কোন যোগী, কোন উদ্দেশ্যে মৃত-রাজশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন ।

এখন সমস্তা হইল, কি করা উচিত । উভয়েই একবারে অবিলম্বে—এরূপ রাজার অধীনে রাজ্য থাকিলে অবিলম্বে বিশেষ ইহার সম্ভাবনা । অতএব ইহাকে কোনরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই মন্ত্রী বলিলেন—“ইহার নিশ্চয়ই যোগিদেহ আছে । তাহা নষ্ট নাশিয়া ইহার প্রস্থানে বাধা দেওয়া যাইবে না ।”

অবিলম্বে গোপনে গোপনে রাণীর এই আদেশ রাজ্যমধ্যে হইল যে, “রাজ্যমধ্যে যেন কোনও মৃতদেহ অসংস্কৃত না থাকে । কোন মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, রাজব্যয়ে 'রাজকর্মচারিগণই সংস্কার করিবে । অতথা হইলে দণ্ডিত হইতে হইবে । কেহ মৃতদেহের সন্ধান দিলে তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইবেন ।”

রাণীর আদেশ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । নিত্যই রাজ-কর্মচারিগণ বহু মৃতদেহ অগ্নিসংস্কার করিতে লাগিলেন । রাজ্যের দরিদ্র পুরস্কারলোভে চারিদিকে ধাবিত হইল । মৃতদেহের অনুসন্ধান করিয়া যেন একটা রাজ্যের মহৎকর্ম হইয়া উঠিল ।

প্রায় একমাস কাল অতীত হইল । ভিক্ষার জন্ত সন্ন্যাসিগণ যাইতেন । ক্রমে কতকগুলি লোক আচার্যের যোগিদেহের পাইল । অবিলম্বে এ সংবাদ রাজকর্মচারীর নিকট পৌঁছিল । সেই গুহাসমীপে আসিয়া দেখিলেন—সংবাদ সত্য ।



## শঙ্কর-চরিত্র।

১৪৫

রাজকর্মচারিগণ সন্ধ্যাসিগণের নিকট রাণীর আদেশ শুনাইলেন।  
আচার্য-শিষ্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পদ্যপাদপ্রভৃতি নানারূপে তাহা-  
গকে বুঝাইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা রাণীর কথা সমুদয়  
বলিলেন এবং দণ্ডের ভয়ে তাঁহারা এ কার্যে বিরত থাকিতে পারেন  
না—তাহাও বলিলেন।

পদ্যপাদের মহাবিপদ। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া  
অবশেষে তিনি রাজকর্মচারিগণের নিকট সপ্তাহকাল সময় ভিক্ষা  
ইচ্ছা করিয়া লইলেন। ইচ্ছা—গোপনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।  
কিন্তু অহুসন্ধানে জানিলেন—মন্ত্রীর আদেশে রাজার নিকট কোন  
দরবারীই যাইতে পারেন না।

গুরুগতপ্রাণ বুদ্ধিমান পদ্যপাদ শেষকালে একটি ছদ্মবেশী গায়কদল  
পাঠ করিলেন—এবং মন্ত্রীকে সঙ্গীত শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিয়া রাজাকে  
সঙ্গীত শুনাইবার অহুমতি চাহিলেন। মন্ত্রী এই নবীন গায়ক সম্প্রদায়ের  
অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া আদেশ দিলেন। পদ্যপাদ গায়কবেশে  
স্বতন্ত্র সহচর গায়ক সহ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

পদ্যপাদ অল্প গীত না গাহিয়া একেবারে তত্ত্বনসিবাধ্যাটিত একটি  
গীত গাহিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং কৌশলে আচার্যের দেহের  
বহু নিবেদন করিলেন। আচার্য তৎক্ষণাৎ গৃহাভ্যন্তর হইতে  
উদ্ভূত সেই কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থখানি লইয়া গায়কের পুরস্কারস্বরূপ  
এই গ্রন্থখানি পদ্যপাদের হস্তে দিলেন, এবং গায়কগণ বহুদূর চলিয়া  
গেল আচার্য মন্ত্রীকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া রাজকুমারকে  
জ্ঞাপন করিতে অহুরোধ করিলেন এবং যোগবলে রাজদেহ ত্যাগ করিয়া  
দেহে কিরিয়া আসিলেন। পদ্যপাদের এই কার্য করিতে সপ্তাহকাল  
টিয়া গেল। রাজকর্মচারিগণ ইতিমধ্যে আচার্যশিষ্যগণের বহুবাধা

সঙ্গেও বলপূর্বক আচার্যের দেহ লইয়া চিতার উপর রাখিয়া অগ্নি দগ্ধ করিয়াছে। এমন সময় পদ্মপাদ ও তাঁহার শিষ্যগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গুরুদেবের এই দশা দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। ওদিকে আচার্য-শরীরেও জীবনলক্ষণ প্রকাশ পাইল। লক্ষণ দেখিয়া সকলে তখন “জীবন্ত ব্যক্তিকে দগ্ধ করিও না, মৃত ব্যক্তিকে দগ্ধ করিও না” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে উত্তমরূপ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন—চিতা অগ্নি তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। তিনি তখন শঙ্কটনাশন লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের স্তব পঠন লাগিলেন। ভগবৎকৃপায় অগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না। ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া পলায়ন করিল। পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ আচার্যদেহের উপর হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার স্মৃতি সম্পাদনের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। যোগীশ্বর শঙ্কর ক্রিয়ালক্ষণ পরেই প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং শিষ্যগণের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—“তোমরা ব্যাকুল হইও না, এখানে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। গ্রন্থখানি আছে ত?”

পদ্মপাদ গ্রন্থ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সকলে পুনরায় উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

মণ্ডনের সন্ন্যাস ।

আচার্য শিষ্য কয়েকদিনের মধ্যে মণ্ডনসমীপে পুনরায় আসিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা উভয়ে সন্ন্যাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া মনে মনে সন্ন্যাসের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত। সরস্বতী দেবী বুঝিলেন—তাঁহার অবসান-কাল আসিয়াছে। সকলে আচার্যের যথাবিধি সৎকার করিলেন। আচার্য আসন গ্রহণ করিয়া—সরস্বতী দেবীকে বলিলেন—“মা! এই লউন সেই গ্রন্থ। ইহাতেই আপনার প্রেমের সকল



দত্ত হইয়াছে ।” শিষ্যগণ তখন আচার্য্যের পরকায়প্রবেশ-কথা সবিস্তরে  
 নিলেন । তাঁহারাও অমরুক রাজার পুনর্জীবনের কথা শুনিয়া-  
 হলেন, অতএব অবিখ্যাসের হেতু আর কিছুই রহিল না । মণ্ডনও  
 সরস্বতী দেবী গ্রন্থখানি দেখিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সরস্বতী দেবী বলিলেন—“হে যতিবর ! এইবার আপনার  
 মন সম্পূর্ণ হইল । আমার পতিদেবের ভার আপনি গ্রহণ করুন,  
 আমিও স্বধামে প্রস্থান করি ।” এই বলিয়াই সরস্বতী দেবী যোগবলে  
 দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন । পতির সন্মাসে জীৱ বৈধব্যচরণ  
 জ্ঞানীয় বিধি । বৈধব্যপালন কিন্তু কোন জীৱই ইচ্ছা করেন না ।  
 তরাং ক্ষমতাসত্ত্বেও তিনি কি আর বৈধব্যচরণ করিবেন !

আচার্য্য ইহা দেখিয়া সরস্বতী দেবীকে বলিলেন—“মা ! আপনি  
 ভগবতী ভারতীর অংশে অবতীর্ণা । আপনি দেহত্যাগ  
 করিলে জগতে এখনই সর্ববিদ্যা অন্তর্হিত হইবে । অতএব আপনি  
 রও কিছুদিন শরীর রক্ষা করিয়া বিদ্যা প্রচার করুন । এই শিষ্যগণ  
 দ্বিতীতে এক মঠস্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন । আপনি তথায় থাকিয়া  
 হাদিগকে বিদ্যাদান করিবেন ।”

সরস্বতী দেবী বলিলেন—“আচ্ছা, আমি তথায় দৈবশরীরে  
 থাকা আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব । আপনি দেখানে শ্রীমন্ত স্থাপন  
 করবেন, আমি তথায় বিরাজিত থাকিব । আপনার আসনে  
 বসিতে কোন মূৰ্খ বাহাতে উপবিষ্ট না হন—তাঁহার ব্যবস্থা আমি  
 দেখানে থাকিয়া করিব ।”

সরস্বতী দেবী এই বলিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন । মণ্ডন  
 গিঞ্জনোচিত পত্নীর সংকার করিয়া আচার্য্যের নিকট বিহিত  
 দেখানে সন্মাস লইলেন । সাহস্বতীতে কৰ্ম্মকাণ্ডের সূর্য্য অন্তর্মিত হইল

এবং তৎপরিবর্তে জ্ঞানভাস্কর উদিত হইল । ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ  
আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন । মণ্ডন মিশ্রের সন্মাসনাম হইল  
“স্বরেশ্বর আচার্য” । এই সময় মণ্ডনকে তত্ত্বোপদেশ দিবার জন্ত  
“তত্ত্বোপদেশ” নামক একখানি সারকথাপূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল

আচার্যের দিগ্বিজয় যাত্রা ।

মণ্ডন-পরাজয়ে শিষ্যগণের হৃদয়ে দিগ্বিজয়ের বাসনা বলবতী হইল ।  
তঁাহারা আচার্যকে কেবলই দিগ্বিজয়ের জন্ত প্রবৃত্তি দেন । ইহা  
কেবল শুনে আর হাস্য করেন আর কেবল মধ্যে মধ্যে প্রেরণ  
“বশ-আকাজ্জা জ্ঞানীর মহাশত্রু ! শিষ্যগণ ! তোমরা সতত শিষ্য  
থাকিও” । কিন্তু সে কথা শুনে কে ? অবশেষে শিষ্যগণের অহুরো  
দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কারণ, এ সময় নরমদার ভ্রমণ  
মহারাত্রি দেশে চালুক্য রাজ্য খুব প্রবল । প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্যের  
ইহার অন্তর্ভুক্ত । ভারতের সম্রাট কাঞ্চকুজেশ্বর মহারাজ ইহার  
তঁাহার পূর্বপুরুষগণ বহু চেষ্টাতেও ইহাদের প্রভাব খর্ব করিতে  
নাই । ইহাদের রাজ্য এখন দুইভাগে বিভক্ত । একটা পশ্চিম  
রাজ্য, অপরটা পূর্ব চালুক্য রাজ্য । পশ্চিম রাজ্যের রাজধানী  
বাতাপী নগরী, পূর্ব রাজ্যের রাজধানী রাজমহেন্দ্রীর নিকট  
নগরী । এখানে অধিবাসিগণ সত্যপ্রিয়, বলবান, সাহসী ও  
বহু তীর্থস্থান এখানে বর্তমান । প্রাচীন শালিবাহন রাজ্য  
প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগরী ইহার অন্তর্গত । আচার্য এখন  
রাজ্যের প্রধান তীর্থগুলিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং  
জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে  
মণ্ডনের পরাজয়-সংবাদ শুনিয়া আর কেহই আচার্যের নিকট  
আসেন না । যঁাহারা আসেন তঁাহারা উপদেশ শুনিতেই আসেন



**নাসিক বা পঞ্চবর্তী**—মহারাষ্ট্র দেশ ভ্রমণ করিতে  
হইতে আচার্য গোদাবরী তীরে পঞ্চবর্তী বা নাসিক নামক তীর্থস্থানে  
আসিলেন। এখানেই সীতাহরণ হইয়াছিল। এখানে পূর্বে দণ্ডকারণ্য  
হইল। ভগবান্‌ রামচন্দ্রের মন্দির এখানে বিখ্যাত। কিন্তু ধর্ম ও  
রাষ্ট্রবিপ্লববশতঃ ভগবানের পূজা প্রভৃতি উত্তমরূপে হইত না। চালুক্য-  
রাজগণ এই সময় এইটিকে রাজধানীতে পরিণত করিবার সংকল্প করিয়া-  
ছিলেন। আচার্য এখানে আগমন করায় আবার শ্রীরামচন্দ্রের পূজাদি  
প্রবর্তিত হইল, মন্দিরের সংস্কার হইল এবং কিছুদিন পরে আচার্যের  
শিষ্যগণ এখানে মন্দিরপার্শ্বে সাধুগণের জন্ত একটি মঠ স্থাপনা করেন।

**পাণ্ডুরপুর**—নাসিক হইতে বহির্গত হইয়া নানাস্থান  
ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য সশিষ্য পাণ্ডুরপুর নামক স্থানে আগমন  
করেন। এখানে চন্দ্রভাগাতীরে চতুর্দাহ বিষ্ণুবিগ্রহ মহাসমারোহে  
পূজিত হন। আচার্য এখানে আসিয়া পাণ্ডুরদ্বাষ্টক নামক একটি  
স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণকে  
ধর্মমার্গে প্রবৃত্ত করেন।

**শ্রীশৈল**—পাণ্ডুরপুর পরিত্যাগ করিয়া সশিষ্য আচার্য  
ক্রমে শ্রীশৈল নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে আগমন করেন। শ্রীশৈল, কৃষ্ণা ও  
তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থানের সমীপে অবস্থিত। এই স্থানটি প্রাচীনকাল  
হইতে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সাধনার স্থান। তীর্থযাত্রী দলে দলে এই স্থানে  
আসেন। স্থানের সৌন্দর্য যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। শৃঙ্গোপরি মধ্যে মধ্যে  
মল্লিকা-কানন। আশ্র কঁটাল প্রভৃতি ফল-বৃক্ষ প্রচুর। কোথাও বা  
নিবিড় অরণ্য। এই সব অরণ্যমধ্যে হিংস্র জন্তুর অভাবও নাই।  
গজরাজ ও পশুরাজের পদচিহ্ন এই সব স্থানকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।  
শ্রীশৈল এইরূপে কোমলকঠোরভাবে এক অপূর্ব সম্মিলন স্থল। পর্বত-

পাদদেশে পাতালগামিনী গঙ্গা প্রবাহিতা। শৃঙ্গোপরি একটা শিবলিঙ্গ  
মধ্যস্থলে এক শিবলিঙ্গ, তৎপার্শ্বে ভ্রমরা দেবী তাঁহার শক্তি।  
এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং প্রস্তুতিত মল্লিকা-কুন্ডলী  
পূজা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। আর তদবধি এই শিবলিঙ্গ  
মল্লিকার্জুন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। প্রবাদ—সিদ্ধনাগার্জুন এই কা  
বহু তপশ্চা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

আচার্যের আগমনে স্থানীয় সাধুসন্ন্যাসিগণ দলে দলে আচার্য  
দেখিবার জন্ত আসিতে লাগিলেন। এই সব সাধু সন্ন্যাসিগণের  
পাণ্ডপত, বৈষ্ণব, বীরাচারী, শৈব, শাক্ত, কাপালিক ও  
সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আবার কাপালিক  
সম্প্রদায় কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবল। ইহাদের আচার্য্যগণ, শিষ্যগণ  
অদ্বৈতমত শ্রবণ করিয়া ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত বিরোধী হইয়া  
তাঁহারা সদলবলে প্রায়ই বিচারার্থ আসিতেন। আচার্য্য, পদ  
স্বরেখরকে ইঙ্গিত করিতেন। আর তাঁহারা ইহাদের সঙ্গে  
করিয়াই পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতেন।

এইভাবে অতি অল্পদিনেই আচার্যের প্রভাব এখানে অতি  
হইয়া পড়িল। দেশীয় রাজগৃহবর্গও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে  
ত্যাগ ও সংযমপ্রধান আচার্য্যমতের উপদেশ শুনিয়া ধর্মের  
অধর্ম্মাচারী ভোগপ্রধান সম্প্রদায়ের বিষম মনোবেদনা উপস্থিত  
কিন্তু ইহাদের মধ্যে আচার্যের উপর কাপালিক-সম্প্রদায়ের  
কিছু অত্যধিক হইয়া উঠিল। অদূর দক্ষিণে কর্ণাটদেশীয়  
রাজ “ক্রকচ” ইহার সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইলেন। তিনি  
বোধোদ্দেশে লোক নিযুক্ত করিতে বলিলেন। উগ্রভৈরব  
তাঁহার নিজ অভীষ্টসিদ্ধি-কামনায় তিনিই এ কার্য করিবেন।



শঙ্করের মন্তকদান ।

উগ্রভৈরব একজন কাপালিক-সম্প্রদায়ের অতিবৃদ্ধ সাধক । এই শ্রীশৈলেই তিনি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেন । তিনি কাপালিক-রাজ ক্রকচের শিষ্য ও শ্রীশৈলে কাপালিক-সম্প্রদায়ের নেতা । শ্রীশৈলের কাপালিকগণ তাঁহারই শিষ্য । উগ্রভৈরব প্রথম প্রথম আচার্য্যের সহিত বিচারাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরান্ত হইয়া কাপালিক-রাজ ক্রকচকে সংবাদ দেন । এক্ষণে ক্রকচের ইচ্ছানুসারে এবং নিজ অভীষ্টসিদ্ধির কামনার কৌশলে আচার্য্যকে বধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন ।

একদিন আচার্য্য শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিয়া নিজভাবে বসিয়া আছেন । শিষ্যগণও নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপ্ত । এমন সময় উগ্রভৈরব আচার্য্যের চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজমত ত্যাগ করিয়া শিষ্যত্বগ্রহণের জন্ম অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ।

সকলেরই পক্ষে আচার্য্য অব্যবহিতদ্বার । সরলচিত্ত আচার্য্য তৎক্ষণাৎ উগ্রভৈরবকে আশ্রয় দিলেন । উগ্রভৈরব আচার্য্যের শিষ্য হইয়া শিষ্যগণের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন এবং সেবার দ্বারা সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ।

একদিন সময় বুঝিয়া উগ্রভৈরব আচার্য্যচরণে প্রণাম করিয়া আর উঠেন না । তিনি দরদর ধারায় আচার্য্য-চরণে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । আচার্য্য ইহা দেখিয়া বলিলেন—“উগ্রভৈরব ! আজ ইহাং তোমার এই ভাবান্তর হইল কেন ? কি হইয়াছে বল ! তোমার রোদনের হেতু কি ?”

উগ্রভৈরব তখন করজোড় করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—“ভগবন্ ! এই কয়দিন আপনার সঙ্গ করিয়া আমি নিশ্চয় করিয়াছি—আপনি সাক্ষাৎ শঙ্কর । আপনি মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন

—জগতের উদ্ধারের জন্ত । উদারতা আপনাতে মূর্তিমতী । আত্মপরে  
দেহাভিমান আপনাতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত । আপনি যদি  
করেন, তবেই আমার বহুদিনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, নচেৎ তাহার  
কোন উপায়ই দেখি না । যদি এই ক্ষুদ্র মানবের উপর আপনার  
হয়, তবে আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করি ।”

আচার্য্য উগ্রভৈরবের কাতর ও ঐকান্তিক ভাব দেখিয়া বলিলেন—  
“উগ্রভৈরব ! তোমার এই কাতরতার প্রয়োজন কি ? বল,  
কি চাও ? আমার দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহাতে তুমি  
হইবে না ।”

উগ্রভৈরবের মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল । তিনি অশ্রুপূর্ণ  
বলিতে লাগিলেন—“গুরুদেব ! আমি মশরীরে কৈলাসপতি পরমেশ্বর  
সহিত একত্রবাসের অভিলাষে আজ প্রায় একশত বৎসর যাবৎ  
তপস্বী করিয়া আসিতেছি । ভগবান্ তুষ্ট হইয়া আমাকে ঐ  
দেন যে, যদি আমি এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তির মন্তক অথবা কোন  
রাজার মন্তক দিয়া হোম করিতে পারি, তাহা হইলে আমার  
পূর্ণ হইবে । আমি তদবধি একজন রাজা বা একজন সর্বজ্ঞের  
লাভের জন্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি । কিন্তু কোথাও ইহা  
না । অবশেষে হতাশ হইয়া এইস্থানেই অবস্থিতি করিতেছি ।  
বোধ হয় আমার সেই শুভদিন উপস্থিত । আপনি সর্বজ্ঞ,  
আমার আমার সন্দেহ নাই । তাহাতে আপনি দয়ার সাগর  
হিতের জন্তই আপনার জীবনধারণ—তাহাও আমি  
করিয়াছি । অতএব আপনি যদি আমার উপর দয়া করেন  
হইলেই আমার আজীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । নচেৎ আর  
উপায় দেখি না ।”



আচার্য্য ইহা শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“তাপসপ্রবর ! তুমি বাহ্য অভিলাষ করিতেছ, তাহা মানবের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। উহাও অনিত্য। শিবলোকে বাহ্যার বাস করেন, তাঁহারা শিবের রূপায় অদ্বৈতব্রহ্মাবিজ্ঞান লাভ করিয়া পরিশেষে পরমাশান্তিরূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে পরমাত্মার মায়িকরূপভেদ, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত জীব যতদিন না নিজেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, ততদিন তাহার সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়ের জ্ঞান থাকিলেই ভয় থাকে, আর ভয় থাকিলেই দুঃখও থাকে। একমাত্র অদ্বৈততত্ত্বই অভয়। তাহার জ্ঞানেই জীবও অভয় হয়। শিবব্রহ্মবিষ্ণুলোকেও কিছু কিছু দুঃখ আছে। সেখানে জগতের স্রুতের তুলনায় অনন্ত স্রুত থাকিলেও তাহা দুঃখলেশপরিশূন্য স্রুত নহে। বুদ্ধিমান্ মানব দুঃখলেশপরিশূন্য স্রুতই কামনা করেন। তুমি বুদ্ধ এবং বুদ্ধিমান্ সাধক, তোমার একুপ স্রুতের জন্ত এত আগ্রহ কেন? আরও জ্ঞানিও যেরূপ কার্য্যের দ্বারা এই স্রুত লাভ করিতে তুমি যত্ববান্ হইয়াছ, তাহার ফলেও কিছু দুঃখ অনিবার্য্য। অতএব একুপ আগ্রহ তোমার প্রশংসনীয় নহে।”

আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া উগ্রভৈরব আচার্য্যের চরণদ্বয় ধরিয়া অতি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন—“ভগবন্ ! আমি সত্য বলিতেছি—আপনার অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ আমার ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আর কতদিনই বা বাঁচিব। আপনি দয়া করিয়া এই অজ্ঞজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আর কালে যখন সেই কৈলাসপতির রূপায় সে জ্ঞানও লাভ করিব—আশা আছে, তখন তাঁহার আদেশেরই অনুষ্ঠান করা আমার উচিত। তিনিই আমার এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রার্থনাটি

পূর্ণ করুন। আপনি ভিন্ন আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবার আর কোন আশা নাই।”

উগ্রভৈরব এই বলিয়া আচার্যের চরণকমল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। আচার্য বৃদ্ধ কাপালিককে স্তম্ভ করিয়া অনেকক্ষণ লেন, কিন্তু সে কথা শুনে কে? অন্তরে যাহার অগ্নি অভিসন্ধি, সে যাবিবেই বা কেন? আচার্য ভাবিলেন—ব্যাসদেবের ইচ্ছা যোগ পূর্ণ হইয়াছে, নচেৎ দেহত্যাগের এই উপলক্ষই বা উপস্থিত হইল কেন? আহা! অজ্ঞলোকের উপর ভোগবাসনার কি প্রবল প্রভাব! যাহা সে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝে না। শিবাদি-লোকের সুখভোগবাদ ব্রহ্মজ্ঞানও চাহে না। যাহাই হউক বৃদ্ধের যদি উপকার সাধিত হইত হউক। এখানে না হইলেও সেখানে যাইয়া ত তাহারও কল্যাণ সম্ভাবনা আছে।”

আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, তাহাই হইবে। ইহাই যদি তোমার একান্ত অভীষ্ট হয়, তাহা হইলেই হউক। কিন্তু শিষ্যগণ যদি এ কথা কোনরূপে জানিতে পারে সন্দেহও করে, তাহা হইলে ত তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাহার উপায় কি করিবে?”

উগ্রভৈরব আনন্দে বিহ্বল হইয়া আচার্যের চরণে মস্তক নিক্ষেপ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—“ভগবন্! আপনার কল্যাণ আমি ধন্য হইলাম। আপনাকে না পাইলে আমার উদ্দেশ্য আর হইত না। এক্ষণে এ কার্য্য শিষ্যগণ যাহাতে কোনরূপে না জানি পারে এমনভাবেই করিতে হইবে। আমি মনে করিতেছি—অরণ্যমধ্যে একটি ভৈরবের স্থান আছে। উহা অতি ভীষণ এবং বুলিয়া কেহই সেখানে প্রায় যায় না। সেইখানে আমি পূজা



হোমাদির আয়োজন করিব, আপনি যদি আগামী অমাবস্তার মধ্যরাত্রে সেখানে দয়া করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আর কোন বাধা ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। স্থানটী দুর্গম বলিয়া আপনার গমনেও কোন অসুবিধা হইবে না। আমি মধ্যপথ হইতে আপনাকে লইয়া যাইব।”

আচার্য্য বলিলেন—“হাঁ, এইরূপ হইলেই ইহা সম্ভব বটে। তবে তাহার আয়োজন কর।”

উগ্রভৈরব আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পূর্বের ত্রায় শিষ্যগণমধ্যে আসিলেন এবং দুই একদিন পরে সকলের অত্নমতি লইয়া স্থানান্তরে গমনের ছলে প্রস্থান করিলেন। পদ্মপাদ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এত দূর সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যেমন আচার্য্যের নিকট অধ্যয়নাদি করেন সেইরূপই করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। মধ্যরাত্রি আসিল—শিষ্যগণ নিদ্রিত। আচার্য্য বুদ্ধ কাপালিকের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত দিন গণনা করিতে ছিলেন। অজ্ঞ আর তাঁহার নিদ্রা নাই। শিষ্যগণকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং নিঃশব্দে সেই অরণ্যাভিমুখে চলিলেন। অদ্বৈতব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান সম্যক্ স্ফূর্তি না পাইলে কি এরূপ সমজ্ঞান হয়! প্রাণ দিয়া পরোপকার ইহারাই অনায়াসে করিতে পারেন!

উগ্রভৈরব আচার্য্যের প্রতীক্ষায় মধ্যপথেই ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে দেখিয়া আনন্দে যেন আত্মহারা হইয়া আচার্য্যচরণে প্রণাম করিলেন এবং পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

ক্ষণমধ্যে উভয়েই ভৈরবের স্থানে আসিলেন। আচার্য্য দেখিলেন—কতকগুলি স্তব্ধবৃক্ষসমাচ্ছাদিত নিবিড় অন্ধকারময় একটা নিভৃত স্থান। শিরোপরি আকাশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় একটা গুহামধ্যে সিন্দুরপরিলিপ্ত এক ভৈরবমূর্তি। সম্মুখে পূজোপকরণ সজ্জিত। পার্শ্বে

একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে স্থানটির ভয়ঙ্কর দৃশ্য মাত্র প্রকাশ  
করিতেছে। ত্রিশূলধারী যমকিঙ্করসম কয়েকজন কাপালিক আশপাশে  
বসিয়া আছে। এ এক অতি ভীষণ দৃশ্য! উগ্রভৈরবের আর কি  
সহে না। তিনি বলিস্থল প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—“এই  
আপনি মন্তক রাখিয়া শয়ন করুন, আমি আপনার মন্তক  
হোমাঙ্গ করিব।”

আচার্য বলিলেন—“আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমি দয়া  
হই, হইলে তুমি যাহা কর্তব্য হয় করিও।”

উগ্রভৈরব সম্মত হইয়া আচার্যকে বসিবার আসন দিয়া  
প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু বিধাতার অন্ত ব্যবস্থা হইতেছে।

পদ্মপাদ নিদ্রিত অবস্থায় শয্যাভ্যাগ করিয়া ভীষণ গর্জনপূর্বক  
অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পদ্মপাদের এই গর্জন শুনিয়া শিখর  
নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার পদ্মপাদকে ধাবিত দেখিয়া তাঁহার  
করিতে লাগিলেন। কি হইয়াছে ভাবিবার বা জানিবার আর সময়

দৈবপরিচালিত হইয়া পদ্মপাদ মুহূর্তমধ্যে ঘটনাস্থলে আসিয়া  
ইত্যবকাশে উগ্রভৈরব শঙ্করকে শিলোপরি শায়িত করিয়া  
উত্তোলন করিয়াছেন, কেবল ফেলিবার অপেক্ষা। কিন্তু ইতিমধ্যে  
পদ্মপাদের গর্জনধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি  
হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছেন। নৃসিংহভরাক্রান্ত পদ্মপাদ নিম্নে  
তথায় আসিয়া সেই স্থযোগে উগ্রভৈরবের হস্তেরই খড়া লইয়া  
মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অতি ভীষণ গর্জনধ্বনিতে চারি  
প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শিখরগণও  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই হতবুদ্ধি, সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়  
উগ্রভৈরবের শিখরগণ ইহা দেখিয়া পলায়ন করিল।



নৃসিংহদেবের গর্জনে আচার্যের সমাধিভঙ্গ হইল । মস্তকচ্ছেদনেও যে সমাধিভঙ্গ হইবার নয়, ভগবান্ নৃসিংহদেবের গর্জনে তাহা ভঙ্গ হইল । যেহেতু নিক্রাণের পূর্বপর্যন্ত সকলেই অন্তর্ধ্যামীর অধীন । আচার্য্য দেখিলেন—পদ্মপাদের শরীরোপরি জ্যোতির্ময় অতিভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি । পার্শ্বেই ছিন্নমস্তক রক্তাক্তকলেবর সেই বৃদ্ধ কাপালিক শায়িত । শিষ্যগণ দূরে দণ্ডায়মান । আচার্যের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল । তিনি এ দৃশ্যের মর্শ্বোদ্ঘাটনে চেষ্টা না করিয়া ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন । ক্ষণপরে নৃসিংহদেব অন্তর্ধান করিলেন । পদ্মপাদ কিন্তু প্রকৃতিস্থ না হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

আচার্যের ইন্ধিতে শিষ্যগণ এইবার কর্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন । তাহারা পদ্মপাদের সংজ্ঞাসম্পাদনের জন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন । ক্রমে পদ্মপাদের চৈতন্য হইল । কিন্তু দৃশ্য দেখিয়া তিনিও হতবুদ্ধি ।

উগ্রভৈরবের নিধনে আচার্য্য কিন্তু দুঃখিত । বাহার কন্যাণের জন্ত তিনি মস্তক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত । আচার্য্য এইজন্তই দুঃখিত । তিনি ক্ষণপরে পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ ! তুমি এমন কর্ম্ম কেন করিলে ? তুমি সন্ন্যাসী, প্রারব্ধভোগের জন্ত তোমার জীবন । নরহত্যার হেতু হওয়া কি তোমার উচিত ? কেন তুমি এই গর্হিত কর্ম্ম করিলে ? কাপালিকের মদলার্থ আমি তাহাকে মস্তকদানে সম্মত হইয়াছিলাম, তুমি কেন তাহাতে বাধাদান করিলে ? আহা ! দেখ দেখি কাপালিকের মনোরথ পূর্ণ হইল না ! তিনি কৈলাসপতির সহিত একত্র বাস-কামনায় বহু দুঃস্বপ্ন তপশ্চা করিয়াছিলেন এবং শিবের নিদেশ-অনুসারে সন্ন্যাসীর মস্তক দ্বারা হোম করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন । আমার মস্তকদ্বারা সেই হোম করিতে পারিলে তিনি সিদ্ধমনোরথ হইতেন । দেখ,

সালোক্যও একপ্রকার মুক্তি । কিন্তু কয় জন ব্যক্তি তাহার জন্ত ঐকান্তিক যত্ন করে । এ ব্যক্তি যদি সেজন্য যত্নবান্ হয়, তাহাতে দোষ কি ?  
-পদ্মপাদ ! তুমি বালকোচিত কৰ্ম্ম করিয়াছ—সন্দেহ নাই ।”

পদ্মপাদ একটু লজ্জিত ও যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—“ভগবন্! আমি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি—এক কাপালিক আপনার শিরশ্চূর্ণ করিতেছে । আমরা সকলেই আপনার নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছি—ইহা কেহই আপনাকে রক্ষা করিতে যাইতে পারিতেছি না । আমি নিরুপায় হইয়া ব্যাকুলভাবে আমার অভীষ্টদেবতা ভগবান্ নৃসিংহদেবকে স্মরণ করি এবং আপনার প্রাণরক্ষার জন্ত কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে থাকি । অনন্তর আমি দেখিলাম—ভগবান্ নৃসিংহদেব অর্চনায় জ্যোতির্শ্ময় মূর্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । কিন্তু তখন পরে যে কি হইল, তাহা আর আমি জানি না । এখন দেখিতেছি—আমি এখানে অবস্থিত । ভগবন্! এতদতিরিক্ত আমি কিছুই জানি নাই এবং কিছুই জানি না । ইহাতে যদি আপনার শ্রীচরণে আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে দয়া করিয়া ক্ষমা করুন ।”  
বলিতে বলিতে পদ্মপাদের চক্ষে জল আনিল । তিনি তখন আবেগে ভরে বলিতে লাগিলেন—“ভগবন্! তবে আমরা থাকিতে যে একে কৌশলে গোপনে আপনার প্রাণনাশ করিবে—ইহা আমরা কিছুই সহ্য করিতে পারিব না । উগ্রভৈরব যদি যথার্থই মুক্তিকামী হইত, তবে গোপনে এ কার্য্য করিবেন কেন? আর আপনি যদি গোপনে আমাদের সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে আমি আপনার এই আচরণ করিতাম না । আপনার দয়াতে যদি একজন মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে আমরা লক্ষ্য লক্ষ্য ব্যক্তি কি অপরাধ করিলাম । কি আপনার দয়ার পাত্র নহি । আর যদি গুরুদেবকে রক্ষা



মাইয়া নরহত্যা করিতে হয় এবং তাহার ফলে যদি আমার অনন্ত  
নরক হয় তাহাও আমার বরণীয় ।”

সুরেশ্বরপ্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই পদ্মপাদকে ধৃত ধৃত করিয়া উঠি-  
লেন। সুরেশ্বর পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ! আজ তোমার  
জ্ঞান আমরা গুরুদেবকে ফিরিয়া পাইলাম। নচেৎ এ দুষ্টের হাত  
হইতে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তুমি ধন্য, তোমায়  
সহস্রবার নমস্কার ।”

আচার্য্য দেখিলেন—“শিষ্যগণ সকলেই ভাববিহ্বল ও উত্তেজিত।  
এ সময় আর যুক্তির কথা দাঁড়াইতে পারে না। তখন তিনি পদ্মপাদকে  
সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৎস পদ্মপাদ! তা’ বেশ করিয়াছ।  
দেখিতেছি এখনও আরও কিছুদিন এ দেহভার বহন করিতে হইবে।  
এক্ষণে বল দেখি—তুমি এই সিদ্ধিলাভ কবে করিলে? কৈ—কখনও  
এ কথা ত প্রকাশ কর নাই।”

পদ্মপাদ তখন বিনীতভাবে বলিলেন—“ভগবন! আপনার আশ্রয়-  
লাভের পূর্বে, আমি এক সময় দক্ষিণদেশে “বল” নামক পর্বতোপরি  
এক পুণ্য বনমধ্যে নৃসিংহদেবের আরাধনা করিতে থাকি। কারণ,  
বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম—নৃসিংহদেব মানবের সকলপ্রকার অভীষ্ট  
অতি শীঘ্র প্রদান করিয়া থাকেন এবং তিনি সেই বনমধ্যে মধ্যে মধ্যে  
দেখা দেন। আমি তাঁহার দর্শনলালসায় সেই বনে ফলমূল খাইয়া  
এক গিরিগুহায় বাস করিতে লাগিলাম। জনমানব কেহই সেই বনে  
ছিল না এবং কখনও দেখা যাইত না। যতই দিন যায় ততই আমার  
নৃসিংহদেবদর্শনলালসা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। আমি দিনরাত  
তাঁহারই ধ্যানজ্ঞানে অতিবাহিত করিতাম, অন্য কিছুই করিতাম না।  
একদিন সহসা এক যুবক ব্যাধ, কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল,

এবং আমায় জিজ্ঞাসা করিল—“কি জন্য তুমি এই বনমধ্যে এসে  
বাস করিতেছ?” আমি মনোভাব যতই গোপন করি, ব্যাধ তা  
আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে ব্যাধ তা  
আমি বলিলাম—“ওহে! আমি একটা জন্তুর অশ্বেষণে এখানে  
করিতেছি।” ব্যাধ বলিল—“আমায় বল না, আমি হয় ত  
সন্ধান তোমায় দিতে পারি।” আমি ছল করিয়া বলিলাম—“  
মুখটা সিংহের মত এবং অবশিষ্টভাগ মানবের মত। তুমি কি  
জন্তু দেখিয়াছ?”

ব্যাধ এই কথা শুনিয়া আমায় আর কিছু না বলিয়া চলিয়া  
এবং কিয়ৎক্ষণ পরে লতাপাতার দ্বারা এক নৃসিংহমূর্ত্তিকে আবদ্ধ  
আমার সমক্ষে উপস্থাপিত করিল। আমি তখন নৃসিংহদেবে  
করিতে লাগিলাম। ব্যাধ কিন্তু ইতিমধ্যে অদৃশ্য। অনন্তর  
দেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ দৈবমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমাকে বর  
করিতে বলিলেন। আমি তখন বালক, মানবের কি প্রকৃত  
তাহা জানিতাম না। আমি বলিলাম—“ভগবন্! যদি আমার প্রতি  
হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন যে, আমি যখন বিপন্ন  
আপনাকে স্মরণ করিব, তখন আপনি আমায় দর্শনদান করিবেন  
বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।” ভগবান্ নৃসিংহদেব “তথাস্তু”  
অন্তর্ধান করিলেন। দেব! তদবধি আমি একরূপ বিপন্নও হই নাই  
তাহাকে স্মরণও করি নাই। তাহার পর এই আমি আজ  
প্রথম দর্শন পাইলাম।”

পদ্মপাদের কথা শুনিয়া আচার্য যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।  
কৃতিক্ষে গুরুর যত আনন্দ হয় এত আর কাহার হয়? সুরেশ্বরপ্রমুখ  
গণ এখন হইতে পদ্মপাদকে অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১৬১

নের ভীষণতায় এবং উগ্রভৈরবের বীভৎস দৃশ্যে সকলেরই স্থান-  
গের ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে গাঢ় অন্ধকারে সকলে কোথায়  
ইবেন? অগত্যা সেই স্থলেই সকলে তত্বকথায় রাত্র অতিবাহিত  
করিতে লাগিলেন।

এইবার আচার্য্য সকলকে শাস্ত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—  
শ্রদ্ধা! তোমরা সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইও না। দেখ,  
সন্ন্যাস দ্বিবিধ—একপ্রকার মুখ্য এবং অল্পপ্রকার গৌণ। মুখ্য আবার  
দুই প্রকার; একপ্রকার—পূর্বাশ্রমে জ্ঞান না হইলে জ্ঞান হইবার জন্য  
অল্পপ্রকার—জ্ঞান হইবার পর সন্ন্যাস। গৌণ সন্ন্যাস ত্রিবিধ—  
দৈনিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থীর  
ব্যাপ্য। জ্ঞান হইবার জন্য যে সন্ন্যাস তাহার নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস।  
আমরা এই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই  
সাধন। এজন্য যে কৰ্ম্ম করিতে হয় তাহার প্রধান লক্ষ্য শরীর-  
ব্রহ্মণ মাত্র, আর যাহা আপনি ঘটে তাহাই বরণ করিতে হয়। ইহার  
লক্ষ্য সমাজসংরক্ষণাদি। ইহাও শাস্ত্রীয় আচরণমাত্র অনুষ্ঠানদ্বারা  
পূরণ হয়। ইহাতে কোন কিছুই জন্য আগ্রহ বা অপ্রিয়প্রতিকারের  
স্থান থাকে উচিত নহে। কিন্তু জ্ঞানের পর যে সন্ন্যাস অথবা বিবিদিষা  
সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞান হইলে যে সন্ন্যাস তাহার নাম বিদ্বৎসন্ন্যাস।  
ইহাতে প্রারম্ভ যে পথে যাহা করায় তাহাই সন্ন্যাসিগণ করিয়া  
কেন। ইহারা প্রারম্ভবশে সকলপ্রকার কার্য্য করিলেও দোষ নাই।  
আমর দেহ যদি যায় ত আমার প্রারম্ভবশেই যাইতেছে, তাহাতে  
আমরা বাধা দেও কেন? যাহা আপনি ঘটে তাহাই ত বরণ করিতে  
হইবে। আমার দেহের দ্বারা অনেকের অধিক উপকার হইবে—  
অতীত ও ত সন্ন্যাসীর কৰ্ত্তব্য নহে। তোমরা গুরুভক্তিবশে, এই কার্য্য

করিয়াছ, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীর কার্য নহে । কোপীনপঞ্চকে যে  
আদর্শ বলিয়াছি তাহা তোমরা ত জান । বিশ্বত হইতেছে  
অন্তান্ত শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও তোমাদের অবিরত  
অতএব সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইও না । সর্বদা  
স্বরূপে থাকিয়া অহংজ্ঞানকে দৃশ্য করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর ।  
ইহা উত্তমরূপে জান তথাপি স্মরণ করাইয়া দিলাম । পদ্মপাদ !  
এ জীবনের প্রথম হইতেই প্রায় সব জান । স্মরণ কর দেখি-  
কেন ভাষ্যাদি করিয়াছি, আর কেনই বা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হই  
অসঙ্গ থাকিয়া প্রারব্ধফলই জ্ঞানীর কর্তব্য নহে কি ?”

পদ্মপাদ লজ্জিত হইলেন । অনন্তর প্রভাত হইলে সকল  
ফিরিয়া আসিলেন । ইতিমধ্যে শ্রীশৈলের সর্বত্র এই কথা  
হইয়া পড়িয়াছে । কাপালিকগণ পদ্মপাদ এবং আচার্যের  
শক্তির কথা শুনিয়া দলে দলে আসিয়া শিষ্য হইতে লাগিলেন ।  
সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই আচার্যের শরণ গ্রহণ  
সকলেরই মুখে আচার্যের উদারতা, স্বার্থত্যাগ ও পরহিতপর  
কথা । পণ্ডিতগণ দখীচির সঙ্গে আচার্যের তুলনা করিতে লা  
কেহ বা শুকদেবের সহিত তুলনা করিলেন । সর্বত্রই আচার্যের  
যাহা হউক বিজ্ঞাবুদ্ধির দ্বারা আচার্য যাহা করিতে পারেন না  
এই ঘটনার পর তাহা সুসিদ্ধ হইয়া গেল । অদ্বৈতবেদান্তবৈজ্ঞানিক  
শ্রীশৈলের সর্বত্র উড্ডীন হইল ।

**গোকর্ণ**—শ্রীশৈলের পর গোকর্ণ তীর্থের মাহাত্ম্য  
অধিক শ্রুত হইয়া থাকে । আচার্য শ্রীশৈল পরিভ্রমণ  
পশ্চিমাভিমুখে নানা তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে  
সমুদ্রতীরে গোকর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১৬৩

নামক শিবের মন্দির। আচার্য্য সশিষ্য যথাবিধি শিবদর্শনাদি করিলেন এবং একটা মনোজ্ঞ স্তব রচনা করিয়া ভগবানের অর্চনা করিলেন। আচার্য্যের মণ্ডনপরাজয় এবং শ্রীশৈলের সংবাদ ইতিপূর্বেই গোকর্ণ-বাসীর নিকট পৌঁছিয়াছিল। স্বতরাং সাধারণ পণ্ডিতের মধ্যে কেহই আর আচার্য্যের সঙ্গে বিচারে সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে আচার্য্যের উপদেশ শুনিতে লাগিলেন।\*

শৈব নীলকণ্ঠের সহিত বিচার।

বস্তুতঃ গোকর্ণ কিন্তু বিচারমগ্ন সম্প্রদায়-প্রবর্তক পণ্ডিতহীন ছিল না। এ সময় এখানে শৈব নীলকণ্ঠ নামক একজন প্রধান পণ্ডিত বাস করিতেন। ইনি এই সময় এই দেশের শৈবসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের “শিবতৎপর” নামক ভাষ্য করিয়া পণ্ডিতসমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।\*

দিগ্বিজয়ী আচার্য্যের আগমন শুনিয়া ইনি আর স্বয়ং আসিয়া বিচার করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। কিন্তু তাঁহার হরদত্ত নামে এক শিষ্য ছিলেন, তিনি আর আচার্য্যকে উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। হরদত্ত আচার্য্যের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন এবং নিজগুরু নীলকণ্ঠের নিকট আচার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—“দেব! ইহাকে যদি বিচারে পরাজিত না করেন, তাহা হইলে আপনার নিন্দা হইবে এবং সম্প্রদায়েরও ক্ষতি হইবে। ইনি উপেক্ষার যোগ্য নহেন।”

নীলকণ্ঠ উপহাস করিয়া বলিলেন—“শঙ্কর যদি সমুদ্র শুষ্ক করেন,

\* শৈব নীলকণ্ঠ পাণ্ডপত-মতাবলম্বী। এই পাণ্ডপতমত মহেশ্বরমতের অন্তর্গত। মহেশ্বরমত ত্রিবিধ যথা—পাণ্ডপতমত, শৈবমত ও প্রত্যভিজ্ঞামত। বিশেষ-বিবরণ সর্বদর্শনসংগ্রহে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যকে যদি অধঃপাতিত করেন, আর বস্ত্রদ্বারা আকাশকেও বেঁধে  
করেন, তাহা হইলেও তিনি আমাকে জয় করিতে পারিবেন না  
তবে তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন চল, দেখিবে, বস্ত্র  
কিরূপ হৃদঙ্গা করি ।”

এই বলিয়া নীলকণ্ঠ আর কালবিলম্ব করিলেন না । তিনি হস্ত  
প্রভৃতি শিষ্যগণ-সঙ্গে আচার্য্যের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন । নীল  
এবং তাঁহার শিষ্যগণের সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ভস্ত্রদ্বারা লিপ্ত, গলায়  
উজ্জ্বল ও বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, বিস্তার  
অবনত মস্তক, ভক্তের একাগ্রতাপূর্ণ মুখমণ্ডল, মুখে “হর হর  
বোম” ধ্বনি,—দৃশ্যটী অচিরে আচার্য্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ।

শিষ্য নীলকণ্ঠ আসিবামাত্র পদ্মপাদপ্রভৃতি আচার্য্য-পিতৃ  
তাঁহাদিগকে পণ্ডিতোচিত সম্মান করিয়া আসন দিলেন, নীল  
সম্মানে আসনগ্রহণ করিয়াই বলিলেন—“আপনারা অদ্বৈতমত  
করিয়া বেড়াইতেছেন । কিন্তু তাহা ত যুক্তিসঙ্গত মত নহে । আপনাদের  
শৈবমত বোধ হয় জ্ঞানেন না, নচেৎ অদ্বৈতমত-প্র  
প্রবৃত্ত হইতেন না ।”

পদ্মপাদ বলিলেন—“আপনার শৈবমতের ব্যাখ্যা তাহা  
আপনার মুখেই আমাদের শ্রবণ করা উচিত । বোধ হয় আর  
শৈবমত শুনিয়াছি, তাহা আপনার শ্রায় উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট  
শ্রুত হয় নাই ।”

ইহা শুনিয়া নীলকণ্ঠ নিজ শৈবমতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন  
এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন  
পদ্মপাদ মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন । আচার্য্য উদাসীনভাবেই উপস্থিত

\* ইহার বিবরণ সর্বদর্শনসংগ্রহের পাণ্ডপতদর্শনে জ্ঞাত হওয়া যায় ।



স্বধীষর সুরেশ্বর ইহা দেখিয়া বলিলেন—“আপনি আসুন, আমি আপনার সকল কথার উত্তর দিতেছি ।”

নীলকণ্ঠ বলিলেন—“আমি আপনার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ইতিপূর্বেই পাইয়াছি । আপনার পাণ্ডিত্য বিশ্ববিশ্রুত সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি যাহার নিকট পরাজিত হইয়া শিষ্য হইয়াছেন, তিনি থাকিতে আপনার সঙ্গে বিচার করিব কেন ।” সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া আচার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেন । আচার্য্য এই কথোপকথন ধীরভাবে শুনিতেছিলেন । তিনি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন—“আচ্ছা আসুন, আমিই আপনার কথার উত্তর দিতেছি ।”

নীলকণ্ঠ ইতিমধ্যে নিজমত-ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছিলেন—“পরমেশ্বর পশুপতি স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ কর্মাদি নিরপেক্ষ হইয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্বে জীবের অদৃষ্টের অপেক্ষা নাই ।” আচার্য্য এই কথাটা ধরিয়া বলিলেন—“তবে পরমেশ্বরে পক্ষপাতাদি দোষ অনিবার্য্য ।” নীলকণ্ঠ বলিলেন—“তাহা হইলে তিনি সর্ব-কারণের কারণ কিরূপে হন ? আচার্য্য বলিলেন—“তবে তিনি দোষেরও কারণ । কিন্তু তিনি সর্বদোষমুক্ত শুদ্ধস্বভাব ইহা শ্রুতি ঘোষণা করিতেছে । ক্রমে বিচার গুরুতর হইয়া উঠিল । নীলকণ্ঠ তখন নিজপক্ষ সমর্থনে আর সুবিধা বিবেচনা করিলেন না । তিনি তখন অদ্বৈত-মতকেই আক্রমণ করিতে লাগিলেন । আচার্য্য তখন হাসিতে হাসিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন । নীলকণ্ঠ আপত্তিমুখে কখন কপিলমত অবলম্বন করেন, কখন বৈশেষিকমত অবলম্বন করেন । কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিলেন না । অবশেষে ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থী অবলম্বনে তিনি তর্ক করিতে লাগিলেন । কিন্তু আচার্য্যের নিকট তাহাও নূতন বলিয়া বিবেচিত হইল না । অগত্যা নীলকণ্ঠ নিরুত্তর

হইয়া আচার্যের অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। আচার্য্য অতি প্রসন্নভাবেই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত রহস্য সমুদয় বিবৃত করিতে লাগিলেন।

এইবার কিন্তু অন্তরে অন্তরে নীলকণ্ঠের মত পরিবর্তিত হইয়া লাগিল। আচার্য্য-বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তিনি বলিলেন—  
“যতিবর! আমি বুঝিলাম আপনার সিদ্ধান্তই যথার্থ। উপাসনায় পক্ষে আমাদের মত বহুদূর উপকার সাধন করিতে পারে। কিন্তু পরিশেষে অদ্বৈত ব্রহ্মভাবই আশ্রয়ণীয়। তন্মিত্ত নিঃশেষে সমস্ত সম্ভবপর নহে।”

এই বলিয়া নীলকণ্ঠ আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং আসিয়া তাঁহার “শিবতংপর” ভাষ্যখানি জলে বিসর্জন করিলেন।

গোকর্ণে আচার্য্যের জয়জয়কার বিঘোষিত হইল। নীলকণ্ঠ পণ্ডিত হরদত্তাচার্য্যও অদ্বৈতমতে শ্রদ্ধাবান হইলেন। কিন্তু বালিয়া তিনি তাঁহার গণকারিকা প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ ছিল সেগুলি আর জলে বিসর্জন করিলেন না।

বাহা হউক, ইহাদের শিষ্যবর্গ অনেকেই অদ্বৈতমতগ্রহণ করিলেন। অনেকে আবার এই সকল গ্রন্থাবলম্বনেই নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভগবানের উপাসনারত রহিলেন। যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্ত কাহারও উপাসনাকালে দ্বৈতভাবের বিরোধী নহে। তবে উত্তম অধিকারী

\* বহু ‘হনুসন্ধানের পর আমি একটি পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, নীলকণ্ঠ ভাব্য কিছুদিন পূর্বে ধারবার জেলায় এক পণ্ডিতের নিকট একখানি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাছে তাহা অন্য সম্প্রদায়ের হস্তগত হয় এজন্য তিনি উহা স্মৃতিকার মধ্যে গোপন করিয়া তদুপরি এক শিব স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। এই নীলকণ্ঠ বোধ হয় প্রসিদ্ধ ভবানী শ্রীকণ্ঠের পিতা হইতে পারেন। তাহা হইলে সময়বিরোধ হয় না। কেহ বলেন ইনিই সন্ন্যাসী হইয়া ব্যোমশিবাচার্য্য নাম গ্রহণ করেন। ব্যোমশিবের সময়সন্ধার মতভেদ বর্তমান।



খিলে অদ্বৈতবাদী উপাস্তদেবতার মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তা পরমার্থসত্য  
লগ্না অঙ্গীকার করতঃ তাঁহার উপাসনা করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ।

হরিশঙ্করপুরে শঙ্কর ।

গোকর্ণ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য পূর্বাভিমুখে হরিশঙ্করপুর বা  
রহর নামক তীর্থে গমন করিলেন । হরি ও হরে ভেদবাদিগণের  
সদবুদ্ধি অপনীত করিবার জন্য পুরাকাল হইতে হরি ও হর এখানে  
ভিন্নদেহে বিরাজমান । চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা আদিত্য-  
গণের ইহা রাজধানী । বহু ভক্ত সাধুসন্ন্যাসী এই স্থানে থাকিয়া  
গবৎসাধনায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন । আচার্য্য এখানে আসিয়া  
বিবিধ ভগবদ্বর্শনাদি করিয়া একটি স্থললিত ভাবপূর্ণ স্তোত্রদ্বারা  
পবানের পূজা করিলেন । আদিত্যরাজ এবং অধিবাসিগণ আচার্য্যের  
ইহা ভক্তিভাব দেখিয়া এবং তাঁহার জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া  
আচার্য্যের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেন ।

মূকাধিকার মৃতের প্রাণদান ।

হরিশঙ্করপুর হইতে আচার্য্য মূকাধিকা নামক তীর্থে আগমন  
করিলেন । এই তীর্থটী সাধকগণের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যসিদ্ধির পরম সহায়  
লগ্না প্রসিদ্ধ । বহু সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এ কারণ এখানে বাস করিয়া  
থাকেন । এখানে অধিকাদেবীর কৃপায় মুকেরও বাক্যক্ষুণ্ণি হয় বলিয়া  
“মূকাধিকা” বা “মৌনাধিকা” বলিয়া বিখ্যাত । কৃতমাল, সাল,  
কাজ, হিন্তাল, তমাল এবং সর্জ্জ তরুরাজির প্রাচুর্য্যবশতঃ স্থানটীও  
সুখী বরমণীয় । আচার্য্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবীদর্শনে যাইতে-  
এমন সময় পশ্চিমধ্যে দেখিলেন—এক দম্পতি একটি মৃতপুত্র  
নিতান্ত মর্ম্মভেদী রোদন করিতেছে । তাহাদের কাতর ক্রন্দন  
আচার্য্যের মর্ম্ম স্পর্শ করিল । সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতিশীল শঙ্কর নিজ

অন্তরের এই লীলা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন । বালকের দি  
আচার্য্যপ্রমুখ এই সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া কি ভাবিল ! তাহা  
অবস্থায় পুত্রটিকে লইয়া আচার্য্যের নিকটে আসিয়া কিছু না  
একেবারে আচার্য্য-চরণোপরি নিক্ষিপ্ত করিল । অবশ্য এরূপক্ষেত্রে  
একটুদূরে সরিয়া যায়, শোকাভুরাকে বুঝাইতেও যায় এবং এরূপ  
করিতে নিবারণও করে । কিন্তু সে অবকাশ আর আচার্য্য  
না । তাহারা পুত্রটিকে আচার্য্য-চরণে নিক্ষিপ্ত করিয়া  
আচার্য্য-চরণে পতিত হইয়া কাতরভাবে পুত্রের প্রাণভিক্ষা  
লাগিল । পুত্রস্নেহ অনেক সময় পিতামাতাকে পাগল করিয়া  
তাই আজ ইহারাও পাগল হইয়া মৃতের প্রাণ ফিরাইতে  
সম্ভবাসম্ভব-বিবেচনার আর শক্তি নাই ।

অগত্যা আচার্য্যের গতিরুদ্ধ হইল । দেখিতে দেখিতে জন  
পাইল । ইহাদের ব্যাকুলতায় আচার্য্যের হৃদয়ও ব্যাকুল হইল ।  
অবস্থায় আর কি করিবেন ? কাতরভাবে বিধাতার শরণগ্রহণ  
এবং মনে মনে বালকের প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন ।  
উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ আজ ভারতের ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত  
প্রার্থনা কি বার্থ হয় ? সহসা বালকে জীবনলক্ষণ দেখা দিল  
স্থপোখিত চক্ষু উন্মীলিত করিল । পিতামাতার উল্লাসে ও  
আনন্দে এক মহা কোলাহলের সৃষ্টি হইল । আচার্য্য তখন  
ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—“যাও  
গৃহে যাও, ভগবতীর কৃপায় তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ।”

বালকের পিতামাতা তখন আচার্য্যের চরণধূলি লইয়া এক  
বালকের মস্তকে দেয়, একবার বা নিজেদের মস্তকে দেয় ।  
এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কি শেষ আছে ! এ মরমের কথা কি



হয়! তাহারা অশ্রুজলে আচার্য্যের চরণ অভিষিক্ত করিয়া একে একে আচার্য্যের শিষ্যবর্গের পদধূলি লইল, এবং সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া গৃহে ফিরিল।

বালকও তাহার পিতামাতাকে বিদায় দিয়া আচার্য্য অম্বিকাদেবীর মন্দিরে আসিলেন। হৃদয় তাঁহার ভগবন্মাহাত্ম্যে বিভোর। ভক্তিদেবী শঙ্কর-হৃদয় এইবার অধিকার করিয়া বসিলেন। সুতরাং অম্বিকাদেবীকে দর্শন করিয়া আচার্য্য-চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। সাক্ষিতাবাপন্ন শঙ্কর এই অন্তঃকরণবৃত্তির বাধা দিলেন না। ব্রহ্মভিন্ন সবই মিথ্যা—এই জ্ঞানধারা ঝাঁহার অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত, তাঁহার পক্ষে ইহাকে বাধা দিবার আবশ্যকতাই বা কি? তিনি সেই ভাববিভোরভাবে সত্ত্বঃসত্ত্বঃ ভগবতীর একটি স্তোত্ররচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণের পূজা সমাপ্ত হইলে সকলে সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণের একপার্শ্বে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শঙ্করের সর্ব্বজ্ঞ-পরাীক্ষা।

এ দিকে মৃতের পুনর্জীবনলাভসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে দলে দলে আচার্য্য-দর্শনে আসিতে লাগিল। আচার্য্যের শান্ত-প্রসন্ন ভাব দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসুগণ আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ। আচার্য্য-দর্শন সকলেরই হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি দিতে লাগিল।

ক্রমে এই কথা বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইল। এখানকার পণ্ডিত-সমাজ যথেষ্ট বিদ্বান্ এবং একটু বিজ্ঞাভিমानीও ছিলেন। তাঁহারা সহজে কাহারও বিজ্ঞাবত্তা স্বীকার করেন না। লোকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপাধি লইয়া বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হউক—এইরূপই তাঁহাদের ভাব। তাঁহারা বিজ্ঞার উৎসাহ দিবার জন্য তথায় একটা

সরস্বতী পীঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং নিয়ম করিয়াছিলেন—  
তথাকার পণ্ডিতবর্গের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন  
পীঠে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া সম্মান  
করা হইবে। পণ্ডিতগণ এই উপাধির আশায় এখানে বাস  
বিচারাদি করেন আর তাহাতে উভয় পক্ষেরই বিজ্ঞা-বুদ্ধি হয়,  
এ উপাধিলাভ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।

আচার্য ইহা শুনিলেন, কিন্তু কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন  
পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগ যাহার স্বভাব তিনি আর নিজে  
বিচার করিতে বাইবেন।

পণ্ডিতগণ আচার্যের দিগ্বিজয়বার্তা এবং এই অদ্ভুত ক্ষমতার  
শুনিয়া আচার্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব বিবেচনা করিলেন না। তাঁরা  
আচার্যকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য, অথবা তাঁহাকে উপাধি দিয়া নিজে  
শ্রেষ্ঠত্বস্থাপনের নিমিত্ত আচার্যকে বিচারে আহ্বান করিলেন।

আচার্য পণ্ডিতগণের কৌশল বুঝিয়া এবং ব্যাসদেবের  
স্মরণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সরস্বতী পীঠে উপস্থিত হইলেন।  
যাবতীয় পণ্ডিত উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই  
আচার্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আচার্য সহাস্রবদনে  
উত্তর দেন। কেহই আর কোনরূপে আচার্যের ন্যূনতা  
করিতে পারেন না। সকলেই ক্রমে ক্রমে নীরব হইলেন।  
পদ্মপাদ বলিলেন—“হে পণ্ডিতবর্গ! আপনারা সকলেই  
হইলেন, অতএব আমাদের আচার্য এক্ষণে পীঠোপরি আরোহণ  
পণ্ডিতগণ একবাক্যে সম্মতি দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এক  
সহসা উখিত হইয়া বলিলেন—“হে যতিবর! আমার  
আছে। আমার মনে হয় যিনি সর্বজ্ঞ তিনি ইহারও উত্তর দিবেন।



আচার্য্য বলিলেন—“বলুন, আপনার কি প্রশ্ন ?”

পণ্ডিত বলিলেন—“মহাশয় ! আমি এই সভাক্ষেত্রমধ্যে একস্থানে  
একটি লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি আমার  
ইহাতে এই বলয়টি লইয়া এমনভাবে নিষ্কিন্তু করুন যেন বলয়টির  
কেন্দ্রে সেই শলাকাটি অবস্থিত হয়।” ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া  
ল অবাচ্। এ পর্য্যন্ত এরূপ প্রশ্ন কেহ কাহাকেও করেন নাই।  
কহে ইহাতে আপত্তি করিলেন, কেহ বা সম্মতি দিলেন !

পরিশেষে আচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“আচ্ছা তাহাই  
হ, দিন বলয়টি আমার হস্তে দিন।” ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে সকলেই  
ভূত হইলেন। ব্রাহ্মণও বিস্মিত ভাবে বলয়টি আচার্য্যের হস্তে  
ন। বুদ্ধ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন—আচার্য্য ইহাতে পশ্চাৎপদ  
ন, হুতরাং তাঁহাকে আর সর্বজ্ঞ বলিয়া সম্মান করিতে হইবে না,  
কায় পণ্ডিতগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বাগদৃষ্টিসম্পন্ন আচার্য্য ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া বলয়টি উর্দ্ধে নিষ্কপ  
লেন। আচার্য্যের বিষয় বলয়টি ঠিক সেই শলাকার উপরি পতিত  
। সকলে গিয়া দেখে—বলয়ের কেন্দ্রেই কীলক রহিয়াছে।  
ই অবাচ্। সকলেই আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পীঠোপরি আরোহণ  
ত অহরোধ করিলেন। কিন্তু সেই পণ্ডিতটি ক্ষণকাল লক্ষ্য  
বলিলেন—“কৈ ? ঠিক মধ্যস্থলে ত কীলকটি নাই। অতএব  
। তাঁহাকে সর্বজ্ঞ না বলিয়া সর্বজ্ঞকল্পই বলিব।”

কহে কেহ বুদ্ধের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ  
ই বলিলেন—“না, ঠিক মধ্যস্থলেই আছে।” দর্শকবৃন্দের মধ্যে  
বাক্ বিতণ্ডা হইতেছে, দেখিয়া সুরেশ্বর বলিলেন—“আপনারা  
আমার সহিত বিচার করুন, আমি বলিতেছি মানব দেহধারী

হইয়া বঁতদূর সর্বজ্ঞ হইতে পারে তাহা পূর্ণসর্বজ্ঞ হইয়া  
সর্বজ্ঞ এক সর্বস্বরূপ ঈশ্বরেই সম্ভবে, জীব সর্বস্বরূপ হইয়া  
সর্বজ্ঞ হয়, নচেৎ দেহধারী জীবের পক্ষে যে সর্বজ্ঞ তাহা  
পদেরই বাচ্য । ইহার যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন

বুদ্ধ একটু আপত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নীমাক  
হুত্বের নিকট কে অধিক বাক্যব্যয় করিবে? যে  
বিচারের ফলে বিচারনিপুণ বৌদ্ধ ও জৈনগণ বিচারযুদ্ধে  
করিয়াছেন, যাহার ফলে অবৈদিক যাবতীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন  
কুমারিল ও মণ্ডন প্রভৃতি কৃতকার্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে  
কে অধিকক্ষণ বিচার করিবে? ক্ষণকালমধ্যেই বুদ্ধ পরাজিত  
তখন সকলেই আচার্যের সর্বজ্ঞ স্বীকার করিয়া আচার্যকে  
আরোহণে অনুরোধ করিলেন । আচার্য হাসিতে হাসিতে  
উপবিষ্ট হইলেন । আচার্যের শিষ্যবর্গের সহিত স্থানীয়  
তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন ।  
তাঁহাদিগকে মিশ্রমধুরবচনে অদ্বৈতবাদের সার সিদ্ধান্তগুলি  
লাগিলেন । অদ্বৈতমতের সহিত যে কোন মতবাদের বিরোধ  
এবং অদ্বৈতমতেই যে সকল সম্প্রদায়ের বিরোধ দূর হয়—  
উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন । যেহেতু অন্ত্যমতে অদ্বৈতবাদ  
না বলিলে আর তাহাদের নিজমত স্থান পায় না, কিন্তু  
অন্য সকল মতেরই অধিকারভেদে আবশ্যতা আছে—  
করিতে বাধা নাই । দক্ষিণদেশে এইরূপে আচার্যের  
উদ্ভটন হইল । ভগবান্ যাহার শরীর অবলম্বন করিয়া  
ছেন তাঁহার কি কখন কোন বিষয়ে বাধা ঘটিতে পারে । \*

\* এই ঘটনাটী এই দেশীয় এক সন্ন্যাসীর নিকটে শুনিয়াছিলাম ।



বাহা হউক, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে আচার্য্যের সঙ্গলাভের  
নানাশ্রেণীর লোক আচার্য্যের সঙ্গে দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল।  
নবিজয় হইতে এ পর্যন্ত ষাঁহার আচার্য্যের সঙ্গ লইতেছিলেন  
হারা হয় পণ্ডিত, না হয়—সাধুসন্ন্যাসী। এক্ষণে ধনী গৃহস্থগণও  
চার্য্যের অনুগামী হইতে লাগিল। বস্তুতঃ যুতের জীবনদান-  
মানে কাহার না চিত্তাকর্ষক হয়? ক্রমেই আচার্য্যের অনুবর্তিগণের  
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আচার্য্য কাহাকে নিবৃত্ত করেন না।  
ভাবে কয়েকদিননাত্র আচার্য্য শশিষ্ঠ মুকামিকায় থাকিয়া বহু  
কিজন সহ শ্রীবেলী নামক স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

শ্রীবেলীতে শঙ্কর—মূকের বাক্ক্ষুর্তি। হস্তমলাকাচার্য্য।

শ্রীবেলী একটি ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। প্রায় দুই সহস্র অগ্নিহোত্রী  
এখানে বাস করেন। যজ্ঞহত স্মৃতগন্ধে স্থানটী সৌরভপূর্ণ এবং  
উপাঠশ্রমিতে চারিদিক্ যেন মুখরিত। গ্রামের মধ্যস্থলে পার্বতী-  
মন্দির ও পিনাকপাণি মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরদ্বয়—মণিময়  
মন্দির মধ্যমণির জায় নগরের শোভা সম্বদ্ধিত করিয়া রাখিয়াছে।  
আচার্য্য শশিষ্ঠ এই নগরমধ্যে উপস্থিত হইয়া সর্বত্র দেবদর্শনাদি  
করিলেন এবং একটি নিরুপদ্রব স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ করি-  
লেন। ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে আচার্য্য ও মীমাংসকপ্রবর  
কিরণকে দেখিবার জন্ত আসিতে লাগিলেন। ইহারা সকলেই  
কাণ্ডে অল্পরক্ত এবং মীমাংসক-মতাবলম্বী। সুতরাং আচার্য্যের  
মতসিদ্ধান্তের বিরোধী। কিন্তু ইহাদের রাজা মণ্ডনমিশ্র, সন্ন্যাসী  
আচার্য্যের সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া আচার্য্যের সঙ্গে  
বিষুদ্ধ করিবার বাসনা ইহারা পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য্যের  
মতে স্বরেশ্বর ও পদ্মপাদই ইহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতমতে কর্মকাণ্ডেরও স্থান আছে, অধিকারভেদে কর্ম আবশ্যকতা আছে—ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণগণ আর বিবাদের পাইলেন না। তাঁহারা বেদের পরম তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞান স্বধর্মাচরণেই উৎসাহিত হইলেন।

এই গ্রামে প্রভাকর নামক একজন শাস্ত্রবিৎ নিষ্ঠাবান হইয়া কহিতেন। প্রভাকরের ধনসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহার তাঁহার মনে স্মৃতি ছিল না। কারণ, তাঁহার একমাত্র পুত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাকস্মৃতি হয় নাই। জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। খাওয়াইয়া দিলে খায়, শুয়াইয়া শুইয়া থাকে, বসাইয়া দিলে বসিয়া থাকে। ঠিক যেন একটা মাংসপিণ্ড।

প্রভাকর আচার্যের অদ্ভুত কীর্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আচার্য-রূপায় যদি পুত্রের জড়ত্ব দূর হয়। তিনি কিঞ্চিৎ উপহারসহ পুত্রকে লইয়া আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত এবং স্বয়ং আচার্যের পদধূলি লইয়া পুত্রকে আচার্যচরণে প্রণাম করাইলেন। কিন্তু পুত্র আর উঠে না। সে, দৈবপতিত হইয়াই রহিল। তখন প্রভাকর বিষমভাবে বলিতে লাগিল—“ভগবন্! এই দেখুন—আমার পুত্রটী কিরূপ জড়পিণ্ডস্বরূপ। খাওয়াইয়া দিলে খায়, শুয়াইয়া দিলে শুইয়া থাকে, বসাইয়া দিলে ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল এখনও পর্যন্ত ইহা একটুকু কহে নাই, লিখিতে বা পড়িতেও শিখে নাই। আমি ইহার উপনয়ন দিয়াছি, কিন্তু সকলই বৃথা। নিত্যনৈমিত্তিক ইহার দ্বারা অস্থিতি হয় না। বালক সকল খেলা করিতে থাকে কিন্তু এ বালক খেলাও করে না। ধূর্তলোকেরা ইহা



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১৭৫

দেখিয়া ইহার উপর কতই অত্যাচার করে, এ কিন্তু কিছুই বলে না।  
 ক্রোধ বা লোভ প্রভৃতি ইহার কোনরূপ প্রবৃত্তিই নাই। তবে এ বে  
 বুঝিতে বা শুনিতে পায় না—তাহাও মনে হয় না। ভগবন্! আপনার  
 চরণস্পর্শে মৃতব্যক্তিও পুনর্জীবিত হয়, আর আমার পুত্রটির কি এই  
 জড়ত্ব দূর হইবে না? আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমার কোন অভাব  
 নাই, কিন্তু এই পুত্রের জন্ম আমাদের জীবন যেন মরুভূমি হইয়া  
 রহিয়াছে।” এই বলিয়া প্রভাকর আচার্য্যের পদযুগল ধরিয়া অশ্রু-  
 বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দয়ার অবতার শঙ্কর ইহা শুনিয়া “উঠ বৎস! উঠ” বলিয়া স্বহস্তে  
 বালকটাকে উঠাইয়া বসাইলেন। বালক অনিমেঘ নয়নে আচার্য্যের  
 দিকে চাহিয়া রহিল।

আচার্য্য ইহা দেখিয়া বালকটাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ওহে  
 বালক? তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি কোথা হইতে  
 আসিয়াছ? কোথাই বা যাইবে? তুমি কি চাও?”

বালক তখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপের পরিচায়ক ত্রয়োদশ শ্লোকাত্মক  
 প্রসিদ্ধ হস্তামলক স্তোত্রটি ধীরে ধীরে অতি বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিতে  
 লাগিল। সকলেই অবাক্। বালকের পিতা হতবুদ্ধি। আচার্য্যও  
 ব্যারপরনাই বিস্মিত। পদ্যপাদ সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই  
 বিস্ময়ে অভিভূত।

স্তোত্র সমাপ্ত হইল। বালক পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল। প্রভাকর  
 আনন্দে বিভোর হইয়া কখন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, কখন বা  
 আচার্য্যের পদধূলি লইয়া বালকের মস্তকে দেন। স্তোত্রার্থ স্মরণ  
 করিয়া আচার্য্যের শিষ্যগণ চমৎকৃত হইলেন। এরূপ গভীরার্থপূর্ণ  
 আত্মজ্ঞানোপদেশক স্তোত্র তাঁহারা আর শুনিয়াছেন কিনা ভাবিতে

১৭৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

লাগিলেন। আচার্য বলিলেন—“পদ্মপাদ ! ইহা প্রসিদ্ধ ‘হস্তামলক’  
 স্তোত্র। ইহার অর্থ সম্যক্ বোধ হইলে হস্তে আমলকি ফল দে  
 আয়ত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানও তদ্রূপ আয়ত্ত হইয়া যায়। এইজগুই ইহার  
 হস্তামলক স্তোত্র। নিগুণব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণের ইহা বড় আ  
 বস্ত। তাঁহারা ইহার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তোমরাও ই  
 অভ্যাস কর।” এইরূপ বলিয়া আচার্য উহার ব্যাখ্যা করিতে  
 লেন। অনন্তর আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভাকরকে  
 করিয়া বলিলেন—“হে বিপ্রবর ! আপনি এই পুত্র লইয়া কি করিতে  
 ইনি সংসারে থাকিবার যোগ্য নহেন। ব্রহ্মজ্ঞান ইহার পূ  
 বিকশিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞগণের ইনি একজন আদর্শ। ইনি  
 ক্ষয়ের জন্ত দেহধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার দ্বারা আপনার  
 অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। আপনি ইহাকে আমায় দান করুন।”

প্রভাকরের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি পণ্ডিত হইয়া  
 পুত্রস্নেহের দুঃস্থ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন—সে জ্ঞান তাঁহার  
 হয় নাই। জড়পুত্রও বাঞ্ছনীয়, তথাপি তাহার বিরহ  
 তিনি তখন করজোড়ে আচার্যকে বলিলেন—“ভগবন্ ! ইহার  
 একথাটি একবার বলা কি উচিত নহে? সে নিতান্ত পুত্রপত  
 আমি যদিও ইহার অদর্শন সহ্য করিতে পারি, ইহার জননী  
 পারিবে? এক্ষণে বলুন আপনার যেরূপ অনুমতি হয় তাহাই

আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, বেশ কথা, হই  
 হউক।” প্রভাকর আচার্যকে বারবার প্রণাম করিয়া উপ  
 আচার্য-চরণে নিবেদন করিয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে আসিলেন।  
 আনন্দ ও নিরানন্দে দোলায়মান হইয়া পত্নীকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলি  
 ব্রাহ্মণী, আনন্দ বিষয় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্তব্য



হইয়া রহিলেন। অবশেষে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুষন করিতে করিতে বারংবার কথা কহিবার জন্ত অহুরোধ করিতে লাগিলেন। একবার “মা” বলিয়া ডাকিবার জন্ত জননী কতই অহুরোধ করিলেন, প্রভাকরও কতই মিনতি করিলেন। কিন্তু বালক পূর্বেও যেমন এখনও তেমন। তাহার ভাবের তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। অনন্তর সকল আশায় নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মণদম্পতী অতিশয় বিষমভাবেই সে দিন অতিবাহিত করিলেন।

হস্তামলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ও সন্ধ্যাস।

পরদিন প্রভাতে পত্নীসহ প্রভাকর পুত্রকে লইয়া আচার্য্যসমীপে আগমন করিলেন। এবার আচার্য্যচরণে প্রভাকরপত্নীর কাতর প্রার্থনা। “ইহা আর কাহারও প্রার্থনা নহে, ইহা পুত্রের জন্ত জননীর ক্রন্দন। ব্রাহ্মণী মনলগ্নীকৃতবাঙ্গা হইয়া আচার্য্যকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাদিতে কাদিতে করজোড়ে নিবেদন করিলেন—“ভগবন্! আপনার কৃপায় এখন আমার জড়পুত্রের বাক্‌স্মৃষ্টি হইয়াছে, তখন আপনি উহার মতি-প্রতি ফিরাইয়া দিন। পুত্রটা যাহাতে সংসারী হয় তাহাই করুন। আমি অহুরোধ করিলাম “আমায় একবার ‘মা’ বলিয়া ডাক” আমার পুত্র কিস্তি সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। আজ ত্রয়োদশ বর্ষ মানুষ্য করিলাম কিন্তু আমার একবার ‘মা’ বলিল না। এই পুত্রই আমাদের একমাত্র ভরসা। বিগবন্! আপনার কৃপায় সকলই সম্ভব, আপনি আমার একমাত্র হস্তিনটিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিন। পুত্র আমার জড় হইলেও আমরা ইহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর গতি নাই।”

ব্রাহ্মণীর কাতরোক্তি আচার্য্য আর শ্রবণ করিতে পারিতেছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াদ্র্ভাবে বলিলেন—“মা! ক্ষান্ত হউন।

পুল্লম্নেহে মুগ্ধ হইয়া কাতর হইবেন না। এ পুল্ল লইয়া কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে না। এ বালকের দেহ আপনার পুল্লের বটে, কিন্তু ইহার আত্মা আপনার পুল্লের আত্মা নহে। আপনার পুল্লের শরীরে এক সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেছেন।”

ব্রাহ্মণীর কাতরভাব এক্ষণে মহা বিস্ময়ে পরিণত হইল। তিনি বলিলেন—“ভগবন্! এ কি বলিতেছেন!—কৈ! এ কথা ত কিছুমান্ত্র জানি না। ইহা ত আমরা একদিনও কোনরূপে করি নাই। ভগবন্! ইহা কিরূপে সম্ভব!”

আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“মা! কেন ভগবন্! কি কোন সন্দেহই হয় নাই! আচ্ছা, মনে করুন দেখি—আপনার তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন আপনার পুল্লটি দুই বৎসরের ছিল। একদিন আপনি যমুনায় স্নান করিতে গেলেন সেখানে যমুনাতীরে ঘাটের ধারে এক কুটারে এক সাধু বাস করিতে ছিলেন। সাধুপুল্লটি আপনার সঙ্গে ছিল। সাধু পাছে জলে পড়িয়া প্রাণ হারায় ভাবিয়া আপনি সাধুটির নিকট পুল্লটিকে বসাইয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। সাধুটি তখন কিন্তু ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি আপনার কথা শুনিতে নাই। ইতিমধ্যে আপনার পুল্ল খেলা করিতে করিতে জলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। আপনি স্নান করিয়া আসিয়া পুল্লকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে থাকেন এবং দেখেন পুল্লটি জলে ডুবিয়া জল হইতে তুলিয়া দেখিলেন পুল্লটি প্রাণ হারাইয়াছে। আপনি পুল্লটিকে সাধুর চরণে রাখিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন আপনার ক্রন্দনে সাধুর ধ্যানভঙ্গ হয়। আপনি তখন সাধুর পুল্লের প্রাণভিক্ষা করেন। সাধু তখন নিজের দোষ হইয়াছে আপনাকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হন এবং



আপনার পুত্রের শরীরে প্রবেশ করেন। অতঃপর পুত্রটি আপনার  
 বিবিত হয়। আপনি ভাবিলেন সাধুর কৃপায় পুত্রটি বাঁচিল।  
 আপনি পুত্র লইয়া বাটী আসেন। এ দিকে সাধুর দেহান্ত হয়। ইহা  
 যার আপনি তখন জানিতে পারেন না। পরে আপনি জানিতে  
 পারেন যে, সাধু দেহত্যাগ করিয়াছেন। বলুন দেখি—ঘটনাটি  
 কি না?”

ব্রাহ্মণী শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত। প্রভাকর ঘটনাটি জানিতেন।  
 তিনিও যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী বলিলেন—  
 ভগবন্! ঘটনাটি মনে পড়িতেছে, কিন্তু সেই সাধু যে আমার  
 পুত্র-শরীরে আসিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তা' বাহাই  
 উক, আমি ইহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমার আর  
 যোগ্যতানা দি নাই, ইহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আপনি সব করিতে  
 করিবেন। আপনি ইহাকে সংসারী হইতে আদেশ করুন। আমরা  
 ইহাকে লইয়াই সব দুঃখ ভুলিব। ভগবন্! এ অনাধিনীর আর কেহ  
 নাই, আপনি কৃপা করিয়া আমার পুত্রটিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিন।”

পুত্রের প্রতি জননীর স্নেহ কতদূর, তাহা আচার্য্য সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে  
 কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন—“মা! সত্য  
 টি, একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়া জননীর পক্ষে জীবনধারণ অতি  
 কষ্টকর। কিন্তু এ পুত্রদ্বারা আপনার কোন ইষ্টসিদ্ধিই হইবে না। ইনি  
 ব্রহ্মজ্ঞানী। দেহের উপর ইহার কোন মমতাই নাই। আমাদের  
 দৈ থাকিলে বরং ইনি কথাবার্ত্তাদি করিবেন, কিন্তু আপনাদের  
 কষ্ট ইনি বোধ হয় তাহা কখনই করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও  
 তদিন দেহ থাকে, ততদিন ব্রহ্মজ্ঞগণ সংসার হইতে দূরে থাকিতেই  
 যেন। দেখুন—বিষয় হইতে বিষয়ীর সঙ্গ অতি ভয়াবহ। সন্ন্যাস-

আশ্রমই ব্রহ্মজগণের অতুল। আচ্ছা, আপনি ইহাকেই  
করুন—ইনি কি করিতে ইচ্ছা করেন।”

ব্রাহ্মণী বলিলেন—“ভগবন্! আপনার সহিত কথা ক  
শুনিয়া কন্যা আমাদের সহিত কথা কহিবার জন্য কত মিনতি ক  
কিন্তু পুত্র আমার কোন কথাই কহে নাই।” এই বলিয়া  
সজল নয়নে জড়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা,  
বল—তোমার কি ইচ্ছা? তুমি কি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাই  
আমাদিগের নিকট কি তুমি থাকিতে ইচ্ছা কর না?”

ব্রাহ্মণকুমার দেখিলেন—এ উত্তম স্বযোগ পরিত্যাগ ক  
নহে। যত দিন দেহ থাকে, তত দিন আচার্য্যসঙ্গই তাঁহার  
তিনি তখন জনক ও জননীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—  
আপনারা আমায় পরিত্যাগ করুন। যত দিন জীবিত থাকি,  
এই মহাপুরুষসঙ্গই বাঞ্ছনীয়। আমার পরিচয় ত আপনারা  
আর আমায় কেন আবদ্ধ করেন? ভগবান্ আপনাদিগকে  
পুত্রসন্তান দিবেন। শ্রোতে ত্বৎসংযোগের দ্বারা এ সংসারে  
সম্বন্ধ। ইহাতে কি মুক্ত হইতে আছে? পিতঃ! আপনি  
আপনি জননীকে বুঝান।”

পুত্রের বাক্য শুনিয়া প্রভাকর ও তাঁহার পত্নীর চৈতন্য  
তাঁহারা শোক বিম্বিত হইলেন। মহাপুরুষের ইচ্ছা সাধা  
ইচ্ছাকে অলক্ষিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণী  
মুখের দিকে চাহিলেন। প্রভাকর বলিলেন—“দেবি!  
মামায় আবদ্ধ হইতেছ। চল আমরা গৃহে যাই।”

প্রভাকর আচার্য্যচরণে প্রণাম করিয়া পুত্রকেও প্রণাম  
প্রভাকরপত্নীও সজল নয়নে তাহাই করিলেন। অনন্তর



শঙ্করদাম্পত্যী ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন ; এবং গৃহে আসিয়া  
স্বামীর পূর্ববৎ গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না ।

শ্রীবেলীবাসিগণ এই ঘটনা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল । এখন  
কলেই সেই প্রভাকর-তনয় ও আচার্য্যকে দর্শন করিবার জন্ত  
সন্মতি লাগিল । আচার্য্য এই ব্রাহ্মণকুমারকে যথাবিধি সন্মাস  
দিলেন এবং নাম দিলেন হস্তামলকাচার্য্য । রাহুমুক্ত চন্দ্রমার যেমন  
শাভাবিস্তার হয়, সন্মাসগ্রহণে হস্তামলকের তাদৃশ শোভা হইল ।  
হস্তামলক শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরের স্তার সন্মানিত হইতে  
লাগিলেন । শিষ্যসন্মান বর্দ্ধন করিবার জন্ত এবং অপর শিষ্যগণকে  
প্রদীপ দিবার জন্ত আচার্য্য হস্তামলকের পঠিত পবিত্র “হস্তামলক”  
ভাট্টার উপর এইস্থানেই একটি অপূর্ব ভাষ্য রচনা করিলেন ।

শৃঙ্গেরীতে মঠস্থাপন ।

শ্রীবেলী হইতে শৃঙ্গগিরি অধিক দূর নহে । আচার্য্য সশিষ্য শ্রীবেলী  
প্রস্থত করিয়া এইবার এই শৃঙ্গগিরিতে আসিলেন । সন্মাস লইয়া  
সকল গোবিন্দপাদের উদ্দেশে নন্দদাতীরে যাইবার কালে আচার্য্য এই  
স্থানে ভেকশাবক ও সর্পের মিত্রতা দেখিয়াছিলেন । এই স্থানেই  
ভাণ্ডক ঋষির আশ্রম ছিল । আর তাঁহার পুত্র ঋগুশৃঙ্গের নামে  
এই স্থানের নাম হইয়াছে শৃঙ্গগিরি । চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা  
আদিত্যবর্ম্মনের রাজধানী অদূরে অবস্থিত । এই শৃঙ্গগিরির বর্ণনা  
করিতে পদ্মপাদপ্রভৃতির ইচ্ছা হইয়াছিল—এখানে মঠস্থাপন করিয়া  
সকলে মনোনিবেশ করিবেন । যশোবন্তী সরস্বতীদেবীও এইস্থানে  
বসবরীতে অবস্থিতি করিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছিলেন ।

আচার্য্য এইস্থানে আসিতেছেন শুনিয়া চালুক্যরাজ-ভ্রাতা আদিত্য  
বর্ম্মন তৎক্ষণাৎ আচার্য্যের ও তাঁহার শিষ্যগণের সর্ব্ববিধ অভাব-

মোচনের আদেশ দিলেন। অরণ্য বনিয়া আচার্যপ্রভৃতি কোনরূপ অসুবিধা হইল না। সকলেই নির্বিঘ্নে শৃঙ্গগিরিতে উপস্থিত হইলেন।

শিষ্যগণ স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সাধুসন্তাননিষ্ঠ স্থানটিকে যেন ধরিত্রীদেবী সাধারণচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিও তা শিষ্যগণ বলিলেন—“ভগবন্! আপনি যে স্থানে বসিয়া ভেড়াইয়া সর্পের সৌহার্দ্য দেখিয়াছিলেন আমরা সেইস্থানেই অবস্থিত করি সে স্থানটা কোথায়? চলুন আমরা সেই স্থানে যাই।”

আচার্য্য তুঙ্গানদীতীরে সেই স্থানে আসিলেন। স্থানটা পূর্ববৎ অরণ্যবহুল। নিকটে কোন বসতি বা জনমানব নাই। নদীর দক্ষিণ তীরে উচ্চ ভূমির উপর যে বৃক্ষমূলে আচার্য্য পথ করিয়াছিলেন, আজ দ্বাদশ বর্ষ পরেও সেই বৃক্ষ পূর্ববৎ আচার্য্য এই স্থানে আসিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন—“তোমরা স্থানের কথা বলিতেছিলে তাহা এই। এই স্থানে আমি করিবার কালে ঐ জলধারার নিকটে সর্প এবং ভেকের দেখিয়াছিলাম।”

শিষ্যগণ, সম্মুখে পুষ্পাদিপরিশোভিত বনপাদপপূর্ণ গগনশ্রীমালাপরিবেষ্টিত উন্মুক্ত নির্জন সমতলক্ষেত্র এবং পাদদেশে সলিলা বক্রকুটিলগতি তুঙ্গানদী প্রভৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া হইলেন। স্নিগ্ধ মলয়পবন সেবনে এবং স্থানমাহাত্ম্য সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পদপাদ বলিলেন—“ভগবন্! স্থানেই আমরা অবস্থিতি করিব। সাধনের পক্ষে এরূপ এ পর্য্যন্ত আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এইস্থলেই আমরা করিয়া মঠ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।” ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির



প্রথমেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সকলে যে এই স্থানই মঠার্থ  
নির্মাণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অনন্তর পদ্মপাদ, আচার্য্যের জন্ত সেই স্থানেই একটা পর্ণকুটির  
নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সব ধনী গৃহস্থ ব্যক্তি সাধুসেবা  
ও তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে আচার্য্যের সঙ্গে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা  
সহীহ দেখিয়া তাঁহাদের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে নিযুক্ত  
করিলেন। ভগবৎসেবীর কি কোনরূপ অভাব থাকে? ভগবান্  
স্বয়ং যে তাঁহাদের ভারগ্রহণ করেন!

অরণ্যমধ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নহে। দেখিতে  
ই দেখিতে দিবসমধ্যেই সকলের বাসের জন্ত কুটিরাদি নির্মিত হইয়া গেল।  
রাজকর্মচারী ও ধনিগণ, আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের সকলরূপ অভাব-  
যোচনে সতত প্রস্তুত। আচার্য্যের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি  
শিষ্যগণকে অধ্যাপনা ও জিজ্ঞাসুগণকে উপদেশ দিয়া একেবারেই  
নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন। নির্জন্ম অরণ্যমধ্যে এইভাবে দিনাতি-  
পাত ক্রমে সকলেরই অতি শান্তিপ্ৰদ ও সুখকর হইয়া উঠিল। যতই  
দিন যাইতে লাগিল ততই যেন সকলে একমাত্র ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া উঠিতে  
লাগিলেন। বদরিকাশ্রমে অবস্থিতির পর এ ভাবে দিনাতিপাত আর  
ঘটে নাই। আজ যেন সকলেই নিশ্চিন্ত সকলেই শান্ত।

কিন্তু কোনও বিষয়ে সংকল্প হইলে যতক্ষণ না তাহা পূর্ণ হয়, ততক্ষণ  
তাহা মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ উদ্ভিত হইতেই থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তিরও  
যদি সংকল্প হয়, তাহা হইলে তাহা, তাঁহাদেরও হৃদয়াকাশে অবকাশ  
পাইলেই উদ্ভিত হয়। এইজন্তই বোধ হয়, সুরেশ্বর ও পদ্মপাদপ্রভৃতি  
শিষ্যগণ পরস্পর মধ্যে মধ্যে মঠনির্মাণের বিষয় আলোচনা করেন।  
কিন্তু সন্ন্যাসীর আর্থিক সম্বল কোথায়?

ধনী গৃহস্থের অল্পচরবর্গ এবং রাজকর্মচারীগণ ইহা শুনিয়া  
দিগকে বলিলেন—“আপনারা আদেশ করুন আমরাই মঠনির্মা  
ভারগ্রহণ করি, কেবল আপনারা বলিয়া দিন—কি ভাবে কোথায়  
গৃহাদি নির্মিত হইবে?”

পদ্মপাদ এই সকল ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা জানিতে  
আচার্যের নিকট মঠভবনের বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া  
আচার্য সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—“পদ্মপাদ! সাধারণ  
বসম্বাসক্তি যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে। সন্ন্যাসীর  
বাসভবন কেন? কেবল ভগবতী শারদা দেবীর জন্ম একটা  
নির্মিত হউক। তোমরা তাঁহার চারিপাশে অবস্থিতি করিও  
এমন কিছু ব্যবস্থা কর। তোমাদের জন্ম পৃথক্ নিকেতন  
নির্মিত না হয়। সন্ন্যাসীর বৃক্ষমূল কিংবা গিরিগুহা অথবা  
আশ্রয়স্থল। পদ্মপাদ! মঠস্থাপনের অনুরোধে যেন গৃহবাসী  
পড়িও না। তোমাদের আশ্রয় একমাত্র ভগবান। তোমরা  
তাহাতেই বাস করিবে। সন্ন্যাসীর নিজস্ব বা কোন নির্দিষ্ট  
বাস্তব নহে।”

বুদ্ধিমান পদ্মপাদ আচার্যের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।  
তদনুসারে সেই সকল ব্যক্তিগণকে প্রথমে শারদা মন্দিরের  
গৃহনির্মাণ করিতে বলিলেন, এবং সন্ন্যাসিগণের জন্ম মন্দির  
বর্ষাতপমাত্র-নিবারণোপযোগী অলিন্দবিশেষ নির্মাণ করিতে

ধনী ভক্তগণের যত্নে অচিরে সেই অরণ্যমধ্যে যথোক্তরূপ  
নির্মিত হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে তথায় শারদাযন্ত্র স্থাপিত  
অগ্নিসাধ্য হোমাদি কর্ম সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে বলিয়া এবং দেবতা  
কার্যে উহা আবশ্যক বলিয়া কর্মী ব্রাহ্মগণদ্বারা দেবীর প্রতিষ্ঠা



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১৮৫

সম্পন্ন হইল। শিষ্য আচার্য্য একে একে ভগবতীর ষোড়শোপচারে  
 সারিধি পূজা করিলেন। অনন্তর আচার্য্য একটা মনোজ্ঞ স্তোত্র  
 চনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবতীর বাঙ্ঘরী পূজা করিলেন। অতঃপর  
 শিষ্যগণ নিত্যই পূজার সময় এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ভগবতীর  
 পূজা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যও শিষ্যগণকে এজ্ঞা বিশেষ  
 সাহ দিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—“শিষ্যগণ! তোমরা  
 উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপতালভই  
 লক্ষ্য বলিয়া উপাসনায় অবহেলা করিও না। যতদিন দেহরক্ষা করি-  
 য়ার প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন উপাসনা করিবে। দেহের প্রত্যেক  
 অঙ্গ এক এক দেবতার স্থান। দেবতাগণের অধীনতা লঙ্ঘন করিয়া  
 অসহজীবিত থাকিতে পারে না। রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্বন্ধ  
 দেবতাগণের সহিত জীবগণের সেই সম্বন্ধ। রাজাকে কর দিয়া রাজা  
 জীবন অবশ্য পোষণীয়, দেবতার পূজা তজ্জপ অবশ্য কর্তব্য। উপাসনার  
 দ্বারা চিন্তাশুদ্ধ হয়। সংশয়, বিপর্য্যয় ও বিস্মৃতি বিনষ্ট হয়। ইহাতেই  
 ব্রহ্মপ্রাপ্তি জন্মে। একাগ্রতাই যোগরাজ্যের দ্বারবিশেষ। ইহাতেই  
 কৃত দূরিত হয় এবং শুভাদৃষ্ট জন্মে। অতএব ব্রহ্ম-  
 উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা রাখিবে। ইহাতে কখন অবহেলা  
 করিও না। আর শারদা দেবী বিষ্ণুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার  
 উপাসনায় বিষ্ণুর স্ফূর্তি হয়। বিষ্ণুস্ফূর্তি না হইলে অজ্ঞান যায় না।  
 জ্ঞান নষ্ট হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। এজ্ঞা নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসীর  
 শারদা দেবীর উপাসনা পরম সহায়।”

আচার্য্য এইরূপ কথা প্রায়ই শিষ্যগণকে বলিতেন। পদ্মপাদের  
 দ্বারাও বড় আনন্দ হইত। কারণ, হঠাৎপনে পদ্মপাদেরই আগ্রহ  
 ছিল। দ্বাদশবর্ষের পূর্বে আচার্য্যের হৃদয়ে যে বাসনা উদ্ভিত

হইয়াছিল, তাহা পদ্মপাদে সংক্রামিত হইয়া পদ্মপাদের ব্যাপ্তি  
পূর্ণ হইল। ব্রহ্মজ্ঞের শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যফলপ্রভৃতি তাহার  
লাভ করে, দূরদৃষ্ট প্রভৃতি শক্রগণ লাভ করে।

যাহা হউক এইবার সেই ধনিগণ তাহাদিগের নিজের জ্ঞান  
স্বজাতীয় অতিথি-অভ্যাগতের জন্ত কিছু নির্মাণের ইচ্ছা  
আচার্যের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। আচার্য ঈষদ্ হাস্য  
অনুমতি দিলেন এবং পরক্ষণে পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপা  
জন্তই সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজক হইয়া থাকেন। দেখ, ক্রমে এ  
গৃহী-ভক্তের আগ্রহে স্থানটী একটি নগরে পরিণত হইতে  
যাহা হউক, ইহাদের বাসভবন একটু দূরে হওয়াই বোধ হয়

বস্তুতঃ অচিরে শৃঙ্গেরী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইল।  
উজ্জয়িনীর রাজা সুধম্মা চালুক্যগণের সামন্ত রাজবিশেষ ছিলেন।  
কুমারিল ভট্টের চেষ্টায় জৈনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বেদমার্গ  
করিয়াছিলেন। তিনি আচার্যের সংবাদ পাইয়া এই  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধম্মা আচার্যের উপদেশ  
এতই অনুরক্ত হইলেন যে, তিনি আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ  
এবং অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন।  
রাজা এই অরণ্যমধ্যে কি মঠের অতিথিশালায় থাকিবেন।  
শিবিরমধ্যে বাস করিতে পারেন? তিনি আচার্যের  
অদূরে বহু বাসভবনাদি নির্মাণের আদেশ দিলেন।  
এইরূপে একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইতে লাগিল।

আচার্যের অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা।

আচার্য এ সকল সংবাদ কিছুই রাখেন না। তিনি  
উপদেশ দান করিয়াই সমাধিস্থ হইয়া সময় অতিবাহিত



আচার্যের উদাসীনভাব দেখিয়া কেহই তাঁহাকে মঠাদিবিষয়ে কিছু  
 দ্বিষ্টা করিতেও ইচ্ছা করিতেন না । শিষ্যগণও সেইভাবে অবস্থিতি  
 করিবার চেষ্টা করিতেন । ক্রমে দূরদেশ হইতে নানালোকে আচার্য-  
 দর্শনে আসিতে লাগিল । আচার্যের শান্তপ্রসন্নভাবে দেখিয়া সকলেই  
 অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিল । ক্রমে শৃঙ্গেরী এইরূপে একটা  
 তীর্থস্থানে পরিণত হইল ।

এই সময়ে আচার্যের এবং পদ্মপাদ, সুরেশ্বর ও হস্তামলকপ্রভৃতি  
 আচার্যের প্রধান প্রধান শিষ্যগণেরও আবার বহুলোকে শিষ্য হইতে  
 লাগিলেন । কেহ বা বিদ্যার্থী, কেহ বা ব্রহ্মচারী, কেহ বা সন্ন্যাসী ।  
 সকলেই কিন্তু শাস্ত্রচর্চায় নিরত । দিবাভাগে সন্ধ্যাবন্দনাদি আর  
 ভাষ্যাদি গ্রন্থের প্রতিলিপি করিতে, কিংবা পাঠাভ্যাসাদি কার্যেই ইহার  
 সকলেই ব্যস্ত থাকিতেন । রাত্রিকালে ভাবরাজ্য প্রবেশের জন্য ইহার  
 প্রধানতঃ চেষ্টা করিতেন । ইহার সকলেই নিজ নিজ গুরুগণের  
 উপদেশ শ্রবণ করিয়াও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আচার্যের উপদেশ শুনিবার  
 জন্ত আগ্রহান্বিত থাকিতেন । কিন্তু অনেক সময়েই ইহাদের এই  
 উপদেশপিপাসা আচার্যের শাস্ত্রমুক্তি-দর্শনমাত্রেই নিবৃত্ত হইত ।

ক্রমে আচার্য ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং নানাবিধ ব্যক্তির জন্ত  
 নানাবিধ তত্ত্বকথাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ-গ্রন্থ এবং স্তবস্ততিপ্রভৃতি  
 রচনার আবশ্যকতা বুঝিলেন । বস্তুতঃ শারদা দেবীর এমনি কৃপা যে,  
 প্রজন্ম তাঁহাকে বিশেষ প্রযত্ন বা কোনরূপ আয়োজন করিতে হইত  
 না । তিনি এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাকেই তাঁহার উপদেশ  
 লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত দেখিতেন, তাহাকেই প্রায় এক  
 সাধখানি গ্রন্থ লিখিয়া লইতে বলিতেন ।

এইরূপে আচার্যের শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা আচার্যকর্তৃক বিবেক-

চূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, দৃকদর্শনবিবেক, অজ্ঞানবোধিনী, আত্মবোধ, বেদান্তকেশরী, ললিতাত্ত্বিশ্রী ভাষ্য, প্রপঞ্চসার, আত্মবিবেক, মোহমুদগার, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, সর্বদর্শনসিদ্ধান্ত, পঞ্চক প্রভৃতি অমূল্য উপদেশপূর্ণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত গৌমুখী হইতে গঙ্গাপ্রবাহ যেমন অবিরলধারায় বিনির্গত থাকে, আচার্যের বদনকমল হইতে এই সব গ্রন্থ তদ্রূপ ভাবে বহির্গত হইতে লাগিল। আচার্য যখন বলিতে ঠিক যেন অভ্যন্ত শাস্ত্রের আবৃত্তি করেন। কেবল নিখিঁড় পারিলেই হয়।

মূর্খে বিদ্যাসঙ্কর । তোটকাচার্য ।

শিষ্যসম্প্রদায়ের অন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াও আচার্য ক্ষান্ত না। তাঁহার দানের বাহাতে সদ্যবহার হয় সেদিকেও তাঁহার থাকিত। তাঁহার উপদেশ শিষ্যগণ কতদূর কার্যে পরিণত পারিতেছেন তাহাও তিনি লক্ষ্য করিতেন।

এই সময় গিরি নামক এক ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া আচার্যের গ্রহণ করেন। গিরি একেবারে নিরক্ষর, অথচ তাঁহার হঠবার ইচ্ছা। তিনি আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণের এবং শাস্ত্রীয় বাক্যালাপ শুনিয়া হতাশ হইয়া আচার্যের হইলেন। গুরুসেবাই সর্ববিদ্যার মূল জানিয়া তিনি ইহাই করিলেন। স্বভাবতঃ গিরি অতি মৃদুভাষী, বিনীত, সকলেরই প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর। তিনি সকলের যত্নবান থাকিয়াও আচার্যের সঙ্গে নিয়ত থাকিতেন। অপরে কোনরূপ আচার্য-সেবা করিবার আর অবকাশ আচার্য যখন শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতেন কিংবা উপদেশ



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১৮৯

গিরি তখন করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কিন্তু না বুঝিলেও গিরির কখন অমনোযোগ লক্ষিত হইত না।

একদিন আচার্য্য অব্যাপনার্থ উপবিষ্ট হইয়া গুরুপ্রণামাদি সমাপন পূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পাঠে ক্ষান্ত হইলেন। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদের উদ্বেগ একটু অধিক হইল। তিনি বলিলেন—“ভগবন্! আপনি অব্যাপনায় বিরত রহিয়াছেন কেন? কি জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন?”

আচার্য্য বলিলেন—“কৈ? তোমরা সকলে উপস্থিত কৈ? গিরিকে ত দেখিতেছি না, সে আসুক।”

এইরূপে আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। গিরি আর আসেন না। পরিশেষে একজন শিষ্য বলিলেন—“ভগবান্! গিরি ঐ যে নদীতে আপনার বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছেন।” যাহা হউক আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে সকলেই গিরির জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পদ্মপাদ ভাবিতেছেন—গুরুদেব গিরির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন কেন। সে ত একেবারে নিরক্ষর! কিছুই ত বুঝে না! পদ্মপাদের উদ্বেগ এক্ষণে বিষ্ময়ে পরিণত হইল। তিনি কৌতুহলপরবশ হইয়া বলিলেন—“ভগবন্! গিরি ত নিতান্ত নিরক্ষর, সে কি আপনার পদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে!”

আচার্য্য পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা! সে আসুক, না বুঝিলেও সে বড় শ্রদ্ধাসহকারে সব কথা নিয়া থাকে।”

এ দিকে গিরির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিক গুরুভক্তি তাঁহাকে সর্ববিদ্যার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। গ্রহণে ও উপদেশে সামর্থ্য এবং শ্রদ্ধাই অধিকারের হেতু। উপদেশ গ্রহণ করিবার

সামর্থ্য বাহার নাই এবং গুরুর প্রতি ও তাঁহার উপদেশের  
 শ্রদ্ধা বাহার নাই, সে ব্যক্তি কখন উপদেশের অধিকারী হয় না।  
 গ্রহণসামর্থ্য আবার দুই প্রকার, যথা—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়।  
 সংস্কৃতভাষাজ্ঞান থাকিলেই বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য থাকে,  
 শাস্ত্রানুসারে সংস্কারাদি প্রাপ্ত না হইলে বিদ্যাগ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য  
 না। গিরির কেবল বুদ্ধি ও সংস্কৃতভাষাজ্ঞানের অভাববশতঃ গিরি  
 গ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য ছিল না। উপনয়নাদি হওয়ায় বৈদিক উৎসব  
 গ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য তাঁহার ছিল। এক্ষণে অতি উৎকর্ষ গুরু  
 রূপ শ্রদ্ধা দ্বারা বুদ্ধিবিকাশেরও সময় উপস্থিত। শ্রদ্ধার দ্বারা তৈয়ম  
 সামর্থ্যও জন্মিয়া থাকে। গিরির এক্ষণে তাহাই হইয়াছে।  
 গুরুভক্তির মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য এবং শিষ্যগণের স্বীয় বুদ্ধিবিকাশ  
 বিদ্যাভিমান বিদূরিত করিবার জন্য এবং নির্বোধ ব্যক্তিও উপদেশ  
 নহে—ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য মনে মনে গিরিকে সর্ববিদ্যা  
 করিলেন। আশীর্বাদ-দাতার বলেও অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকেন।  
 আশীর্বাদগ্রহীতার বলেও কখন কখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।  
 উভয়ই যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং গিরির অনাদিকালের  
 বিদূরিত হইল। অনাদিকালের অন্ধকার একবার প্রদীপ  
 যেমন বিনষ্ট হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গিরি গুরুরূপার  
 আধার হইলেন। গিরির হৃদয়কন্দর ব্রহ্মবিদ্যালোকে সমুজ্জল  
 গিরি সত্যঃ সত্যঃ তোটকচ্ছন্দে একটি গুরুমাহাত্ম্যচক  
 রচনা করিয়া আচার্যের বস্ত্র লইয়া আচার্য্য্যভিমুখে অগ্রসর  
 লাগিলেন। সকলে গিরির মুখে এই অপূর্ব স্তোত্র শুনিয়া  
 যে ব্যক্তি কখনও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার  
 এইরূপ স্তোত্র! এতদপেক্ষা বিশ্বয়ের বিষয় আর কি আছে!



দখিতে গিরি আসিয়া আচার্য্যচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।  
 শিষ্যগণ সকলেই তখন দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে আচার্য্যের স্তুতি  
 করিতে বলিতে লাগিলেন—“ভগবন্। আমার প্রতি  
 কৃপা হউন।” কেহ বলিলেন—“গুরো! আমার প্রতি গিরির ন্যায়  
 কৃপা দৃষ্টি করুন।” কেহ বলিলেন—“ভগবন্! আপনারই কৃপাবলে  
 গিরি আজ ধন্য হইল, আপনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই।” কেহ বা  
 উত্তরবানের পদযুগলে মস্তক রাখিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য স্নেহভরে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—“শিষ্যগণ!  
 তোমরা গিরির ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। শ্রদ্ধা হইতেই একাগ্রতা  
 হয়। শ্রদ্ধাতে মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়। ইহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।  
 একাগ্র অন্তরে যাহারই ধ্যান করিবে, তাহারই বিষয়ে বিশেষজ্ঞানের  
 উৎপত্তি হয়। বিশ্বাস, সংশয় কিংবা ভ্রম আর ঘটে না। শিষ্যগণ! শ্রদ্ধাই  
 সর্ববিচার মূল। অকপট শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় হইলে আর কোন  
 সন্দেহ নাই থাকে না। যে সাধন চারিটীর বলে লোকে বেদান্তের  
 অধিকারী হয়, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।”

এই বলিয়া আচার্য্য গিরির মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন  
 এবং সমীপে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। অনন্তর গিরি উপবিষ্ট হইলে  
 আচার্য্য তাঁহার প্রতি সন্মুখ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—“গিরি! তুমি  
 সীম গুরুভক্তিবলে আজ সর্ববিচার আধার হইলে। তোমার  
 ভক্তি জগতে আদর্শস্থানীয় হইবে।”

গিরি অবনতমস্তকে আচার্য্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পদ্যপাদ  
 রম্য হস্তামলক প্রভৃতি সকলে গিরিকে প্রণাম করিলেন। অপর  
 শিষ্যগণ গিরির পদধূলি লইলেন। গিরির আর সে পূর্ব্বে নাই;  
 হার মুখে আজ এক অপূর্ব হাসি। “ব্রহ্মসত্য জগন্নিষ্ঠা” যেন সে

হানির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সকলেই বলিতে লাগিল  
 “ধন্য গিরি! তোমার গুরুভক্তি! আর আজ আমরাও  
 যে, এমন আচার্য এবং এমন গুরুভক্ত ভাতা পাইয়াছি।”  
 এবং শৃঙ্গেরীবাসী সকলেই বিস্ময়বিহ্বল। সকলেরই মুখে আ  
 মহিমার কথা। শৃঙ্গেরী যেন এমন একটা মহা আনন্দের ক্ষে  
 উঠিল। অনন্তর একটা শুভদিন দেখিয়া আচার্য গিরিকে স  
 দীক্ষিত করিলেন। গিরির নাম হইল—তোটকাচার্য।

বার্তিক রচনা।

তোটকাচার্যকে উপলক্ষ করিয়া আচার্য শিষ্যগণকে আবার  
 হইতে ভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন। পদ্যপাদ, সুরেশ্বর, হ  
 তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সহিত সকলেই আবার ভাষ্য পড়ি  
 হইলেন। দিনরাত এই আলোচনা। সকলেই বিজ্ঞানব্দের বি

কিছুদিন পরে প্রস্থানক্রয় ভাষ্যের পাঠ সমাপ্ত হইয়া  
 সুরেশ্বরচার্যের যেটুকু জ্ঞানিবার বা বুঝিবার অবশিষ্ট ছিল, তা  
 হইল। তিনি একদিন নিভূতে আচার্যের নিকট আসিয়া  
 আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আপনার  
 ভাষ্যাদি ত সবই বহুবার আলোচনা হইল। আমার আর  
 সংশয় নাই। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ  
 পূর্বে একবার শুনিয়াছিলাম আমার দ্বারা কিছু করাইবার  
 নাকি ইচ্ছা আছে।”

আচার্য বলিলেন—“হাঁ, সুরেশ্বর! সূত্রভাষ্যের উপ  
 বার্তিক রচনা করিলে হয় না? বার্তিক ভিন্ন ত ভাষ্যের  
 বিচারপূর্বক কোন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। অতএব  
 কার্য্য কর।”



## শঙ্কর-চরিত্র ।

১২৩

সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনার ভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করিতে হইবে ! ইহা কি আমার দ্বারা সম্ভব ? আমার মনে হয়—আপনার ভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করা ত দূরের কথা, উহার সম্যক আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই ।”

আচার্য্য বলিলেন—“না, সুরেশ্বর ! তুমিই এই কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত । তোমার যেরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাহাতে তুমি এ কার্য্য করিলে ভালই হইবার কথা ।”

সুরেশ্বর বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনার যখন আদেশ তখন আমার সাধ্যে যতদূর হয় তাহার ক্রটি করিব না ।” এই বলিয়া সুরেশ্বর ক্ষণকাল আচার্য্যসমীপে মৌনভাবে থাকিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া নিজ আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন ।

কিন্তু মনে তাঁহার নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল । কখন ভাবেন—“আচার্য্যের কি নিরভিমানিতা ! আমাকে তিনি টীকা করিতে না বলিয়া বার্ত্তিক রচনা করিতে বলিলেন । শিষ্যে গুরুর দাষগুণ বিচার করিবে ! আর ইহাতেই তিনি উৎসাহ দিতেছেন ! রূপ না হইলে কি লোকে জগৎপূজ্য হয় !” কখন ভাবেন—“ইহা তাহার শুধু নিরভিমানিতা নহে, পরন্তু ইহা তাঁহার শিষ্যকে উন্নত আসন দিবার অভি ব্রলবতী স্পৃহা” । আবার কখন ভাবেন—“না, ইহা তাঁহার ভ্রাত্যহুরাগেরই ফল ।” বাহা হউক সুরেশ্বর এখন মহা চিন্তাকুল । কাথায় কোন্ বিষয় সন্নিবিষ্ট করিবেন ও কি ভাবে তাহা আলোচনা করিবেন—এই চিন্তায় তিনি ব্যাপৃত । তিনি আর পূর্ব্বের মত পদ্য-উদ্ভাসের সঙ্গে অথবা নিজ শিষ্যগণের সহিত বাক্যালাপ করেন না । বরদাই যেন কি ভাবেন । সকলেই ইহা লক্ষ্য করিলেন ।

ক্রমে স্বরেশ্বর বার্তিকরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । পদ্মপাদ এবং সকলেই বুঝিলেন—স্বরেশ্বর আচার্যের আদেশ লইয়া স্বরেশ্বর উপর বার্তিকরচনা করিতেছেন । কিন্তু এই বিষয়টী সকলের প্রীতি হইল না । পদ্মপাদ প্রভৃতি ভাবিলেন—“আচার্য, স্বরেশ্বরকে টকাশাসন করিতে না বলিয়া বার্তিকরচনা করিতে বলিলেন কেন ? বার্তিকরচনা দোষগুণ বিচার করিতে হয় । স্বরেশ্বর পূর্বে কৰ্ম্মকাণ্ডের জন্য দ্বিষিত আগ্রহ করিতেন । তাঁহাকে কৰ্ম্মকাণ্ডের গোঁড়া বলিলে অতুক্তি হয় । তিনি ভাষ্যের দোষপ্রদর্শন ঘেরূপ করিতে পারিবেন, তাহার দোষ বা ভাষ্যের গুণপ্রদর্শন সেরূপভাবে করিতে পারিবেন কি ?”

ক্রমে কথায় কথায় পদ্মপাদ একদিন এ কথা শিষ্যগণের প্রকাশ করেন । শিষ্যগণ বলিলেন—“ঠিক কথা । স্বরেশ্বর ভাষ্যের উপর অবিচার করিয়া ফেলিবেন । না—আমরা আচার্যকে জানাইব ।” পদ্মপাদ বলিলেন—“শিষ্যগণ ! বলাই ভাল । আচার্য হয় ত মনে ভাবিবেন—আমিই করিতে চাহি । আর আচার্য যদি এরূপ নাও ভাবেন, তাহা স্বরেশ্বর ইহা শুনিলে হয় ত এরূপই ভাবিবেন । অতএব এ বিষয়ে বিরত হও ।”

পদ্মপাদের শিষ্যগণ বলিলেন—“ভগবন্ ! যখন এত বড় কার্য্য হইতেছে, যাহা ভবিষ্যতে সত্যপ্রচারের অবলম্বন তাহাতে কি ত্রুটি থাকা উচিত ? আপনি নিষেধ করিবেন না । এ কথা আচার্যকে বলিব ।”

পদ্মপাদ নানাদিক ভাবিয়া মোঁহন হইয়া রহিলেন । পদ্মপাদের শিষ্যগণ একদিন সময় বুঝিয়া আচার্যচরণে এই নিবেদন করিলেন ।



আচার্য্য বলিলেন—“তোমরা কি এইরূপ সন্দেহ কর? আমার  
যদি হয় সুরেশ্বরে এরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না।”

শিষ্যগণ বলিলেন—“ভগবন্! আপনি ইহা ভাবেন না সত্য,  
আমরাও না হয়—ইহা ভাবিব না, কিন্তু পরবর্তী কালে পণ্ডিতগণ কি  
এইরূপ কল্পনা করিবেন না? আর এইজন্তই আপনার ভাষ্যের কি  
বিপরীত অর্থ তাঁহারা করিবেন না?”

আচার্য্য ইহা শুনিয়া বুঝিলেন—তাঁহার ভাষ্যের বার্তিক রচনা হয়—  
তাহা বিধাতার ইচ্ছা নহে। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—  
তাহা হইলে তোমরা কাহাকে এ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা কর?”

শিষ্যগণ বলিলেন—“ভগবন্! এ কার্য্য যদি আবশ্যকই হয়, তাহা  
কিলে বোধ হয়, আমাদের আচার্য্য পদ্মপাদই এ কার্য্যে উপযুক্ত। অথবা  
মহাশয়কাচার্য্য এ কার্য্যের উপযুক্ত। অবশ্য এ কথা আপনাকে বলিতে  
হয়। পদ্মপাদাচার্য্যই আমাদের নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা  
বিষয় ভাবিয়া ইহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি।”

শিষ্যগণ এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মপাদ সেই স্থানে আসিয়া  
পস্থিত হইলেন। আচার্য্য, পদ্মপাদকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে  
বলিলেন—“পদ্মপাদ! তোমার কি মত? সুরেশ্বরের বার্তিক কি  
ল হইবে না?”

পদ্মপাদ বলিলেন—“ভগবন্! আপনার ভাষ্যের উপর বার্তিক  
বার কেন? সূত্রভাষ্যে কি কোন দোষ আছে যে, বার্তিকদ্বারা তাহার  
জনমগুন করা আবশ্যক? আর যদি শিষ্যকীর্ত্তি প্রচার করিবার  
জন্য আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে হস্তামলকাচার্য্য এই কার্য্য  
করুন, তিনিও সিদ্ধপুরুষ। সুরেশ্বরাচার্য্য এ কার্য্য করিলে অন্যলোকে  
ব্যবহৃত আপনার ভাষ্যের দোষপক্ষকে প্রবল করিয়া কল্পনা করিতে

পারিবে বলিয়া মনে হয় । শিষ্যগণ আমাকে এ কার্য করিতে পারিতেছিলেন, আমি কিন্তু তাহা করিবার পক্ষে আমাকে অবশ্য বিবেচনা করি । আর স্বরেশ্বরকে যখন আপনি বলিয়াছেন আর আমার পক্ষে ইহার জন্য চেষ্টা করাও অন্যায্য ।”

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“কিন্তু পদ্মপাদ ! ইত্যাদি দ্বারা এ কার্য সম্ভব নহে । হস্তামলক যেরূপ অন্তর্মুখ হইয়া থাকে, তাহাতে সে এ কার্য করিতে পারিবে কি না সন্দেহ । গিরির পক্ষেও এ কার্য সম্ভব হইবে না ।”

পদ্মপাদের শিষ্যগণ তখন বলিলেন—“ভগবন্ ! এক্ষণে পদ্মপাদাচার্যকেই আদেশ করুন । আপনি বলিলে তিনি করিতে পারিবেন না ।” ইহা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন—“ভগবন্ ! আদেশ আমার করিবেন না । স্বরেশ্বরকে যখন ইহার বলিয়াছেন তখন আর আমাকে এরূপ আদেশ করা দেখাইবে না ।”

আচার্য বলিলেন—“আচ্ছা, এই সকল শিষ্যগণের আগ্রহ যে তুমি আমার ভাষ্যের উপর বার্তিক কর, তখন তুমি ভাষ্যের উপর বার্তিক না করিয়া টীকা রচনা কর, আর তোমার বক্তব্য যত তাহা লিপিবদ্ধ কর ।”

বাহা হউক আচার্য বুঝিলেন—“পদ্মপাদের ইচ্ছা নয় যে বার্তিক রচনা করেন । আর বিষয়টি যেরূপ আকার ধারণ করে তাহাতে আর বার্তিকরচনা না হওয়াই ভাল । ইহা শুনিতে দুঃখিত হইবে ।” স্বরেশ্বর অদূরেই ছিলেন । তাহার শিষ্যগণের মুখে এই সব কথা শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।



স্বরেশ্বর আসিবামাত্র আচার্য্য বলিলেন—“স্বরেশ্বর ! তুমি সূত্র-  
ভাষ্যের বাস্তবিক রচনা করিলে কি কন্মের দিকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ  
করিয়া কেলিবে ?”

স্বরেশ্বর ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“ভগবন্ ! কেহ  
কেহ এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন শুনিতেছি। তবে যদি আমার  
সম্ভাষিতসারে ইহা ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা আমি নিবারণ  
করিব কিরূপে ?”

আচার্য্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“আচ্ছা, স্বরেশ্বর !  
তুমি অগ্রে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা কর, যাহাতে তোমার উপর  
ইহাদের এরূপ আশঙ্কা বিদূরিত হয়।”

স্বরেশ্বর “তথাস্তু” বলিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে চলিয়া  
গেলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই “নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি” নামক একখানি  
পূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া আচার্য্য-চরণে নিবেদন করিলেন।

আচার্য্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন ; অনন্তর  
কলকে আহ্বান করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ,  
ভট্টমলক, তোটক এবং অপর শিষ্যবর্গ সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন।  
স্বরেশ্বরের পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞাননিষ্ঠার কাহারও আর কোনরূপ সন্দেহ  
হইল না। কিন্তু তাহা হইলেও সূত্রভাষ্যের উপর বাস্তবিক রচনা হয়,  
কাহারও ইচ্ছা হইল না। পদ্মপাদ অতি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন—  
“ভগবন্ ! স্বরেশ্বরের উপর আমাদের কোনরূপ ঈর্ষা নাই, তিনি  
আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু আপনার সূত্রভাষ্যের উপর  
বাস্তবিক রচনার কথা যখনই মনে হয়, তখনই আমাদের চিত্ত অপ্রসন্ন  
হইয়া উঠে। আপনার ভাষ্যের দোষগুণ বিচার হয়, ইহা আমাদের  
চলে না। আপনার ভাষ্যের আবার দোষ ! যাহারা আপনার

নিকট ভাষা না পড়িয়াছেন, তাঁহারা কল্লক, কিন্তু আমরা কল্লক করিয়া করি ?”

শিষ্যগণও পদ্যপাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হস্তামলক ও তোঁক তাঁহারা কোনরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন না। অনন্তর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বরেশ্বরকে বলিলেন—“স্বরেশ্বর! ইহা দৈব-বিড়ম্বনা। যাহা হউক, তুমি আর সূত্রভাষ্যের উপর রচনা করিও না। তুমি আমার বৃহদারণ্যক ভাষ্য এবং তাহার উপর বার্তিক রচনা কর, এবং যেরূপ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি তদ্রূপ ব্রহ্মসিদ্ধি ও ইষ্টসিদ্ধি নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা কর। ইহাতেই তোমার কীর্তি অতুলনীয় ও অক্ষয় হইবে। স্বরেশ্বর! দুঃখিত হইও না। তোমার এখনও একজন্য অবশিষ্ট আছে। সেই জন্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে এবং তখন তুমি আমার উপর এক অপূর্ণ টীকা রচনা করিবে। আমি আশীর্বাদ করি তোমার সেই টিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা হইবে। পণ্ডিতগণ বার্তিক বলিয়া অভিহিত করিবেন।”

স্বরেশ্বর ইহা শুনিয়া আচার্য্যচরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আমার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি দেখিয়া আপনি সকল বিদ্বদ্ভগ্ন সকলেই সন্তুষ্ট হইলেও যখন আমি বার্তিকরচনা আমি আপনার ভাষ্যের উপর অবিচার করিব বলিয়া ইহার করিতেছেন, তখন ইহারা যে, বিদ্বানের সমদর্শন এবং বিশ্বাস করেন না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা কিন্তু বড়ই বিষয়। যাহা হউক, আমি বার্তিকরচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নিরন্তর হইলাম। তবে আমার যদি আপনার চরণে



তাহা হইলে যতবড় বিদ্বানই কেন আপনার ভাষ্যের উপর টীকাদি  
রচনা করুন না তাঁহার টীকা যেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ না হয়।  
ভগবন্! আমার সঙ্গে বিচারকালে আপনি বোধ হয় বুঝিরাছিলেন  
যে আমি তর্কশক্তি বা বিজ্ঞাবুদ্ধির অভাবে আপনার নিকট পরাজয়  
স্বীকার করি নাই, প্রত্যুত বিষয়ের দোষেই আমার পরাজয় হইয়া-  
ছিল। সে যাহাই হউক আমায় যেরূপ আদেশ করিলেন আমি  
তাহাই করিব।” এই বলিয়া স্বরেশ্বর আচার্য্যচরণে প্রণাম করিয়া  
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পদ্মপাদ এবং অপরাপর শিষ্যগণ সকলেই লজ্জিত ও দুঃখিত  
হইলেন। পদ্মপাদ আচার্য্যকে বলিলেন—“ভগবন্! এ অপরাধ যদি  
কাহারও হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমারই হইয়াছে। আমিই  
স্বরেশ্বরের বার্তিকরচনায় প্রথমে সন্দিহান হই। আমার কথাতেই  
এই সকল শিষ্য আপত্তি তুলিয়াছে। এক্ষণে বলুন—আমি টীকা রচনা  
করিব কি না? আমি ইতিমধ্যেই চতুঃসূত্রী সমাপ্ত করিয়াছি।  
স্বরেশ্বর যাহা বলিলেন—তাহাতে আমার আর উৎসাহ হইতেছে না।”

আচার্য্য বলিলেন—“পদ্মপাদ! দুঃখিত হইও না। মানব যাহা  
করে সকলই দৈবায়ত্ত। তুমি কি করিবে? তুমি ঈর্ষাবশে স্বরেশ্বরের  
বার্তিকরচনায় আপত্তি কর নাই সত্য এবং এই শিষ্যগণও ঈর্ষাবশে  
তাহা করে নাই। তা’ এজ্ঞ আর দুঃখ কেন? যাহা ঘটে তাহাই  
ভাল। আচ্ছা! তুমি যে টীকা করিয়াছ তাহা আমাকে শুনাও দেখি।”

পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ টীকাটি আনিয়া আচার্য্যকে শুনাইতে আরম্ভ  
করিলেন। আচার্য্য ধীরে ধীরে চারিসূত্রের সমুদয় টীকাটি শুনিলেন  
এবং পদ্মপাদের বিচারপটুতা এবং নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।  
অনন্তর তিনি পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ! তুমি টীকা রচনায়

বিরত হইও না । ইহা প্রচারিত হইলে বেদান্তের বিজয়ডিণ্ডিম বিহীন হইবে সন্দেহ নাই ।” অবশ্য স্বরেশ্বরের কীর্তি তোমার কীর্তি অভিভূত করিবে । কিন্তু তাহাতে তোমার দুঃখিত বা নিঃশ্রান্ত হইবার কারণ নাই । তোমাদের ভাগ্যই এইরূপ । কলাকর রহিত হইয়া কর্ম করাই পণ্ডিতের স্বভাব ।”

বুদ্ধিমান পদ্মপাদ আচার্যের মনোভাব বুঝিলেন এবং আচার্যী প্রণাম করিয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন, অতঃপর পূর্ববৎ শিষ্য নিজ নিজ কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন । শৃঙ্গেরী মঠে পদ্মপাদ অধ্যাপনা বেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই চলিতে লাগিল । শঙ্কর পদ্মপাদ ও স্বরেশ্বর নিজ নিজ টীকাতির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আচার্যগণ শুনাইতে লাগিলেন । আচার্য তাঁহাদের এই সব কথা শুনিয়া আপোনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এইরূপে এই শৃঙ্গেরী মঠে শিষ্য বিচারজ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধিত হইল । অধ্যয়নের পর অধ্যয়ন করিলে বিদ্যা পূর্ণ হয়, এক্ষণে গ্রন্থরচনা দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইল ।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল । শিষ্যগণের বহু সম্পূর্ণ হইয়া গেল । পদ্মপাদ স্বত্ৰভাষ্যের টীকাটির নাম রাখিলেন “বিজয়ডিণ্ডিম” । স্বরেশ্বরের বার্তিকাদি বহুগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল । আচার্য অপর শিষ্য এবং প্রশিষ্যগণের অনুরোধে আচার্য ও নানা স্বত্ৰভাষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিলেন । এইরূপে শৃঙ্গেরীতে ভারতীয়ে মূর্তিমতী হইয়া জগৎকে ব্রহ্মবিদ্যা দিবার জন্ত বিরাজমানা হইলেন ।

পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা ।

পদ্মপাদের স্বত্ৰভাষ্যটীকা শেষ হইলে পদ্মপাদ ইহা নিজ শিষ্য পড়াইতে লাগিলেন । স্বরেশ্বর ও নিজগ্রন্থ নিজ শিষ্যগণকে পড়াইতে লাগিলেন । উভয়ের শিষ্যদলের পরস্পরের মধ্যে উৎকর্ষ



অন্য প্রতিযোগিতাও বেশ হইতে লাগিল। আচার্য্য অনেক সময়  
দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। বিদ্যার্থীগণের এ জাতীয়  
চাৰ অনেক সময়ই অধ্যাপকগণের আনন্দের বিষয়ই হয়, সুতরাং  
ক্ষেত্রেই বা তাহা হইবে না কেন ?

কিন্তু ইহার অত্ৰ একটা দিক্ও আছে। শিষ্যগণের বিচার  
নীত হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকে অধ্যাপকেও বিচার  
দিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কখন কখন তাহা হইত। স্বরেশ্বর ও  
পদ্মপাদের মধ্যে কখন কখন বিচার হইত। অনন্তর একদিন পদ্মপাদের  
মনে হইল। তিনি আচার্য্যকে নিভূতে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
ভগবন্! আমার টীকার বিষয় আপনি প্রায় সবই শুনিয়াছেন।  
আপনার মুখে উহার দোষগুণ এবং উহার ভবিষ্যৎ সবই শুনিতে ইচ্ছা  
করিতাম। স্বরেশ্বর সেদিন যাহা বলিয়াছেন এবং সেদিন আপনি তাঁহাকে  
করূপ আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত, মধ্যে  
মধ্যে অশ্রুসর হইয়া উঠে। আপনার স্মরণ আছে—তিনি বলিয়া-  
ছিলেন—যে সূত্রভাষ্যের উপর কাহারও টীকা যেন সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া  
বিবেচিত না হয়। আপনিও বলিয়াছিলেন যে স্বরেশ্বর পরজন্মে যে  
কা রচনা করিবেন, তাহাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। ভগবন্! এই চিন্তা  
নই আমার মনে উদয় হয়, তখন আমার বড়ই হতাশা আসে।  
আপনি বলুন আমার টীকার ভবিষ্যৎ কি ?”

আচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“পদ্মপাদ! তোমার টীকা  
শিতই অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ ভাল নহে।  
আর প্রচারে বিঘ্ন হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। এ কথা ত আমি  
কই তোমায় বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতে দুঃখ কি? সন্ন্যাসীর  
আর কলের প্রতি দৃষ্টি কেন ?

পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন, এবং ক্ষণকাল  
আচার্য্যচরণে প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার  
মনে এ সময় যে কত চিন্তারই উদয় হইতে লাগিল, তাহা বুঝিবে !  
অবশেষে স্থির করিলেন যে, তাঁহারই দোষে তাঁহারই  
দুর্দৃষ্ট সঞ্চিত হইয়াছে। আচার্য্য যখন সুরেশ্বরকে বার্তা  
করিতে বলিয়াছিলেন তখন আমি কেন তাহাতে আপত্তি  
আমি কি তাঁহার অপেক্ষা অধিক বুঝি ! সুরেশ্বরেরই বা  
এরূপ ক্ষেত্রে সুরেশ্বর যদি ভাবেন—আমি তাঁহার প্রতি  
বার্তিকরচনায় আপত্তি তুলিয়াছি, তাহা হইলে তাহা  
পারে না। অতএব এ দোষ আমারই। আমার ইহাতে  
হইয়াছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করিতেই হইবে।  
দান ও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয়। তা' আমি তীর্থ  
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া পদ্মপাদ একদিন আচার্য্যকে  
“ভগবন্! আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি একবার  
তীর্থটী দর্শন করিয়া আসি। আমার এই তীর্থ এখনও  
এজন্ত বড়ই বাসনা হইতেছে।

আচার্য্য পদ্মপাদের অভিপ্রায় বুঝিলেন, তিনি ঈষদ্ হাস্য  
বলিলেন—“পদ্মপাদ ! তোমার সহসা এরূপ বাসনা উদ্ভিত  
তুমি ত আমাকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্তও যে থাকিতে পার

পদ্মপাদ দেখিলেন, আচার্য্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে  
স্বতরাং এখন সকল কথাই বলা ভাল। তিনি তাঁহার  
সমুদায় বলিলেন এবং পরিণামে বলিলেন একাকী  
তিনি তাঁহার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সংকল্প করিয়াছেন



আচার্য্য সকল কার্য্যেই উদাসীনস্বভাব । তিনি বড় কাহাকেও কোন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিতে আগ্রহ করেন না । তথাপি পদ্মপাদের উপর স্নেহ-বাৎসল্য তাঁহাকে যেন একটু বিচলিত করিল । আচার্য্য বলিলেন—“পদ্মপাদ ! তুমি রামেশ্বর যাইতে চাহিতেছ, কিন্তু এই স্থান হইতে রামেশ্বরের পথ বড়ই দুর্গম । পথে কদাচারী শূদ্রবহল বহু গ্রামাদি আছে । গুনিয়াছি—সদাচারী সন্ন্যাসীর পক্ষে সে সকল স্থানের মধ্যদিয়া গমনাগমন বড়ই বিপদসঙ্কুল ব্যাপার ; অতএব এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইলেই বোধ হয় ভাল হয় । দেখ, গুরুই সকলের তীর্থস্বরূপ, গুরু-সন্নিধানে থাকিবার সুবিধা হইলে আর অন্ততীর্থ আবশ্যক হয় না । অতএব তুমি ও বাসনা পরিত্যাগ কর ।”

পদ্মপাদ বলিলেন—“ভগবন্ ! বাহা ঘটবার তাহার অন্তথা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । যদি বিঘ্ন হইবার হয়, হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না । যখন আপনার চরণপ্রান্তে থাকিয়াই আমার বুদ্ধিদোষে আমায় এই পাপ স্পর্শ করিল, তখন একবার ক্লেশ-ভোগ করিয়া তাহা ক্ষর করা উচিত । অতএব আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি অল্পদিনের মধ্যেই রামেশ্বর দর্শন করিয়া আসি ।”

আচার্য্য পদ্মপাদের ইচ্ছাধিক্য দেখিয়া নিষেধ করা আর উচিত বিবেচনা করিলেন না । তিনি তখন তাঁহাকে নানাবিষয়ে সতর্ক করিয়া বিদায় দিলেন ।

রামেশ্বরের পথে পদ্মপাদাচার্য্য ।

শূদ্রেরী পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে কালহস্তীশ্বর নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে কালহস্তীশ্বরে শিবের সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর সর্প বিরাজিত, যন্তকে চন্দ্রকনা পার্শ্বতী কুরুণা-বিগলিতাচিতে ভগবান্ শূলপাণিকে আলিঙ্গন

করিতেছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। এখানে স্রবর্ণমুখরী নামক নদীতে স্নান করিয়া তাঁহার দর্শন এবং ভাবময় পুষ্পদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া মনে মনে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

কালহস্তীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ স্প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ আগমন করিলেন। এখানে একাত্তরকাননে ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন। পদ্মপাদ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া ভগবতীর দর্শন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহারও অর্চনা করিয়া কল্লোশ তীর্থোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

কল্লোশতীর্থে পুরাণপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত বিরাজমান। ভক্তিসহকারে তাঁহার দর্শন করিয়া তাঁহার পূজাদি করিলেন। পুণ্ডরীকপুর নামক তীর্থোদ্দেশে গমন করিলেন।

পুণ্ডরীকপুরে পার্বতীকর্তৃক বীক্ষ্যমাণ সন্দাশিবের নিরন্তর মূর্তি বিরাজমান। পদ্মপাদ এই শিবমূর্তি দর্শন করিলেন যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিলেন।

পুণ্ডরীকপুর পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ শিবগঙ্গা নামক উপস্থিত হইলেন। এখানে গঙ্গা শিবকর্তৃক আরাধিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—শিব নৃত্য করিতে যখন কাতর হইয়া তাঁহার শ্রম অপনোদন করিবার জন্য গঙ্গা এখানে আবির্ভূত হইয়া শিবের এই নৃত্যমূর্তি দর্শন করিয়া এই শিবগঙ্গায় অবগাহন করিয়া সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। পদ্মপাদ যথাবিধি এই শিবমূর্তি করিয়া শিবগঙ্গায় স্নান করিলেন।

শিবগঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ কাবেরী তীরবর্তী আসিলেন এবং তথায় শ্রীরঙ্গনাথমূর্তি দর্শন করিলেন। এই



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২০৫

মুখি অতীব সুন্দর । পদ্মপাদ বথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিয়া তাঁহার  
পদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরভিমুখে যাত্রা  
করিলেন ।

পদ্মপাদের মাতুলালয়ে আগমন ।

শ্রীশঙ্কর ইহাতে অদূরে পদ্মপাদের মাতুলালয় । পদ্মপাদ পথিমধ্যে  
মাতুলালয় দেখিতে পাইয়া মাতুলসমীপে উপস্থিত হইলেন । পদ্মপাদের  
মাতুল একজন পূর্ণা পণ্ডিত ও সদাচারী ব্যক্তি । কৰ্ম্মকাণ্ডে তিনি  
প্রভাকর-মতাবলম্বী এবং উপাসনাবিষয়ে তিনি দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবমত-  
বলম্বী ছিলেন । ভাগিনেয়কে সন্ন্যাসীর বেশে সমাগত দেখিয়া মাতুল  
সুগম আনন্দিত ও দুঃখিত হইলেন । দুঃখের কারণ,—ভাগিনেয়  
সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এবং আনন্দের কারণ—বহুদিনের  
পর ভাগিনেয়ের দর্শন পাইলেন ।

গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ পদ্মপাদকে দেখিয়া অত্যন্ত আস্থা দিয়া প্রকাশ  
করিতে লাগিলেন । পদ্মপাদেরও বাল্যসখাগণকে দেখিয়া বাল্যজীবনের  
কথা মনে পড়িতে লাগিল এবং পরস্পর পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণে  
আপ্যায়িত করিলেন ।

পদ্মপাদের মাতুল ক্রমে ভাগিনেয়ের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্ত ব্যস্ত  
হইলেন । তিনি ভাগিনেয়ের পথশ্রান্তি অপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া  
নানাবিধ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।

পদ্মপাদ নিজগুরু পরিচয় প্রভৃতি দিয়া শাস্ত্রীয় কথায় প্রবৃত্ত  
হইলেন । পদ্মপাদের গাভীর্য্য ও বিজ্ঞাবত্তা দেখিয়া মাতুলের অপার  
আনন্দ হইল । গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ অশেষ আশ্চর্য্য চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে  
লাগিলেন । সকলেরই আগ্রহ যে পদ্মপাদ তাঁহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ  
করেন । মাতুল কিন্তু কাহারও সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না ।

২০৬:

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

অতঃপর ভিক্ষাদি গ্রহণের পর পথশ্রান্তি বিদূরিত হইলে পরম্পর সহিত মাতুলের শাস্ত্রীয় আলাপ হইতে লাগিল। মাতুল পদ্মপাদও বৈষ্ণব। মাতুল দ্বৈতবাদী, পদ্মপাদ কিন্তু অদ্বৈতবাদী। পদ্মপাদের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদ দেখিয়া মাতুলের মনে মহা দুঃখ হইল। তিনি তখন ভাগিনেয়ের সঙ্গে মহা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাকে আর অধিকক্ষণ বিচার করিতে হইল না। পদ্মপাদ, যত্নে সকল যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নিজপক্ষ অখণ্ডনীয়রূপে পরি করিলেন। মাতুল এইবার মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। ভাগিনেয় ঐহার শিষ্যের এইরূপ প্রভাব, তাহার গুরুর না জানি কতই কিম্বদন্তী। ইহারা যদি এই মতপ্রচারে কৃতকার্য হন, তাহা হইলে আর তাহা দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না।

অনন্তর মাতুল বিচার পরিত্যাগ করিয়া অন্যকথায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে মনে কেবলই চিন্তা, কি করিয়া ভাগিনেয়ের মতপ্রচারে নিষেধ দিবেন। কথায় কথায় পদ্মপাদের সঙ্গে বস্ত্রাবৃত একখানি পুস্তকের উপর মাতুলের দৃষ্টি পড়িল। তিনি তখন ভাগিনেয় এই পুস্তকখানির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মপাদ বলিলেন— তাহার গুরুদেবের কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর স্বকৃত বিদ্যার নামক টীকা।

ইহা শুনিয়া মাতুলের এই গ্রন্থখানি দেখিবার জন্য অত্যন্ত জন্মিল। সরলচিত্ত পদ্মপাদ মাতুলের মনোভাব কিছুই বুঝিলেন না। তিনি সাগ্রহে পুস্তকখানি দেখিতে দিলেন। মাতুল কিছুক্ষণ করিয়া ক্রোধে এবং ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া গেলেন। সংকল্প হইল— করিয়া পারি এই গ্রন্থখানির ধ্বংসসাধন করিতে হইবে।

দুর্ব্বলের মনে দুর্ব্বতিসঙ্কী হইলে কপটতা সর্ব্বাগ্রে তাহাকে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২০৭

পদ্মপাদ। মাতুল, কেবল মুখে পদ্মপাদের অশেষ প্রশংসা করিতে গেলেন। পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া যেন একেবারে গলিয়া গেলেন। বহুতাপক বলিয়া মাতুলের উপর তাঁহার যেটুকু অননুভূতের সম্ভাবনা ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। মাতুল ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—এইরূপ ভান করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শীঘ্র বিদায় দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পদ্মপাদের হৃদয়ে আর লেশমাত্রও সন্দেহ রহিল না। তিনি মাতুলের গৃহে ত্রিরাত্র অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। মাতুলও এই অবকাশে পদ্মপাদের বতটুকু বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক তাহার বিবিধ উপায়ই অনুষ্ঠান করিলেন।

অতঃপর পদ্মপাদ রামেশ্বরভিষুখে গমনোচ্ছত হইলে মাতুল গেলেন—“পদ্মপাদ ! এই বৃহৎ পুস্তকখানি কেন বহন করিয়া লইয়া গিয়াছ, ফিরিয়া বাইবার সময় যদি লইয়া যাও, তবে এই কয়দিনে আমি পুস্তকখানি আরও দেখিতে পারি। ইহা পড়িতে পারিলে আর আমার কোন সন্দেহই থাকিবে না—মনে হইতেছে।”

খেলের হরভিসন্ধি ভেদ করা কি সরলচিত্ত সাধুর পক্ষে সম্ভব ? এমন স্নেহশীল, সত্যানুভূত মাতুল গ্রন্থখানিকে ভাল লিয়া দেখিতে চাহিতেছেন; ইহাতে কি পদ্মপাদ আর অগ্রমত করিতে পারেন ? পুস্তক সম্বন্ধে পদ্মপাদের ভবিষ্যৎচিন্তা বিলুপ্ত হইল। তিনি পুস্তকখানি মাতুলের নিকট রাখিয়া রামেশ্বরভিষুখে স্থিত হইলেন। বাহা ঘটবার তাহা ঘটয়াই থাকে, তাহাকে বাধা নয়—সাধ্য কাহার। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে আজ একটা অমূল্যরত্ন লুপ্ত হইতে চলিল।

২০৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

পুনরায় রামেশ্বর-পথে পদ্মপাদ ।

মাতুলালয় হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ দর্ভশয়ন নামক  
আগমন করিলেন । ইহা ফুল্লমূনির আশ্রম নামেও প্রসিদ্ধ ।  
জ্ঞানকীর শোকে কাতর, কুশোপরি উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে  
এক জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যদিয়া আবির্ভূত হইয়া সেতুবন্ধনের  
দেন । পদ্মপাদ তীর্থস্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীরাগচন্দ্রের  
দর্শন করিলেন ।

দর্ভশয়ন হইতে পদ্মপাদ রামেশ্বর এবং সেতুবন্ধনতীর্থে  
করিলেন । এখানে তীর্থস্নানাদি সমাপনপূর্বক পদ্মপাদ  
প্রতিষ্ঠিত সেই রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন এবং হৃদয়ে অপর  
লাভ করিলেন । তিনি যে মনোবেদনা লইয়া শ্রীগুরুচরণপ্রাপ্ত  
করিয়াছিলেন এইবার তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল ।  
কিছুদিন এখানে অতিবাহিত কারবার সংকল্প করিলেন ।

মাসাবধিকাল অবস্থিতির পর পদ্মপাদের শ্রীগুরু  
কিরিবার কামনা উদ্ভিক্ত হইল । তিনি রামেশ্বর পরিত্যাগ  
মাতুলালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

পদ্মপাদের বিজয়ভিঙি ভঙ্গীভূত ।

রামেশ্বর দর্শন করিয়া পদ্মপাদ নানাস্থান ভ্রমণ করিতে  
মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পদ্মপাদ দূর হইতেই  
লেন—মাতুল-ভবন ভঙ্গীভূত ! মাতুল দূর হইতে পদ্মপাদকে  
অভি-হুঃখিত-ভাব ধারণ করিয়া গৃহান্তরে উপবিষ্টই রহিলেন ।  
মাতুলের বিপদ দেখিয়া বিষমভাবে মাতুলের নিকট আসিলেন  
বাসভবনের জন্ত শোক করিতে করিতে পদ্মপাদের গ্রন্থের  
জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন—বাসভবনের নাশে যত কা



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২০৯

অপেক্ষা অধিক কষ্ট তাঁহার গ্রন্থনাশে তিনি অনুভব করিতেছেন।  
 তখন যে, গ্রন্থখানি বিনষ্ট করিবার জন্ত নিজ বাসভবন পর্য্যন্ত দক্ষ  
 যাবেন, ইহা আর পদ্মপাদ ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি  
 কটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—“মানা! আমার বহু  
 রিশ্রমের ধন আজ আপনার নিকট রাখিয়া গিয়া হারাইলাম।”

কপটাচারী মাতুল তখন ভাগিনেরকে শাস্ত করিবার নিমিত্ত  
 হুঁহু শোকের মাত্রা আরও বদ্ধিত করিলেন। যেন পদ্মপাদ  
 অপেক্ষা গ্রন্থনাশে তাঁহারই কষ্ট অধিক হইয়াছে। পদ্মপাদ ক্ষণকাল  
 ন থাকিয়া বলিলেন—“তা’ মানা! বাহা হইবার হইয়া গিয়াছে,  
 হার জন্ত আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে! আপনার আশীর্বাদে  
 মি এবার আরও স্মৃতিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিব। আমার সহিত  
 আরকালে আপনি যে সব অভিনব পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছিলেন,  
 মি এবার সে সকলেরও উত্তমরূপে খণ্ডন করিব।”

পদ্মপাদের এই কথা শুনিয়া মাতুলের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল।  
 তিনি ভাবিলেন—পদ্মপাদ সে গ্রন্থ অপেক্ষাও উত্তম গ্রন্থ লিখিবে!  
 হা হইলে আর কি করিলাম! গৃহও গেল, উদ্দেশ্যও পণ্ড হইল!

বস্তুতঃ পদ্মপাদ সেই দিনই সেই মাতুলগৃহেই টীকারচনায় প্রবৃত্ত  
 হলেন। মাতুল ইহা দেখিয়া মর্মান্তিকত্বেরে অভিজ্ঞ হইলেন।  
 তখন নিরুপায় ভাবিয়া ভাগিনেরকে বিবপ্রয়োগের দ্বারা উন্নত  
 দিব্য সংকল্প করিলেন এবং পাছে পদ্মপাদ তৎপূর্বেই চলিয়া  
 এইজন্ত মহা কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সাম্প্রদায়িক  
 এতদপেক্ষা আর কি ভীষণ কদম্বরূপ ধারণ করিতে পারে!

কিন্তু মাতুল সেই রাত্রেই পদ্মপাদকে বিষায় প্রদান করিলেন।  
 কি ভাবিয়া আর পদ্মপাদের শিষ্যটিকে সে অন্ন দিলেন না। রাত্রি-

শেষেই পদ্মপাদের উন্নতলক্ষণসমূহ দেখা দিল। পদ্মপাদ হাই  
ভীষণ মুখভঙ্গী করিয়া জড়ের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন, এবং  
হাস্ত ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিষ্যটীর এই শব্দে নিতান্ত  
তিনি গুরুর সহসা এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একেবারে কিঞ্জন  
হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া গৃহান্তরে যাইয়া  
মাতুলকে এই সংবাদ দিলেন।

মাতুল ভাগিনেয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে  
হইলেন। কিন্তু লোকলজ্জা প্রভৃতির ভয়ে ভান করিয়া  
সহকারে ভাগিনেয়কে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মহা  
লাগিলেন। প্রভাতেই গ্রামস্থ বৃদ্ধগণকে আহ্বান  
চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সকলে  
বলিলেন—“হয় ইহা বিষভক্ষণের ফল, অথবা ভূতাবেশে  
ইহাতে আর সন্দেহ নাই।”

যাহা হউক, চিকিৎসকের যত্নে পদ্মপাদ শীঘ্রই একটু  
ধারণ করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন না।  
লেন—এই অবস্থায় তাঁহার সম্প্রদায়-শত্রুকে বিসর্জন  
নচেৎ, চিকিৎসকের যত্নে পদ্মপাদ আরোগ্যালাভও  
ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের বিপদও ঘটতে পারে। তিনি  
শিষ্যটীকে বলিলেন—“ওহে, তুমি তোমাদের গুরুকে  
আচার্যের নিকট লইয়া যাও, তিনি যদি ইহাকে  
করিতে পারেন। আমার নিকটে আসিয়া ভাগিনেয়ের  
হইল। হায়। হায়! ভাগিনেয়ের কি হইল—কিছুই বুঝি  
না। তুমি অবিলম্বে সেই শঙ্করাচার্যের নিকট লইয়া যাও  
মাতুলের এইরূপ ব্যবহার পদ্মপাদের শিষ্যের আর



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২১১

হইল না। দৈবক্রমে তাঁহার গুরু যে বিষভক্ষণ করেন নাই, অথবা  
কেন যে ভূতাবেশ নহে—ইহা শিষ্যটী উত্তমরূপেই বুঝিলেন।

পদ্মপাদ এখন একটু স্থূহ হইয়াছেন। তিনিও শিষ্যটীকে বলি-  
লেন—“তুমি আমায় গুরুদেবের নিকট লইয়া চল, এখানে আর তিলমাত্র  
বসতি করিব না। দৈবক্রমে আমি বিষভক্ষণই করিয়াছি—সন্দেহ  
ই। আমি গুরুদেবের কথা না শুনিয়া এই ফললাভ করিলাম।”

শিষ্যটী বলিলেন—“ভগবন্! এক্ষেত্রে আপনি দৈবক্রমে বিষভক্ষণ  
করিয়াছেন, এ কথা আর বলা উচিত নহে। ইহা আপনার মাতুলের  
ভ্রমভ্রান্তির ফল। ভেদবাদে অত্যধিক আগ্রহ থাকিলে অনেক সময়  
কর্তব্য কদর্য কর্ম আচরিত হইয়া থাকে।”

পদ্মপাদ বলিলেন—“বৎস! সন্ন্যাসীর পরদোষ অন্বেষণ করা  
উচিত নহে, বাহার ভাগ্যে বাহা ঘটে তাহাতে তাহার প্রাপ্তকন কর্মই  
বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।”

শিষ্যটী এতক্ষণ কি করিবেন স্থির করিতে পারিতে ছিলেন না।  
গুরুর কথা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং সেইদিনই  
স্বামী অভিমুখে প্রস্থানোত্তত হইলেন। পদ্মপাদ মাতুলকে প্রণাম  
করা বিদায় লইলেন। বাহা ঘটবার ঘটিল। দর্শনরাজ্যের একটা  
ল্যাব্ধ চিরতরে হারাইয়া গেল, স্বরেশ্বরের মনোবেদনা মূর্তিমতী  
পদ্মপাদের এই সর্বনাশ সাধন করিল।

ভগবান্ একমূর্তিতে যেমন সংহার করেন অগ্নিমূর্তিতে তদ্রূপ রক্ষাও  
করেন। পদ্মপাদ শিষ্যসঙ্গে কিয়দূর আসিয়াই পথিমধ্যে একদিন  
ল তীর্থযাত্রীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শৃঙ্গেরীতে  
ব্যাক দর্শন করিয়া রামেশ্বর অভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহার  
পদের পরিচয় পাইয়া পদ্মপাদকে চিনিতে পারিলেন। অনন্তর

ইহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে পদ্মপাদ শুনিলেন—আচার্য্য কেবল বিচরণ করিতেছেন। তখন সকলেরই ইচ্ছা হইল—শৃঙ্গেরী না বহুদূর কেবল দেশেই গমন করিবেন। সুতরাং পদ্মপাদ সশিষ্টে কেবল যাত্রা করিলেন।

শঙ্করের জননীর অন্তিমকাল ।

এদিকে আচার্য্য শঙ্কর, প্রিয়শিষ্য পদ্মপাদকে বিদায় দিয়া শৃঙ্গেরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং শিষ্য প্রশিক্ষণগণকে পূর্ববৎ অধ্যয়ন প্রবৃত্ত হইলেন। পদ্মপাদের এইভাবে তীর্থভ্রমণে প্রস্থান, অত্যন্ত পক্ষে চিন্তার বিষয় হইল। যিনি আচার্য্যগতপ্রাণ, আচার্য্যকে ত্যাগ অনুসরণ করেন, তিনি সহসা দূরদেশে চলিয়া বাইতে ইহা যেন অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাহার এতাদৃশ প্রিয়শিষ্যের বিরহে আচার্য্যের সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাব ও উদাসীনতা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ যে, সকল বিষয়ে উদাসীনের ত্যাক্য আসীন থাকেন, তাহা আচার্য্যের দেখিয়া সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

শৃঙ্গেরীর পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণ-কথা ক্রমে ক্রমে সমুদায় শিষ্য এবং মনে মনে নিতান্তই অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু কি আর করি। সৰ্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান জানিয়া তিনি তাহারই অনুভব করিলেন। সুতরাং শৃঙ্গেরীতে পঠনপাঠন সমান ভাবেই লাগিল। কিন্তু পদ্মপাদের অভাব সকলেই অনুভব করিতে লাগিল। পদ্মপাদের শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট পড়িতে লাগিলেন।

একদিন আচার্য্য অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত, এমন সময় তিনি জিহ্বায় নাড়ন্তনুদ্বন্ধের আশ্বাদ অনুভব করিলেন। তিনি জননীর অন্তিম সময় উপস্থিত, তাই তিনি তাঁহাকে স্মরণ



সন্ধ্যাকালে জননী নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,  
তাঁহার এইবার মনে পড়িল ।

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া স্বরেশ্বরপ্রমুখ শিষ্যগণকে সম্বোধন  
করিয়া বলিলেন—“স্বরেশ্বর ! আমার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িত ।  
তাঁহার অন্তিমকালে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া  
প্রতিজ্ঞা করায় আমি তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসে অন্তর্নতি পাই ।  
অতএব আমি আকাশপথে এখনই তাঁহার নিকটে বাইতেছি, তোমরা  
জনে তথায় আসিও ।”

শিষ্যগণ কি আর বলিবেন ! সকলেই যার পর নাই বিশ্বাসাভিভূত ।  
আচার্য্য সর্বসমন্বয়ে যোগশক্তিপ্রভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া অদৃশ্য  
যা গেলেন এবং শতক্রোশ দূরপথ মুহূর্ত্তমধ্যে অতিক্রম করিয়া  
গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

শুভমার্গ হইতে ভূপৃষ্ঠের দৃশ্য অশ্রুপূর্ণ । নদ নদী ভূধর প্রান্তর  
দেখাই দৃষ্ট দেখায় । গ্রাম হইতে গ্রামান্তর নির্ণয় একটা ছন্দর ব্যাপার ।  
কানটা গ্রামে নারিকেল বৃক্ষ সর্বাপেক্ষা প্রচুর এবং সকল গৃহেই  
তাম্বার থাকায় আচার্য্য ভাবিলেন—এতাদৃশ গ্রামেই অবতরণ  
করা শ্রেয়ঃ । কিন্তু ইহার ফলে আচার্য্য নিকটবর্ত্তী আর একটা  
সুখরূপ গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে পদব্রজেই নিজগ্রামে  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

মুম্বু জননী-সঙ্গীপে আচার্য্য ।  
আচার্য্য দ্রুতপদসন্ধারে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—জননী মুম্বুই  
নিকটে । পার্শ্বে বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং সম্পত্তির অধিকারী সেই জ্ঞাতির  
ব্রাহ্মণের অপর একজন জ্ঞাতি উপবিষ্ট । বিশিষ্টা পুত্রকে দেখিয়া  
কেনিলেন এবং ক্ষণকাল পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—

“বাবা ! এত বিলম্ব হইল কেন ? তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে হইছিল—বুঝি এ জীবনে আর তোমার দেখিতে পাইলাম না। হাতের আগুন বুঝি আর ভাগ্যে ঘটিল না।”

আচার্য্য জননীর পদধূলি লইয়া তাঁহার আগমনবার্তার দিলেন। জননীর হৃদয়ে বিশ্বাস ও আনন্দের আর সীমা রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই রোগবজ্রগায় বলিয়া ফেলিলেন—“আঃ, সেই গ্রাম আমাদের গ্রামের ন্যায় শোভাধারণ করিয়া তোমার আগমন ঘটাইল। ভগবান্ করুন এখন হইতে তাহাদের নারিকেল বৃক্ষ এবং তোরণ-নিৰ্ম্মাণ-প্রবৃত্তি যেন অন্তর্হিত হয়। বৃদ্ধা পরিচয় এই বৃন্তান্তটী শুনিল এবং ইহাই ভবিষ্যতে তেই গ্রামের নারিকেল বৃক্ষ এবং তোরণদ্বারশূন্য হইবার কারণ হইল। \*

আচার্য্য জননীপার্শ্বে বসিয়া জননীসেবার মনোনিবেশ করিয়া তাহার নিকট সমুদায় ব্রহ্ম, ব্রহ্মভিন্ন কিছুই প্রতিভাত হয় না। আজ মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় জননীসেবায় নিযুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান কালেই বিধিনিষেধ মানিতে হয়, কর্তব্যের নিয়মাদি থাকে, সিদ্ধিলাভ করিলে প্রারম্ভবশে বাহাই উপস্থিত হয় ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদন করেন ; কেবল তাহাই নহে, তাহা অতি সুচারুভাবে দক্ষতার সহিতই করিয়া থাকেন। বৃক্ষ যতদিন ক্ষুদ্র থাকে ততবেষ্টনীদ্বারা রক্ষা করিতে হয়, পরে বৃক্ষ বড় হইলে বেষ্টনী

\* আচার্য্যের দেশে অল্প প্রবাদও আছে—আচার্য্যকে ভূতগণ শ্রদ্ধার্থে আহ্বিতহইল, সেই ভূতগণ ভুলক্রমে তোরণশোভিত ও নারিকেল বৃক্ষবহুল গ্রামে আসিয়া আচার্য্যকে নানাইয়া দেয়। ইহাতে আচার্য্যের মাতৃসকাশে গমনে বিলম্ব হইয়া দেখিয়া ভূতগণ উক্তগ্রামবাসীকে অভিসম্পাত করে, যেন তাহারা আর জননী না রাখে এবং সেই উদ্ভানে নারিকেল-বৃক্ষ না রোপণ করে। শুনিলাম—এক



বক্তব্য থাকে না এবং সেই বৃক্ষই তখন অপর সকলকে রক্ষা  
 দি থাকে। সুতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া আচার্য্যের মাতৃসেবার আর  
 কোন সম্বোধন বা ইতস্তত-ভাব হইল না।

বিশিষ্টাদেবী পুত্রকে পাইয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। তিনি  
 পুত্রকে তাঁহার রোগের বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—  
 “বৎস! যে জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছ তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ত? আমি  
 জানি যে এই কথাটা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া বাঁচিয়া আছি।”

শঙ্কর আর কি বলিবেন—তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার  
 অন্তঃকরণের ভাব সে কথার যেন উত্তর দিল। বিশিষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে  
 শ্রদ্ধাভাব ধারণ করিলেন। মাতাপুত্র যেন প্রাণে প্রাণে কতই  
 আবার হইয়া গেল।

এদিকে সেই জাতিটি শঙ্করের আগমনবার্তা শুনিয়া অগ্নিশর্মা  
 বিশিষ্টার নিকট আসিলেন এবং শঙ্করের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা  
 করিয়া ‘বিশিষ্টা বড় অসাবধানী, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্যহীন’ বলিয়া  
 তাঁহার জননীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে মিষ্ট-  
 কথায় সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

বিশিষ্টা বলিলেন—“বৎস শঙ্কর! তোমার সম্পত্তিগ্রহণকারী  
 জাতি আমার বড় অবজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু এই দরিদ্র জাতিটির  
 জন্য আমি কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া ছিলাম। যদি পার এই সম্পত্তি  
 ই ব্যক্তিকে দাও। ইহারই এই সম্পত্তি পাওয়া উচিত।”

আচার্য্য শঙ্কর জননীকে শান্ত করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা মা!  
 হই। বলিলেন তাহাই হইবে। আপনি এক্ষণে ও চিন্তা পরিত্যাগ  
 করিয়া ইষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।”

শঙ্করের শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুরবাক্যে বিশিষ্টার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

তিনি তখন ধীরে ধীরে বলিলেন—“বৎস ! ভিক্ষাদি সমাপন করিয়া আমার নিকট আইস । বে আশায় আমি তোমার সম্বন্ধে অত্নমতি দিয়াছি, আমার সেই আশা এখন পূর্ণ কর ।”

শঙ্কর জননীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—“মা ! আপনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন ? আমার আশীর্বাদ ব্যর্থ হইতে পারে না ।”

বিশিষ্টার চক্ষে জল আসিল, শরীর রোমাঞ্চ হইল, তিনি ক্ষণকাল যেন রোগমুক্ত হইলেন । তিনি গদগদস্বরে বলিলেন—“তাহা হইলে আর কালবিলম্ব করিও না, যাও আনাত্মিক করিয়া আইস, আমার আর বিলম্ব নহু হইতেছে না ।”

জননীকে ভগবদ্রূপ প্রদর্শন ।

অনন্তর আচার্য্য সেই চূর্ণা নদীর সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন । সেখানে কুস্তীর আক্রমণ করায় তাঁহার জননীর নিকট তিনি অত্নমতি পাইয়াছিলেন, দেখিলেন—সেই ঘাট সেই অবস্থায়ই রহিয়াছে । তিনি তথায় যথাবিধি স্নানাদি সমাপন করিয়া সেই কুলদেবতার বিগ্রহের দর্শনে আসিলেন । দেখিলেন—গ্রামবাসিগণ নির্দিষ্ট স্থানেই ভগবানের একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ।

মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দেখেন—গ্রামবাসিগণ মনে মনে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন । আচার্য্য সকলকেই স্বাগত করিলেন । কত লোক বাল্যকালের কথা তুলিয়া আচার্য্যকে নন্দিত করিল । আচার্য্য সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া আচার্য্যের ব্যবহারে সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন ।

এদিকে আচার্য্যের ভিক্ষার জন্য আচার্য্যের সেই দরিদ্র এবং সেই ধনাধিকারী উভয়েই অনব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন ।



গৃহে আসিবামাত্র সেই দরিদ্র জাতিটা তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া  
গেলেন। ধনাধিকারী জাতি আসিয়া শুনিলেন—আচার্য্য অন্য জাতির  
গৃহে ভিক্ষার্থ গিয়াছেন। ইহার উপর তিনি শুনিয়াছেন—বিশিষ্টাঙ  
নিকি ধনদম্পতি সেই দরিদ্র জাতিকে দিতে বলিয়াছেন। তিনি  
আর কোথায়? কখন যেন জলে আর কখন যেন অনলে পতিত  
হইতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষাস্থে আচার্য্য পুনরায় মাতৃপার্শ্বে আসিলেন এবং নানারূপে  
জনীর সেবা করিতে লাগিলেন। পুত্রের সেবায় জননী যেন সকল  
কথা তুলিয়া গেলেন। তিনি যেন কতই সুস্থতা লাভ করিলেন।

জনীর এইরূপ সুস্থভাব দেখিয়া আচার্য্য গৃহ হইতে সকলকে  
অধিকালের জন্য অন্তর্হিত হইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে  
তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“মা! আপনি চিত্ত স্থির  
করুন, দেখুন দেখি—সন্মুখে কিছূ দেখিতে পান কি না?”

এই বলিয়া শঙ্কর আসনবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রভাবে  
অষ্টমুখী শিবের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাবসমুদ্র  
উথলিয়া উঠিল এবং ক্ষণপরে তাহা ভূজঙ্গপ্রয়াতছন্দে একটি সুললিত  
কোমলকারে পরিণত হইয়া যেন চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল।  
শঙ্কর ও বিশিষ্টার সন্মুখ হইতে জগৎ অন্তর্হিত, দেহাঅবোধ বিস্মৃত  
এবং তৎপরিবর্তে একমাত্র শান্তিময় পরমজ্যোতিঃ শিবস্বরূপ উভয়ের  
সন্মুখে বিরাজমান হইলেন।

কিয়ংকাল পরে বিশিষ্টার দেহাঅবোধ ফিরিয়া আসিল। তিনি  
অন্ধজলে অভিযুক্ত হইয়া সেই শয্যাশায়িনী অবস্থায় করজোড়ে  
ভগবান্কে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে ঘোড়ঘোপচারে প্রাণ  
ভরিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে

“মনস্কামনা পূর্ণ হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন।  
বিশিষ্টা ধন্য হইলেন।

কিন্তু উপাসক মাত্রেই নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতা থাকেন। অতীত  
দেবতামূর্তি দেখিয়া তাঁহারা যেমন তৃপ্তি ও আনন্দ পান, সে তৃপ্তি  
সে আনন্দ যেন অমৃতমূর্তির দর্শনে লব্ধ হয় না। অতীত দেবতামূর্তি  
দর্শনে আনন্দ বা তৃপ্তি অপার হইলেও নিজ ইষ্টমূর্তিদর্শনজন্য আনন্দ  
তৃপ্তিমধ্যে যেন কিছু বিশেষ থাকে। ইহার পরিচয় তাঁহারা দি  
না পারিলেও তাঁহারা অন্তরে অন্তরে ইহা বুঝিয়া থাকেন।

এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বিশিষ্টার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ  
তিনি যে অন্তিমকালে তাঁহার দর্শনাভিলাষিণী হইবেন, তাহাতে  
সন্দেহ কি? তিনি তখন পুত্রকে আশীর্বাদে করিয়া বলিলেন—  
“বৎস! আমায় সেই আমাদের কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ  
দেখাও। আমি অন্তিমকালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করি  
বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব।”

আচার্য বলিলেন—“আচ্ছা, মা! তাহাই হইবে। আপনি পূর্ণ  
চিত্ত হির ককন, ভগবান্ এখনই আপনার সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন।

এই বলিয়া আচার্য সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ  
ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্ববৎ প্রাণের আবেগে সত্যঃরচিত  
স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। যিনি সেই নিগুণ ও  
ব্রহ্মভাবে অবস্থিতশীল, যিনি সকল উপাস্ত্রমধ্যে আত্মরূপে বর্ত  
সেই নিগুণ ও পূর্ণ ব্রহ্মভাব বাহার অধিগত, বাহার আত্মা সেই  
হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সুতরাং যিনি  
উপাস্ত্র ঈশ্বরভাবের আত্মস্বরূপ, তাঁহার নিকট ব্রহ্মের কি কোন  
বা কোনভাব অন্তর্হিত থাকে?



স্তোত্র সমাপ্ত হইবামাত্র একটা জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। এ জ্যোতিঃ যেন কোটি চন্দ্রের তায় স্তনীতল এবং কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশশীল। বিশিষ্টা সেই জ্যোতিঃমধ্যে দেখিলেন—অনন্তশয়নে শঙ্করজগদাপদধারী চতুর্ভূজ ভগবান্ নারায়ণ বিরাজমান। কমলা তাঁহার চরণদ্বয় নিজ অঙ্গে স্থাপন করিয়া সাদরে সম্বাহন করিতেছেন। বিনতা-নীলা ও বসুধা নামক ভার্য্যাৱদ্বয় চামর ব্যঞ্জন করিতেছেন। বিনতা-নন্দন গরুড় রথ লইয়া কুতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করিতেছেন। অঙ্গকাস্তি ইন্দ্রনীল মণিময় পর্কতকে যেন পরিহাস করিতেছে। মন্তকের মুহূর্ত্তমণি চারিদিক শুভ্রজ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কপালে ও গণ্ডে খেতচন্দনবিন্দুসমূহ মুক্তামালাকে নিন্দা করিতেছে। করুণাপূর্ণ মুষ্টি ও হৃদয় হস্ত যেন দেব ঋষিগণের নিজত্ববোধ বিলুপ্ত করিতেছে।”

বিশিষ্টার পরমগতিলাভ ।

বিশিষ্টা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইলেন এবং ক্ষণপরে তাঁহার প্রাণবায়ু সেই মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল। বিশিষ্টার পরমগতি লাভ হইল। শঙ্করকে গর্ভে ধারণ বিশিষ্টার সার্থক হইল। ষাঁহারা যাচার্য্যের অনুরোধে গৃহান্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মাতাপুত্রের এই ব্যাপার গোপনে অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা এইবার কৌতূহলপরবশ হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন বিশিষ্টার নখর দেহ নিশ্চল নিম্পন্দ, বদন প্রসন্ন, বিশিষ্টা মহাসমাধিনিমগ্না। আর শঙ্কর তাঁহার পার্শ্বে স্থিরভাবে নির্নিমেষনয়নে উপবিষ্ট। জননীর শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই !

মাতৃ-সংকার ও জ্যাতিগণের দুর্ব্ব্যবহার ।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। সকলে বিশিষ্টার শেখকাব্য দেখিতে আসিল। কাহারও চক্ষে জল, কেহ বা বিষঃ

কেহ বা গম্ভীর, কেহ বা বিশিষ্টার গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত । সম্পত্তি গ্রহণকারী  
জাতিটী ক্রোধে এতক্ষণ আসেন নাই । তিনি এইবার নিজ বদন  
লইয়া দীর্ঘে ধীরে আসিলেন এবং ক্ষণকাল পরে এদিক ওদিক ভ্রমণ  
করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—“আপনি আর কেন শবপার্থে ব্যস্ত  
রহিয়াছেন । আপনি সন্ন্যাসী, আপনার ত আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়  
অধিকার নাই । আপনি এষ্টস্থানে অবস্থিতি করুন, আমরা  
কর্তব্য তাহা করিতেছি ।”

আচার্য্য বলিলেন—“সে ভাল কথা, কিন্তু জননীর মুখাঙ্গি করিয়া  
আমাকেই হইবে । কারণ, এজন্য আমি জননীর নিকট প্রতিশ্রুতি  
আছি ।”

জাতির ধুমায়িত ক্রোধাঙ্গি এইবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল  
তিনি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“হাঁ, বুঝিয়াছি, সন্ন্যাসী  
কষ্ট দেখিয়া গৃহী হইতে ইচ্ছা হইয়াছে । তাই জননীর মুখাঙ্গি  
করিয়া সম্পত্তির অধিকারী হইবার ইচ্ছা হইয়াছে । আমরা বাস্তবিক  
থাকিতে তাহা করিতে দিব না । কলিকালে সন্ন্যাস নাই । তুমি  
সন্ন্যাস লইয়া বেদমার্গ হইতে বহির্ভূত হইয়াছ, কেবল ত্যাগ করিয়া  
অন্যদেশে গিয়া স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, নম্রুরী ব্রাহ্মণ কেহ কখন কোথা  
ত্যাগ করেন না—এই চিরন্তনপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া তুমি জাতি  
হইয়াছ এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণের সনাতন প্রথা অমান্য করিয়া  
তোমাকে আমরা সম্পত্তির অধিকারী হইতে দিব না । তোমার  
মত কদাচারী সম্পত্তির অধিকারী হইলে সমাজ কলঙ্কিত হইবে  
তোমাকে আমরা কখনই মুখাঙ্গি করিতে দিব না !”

আচার্য্য তখন বিনীতভাবে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“না, আমি  
আমি সন্ন্যাসী, আমি সম্পত্তির অধিকারী হইবার ইচ্ছা করি না ।”



জননীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া এ কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।  
 আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি সম্পত্তির অধিকারী হইব না। তবে  
 অল্পকালে জননীর ইচ্ছানুসারে এই দরিদ্র জাতিটাকেই সম্পত্তি  
 দিতে হইবে। আপনারা ত জননীকে কোন বস্তুই করেন নাই, ইনিই  
 বাহা কিছু করিয়াছেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না,  
 ইহারই সাহায্যে আমিই জননীর শেষকাৰ্য্য সম্পন্ন করিব।”

জাতিটা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“আমরা  
 বাঁচিয়া থাকিতে কে তোমাকে সাহায্য করে—করুক দেখি। তুমি  
 যে মুখাণ্ণি করিয়া সম্পত্তি অধিকার করিয়া উহাকে দিবে, তাহা,  
 দেও দেখি। তুমি ভ্রষ্টার সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধাবস্থায় তুমি  
 জন্মিয়াছ, তাহা তুমি শুন নাই? তুমি মুখাণ্ণি করিলেও সম্পত্তির  
 অধিকারী হইতে পারিবে না, তাহা তুমি জানিও। সম্পত্তি, ত  
 যানাদের হস্তে, কি করিয়া গ্রহণ করিবে, কর দেখি। আমরা  
 বর্ষাধিষ্ঠানে বাইয়া প্রমাণ করিব—তুমি ব্যভিচারিণীর সন্তান। আর  
 ঐ ব্যক্তি যদি সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহাকেই সমাজচ্যুত  
 করিব—ইহা স্থির জানিও।”

জাতিটার এই দারুণ দুর্ভাষ্য শুনিয়া শঙ্করের আপাদমস্তক যেন  
 জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ সংযম করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া  
 রহিলেন। তিনি তাহাকে কি বলিবেন এবং কি করিবেন কিছুই  
 স্থির করিতে পারিলেন না। আচার্য্য, জীবনেও এরূপ দুর্ভাষ্য কখনও  
 শুনেন নাই। এক্ষণে তিনি নিজ প্রারব্ধ স্মরণ করিয়া উদাসীনভাব  
 ধারণ করিলেন।

এ দিকে বাহারা বিশিষ্টার শেষকাৰ্য্য দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা  
 এইরূপ বিবাদ দেখিয়া প্রথমে মীমাংসার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু

জাতিটির প্রচণ্ডভাব দেখিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই প্রেরণা  
ভাবিলেন । সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জাতিটিও অপমানভয়ে পলায়ন করিলে ।

অনন্তর সেই বৃদ্ধা রাজপরিচারিকার দ্বারা গ্রামস্থ অপর ব্যক্তির  
সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন, কিন্তু সেই দুর্দান্ত জাতিটির ভয়ে কে  
আর আচার্যকে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না । দুর্বৃত্ত সকলকে  
নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল ।

এইবার আচার্য-হৃদয়ে দ্বিবিধ প্রারব্ধের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল । ই  
জীবনের সাধনজন্ত প্রারব্ধ তাঁহাকে উদাসীন থাকিতে বলে এ  
পূর্বপ্রারব্ধ তাঁহাকে দুর্বৃত্তের শাসনজন্ত উত্তেজিত করে । জ  
কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব করেন না এবং নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না  
অগত্যা শাসনভার নিজহস্তে লওয়াই উচিত বিবেচনা করিলে  
পূর্ব প্রারব্ধ প্রবল হওয়ার তিনি ভাবিতে লাগিলেন—যখন আমার  
পুত্ররূপে জননীর কার্য্য করিতে হইতেছে, তখন যে  
দুরাচারগণ আমার সমক্ষে আমার স্বর্গগত জননীর নিকট  
চরিত্রে নারীজাতির প্রাণান্তকর কলঙ্ক আরোপ করিবে, তা  
কখনই সম্ভব হয় না । আমি জননীর প্রতি পুত্রের কৰ্ম্ম করি  
বসিয়া যদি জননীর এই বৃথা কলঙ্কের প্রতিকার না করি, তা  
হইলে ভবিষ্যতে সকলেই আমার জননীকে অসতী বলিয়া  
কবিবে । আর তাহা হইলে জননীর মুখাঙ্গি করিবারই বা আমার  
প্রয়োজন ? আচার্যের জ্ঞাতসারেই আচার্যের মনে এই চিন্তা হইল ।

শঙ্করাবতার শঙ্কর তখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই জাতি  
সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“আপনি মহা দুষ্ট ব্যক্তি ! যখন  
আপনার সম্পত্তি পাইবার আশা ছিল, ততদিন আপনি  
জননীর চরিত্রে কোন দোষ দেখেন নাই ; যতক্ষণ শুনে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২২৩

‘আমি মুখাগ্নি করিব ও অপরকে আমি সম্পত্তি দিব’ ততক্ষণ  
 আপনারা অস্পৃশ্য কলঙ্কিনীর সংকারে উত্তত ছিলেন। আর যেমন  
 বলিলেন ‘আমি মুখাগ্নি করিব এবং অগ্র জ্ঞাতিকে সম্পত্তি দিব’ অমনি  
 আমার জননী ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণী হইলেন। আপনাদের কপটতাপূর্ণ  
 দ্বিষ্ট ব্যবহারে ভ্রান্ত হইয়া আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি আপনাকে  
 দিয়া গিয়াছিলাম—একমাত্র আশা যে, আপনি জননীর সেবা শুশ্রূষা  
 করিবেন। কিন্তু তাহা আপনি করেন নাই। বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ড ত্যাগ  
 করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া আপনি আমাকে বেদমার্গ বহির্ভূত  
 জ্ঞাতিভ্রষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু আপনারা মুখ এবং  
 আপনারদের অসাধ্য দুষ্কৰ্ম্ম কিছুই নাই। আপনাদিগকে আর কি  
 বলিব—আপনারা যে কয় ঘর আজ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন,  
 তাহারা সকলেই যেন আজ হইতে বেদহীন হন এবং সন্ন্যাসী যেন  
 আপনাদের গৃহে ভিক্ষা না করেন, আর যেমন আমার জননীকে  
 আমি আমার গৃহোদ্যানের প্রান্তে সংকার করিতেছি আপনারাও যেন  
 যতঃপর তাহাই করেন।”

এই বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন—  
 “তুমি নদীতীরে ঐ উদ্যানপ্রান্তে কাষ্ঠ বহন কর, আমি জননীকে  
 ঐ স্থানেই সংকার করিব।”

বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। শঙ্কর, জননীর  
 শবদেহ একাকীই ক্রোড়ে করিয়া উদ্যানপ্রান্তে আনয়ন করিলেন এবং  
 চিত্তা নজ্জিত করিলেন। কিন্তু অগ্নি কোথায়? শঙ্কর তখন অপর  
 জ্ঞাতিগণের নিকট অগ্নি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত  
 জ্ঞাতির ভয়ে তাহারাও অগ্নিদানে পরাজুথ হইল।

আচার্য্য শঙ্কর আর কাহাকেও কিছুই বলিলেন না। অনন্তর

জনপাত্র ধারণপূর্বক মাতার দক্ষিণ হস্তে অরণি কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি  
করিলেন এবং সেই অগ্নিতেই মাতৃদেহ সংস্কার করিলেন। দুই  
জাতিটা আচার্য্যভবন বলপূর্বক অধিকার করিবার জন্য আশপাশ  
অবস্থিতি করিতে লাগিল। আচার্য্য ইহা দেখিলেন, কিন্তু কিছু  
বলিলেন না।

রাজা রাজশেখরকর্তৃক জাতিগণের বিচার।

এদিকে রাজা রাজশেখর এই সংবাদ পাইলেন। তিনি আচার্য্য  
উপর জাতিগণের দুর্ব্যবহার শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ  
আচার্য্যের স্বচ্ছন্দতার জন্য রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন এবং পর  
স্বয়ং আসিবেন, সুতরাং আচার্য্য যেন স্থানান্তরে চলিয়া না যান—  
ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন।

প্রভাত হইলে আচার্য্য নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্থানাসনে উপবিষ্ট  
এমন সময় রাজা রাজশেখর হস্তীপৃষ্ঠে সদলবলে আচার্য্যসমীপে  
উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যেন দ্বিতীয় শুকদেব ধরাধানে অবতীর্ণ  
আচার্য্য পূর্বপরিচিত এবং রাজাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতে  
তাহাই করিলেন। রাজাও পরিচিত সন্ন্যাসীকে যেরূপ সন্মান  
হয় তাহাই করিলেন।

অনন্তর পরস্পরে পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা  
রাজশেখর আচার্য্যের প্রতি জাতিগণের দুর্ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা  
করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে আচার্য্যের অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা  
আচার্য্য আমূল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে রাজসমীপে নিবেদন  
এবং বলিলেন—এ সম্বন্ধে বাহ্য কর্তব্য তাহা আপনিই করুন।

রাজা আচার্য্য-মুখে সমুদায় কথা শুনিয়া তখনই নজদীকে বলিলেন  
এ বিষয়টী বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যিক। জাতিগণকে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২২৫

দিন আমিই এই বিচার করিব। মন্ত্রী “তথাস্তু” বলিয়া তখনই  
 ভক্তিগণকে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দুর্বৃত্ত  
 ভীতীহীতমধ্যে এই সংবাদ পাইয়া সাক্ষসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে।  
 রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে  
 ব্যক্তি ভয়-কম্পিত-কলেবরে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা রাজশেখর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামস্থ প্রবীণ ব্রাহ্মণ  
 পণ্ডিত এবং বৃদ্ধগণকে আমন্ত্রণ করা হইল। উভয়পক্ষের সাক্ষী সমুদয়  
 আহ্বান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। জ্ঞাতি শত্রুটিকে নিজ-  
 পক্ষসমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইল। আজ প্রায় ষোড়শবর্ষ পরে  
 নগরের আগমন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সাক্ষী অতি অল্প। সেই  
 বৃদ্ধ জ্ঞাতি, সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং কয়েকজন বৃদ্ধ পণ্ডিতই  
 তাহার পক্ষের সাক্ষ্য হইলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটী অর্থবলে অধিক  
 লোককেই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিল।

সমস্তদিন ধরিয়া বিচার হইল। বিশিষ্টার অপবাদ মিথ্যা বলিয়া  
 প্রমাণিত হইল। অনন্তর বিচার্য্য বিষয় হইল যে, শঙ্করের মুখাগ্নিতে  
 অধিকার আছে কি না, কেরল ত্যাগ করায় জ্ঞাতি নষ্ট হইয়াছে কি না,  
 এবং কলিকাল সন্ন্যাসের অধিকার আছে কি না। সুতরাং সম্পত্তি  
 তাহার প্রাপ্য।

এবার শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিচার। সুতরাং রাজা রাজশেখর  
 আচার্য্যের যুক্তি শ্রবণ করিতে চাহিলেন। আচার্য্য শাস্ত্রীয়  
 ভিত্তির দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেন এবং পরমত খণ্ডন  
 করিলেন। বিপক্ষ জ্ঞাতির পক্ষের কয়েকজন পণ্ডিত তাহার  
 প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু আচার্য্যের নিকট কতকক্ষণ তাঁহার কথা  
 হিবেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে নিরুত্তর হইলেন।

অনন্তর রাজা রাজশেখর আচার্যকে বলিলেন—“মহাত্মন! বলুন—আপনার বিপক্ষকে আপনি শাস্তি দিবেন, কি আমি শাস্তি দিব?”

আচার্য বলিলেন—“আপনি রাজা! শাস্তিদান আপনার দায়িত্ব। আপনি যাহা কর্তব্য বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই।”

রাজশেখর বলিলেন—“মহাত্মন! আমার বিচারে উদ্ভাসিত করাই উচিত। আপনি যদি কিছু না বলেন, তাহলে এ দুরাশ্রয়গণকে এইরূপ শাস্তিই প্রদান করিব।”

রাজা নির্বাসিত করিতে চাহেন—শুনিবামাত্র দুই জ্ঞাতিগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তখন নিজদোষ স্বীকার করিয়া রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা রাজশেখর ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কাতরতা তাঁহার ক্রোধ অনেকটা প্রশমিত হইল। তিনি তখন বলিলেন—“আপনারা আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন কেন? নিকট আপনারা অপরাধী, তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুন। যে রূপ অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিতে পারি না। আজকাল এদেশে এই পথ করিয়া অনেকেই অনেকের সম্পত্তি হরণ করিতেছে। আমি বলি—এরূপ অপরাধের বিশেষ কঠোর শাস্তি হওয়াই উচিত।”

জ্ঞাতিগণ তখন আচার্যের পদযুগলে পড়িয়া ক্রন্দন লাগিলেন এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অতিশয় অনুশোচনা লাগিলেন। দয়ার অবতার শঙ্কর আর উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—“এ ক্ষেত্রে আর কি করিতে পারি, আমার বিবেচনায় আপনাদিগের



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২২৭

উচিত, তাহা তৎকালেই আমার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া  
 আছে। এক্ষণে মহারাজ যাহা করিবেন তাহাই হইবে। আপনারা  
 রক্ষার শরণাপন্ন হউন।”

জ্ঞাতিগণ তখন আবার মহারাজের দয়াভিক্ষার জন্য নানারূপ  
 প্ররোক্তি করিতে লাগিলেন। রাজা রাজশেখর তখন আচার্য্যকে  
 বিনীত করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আপনি ইহাদিগের উপর কি  
 করিয়াছেন বলুন—যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা  
 ইনে আমিও তাহাতেই ইহাদিগকে বাধ্য করিব।”

আচার্য্য বলিলেন—“মহারাজ! ইহারা যখন নিজ বেদজ্ঞানের  
 অভিজ্ঞান করিয়া সন্ন্যাসের নিন্দা করিতেছিলেন এবং পাছে আমি  
 জনীর মুখাঙ্গি করিয়া বিষয়ের অধিকারী হইয়া জননীর ইচ্ছানুসারে  
 দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে আমার বিষয়-সম্পত্তি দিই, তজ্জন্ত আমাকে  
 ব্যাভিচারিণীর সন্তান বলিয়াছিলেন, তখন আমি বলিয়া  
 গিয়াছিলাম—“তোমরা যে বেদজ্ঞানের এত অভিজ্ঞান করিতেছ,  
 তোমরা সেই বেদহীন হও, আর কোনও সন্ন্যাসী যেন তোমাদের গৃহে  
 দ্বেশ না করেন এবং এখন হইতে আমার মত সকলে যেন  
 ইহাঙ্গানে যত্নের সংকার করে।”

রাজা রাজশেখর বলিলেন—“ভগবন্! আপনি যদি বিবেচনা  
 করেন—ইহাই যথেষ্ট, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে এই তিনটি  
 উপায়ে বাধ্য করিব, কিন্তু তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে  
 আপনার সম্পত্তি গ্রহণ করিতে দিব না। আপনার জননীর শেষ  
 ইচ্ছানুসারে আপনার সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকেই আমি আপনার সম্পত্তি  
 দিব।”

আচার্য্য বলিলেন—“মহারাজ! আপনি দেশের রাজা, দুষ্টের

দমন ও শিষ্টের পালন আপনার কার্য্য, আপনি যাহা করিবেন, তাহা আমাদের বক্তব্য কি আছে।”

জ্ঞাতিগণ ভাবিলেন—‘রক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু বেদহীন হইয়া ব্রাহ্মণত্বই থাকিবে না; অতএব ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর তখন সেই ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—“যতিবর! যদি দয়া করিয়া করিলেন, তাহা হইলে আর আমাদিগকে বেদহীন করিতে ইহা আমাদের মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। আমরা অপর দুইটা অবনতমস্তকে বরণ করিয়া লইতেছি। আমরা বংশপরম্পরায় আনন্দের সহিত পালন করিব।”

ক্ষমাগুণের প্রতিমূর্ত্তি শঙ্কর, জ্ঞাতিগণের বেদাত্মরাগ দেখিয়া হইলেন এবং স্বয়ংই রাজার নিকট তাঁহাদের জন্ম দয়া প্রার্থনা করিলেন। রাজা রাজশেখর কি আর বলিবেন? তিনি সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিলেন এবং আচার্য্যের আচার্য্যের সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে প্রদান করিলেন।”

সভাস্থ ব্যক্তিগণ তখন সকলেই আচার্য্য শঙ্কর ও রাজা রাজশেখর ‘জয় জয়কার’ করিয়া বিশিষ্টাদেবীর গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিতে লাগিলেন—“ধর্ম্মেরই জয় শেষে হইয়া থাকে। ধর্ম্মই রক্ষা করেন” ইত্যাদি। অনন্তর রাজা রাজশেখর সেই রাজ্যের বর্গ সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই শান্তি লাভ করিল।

রাজা রাজশেখরের স্বদেশসংস্কার-বাসনা।

রাজা রাজশেখর এই বিচারকার্য্য শেষ করিয়া নিষ্ক্রিয় পারিলেন না। তাঁহার মনে দেশের এইরূপ নানা নৈতিক জন্ম বিষম দুশ্চিন্তা হইতে লাগিল। তাঁহার অনেক দিন



হইতেছিল—দেশের সংস্কারসাধন করেন। কিন্তু কি উপায়ে  
 সুপথে তাহা করিবেন এবং কাহাকেই বা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকরূপে  
 করিবেন—ইহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। যে  
 ব্রাহ্মণগণ সদাচারের আদর্শ, বাহাদিগকে দেখিয়া অপর সকলে স্বধর্ম-  
 রামণ হইবে, সেই ব্রাহ্মণগণই অধঃপতিত। ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কার  
 করিতে যাইলে ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিবেন কেন? রাজশক্তির  
 দৃষ্টির দমন হয় বটে, কিন্তু সমাজসংস্কার ও ধর্ম-সংস্কার রাজশক্তির  
 দ্বারা নহে। এজন্য মহাপুরুষ আবশ্যক, এজন্য সর্বমান্য শক্তিশালী  
 ব্যক্তির প্রয়োজন। রাজা রাজশেখর ইহা ভাবিয়া এতদিন  
 ব্যর্থ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে আচার্য্যকে পাইয়া  
 তাহার সেই সংস্কারম্পৃহা বলবতী হইল। তিনি পরদিন আবার  
 আচার্য্যসমীপে গমনের সঙ্কল্প করিলেন।

পরদিন প্রভাতেই রাজা রাজশেখর আচার্য্যসমীপে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা—আচার্য্যের সহিত কথোপকথন করিয়া  
 দেখিবেন—আচার্য্য তাঁহার সংকল্পিত কার্য্যে সহায় হইবেন কিনা?  
 আচার্য্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট, এমন  
 সময় রাজা রাজশেখর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য  
 ইতিবাক্যে তাঁহাকে সাদর সন্তোষণ করিলেন। রাজাও আচার্য্য-  
 প্রণামপূর্ব্বক আচার্য্যসমীপে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রুতিধর আচার্য্যকর্তৃক রাজার নষ্টগ্রন্থ-উদ্ধার।  
 উভয়ের মধ্যে নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। ষোড়শ  
 মিনিটের পর দেখা—কত কথাই হইল। কথায় কথায় আচার্য্য জিজ্ঞাসা  
 করিলেন—“মহারাজের আর কোন গ্রন্থাদি রচনা হইয়াছে কি?”  
 রাজা রাজশেখর মহাহুঃখিত হইয়া বলিলেন—“যতিবর! দুঃখের

২৩০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

কথা আর কি বলিব? কিছুদিন পূর্বে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংবাদে তাহাতে আমার সেই গ্রন্থ তিনখানি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে আর কোন গ্রন্থই রচনা করি নাই।”

আচার্য ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“মহারাজ! এত দুঃখ করিতেছেন কেন? আপনি যদি ইচ্ছা করেন ত

বলিতেছি, আপনি লিখিয়া লউন—উহা আমার অবিকল মনে

রাজা রাজশেখর বিস্ময়ে ও আনন্দে যেন বিহ্বল হইয়া

তিনি অতিশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন—“আপনার সমস্তই স্মরণ

আমি এখনই লিখিতেছি—আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।”

আচার্য বলিতে লাগিলেন, রাজা লিখিতে লাগিলেন।

যতদূর মনে ছিল, তাহাতে তাঁহার মনে হইল—আচার্য

তাঁহার গ্রন্থই বলিতেছেন, কোনরূপ অগ্ৰথাই হইতেছে

রাজা অন্যকথা পরিত্যাগ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে

গ্রন্থই লিখিতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা একটি লেখককে লিখিতে আদেশ করিলেন

তিনি স্বয়ং শুনিতে লাগিলেন। অন্য কোন কথাই নাই,

লেখা চলিতে লাগিল। আচার্য অনর্গল বলিতে লাগিলেন—

রাজার সমক্ষে বসিয়া লিখিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ

বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন।

এইভাবে কয়েকদিন উপযু্যপরি পরিশ্রমের পর “বালভারত” প্রভৃতি গ্রন্থ তিনখানি লিখিত হইল। রাজার

আনন্দ ধরে না। তিনি পুনঃ পুনঃ আচার্যের পদধ্বনি

আচার্যের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত শক্তির কথা দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল।



স্বদেশ-সংস্কারকার্যে আচার্য্য ।

রাজা রাজশেখর আচার্য্যের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া  
রূপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন—আচার্য্যই তাঁহার  
প্রতিষ্ঠিত দেশসংস্কারকার্যে উপযুক্ত ব্যক্তি । আচার্য্যের শক্তি  
উপযুক্ততা সম্বন্ধে যেটুকু তাঁহার সংশয় ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল ।

কেশবের আচার্য্যের অদ্ভুত কীর্তির কথা এখনও রাজশেখরের  
শ্রোতব্য হয় নাই । আচার্য্যও আর নিজে কিছুই বলেন নাই,  
আচার্য্যের শিষ্যবর্গও কেহ সন্দেহ নাই যে, তাঁহাদের মুখে আচার্য্য-কীর্তি  
শুনি শুনবেন । সে সব কথা শুনিলে আর আচার্য্যের উপযুক্ততা  
সন্দেহ তাঁহার কোন সংশয়ই থাকিত না । যাহা হউক, তিনি এইবার  
আচার্য্যের নিকট সমাজসংস্কারের প্রস্তাব করিলেন ।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রারব্ধানীত সকলকার্যে সদাই প্রস্তুত । আর  
আচার্য্যের এ বিষয়ে আপত্তিই বা কি ? গুরু, বিশেষ্বর ও ব্যাসদেবের  
নামে তিনি এতদিন যে সকল কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, ইহা ত  
কোন প্রকার তাহারই অন্তর্গত । আচার্য্য বলিলেন—“মহারাজ !  
মোহনার সাধুসংকল্প, এ শরীর দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহার  
কী হইবে না । আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন—বলুন ।”

রাজা রাজশেখর তখন নানাদিক্ ভাবিয়া বলিলেন—“ভগবন্ !  
প্রথমে আমাদের একটি স্থিতিসম্বন্ধ আবশ্যক । দেশের পণ্ডিতগণ  
আমাদের দোহাই দিয়া নানারূপ ব্যবস্থা দেন—তাহা অনেক সময়  
আমাদের বিরোধী এবং অনেক সময় অশাস্ত্রীয়ও হয় । অতএব সর্ব্বাঙ্গে  
একটি সর্ব্বমাত্ত ব্যবস্থা নিরূপণ করা উচিত, তাহা হইলে তদনুসারে  
সকলেই চলিতে পারিবে । আপনি সর্ব্বাঙ্গে ইহাই করিয়া দিন, অতঃপর  
যাহা করিতে হয়, তাহা আমরাই করিব ।”

আচার্য বলিলেন—“উত্তম কথা । আপনি লেখকের  
করুন, আমি বলিব—তিনি লিখিবেন । বাস্তবিক এইরূপ  
সর্বোপায় প্রয়োজন ।” রাজার আদেশমাত্র লেখক উপস্থিত হইলেন  
আচার্যের যাবতীয় শাস্ত্রই কণ্ঠস্থ । তিনি বলিয়া যান আর লিখিতে  
লিখিতে থাকেন । বিষয়টি যেন কতই চিন্তিত । তিনি যেন কণ্ঠস্থ  
বলিতেছেন । এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যেই স্মৃতিসমন্বয় রচিত  
গেল । রাজা গ্রন্থের নাম রাখিলেন “শঙ্কর স্মৃতি” । অনন্তর  
আচার্যের সহিত পরামর্শ করিয়া সমাজের পবিত্রতারক্ষার  
৬৪ প্রকার বিশেষ আচার নির্দেশ করিলেন . এবং নাম রাখিলেন  
“চতুষষ্টি অনাচারম্” । তৎপরে এই সময় বিষয়লোলুপ ব্যক্তিগণ  
পাইলেই কুলললনাগণের দুষ্চরিত্রতার অপবাদ রটাইয়া নানান  
উত্তরাধিকারিগণকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করিত বলিয়া  
নারীজাতির এতাদৃশ অপবাদ নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ  
পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিলেন । তাহার পর নায়ার জাতির সংখ্যা  
যথেষ্ট । ইহারা সাধারণতঃ সদৃশসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান । ব্রাহ্মণ  
গুরুসে ও নায়ার রমণীর গর্ভে ইহাদের অধিকাংশের জন্ম । ইহারা  
গৃহে দাস্তকর্ম করিত অথচ এ সময় ইহারা জলাচরণীয় ছিল  
এক্কাণে ইহাদিগকে জলাচরণীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা  
রাজা রাজশেখর আচার্যকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ  
সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন ।

কিন্তু দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এবং জনসাধারণ কি সহজে  
সিদ্ধান্ত বা নূতন আচার গ্রহণ করিবার পাত্র ? বিশেষতঃ এক  
সিদ্ধান্ত গ্রন্থ মানিয়া চলিলে পণ্ডিতগণের স্বেচ্ছাচার বা নিজ  
থাকে কৈ ? তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ



কিন্তু আমি সন্ন্যাসী শঙ্করের বিদ্যাবত্তায় তুষ্ট হইয়া দেশাচারের পরিবর্তন  
পাত্রীতে উত্তত হইয়াছেন । কিন্তু আমরা উহা গ্রহণ করি কিরূপে ?  
হইয়া বলা যতক্ষণ না উহা নির্দোষ ও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি  
যতক্ষণ আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না ।”

রাজশেখর বলিলেন—“আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, উহা  
নির্দোষ এবং উত্তম হইয়াছে কি না ? আপনাদিগের বিচারে উহা যদি  
নির্দোষ এবং অপেক্ষাকৃত উত্তম বোধ হয় তাহা হইলে আপনারা উহা  
গ্রহণ করিবেন—ইহাই আমার ইচ্ছা ।”

এইবার সমগ্র কেরল দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল ।  
নানান্যাসানে নানা লোকে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে লাগি-  
লেন । তাঁহারা আচার্য্যের সঙ্গে বিচার করিতে আসেন, তাঁহারা ই-  
চার্য্যের নিকট পরাভূত হইয়া যান । ক্রমে একে একে সকল প্রধান  
পণ্ডিতই পরাজিত হইলেন । কিন্তু তথাপি তাঁহারা আচার্য্যের সিদ্ধান্ত  
গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক । আচার্য্যের সম্মুখে কিছুই বলিতে পারেন  
নি, কিন্তু অসাক্ষাতে যথেষ্ট আপত্তি করেন ।

মহারাজ, পণ্ডিতগণের এই অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতগণকে নানারূপ  
বাইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর পীড়াপীড়িও করিতে  
লাগিলেন । ইহাতে কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া পরামর্শ  
করিলেন—শঙ্করকে কৌশলে অপদস্থ করিতে হইবে । শঙ্করকে  
কোনরূপে অপদস্থ করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই ।

আচার্য্যের সর্বজ্ঞ-পরীক্ষা ।  
অনন্তর স্থির হইল দুইটি দূরবর্তী স্থানে এককালে দুইটি বিচার-সভা  
স্থাপন করিতে হইবে, এবং যে সভায় তিনি উপস্থিত হইতে পারিবেন  
সেই সভা হইতে শঙ্করের পরাজয় ঘোষণা করিতে হইবে । এইরূপ

একটি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতে না পারিলে রাজাকে আর নিষেধ করিতে পারা যাইবে না ।

পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল । কতকগুলি গণ্যমান্য মহারাজকে বলিলেন—“মহারাজ ! আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া সঙ্ঘটিত সহিত বিচার করিতে চাহি । শঙ্কর যদি আমাদের সকল কথার উত্তর দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নচেৎ আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারি না ।”

রাজশেখর বলিলেন—“ভাল কথা, সভা আহূত হউক, বোধ হয় তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না ।” এই বলিয়া তখনই লোকদ্বারা আচার্য্যের সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন । উত্তরে সম্মতি প্রদান করিলেন । দিন ও স্থান নির্দিষ্ট হইল । বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইতে লাগিল । সকলেই রাজার বিরাট সভার আয়োজন হইতে লাগিল ।

এ দিকে প্রায় ৫০শ কোশ দূরে উত্তর মালাবারে স্থানে সভার আয়োজন অপর কতকগুলি পণ্ডিত গোপনে করিলেন । তাঁহারা নির্দিষ্টদিনের পূর্বদিনে রাজাকে আচার্য্যকে এই সংবাদ দিলেন । একই দিনে একই সময়ে এই সভা শুনিয়া রাজশেখর আপত্তি করিলেন । দূরবর্তী পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না । তাঁহারা “নানাস্থানের গণ্যমান্য পণ্ডিতের ঐ সময়ে সমাবেশ হইবে কি গিয়াছে, স্বতরাং সময়পরিবর্তন অসম্ভব ।”

রাজা চিন্তিত হইলেন, তিনি নিরুপায় হইয়া আচার্য্যের দেশের দুর্বস্থা জ্ঞাপন করিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন । সভার সময় পিছাইয়া দিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৩৫

র নিহাতেও নানা অসুবিধা । যেহেতু তাহা হইলে অনেকেই আবার সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না ।”

আচার্য্য শঙ্কর পণ্ডিতগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি চিন্তিত হইবেন না । ইহারা আমার শক্তিপরীক্ষা করিতেই চাহিতে-  
কছেন । বিচার করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে । বিচারে ইহারা সকলেই একে একে পরাজিত হইয়াছেন—তাহা আপনার অবিদিত নাই ।  
অসাধারণ লোকে শক্তি দেগিয়াই শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করে । যাহা হউক  
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি উভয় সভাতেই উপস্থিত হইব” ।

আচার্য্যের কথা শুনিয়া রাজা রাজশেখর যারপরনাই বিস্মিত ও  
আনন্দিত হইলেন । তিনি আচার্য্যের শক্তির পরিচয় যেটুকু পাইয়াছেন,  
ইহাতে আচার্য্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে ভাবিয়া আর কিছুই বলি-  
লেন না । তিনি বিস্মিত অথচ চিন্তাকুলিত চিত্তে দূরবর্তী স্থানে সভার্থ  
সমাগত পণ্ডিতগণকে আচার্য্যের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দিলেন ।  
ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন এইবার তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিল ।

বধাসময়ে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল । ক্রমে ক্রমে সহস্রাধিক  
ব্রাহ্মণপণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইলেন । অনন্তর মহারাজ আচার্য্যকে  
সম্মান করিয়া ধীরে ধীরে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন । সকলে  
আচার্য্যের সেই অপূৰ্ব সৌম্যমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত এবং বিগতমৎসর  
হইলেন । অনেকেই নিজ দুষ্টাভিসন্ধি ভুলিয়া গেলেন । সকলেই  
সম্মানভ্যাগ করিয়া আচার্য্যের অভ্যর্থনা করিলেন ।

একদিকে আচার্য্যের আসন, অপরদিকে দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের  
আসন, মধ্যে মহারাজের রাজসিংহাসন । আচার্য্য আসন পরিগ্রহ  
করিলে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন ।

অনন্তর মহারাজ দেশের দুর্বস্থা ও দুর্ভাচারের কথা বর্ণনা করিয়া সনাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। মহারাজ স্বয়ং স্তম্ভিত। সুতরাং তাঁহার বক্তৃত্তা বাক্য শুনিয়া অনেকেই যথার্থ বিচারের পক্ষপাতী হইলেন। বক্তৃতা পণ্ডিত দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া এই সভার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কপটতা পরিত্যাগ করিলেন এবং মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী বাবতীয় পণ্ডিতগণের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিলেন। হইল—ইহার জয় বা পরাজয়ে সকলের জয় বা পরাজয় হইবে।

বিচার আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল বিচারের পর তিনি আচার্য সর্বতোমুখী প্রতিভার নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। এমন বলিলেন—দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি কোন শাস্ত্রীয় সিদ্ধি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আচার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।”

কিন্তু ইহাতেও কতিপয় বিপক্ষ-পক্ষীয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন পৃথকভাবে বিচারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উদ্দেশ্য—কোনরূপে একটা গণ্ডগোল উৎপন্ন করা। কিন্তু কিছুদিন চেষ্টার পর সকলেই ব্যর্থমনোরথ হইলেন। মহারাজের “জয় জয়” হইল। সভার উদ্বোধকর্তা দুই একজন ব্যক্তির এখন একমাত্র কাজ রহিল—অন্য সভার ফলাফল। কিন্তু তাহারও ফল একইরূপ। দেশের শঙ্কর যোগসিদ্ধি-প্রভাবে উপস্থিত হইয়া সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারাও আচার্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—আশা কেবল অন্য সভার ফলাফল।

অবিলম্বে উভয় সভারই সংবাদ উভয়পক্ষের নিকট পৌঁছিল। সকলেই আচার্যের দৈবশক্তি উপলব্ধি করিয়া আচার্যের মহত্ত্ব



কৃতসংকল্প হইলেন। ষাঁহার অন্তরে যত অধিক বিরোধভাব ছিল তিনিই ততোধিক আচার্য্যের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। রাজা রাজশেখরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। দেশের অনেক কদাচার বিদূরিত হইল। আচার্য্য এইবার স্বদেশেও পূজিত হইতে লাগিলেন এবং দিন দিন বহুলোকে তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল।

আচার্য্যের শিষ্যসমাগম ও কেরল দেশভ্রমণ ।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই শৃঙ্গেরী হইতে আচার্য্যের শিষ্যবৃন্দ আচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা রাজশেখর এবং কেরলবাসিগণ আচার্য্যের শিষ্যগণকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বিজ্ঞানভা, বুদ্ধি, ত্যাগ, সদাচার ও শাস্ত্যভাব দেখিয়া সকলেই মোহিত। কর্মকাণ্ডে আগ্রহান্বিত যে সকল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা, যখনমিশ্রই স্বরেশ্বরী আচার্য্য নামে আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন দেখিয়া সম্যাসি-সম্প্রদায়ের উপর তাঁহাদের যে মজ্জাগত বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এদেশে কুমারিলভট্ট-মতাবলম্বী মীমাংসকগণ খুব প্রবল ছিলেন। তাঁহারা উক্ত ঘটনায় আচার্য্যের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এইবার সকলেই বৈদ্যাস্তুমতের শ্রেষ্ঠতা শিরোধার্য্য করিলেন। কেরলের গগনে একটা মহা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহারাজ, আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া স্বদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন। উদ্দেশ্য—দেশের সর্বত্র আচার্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করা এবং তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সাধন করা। পরিব্রাজক আচার্য্যের আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি মহারাজের প্রার্থনায় তাঁহার নঙ্গে কেরলের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আচার্য্যের চরণস্পর্শে পবিত্র হইতে লাগিল।

পদ্মপাদ-সমাগম ও নষ্ট টীকাগ্রন্থের পুনরুদ্ধার ।

এ দিকে পদ্মপাদ তাঁহার সেই শিষ্যটীকে সঙ্গে লইয়া আচার্যের উদ্দেশে আসিতেছেন। তিনি কেরলে প্রবেশ করিয়া কিছু আসিতে না আসিতেই আচার্যের অবস্থিতি-স্থানের সংবাদ পাইলে বহু দৈর্ঘ্য দেখিলেন—বহু লোকই আচার্যদর্শনে চলিয়াছেন ; তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্য দূর হইতেই পদ্মপাদের মূর্তি দেখিয়া বুঝিয়াছেন—তোমরা অশুভ ঘটনাছে। পদ্মপাদ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন—“পদ্মপাদ ! তোমার সব কুশল ত ?”

পদ্মপাদ উত্তরে কিছু না বলিয়াই আচার্যচরণে মস্তক অবিরল-ধাওয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। আচার্য মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে উত্তীর্ণ এবং সাব্ধনা করিয়া কাতরতার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মপাদ নিজ শিষ্যটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“বৎস ! তুমি আচার্যের নিকট বল, আমি কি করিয়াছিলাম, আর কাহার ঘটনাছিল—তুমি সে সকল ঠিক করিয়া বলিতে পারিবে।”

শিষ্য, আচার্যের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরেশ্বর, হস্তামলক, গিরি প্রভৃতি সমুদয় শিষ্যবৃন্দ ক্রমে নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পদ্মপাদের এই দেখিয়া সকলেই বারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। মাতুলের কীৰ্ত্তি শুনিয়া সকলে একেবারে স্তম্ভিত। কাহার কোনরূপ বাক্যক্ষুণ্ণ নাই। পদ্মপাদের শিষ্যগণ সকলেই মহা ক্রোধে উঠিলেন এবং দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন—“আহা ! আমাদিগকে যদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর এই দুঃখের



করিতে হইত না। আমরাই দুর্ভাগা, তাই আজ আমাদের এই  
 চিন্তা। ভেদবাদীর অসাধ্য কি আর কিছুই নাই!”

আচার্য্য স্থির ও গম্ভীরভাবে সবই শুনিলেন এবং শান্তভাবে  
 বলিলেন—“পদ্মপাদ! ব্যাকুল হইও না, তুমি শীঘ্রই তোমার  
 গুরুদেবের লাভ করিবে। তোমার দুরন্ত প্রারব্ধবশতঃই ইহা

ঘটিছে! কাহারও দোষ নাই। যদি দোষ কাহারও থাকে ত তাহা  
 তোমার নিজকৰ্ম্মই জানিবে। দুঃখ যদি ভবিতব্য হয় ত ভোগেই  
 তাহার ক্ষয় হয়, তাহার প্রতিকারচেষ্টা জ্ঞানী কখন করেন না। তোমার

কৰ্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেল—ভালই হইল। ব্রহ্মজ্ঞান কখন বিনষ্ট হয় না।

আচার্য্য যখন স্ববৃহৎ তুলারশি ভস্মীভূত করে, ইহাও তাহাই করিয়া  
 থাকে। মোহ বা উন্মাদ-রোগেও ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্ত করিতে পারে না।”

তখন পদ্মপাদ আচার্য্যের চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন—

“গুরুদেব! আমার বড় সাধের ভাষ্যটীকা সেই বিজয়ডিণ্ডিম ভস্মীভূত  
 হইয়াছে, উহা আর কি আমি লিখিতে পারিব? ইহাতেই আমার  
 মনের দুঃখ হইতেছে। ইহা আমার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।”

আচার্য্য বলিলেন—“বৎস পদ্মপাদ! ইহার জন্তই বা দুঃখ কি?

কর দেখি—এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি নিত্য কিছু আছে? ব্রহ্ম-

জ্ঞান সকলই মিথ্যা, সকলই বিনশ্বর। তোমার টীকাই কি চিরদিন

থাকিবে। এই যে তোমার গ্রন্থের উপর আসক্তি—ইহা তোমার যশের

আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন কিছুই নহে। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহার মত শত্রু খুব

আছে, তুমি এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য শোক করিও না। আর

কোনো যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যতটা তুমি আমাকে শুনাইয়াছিলে

তাহা সবই আমার কৰ্ম্মস্থ আছে, আমি বলিতেছি, তুমি লিখিয়া লও।

আমার যশের আকাঙ্ক্ষা যদি কর, তাহা হইলে আমি আশীর্বাদ

করিতেছি—তোমার এই চারিহস্তের ভাঙাটাকাই তোমায় অমর রাখিবে । কিন্তু পদ্মপাদ ! এ সকলই অতি হেয়, অতি তুচ্ছ । আত্মিক হইও না, আত্মচিন্তা কর, সকল প্রকার বুদ্ধিবিকার, সকল রোগ শোক আদি ব্যাধি অচিরে বিদূরিত হইবে ।”

আচার্য এই কথা বলিয়া স্নেহভরে পদ্মপাদের মস্তকে হস্ত রাখি করিলেন । পদ্মপাদের শরীরে যেন বিদ্যুতের ক্রিয়া হইয়া পদ্মপাদের নবজীবন-সঞ্চার হইল । যেন মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ড সহসা হইয়া গেল । পদ্মপাদ তখন আচার্য্যচরণে পতিত হইয়া অঙ্গবিশেষে বিসর্জন করিতে লাগিলেন ! জননীবিহবধুর শিশু যেন মাতৃদুগ্ধ আসিয়া ক্রন্দন করে, আজ পদ্মপাদের সেই দশা উপস্থিত ।

অনন্তর সকলে পদ্মপাদের শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইলেন । গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যবর্গের যত্নে অচিরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন স্বস্থ হইয়া আচার্য্যের নিকট হইতে নিজ টাকাটা চারিহস্ত লিখিয়া লইলেন ।

টাকাটা লিখিয়া লইবার পর পদ্মপাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হইল । তাঁহার গ্রন্থরচনার স্পৃহাই বিলুপ্ত হইল । তিনি বলিলেন—“ভগবন্ ! আশীর্বাদ করুন যেন আমি আর অপরাধ বন্ধনে আবদ্ধ না হই । আমি এখন বুঝিতেছি—অবিজ্ঞান অপেক্ষা অপরাধ বিজ্ঞান বন্ধন কোন অংশে কম নহে ।”

আচার্য্যের স্নেহপূর্ণ সহানুভবদন পদ্মপাদের উক্তির সমর্থন যাহা হউক পদ্মপাদ এইবার একবারে শান্ত হইয়া গেলেন । বলিতে লাগিলেন—পদ্মপাদের এই দুর্ভাগ্য আজ তাঁহার সর্বত্র সকল প্রতিবন্ধক বিনষ্ট করিল । তাঁহার এই দুর্ঘটনা না হইলে উপর আজ আচার্য্যের এত দয়া হইত না ।



সুধম্মারাজ-সমাগম ।

সুতরাং পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ত্রিরাত্র একস্থানে বাস করিতে  
 নেন। ওদিকে কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা সুধম্মারাজ বহুদিন শৃঙ্গেরীতে  
 বসিয়া সেখানে মঠভবনাদি নির্মাণ করিয়া কিছুদিনের জন্য নিজরাজ্যে  
 আছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার আচার্য্য-সমীপে আসিবার ইচ্ছা  
 করেন। তিনি শৃঙ্গেরী যাইবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময়  
 এমন—আচার্য্য কেবল দেশে। সুতরাং তিনি কেবলভিমুখে  
 যাত্রা করিলেন।

রাজা রাজশেখর কেবলর রাজা, সুধম্মা কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা।  
 পূর্বেই আবার কাঞ্চীর পল্লভবংশীয় রাজাদিগের অধীন। তবে  
 এখন তাদৃশ স্থায়ী বা দৃঢ় ছিল না; কারণ, এ সময় চালুক্য-  
 রাজাদিগের সহিত ইহার বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপ্ত  
 করা কখন জয়ী হইতেছেন, কখন বা পরাজিত হইতেছেন। এজন্য  
 পরাধীন রাজা হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন।

এখন সুধম্মারাজ কেবলে আসিতে ইচ্ছা করিয়া রাজা রাজশেখরকে  
 অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রাজশেখর সুধম্মারাজকে  
 যাবার শিষ্ট জানিয়া এবং আচার্য্যমুখে সুধম্মারাজের বৈরাগ্য-  
 বর কথা শুনিয়া আর আপত্তি করিলেন না। ইহার ফলে সুধম্মা-  
 কেবলে আচার্য্যসমীপে অবাধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্য্যসমীপে আসিয়া সুধম্মারাজ পদ্মপাদের দুর্ভাগ্যের কথা  
 শুনিলেন এবং দেশের দুঃবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন—  
 এক্ষণে এক্ষণে ধর্ম্মসংস্কার-সাধন করাই সমীচীন। যে দেশে  
 যন্ত্র একরূপ দুঃস্থ অসুস্থিত হয়, যে দেশে পদ্মপাদের মত সাধুকে

বিষয়প্রয়োগ করিতে কোনরূপ সংকোচ হয় না, সে দেশে ধর্ম  
ভিন্ন আর কি করা যাইতে পারে ?

আচার্যের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই ইতিপূর্বেই  
অবস্থা দেখিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আচার্যকে আশ্রয় করিয়া  
ধর্মসংস্কার করা। এক্ষণে সুধম্মারাজেরও সেইরূপই ইচ্ছা হইল।  
এজন্য পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—আচার্যকে লইয়া  
কলিগত হইবেন এবং ধর্মাস্তগণকে সংপথে আনয়ন করিবেন।

আচার্যের দিগ্বিজয়-যাত্রা ।

এক দিন সুধম্মারাজ ও আচার্যের শিষ্যগণ মিলিত হইয়া  
নিকট দিগ্বিজয়ের প্রস্তাব করিলেন এবং এজন্য সর্বত্র  
মুখে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যেহেতু এই  
সময় নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব এবং সকলেই নিজ নিজ  
জ্ঞান যারপরনাই আগ্রহান্বিত। আর ইহারই ফলে পদগদের  
সংশয় হইয়াছিল। পরিত্রাজকের আর ভ্রমণে আপত্তি কি?  
উপলক্ষে যদি দিগ্বিজয় হয়, তাহাতেই বা বাধা কি? বাদ  
আদেশে তিনি শৃঙ্খলিত আগমনের পূর্বপর্যন্ত ত দিগ্বিজয়ে  
ছিলেন। সুতরাং তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“যে  
যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে ত চল।”

আচার্য শিষ্য সুধম্মারাজার সঙ্গে রামেশ্বর যাইতেছেন  
বহুলোক আচার্যের সঙ্গী হইল। ধনী দরিদ্র গৃহস্থ হানপ্রস্থ  
অর্জ আচার্যের অনুগামী। কারণ, ইহাতে তাহাদের  
আচার্যের সঙ্গলাভ হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ এ সময় এ অঞ্চলে  
রাজ্যীয় যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই হইয়া থাকে, বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া  
পারিলে দূরদেশে গমন নিরাপদ হইত না। সুতরাং



বর যাইতেছেন শুনিয়া সহস্রাধিক লোক আজ দলবদ্ধ হইয়া  
আবার সঙ্গী হইল ।

আচার্যের শিষ্যবর্গও বড় অল্প নহে । অরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক,  
অগ্রগামী, চিহ্নিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্তি, ভানুমরীচি,  
কর্ন, বুদ্ধিবিরিক্ধি, পাদশুদ্ধান্ত এবং আনন্দগিরি ও তাঁহাদের  
শিষ্যবর্গ নইয়া আচার্যের শিষ্যবর্গেরও একটা বৃহৎ দল হইল ।  
আচার্যকে নইয়া অগ্রগামী হইলেন এবং স্বধন্যরাজ ও  
রাগর জনসমূহ ইহাদের পশ্চাদবর্তী হইলেন ।

আচার্য ইহারা সকলে যখন দলবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকেন, তখন এক অপূর্ণ  
কেন্দ্র হয় । ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার ধ্বজাপতাকা ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র  
কেন্দ্র নলে বিভক্ত হইয়া শব্দ ঘণ্টা মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানা বাজাদি-সহকারে  
প্রার্থনায় কীর্তন করিতে থাকে । অনেকে আবার আচার্য শঙ্কর-  
দেবমোহনস্বর কিংবা স্তোত্রসমূহ সমস্বরে গান করিতে করিতে  
হয় । ফলতঃ আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী পথ চলিবার কালে এক  
প্রকার শোভা ধারণ করে । বহুলোকে ইহা দেখিয়াই ধর্মের বিষয়  
করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে লাগিল ।

মধ্যাহ্নে শঙ্কর এবং শিবাবির্ভাব ।

কিছুদিন এইভাবে পথ চলিতে চলিতে আচার্য ক্রমে মধ্যাহ্নে  
একটা প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে  
রাগর মহাবিজ্ঞান এবং ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বিদ্যাসকল  
আচার্য নামক শিববিগ্রহের পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন । আচার্য  
এই আসিয়া জ্ঞানস্বরূপ উপচারদ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলেন ।  
ইহাই এই শিববিগ্রহ দেখিয়া যেন ধন্য হইলেন । আচার্য ও তাঁহার  
সঙ্গী কিছু মন্দিরেই আসনগ্রহণ করিলেন ।

মধ্যার্জ্জুন নগরে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। সকলেই ক  
কিংবা উপাসনাপরায়ণ। মূর্থ ধর্মহীন ব্যক্তি মধ্যার্জ্জুনে প্রায়  
আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে আসিয়াছেন এবং তাঁহার মত  
ইত্যাদি শুনিয়া অপরাহ্নে নগরবাসী বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের  
হইল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে শিবের সম্মুখে মহাসভার অধিবেশন হইল

সকলেই আচার্য্যের যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া  
কেহ বা আচার্য্যের মতগ্রহণে উৎসাহিত হইলেন, আর কেহ বা  
হইলেন। এইরূপে সেই সভাক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে  
মহা মতবিরোধ উপস্থিত হইল। অনন্তর সম্মত-সমাগমে  
কর্ম্মানুরোধে সভাভঙ্গ হইল। কিন্তু মধ্যার্জ্জুনে যে কর্ম্ম ও উ  
শ্রোত স্মরণাতীত কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হই  
তাহা আজ শৈলশৃঙ্গপ্রতিহত-নদীগতির গ্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া  
মধ্যার্জ্জুনবাসী সকলেই বিচলিত হইলেন। ভাবিতে লাগিল  
গৃহবিচ্ছেদ কি করিয়া নিবারণ করা যায়।

গৃহে কিরিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আবার সভা হইল  
আলোচনার পর স্থির হইল—পরদিন বিচারসভায় শঙ্কর যদি  
শিবদ্বারা সর্বসমক্ষে “অদ্বৈত সত্য” বলাইতে পারেন, তবেই  
মত গ্রাহ্য হইবে, নচেৎ নহে।

পরদিন শিবসমক্ষে আবার মহাসভা। সহস্র সহস্র লোক  
নগরবাসী কেহই বোধ হয় আর অনুপস্থিত নহেন। বহু  
বাক্যশ্রবণের পর মধ্যার্জ্জুনবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের  
প্রতিনিধি আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“যদি  
করিয়া বিচারদ্বারা সত্যনির্ণয় হয় না। যাহার বাক্য  
যিনি বড় তর্কিক, তিনিই জয়লাভ করেন। আপনার বাক্য



কথা বোধ হইতেছে । কিন্তু আবহমানকালের সংস্কার আমাদের  
প্রাণে নাই না, আপনি যদি ঐ মধ্যাজ্জুন শিববিগ্রহের মুখ দিয়া  
আঁখিতে পারেন যে, অদ্বৈতই সত্য, তাহা হইলে আমরা আপনার মত  
করিতে পারি, নচেৎ নহে ।” প্রতিনিধির বাক্য শেষ হইতে না  
হইতে মধ্যাজ্জুনবাসী সকলেই বলিয়া উঠিলেন—“আমাদেরও ঐহাই  
“ঐহাই আমাদেরও বক্তব্য” ইত্যাদি ।

প্রতিপক্ষগণের প্রতিনিধির মুখে এই কথা শুনিয়া আচার্য্য একটু  
সহকারে স্তম্ভিত-ভাব ধারণ করিলেন । আচার্য্যের শিষ্যগণের  
বিস্ময় ও উদ্বেগ দেখা দিল । পাণ্ডিতমণ্ডলী তখন সহস্রাবদনে  
আঁখির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । অনন্তর সকলেরই দৃষ্টি  
আচার্য্যের মুখের দিকে পতিত হইল । আচার্য্য নিমেষমধ্যে এই দৃষ্টা  
দ্বা নিম্ন কর্তব্য স্থির করিলেন । তিনি কাহাকেও কিছু না  
শিষ্যগণকে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া  
বসারে আসিলেন এবং নতজাহ্নু হইয়া ভগবানের স্তব করিতে  
তে বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনারই আদেশ প্রতিপালন  
তেছি এখন নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া সর্বসমক্ষে “অদ্বৈত সত্য”  
না বলেন, তাহা হইলে সকলই পণ্ড ইয় এবং প্রচারকার্য্য হইতে  
কে নিবৃত্ত হইতে হয় ?”

সহসা মন্দিরাভ্যন্তর হইতে যেন সহস্রসুখ্যালোক সমুদ্ভাসিত হইল !  
দর্শকবৃন্দের বিস্ময়-সমুৎপাদন করিয়া ভগবান্ ভবানীপতি  
ভূমিতে সর্বসমক্ষে আবিভূত হইয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে  
লেন—“অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য ।” যাহার যেমন  
তাহার তেমন দর্শন ; কেহ তেজঃপুঞ্জজ্যোতিঃ মাত্র দেখিয়া যেন  
প্রাণ হইয়া গেল, কেহ বা তন্মধ্যে কিছু আকর্ষিত দেখিল এবং

কতিপয় ভাগ্যবানই ভগবানের স্পষ্টরূপ দেখিতে পাইলেন, সকলেই গুনিল—“অদ্বৈত সত্য”, “অদ্বৈত সত্য”, “অদ্বৈত সত্য”

অসম্ভব সম্ভব হইল। জীবনে বাহা না ঘটবার ভাৱে সকলের ভাগ্যে ঘটিল। সকলে আচার্য্যের চরণস্পর্শের জন্য ‘অদ্বৈতের জয়’ ও ‘আচার্য্যের জয়’ এই ধ্বনিতে সমস্ত মধ্যাজ্জুন যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিমেষমধ্যে মধ্যাজ্জুনের সংবাদ প্রচারিত হইল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দর্শনে আসিতে লাগিল। অনন্তর সকলেই আচার্য্যের শিষ্য করিলেন এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরম্পরা অদ্বৈত-ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেন।

অতঃপর আচার্য্য এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া বাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বেদান্তশাস্ত্র পঠনপাঠনের গ্রন্থ বিতরণ করিয়া রামেশ্বরভিষ্মখে প্রস্থিত হইলেন। বহু মধ্যাজ্জুনবাসী তাঁহার সঙ্গলাভের আশায় তাঁহার করিল। আচার্য্যের দিগ্বিজয়বাহিনী ইহাতে বিশেষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুতঃ এই ঘটনার পর আচার্য্যকে আর কাহারও শাস্ত্রীয় বিচার করিতে হয় নাই।

তুলাভবানীতে শঙ্কর। শাক্তমত-সংস্কার।

মধ্যাজ্জুন পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য ক্রমে তুলাভবানী তীর্থে আগমন করিলেন। এখানে আচার্য্য তীর্থকৃত্য উপবিষ্ট আছেন এমন নম্র কতকগুলি ভবানী-উপাসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভবানীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমতপ্রচার।

আচার্য্যের নিকট সকলেরই অব্যাহত দ্বার। ইহার



বলিলেন—“মহাত্মন! আগাদের মত শুনিয়া বলুন—  
সত্য কি ঠিক পথে আছি কি না?”

তাহার “দেখুন, আমাদের মতে এক আত্মশক্তি সমস্ত কার্যের কারণ,  
জাতি শত্ৰুর গুণাবলী হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই আত্মশক্তিরই মায়াবশতঃ  
আচার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি বাক্যমনের অগোচর।  
আচার্য্যের তাহার সেবা অসম্ভব। আর সেই কারণে আমরা তাহার  
সেবা করিয়া থাকি। ইনিই পুরুষরূপিনী  
প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও ঈশ্বর শব্দ অভিন্ন। ভবানী ও লক্ষ্মী  
প্রকৃতিও সেই আত্মশক্তিরই শক্তি। যাহা হউক এইজন্ত চিহ্নবিশেষ  
ধারণ করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হইবে। আর এইরূপে ইহারই  
উপাসনাতে মুক্তিলাভ ঘটে।”

আচার্য্য ইহাদের এইরূপ মত শুনিয়া বলিলেন—“আপনারা যাহা  
বলিতেছেন, তাহা একরূপ সত্য। তবে প্রকৃতি হইতে পুরুষই শ্রেষ্ঠ  
এবং পুরুষের জ্ঞানেই মুক্তি হইয়া থাকে। ভবানীর জ্ঞানে চিত্তশুদ্ধি  
প্রাপ্তি এবং “আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞানেই মুক্তি হয় “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন”।  
আপনারা চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া এই পথের পথিক হউন,  
যদিবেন—মুক্তি অদূরে অবস্থিত। আচার্য্যের এইরূপ স্মৃতি উপদেশ  
শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং আচার্য্যের উপদিষ্ট  
বিধি অনুসরণ করিলেন। অনন্তর তাহারা চিহ্নাদিধারণ পরিত্যাগ  
করিয়া শুদ্ধাশ্রমে প্রস্থান করিয়া সন্ন্যাসপরাধন এবং  
মহাদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মহালক্ষ্মীর উপাসকগণের মধ্যে অষ্টমতপ্রচার।  
ইহারা যাইতে না যাইতে একদল মহালক্ষ্মীর উপাসক আচার্য্য-  
সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া

বলিলেন—“মহাত্মন! নিখিল ফলদাত্রী, সর্বজননী মহানন্দী  
অনন্তত্ব পরমপুরুষের আত্মা প্রকৃতি। তাঁহা ইহাতেই  
দেবগণের উৎপত্তি। তাঁহাতেই পরমেশ্বরের অন্তর্ভাব রক্ষিত  
যাঁহারা পদ্মাক্ষমালাদ্বারা অনন্তত্ব ইহঁয়া পদ্মচিহ্ন ধারণ পূর্বক  
কুঙ্কমদ্বারা অঙ্কিত করিয়া এই মহালক্ষ্মীর আরাধনা করেন, তাঁহা  
মুক্তি করতলস্থিত হয়। ইহাই আমাদের মত; এক্ষণে  
আমাদের মত ঠিক কি না?”

আচার্য ইহা শুনিয়া বলিলেন—“আপনাদের মত অতি অস্বাভাবিক  
এক্ষণে শুনুন—প্রকৃত তত্ত্ব কি? দেখুন, পরমাত্মাই সৃষ্টিকর্তা; তিনি  
অদ্বিতীয় সদসংস্বরূপ, তিনিই তত্ত্ব, তিনিই আত্মা, তিনি আদ্য  
ও সদা বর্তমান। প্রকৃতি তাঁহার অধীন। তিনি মুক্তিদাত্রী  
“অহং ব্রহ্ম” এইরূপ ধ্যানেই মুক্তি হয়। যাঁহারা অনিত্যের উপাসনা  
তাঁহাদের নানাবিধ লোকাদিপ্রাপ্তি হয়, অতএব আপনারা  
ধারণ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিজ্ঞা সমাশ্রয় করুন।

আচার্যের এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহাদের মনোভাব  
ইহঁয়া গেল। তাঁহারা সকলেই আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার  
অর্থাৎ অদ্বৈতব্রহ্ম আশ্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার  
পরায়ণ হইলেন।

সরস্বতীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমতপ্রচার।

ইহঁারা চলিয়া গেলে কতকগুলি সরস্বতী-উপাসক আসিয়া  
ইহঁলেন। সকলেই পুস্তক ও পুণ্ড্র চিহ্নে চিহ্নিত-কলেবর।  
আসিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“স্বামিন্! আমাদের  
শ্রবণ করুন—“বেদ নিত্য বলিয়া সরস্বতীও ‘নিত্য’। তিনি  
‘কারণ ও পরাংপররূপিনী। “জগৎকর্ত্রী” ও “নিত্যা বাক্” এই



বাক্যদ্বারা তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নামে উদাহৃত  
হয়। তিনি ঐশ্বর্যাতীতস্বরূপা এবং মুমুক্শুগণের সেব্যা। অতএব  
আমরা তাঁহারই উপাসনা করুন।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“কণ্ঠতালু ইত্যাদির যোগে  
বেদবাক্য উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার নিত্য কিরূপে হইবে? “যন্ত  
নির্মিতং বেদাঃ” বেদ যাহার নিঃস্বাসস্বরূপ এই বেদবাক্যদ্বারা  
প্রণয়ন হয় বেদ জন্তু-পদার্থ। স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তগ্রন্থেও \* বেদের উৎপত্তির  
কথা আছে। এই সকল কারণে বেদরূপা সরস্বতী নিত্য কিরূপে হন?  
চতুর্থ ব্রহ্মা সকলের আদি জীব এবং তিনি অনিত্য। সেই ব্রহ্মার  
মুখে শারদাদেবী অবস্থিত; অতএব সে শারদাদেবী নিত্য কিরূপে  
হইবেন? পরমাপ্রকৃতি সরস্বতীই মহতত্ত্বাদির কারণ—একথা ঠিক  
হয়। পরমাত্মাই সর্বকারণকারণ। পরমাত্মা সর্বময় বাক্যমনের  
আগাচর ও সংস্বরূপ। এই পরমাত্মার জ্ঞানেই মুক্তি হয়। আপনারা  
মানাদি সকল কার্যের ফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মে  
মগ্ন হউন। এই পরমাত্মার জ্ঞানে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ  
করিতে পারিবেন।

আচার্য্যের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া ইহার সকলেই আচার্য্যের  
শ্রবণ হইলেন; অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব আশ্রয়পূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞ ও  
কলবতার উপাসনাপরায়ণ হইলেন।

বামাচারিগণের মধ্যে অদ্বৈতমতপ্রচার।

উহার পর কতকগুলি বামাচারী সাধক আসিয়া আচার্য্যকে বলি-  
লেন—“মহাশয়! আপনি জ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া বৃথা সন্ন্যাসবেশ

\* এই স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত বর্তমান স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত হইলে শঙ্কর ৪২৭ শকের পূর্বে নহেন।  
ঐতিহাসিকের অন্তর্গত প্রাচীন স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তে বেদের আদিভাবাদির কথা নাই।

ধারণ করিয়াছেন এবং বন্ধ্যানারীর পুত্রের জায় অনিত্য অধৈতনিক  
অনুরক্ত হইয়াছেন। প্রলয়কালেও ভেদ থাকায় অধৈতনিক নষ্ট  
নহে। ঈশ্বরেও জ্ঞান পৃথগ্ভাবে অবস্থিত। যে শক্তি ব্যতীত ঈশ্বর  
ক্রিয়া থাকে না, তিনি স্বতন্ত্র, জগদ্ধাত্রী ও শিবের বীজস্বরূপ।  
বিদ্যাভিকা। তাঁহাতে যাহাদের রতি তাঁহাদের মুক্তি করত  
আমরা তাঁহার সেবা করি, এজন্য আমরা বিধিনিষেধের দ্বারা  
আপনারা তাঁহাকেই অবলম্বন করুন।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“আপনারা এরূপ বলিলেন  
বেদমধ্যে—আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, অত্ৰ কাহারও জ্ঞানে হয় না—  
স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, অতএব শক্তির জ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে  
প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় না। যাহারা কলহ  
বিবলিপ্ত শরাহত যুগমাংস ভক্ষণ করে, অথবা সুরাপানাদি  
কার্য করে, তাহাদের যেমন ব্রাহ্মণ্য থাকে না, তদ্রূপ আপনারা  
ব্রাহ্মণ্য নাই। আপনারা ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন,  
বিষমৃতা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করুন।”

আচার্যের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আচার্য  
প্রণামপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং  
তদানুরক্ত হইয়া পঞ্চমহাবজ্র ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইল।  
যাহা হউক এইরূপে তুলাভবানীর শাক্তগণ একে একে আচার্য  
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর তিনি রামেশ্বর তীর্থাভিমুখে  
করিলেন।

রামেশ্বরতীর্থে অধৈতনিকপ্রচার।

তুলাভবানী হইতে রামেশ্বর-পথে সকল স্থলেই আচার্য মাননীয়  
স্বধর্মনিষ্ঠা করিয়া রামেশ্বর তীর্থে আসিলেন।



রামেশ্বর শিব ভগবান্ রামচন্দ্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । এ দিকের মধ্যে  
ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান তীর্থ । আচার্য্য এখানে আসিয়া—

“রামেশ্বরং রামকৃতপ্রতিষ্ঠং কামেশ্বরী-ভূষিত-কামভাগম্ ।

মহেন্দ্রনীলোজ্জ্বলমুংকিরীটং ভীমেশ্বরং হ্যামিহ পূজয়ামি ॥”

এই মন্ত্রদ্বারা নির্মল গঙ্গাজল, বিশ্বদল, কমল ও অন্যান্য বনপুষ্প দিয়া  
আচার্য্য শঙ্কর, কায়মনোবাক্যে ভগবান্ রামেশ্বর শিবের পূজা করিলেন  
এবং সকলের ইচ্ছানুসারে এই রামেশ্বর তীর্থে কিছুদিন অবস্থান  
করিতে লাগিলেন ।

ইতিপূর্বে পদ্মপাদাচার্য্যের রামেশ্বর আগমনে রামেশ্বরবাসীর বিভিন্ন  
উপাসক সম্প্রদায়গণ অদ্বৈতমতের পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই  
পদ্মপাদাচার্য্যের গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিপুল দিগ্বিজয়বাহিনী সঙ্গে  
রামেশ্বরতীর্থে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা সকলেই আচার্য্যকে দর্শন  
করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন ।

শৈবমত-সংস্কার ।

রামেশ্বর তীর্থে শৈবগণের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক । ইহারা  
আবার নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং সকলেই অদ্বৈতমতের শত্রু ।  
ইহাদের মধ্যে ষাঁহারা শৈব নামে খ্যাত, তাঁহারা ভূজদ্বয়ে  
শিবলিঙ্গ অঙ্কিত করেন, এবং ললাটে শূলচিহ্ন ধারণ করেন ।  
কুরু-উপাসক ভক্তগণ, সর্বদা শিবলিঙ্গ-চিহ্ন ও বাহুদ্বয়ে ডমরুচিহ্ন  
অঙ্কিত করেন । কিন্তু উগ্র ভক্তগণ হৃদয়ে শূলচিহ্ন ও মস্তকে লিঙ্গচিহ্ন  
ধারণ করেন । আর জঙ্গম নামক শৈবগণ, ললাট হৃদয় নাভি ও  
বাহুতে শূলচিহ্ন অঙ্কিত করেন । ইহাদের মধ্যে শিবভক্ত মতভেদ না  
থাকিলেও উপাসনাতত্ত্বে মতভেদ বর্ত্তমান, আর সেই কারণেই  
এইরূপ সম্প্রদায়-ভেদ ।

ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেদ, গীতা ও শিবরহস্য প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক শিবই পরমাত্মা, শিবই জগৎকারণ—ইত্যাদি নিজ্জমত সপ্রমাণিত করিয়া আচার্যকে রুদ্রপূজা, রুদ্রহুতুজপ, পক্ষাভ্যাস, রুদ্রাঙ্গের আভরণধারণ, সর্বাঙ্গে বিভূতিলেপন ও সর্বাঙ্গাঙ্গীকরণ ইহারা রুদ্রদেবের অর্চনা করিতে বলিলেন ।

আচার্য ধীরভাবে ইহাদের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—“আপনারা যে পরমাত্মাকে জগৎকারণ বলিতেছেন এবং তিনি ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টিস্থিতিসংহার করেন বলিতেছেন—ইহা আমারও কিস্তি লিঙ্গাদি ধারণ যে মুক্তির উপায়—ইহার কোন মূল নাই। অনন্তর আচার্য নানা বেদপ্রমাণদ্বারা অদ্বৈতমত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিলেন ।

আচার্যবাক্য শুনিয়া ইহারা এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে “বিদ্বেশ্বরী” নামক ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান শৈব তনুস্বামী আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন পরে ইনি অদ্বৈতমত প্রচার করিয়া নিজ কুল, গ্রাম ও দেশস্থ সকলকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন । বিদ্বেশ্বরীর প্রমুখ প্রধান শৈবগণ আচার্যের শরণাপন্ন হইয়া শুনিয়া রামেশ্বরের অপর কতকগুলি শৈব যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং আচার্য ও তাঁহার শিষ্যদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে দলবদ্ধ হইয়া শূলপ্রভৃতি অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া আচার্যসমীপে উপস্থিত হইলেন ।

ইহারা আসিয়াই আচার্যকে বলিলেন—“ওহে মুনিসত্তম! প্রামাণিক মত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মায়াবেশ ধারণপূর্বক কোন্ যাইতেছ ? তোমার নাম কি ?”



আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রসন্নগম্ভীর-ভাবই এই সকল শৈব-  
ধর্মের এই স্থমিষ্ট সম্বোধনের যথোচিত উত্তর প্রদান করিল। তাঁহারা  
আচার্য্যের বা তাঁহার শিষ্যবর্গের মনে কোনরূপ ক্ষোভ উৎপাদন  
করিতে অসমর্থ হইয়া নিজমত খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তি বহু ছিলেন। ইহারা নিজমত-খ্যাপন-  
ক্রমে বেদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ক্ষন্দপুরাণ, বাসল, অথর্ববেদ,  
শিবব্রহ্ম, রুদ্রকাণ্ড, শিবগীতা, কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ, অগস্ত্যসংহিতা  
প্রভৃতি নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে রুদ্র বা শিবের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব-  
স্বাকারগন্য প্রতিপাদন করিলেন, অনন্তর তথুলিঙ্গাদি, রুদ্রাক্ষ ও  
ব্রুতি প্রভৃতির ধারণ, পীঠাদির অর্চনা, রুদ্রাধ্যায় জপ ও পাণ্ডপত-  
রত প্রভৃতিই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ইহাতেই রুদ্র  
প্রায় হইয়া জীবকে কৈবল্য দান করেন। ইহারই মাহেশ্বরী শক্তি  
হইতে মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি বাবতীয় দেবতাগণের উৎপত্তি।  
যক্ষা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ সকলেরই মূল এই শিব। শিবভক্ত কোটি কোটি  
সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি, ইহারা বিবেচনা করেন—  
চোরা, গুরুদারগমন, স্তুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া মানব ভস্মাচ্ছাদিত-  
শবের হইলে, ভস্মশয্যায় শয়ন ও রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে সর্ববিধ  
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মুক্তিতে ইহাদের শৈব-শরীর হয় অর্থাৎ  
ইহারা শিবসদৃশ হন। শিব সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্য্যামী। তিনি সর্বান্তর্য্যামী  
হইয়াও শরীরী। জীব মুক্তিতে শিবের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না।  
জীব নীলকণ্ঠতম্বু হয় এবং ব্রাহ্মণ হইলে পরাংপর হন।

আচার্য্য ধীরভাবে ইহাদের সমুদয় বক্তব্যই শুনিলেন এবং শেষে  
বলিলেন—“আপনারা যাহা বলিলেন তাহা সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ  
যেহূন—তথুচিহ্নাদি ধারণ অবৈধ। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে—তথু-

লিঙ্গচিহ্নিত বা তপ্ত-শব্দচক্রাদি চিহ্নিত 'শরীর' দেখিলে স্নান-কর্ম  
 সূর্য্যাদর্শন করিতে হয়। তাহারা পামণ্ডাচারপরায়ণ, তাহাদের নীতি  
 বাক্যালাপ করিতে নাই, তাহারা শূদ্রবৎ পরিভ্রাতব্য এবং শব্দ-  
 মত অস্পৃশ্য। ইহাদিগকে দেখিয়া মন্ত্রপুত-অন্নও ভক্ষণ করি-  
 নাই, ইত্যাদি। তাহার পর দেখুন—মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে  
 'পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের সহিত গায়ত্রীর বিবাদ হয়, তাহাতে গায়-  
 দেবী শাপ দেন যে, তাঁহারা কলিযুগে বেদোক্ত কর্মহীন, তাহারা  
 আচারতৎপর, পামণ্ড এবং দেবতা-উপাসক হইয়া জন্মিবে। এ-  
 কারণে কলিকাল উপস্থিত হইলে দ্বিজাধম সকল বেদার্থহীন, তি-  
 চক্রাদি-চিহ্নিত, পামণ্ড, জ্ঞানকর্ম-পথভ্রষ্ট, কামকোথাপি-  
 হুরাত্মা, সত্যধর্মবর্জিত এবং শাপভাগী হইবে। কলির তিন-  
 বৎসর \* গত হইলে পুনর্বার তাহারা নষ্ট হইবে এবং তৎপরে অ-  
 মতের অর্থচিন্তক ব্রাহ্মণসকল পুনর্বার সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া জন্মি-  
 ইত্যাদি। অতএব তপ্তচিহ্নাদিধারণ অবৈধ আর তজ্জন্য আপন-  
 ইহা পরিভ্রাত্যাগ করুন।”

“তাহার পর শিবের উপাসনা কর্তব্য বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম-  
 থাকা আবশ্যক। এই ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর এবং সং-  
 আনন্দস্বরূপ, এক ও অদ্বিতীয়; তন্মিত্তি সমুদয় মিথ্যা। ইহাই  
 তাৎপর্য্য।”

আচার্যের এই কথা শুনিতে শুনিতে ভক্ত শৈব-সম্প্রদায়ের  
 একজন নিজমত খণ্ডিত হইতেছে দেখিয়া অধীর হইয়া

\* এতদ্বারা মনে হয় আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব-কাল কলির তিন হাজার  
 পরে হওয়াই উচিত।



করিয়া আবার শিবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং লিঙ্গাদিধারণের কর্তব্যতা-  
নিমিত্তপাদনে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন—“দেখুন, পুরাকালে  
শৈবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশ করিবার নিমিত্ত যখন শিবের শরণাপন্ন  
করিয়া তখন দেবগণও লিঙ্গশূলাদি চিহ্ন ধারণ করেন, ইহা শাস্ত্রেই আছে।  
যাহে-তবে লিঙ্গাদি চিহ্নধারণ অবশ্যকর্তব্য।

গায় আচার্য্য ইহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন—“আপনার  
তাহার বাক্যের কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে দেখুন—কৈবল্যোপনিষদে  
আছে—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়,  
লিঙ্গশূলাদি চিহ্নধারণ কখন জ্ঞানের অঙ্গ নহে। তদ্ব্যতীত  
পীড়িত—কতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—“তাহাকেই জানিয়া মুক্তি হয়,  
নন্দ্যন্তর অঙ্গ পথ নাই।” অতএব ওরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক বেদোক্ত  
অষ্টম সকল পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া অনন্তমনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার  
নিরঞ্জন অঙ্গসন্ধান করুন। এইরূপে জীবাভিন্ন পরমাত্মজ্ঞান “হইলে  
পক্ষান্তরে তাহার ফলে অজ্ঞানের নাশ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তির  
অঙ্গ পথ নাই।”

শৈবগণ আচার্য্যের এই সকল কথা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়া  
ছিলেন। তাঁহারা নিজমত পরিত্যাগপূর্বক আচার্য্যকে প্রণাম  
করিয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং গৃহে যাইয়া সপরি-  
বারে পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত চিহ্নাদি ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমতের  
প্রচারণা করিলেন।

কয়েকদিন পরে অপর বহু সম্প্রদায়ও বাস করিতেন। শৈবগণ আচার্য্যের  
কর্তব্য স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা আর আচার্য্যের সহিত  
চারে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু আচার্য্যের অদ্বৈতমতের প্রচারে  
তাঁহারা সকলেই, অন্তবিস্তার অজ্ঞাতসারেই অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়া

২৫৬

আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

পড়িলেন । এইরূপে আচার্য্য রামেশ্বরে তিনমাস কাল থাকিয়া অনন্তশয়নাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অনন্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতমতপ্রচার ।

রামেশ্বর হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য্য সেই বিপুল দিগ্বিজয়বাহিনী সঙ্গে অনন্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গম আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পথিমধ্যে যে সব গ্রাম ও নগর পতিত হইয়াছিল তাহাদের অধিবাসিগণ সকলেই অল্পপ্রাণিত হইবে । পদ্মপাদের মাতুল শ্রীরঙ্গমের নিকটেই করিতেন । তিনি দূর হইতে আচার্য্যের এই দিগ্বিজয়বাহিনী দেখিলেন এবং গোপনে গোপনে ভাগিনেয়ের সংবাদ লইয়া দেখিলেন—তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়াছে এবং তাহার ফলেই আজ তাহার শত্রুপক্ষের এই দিগ্বিজয় অভিযান করিয়াছে । অপরাধীর মন সততই শঙ্কিত, নিয়তই প্রতিকূর্ণিত, ব্যাকুল । পদ্মপাদের মাতুল আর আচার্য্য-সমীপে আসিলেন তিনি নিজগৃহে থাকিয়াই অন্তর্দাহ ভোগ করিতে লাগিলেন ।

এ সময়, এখানে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, কাম্বহীন নামে ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিতেন । ইহারা আচার্য্য আগমনে বিচলিত হইলেন । কারণ, ইহাদের মত দ্বৈত বা দ্বৈত দ্বৈত । আর আচার্য্যের মত অদ্বৈত ।

ভক্তসম্প্রদায়ভুক্ত বিকৃশ্মাদলের সংস্কার ।

এখানে আসিয়া, আচার্য্য দেবদর্শনাদি করিয়া নিজভাবে আছেন । চারিদিকে শিষ্ণুস্বন্দ । তৎপরে ভক্ত এবং দর্শকবর্গ । একটি মহাসভা, কিন্তু কাহারও মুখে কথাবার্তা নাই, সকলেই আচার্য্যের ভাব মাত্র গ্রহণের জন্য নীরব । এমন সময়



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৫৭

প্রায়ভুক্ত দুই দল বৈষ্ণব আচার্য্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 আচার্য্য কথায় কথায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা  
 সম্প্রদায় ? আপনাদের লক্ষণ কি ?”

কি ইহারা বলিলেন—“মহাত্মন্ ! আমরা দুই সম্প্রদায়ভুক্ত । একদল  
 ঈশানী, অপর দল, কন্মী । ষাঁহারা কন্মী, তাঁহারা অদূরে উপবিষ্ট ঐ  
 ও নগ্নপের শিষ্য এবং ষাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা এই আমরা বিষ্ণুশর্ম্মার  
 শিষ্য । আমরা উভয়েই বাহুদেবকে সর্ব্বজ্ঞ ও পরমেশ্বরজ্ঞানে পূজা  
 করি । তাঁহারই উপাসনায় আমরা মুক্ত হইয়া তাঁহারই পদ পাইব ।”

তৎকালের মধ্যে একজন এই কথা বলিলে আচার্য্য জিজ্ঞাসা  
 করিলেন—“আচ্ছা ! বলুন দেখি, জ্ঞান কাহাকে বলে ?

কি ইহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—“মহাত্মন্ ! ‘অনন্ত  
 ভগবানের পদকমলই পরম শরণ’ এই বুদ্ধিতে মোন থাকাই জ্ঞান ।  
 তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত একথাও তৃণও সঞ্চারিত হয় না ।”

আচার্য্য দেখিলেন ইহারা ভগবানের নাম করিয়া কর্তব্যকর্ম্মও  
 ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে । যথাশাস্ত্র ভগবানের পূজাও ইহারা  
 কর না । অনন্তর তিনি বলিলেন—“দেখুন,

‘কর্ম্মনা জায়তে শূদ্রঃ কর্ম্মণা জায়তে দ্বিজঃ ।’

কর্ম্মাৎ জন্মিয়াই মানব শূদ্র হয় এবং কর্ম্মদ্বারা দ্বিজ হয় । এজন্ত  
 যাহ সন্ধ্যাবন্দনা করিবে এবং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্র  
 করে । ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয় । এজন্ত সকলেরই শ্রুতান্ত  
 করা উচিত । মহু বলিয়াছেন—‘জীবিত থাকিয়া যে নর কর্ম্মত্যাগ  
 করে নরাধম, মৃত, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে ।’  
 সপেরও মান ও অর্চনাদিরূপ কর্ম্ম আছে । নচেৎ ব্রাহ্মণ্যহানি হয় ।  
 কেই কিছুদিন এইভাবে কর্ম্ম করিয়া অবস্থান করিতে হয় ।”

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্মা বলিলেন—“প্রভো! আমার সন্তান পর্যন্ত আমারই তুল্য। আমার পিতা কেবল কিঞ্চিৎ কঠোর করিতেন—ইহা আমি বাল্যকালে শুনিয়াছি।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“তবে আপনি স্বস্থান করুন, আপনাকে আর কি বলিব?”

সাধুসঙ্গ সকলেরই স্থপ্ত সংপ্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তুলে। শর্মা ইহা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন এবং সদলবলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আমাদিগকে করুন। আমরা আপনার শরণগ্রহণ করিলাম।” সাধুসঙ্গের অদ্ভুত প্রভাব! এই অল্পক্ষণের মধ্যে ইহাদের মনোভাব রূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

দয়ার্জ হৃদয় শঙ্কর তখনই গলিয়া গেলেন। তিনি পদ্মপাদ নিম্ন শিষ্যগণকে বলিলেন—“পদ্মপাদ! তোমরা ইহাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর। প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ইহাদিগকে উপদেশপ্রদান সম্ভবপর নহে।”

পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ ইহাদিগকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের দিলেন। তাঁহারাও ব্যবস্থানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আচার্যের নিকট আসিয়া বলিলেন—“ভগবন্! কৃপায় আমাদিগের আজ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইল, এক্ষণে আমাদের মুক্তির উপায় উপদেশ করুন।”

আচার্য তখন ইহাদিগকে পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং পঞ্চদেবব্রত করিতে বলিলেন এবং জীবব্রহ্মের অভেদতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। বিষ্ণুশর্মা বহু শিষ্যসহ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার অবলম্বন করিয়া উপদেশমত নিত্যকর্মাত্মকভাবে রত হইলেন। ভস্ম ও চন্দন দ্বারা



ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান ও স্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ  
কর্ত্তি বাবতীয় আচারের আর কোন অনুথাই করিলেন না । \*

ভক্তসম্প্রদায় ব্রহ্মগুপ্তদলের সংস্কার ।

বিকৃষ্টার দল চলিয়া বাইবার পর কর্ম্মশীল ব্রহ্মগুপ্তের দল  
চার্য্যের সম্মুখে আসিয়া বসিল । ইহাদিগের নেতা ব্রহ্মগুপ্ত  
চার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো ! আমরা ব্রহ্মার্পণ-  
মতে মূর্তিশাস্ত্রমতে কর্ম্ম করি ।”

আচার্য্য বলিলেন—“খুব ভাল কথা, কিন্তু ইহার উপর পঞ্চদেবতার  
পারোপার্য্য হওয়া আবশ্যক । ইহাতে মানবের চিত্ত নির্ম্মল হয় । আর  
হার কলে ভেদসংস্কার বিদূরিত হইয়া আত্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎপরে  
মহেনির্মুক্ত হইয়া মানব অদ্বয়সচ্চিদানন্দস্বরূপতা লাভ করে ।”

ব্রহ্মগুপ্ত এই কথা শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন । আচার্য্যের সম্মুখে  
তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল । তাঁহার যেটুকু সংশয় ছিল  
দূর হইল । তিনি আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া সুস্থ ও আনন্দিত  
বিদায়গ্রহণ করিলেন । ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে ব্রহ্ম করায় ইহাদের  
অনেকটাই নির্ম্মল ছিল, তাই আচার্য্যের অল্প কথায় প্রাণে শান্তি  
মিলি, ইহারা সম্মুখের পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন ।

ভাগবতসম্প্রদায়ের সংস্কার ।

ব্রহ্মগুপ্তের দল বিদায় গ্রহণ করিবার পর ভাগবতসম্প্রদায়ের  
জন অগ্রণী ব্রাহ্মণ আচার্য্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—“প্রভো !  
মহাত্মা! আমরা—

“সর্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্বভীর্থেষু যৎফলম্ ।

তৎ ফলং নর আপ্নোতি স্তত্বা দেবং জনার্দনম্ ॥”

ইহা শ্রবণ পূর্ব্বের পর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ্যলাভের নিদর্শন ।

এই বচন অনুসারে অহরহঃ বিষ্ণুর গুণকীৰ্ত্তনে আসক্ত। শঙ্খচক্রাদি বিষ্ণুচিহ্নদ্বারা আমরা সমস্ত দেহ অঙ্কিত করি, তুলসী-মালা ধারণ করি এবং উর্দ্ধতিলক গ্রহণ করিয়া এই হৃদয় করিতেছি। ইহাতেই আমাদের মুক্তি করতলস্থিত বিবেচনা

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“ভগবানের গুণকীৰ্ত্তন উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষ্ণুর চিহ্নধারণে মুক্তি হয় ইহা কেবল তাহার পর তোমরা বিষ্ণুর চিহ্নধারণ করিবেই বা কিরূপে? চারিমূর্ত্তি; একমূর্ত্তি—বাক্যমনের অগোচর, দ্বিতীয়—সৰ্বলোকব্যূহরূপ, তৃতীয়—মংসাদি বিভূতিমূর্ত্তি এবং চতুর্থ—তুমি ইহা তোমরা কোন্ মূর্ত্তির চিহ্ন ধারণ করিবে? অতএব কৰ্ম্মবন্ধ পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিজ কর্তব্যকৰ্ম্ম কর। ইহার পরে হইলে অদ্বৈতমতাবলম্বী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিও, তাহা কৰ্ম্মবন্ধন নষ্ট হইবে এবং অচিরে মুক্ত হইতে পারিবে।”

ভাগবত বৈষ্ণবদী এইরূপ নানা কথা শুনিয়া নিজ প্রাণ পালিলেন এবং আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—“হে ব্রাহ্মণপ্রবর! সকল পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর এবং এইরূপ চিন্তা কর। ইহাতে তুমি অচিরে মুক্ত হইতে পারিবে।”

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংস্কার ।

ভাগবতসম্প্রদায়ের নেতা বিদ্যায় গ্রহণ করিলে “শাঙ্কপাদি” একজন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অগ্রণী “নমো নারায়ণায়” “নমো নারায়ণায়” বলিতে বলিতে আচার্য্যের নিকট আসিলেন। শাঙ্কপাদি কোনরূপ প্রণামাদি না করিয়াই বলিলেন—“আমি বিষ্ণুর এবং শঙ্খচক্রাদি চিহ্নদ্বারা স্বেচ্ছচিত হইয়াছি। আমি একজন



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৬১

। শঙ্কর। অতএব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অস্তে বৈকুণ্ঠে যাইব।  
 , , আমার মত অনেকে তথায় বাস করেন। আর চিহ্নধারণ  
 হইতে আপনি ‘কোন প্রমাণ’ নাই ইতিপূর্বে বলিতেছিলেন, কিন্তু  
 নাহে। পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে ; যথা—

“যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশাঙ্খচক্রা,

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা ।

যে বামললাটকলকে সদৃক্ষপুণ্ড্র

স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাণ্ড পবিভ্রয়ন্তি ॥” ইত্যাদি ।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“কিন্তু এ বিষয়ে বেদের কোন প্রমাণ  
 নাই। দেখ, মোক্ষের কারণ ব্রহ্মজ্ঞান এবং পাপধ্বংসের কারণ কষ্টকর  
 তপস, যম কৰ্ম এবং ভগবদ্ধ্যানই কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে  
 ঋগ্বেদপুরাণে তপ্তচিহ্নধারণের নিষেধই আছে। শূদ্র যেমন শিখা  
 বজ্রোপবীতাদি ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না, ইহাও তদ্রূপ মনঃ-  
 স্নানাত্মক জ্ঞানি। “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে  
 ব্রহ্মজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখ, শিবগীতাতে  
 আছে—“আমি শিব” বলিতে বলিতে আত্মার সহিত অভেদ হয়।  
 এবং তুমি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া এই পথে অবস্থিত হও।”  
 আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া শঙ্করপাণি ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত  
 হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—“ভগবন্! আমি অতঃ হইতে আপনার  
 গ্রহণ করিলাম। আপনার উপদেশে আমি কৃতার্থ হইলাম।  
 হইতে আমি আপনার উপদেশ সর্বতোভাবে পালন করিব।”  
 আচার্য্য ইহার সরলতায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—“আমি অশ্বীর্ষসদ  
 হইছি ‘তুমি মুক্ত হও’।” অনন্তর শঙ্করপাণি  
 হইয়া ক্রমে স্বদেশবাদী সকলকে অটেনিয়া বলিলেন—“মহাত্মন!

পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের সংস্কার ।

এই ভাবে প্রত্যহই বহুলোক আচার্যের শরণ গ্রহণ লাগিল। আচার্যের নিকট সকলের অব্যবহিত দ্বার। সকলকেই যথাবিধি উপদেশ দিয়া থাকেন ।

অতঃপর একদিন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে দীক্ষিত এক বৈষ্ণব, আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—“যতিবর! প্রতিষ্ঠাদির মূল আমাদের শাস্ত্র । অতএব সকল ব্রাহ্মণেরই শাস্ত্র আশ্রয় করা উচিত ।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“উত্তম কথা, যদি আপনাদের আগমের সহিত বেদের কোন বিরোধ না ঘটে, তাহা হইলে দিগের আচারগ্রহণে কোন বাধা নাই । কিন্তু বলুন দেখি—আপনার অভিমত বৈষ্ণবত্ব কি করিয়া হইতে পারে? আপনাদের কাছে “অনুমন্ত্র গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবত্ব থাকে না”, কিন্তু গায়ত্রী না করিলেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে না,—শতবিষ্ণুমন্ত্রেও ব্রাহ্মণত্ব জন্মে । অতএব আপনাদিগের আচার ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য কিরূপে হয়? যদি বলা হয়—“তাহা হইলেও আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণত্বের হানি হইবে, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহা হইলে আপনি ব্রাহ্ম উপেক্ষণীয় হইবেন ।”

এইরূপ নানা কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় “মাধব” অপর একজন পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব আচার্যকে বলিল—“মহাত্মন! পাঞ্চরাত্র আগমে আছে—‘তপ্তশঙ্খাদি চিহ্নধারণা’ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু আপনার বাক্যে কোনরূপ প্রণামই নাই ।”  
এবং শঙ্খচক্রাদি চিহ্নদ্বারা ।

আচার্য বলিলেন—“দেখুন—



সমোক্ত আচারাদি অবশ্য গ্রাহ্য, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ আচারাদি অগ্রাহ্য ।  
 এই বিষয়ে বেদই প্রমাণ । যদি ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে হয়, তবে  
 ইহার পরায়ণ হওয়া আবশ্যক । ইহাতে চিন্তাশুদ্ধি হইবে এবং পরে  
 জ্ঞান জন্মিবে । এই তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয় । অতএব মোক্ষের জন্য  
 সকল পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতনিষ্ঠ হউন ।”

যাযব আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং  
 আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ক্রমে নিজ কুলগ্রাম ও দেশস্থ  
 সবারিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন । ইহার ফলে  
 অনেকই সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্রযাগপ্রভৃতি বৈদিক কৰ্ম্মরত হইয়া উঠিলেন ।  
 যাযবের দেশে আবার বৈদিকধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল ।

বৈখানস বৈষ্ণবগণের সংস্কার ।

ইহার পর একদিন “ব্যাসদাস” নামক একজন বিখ্যাত বৈখানস-  
 প্রবাদের বৈষ্ণব আচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন । ইনি  
 প্রসঙ্গে আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হে যতিবর !  
 তুমি আমার পক্ষ নিবারণ করিতে অক্ষম । দেখুন—নারায়ণই  
 আমাদের মতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ । অতএব তাঁহারই  
 পূজা করা উচিত ; আর তাঁহার ভক্ত হইতে গেলে শঙ্খচক্রাদি  
 বিতর্কে হইয়া উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণ করা আবশ্যক ।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আপনি যদি বিমুগ্ধ হন, তবে  
 আমার প্রীতির জন্য কৰ্ম্ম করুন । চক্রাদি ধারণ করিলে যে ফল হয়  
 তা কৰ্ম্মের ফলের সমান হয় না । বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রাচার অবলম্বন  
 করিলে ব্রাহ্মণ্যের নাশ হইয়া থাকে । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যে পদ  
 লাভ হয় তাহার আর ক্ষয় হয় না ।”

ব্যাসদাস, আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বলিলেন—“মহাত্মন !

আপনি চিহ্নধারণের অনাবশ্যকতা বলিতেছেন, কিন্তু পূর্বেই  
প্রভৃতি মূনিও পঞ্চমুদ্রারূপচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। এইজন্য  
উহা ধারণ করিবেন।”

আচার্য বলিলেন—“না, এ কথা সঙ্গত নহে। দত্তাত্রেয়  
এরূপ কোন কথা নাই। দেখুন—প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, ই  
হুম্যান, দ্রৌপদী এবং ব্রজবাসিনীগের মধ্যে কেহই চক্রাদি ধারণ  
নাই। অতএব মূঢ়বুদ্ধি বিসর্জন করিয়া পায়ণ্ডচিহ্ন পরিত্যাগ  
“আমি ব্রহ্ম” এই চিন্তা সমাশ্রয় করুন, শীঘ্র মোক্ষপদ লাভ করিতে

আচার্যের এইরূপ নানা উপদেশ শুনিয়া ব্যাসদাসের মন পরি  
হইয়া গেল। তিনি ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া  
হইয়া বলিলেন—“ভগবন্! আপনি আমার গুরু। আমি  
শরণ গ্রহণ করিলাম। বাহাতে আমার শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান  
তাহাই আমায় উপদেশ করুন।”

করণানিধি শঙ্কর, ব্যাসদাসের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া  
হাসিয়া বলিলেন—“হে রিপু! ‘আমি ব্রহ্ম, অসংসারী এবং  
এইরূপ সর্বদা ভাবনা কর। ইহাতে যদি অসমর্থ হও তবে  
বাক্য সর্বদা জপ কর। এইরূপ অভ্যাসদ্বারা শীতোষ্ণাদি  
করিবার এবং ষড়রিপু দমন করিবার ক্ষমতা জন্মিলে ক্রমে পরম  
জানিতে পারিবে। এতদ্বিন্ন আর কোন উপায়ে মুক্ত  
যায় না।”

ব্যাসদাস আচার্যের এই কথা শুনিয়া অন্তরে যারপরনাই  
করিলেন এবং “আমি কৃতার্থ হইলাম” “আমি ব্রহ্ম” এরূপ  
বলিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদাসের সঙ্গে সঙ্গে বহু  
বৈষ্ণব আচার্য-মতাবলম্বী হইলেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৬৫

কর্মহীন বৈষ্ণব-নম্রদায়ের সংস্কার ।

অতঃপর কর্মহীন বৈষ্ণব-নম্রদায়ভুক্ত “নামতীর্থ” নামক এক  
 ব্রাহ্মণ, আচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ইনি আচার্য্যকে  
 সন্তোষিত করিয়া বলিলেন—“প্রভো ! আমাদের মত শ্রবণ করুন ।  
 এই মত সহস্রমুখে কণিপতি অনন্তও খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন ।  
 অতএব—এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় । মোক্ষদাতা কেবল গুরুই হন । যেহেতু  
 গুরুই শিষ্যের জন্ত ভগবানের নিকট মোক্ষ প্রার্থনা করিলে ভগবান  
 দেহাকে মোক্ষদান করেন । অতএব আমাদের আর পুনর্জন্ম হইবে  
 না । আমি জীবমুক্ত । আপনিও কর্মহীন ও মোক্ষার্থী হইয়া বিষ্ণুকে  
 সন্তোষিত করুন—মুক্ত হইবেন ।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“সত্য কথাই বলিয়াছ । তুমি  
 কর্মহীন হইয়া যে জীবমুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কিন্তু,  
 নিশ্চিন্দনীয়, কি প্রশংসনীয়—কোনরূপ কার্য্য না করায় কি পিশাচের  
 মত হইতে হইবে না ? বেদোক্ত কর্ম সকল করিয়া তাহার ফল ব্রহ্ম  
 লাভ করিতে হয় । ইহাই জ্ঞানমার্গ । কিন্তু, যেহেতু তুমি কর্মভ্রষ্ট,  
 তুমিই হেতু তুমি বিষ্ণুভক্তও নহ । যিনি নিজ বর্ণধর্ম্ম হইতে বিচলিত  
 না, যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমদর্শী, যিনি কাহাকেও  
 পাপ বা হিংসা করেন না, সেই নিঃশলচিত্ত ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্ত বলা  
 যাইতে পারে । দেখ, ভগবানই বলিয়াছেন—‘শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটী  
 আমার আজ্ঞা । যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সে আমার দ্রোহী ।  
 আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে । শেষে ইহাদের নরকই হয় ।  
 কর্ম করবে’ ” “বিজ্ঞাতিগণের অগ্নিই দেবতা ।” ইহাই শাস্ত্র  
 বাক্য । অতএব কর্মত্যাগ কখনই উচিত নহে । ত্রৈকালিক  
 কর্ম করিলে তিনটি চান্দ্রায়ণব্রত করা আবশ্যক হয়, নচেৎ

দ্বিজ্ঞান থাকে না। “কর্মদ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগদ্বারা মোক্ষলাভ হয়। এই বেদবাক্যও প্রথমে কর্মানুষ্ঠানের বোধক। কর্ম অনুষ্ঠান না করিয়া কাহার ত্যাগ করিবে? অতএব তুমি কর্ম-পরায়ণ হও, পরে কর্ম ত্যাগ হইয়া কর্মত্যাগ করিও।”

আচার্যের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া নামভীরুর মন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি আচার্যের শিষ্য হইলেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অপর বহু ব্যক্তি আচার্যের মত অবলম্বন করিলেন। অদ্বৈততত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ত্রিপুরাধারণ এবং বেদোক্ত পরায়ণ হইলেন। এইরূপে এখানে একমাস কাল অতিবাহিত হইল। আচার্য শিষ্য কুমারস্থান স্বত্রক্ষণ্য দেশাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

স্বত্রক্ষণ্যদেশে অদ্বৈতমত-প্রচার।

অনন্তশয়ন পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সেই বিপুল দিগ্বিজয়বাহিনী সহ পাঁচ দিনে স্বত্রক্ষণ্য দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তরূপী কার্তিকেয় মূর্তি পূজিত হন। আচার্য শিষ্য কুমারস্থান নদীতে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চনা করিলেন। একটি নির্জন স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। এবং অপরাপর লোক সকল দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আচার্যের নির্জনপ্রিয়তা বুঝিয়া কখনই নিকটে থাকিতেন না, সেজন্য দূরে অবস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাসের আচার অনুসারে আচার্য নিত্যই কষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডকমণ্ডলধারণ এবং সর্বাঙ্গে বিভূতিলেপন করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেব হইয়া শোভা ধারণ করেন। এখানে আজ আচার্য এই ভাবে আছেন, এমন সময় হিরণ্যগর্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত কতকগুলি ব্রাহ্মণ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।



হিরণ্যগর্ভোপাসকগণের সংস্কার ।

এই সকল হিরণ্যগর্ভোপাসক ব্রাহ্মণগণ আচার্য্যের এই অপূর্ব রূপ দেখিয়া ভাবিলেন যেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাঁহারা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো ! আমরা মনুষ্যলোংপন্ন দ্বিজ । আমরা মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত সদাচার ও ব্রহ্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি । হিরণ্যগর্ভের পূজা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়া স্বৈর্য্য লাভ করিয়াছি । দেখুন—এই হিরণ্যগর্ভই সকলের মধ্যে বর্তমান ছিলেন । ইনি ভূতপতি, পৃথিবী ও স্বর্গের সদা আধার, সর্বকর্তা, সর্বপালক ও সকলের লয়কর্তা, নিখিলোত্তম ও সর্বাধিক মাননীয় । ইনিই নিজ বাহুদ্বয় হইতে বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করিয়াছেন । ইনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । এই ব্রহ্মার লয়ই মোক্ষ । আমরা ইহার ভক্ত এবং জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠ । আমরা এজ্ঞ আমরা ক্রয়ুগলের মধ্যে কমণ্ডলুচিহ্ন ধারণ করি । আপনাকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম ।”

হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ এইরূপ নানা বেদবচনদ্বারা হিরণ্যগর্ভের রূপ বর্ণনা করিয়া আচার্য্যকে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । আচার্য্য তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—“আপনারা হিরণ্যগর্ভ সঙ্কে যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু বেদে আছে—হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মাদি ভূত সকল যাহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাকে জানিলে মুক্তি হয় । আর তাঁহার জ্ঞানের কারণ—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন । ইহারই দ্বারা মুক্তি হয় । এজ্ঞ পদার্থসমূহের যে লয় তাহা মোক্ষ নহে । ইহা কামাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে অল্পকালেই জ্ঞানোদয় হয় ।

আচার্য্যের মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা নিজেদের

ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং চিহ্নধারণ পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের শিষ্যত্বস্বীকারপূর্বক শুদ্ধ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলেন।

বহ্নিমতাবলম্বিগণের সংস্কার।

ইহার পর বহ্নিমতাবলম্বী কতকগুলি লোক আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“স্বামিন্! আমরা বহ্নিমতানুবর্তী। বেদমধ্যে অগ্নিকে বেদমধ্যে প্রথম বলা হইয়াছে। অগ্নিই দ্বিজগণের দেবতা। ইহার উপাসনা করিয়া মুক্ত হইন, ইনি পাপহারী এবং অলম্বী। বেদমধ্যে অগ্নিদেবতার শ্রেষ্ঠতান্বন্ধে এইরূপ বিস্তর প্রমাণ আপনারাও ইহারই উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হউন।”

ইহাদের কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“দেখুন! বহ্নি দেবতার মধ্যে অধম, বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণ তন্মধ্যবর্তী। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অগ্নি কশ্মের দেবতা এবং তিনি দেবতাগণের প্রদান করেন। আর অগ্নিকে যে কারণ বলা হয়, তাহা ভৌতিক লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অতএব বহ্নিসাধ্য যে সমস্ত কৰ্ম আপনারা তাহাদের অন্তর্গত এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মপরাশ্রয় হউন, তাহা হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।”

আচার্যের এই বাক্যে তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইল। তাহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া সকলেই অদ্বৈতমত গ্রহণ করিলেন।

স্বর্ঘ্যোপাসকগণের সংস্কার।

অতঃপর “স্বহোত্র” এবং “দিবাকর” নামক দুইজন, স্বর্ঘ্যোপাসকগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, নিজ দলবল সহ আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বহোত্রের দলভুক্ত ব্যক্তিগণ রক্তপুষ্পের মালাধারণ করিয়া ছেন এবং দিবাকর ও তাহার শিষ্যগণ পূর্ণগুণলাকার তিলক



করিয়াছিলেন। অনন্তর দিবাকর আচার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে গিলেন—“প্রভো ! আমাদের মত শ্রবণ করুন।”

“দেখুন, বেদমধ্যে সূর্য্যাকে সর্ব্বলোকের চক্ষুঃ বলা হইয়াছে। তিনিই ব্রহ্মাদিরূপেরও সৃষ্টিস্থিতির হেতু। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। অতএব আদিত্যই ব্রহ্ম। শাস্ত্রে আছে—এই সূর্য্যের উপাসকগণ মস্তকে রক্তচন্দন লেপন করিবে, গলে রক্তপুষ্পের মালা ধারণ করিবে। মোক্ষার্থী ব্যক্তির এই সূর্য্যদেবকে আরাধনা করা উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে আবার ছয়টি সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়—উদীয়মান সূর্য্যমণ্ডলকে সর্ব্বকারণ এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ভজন করেন; দ্বিতীয় সম্প্রদায়—তাঁহাকে আকাশমধ্যস্থ ঈশ্বররূপে ভজনা করেন; তৃতীয় সম্প্রদায়—তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিরূপে গণ্য বলিয়া ভজনা করেন। চতুর্থ সম্প্রদায়—অন্তগামী সূর্য্যকে বিষ্ণুরূপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মক বিশ্বের প্রাণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াক্ষে পূজা করেন। পঞ্চম সম্প্রদায়—সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশাদিযুক্ত যে পুরুষ অবস্থিত তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সেই সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি ঈক্ষণরূপে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে আবার একদল এই রূপ দর্শন করিয়া পাণ্ডাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া অন্নগ্রহণ করেন, অথবা অন্নগ্রহণই করেন না। ষষ্ঠ সম্প্রদায়—তপ্ত লৌহদ্বারা ললাট, বাহ ও কণ্ঠস্থলে মণ্ডলচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যান করেন। ফলতঃ এই সকল রূপেই সূর্য্যের উপাসনা করিতে হয়। গীতা, পুরুষসূক্ত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই সূর্য্যকে পুরুষ বা বিষ্ণু বলা হইয়াছে। ইহার আরাধনা করাই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য।”

সূর্য্যোপাসকগণের এইরূপ নানা কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বলি-

লেন—“ওহে দিবাকর ! তুমি-অতি মূঢ় । এক্ষণে তুমি আমার  
 শুন—দেখ, চন্দ্রমা তাঁহার মন হইতে এবং সূর্য্য তাঁহার চক্ষু  
 উৎপন্ন । এই বেদবাক্যদ্বারা সিদ্ধ হয়—সূর্য্য জন্তুপদার্থ অর্থাৎ  
 বস্তু । বিচারদ্বারা যাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হয়, তাহাকে ব্রহ্ম  
 কিরূপে ? সূর্য্যের ব্রহ্মত্ববিষয়ে তোমরা যে সব শ্রুতি বলিলে,  
 সূর্য্যানিষ্ঠ ব্রহ্মের বোধক । দেখ, ‘ঈশ্বরের আজ্ঞায় এই সূর্য্য  
 করেন, তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্য উদিত হন, যেখানে সূর্য্য প্রকাশ  
 না,’ এই সব শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়—পরমেশ্বরই সকলের  
 তাঁহার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ । অধিক কি, জ্যোতিষ  
 সূর্য্যের উৎপত্তির কথা আছে । ব্রহ্মার দিবাতে আকাশাদি  
 চরাচরের সৃষ্টি এবং রাত্রিতে সেই সমুদয় বিলীন হয় । সূর্য্যাদি  
 সঙ্গে উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হন । এতাদৃশ সূর্য্যকে তুমি ব্রহ্ম  
 জনক বল কিরূপে ? বেদমধ্যে যে সূর্য্যের স্তব আছে, তাহা  
 ব্রহ্মের স্তব জানিও । অতএব পাষণ্ডচিহ্নসকল পরিত্যাগ  
 আচারপরায়ণ হও, পরে শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হইবে।

আচার্যের এইরূপ অনুভবযুক্ত যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 সূর্য্যোপাসকগণ সকলেই আচার্যের শিষ্য হইলেন । অনন্তর এত  
 বাসী অপর সকলেই আচার্যের শিষ্য হইয়া আচার্যের অর্চনার  
 হইলেন । এইরূপে স্বব্রহ্মণ্য দেশে কয়েকদিন মধ্যে আচার্যের  
 বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল । আচার্যের শিষ্যবর্গ ইহা দেখিয়া  
 উপাসক-প্রধান শুভগণবরপুরের উদ্দেশে বায়ুকোণাভিমুখে  
 হইলেন ।

শুভগণবরপুরে তিনসহস্র শিষ্যসহ আচার্য ।

স্বব্রহ্মণ্যদেশে আসিয়া আচার্যের শিষ্যসংখ্যা প্রায় তিন



র পরিণত হইল। শুভগণবরপুরের পথে ইহার শঙ্খঘণ্টাদি নানা-  
বাদ্যসহকারে আচার্য্যের যোগগান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।  
হস্ত করতালি দিয়া, কেহ ময়ূরপুচ্ছ এবং কেহ বা চামর ব্যজন করিয়া  
আচার্য্যের অর্চনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। এতদ্দেশ-  
বাসী বহু বিপ্র ইহা দেখিয়াই আচার্য্যের শিষ্য হইলেন। এইরূপে  
স্বয়ংকদীন পথ চলিয়া আচার্য্য শিষ্য শুভগণবরপুরে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন।

এখানে কৌমুদী নামক একটি নদী প্রবাহিত। ইহার নিকট  
গণপতি দেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির বিরাজমান। আচার্য্য এই  
মন্দিরে স্নান করিয়া অনুচরবর্গের সহিত বিঘ্নবিনাশন গণপতির পূজা  
করিলেন এবং একটি নিরুপদ্রব স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ  
করিলেন।

সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য পদুপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ  
সংগৃহীত হইলেন। ইহাদের উপদেশ শুনিয়া সকলে ইহাদিগকে  
সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ সকলেই পঞ্চদেবতা-  
জ্ঞাপরায়ণ ছিলেন, এজন্য ইহাদিগকে দেখিয়াই সকলে সদাচার শিক্ষা  
করিতে লাগিল। বিপক্ষগণ বিচার করিতে আসিলে ইহারাই সগর্বে  
ইহাদিগের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। সকলের ভরণ-  
সাধনার পদুপাদের কথানুসারে একজন শিষ্য অপর শিষ্যগণের জন্য  
কিছু কার্য্যের তত্ত্বাবধানভার লইলেন। তিনি গুরুপূজা করিয়া  
আচার্য্যকে ভিক্ষাদান করিলে পদুপাদ নিত্য ব্রহ্মার্চন মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক  
সহ শিষ্যগণ সহ বড়রসপূর্ণ ভোজ্য গ্রহণ করিতেন। সায়াংকালে  
শিষ্যগণ আচার্য্যদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া ঢাকার তাল দিয়া।

শিবের স্তব করিতে করিতে নৃত্য করিতেন এবং শ্রান্ত হইয়া আচার্য্যসমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তিদূর করিতেন। শুভগণপতি শিষ্যগণ এইরূপে অপার আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

মহাগণপতি উপাসকগণের নংস্বার ।

একদিন গণপতি-উপাসক কতকগুলি নগরবাসী ব্রাহ্মণ আচার্য্য আসিয়াছেন, এমন সময় সন্ধ্যা হওয়ায় শিষ্যগণ নিত্যকর্মসমাপন বাক্যমনের অগোচর সেই ব্রহ্মস্বরূপের গান করিতে করিতে করিয়া শ্রান্ত হইয়া আচার্য্যসমীপে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্ত গণপতি-উপাসকগণের মধ্যে “গিরিরাজাস্থত” নামক একজন ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন—“একি ! যাহারা দেখিবে, তাহা বলিবে—আপনাদিগের মত ভাল নহে। কারণ, আপনাদিগের ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, আকাশের মত নিরালম্ব ও হ্রস্ব অতএব এরূপ মত অজ্ঞগণকে উপদেশ দিবার যোগ্য কি করিয়া পারে ? এ কারণ, শুভপ্রাপ্তির জন্ত, হে যতিবর ! আপনি আপনার মত অবলম্বন করুন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের মত শ্রবণ করুন।

আমরা মহাগণপতির উপাসক। আমাদের মধ্যে আচার্য্য প্রকার ভেদ আছে। তাহা হইলেও সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য এই নিহিত আছে। এই মতই সকল মানবের শাস্তি ও মোক্ষ। আমাদের মতে গণপতিই নিখিল জগতের মূল কারণ ও নিখিল ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার মায়াবলে জন্মিয়াছেন। সমস্ত লোক এই গণপতি বিদ্যমান থাকেন—ইহা বেদেও কথিত হইয়াছে। ব্যক্তি তুণ্ড ও একদন্তচিহ্নযুক্ত এবং শক্তিসম্বিত এই মহাগণপতি ধ্যান করেন, তাঁহার মূলমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার চিহ্নাদি অঙ্কিত করিয়া তিনিই ব্রাহ্মণ এবং তিনিই অবলীলাক্রমে মোক্ষলাভ করেন।”



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৭৩

ইহা শুনিয়া আচার্য্য সম্মেহে তাহাকে বলিলেন—“ওহে মুঢ় ! ব্রহ্মই  
তত্ত্বের আদি কারণ, তোমাদের গণপতি মহাদেবের পুত্র । তিনি  
করিয়া জগতের কারণ হইবেন ? অতএব ‘গণপতিই মূলকারণ’  
আদি যাহা বলিলে তাহাতে পরমব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হয় । আর  
কি করিয়া মুক্তির কারণ হইবে ? ব্রাহ্মণের লক্ষণ—ব্রাহ্মণ-  
নে জন্ম, শিখাদিধারণ এবং বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠান । চিহ্নমাত্র  
করিলে ব্রাহ্মণত্ব কি করিয়া সিদ্ধ হইবে ?

গিরিজাস্থিত বলিলেন—‘যতিবর ! আপনার কথা সত্য । পরম-  
ই আমাদের উপাস্ত গণপতি—না হয় বুঝিলাম ; কিন্তু ভক্তব্যক্তি  
ধারণ না করিয়া কি প্রকারে অভীষ্টদেবের নিকট যাইবে ?

আচার্য্য বলিলেন—“দেখ, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণত্ব থাকে,  
কিন্তু তাহাতেই কৃতকার্য্য হন । মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ কখন বেদবিরুদ্ধ ও  
অপবিত্রিত কর্ম্ম করেন না । তুমি যে গণপতির চিহ্নধারণ করিবে,  
গণপতি ত তোমার দেহমধ্যে চতুর্দল মূলাধার চক্রে বাস করেন ।  
ব্রহ্মবিজ্ঞানকার ষড়দল স্বাধিষ্ঠানচক্রে ব্রহ্মা বাস করেন । নীলবর্ণ  
মণিপুরচক্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন । পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশদল  
মহত চক্রে রুদ্রদেব বাস করেন । ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্রে  
বায়ু বাস করেন এবং দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রদল সহস্রারে  
বায়ু বাস করেন । এমত অবস্থায় দেবচিহ্নধারণের ফল কি ?  
এই আজ্ঞাচক্রেস্থিত সর্বব্যাপী সকলের প্রেরক, সাক্ষী, নিগূণ,  
অনাম্যরূপ, সর্বাভীত, অখিলোত্তম পরমাত্মার ধ্যান কর, তাহা  
ই তুমি মুক্ত হইবে ।”

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া গিরিজাস্থিতের হৃদয়াক্ষকার বিদূরিত  
হইল । তিনি চিহ্নাদি ত্যাগ করিয়া শিষ্যসমভিব্যাহারে আচার্য্যের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞ পরায়ণ হইয়া আচার্যের সেবা ও শুশ্রূষায় মমোনিবেশ করিলেন।

হরিদ্রাগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার ।

মহাগণপতি-উপাসকগণ আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া হরিদ্রাগণপতি-উপাসক “গণকুমার” নামক একজন আচার্যের নিকট গমন করিলেন এবং নিজ সাম্প্রদায়িক মত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের মতও মহাগণপতি-উপাসকগণের মতের ত্রায়। কেবল গণপতির ধ্যানে ও উপাসনায়। অনন্তর ইনি স্বল্পপূরণ হরিদ্রাগণপতির ধ্যান ও মহিমাপ্রভৃতি কৌতূহল করিয়া বলিলেন—ব্যক্তি এই গণপতির ধ্যান করে এবং দুই হস্তে তপ্তলৌহদ্বারা দুই ও দস্তাকার চিহ্ন অঙ্কিত করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্ত হয়” ইত্যাদি।

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—তুমি যে বলিলে পরমাত্মা কর্তা, ইহা সত্য। গণপতি শব্দে সর্বনামা মহেশ্বরকেই বুঝায়। ও অংশী অভিন্ন বলিয়া রুদ্রপুত্র গণপতিও স্বয়ং পরমাত্মার এবং সর্ববিঘ্নবিনাশনরূপে উপাসনীয় হয়েন। তাহা হইলেও বিপ্রগণের গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করা উচিত। কিন্তু চিহ্নধারণ—বেদ ও পুরাণ বিরুদ্ধ। অতএব তুমি চিহ্নাদি ত্যাগ পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়া গণকুমার হৃদয়ে অপূর্ণ শান্তি করিলেন এবং আচার্যকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া তাঁহার শরণ করিলেন। অনন্তর গণকুমার আচার্যের কটাক্ষমাত্রে পবিত্র করিলেন এবং পরমগুরুর ধ্যান ও পূজাদিনিরত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে লাগিলেন।



উচ্ছিষ্টগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার ।

গণকুমার আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর “হেরষস্তুত” নামক  
জন উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—“যতিবর ! শৈবাগমে ছয়প্রকার  
গণপতি-উপাসকের কথা আছে । ইহাদের উপাস্তদেবতা, যথা—(১)  
হাগগণপতি, (২) হরিদ্রাগণপতি, (৩) উচ্ছিষ্টগণপতি, (৪) নবনীত  
গণপতি, (৫) স্বর্ণগণপতি, এবং (৬) সন্তানগণপতি । ইহাদের মধ্যে  
আমি উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক । এই উচ্ছিষ্টগণপতির বাম অঙ্কে  
দেবী উপবিষ্টা । জীব ও পরমাত্মার যেমন ঐক্য ভাবিতে হয়, তদ্রূপ  
ই দেবী ও গণপতির ঐক্য ভাবিতে হয় । ললাটে কুঙ্কুমচিহ্ন ধারণ-  
কর ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া ইহার ভজনা করিতে হয় । আমিও  
এই করিয়া থাকি । আমাদের এই মতের তুল্য আর মত নাই ।  
মত, এ মতে সকল মানবই এক জাতি । তদ্রূপ সকল স্ত্রীও এক-  
জাতি । যে কোন স্ত্রী-পুরুষের সহিত যে কোন স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-  
রূপে কোন দোষ নাই । “ইনি আমার পতি” এরূপ কোন  
মত নাই । স্বেচ্ছামত স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজন্য আনন্দের নামই মুক্তি ।  
গণপতিই সেই আনন্দস্বরূপ । ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অংশ । অংশ  
অংশী অভিন্ন । কৰ্ম্ম মোক্ষের হেতু নহে । কিন্তু সহিষ্ণুতা-সহকারে  
প্রাপ্ত করিলেই মোক্ষ হয় ।”  
ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখ, সুরাপান, পরস্রীগমন প্রভৃতি  
দ্রব্যে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যে মতে এই সব কৰ্ম্ম  
মতে বলে, সে মত দূর হইতে পরিত্যাজ্য । ‘ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া’  
এ কৰ্ম্মের দ্বারা নয়—ইত্যাদি যে কৰ্ম্মত্যাগের কথা বেদে আছে,  
হা ভবজ্ঞানী সৰ্ব্বপাপশূন্য যতির জন্ম বুঝিতে হইবে । হেরষস্তুত !

তুমি এই ছুট মত পরিত্যাগ কর, পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমুখান অমুষ্ঠানপরায়ণ হও। মূলাধারাди যট্চক্রে গণেশাদি দেবতার এবং “সোহং” এই অঙ্গপা মন্ত্রের জপ কর। তাহা হইলে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে।”

আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া হেরম্বস্বতের মত পরিবর্তিত হইয়া তিনি আচার্য্যের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আচার্য্যের শিষ্য করিলেন এবং আচার্য্যোপদিষ্ট পথে কন্মামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

নবনীত, স্বর্ণ এবং সন্তানগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার।

উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক হেরম্বস্বত আচার্য্যের মত গ্রহণ দেখিয়া নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি এবং সন্তানগণপতির উপাসকগণের মধ্যে প্রধান তিন ব্যক্তি নিজ দলবল সহ আচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই তিন জনের মধ্যে আবার বিদিত ছিলেন তাঁহার নাম “বীরভদ্র”। বীরভদ্র সকলের প্রতি আচার্য্যকে বলিলেন—“স্বামিন্! সমুদয় জগৎ গণপতি সমুদ্ভূত। মোক্ষের জন্য আমরা তাঁহারই ধ্যান করি। শুভার্থীর তিনিই পূজ্য। আপনি কি করিয়া আমাদের দোষারোপ করিতেছেন?”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখ, তোমরা মূর্থ। শাস্ত্র রহস্য কিছুই জান না। এক্ষণে শুন। দেখ, পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি এবং মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া অহঙ্কার সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। তন্মধ্যে গণেশ, কার্তিকেয় ও ভৈরব—ইহারা ব্রহ্মের পুত্র। নিরাকার অধিকার নির্বাহ করায়, ইহারাও পূজার পাত্র। অতএব তুমি সযত্নে মূলাধারাदिচক্রে অবস্থিত গণেশাদি দেবতার ধ্যান করি।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৭৭

র যদি তাহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে শিবাди পঞ্চদেবতার  
পূজাপরায়ণ হইবে ।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়া বীরভদ্রাদি ব্রাহ্মগণ পরমগুরু  
রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্য হইবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করি-  
লেন। অতঃপর তাঁহারা সমস্ত চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত-  
মार्গে পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইলেন ।

ইরূপে একমাসকাল সময়ের মধ্যে শুভগণবরপুরের যাবতীয়  
কি আচার্যের শরণগ্রহণ করিল। দেশময় অদ্বৈতমতের প্রচার হইল।  
কর্তৃপক্ষ ইহা দেখিয়া বুঝিলেন—এ স্থানের কার্য শেষ হইয়াছে। অনন্তর  
তঁহারা আচার্যকে লইয়া উত্তরদিকে কাঞ্চীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাঞ্চীপুরে আচার্য-শঙ্কর ।

শুভগণবরপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে  
কাঞ্চী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তখন পল্লভ-  
শিষ্য রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারা এ সময় উত্তরপশ্চিমে  
মূল্যবান রাজগণের সহিত বিরোধে এতই বিব্রত হন যে, ধর্মরক্ষা বা  
হারা প্রচারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার সময় পাইতেন না। ধর্ম-  
চালক ও রক্ষক কেবল শাস্ত্রসেবী ও দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মগণপণ্ডিতগণ।  
কাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ থাকিলেও  
নই ভগ্নদশাগ্রস্ত। রাজশক্তির সম্যক সহায়তা না পাইয়া সাধারণের  
ভাব বুদ্ধ্যুত ক্রমের শ্রায় দিন দিন মলিন হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম  
ময় ক্রমেই হীনপ্রভ হইতেছে, কেবল জৈনধর্ম যেন উন্নতিশীল।  
বুদ্ধধর্মের মধ্যে কুমারিলের প্রযত্নে কর্মকাণ্ডই প্রসারলাভ করি-  
ছে। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণের মধ্যে এ ভাব নাই। সাধারণ  
দিন দিন ধর্মহীন হইতেছে।

কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা স্বধন্য সহ আচার্য শঙ্কর তিনচারি  
শিষ্য লইয়া কাঞ্চী আসিতেছেন—ইহা শুনিয়া মহারাজ নন্দী  
তঁাহার অভ্যর্থনায় আসিলেন। আচার্য তঁাহাকে আশীর্বাদ  
নগরের বহির্দেশে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই একাত্রকাননে আশ্রয়  
করিলেন, রাজার আর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না।

কাঞ্চীরাজ আচার্যের এই বিরক্তভাব দেখিয়া নিতান্ত  
হইলেন এবং আচার্যের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—“য  
যখন যাহা আবশ্যক হইবে, অসংকোচে তাহা আদেশ করিবেন,  
তাহা অনুষ্ঠিত হইবে। আপনার এবং আপনার অনুচরবর্গের  
কোনরূপ অসুবিধা না হয় ইহাই আমার প্রার্থনা।”

আচার্য কাঞ্চীরাজের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তঁাহাকে  
করিয়া বিদায় দিলেন।

কাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবীর প্রতিষ্ঠা।

এখানে আসিয়া আচার্য প্রথমেই তান্ত্রিকগণের প্রাধান্য বে  
করিলেন। তিনি তাহাদের সংস্কারকামনায় ভগবতী  
দেবীর এক যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং শ্রুতিসম্মত পূজার  
করিয়া কাঞ্চীরাজকে তদুপরি মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণের আদেশ  
তান্ত্রিকগণ পবিত্রতা-সহকারে শক্তিপূজারই প্রচার হইতেছে  
আর আচার্যের বিরোধী হইলেন না। প্রত্যুত তঁাহারা  
অনুগামীই হইলেন।

শিবকাঞ্চীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

শিবকাঞ্চীতে ভগবান্ ভবানীপতি স্বকীয় পৃথিবী-মুণ্ডিতে  
আবির্ভূত হন এবং তদবধি অস্বরেশ লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হই  
ইহার মন্দিরের দুরবস্থা এবং সেবার অব্যবস্থা দেখিয়া আচার্য



শঙ্করদেবের জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারিদিকে ব্রাহ্মণপন্থী  
 প্রতিষ্ঠিত হইল। মন্দিরেরও সংস্কার হইতে লাগিল। এইরূপে অচিরে  
 বিষ্ণুকাঞ্চী একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল।

বিষ্ণুকাঞ্চীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

বিষ্ণুকাঞ্চীর অনতিদূরে বিষ্ণুকাঞ্চী। এখানে বরদরাজ বিষ্ণু  
 পূর্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় ইহারও দুর্দশা  
 দেখে। কাঞ্চীর রাজগণ পরমধার্মিক হইলেও চালুক্যবংশীয় রাজগণের  
 সহিত বহুদিন হইতে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় এই সব দেবস্থানের প্রতি  
 যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। আচার্য্য এই বরদরাজেরও  
 পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার  
 শিষ্যদিগকে স্থানের ব্যবস্থা করিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ  
 করিলেন। এইরূপে ইহাও ক্রমে একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল।

আচার্য্য অদ্বৈতবাদী হইয়াও উপাসনার জন্ম দেবপূজার যেরূপ  
 ব্যবস্থা এই কাঞ্চী নগরীতে করিলেন, তাহাতে উপাসক-সম্প্রদায়ের  
 অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে ভ্রান্তি বিদূরিত হইল। অদ্বৈতবাদী হইলে উপাসনাদি  
 নিষ্করোজন এই ভ্রান্তির বশেই বহু লোকে অদ্বৈতমতের আদর কবে  
 না। এক্ষণে কাঞ্চীবাসীর আর সে ভ্রান্তি থাকিল না। সকলেই  
 অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়াই ভগবানের ও ভগবতীর সেবায় তৎপর  
 হইলেন। বৌদ্ধ ও জৈনগণ একরূপ নিষ্প্রভ হইল।

তাম্রপর্ণাতটবাসী দ্বৈতবাদিগণের সংস্কার।

কাঞ্চী হইতে কিছু দূরে তাম্রপর্ণী নদী প্রবাহিত। এই সময়ে  
 তাহার তীরে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বাস ছিল। এইবার  
 তাহারও আচার্য্যদর্শনে আসিলেন। ইহারা সকলেই ভেদবাদী।  
 কিন্তু ইহারা আসিয়াই আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“স্বামিন্!

এই লোকে দেহাদিভেদ প্রত্যক্ষ, শাস্ত্রেও বিশেষ বিশেষ কর্তব্য এবং বিশেষ উপাসনার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকপ্রাপ্তির কথা আছে, ইহা ভেদ মিথ্যা কিরূপে হয়? প্রত্যুত ভেদকে সত্যই ত বলিতে হইবে।

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“হে দ্বিজগণ! আপনারা জানিয়া না জানিয়া এইরূপ বলিতেছেন। দেখুন, শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—“যখন সকলই আত্মা হয় তখন কাহার দ্বারা কিসে দেখিবে?” “সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সেই আত্মা অনুপ্রবেশ হইয়াছে। “এই জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়া ইত্যাদি। ইহাতে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদই ত সিদ্ধ হয়।”

“যদি বল বেদমধ্যেই আছে—‘কত দেবতা’ অনন্তর এইরূপ পর উত্তর আছে ‘তিনটি দেবতা,’ ‘তিন শত দেবতা’ ‘তিন দেবতা’ ইত্যাদি। এইরূপে ত দেবতার বহুত্বই বলা হইয়াছে। তাহা হইলেও ‘একই দেব, ইনিই প্রাণ’ এইরূপ বলায় এবং ‘আমি বহু হইয়া জন্মিব’ এইরূপ উক্ত হওয়ায় বহুত্ব একত্বের ও একমাত্র আত্মাই সত্য—ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং দেবতাপ্রভৃতির মধ্যে পরমার্থভেদ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা মুক্ত হউন।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মগণ অদ্বৈতমতের বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা সকলেই তখন অদ্বৈতমত করিলেন। আর তাহার ফলে এই দেশে সর্বত্র অদ্বৈতমতের হইল। এইরূপে আচার্য এক মাসকাল এই কাঞ্চীক্ষেত্রে করিয়া আত্ম দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বেঙ্গটাচলে আচার্য শঙ্কর।

কাঞ্চী হইতে আত্মদেশে যাইতে হইলে মধ্যে



বেঙ্কটচলে তীর্থ পতিত হয়। বেঙ্কটচল সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চ পার্শ্বভূমির উপরে অতিবিদ্যুত ভূখণ্ড। শীতল সমীরণ এই ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক শোভায় যেন অতুলনীয় মনে হয়। নবাগতের নিকট ইহা যেন স্বর্গরাজ্য বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে যে দেববিগ্রহ বিরাজমান তাহা অতি প্রাচীন। যখন কার্যার্থের প্রাধান্য হইয়াছে, তখন তিনি সেই ধর্মের দেবতারূপে প্রসিদ্ধি হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং বেঙ্কটচলেশ কোন্ দেবতা—এই বিবাদ এতদ্দেশবাসিগণমধ্যে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আচার্যের আগমানে বেঙ্কটচলের অধিবাসিগণ আচার্যের নিকট মীমাংসার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্যের কীর্তি-সিঁদুর গুনিয়া উভয়পক্ষই আচার্যের উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। আচার্য এই দেবমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে শিববিগ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। সুতরাং সকলেই বেঙ্কটচলেশকে এখন ইতে শিবমূর্তি বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এরূপে বেঙ্কটচলে শিবের পূজা প্রবর্তিত করিয়া আচার্য এখান হইতে উত্তরপশ্চিম কোণে বিদর্ভরাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিদর্ভ-রাজধানীতে আচার্য শঙ্কর ।

বেঙ্কটচল হইতে আচার্য শিষ্য বিদর্ভরাজধানীতে আসিলেন। এখানে এ সময় চালুক্যবংশের বিজয়াদিত্যের রাজত্ব। রাষ্ট্রকূটরাজ তীর্থ ইন্দ্র, নাসিকের নিকট ময়ূরখণ্ডী প্রভৃতি স্থানে ইহাদের নামতঃ মন্দির খাঙ্কিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। ইহার পুত্র সাহসতুঙ্গ চালুক্যগণের বাদামীনগরী অধিকারের জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভৈরবতন্ত্রাবলম্বী বহু ছোট লোকের বাস। বেদোক্ত প্রাকলাপ প্রায় লুপ্ত বলিলেই হয়।

বিদর্ভরাজ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে আচার্যের অভ্যর্থনা করিয়া এবং সশিষ্য আচার্যের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আচার্যের কীর্তিকলাপ এবং মতবাদপ্রভৃতি শুনিয়া তিনি নিজ প্রজাবর্গের সংস্কারবাসনায় ভৈরব-তত্ত্বাবলম্বিগণের অত্যাচারে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

আচার্য পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ ! বিদর্ভরাজের হইতে অবগত হইলে ? এক্ষণে যথাশক্তি তোমরা ইহার প্রতিবন্ধন করিবে। এদিকে আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া ভৈরবমতাবলম্বিগণ আচার্যের দর্শনে নিত্যই আসিতে আরম্ভ করিল। পদ্মপাদপ্রভৃতি তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়া দিলেন।

এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে আচার্য কর্ণাট দেশে উজ্জয়িনী নগরসমীপে বহু ছুষ্ঠ কাপালিকের বাদ। বেদোক্ত ধর্মের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত। সমগ্র ভারতে কুলের ইহারাই নেতা। ইহাদের যিনি প্রধান তিনিই রাজ্যের রাজা। ইহা শুনিয়া পদ্মপাদ আচার্যকে বলিলেন—“তুমি তব সেখানে একবার যাওয়া আবশ্যিক”। আচার্যের আর আপত্তি কি ? তিনি সদাই প্রস্তুত।

আচার্য কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া বিদর্ভরাজ আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—“ভগবন্ সেখানে তথায় যাইলে আপনাদিগের বিপদ ঘটবে। উহা পক্ষে এক প্রকার অগম্য স্থান। সেখানকার কাপালিকগণ উপর ভীষণ ঈর্ষান্বিত। মহৎ-লোকের সহিত বিবাহ তাহারা বড়ই উৎসাহান্বিত। তাহারা সে দেশের একপ্রকার



ক'র সহস্র সশস্ত্র কাপালিক সৈন্য তাহাদের রক্ষক । আপনারা সেখানে  
 "বসিবেন না ।"

স্বধ্বারাজ সেই স্থলেই উপস্থিত ছিলেন । তিনি সেই কর্ণাট  
 উজ্জয়িনীর রাজা, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শাসন করিতে  
 চেষ্টা করেন নাই । কারণ, তাহারা যাহাই করে, ধর্মের নাম দিয়াই  
 করে । ধর্মের বিরুদ্ধে রাজশক্তি 'প্রয়োগ করা' রাজাদিগের স্বভাব  
 নহে । এজন্য স্বধ্বারাজের রাজ্যে তাহারা নিরাপদে বাস করিয়া  
 আসিতেছে । এক্ষণে বিদর্ভরাজের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—  
 "ভগবন্! আমি যতক্ষণ রহিয়াছি ততক্ষণ আপনাদের কোনরূপ  
 ভয়ের কারণ নাই । আমি সসৈন্যে আপনাদিগের অনুগমন  
 করিব" ।

আচার্য্য স্বধ্বারাজের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না । ঔদাসীনা-  
 য় মৌনই তাঁহার নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিল । বিদর্ভরাজ  
 তাহা দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না । স্বধ্বারাজ যেন একটু লজ্জিত  
 হইলেন । অনন্তর আচার্য্য পদুপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—  
 "তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন চল, একবার সেস্থলে যাওয়া  
 হইউক ।"

কর্ণাট উজ্জয়িনীদেশে আচার্য্য ।

বিদর্ভরাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য সেই দিগ্বিজয়-বাহিনী  
 কর্ণাট উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । যাহারা তীর্থদর্শনা-  
 উপপ্রায়ে আচার্য্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ  
 কাপালিকের ভয়ে আর আচার্য্যের অনুগমন করিলেন না ।  
 স্বধ্বারাজার রাজধানী এই কর্ণাট উজ্জয়িনীর নিকটে কাপালিকগণ  
 একটা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল । আচার্য্য

অন্য কোথায় না বাইয়া তাঁহাদেরই রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।  
স্বয়ং অভয়স্বরূপ তাঁহার আবার ভয় কি ?

কাপালিকরাজ ক্রকচের উদ্ধার ।

কাপালিকগণের গুরু “ক্রকচ” তাঁহাদের রাজা । তিনি পূর্ণ  
প্রস্তুত হইয়াছিলেন । এক্ষণে আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া  
কতিপয় অনুচর সহ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।  
ক্রকচের সর্বাদ্র শ্রমশানের ভস্মদ্বারা পরিলিপ্ত । এক হস্তে নরকপাল  
অপর হস্তে পরশুযুক্ত শূল ; পরিধানে কোপীন ও রক্তবর্ণ বস্ত্র  
দেখিলে সহজেই ভীতির সঞ্চার হয় । অনুচরবর্গের মূর্তি ক্রকচ  
অনুরূপ—যেন সাফাৎ যমকিঙ্কর !

ক্রকচের প্রকৃতি এমনই ভীষণ যে শাস্তমূর্তি আচার্যকে  
তাঁহার কোনরূপ পরিবর্তন হইল না । না হইবার কারণ আর  
নয়, বোধ হয় ক্রকচ নিজ সাধনায় সিদ্ধ ও নিজভাবে পূর্ণ  
তিনি সগর্বে আচার্যকে বলিলেন—“ওহে ! তুমি ভস্ম ধারণ করি  
ভালই করিয়াছ, কিন্তু পরম পবিত্র নরকপাল ত্যাগ করিয়া  
মুম্বয় ধর্পর বহন করিতেছ কেন ? এবং আমাদের গুরু ভৈরবের  
উপাসনা কর না কেন ? ক্রোধিরাক্ত নরমুণ্ডরূপ কমল এবং মন্ত্রদ্বারা  
অর্চিত না হইলে এবং নিজানুরূপা কমলাক্ষী উমারূপিণী  
আলিঙ্গিতদেহ না হইলে কি করিয়া ভৈরব সন্তুষ্ট হইবেন ?”

ক্রকচের এইরূপ অশ্লীল বাক্য শুনিয়াও আচার্য নীরব  
রহিলেন । তাঁহার স্বভাবমূলভ প্রসন্নগম্ভীর ভাবের কোন  
হইল না । শিষ্যগণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি  
লাগিলেন । ইহা দেখিয়া স্বধন্যরাজ কুপিত হইয়া নিজ  
বলিলেন—“এই দুরাচারকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দাও।”



ক্রকচ ইহা শুনিয়া মুখমণ্ডল ক্রকটিকুটিল করিয়া ওষ্ঠাধর কম্পিত  
করিতে শাণিত পরশু উত্তোলনপূর্বক বলিলেন—“যদি আমি  
তাহারা তোমাদের মুণ্ডচ্ছেদ না করি, তাহা হইলে আমার নাম ক্রকচই  
হইবে।” এমন সময় সুধম্বরাজের অন্তরবর্গ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া  
ক্রকচ অন্তরসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

অনতিদূরে ক্রকচের বহু শিষ্য উপস্থিত ছিল । তাহারা ক্রকচের  
অপমানবার্তা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং কাপালিক-  
রূপে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল । ইহাতে কাপালিক সৈন্য ভীষণ তর্জ্জন  
করিতে আরম্ভ করিল । ক্রকচ অদূরে আসিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত  
আচার্য্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অন্যদিকে  
সুধম্বরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন ।

শিষ্যগণ যুদ্ধোত্তম কাপালিক সৈন্যসহ ক্রকচকে আসিতে দেখিয়া  
তও ব্যাকুল হইলেন । আচার্য্য পূর্ববৎ নীরব ও নিশ্চল । তাহার  
নিরপ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নাই । কিন্তু শিষ্যগণের ভাব দেখিয়া  
সুধম্বরাজ কতকগুলি সৈন্যগণকে কাপালিক সৈন্যের গতিরোধ করিবার  
নিষেধ দিলেন এবং কতকগুলি সৈন্য লইয়া অন্যদিকে কাপালিক  
সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । সুধম্বরাজ স্বরাজ্যে আসিতেছেন  
সময় তাহার অমাত্যবর্গ বহু সৈন্যসহ পশ্চিমধ্যেই তাহাকে অভ্যর্থনা  
করিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং সুধম্বরাজের যুদ্ধায়োজন করিবার  
সময় কালবিলম্ব হইল না । মুহূর্ত্তমধ্যে উভয় সৈন্যের মধ্যে  
যুদ্ধ সংঘর্ষ হইয়া গেল । উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হতাহতও হইল । \*

কিন্তু সুধম্বরাজ আচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্ত নিজ হস্তারম্ভমুখিত অনল  
কর কাপালিক সৈন্যকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন ।

ক্রকচ ইহা দেখিয়া নিজ সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন এবং পরিত্যাগ করিয়া কয়েকজন মাত্র অনুচর সহ আচার্যের আসিতে উদ্ভূত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজসৈন্য আর কিছু না। ক্রকচ অবাধে আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“রে ছুষ্ট! তুমি এখনই ক্ষমতা দেখ, এখনই আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দিতেছি।”

এই বলিয়া ক্রকচ করতলে নৃকপাল রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া কক্ষকাল ধ্যান করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৃকপালটা ঘনিষ্ঠ হইয়া গেল। ক্রকচ তখন অর্ধেক মদিরা পান করিয়া নৃকপাল রাখিয়া সংহারভৈরবকে স্মরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সংহার বিকট অট্টহাস্য করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। গলায় নরকপাল মালা, অনলশিখার মত প্রদীপ্ত জটাভার লম্বা ত্রিশূল, অঙ্গজ্যোতিতে চারিদিক যেমন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ক্রকচ সংহারভৈরবকে প্রণাম করিয়া আচার্যকে বলিলেন—“ভগবন্! এই ব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর করিতেছে, আপনি আমাদের উপর কৃপা করিয়া ইহাকে বধ করুন।”

আচার্যও ভৈরবকে দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এক্ষণে স্তবশেষে প্রণাম করিয়া আমূলবৃন্তান্ত নিবেদন করিলেন।

আচার্যের কথা শুনিয়া সংহারভৈরব ক্রকচকে বলিলেন—“ক্রকচ! স্বয়ং শঙ্কর ছুষ্ট ব্রাহ্মগণকে দণ্ড দিবার জন্য করিয়াছেন। তোমরা সকলে তাঁহার পূজা কর।” আচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“হে শঙ্কর! তুমি যাহা তাহা আমারই কার্য জানিবে। কলি প্রবল হওয়ায় এই সকল



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৮৭

আচারী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই সকল কাপালিকগণকে  
নাচারপরায়ণ কর। আমি মন্ত্রবদ্ধ হইয়া তোমাদের প্রত্যক্ষ  
স্বাক্ষর, ধর্মতঃ হই নাই জানিও।”

মহারভৈরব এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ক্রকচপ্রমুখ  
কাপালিকগণ ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে  
গিয়া আচার্যকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ  
করিলেন। \*

ব্রাহ্মদেব আচার্য, ইহা দেখিয়া পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণকে  
বলিলেন—“পদ্মপাদ! তোমরা ইহাদিগের বিশুদ্ধির ব্যবস্থা কর।”  
আচার্যের আদেশ পাইয়া পদ্মপাদ তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা  
করিয়া প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দনা, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং পঞ্চদেবতার  
সেবা প্রবৃত্ত করিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে ভারতে কাপালিকপ্রাধান্য অন্তর্হিত  
হইল। কাপালিকগণ আচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গেল। তথাপি  
আচার্যপ্রণীত প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্রই ইহাদের প্রধান অবলম্বনীয় হইল।

উন্মত্তভৈরব নামক ছুট্টের তিরস্কার।

ক্রকচের পরাভব হইবার পর আচার্য কর্ণাট দেশের নানাস্থান  
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন একস্থানে উন্মত্তভৈরব নামক  
ভীষণাকৃতি কাপালিক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।  
উন্মত্তভৈরব ক্রকচের রাজ্যে বাস করিলেও একটু স্বাধীন ভাবেই  
বাস করিত।

ব্রাহ্মদেব—ভৈরব ক্রকচের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রকচকে বলেন যে, তুমি শঙ্করের  
শিষ্য করিয়া আমার নিকটেই অপরাধ করিয়াছ এবং ইহা বলিয়াই তাঁহার  
শাস্তি করেন।

উন্নত্তভৈরব আচার্যকে দেখিয়া বলিল—“প্রভো ! যদি কামতে কোন ক্রটি থাকে, তাহা হইলে কোথাও কোন কলই নাই।” বলিয়া সে ব্যক্তি যুক্তিসহকারে নিজ মত বলিতে লাগিল। যথা—জাতিভেদ নাই, পাপপুণ্য নাই, গম্যাগম্য বিচার নাই, খ্যাতিখ্যাত নাই, স্বেচ্ছামত স্ত্রীসঙ্গই পরম আনন্দ, ইহাই ভৈরবের স্বরূপ দেহনাশই মোক্ষ, ইত্যাদি।

ইহা শুনিয়া আচার্য তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে উন্নত্তভৈরব যাহা বলিল, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইল। উন্নত্তভৈরবের পিতা সুরাকর দীক্ষিত। তাহার মাতা সেই সুরাকর কন্যা এবং বারবনিতা বৃত্তি তাহার অবলম্বন। সুরাপান ও ব্যবসায় দীক্ষিতের কার্য ছিল। দেবগণ নাকি সর্বদা তাহার থাকিতেন, ইত্যাদি। উন্নত্তভৈরব এইরূপে আত্মপরিচয় আচার্যকে তাহার পূজা করিতে বলিল। ধুষ্টতার চরম হইল।

আচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ ধীরভাবে এই সব কথাই অনন্তর আচার্য তাহাকে বলিলেন—“দেখ, আমি ব্রাহ্মণগণের সাধন করিবার জন্ত আসিয়াছি, অতএব তুমি স্বস্থানে গমন কর। আচার্যের এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ তাহাকে সেইস্থান হইতে গ্রহণ করিতে বলিলেন। অগত্যা উন্নত্তভৈরবের আর আচার্য শিষ্য করা হইল না। সর্পদষ্ট অঙ্গুলি যেমন ছেদন করিয়া তদ্রূপ অতিশয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করাই উচিত।

জনৈক চার্বাকের পরিবর্তন।

কর্ণাটদেশে এ সময় দুষ্ট মতের অভাব ছিল না। সহিত বিচার করিবার মানসে একদিন এক চার্বাক আসিয়া হইলেন। তাঁহার ধারণা আচার্য যে মত প্রচার করিতেছেন,



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৮৯

কমতের মহা অনিষ্ট হইয়াই আসিতেছে । দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বীকারই  
 ত অনর্থের মূল । এই মত আচার্য্য যে ভাবে প্রচার করিতেছেন  
 তাহাতে ইহা অচিরে সমাজে বদ্ধমূল হইবে এবং ইহাতে মানব-  
 জাতের মহা অকল্যাণ হইবে । তিনি আসিয়াই আচার্য্যকে মুক্তির  
 নকশা দ্বিজ্ঞান করিলেন । কিন্তু উত্তরশ্রবণের পূর্বেই বলিলেন  
 “আচ্ছা, অগ্রে আমাদের মতটী শ্রবণ করুন, পরে আপনার কথা শুনা  
 যাইবে ।” এই বলিয়া চার্কাক বলিতে লাগিল—“দেখুন ! জীবের  
 এই আত্মা । দেহের নাশই মোক্ষ । পুনর্জন্ম বা স্বর্গ বা নরক  
 ইহা পরলোক বলিয়া কিছুই নাই । সুখই স্বর্গ এবং দুঃখকষ্টই  
 নরক । আর তাহা ইহলোকেই দেখা যায় । প্রত্যক্ষই প্রমাণ,  
 অনুমান ও শব্দপ্রভৃতিকে প্রমাণ বলা যায় না ; যেহেতু তাহাতে ভ্রমের  
 সম্ভাবনা আছে । জীবের ভেদ স্বীকার করিলেও রূপবিহীন বলিয়া  
 চাক্রকের মত তাহার গমনাগমন সম্ভবপর নহে, ইত্যাদি ।”  
 ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখ, অলৌকিক বিষয়ে  
 প্রমাণ, আর সৃষ্টির বাহ্য মূল তাহা সেই অলৌকিক তত্ত্বই হয় ।  
 সৃষ্টির মূল যে অলৌকিক আত্মতত্ত্ব তদ্বিষয়ে বেদই প্রমাণ ।  
 আত্মা যে দেহভিন্ন তাহা অনুভবরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ।  
 হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে আমি পদবাচ্য আত্মা ছিন্ন বলিয়া  
 হয় না, প্রত্যুত আমার হস্তপদাদি ছিন্ন বলিয়াই বোধ  
 হয় । তৎপরে ব্যক্তিবিশেষে সুখদুঃখের তারতম্যবশতঃ পূর্বজন্মের  
 ফল মানিতেই হয় । অগত্যা পরলোকাদিও স্বীকার করিতে  
 হয় । প্রত্যক্ষকারণেও ভ্রমের সম্ভাবনা আছে এবং অনুমানাদির  
 যে বার্থ জ্ঞান হয়, তাহা সকলেই দেখিতেছে । প্রত্যক্ষের  
 সম্ভাবনাসত্ত্বেও যেমন প্রত্যক্ষহেতু ‘প্রমাণ’ হয়, তদ্রূপ অনুমানাদিও

‘প্রমাণ’ হয়। মানবজন্মের পর মানবকে যেমন ভাব  
করিতেই হয়, তদ্রূপ অলৌকিকতত্ত্বের অস্তিত্বপ্রভৃতিও  
করিতেই হয়। মানব নিজে নিজে ভাষা আবিষ্কার করে না।  
এজন্য মূলে কোন সৰ্ব্বজ্ঞপুরুষের নিকট সেই সব শিক্ষা করা  
বলা হয়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করা চলে না।  
না থাকিলে কার্য্য হয় না। হঠাৎ কখন কার্য্য হয় না।  
বশতঃ মানবে ভাষা ও তজ্জাত জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছে, মানব  
পূর্বে সেই ‘কারণে’ ভাষা ও তজ্জাত জ্ঞান অব্যক্তভাবে ছিল।  
কারণ—ঈশ্বর। এজন্য ঈশ্বরে স্থিত যে উক্ত ভাষাদি তাহারই  
বেদ। ইহার প্রামাণ্য অবশ্যস্বীকার্য্য।”

“দেখ, এই বেদে আছে—‘দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মা  
পরমাত্মা চিরমুক্ত, তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি হয়। জ্ঞান  
বাহার কৰ্ম্ম দৃষ্ট হয় তাহারই ব্রহ্মলাভ হয়। দেহ নষ্ট হইলেও  
থাকে, তাহারই পরলোকগতি হয়। শ্রাদ্ধ এবং গয়্যাতে পিণ্ডদান  
জীবের প্রেতত্বপরিহার হয়, ইত্যাদি।’ বাহা হউক দেখিহেঁ  
অতি মূঢ়। যদি কল্যাণ কামনা কর তবে এই মূঢ়বুদ্ধি  
এবং মোন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।”

আচার্য্যের তিরস্কারেও যেন কি মাধুর্য্য থাকিত।  
আচার্য্যের এই সব কথা শুনিয়া স্বীয় বেশভূষা পরিভাষা  
আচার্য্যের চরণযুগলে পতিত হইল এবং তাঁহার শরণ গ্রহণ  
অতঃপর এই চার্ব্বাক আচার্য্যের পুস্তকের ভার বহন করি  
করিল এবং আচার্য্যের সঙ্গে আচার্য্যের পুস্তক বহন করিয়া কাল  
করিতে লাগিল। ঔষধ তিত্ত হইলেও তাহাতে উপকার  
আরোগ্যকামী তাহা ত্যাগ করে না।



জনৈক সৌগতের মতপরিবর্তন ।

চার্ভাকের মতপরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়া এক স্থলকার বৌদ্ধের হইল—তিনি আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৌদ্ধটী বালিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল—“মহাশয় ! আমার বিশ্বাস—এই সব লোক মৃত্যাবশতঃ সর্বদা ধর্ম্মের অনুশীলন করে। ভৌতিক দেহাদির দ্বারা কিছুতেই শুদ্ধি হইতে পারে না। জীব সর্বদা নির্মল। দেহপতনের পর জীব বিমুক্ত হয়। জীব ঋণবশতঃ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে—ইহা মূর্খগণের জ্ঞান ও কল্যাণ। জীবের অদৃষ্টবশেই ইহা লাভ হয়—ইহাও মূর্খের কথা। এই কারণে ঋণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিবে এবং দেহের পুষ্টি সাধন করিবে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার ভক্ষণ করে সেই স্থখী হয়, সেই মুক্ত।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখ, ঋতিশ্রুতিপুরাণাদি সকল ইহাই পরলোকাদির কথা আছে। যে ব্যক্তি ঋণ করে তাহার পুনর্জন্ম নিশ্চিত, তুমি অজ্ঞান ও পাপবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সাধুগণসেবিত পথ অবলম্বন কর।”

সৌগত বলিল—“দেখুন, পূর্বকালে ‘সুগত’ নামে কোন এক মুনি মূর্খ পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণিগণের উপাসনা করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করেন, এজন্ত অহিংসাই পরমধর্ম্ম বলিয়া তিনি আমাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই ভাগ্যপরিবর্তন হয়, ইহাতেই জীব মুক্ত হয়। আমরা তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করি এবং নিজীবে দয়া করিয়া থাকি। ইহাই সকল ধর্ম্মের সার, ইহাই বানদের মত।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখ, বেদোক্ত আচার অবলম্বন ইহাই পরম ধর্ম্ম, বেদোক্ত আচারবিহীন ব্যক্তিমাত্রই পামল। যাহারা

বেদ নিন্দা করে, যাহারা বেদবিবর্জিত, তাহারা ব্রহ্মবীৰ্য্যে হইলেও অন্তিমে নরকে গমন করে। বেদেতে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ পশুহিংসার কথা আছে। তাহার কলে জীবের স্বর্গ হয়। সৰ্ব্বত্রই পশুহিংসা অধর্ম কিরূপে বলা যাইতে পারে? অধর্মই চারু আর ধর্মই স্বর্গ হয়। অতএব তুমি যথাধিকার বেদোক্ত জ্ঞান অবলম্বন কর, তাহাতেই তুমি মুক্ত হইতে পারিবে।”

আচার্যের এইরূপ স্মৃতিষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিয়া নোগত বিসর্জন করিল এবং আচার্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্য করিল। অনন্তর এই সৌগত, আচার্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসীগণের এতই ভক্ত হইল যে, সে তাঁহাদের পাছুকাবহন এবং ভক্ষণ করিয়া শরীরধারণ করিতে লাগিল।

জৈনক দ্বপণকের নতপরিবর্তন।

ইহার পর একদিন “সময়” নামক একজন কোপীনমাত্রাবারি আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার একটা গোলাকার যন্ত্র এবং অপর হস্তে একটা তুরী যন্ত্র। আচার্যকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন—“প্রভো! আমার দক্ষতা কখন। আমি পূর্ণ, আমার নাম “সময়”। আমি এই দুই দ্বারা কালপ্রবর্তক সূর্য্যদেবকে আবদ্ধ করিয়া ত্রৈলোক্যের সকলই বলিতে পারি। আমার মতে কালই পরম দেবতা। এই মত পরমেশ্বরও অগ্রথা করিতে পারেন না।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“তুমি যে কালের কথা বলিছ, আমিও জানি। এক্ষণে তুমি আমাদের নিকটে কিছুদিন অবস্থান করে সময় আসিলে তোমার কথা পরীক্ষা করা যাইবে।” ইহা শুনিয়া আচার্য-সমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৯৩

জনৈক জৈনের শিষ্যসংগ্রহণ ।

একদিন একজন কৌপীনধারী জৈন কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে  
 আচার্যের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার সর্বদা মল-  
 লিপ্ত পরিণতি। মুখে ‘অহিন্ নমঃ’ এই মন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করিতে-  
 ন। শরীরে অস্ত্র কোন চিহ্নাদি নাই, কেবল ললাটে বিন্দু ও পুণ্ড্র  
 বাহ্যেই ছিল। তাহার আকৃতি এমনই ভয়াবহ যে, দেখিলে  
 পিশাচ বলিয়া বোধ হয়। ইনি আসিয়াই আচার্যকে বলি-  
 লেন—“দেখুন, জিনদেবই সকলের মুক্তিদাতা। তিনি সকলের হৃদয়ে  
 বাস করিয়া সহ অবস্থিত। জ্ঞানেই জীবের মুক্তি হয়। দেহের পতনে  
 নির্মলভাবে বিদ্যমান থাকে। মলপিণ্ড দেহ স্নানাদির দ্বারা কদাচ  
 হইতে পারে না। এ কারণ বৃথা স্নানাদিকার্য্য কদাচ কর্তব্য নহে।”  
 জৈনের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“ওহে নির্বোধ!  
 এ কথা বলিতে পার না। জীবের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিনটি  
 আছে। এই তিনটি শরীরের মধ্যে স্থূলদেহ সূক্ষ্মশরীরে এবং  
 কারণশরীরে বিলীন হয়। এই কারণশরীর আবার সচ্চিদানন্দে  
 পায়। এই কারণশরীরই অবিদ্যা। ‘আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন’  
 বুদ্ধিই এই অবিদ্যা। জীব এই অবিদ্যাতেই আবদ্ধ হয়। এইজন্ত  
 বিশ্বের অভেদজ্ঞানে এই অবিদ্যায় নাশ হয় এবং অবিদ্যার নাশে  
 মুক্তি হয়। এই মোক্ষ দেহপাতমাত্র হইলে কিরূপে হইবে?”  
 জৈন আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং  
 শিষ্যগণসহ নিজ বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের শিষ্য হই-  
 ল। অতঃপর পদ্যপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ এই জৈন শিষ্যটিকে সন্তোষিগণের  
 দায়িত্বকর্তব্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে সে ব্যক্তি  
 সন্তোষ হইয়া উঠিলেন।

২৯৪

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

জনৈক বৌদ্ধের মতপরিবর্তন ।

এই ঘটনার পর একদিন “শবল” নামে একজন বৌদ্ধ, অন্য  
সমীপে আসিয়া বলিলেন—“যতিবর ! আপনার বাবতীয় জ্ঞান  
হইয়াছে। মনুষ্যের শৃঙ্গ যেমন অনন্তব, তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা  
অভেদ অনন্তব। আপনি সর্বপ্রধান হইয়া কি কারণে ইহাতে  
হইতেছেন? প্রত্যক্ষ দৃষ্টফল পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত  
ফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন? ইহাতে আপনি দৃষ্টদ্রোহী হইয়া  
না কি? বাহ্য অপ্রত্যক্ষ তাহা শূন্য, তদ্ব্যবসায় ফলকামনা  
আপনার মত নির্জীব বলিয়া বিফল। কিন্তু আমার মতে  
একই ও তাহা চেতন। তিনি অনেক হইয়া হৃদয়প্রভৃতির  
তিনি নিত্যমুক্ত দ্বৈতশূন্য এবং সুখস্বরূপ। এই আত্মা ‘আত্মা  
ভোক্তা ও পরমানন্দরূপ’ মনে করিয়া—যাবৎ স্বীয় অভীষ্ট বর্তমান  
তাবৎ—এই দেহে জীড়া করে, পশ্চাৎ দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়।

বৌদ্ধের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“দেখুন, জৈন  
বিহিত কৰ্ম ও উপাসনার দ্বারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক  
নানালোকে গমন করে, ইহা শাস্ত্রে নানারূপে কথিত হইয়াছে।  
পরলোক অবশ্যস্বীকার্য এবং দেহক্ষয় হইলেই মুক্তি হয় না।  
সর্বভূতে আত্মদর্শন করে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করে, সেই  
ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ইহার অণুথা হয় না।’ এইরূপ বেদ বচনদ্বারা  
ব্যতীত মোক্ষ হয় না—সিদ্ধ হয়। এজন্য পরমাত্মাকে জানিতে  
হয়। কল্লিত জীবভাব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপে সর্বদা  
নাম মুক্তি। অতএব আপনি মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া স্বস্থ হউন।

আচার্যের বাক্যে বৌদ্ধের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া দেহ

শশিষ্ঠ আচার্যকে প্রণাম করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব প্রার্থনা



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৯৫

মল্লপুত্র ইহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ বন্দী, কেহ মাগধ, কেহ বা সূতের  
করিতে লাগিল । সকলেই আচার্য্যের স্তুতিপাঠক হইয়া আচার্য্য-  
সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিল । যাহার যেমন অধিকার আচার্য্যের  
হইয়া সে ব্যক্তি সেইরূপ কৰ্ম্মই নির্বাচন করিয়া লইল ।

এই ভাবে ধীরে ধীরে আচার্য্য কর্ণাটদেশের নানাস্থান ভ্রমণ  
করিলেন এবং সৰ্ব্বত্র অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন ।  
ইতিপূর্বে আচার্য্য কাঞ্চীনগরীতে যখন অবস্থিতি করিতেছিলেন  
তখন আন্ধ্রদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আচার্য্যকে তাঁহাদের দেশে  
ইয়া যাইবার জন্ত আচার্য্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,  
কিন্তু তাঁহারা আবার আচার্য্যকে আন্ধ্রদেশে লইয়া যাইবার  
প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ।

আন্ধ্রদেশ এক্ষণে পূর্বচালুক্যগণের অধীন । রাজমহেন্দ্রীর নিকট  
সম্রাট ইহার রাজধানী । শকীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কীৰ্ত্তিবৰ্ম্মণ প্রথমের  
কুজবিষ্ণুবর্দ্ধন ইহার প্রতিষ্ঠাতা । ইহারই বংশধর জয়সিংহ  
তখন রাজা । এতদেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অহুরোধে আচার্য্য  
কর্ণাটদেশ হইতে পুনর্বার উত্তরপূর্বদিকে যাত্রা করিলেন ।

মল্লপুত্রে কুঙ্করসেবক ব্রাহ্মণগণের সংস্কার ।  
কর্ণাটদেশ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য শিষ্য আন্ধ্রদেশাভিমুখে  
হইতে বাইতে মল্লপুত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে বহু  
ব্রাহ্মণের বাস ছিল । আচার্য্যের আগমনে এই সকল ব্রাহ্মণগণ  
আচার্য্যদর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

আচার্য্য ইহাদের বেশভূষা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ।  
যদিও ইহাদের কারণের বাস্তবিক কোন অভাবই ছিল না । কারণ,  
যদি ভারতে একছত্র নৃপতির অভাবে ভারতের নানাদেশে নানারূপ

২৯৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

আচার ব্যবহার এবং বিবিধ ধর্মমতের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বস্থপ্রধান, সুতরাং এই ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার যে বিশ্বের হেতু হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

আচার্য ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—“আপনাদের ঐহিক কলাপ কিরূপ ?”

ব্রাহ্মণগণ আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো! ‘মল্লারি’ ভগবানের উপাসক। পরমেশ্বর মল্লাসুরকে বধ করিয়া ‘মল্লারি’ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমরা প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিয়া থাকি এবং ভক্তিপূর্বক তাঁহার বাহন কুক্কুরের ভাষার অনুকরণ করি; অধিক কি, তাহাদের মত কণ্ঠে করিয়া থাকি। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে নাট্য বাজ ও প্রভু মল্লারিকে আমরা প্রসন্ন করি। কারণ, সকল কটাক্ষপ্রসূত। এই দৃশ্যমান বস্তুনিচয় তাঁহার গর্তগত এই সর্বদা তাঁহার ধ্যান করি এবং স্থখবাসনা বা অন্য কোন ন।। এরূপ করিবার কারণ, বেদে তাঁহার এবং তাঁহার সর্বময়ত্ব কথিত হইয়াছে। এজন্য ইহার নাম পরমতত্ত্ব। বেদে আছে—“শ্বভ্যো নমঃ, শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ” আছে। আপনারা সকলে আমাদের এই আচার গ্রহণ করুন।”

মল্লারি-সেবক ব্রাহ্মণগণের এই কথা শুনিয়া আচার্য “দেখুন, বেদমধ্যে এক অদ্বিতীয় সর্বসাক্ষী সদ্বস্তু হইতে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তিনিই পরেশ, তিনিই নিজ মাদ সর্বজগৎ বিধাতা। রুদ্র বিরিক্টিপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহারই এইরূপে আচার্য তাঁহাদিগকে অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ বুঝাই



বলিলেন—“দেখুন বাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণদিগের মৃত্তিকাস্নান  
 হয়—তাহার বেশ ও চিহ্নাদিধারণে যে বহু দোষ হয় তাহাতে  
 আর সন্দেহ আছে ? আপনারা এইরূপে বংশানুক্রমে কুকুরের  
 মতভূষাদি ধারণ করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং  
 মাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে নাট্যগীতাদিতে আসক্ত থাকিয়া আপনারা  
 মনুষ্যহারা হইয়াছেন। ‘আপনাদিগকে দেখিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত  
 করিতে হয় ও যৌন থাকিতে হয়’—এইরূপই শাস্ত্রে কথিত আছে।”

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া গল্পারি-সেবকগণ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়  
 আচার্য্যের চরণে পতিত হইলেন। দয়াদ্রুদয় শঙ্কর তাঁহাদিগকে  
 ধ্যান দিয়া পদ্বিপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“দেখ, পদ্বিপাদ !  
 তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণ্যপথের পথিক কর ।”

গুরু-আজ্ঞা পাইয়া পদ্বিপাদাদি শিষ্টগণ, তাঁহাদিগের মস্তক মুণ্ডন  
 করাইয়া নদীতে অযুত স্নান করাইলেন। পরে মৃত্তিকার দ্বারা পরি-  
 শুদ্ধ করাইয়া শতবার স্নান করাইলেন এবং তৎপরে যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত-  
 কৰ্ম্ম করিয়া তাঁহাদিগকে শৌচ ও স্নানাদি ব্রাহ্মণ্যেব কর্তব্য কৰ্ম্ম  
 দিলেন। ইহাতে সেই দেশের ব্রাহ্মণগণ ক্রমে পঞ্চদেবতার  
 পূজা, পঞ্চমহাবজ্র এবং শাস্ত্রাধ্যয়নপরায়ণ হইলেন। আচার্য্যের  
 দ্বারা আজ বহুপুরুষ ধরিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া  
 গেলেন। এইরূপে তিন সপ্তাহকাল সশিষ্ট আচার্য্য এইস্থানে  
 কিরা এদেশে পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

মক্ৰজ্বনগরে বিষক্সেন-উপাসকগণের সংস্কার ।

নরপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য সশিষ্ট পশ্চিমপথে মক্ৰজ্বনগরে  
 গেলেন। নবাগত বহুশিষ্ট চক্কাদি বাত্মসহকারে আচার্য্যের বন্দনা  
 করিয়া নিজ নিজ গুরুভক্তির আবেগ শাস্ত্র করিতে লাগিলেন ।

এই নগরে বিশ্বক্সেনের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ । বিশ্বক্সেনের নারায়ণের সেনাপতি এবং পরম ভক্ত । মন্দিরের পুরোনারী রমণীয় । আচার্য্য তাহার পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পাঠশালা ও নানা গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া কুশাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া “মনোন্নতি” যোগাবলম্বনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ।

এই নগরীতে বহু বিশ্বক্সেনভক্ত বাস করিতেন । সকলেরই প্রায় বাহ্যতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন বিরাজমান । আচার্য্যের পরিচয় পাইয়া একদিন আচার্য্যের নিকট আসিয়া হইলেন এবং আচার্য্যকে কৃতাজ্ঞলিপুটে স্তব করিতে করিতে বলিলেন “প্রভো ! আমাদের মত শ্রবণ করুন । আমাদের এই দেবপুত্র স্তম্ভর । বিশ্বক্সেন আমাদের দেবতা, তিনি অতি পুণ্যপ্রদ । তাঁহার ভক্ত বলিয়া আমাদের যমভয়ও নাই । দেহান্তে সৈন্তগণ আসিয়া আমাদের বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবেন ।”

বিশ্বক্সেনের উপাসকগণের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য “আপনারা এরূপ কথা বলিতে পারেন না । বিশ্বক্সেন একজন ভক্ত । বৈকুণ্ঠে এইরূপ ভক্ত অনেক আছেন । ভক্তের পূজা করা হয়, তাহা হইলে কিরূপে ভগবানের উপাসনা যাহারা বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সপ্তদ্বারের উপাসনা করিবেন । যদি সাক্ষাৎভাবে মুক্তিকামনা থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রোপদেশানুসারে সেই অথও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত নিঃসন্দেহ অভেদ ধ্যান করা আবশ্যক ।”

বিশ্বক্সেন ভক্তগণ আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া পরম প্রসন্ন হইলেন এবং চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুত্যাগ-শাস্ত্রবিহীন অনুরক্ত হইলেন ।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

২৯৯

কামদেবভক্তের মতপরিবর্তন ।

কিছুদিন “কৌঞ্চবিং” প্রমুখ কতকগুলি কামদেব ভক্ত আচার্য্যদর্শনে  
 গমন করেন। ইহারা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো !  
 আমাদের মত শ্রবণ করুন। দেখুন—কামদেবই সকলের হৃদয়ে  
 বসিত, তিনিই স্বর্গাদির কর্তা। সকল লোককেই তিনি বশীভূত  
 করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব যাঁহারা সর্বার্থ কামনা করেন, তাঁহারা  
 তাঁহার পরমাত্মার স্বরূপ সেই কামদেবের উপাসনা করিবেন। কামই  
 তাঁহার স্বরূপ। আর সেই কামস্বরূপ পূর্ণস্বথের লাভই মোক্ষ।  
 নিঃসন্দেহে আপনারা যদি মন্থখোঁসবে পঞ্চশরের চিহ্ন ধারণ করিয়া  
 মনঃপূর্বক সেই অনন্তস্বথে যুক্ত হন, তাহা হইলে মুক্ত হইবেন।”  
 ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আপনারা এক্ষণে কথা বলিবেন  
 না। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কর্তা। সূর্য্যের  
 গতির যেমন প্রভা নাই, তদ্রূপ বিষ্ণুর পুত্র অনঙ্গও পালক নহেন।  
 নিঃসন্দেহে স্বীগণনঙ্গ অথবা স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিবেন—  
 ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব আপনাদিগের মত ভাল নহে।  
 কামদেব যে মোক্ষদান করিবেন—বলিতেছেন, তাঁহার সে শক্তি  
 কি? বরং প্রহ্ম্যই জগতের সৃষ্টিকর্তা ইহাই শুনা যায়।  
 ‘কৌঞ্চবিং’ প্রভৃতি কামদেবভক্তগণ ইহা শুনিয়া আচার্য্যের শরণ  
 করিলেন এবং পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ হইলেন।

পুরীধামে জগন্নাথদেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ।

বহুক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য আন্ধ্রদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ  
 করিতে করিতে কতিপয় কলিঙ্গদেশবাসীর অনুরোধে ক্রমে ক্রমে পুরী-  
 ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় কিছুদিন ধরিয়া কেশরীবংশীয়  
 রাজগণ পুরীধামে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারা কখন মগধের

অধীনতা স্বীকার করিয়া, কখন বা পূর্বচালুক্যগণের অধীনতা  
করিয়া এক প্রকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই আসিতেছিলেন। তাঁহাদের  
যত্নে দেশে বৈদিক ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিলেও 'ধর্মরহস্য' নব  
সম্বন্ধে তাঁহারা কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই।

এখানে আসিয়া আচার্য দেখিলেন—পূর্ববর্তী বৌদ্ধধর্মের প্রচার  
দেশবাসিগণের মনে বিশেষভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। আচার্য  
জগন্নাথদেবের মন্দিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দিক  
বিশাল দিগ্বিজয়বাহিনী সমুদ্রতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নিম্ন  
পাদাদি শিষ্যগণ সমাগত ব্যক্তিগণকে ধর্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া

আচার্য দেখিলেন—মন্দিরে, পূজাদি হয় বটে, কিন্তু কোন  
নাই। ক্রমে শুনিলেন—পূর্বে কোন সময়ে বিধর্মিগণের দ্বারা  
পূজকগণ চিহ্না হ্রদের তীরে একস্থানে জগন্নাথদেবের রত্নপেটিকা  
প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কালক্রমে প্রকৃতস্থান বিস্মৃত হইয়া  
তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় নাই। এজন্য বহু চেষ্টা হইয়াছিল  
কিন্তু সকলই বিফল হইয়াছে। আর সেই কারণে চিরপ্রচলিত  
বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শালগ্রাম শিলা প্রভৃতিতেই  
পূজা হইয়া থাকে। আচার্য স্নান আত্মিক সমাপন করিয়া  
দেবকে মনে মনে পূজা করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট আছেন  
পুরীবাসী কতিপয় ব্যক্তি আচার্যের সমীপে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়া

ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“ভগবন্! জগন্নাথ  
কীটিকলাপের কথা যে রূপে শুনিতেছি, তাহাতে মহাভাগ্যক্রমে  
আপনার দর্শন পাইলাম, এক্ষণে যদি আপনি যোগবলে জগন্নাথ  
রত্নপেটিকা কোথায় আছে, আমাদিগকে বলিয়া দেন, তাহা  
আমরা তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হই।”



আচার্য্য ইহাদিগের সাধু সঙ্কল্প শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং  
 ইহাদিগের নিকট থাকিয়া বলিলেন—“আপনাদিগের যখন একরূপ সঙ্কল্প  
 আছে, তখন ভগবদ্ভিষ্মায় তাহা পূর্ণই হইবে।” এই বলিয়া আচার্য্য  
 ইহাদিগের ধ্যাননিমগ্নভাবে থাকিয়া “হে জগন্নাথ স্বামি! আমার নয়ন  
 ধামী হউন” এইরূপ অর্থযুক্ত একটি মনোমুগ্ধকর স্তোত্র রচনা করিয়া  
 ইহাদিগের নিকট তাঁহার দর্শনপ্রার্থনা করিলেন।

অবিলম্বে আচার্য্যের মানসপটে চিহ্না হৃদের তীরবর্তী সেই রত্ন-  
 পেটিকার বিষ্মত স্থানটি প্রতিকলিত হইল। আচার্য্য তাঁহাদিগকে  
 বলিলেন—“দেখুন, আপনারা যে হৃদের কথা বলিতেছেন, তাহার  
 ইহা যেখানে একটি সর্ক্যাপেক্ষা বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিবেন, তাহারই  
 নিকটস্থ ভূমিকামধ্যে সেই রত্নপেটিকা আছে, খনন করিলেই পাইবেন।”

আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া রাজপুরুষগণ-সমভিব্যাহারে বহুলোক  
 ইহা শুনিয়াই চিহ্না হৃদাভিমুখে প্রস্থিত হইল। তাহারা তথায় যাইয়া  
 তীরবর্তী বৃহত্তম বটবৃক্ষ নির্ণয় করিয়া কিয়দূর খনন করিবার পরই  
 পেটিকা লাভ করিল। পুরীবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল  
 না। তাহারা মহাসমারোহে সেই রত্নপেটিকা লইয়া আচার্য্যসমীপে  
 উপস্থিত হইল। অনন্তর যথারীতি শুভদিনে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাকার্য্য-  
 সম্পন্ন হইয়া গেল। পুরীবাসিগণ জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া ধন্য  
 হইলেন। এ প্রদেশে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও যথেষ্ট ছিল, এই  
 ইহাদিগের পর সে প্রভাব একপ্রকার বিলুপ্ত হইল। অনন্তর আচার্য্য  
 পুরীবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধান্তসম্মত পঞ্চদেবতার পূজা এবং  
 গণেশদেবের প্রবর্তন করিয়া মগধ রাজ্যের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

মগধপুরে কুবের-উপাসকগণের সংস্কার।  
 পুরীধাম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমাভিমুখে পথ

চলিতে চলিতে সশিষ্ট আচার্য্য পরমরমণীয় মগদ দেশে আসিয়া  
হইলেন। বিশাল মগধরাজ্যের ইহা স্তূদ্র দক্ষিণ প্রান্তে  
ইহা 'দক্ষিণ কোশল' নামে অভিহিত হইত। হৈহয়বংশীয়  
এইস্থানে একদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এখানে বহু কুবের-উপাসকের বাস। আচার্য্যের আগমন  
শুনিয়া "কুবের" নামক একজন প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নব্বই  
স্বর্ণপদকধারী কতকগুলি কুবের-উপাসক আচার্য্যের নিকট  
উপস্থিত হইলেন।

আচার্য্য তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুবের  
"প্রভো! কুবেরদেব সর্ববিধ ধনের অতিপতি, স্তূতরাং সকল  
তিনিই স্বামী। আমরা তাঁহার ভক্ত। এজন্য আমাদের  
দুঃখ হইবে না। আর সেই কারণে আমাদের ব্রহ্মরূপ  
বিद्यমান। দেখুন, সংসারের সকল কর্ম অর্থমূলক।  
প্রভুই সেই অর্থদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণকে পালন করেন।  
সকলেরই এই কুবেরদেবের পূজা করা আবশ্যক। যাহারা  
পূজা করে, তাহারা মৃত্যুমতি সন্দেহ নাই।"

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—"আপনাদের বাক্যে কোন  
নাই। কুবের অর্থের প্রধান স্বামী হইলেও অর্থদ্বারা কেহই  
যে ব্যক্তি লোভী তাহার তৃপ্তি কোথায় এবং তাহার ধর্ম্মলাভের  
বা কি? স্তূতরাং কুবেরের উপাসনা করিলে যে মোক্ষ হইবে  
দূরের কথা। অর্থ অনর্থেরই রূপ, এজন্য তাহার ত্যাগ করা  
যে বস্তু পাইলে আর তাহার বিয়োগ হয় না, মোক্ষার্থী সাধুগণ  
সেবা করিবেন। ধনের জন্য কুবেরেই বা সেবা করিতে  
পূর্বজন্মের স্বকৃতি থাকিলেই লোকে ধনাঢ্য হয়।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩০৩

কৃতি-বলে ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ; বিষ্ণু—লক্ষ্মীপতি, শিব—হিরণ্যবীৰ্য্য হয়েন  
ইন্দ্র—সুবর্ণাচলস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কুবেরের ধনে  
বিত থাকেন—এ কথা অতিশয় সাহসনাত্ত। অতএব মহৎ লোকের  
ব্রহ্মাবাক্য আর উচ্চারণ করিবেন না। আপনারা চিহ্নসকল পরিত্যাগ  
করিয়া স্থান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে থাকুন—সর্বদা অদ্বৈতবিচার  
করুন এবং পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হউন।”

আচার্যের এইরূপ স্মৃতিষ্ট বাক্য তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শ করিল; অনন্তর  
ইহারা আচার্যের শরণ গ্রহণ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজাপ্রভৃতি  
বর্জিতকর্ম্মত্যাগে রত হইলেন।

ইন্দ্রোপাসকগণের সংস্কার ।

এই ঘটনার পর একদিন কতকগুলি ইন্দ্রোপাসক আচার্যের নিকট  
গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া  
বলিলেন—“প্রভো! আমরা ইন্দ্রের উপাসক। কারণ, ইন্দ্রই সকলের  
স্রষ্টা ও সৃষ্টিস্থিতিয়কর্ত্তা। দেব যক্ষ গন্ধর্ব্বপ্রভৃতি সকলে তাঁহারই  
উপাসনা করে। ইনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বেদে ইহারই স্তুতি  
হইয়াছে। বামনদেব ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহারই গৃহে সমুদয়  
দেব ও অমৃত বিद्यমান। ইনি যতিগণের শিক্ষক। ইনিই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র-  
সমূহের উদ্দেশে স্বার্থহীন যতিগণকে দান করেন। ইনি সকলের আত্মা,  
নির্লিখিত, পরমাত্মা ও সর্বাভীত। শ্রেয়স্কামী ও মোক্ষার্থীগণের  
সেবা করা উচিত।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“না, আপনারা এরূপ কথা বলিবেন  
‘ব্রহ্ম’ শব্দের জায় ‘ইন্দ্র’ শব্দ নহে। ‘ইন্দ্র’ শব্দ যখন পূর্ণৈশ্বর্য্য  
জননকে বুঝায়, তখন আর বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে বুঝায় না। ‘সদেব’  
ব্রহ্মাদি বেদবাক্যে পরব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। তাহা

হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণুপ্রভৃতির উৎপত্তি। সেই ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জন্ম হইয়াছে। ইন্দ্র জগৎকারণ হইলে নেত্রগণও জগৎকারণ কেন হইবেন না? ব্রহ্মার একদিন—মহাব্রহ্ম পরমেশ্বর হইলে সেই ব্রহ্মার একদিনের চতুর্দশ ভাগপর্য্যন্ত জীবিত থাকেন? এজন্য সর্ব্বলয়ে সচ্চিদানন্দই থাকেন। তাহাকেই প্রতিপাদন করে। তিনিই জগৎকারণ। ভদ্রহরি (ভদ্রপ্রপঞ্চ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বেদরূপ প্রমাণসাহায্যে সেই শুদ্ধ অদ্বৈত নিরূপণ করিয়াছেন। আপনারা সেই শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের ব্রহ্মকরণ, তাহাতেই মোক্ষলাভ হইবে।” আচার্য্যের এই কথা ইন্দ্রোপাসকগণ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তাহারা সকলেই আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা মহাবিজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যমপ্রস্থপুরে যমোপাসকগণের সংস্কার।

মাগধপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য শিষ্যগণসঙ্গে ‘যমপ্রস্থপুর’ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে উপাসক বাস করিতেন। আচার্য্যের আগমনবার্তা শুনিয়া প্রমুখ কতকগুলি যমোপাসক আচার্য্যের নিকটে আগমন করিলেন।

\* এই ভদ্রহরি সম্ভবতঃ ভর্তৃহরি বা ভর্তৃপ্রপঞ্চ। ভর্তৃহরির বাক্যপটীর এখনও পাওয়া যায়। আচার্য্য উপনিষদভাষ্যেও ভর্তৃপ্রপঞ্চকে উল্লেখিত নেত্র বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণও ভর্তৃহরিকে মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিয়া পরিব্রাজক ইংসিং ৬৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণ-গ্রন্থ লেখেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্বে ভর্তৃহরি দেহত্যাগ করেন। কুমারিল, ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত্যেছেন। কুমারিল শঙ্করের যৌবনে বৃদ্ধ। শঙ্করের শিষ্য হরেশ্বর, শঙ্করের তালিকানুসারে, ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এই সব কারণে ৮২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করা হয়। তৎপূর্বে বা ৭৮৮ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩০৫

ইহাদের বাহুতে মহিষ এবং তপ্তলৌহের চিহ্ন, সর্বদাই নৃত্য  
 করিতে উদ্ভূত। “কিঙ্কর” আচার্য্যাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—  
 “স্বামী! আমরা যমের উপাসক। আমাদের মতে যমই সৃষ্টিস্থিতি-  
 র কর্ত্তা। বাহারা যমের উপাসনা করেন তাঁহাদের মুক্তি স্থনিশ্চিত।  
 “স্বামী সোমম্” ইত্যাদি বেদবাক্যে যমকেই বজ্রভোক্তা বলা হইয়াছে।  
 তৎস্বামী পরম ব্রহ্ম। যমের শুক্র ও ক্লম এই দুই মূর্ত্তি আছে।  
 শুক্র তাহাই পরম ব্রহ্ম। “সং শুক্রং তং পরং ব্রহ্ম” এইরূপ শ্রুতিই  
 ইহার প্রমাণ। ইনিই নিগুণ ব্রহ্ম। ইহা হইতে মহত্ত্বপ্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসহ  
 বিবর্ত্ত উৎপন্ন হন। এই রুদ্র হইতে বিষ্ণু নামক ক্লমবর্ণ যম উৎপন্ন  
 হইবার নাভিনরোজ হইতে রক্তবর্ণ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। আর  
 ব্রহ্মা হইতে অষ্টদিক্‌পাল সূর্য্যাদিগ্রহ নন্দয় ও চরাচর জগৎ  
 র হয়। এই যমই লোকশিক্ষার্থ দণ্ডহস্তে মহিষাকূট হইয়া দক্ষিণ-  
 র অধিপতি হন। ভাস্কর দ্বারা যেমন অঙ্গারের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ  
 যমই ইন্দ্রাদিদেবতামধ্যে পরিলক্ষিত হন। এই যমই সত্যস্বরূপ,  
 নৈকান্ত্যমুক্তস্বভাব, ইনিই সকল পদার্থের কারণ। ইহার  
 ই নগুণ। কেহ কখন নিগুণের উপাসনা করিতে পারে না।  
 কারণে আমরা সর্বদা ক্লমবর্ণ যমের উপাসনা করিয়া থাকি।  
 নগুণ যমের উপাসনা করিলে মূল অজ্ঞান নষ্ট হয়। অজ্ঞান নষ্ট  
 হইলে “যমই সর্বময়” এই জ্ঞান হয়। অনন্তর শুক্রবর্ণ যমের রূপাতীত  
 হইবে মোক্ষ তাহাই লক্ষ হয়। আপনারা সকলেই মোক্ষার্থী,  
 যখন অনন্তমানে এই যমের উপাসনা করুন—মুক্তি লাভ করিবেন।”  
 উপাসনাকের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আপনারা  
 কতিবিকল্প কথা কখন বলিবেন না। আপনারা কঠোপনিষদের  
 মত মরণ করুন। তাহাতে দেখিবেন—যম ব্রহ্ম নহেন। মার্কণ্ডেয়

পুরাণে দেখুন—ভক্তবৎসল মহাদেব যমকে পৌড়ন করিয়া  
ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। শিবরাত্রিতে জাগরণের কল  
নামক ব্যক্তিকে যমদূত লইতে পারে নাই। শিবদূতগণ  
বিতাড়িত করেন। অজামিল ‘মৃত্যুকালে’ নারায়ণ নাম কব  
লোকে গমন করেন। যমদূতেরা তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে  
অতএব আপনারা যমকে ব্রহ্ম বলেন কিরূপে? তাহার পর  
কখন মুক্তির হেতু হইতে পারে না। জ্ঞানই মুক্তির হেতু।  
আপনারা চিহ্নসকল পরিত্যাগ করুন এবং এক অদ্বৈত  
হউন। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হয় না, এহেতু  
জ্ঞান বেদোক্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকুন। অনন্তর চিত্ত  
ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে মুক্তিলাভ ঘটিবে।”

আচার্যের এইরূপ স্নেহ যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া যমদূত  
চিত্তে পরম শান্তিলাভ করিলেন এবং আচার্যের শিষ্যত্বধীকার  
অদ্বৈতনিষ্ঠাসহকারে পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞপরাধন

এইভাবে আচার্য এখানে একমাসকাল অবস্থিতি করিয়া  
বাসী যাবতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন

প্রয়াগে আচার্য শঙ্কর।

যমপ্রস্থপুর পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানের মধ্য দিয়া  
শিষ্যগণসমভিব্যাহারে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল  
প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহস্রাধিক শিষ্যসঙ্গে  
তার কোথায় থাকিবেন? নগরের বহির্ভাগে ত্রিবেণীসঙ্গমের  
ক্ষেত্রে সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নগরবাসিগণ এই  
পাইয়া দলে দলে আচার্যকে দর্শন করিবার উদ্দেশে আসিত  
কুমারিল স্বামী মৃত্যুকালে আচার্য একবার এখানে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩০৭

তখন তাঁহার প্রতি নগরবাসিগণের দৃষ্টি এ ভাবে পতিত হয়  
 তখন আচার্য্যের প্রচাররূপ ধর্মবৃক্ষের অঙ্কুরাবস্থা ছিল, আজ সেই  
 কলপুশ্পে সুশোভিত হইয়া অগণিত মানবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে ।

বরুণ, বায়ু, ভূমি ও তীর্থ উপাসকগণের সংস্কার ।

ক্রমে সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণের জিজ্ঞাসা ও বিজীগিষা প্রবৃত্তি  
 হইল। দুই এক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই একদিন  
 “তীর্থপতি” নামক একজন পাশাচিহ্নধারী বরুণোপাসক, “প্রাণনাথ”  
 নামক একজন ধ্বজাচিহ্নধারী বায়ুর উপাসক, “অনন্ত” নামক একজন  
 চিহ্নধারী ভূমির উপাসক এবং “জীবনদ” নামক একজন বিন্দুচিহ্ন-  
 ধারী তীর্থোপাসক নিজ নিজ অনুচরবর্গসহ আচার্য্যের নিকট আসিয়া  
 দ্বিত হইলেন ।

অনন্তর বরুণোপাসক “তীর্থপতি” আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া  
 বলেন—“বতিরাজ ! আপনি আমাদের রমণীয় মত শ্রবণ করুন ।  
 আমাদের মতে বরুণদেব সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত জীবের জীবনদাতা ।  
 ইহার বন্দনা করেন । অতএব সকলেরই বরুণের উপাসনা  
 উচিত ।”

ইহা শুনিয়া বায়ুর উপাসক “প্রাণনাথ” বলিলেন—“বতিবর !  
 আমাদের মতে বায়ুই সকলের প্রাণ, সুতরাং বায়ুদেবতারই উপাসনা  
 বিধেয় ।”

অনন্তর ভূমির উপাসক “অনন্ত” বলিলেন—“মহাঅন্ ! ভূমিই  
 লব আশ্রয়, অতএব ইনিই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং ইহারই উপাসনা  
 উচিত ।”

অন্তিমর তীর্থোপাসক “জীবনদ” বলিলেন—“ভগবন্ ! ষাঁহার  
 আশা করেন তাঁহাদের তীর্থসেবা করাই উচিত । তন্মধ্যে

ত্রিবেণীতীর্থই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রধান । ইহার বিন্দুযাত্র সৰ্ব্বাপেক্ষা  
করে । নারদ বলিয়াছেন—‘ইহার দর্শনমাত্রই মানব মুক্ত হয়’।  
শব্দের অর্থ জল । বেদে আছে—‘আপো বৈ স্থারিদং নরকং’  
সমস্ত জগৎ জলই ছিল । অতএব জলই ব্রহ্ম । এ কারণ ঐহার  
কামনা করিবেন তাঁহারা এই জলেরই উপাসনা করিবেন ।”

এইরূপে ইহার নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত বর্ণন করিয়া  
হইলে আচার্য বলিলেন—“দেখুন ! অনিত্যবস্তুর সেবা করিয়া  
সেই নিত্যবস্তুস্বরূপ যে মোক্ষ সেই মোক্ষলাভ হইতে পারে  
মোক্ষের সাধন আত্মজ্ঞান । অতএব আপনারা মোহ ত্যাগ  
আত্মজ্ঞানের সাধনায় যত্নবান্ হউন । জগতে যত প্রকার জ্ঞান  
তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানেই স্মৃথ অধিক ও শ্রেষ্ঠ । আপনারা আত্মজ্ঞান  
করিয়া অচিরে মুক্ত হউন ।”

আচার্যের বাক্যের কি এক মোহিনী শক্তি । এইরূপে  
কথা শুনিয়াই তাঁহাদের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল । তাঁহার  
ধারণ পরিত্যাগ করিয়া আচার্যোপদিষ্ট পথের পথিক হইলেন ।

আকাশোপাসক শূন্যবাদীর সংস্কার ।

বায়ু ও বরুণোপাসকগণ আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া  
নাগে একজন আকাশোপাসক শূন্যবাদী আচার্যকে  
মানসে আচার্যসমীপে আনিয়া উপস্থিত হইলেন । ইনি  
নমস্কার করিয়া আচার্যের প্রচারিত মায়াবাদকে  
অভিপ্রায়ে বলিলেন—“বতিশ্রেষ্ঠ ! আমি পথ দিয়া চলিয়া  
ছিলাম । যাইতে যাইতে কিন্তু এক অতি অদ্ভুত বস্তু দর্শন  
দেখিলাম—একটা বক্ষ্যাপুল্ল মৃগতৃষ্ণার জলে স্নান করিয়া  
মাল্য পরিধান করিয়া এবং শশশব্দের ধ্বন্য ধারণ করিয়া



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩০৯

হা দেখিয়া আমি তাঁহাকে দেবভাবে মন্তক নত করিয়া প্রণাম  
করলাম এবং অবিলম্বে আপনার নিকট আসিলাম ।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত-  
বর! আপনার নাম কি?” নিরালম্ব দেখিলেন, আচার্য্য তাঁহার  
সহাসে বিচলিত হন নাই। অগত্যা বিনয় সহকারে বলিলেন—  
“মহোদয়! আমার নাম ‘নিরালম্ব’, আমার পিতার নাম কুণ্ড। তিনিই  
আমাদের মতের বক্তা।”

আচার্য্য বলিলেন—“বুঝিয়াছি, আপনি বলিতে চাহেন—সকলের  
শূন্য। শূন্যই সকলের স্বরূপ। কিন্তু এ মত নিন্দনীয়। শূন্যপদার্থের  
ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মভাব থাকিতে পারে না। “তমেব ভাস্তম্ অনুভাতি সর্বম্”  
তাঁহার প্রকাশে সকলের প্রকাশ—এই বেদবচন দ্বারা সকলের  
এক স্বপ্রকাশ বস্তু বিদ্যমান। তাহা কখন শূন্য হইতে পারে না।  
এবং দুর্লভ পরিভ্রম করিয়া অদ্বৈতবিদ্যা সমাশ্রয় করুন।”

নিরালম্ব বলিলেন—“মহাত্মন! বেদেই আছে “খং ব্রহ্ম,”  
আদি। অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম। আকাশই সর্বভূত অপেক্ষা  
উর্ধ্ব। আকাশ সকলের আশ্রয়, সকল বস্তু আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়।  
নিঃসন্দেহ আছে—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ” অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ আকাশ।  
এবং আকাশই ব্রহ্ম। অতএব আপনার অভিমত ব্রহ্ম, বেদের  
অপেক্ষিত নহে।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখুন, আকাশ সত্ত্ব বস্তু, শব্দ  
রূপ গুণ। এ কারণে আকাশ ব্রহ্ম হয় না; কারণ, ব্রহ্ম নিগুণ।  
কিন্তু পবনকেও ব্রহ্ম বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম আকাশ অপেক্ষাও  
উর্ধ্ব। ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মস্থিত্রে আকাশকে  
বলা হয় নাই। পরন্তু ‘আকাশ’ শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়—ইহাই বলা

হইয়াছে । ব্রহ্ম সন্মাত্র, আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ । তিনি ভিন্ন আর  
নাই । তিনি এক ও অদ্বৈত ।”

নিরালম্ব আচার্যের এই কথা শুনিয়া যারপরনাই  
হইলেন এবং আচার্যের নিকট হইতে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক  
শ্রবণের জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ।

জিজ্ঞাসুকে উপাদেশদানে আচার্যের নিতান্তই উৎসাহ ।  
বলিলেন—“দেখুন, বেদগম্যে আকাশকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে  
উদ্দেশ্য—ব্রহ্মকে আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান করিয়া উপাদেয়  
এই ব্রহ্ম আত্মরূপে হৃদয়ে অবস্থিত । অতএব হৃদয়ে এই ব্রহ্ম  
ব্রহ্মের উপাসনা করিবার জন্যই বেদের উপদেশ । আপনি  
উপাসনা করুন—মোক্ষলাভ হইবে” ।

ইহা শুনিয়া শূন্যবাদী নিরালম্ব নিজ মত বিদর্জন  
আচার্যের শিষ্য হইলেন ।

বরাহমন্ত্রোপাসকের সংস্কার ।

ইহার পর একদিন “লক্ষ্মণ” নামক একজন বরাহমন্ত্রের  
আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । লক্ষ্মণ, আচার্যের  
ভাবে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—“যতিবর ! আপনি আমাদের  
শুভুন । দেখুন—ইহা কেমন সুন্দর । আমাদের মতে  
বরাহরূপে উপাসনা করা হয় । ইহার কারণ—এই পৃথিবী  
যখন জননিমগ্ন ছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ  
পৃথিবীকে উদ্ধার করেন । এই কারণে বরাহরূপী ভগবানের  
করিলেই জীব উদ্ধার পাইবে । আর আমরাও সেই কারণে  
দংষ্ট্রাচিহ্নাদি ধারণ করিয়া তাঁহার ভজনা করিয়া থাকি ।  
তাঁহারই ভজনা করুন ।”



লক্ষণের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“না, একরূপ কথা  
 রিবেন না, ব্রাহ্মণ যত্বপূর্ব্বক কেবলমাত্র তপস্শ্যাই করিবেন। বেদোক্ত  
 ধারণেই যদি আগ্রহ থাকে, তবে মৎস্কুর্মাদিরও চিহ্নধারণ করা  
 আবশ্যক নয়? বস্তুতঃ বেদোক্ত কৰ্ম্মভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কোন  
 র্ঘ্য বিধেয় নহে। আর যদি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করাই সিদ্ধান্ত  
 হয়, তবে আনন্দতচিতে শিববিষ্ণুপ্রভৃতি রূপের ভজনা করাই ভাল।  
 ব্রাহ্মণ যদি সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্মত্যাগ করেন, তবে তিনি দণ্ডনীয়।  
 তৎপূর্ব্ব হুর্দ্ধি ত্যাগ করিয়া চিহ্নধারণের সকল পরিত্যাগ আবশ্যক।  
 তৎপূর্ব্ব কুলোচিত কৰ্ম্মাদি করিলেই চিত্তশুদ্ধ হইবে; চিত্তশুদ্ধ হইলে  
 জ্ঞানলাভ হইবে এবং জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হইবে।”

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বরাহোপাসক লক্ষণের হৃদয়াক্ষকার  
 রিত হইল। তিনি আচার্য্যের শিষ্য হইয়া ক্রমে একজন পরমতপস্বী  
 হইয়া উঠিলেন।

মল্ললোকের উপাসকের সংস্কার ।

অতঃপর একদিন “কামকৰ্ম্মা” নামে এক মল্ললোকের উপাসক  
 আচার্য্যের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামকৰ্ম্মা, আচার্য্যকে  
 পূজা করিয়া বলিলেন—“মহাশয়! এই জগতে যে লোকসমূহ আছে  
 তাহার সমষ্টিই পরমেশ্বর। মুমুক্শুগণ তাঁহারই উপাসনা করিবেন।  
 ভুবনের মধ্যে সত্যলোকের নাম মুক্তি। সেই মুক্তি ইচ্ছা হইলে  
 পরমেশ্বরেরই সেবা করা উচিত। আপনারাও তাঁহারই সেবা  
 করেন না কেন?”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখিতেছি, তুমি সৰ্ব্বাপেক্ষা  
 দ্বি। যে বস্তু মিথ্যা, যাহা অনিত্য, তাহার সেবা করিলে সত্য-  
 লাভ হয়—এ কথা তোমায় কে বলিল?”

কামকর্মা আচার্য্যের এই একটা মাত্র কথা শুনিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার বিজিগীষা প্রবৃত্তি সমূলে বিলুপ্ত হইল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া অদ্বৈত মত সমাশ্রয় করিলেন।

গুণবাদীর সংস্কার ।

ইহার পর একদিন গুণবাদী কতকগুলি ব্যক্তি আচার্য্যের আসিলেন। ইহারা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—  
সত্ত্ব রজ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সমষ্টিই জগতের কারণ। সমষ্টিই ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সৃষ্টিকর্তা। আমরা সেই গুণ জগৎকারণের উপাসনা করি। আমরা তাহাতেই কৃতার্থ, তাহাতেই জগৎপূজ্য। অতএব আপনারাও তাঁহারই সেবা করুন।

ইহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখুন, মোক্ষের জন্য ব্রহ্মই উপাস্য। তজ্জন্ম অন্য বস্তুর উপাসনা অত্যাচার। অতএব আপনারা যদি মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, তবে সেই ব্রহ্ম উপাসনা করুন।”

আচার্য্যের এই কথামাত্র শ্রবণ করিয়া গুণবাদিগণের মন হইয়া গেল। তাঁহারা আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকারের জন্য ইচ্ছা করিলেন। আচার্য্যের তাহাতে আর আপত্তি কি? তিনিও ইচ্ছা দ্বিগুণে বহির্গত। অনন্তর তাঁহারা আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করিলেন।

সান্ধ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীর সংস্কার ।

গুণবাদী পণ্ডিতগণ আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সান্ধ্যমতাবলম্বী হইয়াছেন শুনিয়া একজন সান্ধ্যমতাবলম্বী প্রকৃতিবান আচার্য্যের দর্শনে আসিলেন। ইনি আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া



নাগিলেন—“যতিরাজ ! আমরা প্রকৃতিবাদী। সাক্ষ্যমতাবলম্বী।  
আমাদের মতে প্রধান বা প্রকৃতিই জগতে উপাদানকারণ। মনুসংহিতা  
স্বতন্ত্র স্বতিসমূহ আমাদের এই মতে প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়।  
জনের নাম্যাবস্থাই এই প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা হইতেই মহত্ত্বাদির  
উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত হন। এই জগৎ  
তাহার ব্যক্তাবস্থা। এইহেতু জগতে এই প্রকৃতিই একমাত্র পরাংপর।  
আর তাহার উপাসনাতেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। আর যেহেতু  
ইহাই স্বতিসম্মত সেইহেতু সকলেরই এই মত গ্রহণ করা উচিত।”

মাচার্য্য সাক্ষ্যমতাবলম্বীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন—“আপনি  
এক কথা বলিতে পারেন না। যেহেতু এরূপ বলিলে বেদবিরুদ্ধ হয়।  
দেখুন—স্বতির যে প্রামাণ্য তাহা বেদান্তকূল বলিয়াই। বেদবিরোধী  
কিছু স্বতি প্রমাণ হয় না। প্রধান বা প্রকৃতি বেদের তাৎপর্য্য নহে  
নিগা প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না। বেদে যে জগৎসৃষ্টির  
কথা আছে, তাহাতে ঈক্ষণপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। প্রধান  
বা প্রকৃতি জড়স্বরূপ। তাহার ঈক্ষণ সম্ভব হয় না। ঈক্ষণকার্য্য  
চৈতন্যেরই সম্ভব। সেই চৈতন্যই সংস্বরূপ ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মই  
জগতের কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। এইহেতু  
আপনি এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মনিষ্ঠ হউন।”

ইহা শুনিয়া সাক্ষ্যমতাবলম্বী বলিলেন—“যতিবর ! আপনি এরূপ  
বিতর্ক কেন ? শ্রুতিতে ত প্রধানের কথা রহিয়াছে। দেখুন—  
‘চিহ্নম্ অব্যক্তম্ অরূপম্ অব্যয়ম্’ এই কঠশ্রুতিতে যে ‘অব্যক্ত’ শব্দ  
হইয়াছে, ইহাই আমাদের অভিমত প্রধান বা প্রকৃতি।”  
মাচার্য্য ইহা শুনিয়া বলিলেন—“না, এরূপও বলা সম্ভব নহে ;  
প্রকরণবলে এই ‘অব্যক্ত’ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ; ইহা

প্রকৃতিকে বুঝায় না। তাহার পর সত্ত্বাদি তিন গুণের নামানু-  
যায় প্রকৃতি, তখন ঈক্ষণকার্যের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক, দ্বৈত  
ধর্ম সেই জ্ঞান এতাদৃশ প্রকৃতি হইতে কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহা  
আপনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যা সমাশ্রয় করুন।

সাম্ব্যমতাবলম্বী আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝি  
এবং সাম্ব্যমত ত্যাগপূর্বক অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া দ্বৈত  
শিষ্ট্য স্বীকার করিলেন।

সাম্ব্যমতাবলম্বী যোগীর সংস্কার।

সাম্ব্যমতাবলম্বী জ্ঞানী, আচার্য্যের শিষ্ট্য হইয়াছেন শুনিয়া  
সাম্ব্যমতাবলম্বী যোগী আচার্য্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া  
ইনি আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যতিবর! আমি  
আপনার মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিলাম, আচ্ছা, আপনি  
মতটী শ্রবণ করুন। দেখুন—ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণ্য-  
বান।"

এই বলিয়া সাম্ব্যযোগী বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, দ্বৈত  
মতে যোগ হইতেই মুক্তি হয়। আর সেই যোগের জন্য নির্জন  
পবিত্রভাবে স্নানাসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক গ্রীবা ও শরীর  
রাখিতে হয়। এজন্য নম্রাস আশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যক এবং  
ইন্দ্রিয় নিরোধ করা প্রয়োজন। অনন্তর ভক্তিসহকারে নিত্য  
দেবকে প্রণাম করিয়া হৃদপদ্মকে বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বির-  
তমধ্যে উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠকে চিদানন্দরূপে ধ্যান করি-  
এ বিষয়ে "হৃদপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধম্" ইত্যাদি শাস্ত্র  
প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত আগমমধ্যে যথাবিধি জপবিদ্যা এবং ষট্চক্র-  
উপদেশ আছে। যাহারা মুক্তি কামনা করেন, তাহাদের এই  
বিশেষ যত্ন করা উচিত।"



ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“হে যোগবিৎ পণ্ডিত ! আপনি কথা বলিতে পারেন না । বেদনধ্যে “দহর” নামক বিদ্যাকে মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । আপনি যে যোগের কথা বলিলেন, তাহা কখন মোক্ষের কারণ হইতে পারে না । অজ্ঞপা-বিদ্যার মূলমন্ত্র হইতে “সোহম্” এই অর্থ নিশ্চয় হইয়া থাকে । আপনি যে যোগের কথা বলিলেন, তাহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ থাকে, সুতরাং তাদৃশ যোগের দ্বারা কিরূপে মোক্ষ হইবে ? যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্বভূতে বর্তমান এবং সকল বস্তু আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন, সেই ব্যক্তি পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । অন্য উপায়ে ব্রহ্মলাভ হয় না । অতএব জ্ঞানই মোক্ষের হেতু । এই জ্ঞান বেদান্তার্থ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে হয়, ষট্চক্রাদিসাধন চিন্তের একাগ্রতার সহায় মাত্র ।”

কাপিল যোগী ইহা শুনিয়া বলিলেন—“হে যতিরাজ ! আপনি ব্রহ্মজ্ঞানবশতঃ একরূপ বলিতেছেন । দেখুন, শাস্ত্রে আছে—‘যে ব্রাহ্মণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া ‘আমি ব্রহ্মজ্ঞানী’ বলেন, তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে।’ এইরূপ নদীতীরের সংযোগরূপ ত্রিকূট, শৃঙ্গাটক, মনোমুনি ও অদ্বৈতমাত্র পুরুষের স্থান, ইত্যাদি না জানিয়া যিনি ‘আমি ব্রহ্ম’ বলেন তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে । বস্তুতঃ যিনি যোগবিৎ, যিনি হঠবিৎ তিনিই সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অন্ত্রে নহে । হঠ শাস্ত্রের আদেশ । অতএব আপনি যদি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে আপনিও এই যোগেরই অনুষ্ঠান করুন ।”

যোগীর কথা শেষ হইলে আচার্য্য বলিলেন—“আপনি অজ্ঞানে হইয়াই এইরূপ বলিতেছেন । অষ্টাঙ্গযোগে মুক্তি হয় না । তবে তাহাতে চিন্তের বিশুদ্ধি ও একাগ্রতা হইয়া থাকে । খেচরী মুদ্রার জ্ঞান হইলে যে ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না—ইহা আপনার সাহস মাত্র । ব্রহ্মজ্ঞানেই

মুক্তি হয়—ইহাই বেদের উপদেশ । বেদান্তের অধিকারী ইহাই  
নাথনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া তত্ত্বমনি বাক্যার্থের শ্রবণ মনন নির্দিষ্ট  
করিলেই মানব মুক্তি লাভ করে । অতএব আপনি আর ব্যথা  
গমন করিবেন না ।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়া যোগবিতের চিত্তপরিবর্তিত  
গেল । তিনি ভক্তিভাবে আচার্যের পদযুগলে প্রণাম  
তাঁহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন । অনন্তর ইনি জীবনের  
আচার্য্যোপদিষ্ট পথেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ।

পরমাণু-কারণবাদীর নতসংস্কার ।

অতঃপর “ধীরশিব” নামক এক পণ্ডিত কতকগুলি  
আচার্য্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । “ধীরশিব”  
প্রণাম করিয়া বলিলেন—“যতিবর ! শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে জগৎ  
হইয়াছে । সেই পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে নিত্য ক্ষিত্যাদি চতুর্দিক  
সংযোগ করেন এবং প্রলয়কালে তাহাদের বিভাগ করিয়া  
তাহাতেই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলায় হইয়া থাকে । এইরূপে  
জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিত্য পূর্ণস্বরূপে সাক্ষীর ত্রায় অবস্থিত  
এই পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে তাঁহার কৃপায় জ্ঞানোদয়  
তাহাতেই মুক্তি হয় ; অতএব আপনারা তাঁহারই সেবা করেন না

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আপনি একরূপ  
বলিবেন না । দেখুন, বেদে পরমাত্মা হইতেই আকাশাদি  
উৎপত্তি হইয়াছে—কথিত আছে । অতএব পরমাণুনিচয়  
কিরূপে ? আপনি যে রূপ গৌতমীয় ত্রায় মত বর্ণন  
তাহার বিশেষ নিন্দাও শ্রুত হইয়া থাকে ; যথা—

“অধীত্য গৌতমীং বিজ্ঞাং শার্গালীং যোনিমাবিশেৎ”



গৌতমীয় বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিলে শৃংগালযোনি প্রাপ্তি ঘটে—  
 আদি। অতএব আপনারা উক্ত মিন্দনীয় মত পরিত্যাগ করিয়া  
 বৈতবিজ্ঞার সমাশ্রয় করুন। এই পথে ক্রমে যতই গুরুভক্তি বৃদ্ধি  
 হইতে থাকিবে ততই শুদ্ধ আত্মজ্ঞান দৃঢ় হইতে থাকিবে। আর  
 তাহারই কলে অচিরে মুক্তিলাভ ঘটিবে।”

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া “ধীরশিব” প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিজ  
 মত বিনষ্ট করিলেন এবং অবিলম্বে আচার্য্যের শিষ্য হইলেন।

এইরূপে প্রয়াগে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া আচার্য্য সমাগত  
 বতীর ব্যক্তিবৃন্দের মোহদূর করিলেন। প্রয়াগে অবৈতবিজ্ঞার  
 গুরুভক্তি চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। প্রয়াগের নানা ধর্ম্মমত  
 অবৈতসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

কাশীধামে আচার্য্য শঙ্কর ।

এইরূপে প্রয়াগে প্রচারকার্য্য শেষ হইলে একদিন প্রাতঃকালে  
 বৈষ্ণবান্নান করিয়া আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণসমভিব্যাহারে পূর্বদিকে  
 কাশীধামভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সাত দিন পথ চলিয়া কাশীনগরী  
 উপস্থিত হইলেন।

যাত্র প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে আচার্য্য পুনরায় সেই বিশ্বেশ্বরের  
 নগরীতে আসিলেন। যে বিশ্বেশ্বরের আদেশে তাঁহার এই ধর্ম্ম-  
 প্রবর্ত্তি, আজ সেই বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে তাঁহার পুনরাগমন।  
 পূর্বকথা নকলই ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের স্মৃতিপটে উদ্ভিত হইতে  
 লাগিল। আচার্য্য অল্প কোথাও না বাইয়া একেবারে বিশ্বেশ্বরের  
 নগরীতে চলিলেন। দেখিলেন—নগরবাসিগণের মধ্যে কেহ বা  
 গাঠ, কেহ বা শঙ্খধ্বনি করিতেছে আর কেহ বা করতালি দিতেছে।  
 নগরী আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যেন এক অপূর্বভাব ধারণ করিয়াছে।

আচার্য যথাবিধি বিশ্বেশ্বরের অর্চনাদি করিয়া নগ্নকর্ণিকা  
 আসন গ্রহণ করিলেন। শিষ্যগণ গদ্যাতীত্রে নানাস্থানে স্বচ্ছন্দে  
 করিতে লাগিলেন। কাশীধাম আজ আচার্যসঙ্গে যেন সমুজ্জ্বল  
 উঠিল। কাশীবাসী সকলে মহা আগ্রহে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল।  
 কর্মবাদিগণের মতসংস্কার।

এবার এখানে আসিবার পর প্রথমেই কতকগুলি কর্মবাদী মীমাংসার  
 আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আচার্যের  
 প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো! আপনার অদ্ভুত কীর্তি  
 শুনিয়া আমরা আপনার দর্শনে আসিলাম। আমরা কর্মবাদী  
 বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতির কেবল কর্ম হইতেই হইয়া থাকে।  
 কর্ম করিলে ব্রাহ্মণাদি উত্তমকূলে জন্ম হয় এবং পাপকর্ম করিলে  
 যোনিপ্রাপ্তি হয়। জনকাদি মহাত্মগণ কেবল কর্মদ্বারা  
 করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী তাঁহারা সর্ব  
 অহুষ্ঠান করিবেন। কর্ম হইতে মুখ হয়, আর সেই মুখে  
 মোক্ষ। দেখুন—আমাদের মত কেমন সুন্দর।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“না, আপনারা এরূপ কথা  
 পারেন না। “বস্তু এতৎ কর্ম” যাহার এই কর্ম এইরূপ  
 দ্বারা এই জগৎ ব্রহ্মের কার্য বলা হইয়াছে। ‘সেই জগৎ  
 ধ্যান করিবে’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বেদমধ্যে কথিত  
 তিনি শঙ্কু, তিনি আকাশমধ্যগত, তিনিই শত সত্যস্বরূপ।  
 সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ। কর্ম কখন জগতের  
 পারে না। যাহারা মন্দমতি তাঁহারাই কেবল এইরূপ বলিয়া

কর্মবাদিগণ আচার্যের এই কথা শুনিয়াই নিরুত্তর হইলেন।  
 আচার্যের কথার আর কোনরূপই প্রতিবাদ করিলেন না।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩১৯

কর্তা হারা সকলে অদ্বৈত-ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার  
করিলেন ।

চন্দ্রোপাসকগণের সংস্কার ।

অনন্তর “বাভরণ” নামে একব্যক্তি একদিন কতকগুলি শিষ্যসহ  
আচার্য্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বাভরণ আচার্য্যকে প্রণাম  
করিয়া বলিলেন—“মহাত্মন ! আমরা চন্দ্রের উপাসক । আপনাকে  
আচার্য্য করিবার মানসে আসিলাম ।”

আচার্য্য বলিলেন—“আপনারা চন্দ্রের উপাসনা করেন কেন ?”

বাভরণ বলিলেন—“যতিবর ! চন্দ্রই সকল লোকের প্রকাশক ।  
তিনিই বেদাদির পালক, এজ্ঞ পূর্ণিমাদি তিথিতে যত্নসহকারে তাঁহারই  
স্মরণ করা উচিত । তাঁহারই উপাসনাতে মুক্তি হয় । এইজ্ঞ  
আমরা চন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকি ।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“দেখুন, চন্দ্র অনিত্য বস্তু ।  
নিত্যের উপাসনাতে কখনই নিত্য মোক্ষ হইতে পারে না । শাস্ত্রে  
হে—ইষ্টাপূর্তাদি কৰ্ম্ম করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়, তৎপরে পুনরায়  
কর্তব্যধামে ফিরিয়া আসিতে হয় । ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—  
চান্দ্রমস জ্যোতিঃ পাইয়া ফিরিয়া আসে । বেদে উক্ত হইয়াছে—  
সেবতাদিগের অন্ন । ঐ অন্নের সেবা করিলে মুক্তি হয় না ।  
এবং আপনারা মৃত্যুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা অবলম্বন  
করুন, তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারিবেন ।”

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রোপাসকগণ আর দ্বিধাক্তি না করিয়া  
আচার্য্যের শিষ্য হইলেন ।

মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণের সংস্কার ।

চন্দ্রোপাসকগণ আচার্য্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া মঙ্গলাদি গ্রহো-

৩২০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

পাসকগণ একদিন মিলিত হইয়া আচার্যসমীপে আসিয়া হইলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো! মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসক। বেদে আছে—মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়। এজন্ত আমরা সকলে তাঁহাদেরই উপাসনা করিতেছি।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“হ্যাঁ, গ্রহপীড়া শান্তির জন্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু মুক্তির জন্ত গ্রহপূজা আবশ্যক—এরূপ কথা নহে। প্রত্যুত এইরূপই বেদে আছে যে, চৈতন্যবোধে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়াই তাঁহারা নিজ মতে হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালভের আশায় সকলেই শিষ্টাচার স্বীকার করিলেন।

পূর্বোক্ত ক্ষণিকের অষ্টমতমগ্রহণ।

কর্ণাটদেশ ভ্রমণকালে “সময়” নামক একজন কালজ্ঞ ব্রহ্মক্ষণিক আচার্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি এ যাবৎ সঙ্গের সঙ্গে আসিতেছেন, কিন্তু কিছুই বলেন নাই। একদিন কি মনে হইল, তিনি আচার্যের নিকট আসিয়া বলিলেন—“আমি ছয় মাস অতীত হইল—আমি আপনাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছি। আমার কি কর্তব্য তাহা ত বলিলেন না?”

আচার্যের পূর্বকথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন—“বলুন—আপনার কি কর্তব্য।”

ক্ষণিক বলিলেন—“এক্ষণে আপনি আমাদের মত শ্রবণ করুন। বলুন—আমাদের মত ঠিক কিনা?” আচার্য বলিলেন—“আপনাদের কি মত?”

ক্ষণিক বলিলেন—“দেখুন আপনাদের মতে এই বেদে



কালই পরব্রহ্ম । ইনিই সকলের কারণ, মুক্তির জন্য ইহারই সেবা  
উচিত ।”

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আপনি যে কালকে পরব্রহ্ম  
বিশেষেছেন, সেই কাল ব্রহ্ম নহেন । দেখুন, কালেরও জন্ম আছে । বেদে  
আছে “তাহা হইতে সংবৎসর নামক কাল উৎপন্ন হইলেন” ইত্যাদি ।  
তার উৎপত্তি আছে, তাহা অনিত্য । ব্রহ্ম কিন্তু নিত্য, অতএব কাল  
হইতে কি প্রকারে ? অতএব আপনি কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ  
মতে ব্রহ্মবিজ্ঞা আশ্রয় করুন, তাহাতেই মুক্ত হইবেন ।”

কালবাদী “সময়” আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া আচার্য্যকে প্রণাম  
করিয়া বলিলেন—“ভগবন্ ! আমার অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞা উপদেশ করুন,  
যদি আপনার শিষ্য হইলাম ।” অতঃপর এই কালবাদী পণ্ডিতটী  
ব্রহ্মবিজ্ঞানলীলনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন ।

পিতৃলোকোপাসকের সংস্কার ।

অনন্তর একদিন পিতৃলোকের উপাসক “সত্যশর্মা” নিজ সম্প্রদায়-  
কর্তৃকগুলি লোকসঙ্গে আচার্য্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
নি আসিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—“মহাশয় । আমরা পিতৃলোকের  
উপাসক । আমাদের মতে পিতৃলোকের উপাসনা করিলেই মুক্তি  
হয় । অগ্নিঘাতাপ্রভৃতি পিতৃলোকগণ চন্দ্রমণ্ডলের উপরে বাস করেন ।  
তাহারা নিত্যমুক্ত । তন্মধ্যে তিন জন মুক্তিহীন এবং চারিজন মূর্তি-  
হীন । ইহাদের সেবা করিলে ধর্ম্মাদি ফললাভ হয় এবং পরিশেষে  
ইহাদেরই মুক্তিদান করিয়া থাকেন ।”

ইহাদিগের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আপনারা এরূপ  
বলিবেন না । কারণ, বেদে আছে ‘কর্মে কখন মুক্তি হয় না ।’  
মুক্ত হইয়া আছে যে, আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয় । অতএব কর্ম্মদ্বারা

চিত্তশুদ্ধ হইলে, কৰ্মসমূহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে গুরু  
পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে এবং তৎপরে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে  
করিবে। এই বিচারের নাম মনন। ইহার পর সেই ভগবৎ  
ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন করিলে মানব মুক্ত হয়। অতএব  
বুঝা কালক্ষয় করিবেন না।”

আচার্যের কথা শুনিয়া “সত্যশর্মা” প্রভৃতি আচার্যের শিষ্য  
জগৎ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে  
উপদেশ অনুসারে কৃতকৃত্য হইলেন।

অনন্তদেবোপাসকের সংস্কার।

ইহার পর একদিন অনন্তদেবের উপাসক “শঙ্খপাদ” ও  
নামক দুইব্যক্তি আচার্যদর্শনে আসিলেন। ইহারা আসিয়া  
প্রণাম করিয়া বলিলেন—“যতীশ্বর! যাহার উপর নারায়ণ  
তিনি সেই শেষরূপী ঈশ্বর। এই শেষই অনন্তদেব।  
কামনায় ইহারই বাহন হইয়াছিলেন। অতএব মুক্তিকাম  
ইহারই উপাসনা করা কর্তব্য। আমরা ইহারই উপাসনা  
থাকি। এক্ষণে বলুন—আমাদের মত ঠিক কি না?”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“যদি আপনাদিগের তাহা  
হয়, তবে নারায়ণের উপাসনা করুন না কেন? তাহার দ্বারা  
বিশুদ্ধি হইবে। শেষে গুরুমুখ হইতে পরমতত্ত্ব  
বিচার করিয়া তাহার জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ করিবেন।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়া “শঙ্খপাদ” ও “কুঞ্জরী”  
আচার্যের শিষ্য হইলেন।

সিদ্ধোপাসকগণের সংস্কার।  
সম্মতঃপর একদিন “চিব্বকীর্তি” প্রভৃতি কতকগুলি



আচার্যসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ইহারা আচার্যকে প্রণাম  
করিয়া বলিলেন—“মহাত্মন! আমরা সিদ্ধোপাসক । শ্রীশৈল প্রভৃতি  
মতে “সত্যনাথ” প্রভৃতি সিদ্ধগণ সিদ্ধমজ্জাদি লাভ করিয়া কৃতার্থ  
কি চিরজীবী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন । আমরা তাঁহাদিগের  
নিকট হইতে মজ্জাদি লাভ করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধোপদেশবলে তাঁহা-  
দেরই ন্যায় হইয়াছি । “বিচিত্রাজ্ঞান” প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা আছে  
তাঁহার প্রভাবে আমরা সর্বজ্ঞ হইয়াছি । আমাদের এই মত খণ্ডন  
করেন এমন ব্যক্তি কেহই নাই ।”

ইহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“দেখুন, যাহারা  
গন্ধর্বোপাসক ফলকামনা করে, যাহারা কেবল বিচিত্রবেশে সজ্জিত  
করিয়া অবস্থান করে, তাহাদের সহিত আলাপাদিও করিতে নাই, ইহাতে  
কোন ফলোদয় নাই । তাহার পর বলুন দেখি, চিরজীবন লাভ  
করিলেই বা ফল কি ? উহার কি কখনও ক্ষয় হইবে না ? আর এই  
হইতে সর্বদা দুঃখময় । ভবিষ্যতেও দেহ না হয়—এই ভাবে এই  
দেহের নাশ না হইলে ত মোক্ষ হইতে পারে না । অতএব বিশুদ্ধচিত্ত  
দেহত্যাগপূর্বক বিমুক্তির উপায় সাধন করাই উচিত ।”

আচার্যের কথা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন । যে জীবন-  
জ্ঞান মানবমাত্রেয় এত চেষ্টা—তাহারই এত নিন্দা ! ইহাতে  
কি বিস্মিত হইলেন । অনন্তর তাঁহারা নিজ মত ত্যাগ করিয়া  
আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন ।

গন্ধর্বোপাসকগণের সংস্কার ।

ইহার পর একদিন গন্ধর্বোপাসক কতকগুলি ব্যক্তি আচার্যের  
নিকট আসিলেন । ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“প্রভো!  
আমরা “বিধাবহু” নামক গন্ধর্বের উপাসক । তাঁহার রূপায় নাদবিজ্ঞান

এবং বিন্দুকলার জ্ঞানদ্বারা আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বাহারা কামনা করেন, তাহাদের পক্ষেই আমাদের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“আপনাদিগের মত বোধে ভ্রান্তরাং অগ্রাহ্য। বেদে ব্রহ্মকে “অশব্দ অস্পর্শ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি নাদ ও বিন্দুকলার পন্থা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। আপনাদিগের ব্রহ্মের উপাসনা করুন, তাহা হইলেই মুক্ত হইবেন।”

আচার্যের এই কথা শুনিয়া ইহার সকলেই আচার্যের হইলেন।

বেতালোপাসকগণের সংস্কার।

অনন্তর একদিন কতিপয় বেতালোপাসক আচার্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সর্বাদ্ব চিত্তাভ্যন্তরে দ্বারা ইহার ভূত ও প্রেতাদির সেবায় সমাসক্ত। ইহার বলিলেন—“প্রভো! বাহারা ভূত ও বেতালাদির উপাসনা করিয়া তাহারা ইচ্ছা করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারেন। আর আমরা বাঙালী আর কি হইতে পারে?”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“আপনাদের কথা নিতান্ত অন্ধাধুনা ব্রাহ্মণগণের বিশেষতঃ ভূতাদির উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ। যে ভূতঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শিবাজ্ঞায় ভূতগণের বিনাশ উক্ত হইতেছে। অতএব আপনাদের বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত। আপনারা এইরূপ ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম অবলম্বন করুন এবং অদ্বৈতমত গ্রহণ করুন। বাহারা ধর্ম করে না তাহাদের সদগতি হয় না।”

আচার্যের বাক্য শুনিয়া ইহার সকলেই ভক্তিতাবে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩২৫

শ্রাম করিলেন এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার অবলম্বন করিলেন ।  
 সন্যাসী পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানে রত হইলেন । এইভাবে  
 কালীধামে তিনমাস অতীত হইয়া গেল । কাশীবাসী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী  
 ব্রাহ্মণ ব্যক্তি আজ আচার্য্যের মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন ।  
 অনেকের নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমত অবলম্বন  
 করিলেন । ষাংহারা তাহা করিলেন না, তাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তদ্বারা  
 নিজ মতের সংস্কার করিয়া লইলেন । পঞ্চদেবতার পূজা পঞ্চ-  
 মহাযজ্ঞ প্রভৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ কাশীবাসী অধিকাংশ লোকই  
 ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সকলেই আচার্য্যপ্রণীত গ্রন্থাবলীর  
 গ্রহণ প্রবৃত্ত হইলেন । বিদ্যালয়সমূহে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা  
 আরম্ভ হইল । অপরাপর দর্শনালোচনা নিরাসন প্রাপ্ত হইল । জন-  
 সন্মিলন সকলেই এখন বেদান্তসিদ্ধান্ত শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত ।  
 আচার্য্যের প্রণীত ভাষ্যাদির আলোচনাই এখন কাশীধামের মনীষী-  
 জনের প্রধান কার্য্য হইল । অদ্বৈতবেদান্ত-পাদপ এই কাশীধামে এই  
 প্রথমবারে যেমন বদ্ধমূল হইল এমন আর কোথায়ও হইল না । ইহা  
 আচার্য্যের শিষ্যবর্গ সকলেই অনুভব করিলেন । প্রভুর আদেশ-পালন  
 করিয়া ভৃত্য যেমন নিশ্চিন্ত হয়, আজ বিশ্বেশ্বরের আদেশ পালন করিয়া  
 আচার্য্যের সেই দশা উপস্থিত । সমাধিকালে আচার্য্য ব্রহ্মাকাশে-বিলীন  
 এবং সমাধিভঙ্গে বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর স্বরূপকীর্তনে প্রবৃত্ত হন ।  
 আচার্য্যের এই অবস্থা দেখিয়া শিষ্যগণের মধ্যে অনেকের অনুরূপ অবস্থা  
 উপস্থিত হইল । আচার্য্যের শিষ্যগণ আজ কাশীধামে আসিয়া জীবন  
 কাল জ্ঞান করিলেন ।

সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা ।

কাশীধাম সকলদেশের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের পরম আদরের

স্থান । সকল দেশের লোকই এইস্থানে বাস করেন । এক্ষণে এই দেশবাসিগণ আচার্যকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন । এ সময় মৈত্রক বা বল্লভিরাজ ৫ম শিলাদিত্য এই দেশের ইহার বৈষ্ণব ছিলেন, আর তাহার ফলে এ সময় এ দেশে বৈষ্ণব প্রভাবই অধিক ছিল । ইহাদের আচার-ব্যবহারের কথা পদ্যপাদ প্রভৃতি ভাবিলেন এ দেশে আচার্যের একবার যাওয়া সংকল্প কার্যে পরিণত হইল । শিষ্যগণ সৌরাষ্ট্র যাইবার জন্ত অতীব অনুরোধ করিলেন । আচার্যের আর তাহাতে আপত্তি কি ? ব্রহ্মদৃষ্টি যাহার অভ্যস্ত তাঁহার আবার এদেশ ওদেশ গমন বাধা কি ? সুতরাং আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী কাশীধাম করিয়া আবার পশ্চিমদিকে সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিল ।

অবন্তীরাজ্যে আচার্য শঙ্কর ।

কাশী হইতে সৌরাষ্ট্র যাইতে হইলে মধ্যে মালব বা পতিত হয় । পূর্বে ইহা সম্বৎপ্রবর্তক একছত্রাধীশ্বর বিক্রমরাজ্য ছিল । তৎপরে শকীয় পঞ্চমশতাব্দীতে যশোধর্মদেব বিতাড়িত করিয়া বিক্রমাদিত্য নামে কিছুদিনের জন্ত প্রায় নরপতি হন । তৎপরে ইহা কাঞ্চকুজের হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য হইল । হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুতে ইহা কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় ভাসিয়া চলে । কখন সৌরাষ্ট্রাধিপতি ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া কখন বা মগধাধিপতি ইহাকে করায়ত্ত করিবার জন্ত সচেষ্ট । দক্ষিণে চালুক্য-বিক্রমাদিত্য-বংশধরগণেরও ইহার উপর দৃষ্টি নাই, তাহা কে বলিবে ?

বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ অবন্তীরাজ্যে এখন যেন সুখভোগ করিয়া কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দিগ্বিজয়-ফলে ইহাদের নিকট



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩২৭

দেখা। আর তাহার ফলে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের  
ভক্তগণ এখন মন্তকোত্তলন করিবার জন্ত যত্ববান। অবন্তীরাজ্যের  
নগরীতে আচার্য যখন উপস্থিত হইতেছেন, ইহারাই আচার্যদর্শনে  
বৈষ্ণবগণ লাগিলেন।

আচার্যের বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী দেখিয়া ও আচার্যের কীর্তি-  
বাহিনীর কথা শুনিয়া ইহারা আর আচার্যের সহিত বিচার করিবার  
মনা করিলেন না। সকলেই আচার্যের দর্শন ও পদ্যপাদাদির নিকট  
স্বতঃস্ফূর্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া আচার্যমত অবলম্বন করিতে লাগিলেন।  
এরূপে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে আচার্য শিষ্য ক্রমে  
অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উজ্জয়িনীতে আচার্য শঙ্কর।

উজ্জয়িনী আসিয়া আচার্য সিংহানদীতে স্নানাদি করিয়া মহাকালের  
আসিলেন এবং ওঙ্কারনাথ ও মহাকাল শিবলিঙ্গের দর্শন করি-  
লেন। নর্থদাতীরে ওঙ্কারনাথ তীর্থে আচার্য যখন গুরুসন্নিধানে অবস্থিতি  
করেন, তখন সেখানে ওঙ্কারনাথের উচ্চস্থান এবং মহাকালের  
স্থান দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে এখানে এই উজ্জয়িনীতে দেখিলেন—  
মহাকালের উচ্চস্থান এবং ওঙ্কারনাথের নিম্নস্থান। সকলেই বুঝিলেন—  
আচার্যের ভাববিশেষের ভক্তগণের এই কীর্তি। একভাবের ভক্ত নিজ  
স্বয়ংকে বড় করিতেছেন, অন্যভাবের ভক্ত অন্য উপাস্তকে বড়  
করিতেছেন।

এই হউক আচার্য সন্তঃসন্তঃ একটা মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া  
আচার্যের পূজা করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণও আচার্যের অনুবর্তন  
করিয়া ভগবানের পূজা করিলেন এবং পূজান্তে সকলে  
আচার্যের মন্দিরের সেই বিশাল মণ্ডপমধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নগরবাসীগণ এত শিশুসহ এরূপ সন্ন্যাসীর দল কখনও দেখেনি। তাহারা একত্রে সকলে মিলিয়া দলে দলে আচার্যদর্শনে আসিতে পদ্মপাদাদি শিশুগণ শাস্ত্রোপদেশ দিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দের তৃপ্তি সংকার করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীতে যেন এক তরঙ্গ চলিতে লাগিল।

ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত বিচার।

এ সময় উজ্জয়িনী নগরীতে ভাস্কর নামে একজন বেঙ্গ পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদী। কর্ম ও জ্ঞান একসঙ্গে অমুষ্টিত হইলে তবে জীব মুক্ত হয়। মতে যেমন কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানানুষ্ঠানকালে কর্মের যেমন আবশ্যকতা নাই, ভাস্করের মতে নহে। তাহার পর জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, অর্থাৎ জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ আছে। আচার্যের মতে ব্রহ্মই সত্য, জীব ব্রহ্মই নহে, জগতাদি মিথ্যা, সুতরাং জীবব্রহ্মে ভেদ সম্বন্ধ এক সহিত ব্রহ্মের আধ্যাতিক সম্বন্ধ। জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত মাত্র।

যাহা হউক আচার্য শঙ্কর যখন শৃঙ্গেরীতে অবস্থান করিতে এই ভাস্কর পণ্ডিত তখন আচার্যমতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। আচার্যের ভাষাদি সংগ্রহ করিয়া ইতিমধ্যে তাহার প্রতিবাদ একখানি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রচারও করিতেছেন। পদ্মপাদ লোকপরম্পরায় ইহা আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—“ভগবন্! এই নগরীতে নামে একজন পণ্ডিত নাকি আপনার ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আমরা উহার প্রতিবাদ আবশ্যক



করি। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে  
তাহার আশ্রয় করি।”

আচার্য্য বলিলেন—“বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিও।”

অনন্তর সকলের পথশ্রান্তি দূর হইলে পদ্বিপাদ কতিপয় এতদ্দেশবাসী  
হাঙ্গরপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আচার্য্যের আগমন-  
বার্তা জানাইয়া বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর! পণ্ডিতগণ সত্যপ্রচারের  
জন্য জীবনধারণ করেন। আমাদের আচার্য্য ভগবান্ শঙ্কর অদ্বৈতমতে  
স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিয়া প্রচার করিতেছেন। শুনিতেছি আপনি  
যদি তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। অতএব এ বিষয়টা নির্ণীত  
হইতে কি ভাল হয় না?”

ভাস্কর বলিলেন—“ই্যা, এ বিষয়টা অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা  
সিদ্ধি বীমাংসিত হওয়া আবশ্যক। আমার মনে হয়—আপনাদিগের  
আচার্য্য আমাদের অকাটা যুক্তি শ্রবণ করেন নাই। উহা শুনিলে তিনি  
যদি অদ্বৈতমত প্রচার করিতেন না। বাহা হউক আপনি অগ্রসর  
হউন; আমরা যাইতেছি।” \*

মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ নগরের সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভাস্করের  
কপাতী পণ্ডিতগণ একত্র হইলেন। অপরাহ্নে মহাকালের মণ্ডপে এক  
মহা সভার অধিবেশন হইল। আচার্য্যের দর্শনমাত্রে ভাস্কর মনোহর  
ভাষ্য বাক্যে আচার্য্যকে সম্ভাষণ করিলেন। আচার্য্যও অনুরূপ  
ভাষ্যে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দান করিলেন।

\* এই ভাস্কর যদি প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার “ভট্টভাস্কর” হয়েন, তাহা হইলে আচার্য্য  
যে ইনি বহু পরবর্তী এইরূপ অনেক অনুমান করেন। অনুমান বাস্তবিক একেবারে  
ভুলক নহে। তবে ভাস্কর নামে বহু পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া যে ইহা শঙ্করবিজয়কার  
জন্য বিস্তর, এ বিষয়েও যে যুক্তি নাই, তাহা নহে।

৩৩০

আচার্য—ভাস্কর ও রামানুজ।

এইরূপে কথার ছলেই বিচার আরম্ভ হইয়া গেল। উভয়েই বাক্চাতুর্য উভয়েরই চমৎকার। যিনি যখন যাহাই বলেন, যে তাহাই অকাট্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে কথনের পর ভাস্কর দেখিলেন—এরূপ বাদীর নিকট নিজপক্ষ অপেক্ষা পরপক্ষ আক্রমণ করাই সুবিধা। কারণ, ইহাতে বিপরীত পরাজিত না করিতে পারিলেও নিজপক্ষের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

ভাস্কর বলিলেন—“আপনার মতে প্রকৃতিই জীব ও পরমাত্মার ভেদ করিয়া দেয়। ইহা কিন্তু অসম্ভব। কারণ, প্রকৃতি জীব হউক, অথবা পরমাত্মাশ্রিতই হউক, জীবভাব এবং পরমাত্মাভাব উভয়েই প্রকৃতির পর উৎপন্ন হয়।”

আচার্য বলিলেন—“আচ্ছা, তবে বলুন, দর্পণ কিরূপে প্রতিবিম্বের ভেদক হয়? মুখমাত্র থাকিলেই যেমন দর্পণ প্রতিবিম্বের ভেদক হয়, তদ্রূপ চৈতন্যমাত্রকে আশ্রয় করিয়া জীব ও পরমাত্মার ভেদক হইবে না কেন?”

আচার্যের এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক বিচার অতঃপর আচার্য নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া ভাস্করের আক্রমণ করিলেন। যুগপিণ্ড ও ঘটবস্তুর মধ্যে ঘট ও পিণ্ড ভেদ ও মৃত্তিকাত্ব-ধর্মের অভেদ হয় বটে, কিন্তু একই ধর্মের অভেদ ত হয় না, সুতরাং ভেদাভেদ বলা অগ্নায়, উহাকে ভেদ করা সম্ভব। আচার্য বহু যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিলেন।

ভাস্কর, আচার্যের এই সকল কথার উত্তর দিতে না নিরন্তর হইলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই আচার্যের ঘোষণা করিলেন। ভাস্কর নীরবে সভাস্থল পরিত্যাগ উজ্জয়িনীতে অষ্টমতের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।



ইহার পর আচার্য্য উজ্জয়িনীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাগিলেন ।  
বাণ, ময়ূর ও দণ্ডী প্রভৃতি উজ্জয়িনীর গৌরবস্বরূপ পণ্ডিতগণের  
সম্মুখি অন্তর্মিত হইয়া গেল । লোকে তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গেল ।  
আচার্য্যের মত সর্বমান্য বলিয়া গৃহীত হইল । অতঃপর আচার্য্য ধীরে  
সৌরাষ্ট্রভিত্তিক প্রস্থিত হইলেন ।

সৌরাষ্ট্রদেশে বেদান্তপ্রচার ।

অবন্তীরাজ্য অতিক্রম করিয়া আচার্য্য শশিষ্ঠ ধীরে ধীরে প্রাচীন  
সৌরাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্রদেশে প্রবেশ করিলেন । এখানে কুমারিলের  
সাধে বৌদ্ধধর্ম নিম্প্রভ হইলেও জৈনধর্ম ততদূর নিম্প্রভ হয় নাই ।  
নগণের মধ্যে বৈষ্ণবজাতীয় প্রভাব অধিক থাকায় তাঁহারা  
শৈব আদ্বৈতবাদ করিতেছিলেন । বৈদিক ধর্মাবলম্বী যাহারা ছিলেন  
তাদের মধ্যে বৈষ্ণবই অধিক ছিলেন ।

আচার্য্যের দিগ্বিজয়কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইহারা কেহই আর  
আচার্য্যের সহিত বিচারে সম্মুখীন হইলেন না । আচার্য্য সমাগত  
সকল ধর্মমধ্যে অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে দ্বারকা-  
স্থিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।

গির্গার, সোমনাথ ও প্রভাসে আচার্য্য শঙ্কর ।

সৌরাষ্ট্রমধ্যে গির্গার, সোমনাথ ও প্রভাসতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ স্থান ।  
আচার্য্য শশিষ্ঠ একে একে এই সকল স্থানই দর্শন করিতে লাগিলেন ।  
সকল সাধুতপস্বীগণের জন্ম বিখ্যাত । তিনি প্রথমে গির্গারে আসিয়া  
সকলোপরি অম্বিকাদেবীর দর্শন করিয়া তাঁহাকে একটি স্তবদ্বারা  
শ্রদ্ধা করিলেন । অনন্তর তৎপার্শ্ববর্তী গোরক্ষনাথ শৃঙ্গ এবং দত্তাত্রেয়  
দর্শন করিয়া গির্গারবাসীগণের মধ্যে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন ।  
সকলোপরি নকলেই অবনত মস্তকে আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিলেন ।

গির্গারের পর আচার্য দক্ষিণাভিমুখে সোমনাথ তীর্থে গমন করিলেন। এখানে সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে পুজিত শিবলিঙ্গের দর্শন করিয়া আচার্য তাঁহারও যথাবিধি পূজা করিয়া অনন্তর কৃষ্ণের দেহত্যাগস্থান প্রভৃতি বাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতমত প্রচার করিলেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই অধিক। আচার্যের উপদেশে সকলেই অদ্বৈতমত অনুসারে উপাসনাপরায়ণ হইলেন। অনন্তর সোমনাথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাস তীর্থে আগমন করিলেন।

প্রভাসে আসিয়া আচার্য কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলি একে একে দর্শন করিলেন এবং অধিবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বপ্রচার সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। এখানেও বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আচার্যের উপদিষ্ট অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ইহার সিদ্ধান্তানুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বারকাতে পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের সংস্কার।

প্রভাস হইতে শশিষ্ঠ আচার্য সমুদ্রতীর অবলম্বন করিয়া ক্রমে দ্বারকাপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে মন্দিরমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে। আচার্য গোয়তী তীর্থে স্নানাদি করিয়া ভগবানের দর্শনাদি করিয়া একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। দ্বারকানাথের দ্বারকালীলা শ্রবণ করিয়া বিভোর হইলেন।

এ সময় এখানে পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। লৌহদ্বারা হস্তাদিতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিতেন। মত প্রশস্ত তিলক অঙ্কন, গলে তুলসীমালা এবং কর্ণে তুলসীপত্র পরিধান করিতেন। উপাসনাই ইহাদের মুখ্য অবলম্বন ছিল।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৩৩

ইহারা আচার্য্যের নিকট আসিয়া নিজমত ব্যক্ত করিলেন ।  
 ইহাদের মতে পঞ্চপ্রকার ভেদ স্বীকৃত হয় । বখা, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ,  
 জীব জীব ভেদ, জড়ে জীব ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ এবং জড়ে  
 ভেদ ভেদ । সুতরাং ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বৈতবাদী ।

ইহাদের কথা শুনিয়া আচার্য্যের শিষ্যগণ ইহাদিগকে অদ্বৈতমতটী  
 বাইয়া দিলেন এবং ভেদবাদে যে জীবের শাস্তি নাই, প্রাণের পিপাসা  
 চিরতরে মিটে না,—ইত্যাদি ভেদবাদের যাবতীয় দুর্বলতা  
 বোধবোধে বুঝাইয়া দিলেন । ইহাতে ইহারা সকলে আচার্য্যের শিষ্যত্ব  
 গ্রহণ করিলেন এবং চিহ্নাদিধারণাভ্যাস ত্যাগ করিয়া পঞ্চদেবতার  
 জ্ঞা ও পঞ্চমহাঋজের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে আচার্য্যের  
 শিষ্যগণে এ দেশের ভাব বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গেল ।

কঙ্কন ও গুর্জররাজ্যে আচার্য্য শঙ্কর ।

যাবকা হইতে পূর্বাভিমুখী হইয়া আচার্য্য সশিষ্য আবার উত্তরা-  
 ঋণে চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে কঙ্কনরাজ্যের ( বর্তমান সিদ্ধপুর  
 জিলার ) মধ্যদিয়া গুর্জর রাজ্যের ( বর্তমান রাজপুতানার ) মধ্যে  
 সিরা উপস্থিত হইলেন । কঙ্কনরাজ্যে শিলারস বংশীয় রাজগণ তখন  
 শাসন করিতেছিলেন এবং গুর্জররাজ্যে তৃতীয় জয়ভট্ট রাজা ছিলেন ।  
 কঙ্কনরাজ্যের সিদ্ধপুরে বহু রুদ্রভক্ত বাস করিতেছিলেন । এখানে  
 দেবের পূজা মহাসমারোহে তখন হইত এবং পিতৃপুরুষগণের  
 মৃত্যু পিণ্ডদান করিবার জন্ত বহু লোকের সমাগম হইত । আচার্য্যের  
 সময়ে বহুলোক আচার্য্যদর্শনে আসিতে লাগিলেন । আচার্য্য  
 সকল লোকের মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে প্রচার করিলেন  
 বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের প্রকৃত লক্ষ্য যে অদ্বৈত  
 জ্ঞান, তাহা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন ।

গুজ্জর রাজ্যের রাজধানী এ সময় শ্রীমাল । ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে অরবল্লী পর্বতশৃঙ্গ আবু পর্বত অবস্থিত । এখানে তখন প্রবল প্রভাব । আচার্য ক্রমে ক্রমে এখানেও আসিয়া হইলেন এবং বেদান্ত প্রচার করিলেন । ইহারা আচার্যের কলাপের কথা শুনিয়া আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না । কার্য্যভট্টের দিগ্বিজয় ইহারা তখন বিস্মৃত হন নাই । সুতরাং অবাধে এই দেশে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে পুষ্করতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

পুষ্করতীর্থে আচার্য শঙ্কর ।

পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার উপাসক বহু লোকের বাস । এখানে বেষ্টিত শৈলমালা পরিবেষ্টিত কয়েকটি হ্রদ বিদ্যমান । বিকসিত এই সকল হ্রদের অনির্বচনীয় শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে । ব্রহ্মা ও গায়ত্রীদেবীর পূজা এখানে বহু সমারোহে হইয়া থাকে । যথাবিধি ইহাদের পূজা করিয়া অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচার করিলেন । ইহাতে এতদেশবাসী সকলেই পঞ্চদেবতার উপাসনা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেন ।

সিদ্ধুদেশে আচার্য শঙ্কর ।

পুষ্করতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য একটা নদীর তীর দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং নানাস্থানের ক্রমে পশ্চিমসমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনন্তর আচার্য ধীরে ধীরে সিদ্ধুদেশে সিদ্ধুসাগর-সঙ্গমস্থলে হইলেন । এ সময় এখানে একজন শূদ্ররাজ্য । বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিতান্ত হীনাবস্থা । বৈদিক ধর্মসেবীর শাক্তগণের প্রাধান্য বেশ ছিল । কিন্তু তাঁহারা কেহই বিদ্যান



## শঙ্কর-চারিত্র ।

৩৩৫

আচার্য্য তথাপি সমাগত ব্যক্তিগণকে বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিয়া  
সিদ্ধান্তস্থানে উৎসাহিত করিলেন ।

গান্ধারদেশে আচার্য্য শঙ্কর ।

সিদ্ধসঙ্গম পারত্যাগ করিয়া আচার্য্য সিদ্ধনদীর তীর অবলম্বনে  
নানান তীর্থ, গ্রাম ও নগরীর মধ্যদিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন । এই সিদ্ধ  
দেশে কয়েক শতাব্দী হইতে রাজকীয় বিপ্লবে লোকের মনে ধর্মভাবক্ষীণ  
হইয়া পড়িয়াছে । যবন, পারসিক ও শকাদি নানাজাতীয় নৃপতিবৃন্দের  
বিবিধ অভিধানে এ দেশবাসী যেন আত্মরক্ষার্থই সতত বিরত ।  
আচার্য্য তথাপি সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে বৈদিকধর্মের রহস্য প্রচার  
করিতে করিতে ক্রমে গান্ধার রাজ্যের পুরুষপুর নগরে ( বর্তমান  
পেশোয়ারে ) উপস্থিত হইলেন ।

পুরুষপুরে আচার্য্য দেখিলেন—বৌদ্ধগণ বেশ প্রবল । তখনও  
বিহারসমূহে বহু বিদ্বার্থী বিদ্বাচর্চা করিতেছেন । অনেক বৌদ্ধ  
আচার্য্য সেখানে বাস করিতেছেন । কিন্তু কেহই আর আচার্য্যের  
বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না । কুমারিল স্বামী বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্বে  
অশনি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তখনও সকলের হৃদয়ে জাগরুক  
হইয়াছে এবং বৌদ্ধগণ, আচার্য্যপ্রচারিত অদ্বৈতমতের সহিত  
যে কি প্রভেদ তদ্বিশয়ে স্পষ্ট কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন  
ন । বস্তুতঃ এ সময় বৌদ্ধগণই এ বিষয়ে পরস্পরে বিরোধ ই করিতে-  
পাউন । পতনোন্মুখ সম্রাটের যে দশা, আজ তাঁহাদেরও তাহাই  
হইতেছে । অগত্যা পুরুষপুরবাসী সত্যাস্থেয়ী ব্যক্তিবৃন্দ অবাধে  
আচার্য্যের উপদেশ শ্রুতি চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন ।  
এ দেশে আচার্য্যগমনে এ দেশে আবার পুরুষদেবতার উপাসনা ও  
সিদ্ধসমাজের অহুষ্ঠান প্রবল হইল ।

বাহ্লিকদেশে আচার্য শঙ্কর ।

পুরুষপুরে অবস্থিতকালে আচার্য বাহ্লিক-দেশবাসিন্দা  
নিমন্ত্রিত হন। এই বাহ্লিকদেশ পুরুষপুরের উত্তরপশ্চিমে  
অবস্থিত। এখানে এখন কাশ্মীরাদিপতি কার্কোতকবংশীয়  
আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। কারণ, অক্ষনদীর  
হুনগণের রাজা মিহিরকুল, শকীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে  
গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং মালবরাজ যশোবর্মার নিকট পরাজিত  
ভারতসাম্রাজ্য হারাইয়াছেন ও তুর্কগণকর্তৃক বিপর্যস্ত হইয়া  
পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ওদিকে অদূরে মহম্মদীয়  
আধিপত্য বিস্তার হইতেছে। ধর্মরাজ্যে শকজাতীয় বৈদিক  
গণ বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রভাবে নিতান্ত ম্রিয়মাণ। আর  
ইহারা আচার্যকে স্বদেশে আহ্বান করিয়াছিল।  
পণ্ডিত-সন্ন্যাসীর পক্ষে এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবার আর  
আছে? আচার্য সশিষ্য বাহ্লিকদেশাভিমুখে যাত্রা

পুরুষপুর হইতে বাহ্লিকদেশ পর্য্যন্ত পরম রমণীয় পার্বত্য  
সর্বত্র বৃহৎ ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত নানাবিধ পাদপাদিমণ্ডিত শৈল  
মধ্যে মধ্যে শ্রোতস্বতীশোভিত ফলফুলাদিপরিপূর্ণ  
সমতলক্ষেত্র। জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিক শোভা  
শোভা হইতে বিশেষ বিলক্ষণ। আচার্যের দিগ্বিজয়  
অপূর্ব শোভা দেখিয়া বারপরনাই কৌতুহলবিশিষ্ট।

জৈনগণসহ আচার্যের বিচার।

বাহ্লিকদেশে আসিয়া আচার্য বেদান্তমত প্রচার  
করিয়া জৈনগণ প্রথমে আচার্যের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন।  
স্বামীর দিগ্বিজয়প্রভাব এতদূরে তখনও ইহাদের তাদৃশ ভীতি



করিতে পারে নাই । তাই ইহারা আজ আচার্য্যের সহিত বিচার-  
করিতে পারি নাই ।

জৈনগণ আসিয়া আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আপনি  
শ্রাদ্ধবাদ মত গ্রহণ করেন না কেন ? এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুক্তিসঙ্গত  
ইহা আর নাই ।” এই বলিয়া তাঁহারা আচার্য্যদম্বীপে শ্রাদ্ধবাদ সিদ্ধান্ত  
স্বীকার করিতে লাগিলেন ।

আচার্য্য নীরবে ইহাদের মতব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন । অনন্তর  
ইহাদের ব্যক্তব্যপ্রশেষ হইলে আচার্য্য বলিলেন—“আচ্ছা, আপনাদের  
মতে জীবের স্বরূপ কি—তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন দেখি ।”

জৈন পণ্ডিতটী বলিলেন—“জীব নিত্য, উহা মহৎ নয়, অণুও নয়,  
মধ্যম পরিমাণ । উহা জ্ঞান ও সুখের আশ্রয় । অনন্ত আকাশে  
উড়ন্ত উৰ্দ্ধগতিই মোক্ষ,” ইত্যাদি ।

ইহাতে আচার্য্য বলিলেন—“তাহা হইলে জীব, আপনাদের মতেই  
কি প্রকারে ? মধ্যম পরিমাণ কখন নিত্য হয় না । আর  
মধ্যম পরিমাণ জীব হইলে হস্তাদি ছিন্নাবস্থায় জীবেরও অঙ্গচ্ছেদ হইল ।”

জৈন পণ্ডিত বলিলেন—যদিও জীব উক্তরূপ বটে, তথাপি শ্রাদ্ধবাদ-  
সম্প্রদায়ী ত্রায়ামুসারে জীব অন্তরূপও বটে । যেহেতু “শ্রাদ্ধান্তি”  
অর্থাৎ হয়ত আছে, “শ্রাদ্ধান্তি” অর্থাৎ হয়ত নাই, “শ্রাদ্ধাং অস্তি নাস্তি  
অর্থাৎ হয়ত আছে এবং নাই, “শ্রাদ্ধাং অব্যক্তব্য” অর্থাৎ হয়ত  
ব্যক্তব্য, “শ্রাদ্ধাং অস্তি চ অব্যক্তব্য” অর্থাৎ হয়ত আছে এবং অব্যক্তব্য,  
“শ্রাদ্ধাং নাস্তি চ অব্যক্তব্য” অর্থাৎ হয়ত নাই এবং অব্যক্তব্য এবং “শ্রাদ্ধাং  
নাস্তি চ নাস্তি অব্যক্তব্যঃ” অর্থাৎ হয়ত আছে এবং নাই এবং অব্যক্তব্য  
সাতটীই সকল পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয় । যেমন, ঘট সংযোগ  
ভূতলে আছে, বা ঘটস্বরূপে আছে কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে ভূতলে

নাই বা পটত্বরূপে নাই—ইহা একই ঘট সম্বন্ধে বলা যায়, তদ্রূপ ইহা  
সাতটা অবস্থাই ঘটের হয়। আর সেইরূপ জীবের পক্ষেও বলা যায়।

ইহাতে আচার্য বলিলেন—“এরূপ বলা সঙ্গত নয়। কারণ এই  
বস্তুতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব কখনই সঙ্গত হয় না। যেহেতু, ঘট  
ঘটত্বরূপে থাকে এবং পটত্বরূপে না থাকে বলা হয়, তখন সেই  
ও পটত্বকে আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াই বলা হয়। আর  
সেই ঘট ও পটত্বের ঐ সপ্তাবস্থা আছে বলিয়া ধরিয়া  
ঘট আছে বলিতে হয়, তাহা হইলে আর ঘট আছে বলা হয়  
এইরূপে ঘটের সপ্তাবস্থাও স্থির হয় না। আর কোন জ্ঞানই  
হওয়ায় কোন ব্যবহারই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ব্যবহার যখন  
তখন তদনুকূল একটা জ্ঞান হইতেছেই বলিতে হইবে। উক্ত  
জ্ঞান প্রত্যেক স্থলে হইলে আর ব্যবহারই হয় না। আর ঐ  
জ্ঞান এককালেও হয় না। অতএব আপনাদের মতটা দুষ্টমত।  
নারা বাস্তবিক অনির্বাচনীয়বাদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই  
কথা বলেন, কিন্তু অনির্বাচনীয়বাদের প্রকৃত রহস্য অবগত  
আপনারা জগৎ সত্য বলিবেন অথচ সপ্তভঙ্গীত্বাদ্বারা তাহাকে  
বা অনৈকান্তিক বলিবেন। ইহা পরস্পর বিরুদ্ধকথা।  
আমরা জগৎ অনির্বাচনীয়, অর্থাৎ সংও নহে অসংও নহে  
প্রতীয়মান হয় বলিয়া থাকি। দেখুন দেখি, আপনাদের  
যুক্তিসঙ্গত, কি আমাদের কথা যুক্তিসঙ্গত?”

এতদ্ব্যতীত, বেদ না মানিয়া বা বেদোক্তপথে না চলিয়া  
সর্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয় না এবং অলৌকিক বিষয়ে সর্বজ্ঞের বাক্য  
হয় অজ্ঞ কখন নিজে নিজে সর্বজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং  
তত্ত্বের কথাও বলিতে পারে না। সেই সর্বজ্ঞের বাক্যই বেদ



ইহে বেদ না মানায় আপনাদের মত নিশ্চল মত । উহা কখনই সাধু-  
 যোগ গ্রাহ্য হইতে পারে না । আপনাদের মতে মহাবীর প্রভৃতির  
 প্রমাণ বলা হয় ; কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ । কিন্তু তিনি জন্মাবধি ত  
 সর্বজ্ঞ নহেন । অগ্রে অজ্ঞ ছিলেন পরে সাধনদ্বারা সর্বজ্ঞ হয়েন ।  
 নাহি, এই সাধন তিনি অজ্ঞাবস্থায় কি করিয়া জানিতে পারিলেন ?  
 যদি বলেন পূর্বে জীনগণের নিকট হইতে জানিলেন, তবে মূলে  
 জ্ঞান জন্মহীন সর্বজ্ঞই কল্পনা করা হয় । আমরা তাঁহাকেই ঈশ্বর  
 বলি, আর তাঁহার বাক্যই বেদ বলি । অতএব আপনারা বেদেরই  
 গ্রহণ করুন ।”

ইহা শুনিয়া জৈন পণ্ডিতটী বলিলেন—“আপনি এরূপ আপত্তি  
 উত্থাপিত করেন না । কারণ, আপনার মতেও জগতাদি অনির্কচনীয় ।  
 আপনার মতে যেমন সকল বস্তুই অনৈকান্তিক বলিয়া তাহা একপ্রকার  
 নির্ণয় । আপনারাও ত তাহাই বলেন । সুতরাং আপনি ত  
 আমাদের মতে দোষারোপ করিতে পারেন না ।”

আচার্য্য বলিলেন—“না, আপনাদের মতের সহিত আমাদের  
 মত একই নাই । আপনারা জগৎকে সৎ বলিয়া অনৈকান্তিক  
 বলেন, আমরা জগৎকে সদসদভিন্ন বলিয়া অনির্কচনীয় বলি ।  
 “সৎ” তাহা আবার “নাই,” “আছে ও নাই” “উভয়ই” এরূপ হইতে  
 পারে না । আমাদের মতে অজ্ঞান হইতে ব্যবহারিক বা প্রাতি-  
 দিক সম্বন্ধসম্পন্ন জগৎ উৎপন্ন হয়, আর তাহা তৎকালে আছেই,  
 পরমার্থতঃ নাই । মুক্তিকালে অজ্ঞান নষ্ট হইলে তাহা আর  
 থাকে না । আপনাদের মতে অনৈকান্তিক জগৎ চিরকালই  
 আছে । অতএব আপনাদের মতের সহিত আমাদের মতের অনেক

জৈন পণ্ডিত বলিলেন—“তাহা হইলে আপনার মতে অজ্ঞান কোথা হইতে? উহার মূল চির সত্য।”

আচার্য্য বলিলেন—“আপনার মতেই বা উহা আসে কোথা? আমরা বলি—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে এই অনাদি অজ্ঞান আশ্রিত, অজ্ঞান উৎপন্ন অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাবৃত্তি হইলে এই অজ্ঞান চিরতরে ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী নহে, কিন্তু আমি ব্রহ্ম এইরূপ অজ্ঞানের বিরোধী। ইহাই অজ্ঞানের স্বভাব। স্বভাবের উপর প্রশ্ন হয় না।”

এইরূপে আচার্য্য জৈনমতে নানা দোষারোপ করিলে উক্ত মহাবিচার আরম্ভ হইল। জৈনপণ্ডিত কোনরূপেই আচার্য্যকে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর জৈনপণ্ডিত বিচারে জয়ী হইতে ন বিমর্ষ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ বৌদ্ধক ইহাতে পরম উৎসাহিত হইলেন এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি অত্যাচার হইলেন। আর ইহার ফলে অতঃপর জৈনপ্রভাব এদেশে হইতে লাগিল।

মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সহিত বিচার।

বাহ্লিকদেশে এ সময় মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের প্রভাব নহে। কনিঙ্কনামক শকনরপতির সময় হইতে এদেশে মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মধ্যে মহাবিরোধ চলিতেছিল। তাঁহারা বার্তা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সহিত বিচারার্থ আগমন করণ, তাঁহারা ভাবিলেন আচার্য্যকে জয় করিতে প্রভাব জৈনগণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

বৌদ্ধপণ্ডিতটী আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—



আপনি যে মত প্রচার করিতেছেন, উহা ত আমাদের মতেরই ছায়া-  
 মিশ্র। আপনার ব্রহ্মে ও আমাদের শূন্তে ত কোন ভেদ নাই।  
 আপনার ব্রহ্ম যেমন নিগুণ নির্বিশেষ বাক্যমনের অতীত অথচ সকলের  
 মত, আমাদের শূন্তও ত তাহাই। আপনার মতে সকল বস্তুর সত্তা  
 ব্রহ্মব্রহ্মই, আমাদের মতে তদ্রূপ সকল বস্তুর বাহ্য স্বরূপ তাহা শূন্তই।  
 আপনারা যেমন ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করেন না, তদ্রূপ আমরাও শূন্তের  
 স্বীকার করি না। অতএব আপনি আমাদেরই মত প্রচার  
 করেন—এই কথাই বলেন না কেন?”

আচার্য্য বলিলেন—“আপনাদের শূন্তবাদ ত আমাদের ব্রহ্মবাদ  
 হইবে। কারণ, আপনারা নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করেন; ব্রহ্ম নাই  
 নাই তথাপি ভ্রম হয়—বলেন। আমরা বলি—সর্প না থাকিলেও  
 লবঙ্গ ও সর্পজ্ঞান মাত্র থাকিলেই সর্প ভ্রম হয়, কিন্তু অধিষ্ঠান-  
 লবঙ্গ না থাকিলে সর্পভ্রম হয় না। আমাদের ব্রহ্মের সত্তা  
 ই বটে, কিন্তু সে ব্রহ্ম ত সং-স্বরূপ। আপনারা ত শূন্তকে  
 স্বরূপ বলেন না। অতএব আপনাদের মতের সহিত আমাদের  
 মতের ভেদ কোথায়?”

বৌদ্ধ বলিলেন—“শূন্তকে সংস্বরূপ বলা যায় না। উহা কিছুই নহে।  
 ন—এই যে ঘট ইহা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না, স্তত্রাং উৎপত্তির  
 পূর্বে অসং অর্থাৎ শূন্তস্বরূপ, আবার ভাঙ্গিয়া গেলে থাকিবে না  
 শূন্তে বা অসতে পরিণত হইল। বর্তমানে যে রহিয়াছে  
 তাহা নহে। কারণ, বর্তমানই নাই। যেহেতু যাহাকে বর্তমান  
 বর্তমানই নাই বলিবামাত্রই অতীত এবং বলিবার পূর্বে ভবিষ্যৎ।  
 বর্তমানই নাই বলিয়া ঘট বর্তমানেও নাই, অর্থাৎ অসং বা  
 শূন্ত। অতএব শূন্তকে সংস্বরূপ বলা যায় না। সং বলিতে গেলেই

বর্তমান কালকেও বুঝায়। অতএব নিরর্থিতান ভ্রমই স্বীকার্য, সকলই শূন্য, সকলই অসৎ, আর এই মতই সমীচীন।”

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—“না, এ কথা বলা যায় না। যাহাকে আপনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিতেছেন, তাহাকে সহিত তুলনা করিয়াই বলিতেছেন। বর্তমান বলিয়া একটা না থাকিলে তাহার অতীত বা ভবিষ্যৎ বলা যায় না। অতএব মানিয়া আপনারা বর্তমান খণ্ডন করায় আপনারা বিফল বলিতেছেন। এইহেতু আপনাদের এই যুক্তি ত গ্রাহ্য হয় না। “কিছুই নহে” তাহা “এই” বলিয়া গ্রাহ্য হইবে কেন?

আর যদি বলেন—“একটা বিজ্ঞানধারাবশতঃ ঐরূপ বোধ হয় কিন্তু তাহা “এই” আকারের একটা বিজ্ঞানধারা। নির্বাক বিজ্ঞানধারাও বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং সকলই স্বরূপতঃ শূন্য কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, সে বিজ্ঞানধারাও যখন অসৎ মতে স্বরূপতঃ অসৎ অর্থাৎ শূন্য তখন তাহার জ্ঞান কেন হইবে? আর শূন্যেই ঘটপদাদির জ্ঞানকে ভ্রমও বলিতে যেহেতু শূন্য ত কিছুই নহে, কিন্তু ভ্রমের মধ্যে আরোপের অধিষ্ঠানের সম্ভা অধিক। অতএব শূন্যবাদের কোনরূপ নাই এবং উহা আমাদের মতের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না।

বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধের সহিত বিচার।

আচার্যের এই কথা শুনিয়া একজন বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধা —“মহাত্মন! আপনি ভাল কথাই বলিয়াছেন; থাকিলে শূন্য বলিবেই বা কে? এই জ্ঞান আমরা সকলই বলি। আর উহা ক্ষণিক অর্থাৎ নিয়ত উৎপত্তি ও বিনাশ সমৃদ্ধ সবিসয়ক বিজ্ঞানের ধারা কল্পনা করিয়া থাকি।



বিজ্ঞানধারার বিলোপ হয় না, কিন্তু নির্বিষয় সদৃশধারা বহিতে থাকে  
 উৎপত্তি ও বিনষ্ট হইতে থাকে। অদৃষ্টরূপ অব্যক্ত বিজ্ঞানধারা-  
 মতঃ এই ব্যক্ত সবিষয় বিজ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়, নির্বাণে সেই  
 দৃষ্টের উচ্ছেদ হওয়ায় বিজ্ঞানধারা নির্বিষয় হয়—শূন্য হয় না। এই  
 জন্য আমরা শূন্যবাদ স্বীকার করি না কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদই স্বীকার  
 করিয়া থাকি।”

আচার্য বলিলেন—“না, আপনাদের মতও সমীচীন নহে। কারণ,  
 যাহা স্থির বস্তু তাহারই যে প্রবাহ বা অবস্থান্তর তাহাই ধারা। যাহার  
 উৎপত্তি ও নাশ হইতেছে তাহারই মূলে একটা স্থির বস্তু থাকা  
 আবশ্যক। ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে গেলে মৃত্তিকারূপ স্থির বস্তু  
 আবশ্যক। অতএব যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে তাহার  
 মূলরূপ তাহা হইলে আর একটা স্থির বিজ্ঞান স্বীকার করুন; নচেৎ  
 এই ধারার সাক্ষিরূপ দ্রষ্টাকে হইবে? ব্যক্ত বিজ্ঞানের মূল যদি  
 অব্যক্ত বিজ্ঞানধারা হয়, তবে তাহারও সাক্ষী স্থির বিজ্ঞান আবশ্যক।  
 এইরূপে ক্ষণিক বিজ্ঞানের মূলে স্থির বিজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। এজন্ত  
 আপনারা প্রকারান্তরে ব্রহ্মবাদই বিকৃত করিয়া প্রচার করিতেছেন।”

“তাহার পর যাহাকে ক্ষণিক বলা হয় তাহার স্থিতিক্ষণ স্বীকার  
 করিয়াই ক্ষণিক বলা হয়। স্থিতিক্ষণ না থাকিলে কাহার ক্ষণিকত্ব  
 বলা হইবে। উৎপত্তির পরই যদি নাশ স্বীকার করা যায়, তাহা  
 হইলে উৎপত্তিক্ষণ ও নাশক্ষণের মধ্যে উৎপত্তিনাশশূন্য একটা ক্ষণ  
 স্থিতি করা হয়। উহাই ত স্থিতিক্ষণ। উহা না স্বীকার করিলে  
 উৎপত্তিক্ষণেরই নাশ স্বীকার করা হইল। উৎপত্তি ও নাশ একত্রই  
 থাকিল। অতঃপর উৎপত্তির কারণের সহিত নাশের কারণ থাকিল।  
 উৎপত্তির কারণের সহিত নাশের কারণ থাকিলে উৎপত্তিই

সম্ভব হয় না। অতএব নাশের কারণ উৎপন্ন ঘটে থাকে, উৎপত্তি  
 কারণে থাকে না। আর উৎপত্তিকে একক্ষণের অধিকক্ষণস্থায়ী  
 বলা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তি পাষণথণ্ডের পতনারস্তের  
 তাহা যেমন স্থির হয়, তদ্রূপ উৎপত্তি ও নাশের মধ্যে স্থিতিক্ষণ  
 করা হয়। তাহার পর উৎপত্তিক্ষণের পরই নাশক্ষণ হইতে  
 উভয় ক্ষণের সাক্ষী কে হইবে? স্থিতিক্ষণ না মানিলে আর  
 সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ যাবৎ বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া  
 তাহাতেই উৎপত্তি স্থিতি ও নাশরূপ ধর্মের সমাবেশ ঘটায়  
 সং বা অসং বা সদস্য না বলিয়া সদস্যভিন্ন বা অনির্কচনীর  
 যুক্তিসঙ্গত। আর ইহাই ভ্রম এবং এই ভ্রমের মূলে  
 অপরিবর্তনশীল ব্রহ্ম বিদ্যমান। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।  
 আপনাদের মতের সহিত আমাদের মতের অভেদ কোথায়?

তাহার পর এই যে বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব বা সর্ববস্তুর  
 অথবা আপনাদের উভয়মতে নির্বাণের তত্ত্ব, তাহা আপনারা  
 জানিলেন? ইহা ত অলৌকিক বিষয়? অলৌকিক বিষয়ে  
 সিদ্ধ সর্বজ্ঞের বাক্যই প্রমাণ হয়। আর অজ্ঞ কখন তাদৃশ  
 কথিত উপদেশভিন্ন সর্বজ্ঞ হয় না। সেই সর্বজ্ঞের উপদেশই  
 আপনারা সেই বেদবিরোধী মত প্রচার করেন বলিয়া  
 অপ্রমাণ। ভগবান্ বুদ্ধ এই বেদজ্ঞান সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিয়া  
 আপনারা তাঁহার কথা না বুঝিয়াই বিরোধ করিয়া থাকেন।  
 আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া উভয়পক্ষে তুমুল বিচার আরম্ভ  
 অবশেষে আচার্য্যের ব্রহ্মানুভবসমুজ্জ্বল সমাধিসিদ্ধ বুদ্ধির

\* বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্কর বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রমধ্যে বুদ্ধকে  
 বর্ণনা করিয়াছেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৪৫

আচার্য্যের পরাজয় স্বীকার করিলেন। আচার্য্যের অদ্বৈতবাদের জয়জয়-  
ময় হইল। বাহ্লিকদেশে আবার বেদান্তমত প্রচারিত হইল।  
সম্প্রদায়ানুসারে বোধ থাকিলেও অন্তরে অন্তরে বেদান্তী  
বোধ গেলেন।

কাশ্মীরদেশে আচার্য্য শঙ্কর।

বাহ্লিক হইতে আচার্য্য শশিষ্ঠ তিব্বতের পশ্চিমপ্রান্তে কাশ্মীরদেশে  
গেলেন। এখানে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের প্রবল প্রভাপ। সুতরাং আচার্য্যের  
উচিত বিচার করিবার জন্ত কেহই উপস্থিত হইলেন না। আচার্য্য  
কম্পিত ভিক্ষাহীনগণকে ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ দিয়া এখান হইতে দক্ষিণদিকে  
দ্রাবিড়দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্রাবিড়দেশে আচার্য্য শঙ্কর।

দ্রাবিড়দেশ, কাশ্মীরের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। কাশ্মীররাজ  
চন্দ্রগুপ্তকবংশীয় চন্দ্রাপীঠ এ সময় এ দেশের রাজা। চিরতুষারমণ্ডিত  
উচ্চ শৈলশৃঙ্গ চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিরাজমান।  
মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলক্ষেত্র এবং পার্কৃত্য নদীপ্রভৃতি স্থানের  
অপরূপতায় সম্পাদন করিয়াছে।

বৌদ্ধগণের প্রভাবে এখানে বৈদিকধর্ম্মের অতি  
প্রচলিত। আচার্য্য এখানে আসিয়া অধিবাসিগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমচার-  
প্রচার করিলেন এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া ইহাদিগকে  
উৎসাহিত করিলেন।

শারদাপীঠে গমনের উপলক্ষ।

এখানে একদিন আচার্য্য কুম্ভগঙ্গা নদীতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন  
কতিপয় শিষ্য একটা কোলাহল শুনিয়া তদভিমুখে অগ্রসর  
গেলেন। শিষ্যগণ শুনিলেন, কতকগুলি লোক বলিতেছে—“আমরা

শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করিতে পারি না ; কৈ, তিনি শারদা পণ্ডিতমণ্ডলীকে ত পরাজিত করিতে পারেন নাই। কৈ, সরযুতীরে তাঁহার মত নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইহা নহে, তাঁহার মত কি করিয়া গ্রহণ করা যায় ?”

শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া আচার্যসমীপে আসিয়া সমুদয় করিলেন এবং শারদাপীঠে বাইবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। জনিত প্রারব্ধভোগে প্রবৃত্ত আচার্য ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন “আচ্ছা ! তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন চল।”

আচার্যের সম্মতি পাইয়া শিষ্যগণ শারদাপীঠে গমনের করিলেন এবং কৃষ্ণগঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়া “নারদ” তীর্থ দর্শন করিতে করিতে শারদাপীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাশ্মীর শারদাপীঠে আচার্য শঙ্কর।

শারদাক্ষেত্রে স্থানের শৈত্য এবং সৌন্দর্য্য যেন পরস্পর ঈর্ষা করিতেছে। চিরতুষারাবৃত সাতটি শৈলশৃঙ্গ যেন সাতটি হইয়া শারদাক্ষেত্রে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব দিয়া কৃষ্ণগঙ্গা সরল গতিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। পূর্ব দিগে মধুমতী নদী আসিয়া কৃষ্ণগঙ্গায় সম্মিলিত। এই সঙ্গমস্থলের ভাগে ক্রমোচ্চ বিশাল সমতলক্ষেত্রই এই শারদাক্ষেত্র। মধ্যে অতি নির্মল পবিত্রসলিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকুণ্ড বা প্রভবন। জল কুণ্ডের মধ্যে একটি কুণ্ডেই শারদাদেবী অধিষ্ঠিত। দেবীর এতই প্রকটভাব ও ভক্তগণের প্রতি তাঁহার এতই প্রায়ই ভক্তবিশেষের নিকট সাক্ষাৎ হন; নচেৎ তাঁহার সময়বিশেষে আপামরসাধারণ সকলেই শুনিয়া পান করিলে লোকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৪৭

শারদামাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণস্ত লাভ ।

কথিত আছে প্রাচীনকালে মহামুনি বশিষ্ঠের ঔরসে এক চর্ম্মকার-  
নরকের গর্ভে শাণ্ডিল্যের জন্ম হয় । তিনি ইহার তীরে তপস্বী করিয়া  
স্বর্ণময় দেহলাভ করেন এবং তদবধি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন ।

শারদামাহাত্ম্যে মহিষকর্ণ রাজার পুনর্জীবন ।

ইহার বহু পরে এককালে এই শারদাক্ষেত্রে মহিষকর্ণ নামক এক  
বীরজ্ঞার রাজধানী হইয়াছিল । এই রাজা দক্ষিণ দেশে ( কোলাপুরের  
নিকট কোন স্থানে ) রাজত্ব করিতেন । ইহার কর্ণ মহিষ সদৃশ ছিল  
কিন্তু ইনি সততই দুঃখিত থাকিতেন । অবশেষে এই শারদাদেবীর  
মাহাত্ম্য শুনিয়া ইনি ইহার জলস্পর্শমানসে কাশ্মীরে আগমন করেন ।

প্রবাদ আছে—কাশ্মীররাজ ইহাকে শারদাদেবী দর্শনে অনুমতি  
নও ইহার উপর কাশ্মীর-রাজকুমারীর কি কারণে ক্রোধ হয় ।  
পুত্র তাহার কলে কাশ্মীররাজ ইহার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া  
ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দেন ।

তদ্যাক্রমে মহিষকর্ণের দেহ যে ভাবে খণ্ডিত হইল, তাহাতে  
ইহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই । তিনি তখন কাশ্মীররাজের নিকট  
গিয়া ভিক্ষা করিলেন যে তিনি যেন শারদাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া  
প্রাণত্যাগ করিতে পারেন । মুমূর্ষু কাতর প্রার্থনায় রাজার হৃদয়ে  
কম্প উপেক্ষ হইল । মহিষকর্ণের অবশিষ্ট এক মাত্র অনুচর তাঁহাকে  
কলী বুড়ির মধ্যে রাখিয়া মস্তকে করিয়া ধীরে ধীরে শারদাক্ষেত্রে  
নিক্ষেপ করিল ।

শারদাকুণ্ডে আসিয়া মহিষকর্ণের এই অনুচরটী পথশ্রান্তিবশতঃ  
ভূমিতে রাখিতে অসমর্থ হইয়া অসাবধানতা সহকারে কুণ্ডতীরে  
সুপ্ত হইয়া প্রাচীরের উপরেই রাখিয়াছিল । এমন সময় একটা কাক রাজার

খণ্ডিতদেহের রক্তপান লালসায় যেমন বুড়িটার উপর বসিল, সেই বুড়ি সহিত রাজা কুণ্ডমধ্যে পতিত হইলেন ।

দেবীর অপার মহিমায়া রাজা সেই জলস্পর্শমাত্রেই স্বপ্ন লাভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে তিনিই তথায় রাজা হইলেন । অতঃপর এই মহিষকর্ণের যত্নে এই শারদাক্ষেত্র অচিরে একই বিদ্যাপীঠে পরিণত হইল । কালীধাম যেমন বিদ্যার জন্ম বিখ্যাত শারদাপীঠও তদ্রূপ এদেশে বিদ্যার জন্ম বিখ্যাত হইল । ক্রমে তৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের ইহা আবাসস্থল হইয়া উঠিল ।

শুধু তাহাই নহে, সকল দেশ হইতে পণ্ডিতগণ এখানে আসিয়া পরীক্ষা দিয়া শারদাদেবীর নিকট হইতে নানাবিধ উপাধি লাভ লাগিলেন । আর সেই সকল উপাধির মধ্যে “সর্বজ্ঞ” উপাধিই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি বলিয়া বিবেচিত হইল ।

বস্তুতঃ এই সর্বজ্ঞ উপাধিদানের রীতি এক বড়ই অগুরু এই উপাধি লাভ করিতে হইলে মন্দিরের দ্বারে অবস্থিত চারিটি বিভক্ত সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গের যথেষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে পণ্ডিতগণের সম্মতি পাইলে মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার হয় এক সরস্বতীদেবী অলঙ্কিত থাকিয়া তাঁহাকে স্বয়ংই প্রশ্ন করেন । প্রশ্নের উত্তর যদি সন্তোষকর হয়, তবেই সরস্বতীদেবী স্বয়ংই সর্বজ্ঞ উপাধি দেন ; তাঁহাকে তখন কুণ্ডের জল স্পর্শ দেওয়া হয় । নচেৎ পূজকগণকর্তৃক আনীত জলপান করিয়া হইতে দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে হয় ।

পণ্ডিতগণকর্তৃক আচার্য্যের সর্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা ।

আচার্য্য শঙ্কর দ্বিবিজয় করিতে করিতে শিশ্য আসিয়াছেন শারদাদেবীর সর্বোচ্চ উপাধি গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন—ইয়



শরদাক্ষেত্রের ষাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মন্দিরে সমবেত হইলেন।  
চারের দিন নির্দ্ধারিত হইল। পণ্ডিতগণ মন্দিরদ্বারে উত্তরোত্তর  
প্রতিটি মণ্ডপ মধ্যে চারিটি সভা করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ষাষাময়ে আচার্য্য শঙ্কর, নিজ দিগ্বিজয়বাহিনীর পণ্ডিতবর্গকে  
মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে ঈদ্রিত করিয়া পদ্বিপাদ সুরেশ্বর  
হতামলক ও আনন্দগিরিপ্রমুখ কয়েক জন প্রধান শিষ্যসহ মন্দিরদ্বারে  
হাসিলেন এবং দ্বারমধ্যে প্রবেশোদ্যত হইবামাত্র কয়েকজন পণ্ডিত  
আচার্য্যকে সম্মাসিগণোচিত সম্মানে সম্মানিত করিয়া পুরোবর্তী  
ভায় ও বৈশেষিক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভায় আহ্বান করিলেন।

কিন্তু আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী,  
পরিব্রজন-পরিধান জ্যোতিষ্মান্ শান্তগম্ভীর ও প্রসন্নোদাসীন মৃষ্টি  
ধিয়া উপস্থিত স্তম্ভীবর্গের মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া গেল।  
তাহারা মনে মনে আচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের জিগীষা-  
বৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাহাদের ভাবী পরাজয় এই স্থলেই  
নিশ্চিত হইয়া গেল।

আচার্য্য এই কণাদ ও গোতম মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভায়  
শিয় আসন গ্রহণ করিলে—কণাদমতাবলম্বী একজন পণ্ডিত বলি-  
লেন—“যতিবর! আপনি যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তবে বলুন—বৈশেষিকমতে  
পদার্থতত্ত্ব কিরূপ এবং দুইটি অণু মিলিত হইয়া যে দ্ব্যণুক হয় তাহার  
তি কারণ কি?”

আচার্য্য হাসিতে হাসিতে সপ্তপদার্থের নাম করিয়া বলিলেন—  
“বহুসংখ্যাই দ্ব্যণুকের কারণ।”

অনন্তর পদার্থতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে উভয়পক্ষে নানাবিধ কথোপকথন  
হইতে লাগিল। কথায় কথায় আচার্য্য যখন বলিলেন—“এই পদার্থ-

৩৫০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

বিভাগের উদ্দেশ্য আত্মবিষয়ক মনন, আত্মজ্ঞানেই মুক্তি—ইহাই কণাদের মত” তখন কণাদমতাবলম্বী পণ্ডিতটী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—  
“যতিবর! আর আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, আপনারা প্রসন্ন মন্দিরাভ্যন্তরে অগ্রসর হউন।”

ইহা শুনিয়া গৌতমমতাবলম্বী একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলিলেন—  
“মহাত্মন! আমার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা! বলুন কণাদসম্মত মুক্তির সহিত গৌতমসম্মত মুক্তির মধ্যে পার্থক্য এবং আমাদের মধ্যে পদার্থতত্ত্বই বা কিরূপ?

আচার্য সন্মিতবদনে বলিলেন—“পণ্ডিতবর! গ্রাহ্যমতে কোন পদার্থ। উহাদের সহিত কণাদের সপ্তপদার্থের কোন বিরোধ উহাদেরও তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়। একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্ম বিভিন্ন পথমাত্র। কণাদের মুক্তিতে আত্মরূপ সম্পূর্ণরূপে বিশেষগুণশূন্য হয় এবং পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়া আকাশের তায় নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গভাবে অবস্থান করে। গৌতমমতে মুক্তিটী জ্ঞান ও আনন্দশূন্য হয় না।”

ইহা শুনিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতটী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—  
“যতিরাজ! বাউন, মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করুন। আপনি যে যথার্থ রহস্যবেত্তা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

অনন্তর আচার্য সশিষ্য দ্বিতীয় দ্বারে আসিলেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভা। আসনগ্রহণ মাত্র ইহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—“মহাত্মন! বলুন মূলপ্রকৃতি স্বাধীনভাবে জগতের কারণ, অথবা চৈতন্যপ্রকৃতি কারণ?”

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর!



ইহা মূল প্রকৃতিই জগতের কারণ।” অনন্তর উভয়পক্ষে  
 নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আচার্যের কথায় পরম  
 লাভ করিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতটী বলিলেন—“ভগবন্!  
 আপনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।”

তৃতীয় দ্বারে জৈন ও বৌদ্ধগণের সভা। বৌদ্ধগণের মধ্যে এখানে  
 মৈথিল্যিক, যোগাচার সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিক এই চারি সম্প্রদায়ই  
 প্রধান। জৈনগণের মধ্যেও দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর উভয় সম্প্রদায়ই  
 প্রধান। আচার্যের আগমনে ইহারা অভ্যর্থনা সহকারে আসন  
 দিয়া বলিলেন—“যতিবর! বলুন দেখি—আমাদের চারি সম্প্রদায়  
 বৌদ্ধগণের মধ্যে কোথায় বিশেষত্ব এবং বেদান্তমতের সহিত ইহাদের  
 কোন সাদৃশ্যই বা কোথায়?

আচার্য স্বভাবস্বলভঃ সহাস্রবদনে বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর!  
 কঠোর মতে সমুদায় জ্ঞেয় বস্তু অল্পমানগম্য। বৈভাসিক বলেন—  
 প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। তবে উভয়মতেই সকল পদার্থ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ  
 বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচার-সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত বস্তুই  
 ক্ষণস্থায়ী এবং তাহাও ক্ষণিক ও বহু। শূত্রবাদী মাধ্যমিক মতে  
 ইহা ত্রয়পদ: শূত্রই, তদভিন্ন কিছুই নাই। সবিসয় ক্ষণিক বিজ্ঞান-  
 মতে জগৎ প্রতীত হইতেছে, নির্বাণে উহারও নাশ হয়; সুতরাং  
 শূত্র হয়। বেদান্তমতে এক নিত্য বিজ্ঞানই সত্য, অপর সকলই  
 মিথ্যা। শূত্রবাদী শূত্রকে যদি সৎ বলেন এবং বিজ্ঞানবাদী যদি  
 মিত্যকে স্থির বলেন, তাহা হইলে আর তাহাদের সহিত বেদান্তমতের  
 কোন পার্থক্য থাকে না। বিজ্ঞানবাদী প্রভৃতির মতে ভ্রমে আত্মখ্যাতি  
 বর্ধাৎ বুদ্ধিরূপ আত্মারই অন্তরে বাহ্য ভ্রম হয়, শূত্রবাদীর মতে ভ্রমে  
 আত্মাতি হয় অর্থাৎ অসৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু বেদান্ত-

মতে অনির্কচনীয়ত্বাতি স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ ভ্রমবশত  
অজ্ঞানোৎপন্ন পদার্থের ভান হয়, জ্ঞানমাত্র তাহার বিলোপ ঘটে।

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বলিলেন—  
আপনাকে পরীক্ষা করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, আপনি  
আনন্দে প্রবেশ করুন।”

বৌদ্ধগণের পাশ্বেই জৈনগণ ছিলেন। তাঁহারা স্থানীয়  
রোদেই বলিলেন—“আচ্ছা! বলুন দেখি—জৈনমতের  
শব্দের প্রকৃত রহস্য কি?”

আচার্য বলিলেন—“জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়,  
অধর্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায় পদবাচ্য জীবাদি পাঁচটি  
জৈনমতে স্বীকৃত হয়। “অস্তি” এই বাক্যটি যাহাতে  
তাহারই নাম অস্তিকায়। “কৈ” ধাতুর অর্থ শব্দ, আর তাহা  
অস্তিকায় শব্দ নিষ্পন্ন।”

ইহা শুনিয়া জৈনপণ্ডিতগণ বলিলেন—“মহাত্মন!  
হইবে না। আপনি এইবার আপনাদের অনুরূপ  
নিকট গমন করুন। উহাই আপনার শেষ পরীক্ষামূল।”

চতুর্থ দ্বারে জৈমিনীয় মতালম্বী মীমাংসকগণ  
ছিলেন। তাঁহারা আচার্যের এই বিজয়ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাদের  
অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথোচিত সম্মান সহকারে আসন  
বলিলেন—“যতিরাজ! আপনাকে আর কি জিজ্ঞাসা  
মণ্ডনমিশ্র যখন আপনার অনুগামী, তখন আমাদের জিজ্ঞাস্য  
নাই। আপনি যে দিন মণ্ডনমিশ্রকে জয় করিয়াছেন, সেইদিন  
সমুদায় বিবুধমণ্ডলীকে জয় করিয়াছেন। তবে নিয়মমুত্রে  
কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি তাহার উত্তর দিয়া মন্দিরে প্রবেশ



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৫৩

মীমাংসকগণ বলিলেন—“আচ্ছা, বলুন দেখি—জৈমিনির মতে শব্দ  
প্রকার ? উহা দ্রব্য না গুণ ? উহার স্বরূপই বা কি ?”

আচার্য্য বলিলেন—“হে স্বর্ধীবর্গ ! জৈমিনি মতে বর্ণ সকল নিত্য  
ব্যাপক। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার যখন অনুভব হয় তখন  
তাহার উৎপত্তিপ্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। আর উহা জৈমিনিমতে  
নিত্য, উহা গুণ নহে।”

এই কথা শুনিতে শুনিতে মীমাংসকগণ প্রণাম করিয়া বলিলেন—  
বিত্তবর ! আর বলিতে হইবে না। চিরন্তন প্রথার অনুরোধে আপ-  
নাকে জিজ্ঞাসা মাত্র করিয়াছি। আপনি আনন্দিত মনে শিষ্যগণ সহ  
স্বরূপদেবীর নিকট গমন করুন।” অনন্তর তাঁহারা স্বরেশ্বরকে  
কর্তব্য করিয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকলকে সঙ্গে  
লইয়া শারদাসদনে লইয়া গেলেন।

আচার্য্য হাসিতে হাসিতে বামহস্তে পদ্মপাদের হস্তধারণ করিয়া  
স্বরেশ্বর এবং পশ্চাতে তোটক ও হস্তামলকে লইয়া মন্দির  
দেবীর নিকট আগমন করিলেন।

চারিদিকে নানা বাজ বাজিয়া উঠিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণের জনতা  
স্বরূপদেবীর জয়” এই ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।  
জাতের মান্ত পণ্ডিতগণই দিতে জানেন। সকলে বলিতে

বলিলেন—“অহো ভাগ্য ! আজ বহুকাল পরে একজন সর্বজ্ঞ মহাপুরু-  
ষ দর্শন লাভ হইল।” কেহ বলিলেন—“শুনিয়াছি, উত্তর, পশ্চিম  
পূর্বদিক হইতে এক একজন পণ্ডিত ইতিপূর্বে এই সর্বজ্ঞ উপাধি  
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ দিক হইতে কেহ আসিয়া এই  
উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। আজ তাহাই হইল। আজ দক্ষিণদেশবাসী  
সর্বজ্ঞ উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

আচার্য সশিষ্য কুণ্ডপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন—নানা মন্দির  
খচিত বহুমূল্যবস্ত্রাদিমণ্ডিত একটি নিম্নলসলিল অপূৰ্ণদর্শন  
তিনি সেই কুণ্ডপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া একটি সন্তঃরচিত হেমা  
প্রাণ ভরিয়া ভগবতী শারদাদেবীর অর্চনা করিলেন। প  
শিষ্যগণ ষোড়শোপাচারে মনে মনে ভগবতীর পূজা করিলেন।

অনন্তর আচার্য যেমন কুণ্ডবারি স্পর্শ করিতে উত্তত হইলেন  
ভগবতী শারদাদেবী অলঙ্কিতভাবে বলিতে লাগিলেন—  
আমার অধিষ্ঠানভূত এই কুণ্ডবারি অপবিত্র করিও না। হৃদ  
তাহাতে অণুমাাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে বিগুহচিত্র  
করিয়া বলিব? তুমি ত মণ্ডনপত্নীর কামশাস্ত্রীয় প্রণের উন্ন  
জগৎ অমর রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলে। সেখানে রাজ  
কর্তৃক পরিবৃত থাকিয়া কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলে।  
এই স্থলশরীর অপবিত্র না হইলেও কামচিন্তাবশতঃ তোমার  
দূষিত হইয়াছে, তোমার সূক্ষ্মশরীর অপবিত্র হইয়াছে।  
স্পর্শ করিলে আমার আসন অপবিত্র হইবে।”

শারদাদেবীর এই অশরীরী বাণি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত।  
স্তম্ভিত। কিন্তু তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ইন্দ্রিয়  
বলিলেন—“মাতঃ! আপনি সর্বাস্তব্যাগিনী। আপনার  
কিছুই নাই। আচ্ছা, জননি! বলুন দেখি, অসদ্ব  
পর প্রারব্ধবশতঃ যে সব মনোবৃত্তি উদ্ভিত হইতে থাকে, সে  
সংস্কার উৎপন্ন হয়? তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি কি আবদ্ধ হন?  
শ্রীকৃষ্ণ যে গোপরমণীগণসহ লীলা করিয়াছিলেন, কু  
অধিনায়ক হইয়াছিলেন তাহাতে কি তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া  
আমি যতিধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার জগৎ এবং বাদের



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৫৫

রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া এই কার্য্য করিয়াছি, নচেৎ আপনার  
 কার্য্য আমি যোগবলে তখনই উত্তর দিতে পারিতাম। কেবল  
 গুরুদেবের অহুরোধে তাহা করি নাই। মাতঃ! এ বিষয়ে  
 আপনিই ত সাক্ষী। আপনিই ত মণ্ডনপত্নীরূপে এই লীলা  
 করিয়াছেন।” শারদাদেবী আচার্য্যের মুখ দিয়া এই উত্তরই  
 করিবেন বলিয়া এবং শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মেরই মত নির্লেপ-  
 ভাব হইয়াছেন—ইহাই প্রচার করিবেন বলিয়া তিনি আচার্য্যকে  
 কথন বলিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন—“বৎস! শঙ্কর!  
 আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আনন্দচিত্তে আমার কুণ্ডবারি পান কর।  
 আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ‘তোমার চরিত্র নিম্নলিখিত শারদীয় পূর্ণশশীর  
 চরিত্রকাল বিরাজ করিবে। তোমার চরিত্র যতিগণের আদর্শ হইবে।  
 তোমার চরিত্র ধ্যান করিবে তাহারাও তোমার মত হইবে।’  
 মংগদত্ত সর্ব্বজ্ঞ-উপাধি মণ্ডিত হইয়া জগতে আরও কিছুদিন  
 ভ্রমণ কর, তোমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে।”  
 এই বলিয়া শারদাদেবী নীরব হইলেন। আচার্য্য ভক্তিগদগদভাবে  
 হইয়া ভগবতী শারদাদেবীকে প্রণাম করিলেন। পদ্মপাদপ্রমুখ  
 নন্দনরূপে আচার্য্যের অহুসরণ করিলেন। সমবেত স্থানীয়  
 বিহ্বলভাবে আচার্য্যের পাদস্পর্শের জন্ত ব্যাকুল  
 হইলেন। “শঙ্করাচার্য্যের জয়” এই ধ্বনিতে শারদামন্দির মুহুমুহঃ  
 হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্য শঙ্কর পদ্মপাদাদি  
 কুণ্ডবারি পান করাইয়া কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানেই অবস্থিত  
 এবং ভগবতীর স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সকলকে  
 নিম্ন আদেশ করিয়া নিজ আসনে প্রত্যাগমন করিলেন।  
 তাহার পর আচার্য্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ শারদাক্ষেত্রে কয়েক-

দিন মাত্র অবস্থিতি করেন এবং সেই অবকাশে জনসাধারণকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শ্রীনগরপ্রভৃতি কাশ্মীরের অপরাপর স্থানসমূহের দর্শনমানসে প্রস্থিত হইলেন । \*

কাশ্মীর শ্রীনগরে আচার্য্য শঙ্কর ।

শারদাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একটী অত্যুচ্চ শৈলশ্রেণী পূর্বক আচার্য্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ কাশ্মীরক্ষেত্রে করিলেন । কাশ্মীরক্ষেত্রের অপূর্ব শোভা সকলেরই চিত্তহরণ চারিদিকে তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ প্রাচীরের ত্রায় পর্ত্তমালা সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র । যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও সাগরোপম তরঙ্গায়িত স্রবহং স্বাদুজলপূর্ণ হ্রদ, অনিকুলগুঞ্জিত প্রস্ফুটিত কুমুদ ও কমলদল শোভিত সুবিশাল কোথাও বা এই সকল সরোবরমধ্যে ভাসমান কৃষিক্ষেত্র । বিস্তীর্ণা খরস্রোতা স্রোতস্বতী তরতর বেগে প্রবাহিতা । জলপ্রপাত কোথাও বা প্রস্রবন । আবার মধ্যে মধ্যে পুষ্পাচ্ছাদন-পরিবেষ্টিত জনপূর্ণ নগরী এবং অত্যুত্তম পদ্মপের অরণ্য । নরনারী পশুপক্ষী সকলই যেন অপূর্বসুন্দর । স্নেহসর্ববিধ অল্পপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সম্মিলিত করিবার কাশ্মীর ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

সেই আচার্য্য দেখিলেন—শিশুগণ কাশ্মীরক্ষেত্রের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিমোহিত । সকলেরই মুখে সৌন্দর্য্যের কথা । অসীমসৌন্দর্য্য যেন তাঁহাদের বিস্তৃত । তিনি পথ চকিতে

কঙ্কণস্বৰ্ণাচার্য্য এস্থলে ভুল করিয়াছেন বোধ হয় । শারদা মন্দিরের চারিদিকে ঘর এবং আচার্য্যের পীঠোপরি অধিষ্ঠান ইত্যাদি তাঁহার বর্ণনা এখানে হইতে আসি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি ইহা শারদাদেবীর কুণ্ড, বসিবার পীঠ নহে । চারিদিকে চারিদিকে ঘর কোন কালে থাকাও অসম্ভব ।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৫৭

“নানাত্রীবিগর্হন” নামক কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া শিষ্যগণকে দ্রষ্ট করিলেন ।

এইরূপে আচার্য্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে কাশ্মীরের নানা দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে ত্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে এ সময় শৈব ও শাক্তগণের প্রাধাত্য । বৌদ্ধগণও বুদ্ধের উচ্চ দার্শনিকত্ব লইয়া তাত্ত্বিক সিদ্ধির জন্ত লালায়িত । বৌদ্ধগণের অত্যাচারে বৌদ্ধিক যোগ-যজ্ঞাদি এক প্রকার বিলুপ্ত । রাজা চন্দ্রাপীড় রাজ্য-পালনেই অধিক ব্যস্ত । তিনি আচার্য্যের এবং তাঁহার দিগ্বিজয়-বাহিনীর সুগম্যচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন । আচার্য্য এখানে কী শৃঙ্গ শৈলশৃঙ্গোপরি একটি শিবমন্দির দেখিয়া এই শৃঙ্গোপরিই স্থাপন করিলেন ।

এই শৈলতলে একটি কুণ্ড ভগবতীর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল । তঁহী যেমনই সুন্দর ভগবতীর রূপালাভও এখানে তেমনই সুন্দর । এজন্ত ইহার তীরে বহু সাধু ও মনীষীবর্গ ভগবতীর উপাসনা-প্রার্থে বাস করিতেন । আচার্য্য এখানে আসিয়া ভগবতীর মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া একটি অপূর্ব স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন । উপর ইহাই সৌন্দর্য্যলহরী বা আনন্দলহরী নামে প্রসিদ্ধ হইল । তঁহাদের মধ্যেই আচার্য্যের উপর অধিবাসিগণের শ্রদ্ধা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, এই শৈল-শৃঙ্গটী “শঙ্করাচার্য্য পর্বত” নামেই অভিহিত হইল ।

তক্ষশিলায় আচার্য্য শঙ্কর ।  
ত্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের দিগ্বিজয়বাহিনী চন্দ্রভাগা-  
তীর অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতের সমতল-  
প্রান্তরে আসিতে লাগিল । এ সময়ও তক্ষশিলা বৌদ্ধগণের  
প্রধান স্থান ছিল । বহু বিদ্বান্ধী, বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট

বিজ্ঞানশিক্ষার্থ বৌদ্ধবিহার সমূহে বাস করিতেন। যে স্থানটী  
শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র “তক্ষের” রাজধানী ছিল, স্থি  
তাহা বৌদ্ধগণের একটি সর্বপ্রধান স্থান। পদ্মপাদাদি দ্বি  
ইচ্ছা হইল—এই তক্ষশিলায়ও তাঁহারা বৈদিক ধর্ম-প্রচার করি  
অগত্যা আচার্যের দ্বিধিজয়বাহিনী ধীরে ধীরে এই স্থানে  
উপস্থিত হইল।

বৌদ্ধগণ, সহস্রাধিক অনুচরবর্গসহ আচার্যকে দেখিয়া এক  
ও শারদাপ্রভৃতি স্থানে তাঁহার দ্বিধিজয়বার্তা প্রভৃতি শ্রবণ  
কুমারিলের বিজয় কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—  
রুদ্ধ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। তাঁহারা পূর্বের যত  
পরাক্রমপ্রদর্শনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে লা  
একে ত বেদবিরোধী ধর্মাবলম্বিগণের সহিত বিচার করি  
আনয়ন করিবার প্রবৃত্তি বৈদিকধর্ম-প্রচারকের প্রকৃতিই নহে,  
যে পরমতথ্যগুণ করেন তাহা তাঁহাদের আত্মরক্ষার্থ মাত্র,  
আচার্যে ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিতই ছিল। সুতরাং তিনি  
পরাজয়ের জ্ঞান বিচারের ইচ্ছা করিলেন না। বৌদ্ধ জৈ  
স্বল্পদার্শনিকতাপূর্ণ মতগুলির যে অংশ খণ্ডনাই তাহাই  
স্বমতে নিষ্ঠার নিমিত্ত ভাষ্যমধ্যেই খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং  
বৌদ্ধগণ জিজ্ঞাসু হইয়া আচার্যের নিকট আসিতে লাগিলেন  
শিষ্টগণ তাঁহাদিগকেই উপদেশ দিলেন ও আচার্যের ভাব  
করিতে বলিলেন। ইহার ফলে প্রকারান্তরে বৈদিকধর্মেরই জ  
হইল। সাধারণে ভাবিল—বৌদ্ধধর্মে সার থাকিলে বৌদ্ধ  
অবাধে বৈদিকধর্মের প্রচার হইতে দিতেন না। বাহা ইউর  
জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তসিদ্ধান্তানুযায়ী পঞ্চমহাযজ্ঞ ও



## শঙ্কর-চারিত্র ।

৩৫৯

উপাসনা প্রচার করিয়া আচার্য্য হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া পূর্বাভিমুখে  
স্থিত হইলেন ।

জ্ঞানামুখী তীর্থে আচার্য্য শঙ্কর ।

তক্ষশিলা হইতে পূর্বাভিমুখে আসিতে আসিতে আচার্য্য ক্রমে  
জ্ঞানামুখী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তথায় দেবীর জ্যোতি-  
র্বিদর্শন করিয়া একটা স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে  
হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

হরিদ্বারবাসী সাধুগণ আচার্য্যকে পূর্বেও দেখিয়াছিলেন এক্ষণে এই  
শ্রীমান দিগ্বিজয়বাহিনীর সঙ্গে আচার্য্যকে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে  
স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন ।

নৈমিষারণ্যে আচার্য্য শঙ্কর ।

আচার্য্য এই হরিদ্বারে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া সশিষ্য হিমালয়ের পাদ-  
দেশ জনপদদম্বুহের মধ্য দিয়া ক্রমে নৈমিষক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন । নৈমিষক্ষেত্রমধ্যেও বহুতীর্থ বিদ্যমান । কিন্তু সর্বত্রই  
তান্ত্রিকগণের প্রাধান্য । আচার্য্য এই সব স্থলে বেদান্তসিদ্ধান্ত  
প্রচার করিতে করিতে ক্রমে শৌনকাদি ঋষির সেই পুরাণবর্ণনার স্থানে  
উপস্থিত হইলেন । বৌদ্ধপ্রভাবে এ সব স্থলে আর সে যজ্ঞধূমের  
কিছু গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করে না, বেদধ্বনি আর চারিদিক  
পরিপূর্ণ করে না । বুদ্ধদেব যে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার করিয়াছিলেন,  
এই গ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকে উপাসনাকাণ্ড আশ্রয় করে, আর সেই  
উপাসনাকাণ্ড এখন তান্ত্রিকাচারে পরিণত হইয়াছে । বাস্তবিক কস্মিন্থাং  
উপাসনাতেও অধিকার হয় না, জ্ঞানাধিকার ত দূরের কথা ।  
এই উক্ত আচার্য্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনী সহিত এখানে কয়েক  
দবস্থিত করিলেন এবং সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে বেদান্তসিদ্ধান্ত-

৩৬০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

নুযায়ী কৰ্ম ও উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের  
ভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অযোধ্যায় আচার্য শঙ্কর ।

অযোধ্যা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন পরে আচার্য  
নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের লীলা  
দেখিয়া সকলেই হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন । এখানে  
কি ভাবে আৰ্য্যকীর্তি দমিত করিয়া নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিয়া  
এবং তৎপরে শুদ্ধ ও কথবংশীয় রাজগণ এবং উজ্জয়িনীর  
রাজ কি ভাবে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়াছিলেন  
আচার্যের চিত্ত আকর্ষণ করিল । তথাপি এখনও এখানে  
প্রভাব যথেষ্টই ছিল, তবে বৈদিক ধর্মের অভ্যুত্থানে তাহার  
শূন্য হইয়াছেন—এইমাত্র । এজন্য এখানকার বৌদ্ধগণ  
কোনরূপ শাস্ত্রীয় বিচারাদি করিতে আর প্রবৃত্ত হইলেন না ।

আচার্য, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে শ্রীরামমূর্তির  
করিলেন এবং সত্ত্বঃসত্ত্বঃ একটি স্থললিত ভক্তিভাবপূর্ণ স্তব  
প্রাণের আবেগ নিবৃত্তি করিলেন । শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক  
ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং  
সমুচ্চয়বাদী থাকিলেও আচার্যের মতবাদে কোন  
পাইলেন না । তাঁহারা আচার্যের সর্বদেবসাধারণ  
উচ্চ আদর্শই পাইলেন এবং আচার্যের ভক্তিভাব দেখিয়া  
হইলেন । ইহার ফলে আচার্য এখানে বৈদিকধর্মের বিজয়  
প্রোথিত করিয়া পূর্বোত্তরদিকে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা

মিথিলায় আচার্য শঙ্কর ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য অতিক্রম করিয়া আচার্য



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৫৬১

জনকের বিদেহরাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পথিমধ্যে নানা তীর্থা-  
 দি গমন করিতে করিতে মিথিলা নগরীমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 যাহা নামে মহর্ষি গৌতম ত্রায়শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে মহর্ষি  
 হ্যবজ্ঞব্যপ্রমুখ মহর্ষিগণ জগতে অমূল্য অদ্বৈতজ্ঞানরত্ন বিতরণ  
 করিয়াছিলেন, যেখানে শুকদেব জনকের নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্রের শেষ  
 ন্যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে মহর্ষি অষ্টাবক্রের অদ্বয়তত্ত্বোপ-  
 দেশ প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে বর্ণাশ্রমাচারের অনুরোধে ধর্মব্যাদ  
 হইলেও মাংসবিক্রয় করিয়াছিলেন আচার্য্য আজ সেইস্থানে  
 আসিয়া এই সব ব্যাপার যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন ।

এ সময় মিথিলায় কোন স্বাধীন বা প্রবল রাজা ছিলেন না । কিছুদিন  
 পূর্বে ইহা কখন লিচ্ছাবিবংশীয় রাজগণের পদানত, কখন বা মগধের  
 নীল, কখন বা গোড়াধিপের কারায়ত্ত হইতেছিল । অল্পদিন পূর্বে  
 বর্ষবর্ষের রাজা শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্ষন ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার  
 করিয়াছেন । বৌদ্ধপ্রভাবে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য হইলেও মীমাংসক  
 নৈয়ায়িকগণ নিজ নিজ শাস্ত্রীয় চিন্তায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন ।  
 বনবিরোধী মতসমূহের এবং নাস্তিকগণের শাসনের জন্ত ত্রায়শাস্ত্র  
 মহর্ষি গৌতম রচনা করেন । বৌদ্ধগণ তাহাকে আক্রমণ করায় মহর্ষি  
 সংসারন ভাহার নিবারণ করেন । বহুপরে বহুবন্ধুশিষ্য বৌদ্ধ দিঙ্নাগ  
 তাহাতে দোষারোপ করিলে পাণ্ডপতাচার্য্য উত্তোতকর অবিলম্বে  
 তাহার উদ্ধার সাধন করেন । এক্ষণে দিঙ্নাগশিষ্য শঙ্করস্বামী, ধর্মপাল  
 কর্তৃক প্রভৃতি তাহাতে আবার আপত্তি করায় মিথিলার পণ্ডিতকুল  
 তাহার উত্তরনির্ণয়ের জন্ত সমাহিত । যাহা প্রায় তিনশত বৎসর পরে বাচ-  
 ন্তি নিশ্চের লেখনীনিঃসৃত হইবে, এবং তৎপরে উদয়ন ও গঙ্গেশাদির  
 পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে, মিথিলার পণ্ডিতকুল আজ সেই চিন্তার বীজ

সংগ্রহ করিতেছেন। ওদিকে বৈশেষিক সম্প্রদায়ও নীরব আন  
প্রশস্তপাদের ভাষাবলম্বনে ব্যোমশিবপ্রভৃতি যেরূপ মণ্ডন  
জ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত ত্রায়ের  
চিন্তাও এই সময় এই সকল পণ্ডিতকুলের মনে উদ্ভূত হইল  
সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ জৈন ও মীমাংসকগণের বিচারপদ্ধতি আন্দাজ  
আত্মপুষ্টিরও চেষ্টা চলিয়াছে।

আচার্য্য পণ্ডিতমণ্ডলীর এইরূপ উত্তম দেখিয়া বেদান্তের  
এবং বিচারপদ্ধতি তাঁহাদের সম্মুখে সমুদ্ভূত করিলেন। ইহা  
ইহার উপযোগিতা এবং উপাদেয়তা অনুভব করিয়া অবনত  
গ্রহণ করিলেন। সকলেই আবার তান্ত্রিক আচারব্যবহারের  
বৈদিক আচারব্যবহারের অনুরাগী হইলেন। মিথিলার  
পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রবল হইল, বেদান্ত  
পাঠন আবার আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়া আচার্য্য তাঁহার  
বাহিনীসহ দক্ষিণদিকে মগধরাজ্যভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মগধরাজ্যে আচার্য্য শঙ্কর ।

মগধরাজ্য এ সময় ছিন্নভিন্ন এবং ভগ্নদশাগ্রস্ত হইলেও  
সম্মান হইতে বঞ্চিত নহে। আচার্য্য মগধরাজ্যে প্রবেশ করিয়া  
ধীরে রাজধানী পাটলিপুত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।  
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকিলেও বৈদিকধর্মও নিতান্ত নির্জীব নহে  
বিষ্ণুগুপ্তের পিতামহ আদিত্যসেনের অধিনায়কত্বে নালান্দার  
ধর্মপাল, শীলভদ্র ও ধর্মকীর্ত্তিপ্রভৃতি বহুবার ব্রাহ্মণগণকে  
করিলেও শেষে কুমারিলের নিকট তাঁহারা পরাজিত হন  
ফলে তিনি অশ্বমেধযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।  
পঞ্চমশতাব্দীর শেষপাদে স্বন্দগুপ্ত বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুকে



## শঙ্কর-চারিত্র ।

৩৬৩

আনাইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচার করার ব্রাহ্মণসমাজের যত্নে গুপ্তবংশের  
সর্বোচ্চ উপস্থিতি হয়। তাহারই কলে মগধরাজ্য দিন দিন ক্ষীণ  
হইতেছিল। কাথকুজের হর্ববর্দ্ধন, গোড়ের শশাঙ্কনরেন্দ্র বর্ষাণের অভ্যুদয়ে  
এ সময় বিষ্ণুগুপ্ত নামমাত্র সম্রাট। শিশুনাগ, শুদ্ধ, কথ, মৌর্য ও  
গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ এখন ধনী গৃহস্থের আশ্রয় বাস করিয়া ঐশ্বর্যের  
প্রচার করিতেছেন।

মহারাজ বিষ্ণুগুপ্ত আচার্যের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।  
আচার্যের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতগণ আর কোনরূপ  
প্রতিবাদের কল্পনাও করিলেন না। সুতরাং আচার্য এখানে অদ্বৈত-  
বোধসিদ্ধান্ত অবাধে প্রচার করিয়া এ দিকের প্রধান তীর্থ গয়াভিমুখে  
প্রস্থান করিলেন।

নালান্দায় আচার্য শঙ্কর।

পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণাভিমুখে আচার্য তাহার বিরাট দিগ্বিজয়-  
বাহিনীসহ ক্রমে বৌদ্ধগণের সর্বপ্রধান স্থান নালান্দায় আসিলেন।  
এখনও নালান্দা বিহারে বৌদ্ধগণের যথেষ্ট প্রভাব। বিনীতদেব,  
অগমিনি, চন্দ্রকীর্তি, রবিগুপ্ত, শাস্তুরক্ষিত প্রভৃতি বহু বৌদ্ধাচার্য  
এখানে বাস করেন। বহু বিদ্যার্থী তখনও তথায় বিদ্যার্জন করে।  
এই অট্টালিকাসমূহে অসংখ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অপূর্ণ সমাবেশ।

আচার্য দিগ্বিজয়-উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া নালান্দায়  
আসিয়াছেন শুনিয়া বৌদ্ধগণ আর বিচারার্থী হইলেন না। কারণ,  
বুদ্ধ লইয়া কুমারিলের নিকট ইহাদের গুরু ও পরমগুরুস্থানীয়-  
গোচরীয় পরাজয় হইয়াছে, তাহার উত্তর আর ইহারা পান  
না। আর সেই কুমারিলশিষ্য মণ্ডন, আচার্যের নিকট পরাজয় স্বীকার  
করিয়া শিষ্ট হইয়াছেন। তাহার পর আচার্যের অদ্বৈতমত প্রকারান্তরে

বৌদ্ধমত কি না—এ বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যগণেরও মতবিরোধ হইত।  
এ দিকে আচার্য্যপক্ষ হইতেও বিচারের জন্য কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ  
হইল না ; কারণ, বেদবিরোধিগণকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদিকধর্মের  
করাও আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে, পরন্তু যাহারা বেদ মাত্র  
তাহারা সংস্কারাই হইলে তাহাদের সংস্কার করাই আচার্য্যের  
অথবা যে সব বিধর্মী বৈদিক ধর্মের উপর আক্রমণ করে,  
বিচারার্থী হইলে তাহাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষাই আচার্য্যপক্ষের  
এই কারণে নালান্দায় বৌদ্ধগণের সহিত আচার্য্যের আর কিয়ৎ  
না। ইহার ফলে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বৈদিকধর্মের উদরসাৎ হইয়া

যাহা হউক আচার্য্য নালান্দাবাসী সমাগত বৌদ্ধ ও বৈদিক  
বলদ্বিগণের মধ্যে বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া রাজগৃহাভিমুখে  
করিলেন। ভারতে বেদান্তধর্ম একছত্র অধীশ্বর হইল।

রাজগৃহে আচার্য্য শঙ্কর ।

নালান্দার অদূরে রাজগৃহ। ইহা সেই মহারাজ জরাসন্ধের  
ধানী। এই জরাসন্ধ একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভীতি  
করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবের সময়ও এই রাজগৃহই  
রাজধানী ছিল। আচার্য্য শশিষ্ঠ রাজগৃহের দেবস্থান এবং  
স্থলগুলি দর্শন করিলেন এবং অধিবাসিগণের মধ্যে বেদান্ত  
উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়া গয়াধামাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

গয়াধামে আচার্য্য শঙ্কর ।

গয়াধাম অতি প্রাচীনকাল হইতেই সর্বপ্রধান পিতৃতীর্থ।  
শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত এইস্থানে পিতৃপিণ্ডদান করিয়াছিলেন।  
শৈবগয়াস্বরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভগবান্ গদাধর  
মন্তকোপরি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বহু দেশদেশান্তর হই



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৬৫

স্থানে লোকসমাগম হয় । ভগবান্ বুদ্ধদেবও এই স্থানেরই অদূরে  
কন্যাত করিয়াছিলেন । এ জন্ত বৌদ্ধগণেরও এই স্থানটী একটী  
মান তীর্থ ।

বুদ্ধদেব যেখানে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে  
মহারাজ অশোক তথায় একটী বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন । তদবধি  
বৈদিকধর্মাবলম্বিগণ এখানে এক প্রকার ত্রিয়মাণ অবস্থায় দিনপাত করিতে-  
ছিলেন । মধ্যে মধ্যে স্বদলভুক্ত রাজা বা সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগমে  
তাহারা মন্তকোত্তলন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এ যাবৎ সে চেষ্টা  
কখন হইয়া আসিতেছিল । কেবল অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে গোড়  
গণের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মানের যত্নে ইহাদের  
প্রায় কিছু বিস্তৃত হইয়াছে । কারণ, যে বোধিবৃক্ষের নিম্নে বুদ্ধদেব  
জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং যে বোধিবৃক্ষকে বৌদ্ধগণ অশেষ ভক্তি-  
পূর্ণে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষই ইনি উপর্যুপরি  
ইবার ছেদন করিয়াছিলেন এবং অশোকনির্মিত মন্দিরাভ্যন্তর  
হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তি অপসারিত করিয়া তৎস্থানে মহেশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপিত  
করিয়াছিলেন । অশোকবংশের শেষরাজা পূর্ণবর্মা বার বার সেই  
বোধিবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন করিবার  
চেষ্টা করিলেও সহসা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি বৈদিকধর্মাবলম্বিগণেরই  
হস্তে হয় । এক্ষণে ইহারা আচার্য্যকে পাইয়া মহাবলশালী হইয়া  
ছিলেন ।

গয়াবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কপিল ও দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত  
ছিল । তাঁহারা আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এতই উৎফুল্ল  
ছিলেন যে, তাঁহারা মহর্ষি কপিল ও মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্নের  
আচার্য্যের চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে আচার্য শঙ্কর ভগবান্ বিষ্ণুর বে দশাবতার জোড়া  
করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ বুদ্ধেরও স্থান ছিল। ইহা  
গয়াবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বুদ্ধদেবকে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার  
করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধবিজয় যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এইবার  
পূর্ণ হইল। আচার্যের সাহায্য পাইয়া বৈদিকধর্ম আত্ম  
সম্পূর্ণরূপেই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ‘বৈরিতার দ্বারা শঙ্কর  
হয় না, মৈত্রীর দ্বারাই তাহা হয়’ বুদ্ধের এই উপদেশ আর  
বৈরিকর্তৃক কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইল।

বঙ্গদেশে আচার্য শঙ্কর।

গয়াধামে অবস্থিতিকালে আচার্য বঙ্গদেশে বৈদিকধর্মের  
কথা বিশেষরূপে শুনিলেন। শুনিলেন—বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের  
প্রভাবাপন্ন তান্ত্রিকতাই প্রায় সর্বত্র প্রবল। শৈব ও শাক্তধর্ম  
প্রবল হইলেও তাহা বিকৃত। বেদ কাহাকে বলে—তাহা  
দুটি চারিটি পণ্ডিতই কেবল জানেন, তাহাও অধ্যয়ন-অধ্যাপন  
না। জনসাধারণ বুদ্ধিমান কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্য্যভাবে বৌদ্ধ  
কৃতবিদ্য। ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—“পদ্মপাদ! তাহা  
দেশেও একবার যাওয়া আবশ্যক।”

পদ্মপাদ ত এ বিষয়ে সততই উত্তত। সুতরাং গয়াধাম  
আচার্য্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর  
এ সময় বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, পূর্বদক্ষিণ  
উত্তরপশ্চিমে গোড় এবং উত্তরপূর্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন  
সমৃদ্ধিশালী ছিল।

তাম্রলিপ্ত গঙ্গানদীর শাখা রূপনারায়ণ নদীর তীরে  
বিষ্ণুর কালীরূপ ধারণ করিয়া অসুরবধকালে এইস্থানে



হয়। তদবধি ইহা পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। এখানে কালী ও  
কুহুরির মূর্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বাণিজ্যের জন্ত  
ই স্থানটী এ দিকের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধগণের বিহারাদি  
এখানে পরিমাণে বর্তমান।

আচার্য্য গয়াধাম হইতে পূর্বাভিমুখে বিরাট্রাজের গোগৃহপ্রভৃতি  
স্থান স্থানের মধ্য দিয়া ক্রমে এই তাত্রালিপ্ত নগরে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈদিকধর্মের উচ্চ আদর্শ প্রচার  
করিলেন। বৌদ্ধপ্রভাব সত্ত্বেও ইহার ফলে এতদেশবাসী অনেকে  
স্বাভাবিক বৈদিকধর্মাসুপ্রাণী হইলেন।

তাত্রালিপ্ত পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য ভাগীরথী পার হইয়া সমতটের  
ভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে তখন বৌদ্ধ ও জৈনগণের বেশ  
সংখ্যক বিদ্যমান। পৌরাণিক তীর্থের মধ্যে এখানে এখন লাক্ষলবন্ধ,  
পক্ষীঘাট, পরশুরামতলা এবং ত্রিবেণী প্রসিদ্ধ। এখানেই বৈদিক  
পৌরাণিক ধর্মের চিহ্ন কিঞ্চিৎ বিদ্যমান। যেহেতু—লাক্সলবন্ধে  
স্বামী লাক্ষলদ্বারা ব্রহ্মপুত্রকে এই স্থান পর্য্যন্ত আনিবার পর তাঁহার  
কল আবদ্ধ হইয়া যায়। এখানে কালী ও অন্নপূর্ণারও পূজা হয়।

পক্ষীঘাটে পাণ্ডবগণ বনবাসকালে যখন লোহিত্যতীর্থ দর্শন  
করিতে যান, তখন স্নান অর্চনাদি করিয়াছিলেন।

পরশুরামতলা পরশুরামের বিশ্রামস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ত্রিবেণী—মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থল। ইহা  
ভি রাজার ষষ্ঠপুত্র জহ্ন রাজার রাজধানী ছিল। রামপাল এ সময়  
সমতটের রাজধানী। মহারাজ আদিশূর এ দেশের এখন রাজা।  
আচার্য্য এখানে আসিয়া বৈদিকধর্ম প্রচার করিলে জনসাধারণকে  
প্রাণাণ্যে শ্রদ্ধাযুক্ত করিলেন। মহারাজ আদিশূর বেদান্তসিদ্ধান্ত

শ্রবণ করিয়া তাহার উপদেশত। এতই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে  
কাণুকুঞ্জ হইতে সদব্রাহ্মণ আনাইয়া দেশে আবার বৈদিক ক্রিয়াকর্ম  
প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর হইলেন ।

সমতট পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে আচার্য্য ক্রমে চব্বা  
আসিলেন। এখানেও বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রভাব যথেষ্ট  
শুনিলেন—এই প্রদেশ হইতে শীলভদ্রের গায় অনেক বৌদ্ধ  
আবির্ভাব হইয়াছে এবং তখনও বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ অগ্র  
কিন্তু আচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যাাদি শুনিয়া সকলেই বিস্মিত  
এতদিন এ জাতীয় কথা ইহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। অগত্যা  
ধর্ম্মই ইহাদের অবলম্বন হইয়াছিল। এক্ষণে আচার্য্য-  
আচার্য্যব্যবহার ও উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া ইহারা সকলে  
ধর্ম্মে আস্থা সম্পন্ন হইলেন। পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চ  
অনুষ্ঠান আবার আরম্ভ হইল। অনন্তর আচার্য্য এখানে  
তীরে সাধারণ জনগণের আগ্রহে একটি বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ প্রতি  
স্থানীয় তীর্থসমূহ দর্শন করিতে করিতে কামরূপ যাত্রা করিলেন  
কামরূপে আচার্য্য শঙ্কর।

টবাক্ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে  
করিয়া ক্রমে প্রাগ্ জ্যোতিষ্ (বর্তমান আসাম) নামক প্রদেশে  
করিলেন।

এস্থলে এ সময় শাক্ত তান্ত্রিকগণের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। এঁরা অনেকেই সুপণ্ডিত এবং অনেকেই সিদ্ধমনোরথ। এঁরা দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেশবিদেশের ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। কামরূপমহিমা ভারতের প্রচারিত। কামরূপ অনেকেরই গুরুস্থান। কিছুদিন পূর্বে



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৬৯

বাহুবল্য অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। কিন্তু ভাস্করবর্মা  
এ দেশের এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি মধ্যভারতের সম্পর্কে  
সিয়া এবং বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থান দেখিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া  
আবার বৈদিকধর্মের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই ভাস্করবর্মাকে  
মহাভূক্তের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন পরাজিত করিতে না পারিয়া ইহাকে  
মহাত্ম্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনিই প্রয়াগে সেই হর্ষবর্দ্ধনের  
আবদ্ধে বহু অশ্বহস্তীপ্রভৃতি সহ উপস্থিত হইয়া হর্ষবর্দ্ধনের শোভা-  
সমারোহে শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষের অন্তর্গত বহু  
রাজ্য ইহার অধীন হইয়া ছিল। ইহার পরাক্রমে গোড়াধিপতি  
শাক্যনরেন্দ্র বর্ধন ক্রমে হীনবল হইতে ছিলেন।

এ সময় কিন্তু এই ভাস্করবর্মা পরলোকে। ইহার পর শালস্তম্ভ  
এই শ্রীহরিব বা শ্রীহর্ষ এ সময় প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে রাজত্ব  
করিতেছিলেন। আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া ইনি আচার্যের  
অর্থনাশ অগ্রসর হইলেন। আচার্য ইহার সঙ্গে সেই বিরাট  
শিবসেনাবাহিনী লইয়া ক্রমে কামরূপে সেই পুরাণপ্রসিদ্ধ কামাখ্যা-  
তীর শৈলতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কামাখ্যা তীর্থ  
তীর বোনি অঙ্গুপতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মপুত্রে স্নানাদি করিয়া সশিষ্ট আচার্য শৈলোপরি ভগবতীর  
পূজা করিলেন এবং একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া  
আচার্য করিলেন। শিষ্যগণও আচার্যের অনুসরণ করিয়া  
ভগবতীর পূজা করিলেন। ভগবতীর মাহাত্ম্য এবং স্থানীয় শোভা  
দেখিতে অপরূপ শান্তি প্রদান করিল।

এই চিত্তে দেখিতে কামরূপের জনসাধারণ আচার্যদর্শনে আসিতে  
ছিল। আচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ যথাধিকার সকলকে সকলরূপ

উপদেশ দিতে লাগিলেন । কিন্তু আচার্য্যের বৈরাগ্যপ্রধান জ্ঞান তাঁহাদের সকলের ভাল লাগিল না । কারণ, ইহাদের ভুক্তি ও মুক্তি, আর সে মুক্তিও নির্বাক-মুক্তি নহে ।

পথভেদের কারণ, বস্তুতঃ লক্ষ্যভেদ । লক্ষ্য ঠিক এই পথভেদ অনস্তুব । আর সেইজন্য ইহাদের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা যায় না । কিন্তু শক্তিসম্বিত সগুণ ব্রহ্ম, আর জীব মুক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপ হইল । নির্বিশেষ ব্রহ্ম হয় না ।

দুই এক দিনের মধ্যেই কামরূপের কয়েকজন সাধক সহিত আচার্য্যের একটু ভালরূপ বিচার হইয়া গেল । আচার্য্যের যুক্তিতর্ক ভেদ করিতে পারিলেন না এবং আচার্য্যের আদর্শও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । কিন্তু তথাপি বৈদিকধর্মে অনুরাগী হইতে লাগিলেন । পঞ্চদেবতার পূজা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি ঋষিগণ-দ্বারা অবলম্বনে অনেকের আগ্রহ জন্মিতে লাগিল । তান্ত্রিক সাধনে অনেকের অনাস্থা-উদয় হইল ।

উক্ত সাধকপ্রধানগণের মধ্যে অভিনবগুপ্ত নামে একব্যক্তি পাণ্ডিত্যের জন্য ইহার খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল । ইনি ব্রহ্মসূত্রের একটা রচনাও করিয়াছিলেন । আচার্য্যের নিকট তান্ত্রিক পরাজয় ইহার যত হৃদয়বিদারক হইল, এত আর কাহারও ইনি মর্মান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করিয়া আধিপত্য নষ্ট করা যায় ? \*

\* এই অভিনবগুপ্ত ও কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত এক ব্যক্তি নহেন । অভিনবগুপ্ত পরবর্তী ব্যক্তি । মাধবাচার্য্য যদি ভ্রমে পতিত না হইয়া থাকেন, তবে অভিনবগুপ্ত শঙ্করের সমসাময়িক একজন পৃথক ব্যক্তি । মাধবাচার্য্য, সহিত শঙ্করকে সমসাময়িক বলিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৭১

অভিনবগুপ্তের অভিচারে শঙ্করের ভগবদ্রোগ ।

ক্রমে অভিনবগুপ্ত শুনিলেন যে, আচার্য্য, উগ্রভৈরব ও ক্রকচের  
শ্রমের হেতু। তাহার পর তিনি তান্ত্রিক সমাজকে আত্মসাৎ  
করিয়া নিজেই তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্ত  
“মন্ত্রপঞ্চসার” নামক তন্ত্রশাস্ত্রও রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহাতে  
অভিনবগুপ্তের ক্রোধ চরম মাত্রায় উপনীত হইল। তিনি ভাবিলেন—  
গোপনে বা মন্ত্রশক্তিদ্বারা আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিবেন।

কিন্তু কিরূপে সে কার্য্য করিবেন? অভিনবগুপ্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ  
। কপটপুঙ্কষের পথ অবলম্বন করিলেন। সম্প্রদায়হিতকামনা তাঁহাকে  
চালাইয়া ফেলিল। তিনি আচার্য্যের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ  
করিয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন।

আচার্য্যের নিকট সকলেরই অবারিতদ্বার। অভিনবগুপ্ত আচার্য্যের  
পদে লভ করিলেন এবং কপটতাসহকারে আচার্য্যসেবায় মনোনিবেশ  
করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপনে অভিচারক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।  
দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যে আচার্য্যের গুহ্যদ্বারে একটী  
চিহ্ন দিখা দিল। দুইএক দিনের মধ্যেই তাহা বিদীর্ণ হইয়া প্রভূত  
পুঞ্জরক্ত নির্গত হইতে লাগিল। আচার্য্য কিন্তু অচল অটল।  
শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া ভীত হইলেন। তোটকাচার্য্য আচার্য্যের  
নিবারণমানসে স্বয়ংই নির্বিকারচিত্তে সেই পুঞ্জরক্ত পরিষ্কার  
করিতে, আচার্য্যকে কিছুই করিতে দিতেন না।

কিন্তু রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আচার্য্যের শরীর  
কমলের ত্যায় দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। উত্থানশক্তি  
হারা হইল। শিষ্যগণ তখন চিকিৎসার জন্ত ব্যস্ত হইলেন এবং  
আচার্য্যের জন্ত আচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য

কিন্তু ঈষদহাস্য করিয়া সে অল্পরোধ উপেক্ষা করেন। ইচ্ছা করিয়া হাঁহার শরীরের অন্তর্ভব বিলুপ্ত হয় রোগযন্ত্রণায় তাঁহার কি করিয়া

অবশেষে শিষ্যগণের নিতান্ত কাতরতা দেখিয়া আচার্য আনয়নে অল্পমতি দিলেন। শিষ্যগণ নিকটবর্তী রাজবৈদ্যকে ডাকিয়া আনিলেন। কামরূপ-রাজ আচার্যের চিকিৎসার জ্ঞান বিশেষ যত্ন লইতে বলিলেন।

চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল। উত্তমোত্তম চরম ঔষধ প্রদত্ত হইল। কিন্তু রোগের কোনরূপ উপশম না হইয়া উন্নতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বৈদ্যগণ হতাশ হইয়া বলিল “যতিরাজ! দেখিতেছি—ইহা অসাধ্য ব্যাধি। আমরা সাহায্য করিলাম, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। আমাদের শক্তিশালী ঔষধ ব্যর্থ হইয়া গেল। এক্ষণে কি অল্পমতি হয়, করুন।

আচার্য বলিলেন—“আপনাদিগের আর এখানে থাকুন নাহে। আপনারা রাজবৈদ্য, রাজার নিকট সর্বদা থাকুন। আপনারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না বলিয়া হুঁশ্চিত হইলে কৰ্ম্মজ ব্যাধি চিকিৎসায় নিবৃত্ত হয় না, কৰ্ম্মজ্ঞ হইলেই উদ্ধার হয়। আমি আশীর্বাদ করিতেছি—আপনাদের মঙ্গল হইবে। আর কি করিবেন! তাঁহারা অতি বিষমমনে আচার্য্যচরণে করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইবার কিন্তু শিষ্যগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ সমাগতপ্রায় আর এই সময় এই ব্যাধির উদয়। ব্যাসদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শিষ্যগণকে অন্তিম উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলেই দুঃখিত

আচার্য্য এইবারই দেহরক্ষা করিবেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৭৩

গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদ কিন্তু ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না।  
 গুরুদেবকে বিদায় দিতে প্রস্তুত নহেন। গুরুদেবের সর্বস্ব  
 হইতে তাঁহার অধিকারে আসে নাই। সুতরাং ভগবান্ নৃসিংহদেব  
 সহায় তিনি সহজেই বা নিরুপায় হইবেন কেন? তিনি কাতর-  
 প্রাণে নিজ অভীষ্টদেব ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন।

নিজ বরদ্বারা আবদ্ধ থাকায় নৃসিংহদেব স্বপ্নযোগে পদ্মপাদকে দর্শন  
 দিয়া বলিলেন—“বৎস! স্বর্গীয় বৈষ্ণব অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ কর,  
 তাহারা ইহার ব্যবস্থা করিবেন।” \*

পদ্মপাদ তাহাই করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পদ্মপাদকে স্বপ্নে  
 দর্শন দিয়া বলিলেন—“বৎস! তোমার গুরুদেবের শরীরে কোন রোগ  
 নাই। ইহা কোন দুষ্ট লোকের মন্ত্রশক্তির প্রভাব। তুমি যদি  
 প্রতিভাচার করিতে পার, তবেই তোমার গুরুদেব নিরাময় হইবেন;  
 ইহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হইবে।”

ক্লেমে অধীর হইয়া পদ্মপাদ প্রভাতেই আচার্য্যসমীপে আসিয়া  
 বলিলেন—“ভগবন্! ইহা আপনার রোগ নহে। ইহা কোন দুষ্ট  
 লোকের অভিচারের ফল। ইহার প্রতীকার নিমিত্ত যদি প্রতিভাচার  
 হয়, তবেই আপনি নীরোগ হইবেন, নচেৎ ইহাতেই আপনার  
 জীবনান্ত হইবে—ইহা আমি গতরাত্রিতে স্বপ্নযোগে ভগবান্ অশ্বিনী-  
 কুমারদ্বয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি—ভগবন্! এক্ষণে  
 আচার্য্য ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে অবস্থিত থাকিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া  
 বলিলেন—“তা’ কি হইয়াছে? এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরদ্বারা যদি কাহারও

\* বসন্তের আচার্য্য স্বয়ংই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করেন।

কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাতে আপত্তি কেন? পদ্মপাদ।  
 এমন কৰ্ম করিও না। প্রত্যভিচার কখনও করিও না।  
 কি কখন প্রতিকার করে? প্রারব্ধফলের জ্ঞান স্থখদুঃখ  
 উপস্থিত হয়, তাহাই তখন আনন্দিতচিত্তে ভোগ করেন।  
 তোমার শোভা পায়? না, আমারই তাহাতে সম্মতি দেওয়া

পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া বলিলেন—“ভগবন্! আপনার  
 জ্ঞান বাহ্য কর্তব্য তাহাতে আপনি কোন কথা বলিবেন না।  
 শরীরে আপনার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন  
 আপনি এ বিষয়ে আমার বাধা দিবেন না। আমি নিশ্চিন্ত  
 প্রতিকার করিব।”

আচার্য, পদ্মপাদের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন—“পদ্মপাদ।  
 কৰ্ম কখনও করিও না। আমার বাক্য তোমার পালন করা  
 আমি নিষেধ করিতেছি—ইহা করিও না। দেখ, তুমি  
 করিলে তোমার নরহত্যা পাপ স্পর্শ করিবে। পাপসংস  
 স্থিরতা হয় না। আর লোকে তোমার গুরুকেই নিন্দা  
 জগতে ব্রহ্মজ্ঞের আদর্শ হীন হইয়া যাইবে। সকলে বলিবে—  
 জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও নরহত্যার অনুমোদন করেন। যে  
 বিস্তারের জ্ঞান তোমরা এত পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাহার  
 হইবে। অতএব এ কার্য হইতে বিরত হও।”

পদ্মপাদ বলিলেন—“ভগবন্! আপনার দেহ অভিচারে  
 বিনষ্ট হইবে, ইহা আমার সহ্য হইতে পারে না। আপনি  
 যোগবলে দেহত্যাগ করেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কি  
 ভাবে দুষ্টলোকের দুঃখভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে দিব না।”  
 নিষেধ করিবেন না। আপনার দেহ রক্ষা করিতে যাইয়া



করও হয় তাহা আমি আনন্দিতচিত্তে বরণ করিব। আপনি ইচ্ছা করিলেই ত এখনই রোগমুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা যখন করিতেছেন না, তখন ইহা আমাকেই করিতে হইবে। আত্মরক্ষার্থ শ্রদ্ধাশে পাপ হয় না। এতাদৃশ নরহত্যা-পাপে আমার জ্ঞান আবৃত হইবে—ইহা আমার বোধ হয় না। অতএব আপনি এ বিষয়ে আর কিছু বলিবেন না, আমি নিশ্চিত প্রত্যভিচার করিব।”

স্বরেশ্বরপ্রভৃতি অপরাপর শিষ্যগণ বলিলেন—“ধন্য পদ্মপাদ! ধন্য তোমার গুরুভক্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তুমি সফল হও।” আচার্য্য ভবিতব্য শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ হাস্য করিলেন। পদ্মপাদ আচার্য্যের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং প্রত্যভিচারে মগ্ন হইলেন। অভিনবগুপ্ত সকলি দেখিলেন।

ঐবার অভিনবগুপ্ত মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি আত্মরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উভয়ের মন্ত্রশক্তির তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্রমে গুরুভক্ত পদ্মপাদ জয়ী হইলেন। দিবসত্রয়মধ্যেই অভিনবগুপ্ত ভগন্দর রোগের ক্রমে দেখিতে পাইয়া গোপনে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অচিরে সকলই প্রকাশিত হইল। অভিনবগুপ্ত ভগন্দর রোগে শায়িত হইয়াছেন—এ সংবাদ আচার্য্যসমীপে আসিল। অভিনবগুপ্ত যতই পীড়িত হইতে লাগিলেন, আচার্য্যও ততই নীরোগ হইতে লাগিলেন। ক্রমে আচার্য্য সুস্থ হইলেন এবং অভিনবগুপ্ত ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কেবল আচার্য্যই ইহাতে আনন্দ অহুভব করিলেন না।

কামাখ্যাবাসী সকলেই এই ঘটনায় অতিশয় বিস্মিত এবং ভীত হইলেন। অতঃপর সকলেই আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রতি

৩৭৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই বেদোক্তমার্গের প্রতি হস্ত  
হইলেন। যাহারা জ্ঞানমার্গের অনধিকারী এবং তান্ত্রিক আচারে  
অভ্যস্ত, তাঁহারা আচার্যের প্রণীত প্রপঞ্চসার তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া  
তান্ত্রিক সাধনার ফল ক্ষুদ্র সিদ্ধি নহে—ইহা বুঝিলেন।  
তান্ত্রিক সম্প্রদায় এইবার আচার্যের অধিনায়কত্ব স্বীকার  
অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এখন হইতে তত্ত্বের লক্ষ্য হইল। অতঃপর  
শরীরে একটু বল পাইলে সকলে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাভর্তন করিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনদেশে আচার্য শঙ্কর।

কামরূপ হইতে গোড়দেশে যাইবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মপুত্রনদীর  
অবলম্বন করিয়া আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ ক্রমে পৌণ্ড্র  
রাজ্যে ( বর্তমান রাজসাহি প্রভৃতি প্রদেশ ) আসিয়া উপস্থিত হইল।

এ সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থা ভাল নহে। শৈলোদ্ভবংশীয়  
এ সময় এখানকার রাজা। কিন্তু রাজকীয় দুর্বস্থা এ সময়  
অত্যন্ত অধিক। আর সেই রাজকীয় দুর্বস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ  
ধর্মবিষয়েও হীনদশা ঘটিয়াছে। ধর্মচর্চা যাহা কিছু হয়, তাহা  
বৌদ্ধপ্রভাব ও তান্ত্রিকতার অংশই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।  
সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট বৈদিকধর্মের আদর্শ বথাসম্ভব  
করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা প্রচণ্ডদেব  
উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ধর্মাত্মুরাগী হইয়া পড়িলেন।  
কি—এই অনুরাগের ফলে তিনি কিছুদিন পরে সম্রাট  
নেপালে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

গোড়রাজ্যে আচার্য শঙ্কর।

গোড়দেশের অবস্থা কিন্তু এ সময় অপেক্ষাকৃত ভাল।  
শতাব্দী পূর্বে গোড়ের অন্তর্গত কর্ণ-সুবর্ণের ( বহরমপুরের )



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৭৭

বর্মান কানহুনিয়ার) অধীশ্বর মহারাজ শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মন নিজ বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার মূলে ধর্মস্থাপনও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ইনি শৈবধর্ম্মানুরাগী হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আর এজ্ঞা থানেশ্বরের প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। ইনিই বর্দ্ধগিরির বোধিজন্ম উপযু্যপরি ছেদন করেন। পাটলিপুত্র নগরবাসী মশাকরাজবংশের শেষ রাজা পূর্ণবর্মা যতবার ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন ইনি তত বারই তাহাকে ছেদন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরের বৌদ্ধমূর্ত্তি অপসারিত করিয়া মহেশ্বরের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন \* এবং বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইহার রাজ্য দক্ষিণে জগন্নাথধাম, উত্তরে মগধ, পূর্বে প্রাগ্জ্যোতিষ এবং উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইহার পর গোড়ে আদিশূর রাজা হন। পূর্ববঙ্গে রামপাল এবং তিমবঙ্গে গোড় ইহার রাজধানী ছিল। আচার্য্যের আদর্শ দেখিয়া তখন আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইনি বঙ্গদেশে আবার বৈদিক-ধর্ম্ম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হন।

মুরারীমিশ্রসহ আচার্য্যের শাস্ত্রালাপ।

এ সময় গোড়ে মীমাংসকপ্রবর মুরারীমিশ্র এবং ধর্ম্মগুপ্ত প্রধান গুণত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আচার্য্যের আগমনে ইহারা আচার্য্যের মত বিচার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু মীমাংসকশিরোমণি

\* নব্বতমঃ ইহারাই সময় ত্রায়বার্ত্তিককার পাণ্ডপতাচার্য্য উদ্বোতকর বিদ্যমান ছিলেন। তখন তদন্তর স্তর গোড়পাদাচার্য্যের সহিত এই গোড়দেশেই আচার্য্যের সাক্ষাৎ হয়। ইহার প্রভাবে অথবা উদ্বোতকরের প্রভাবে হয়ত শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মনের এইরূপ মতামত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

৩৭৮

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

মণ্ডন মিশ্রকে আচার্যের শিষ্যরূপে দেখিয়া ইহারা সে বাদনা করিলেন।

মুরারীমিশ্র আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—বেদান্তসিদ্ধান্তের সহিত যে মীমাংসাসিদ্ধান্তের কোন বিরোধ আপনার মুখে একবার শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার ভাষায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু আপনার মুখে শুনিতে যে তেমনটী কখনই স্বয়ং আলোচনা করিয়া বুঝিব বলিয়া বোধ হয়।

আচার্য বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর! কৰ্মফল অনিত্য বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃতি। বেদান্তশাস্ত্র যে ব্রহ্মাত্মিক্যজ্ঞান উপদেশ তাহাতে অজ্ঞান নষ্ট হইয়া নিত্যলব্ধ মোক্ষস্বরূপের জ্ঞানদ্বারা যে অজ্ঞাননাশরূপ মোক্ষ লাভ হয়, তাহা কৰ্মের এ জন্ত মোক্ষ অনিত্য নহে। নিষ্ক্রিয়ভাব না ঘটিলে নিষ্ক্রিয় সকাম ব্যক্তিগণের জন্ত কৰ্ম আবশ্যক। তাহাতে তাহাদের লাভের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয়, আর তাহার ফলে তাহার অধিকার জন্মে। প্রণিধানসহকারে উপনিষদভাগ অধ্যয়ন করিলে —বেদান্তে যে ব্রহ্মবস্তুর উপদেশ আছে, তাহা কৰ্ম পূর্ণ ব্রহ্মভাবের ভাবনামাত্রের উদ্দেশ্যে নহে। তাহা কৰ্মাঙ্গ নহে। যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহা ত কৰ্মাঙ্গ বটে, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ সে উদ্দেশ্যে নহে। আর বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব হইত, তাহা হইলে যুক্তির দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুর উপপাদন থাকিত না। দেখুন—মানব সুখলাভ বতই করে, তবু আকাজক্ষা বৃদ্ধি হয়। এই আকাজক্ষাই মহদুঃখ। কিন্তু তাহার সেই পূর্ণসুখস্বরূপ বুঝিলে কি আর সুখ লভ্যরূপে থাকে? তখনই লব্ধস্বরূপই হইয়া যায়। অতএব দেহাদি



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৭৯

“আমি জ্ঞান” তাহা ভ্রম বলিয়া বুঝিয়া “আমি সেই অসঙ্গ পূর্ণ  
 আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই” ইহা বুঝিয়া স্বথঃস্থের অতীত হওয়াই  
 ব্রহ্মনীয়। আপনারা আমার ভাষ্য এবং সুরেশ্বরের বার্তিকপ্রভৃতি  
 আলোচনা করুন, দেখিবেন—কোন সন্দেহই থাকিবে না।”

এইরূপ পরস্পরে অনেক কথাবার্তার পর মুরারীমিশ্র আচার্য্যকে  
 বলিলেন—“ভগবন্! পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত-  
 শাস্ত্র একশাস্ত্র বলিতে আপনার আপত্তি কেন? ভাষ্যমধ্যে আপনি  
 পূর্বক শাস্ত্ররূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।”

আচার্য্য বলিলেন—“স্বধীবর! উহারা বেদার্থের মীমাংসা বলিয়া  
 একশাস্ত্র বলা যায়। কিন্তু একই বিষয় উহারা প্রতিপাদন করে না।

মধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে, যথা—কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। কর্মের  
 মীমাংসা পূর্বমীমাংসার মধ্যে, উপাসনা ও জ্ঞানের মীমাংসা উত্তর  
 মীমাংসামধ্যে আছে—এই মাত্র প্রভেদ। যাঁহারা বলেন—কর্মকাণ্ডের  
 জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ কর্ম কি করিয়া করিতে হয় তাহা না জানিতে

উত্তরমীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার জন্মে না, অর্থাৎ  
 লিখিতে পারা যায় না, তাঁহাদের কথায় আমি আপত্তি করিয়াছি।

কর্মের ব্যক্তি গুণাদির গ্রন্থ জন্মাবধি বৈরাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ সে ব্যক্তি  
 বেদমাত্র অধ্যয়ন করিয়া কি ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র এই উত্তরমীমাংসা  
 লিখিতে পারিবে না—ইহা কি কখন সম্ভব? এরূপ কল্পনা কি নিতান্ত

অসম্ভব নহে? জৈমিনির গ্রন্থ মহর্ষি কি শেষ চারি অধ্যায় লিখিতে  
 পারিতেন না। আর জৈমিনির গুরু ব্যাস কি পূর্বমীমাংসা লিখিতে অক্ষম?

এইরূপ কথার পর মুরারীমিশ্র আচার্য্যের সিদ্ধান্ত অকপটে  
 প্রকাশ করিলেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও

পঞ্চদেবতার উপাসনাপ্রভৃতি জনসাধারণমধ্যে প্রচারে প্রবৃত্ত হইল। গোড়দেশের জনবৃন্দ সংবত পবিত্র ও ত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শপাঠে ধর্মজীবন লাভ করিল। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকাচারপ্রাপ্তি আবার বৈদিক ধর্মের প্রচার হইল।

গোড়গাদাচার্যের সহিত আচার্যের সাক্ষাৎকার।

গোড় নগরী পরিত্যাগ করিয়া গোড়রাজ্যের ইতস্ততঃ করিতে করিতে আচার্য ক্রমে গঙ্গাতীরে একটি স্থানে আদিয়া হন। এই স্থানে গঙ্গাতীরবর্তী উন্মুক্ত প্রশান্ত বানুকাহ্ন শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। আচার্যও যেন এই স্থানে অপেক্ষাকৃত স্নস্তবোধ করিতে লাগিলেন। স্মৃতরাং সর্বত্র এখানে একটু বিশ্রামস্থলের জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

একদিন সাংসকালে আচার্য যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া বসিয়া আছেন। অদূরে শিষ্যগণ কর্তব্যকর্ম সমাপন করিয়া ভাবে উপবিষ্ট। নির্মল অনন্ত আকাশে সান্ধ্যজ্যোতিঃমাত্র গঙ্গার মুহুমন্দ কুলকুলধ্বনি এবং শীতল সমীরণ সকলেরই অমূল্য করিতেছে। এমন সময় আচার্য দেখিলেন—অদূরে দূর একটি তেজঃপুঞ্জ সহসা আবির্ভূত হইল। ক্রমে দেখিলেন—যোগিপুরুষের আয় কে যেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে আরও একটু নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন—বামহস্তে কমণ্ডলু হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র রঞ্জিত—এক অপূর্বদর্শন পুরুষ।

ইহা দেখিয়া আচার্য ভাবিলেন—ইনি কে? ইনি ত মনুষ্য নহেন। অনন্তর ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইয়া জানিতে পারিলেন



ইনি তাঁহার সেই দীক্ষাগুরু ভগবান্ গোবিন্দপাদের গুরু সিদ্ধযোগী  
ব্রহ্মান্ গোড়পাদাচার্য্য ।

আচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে  
কৃষ্টি হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাজ্ঞ হইয়া নিজ আসনগ্রহণে  
বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ।

আচার্য্য গোড়পাদ প্রসন্নভাবে আচার্য্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ  
করিয়া সহাস্তবদনে আসনগ্রহণ করিলেন । পদ্মপাদাচার্য্য দ্রুত-  
গমনে আসিয়া আচার্য্যকে একটি আসন দান করিয়া উভয়ের  
চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন । অনন্তর স্বরেশ্বরপ্রভৃতি শিষ্যগণ  
আদিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া আচার্য্যের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন ।  
গোড়পাদাচার্য্য আচার্য্যের এই শিষ্যগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন  
এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ।

অনন্তর গোড়পাদাচার্য্য বলিলেন—“বৎস, শঙ্কর ! আমি তোমার  
লক্ষ্যকলাপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি । তুমি গোবিন্দপাদের নিকট  
হইতে তাঁহার সমুদয় বিদ্যা লাভ করিয়াছ ত ? তোমার সর্ব্ববিধ  
কর্মে সিদ্ধ হইয়াছে ত ?”

আচার্য্য অবনতমস্তকে পরমগুরুদেবের চরণধূলি লইয়া বলিলেন—  
ভগবন্ ! আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার শিষ্যাত্মশিষ্যের অপূর্ণ  
কিছু নাই । আপনার কৃপাকটাক্ষ যাহার উপর পতিত হয়, তাহার  
কোন অভাব থাকে ?”

আচার্য্য গোড়পাদ বলিলেন—“গোবিন্দপাদের মুখে শুনিয়া-  
কলাম—তুমি যখন তাঁহার নিকট ছিলে, তখন তুমি আমার মাণ্ডুক্য-  
বিচার অপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে শুনাইতে এবং  
সহাতে আমার হৃদয় আশ্রয় নাকি অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত হইত ।

৩৮২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

গোবিন্দপাদ তাহাতে বড়ই আহ্লাদিত হইতেন। তুমি কি সেই কারিকারও ভাষ্য রচনা করিয়াছ ?”

আচার্য শঙ্কর বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনার কারিকার লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি অনুমতি করেন তবে এখনই প্রকাশিত করি।”

আচার্য গোড়পাদ বলিলেন—“হাঁ, শুনিতে ইচ্ছা হয়।”

আচার্য শঙ্কর তখন কারিকাভাষ্য আছোপান্ত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ আচার্যের এই অসাধারণ মেধাশক্তি ও আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলেন। কঠিন বিষয় আবৃত্তি করিয়া কতক্ষণ লাগে। কিয়ৎকালের মধ্যে সমগ্রভাষ্য আচার্যের পরমগুরুকে শুনাইলেন। আহ্লাদে গোড়পাদাচার্যের কণ্ঠ বিকসিত হইল। তিনি বলিলেন—“বৎস ! বর প্রার্থনা করিতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমাদের দর্শন ব্যর্থ হয় না।”

আচার্য শঙ্কর বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনার আশীর্বাদে অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তথাপি যখন বর প্রার্থনা করিতে করিতেছেন, তখন এই বর দিন—যেন আমার চিত্ত নিরন্তর জিন্দা থাকে।”

আচার্য গোড়পাদ বুঝিলেন—শঙ্কর আর অধিকদিন জীবিত করিবেন না। তিনি আর কিছু না বলিয়া বলিলেন—“বৎস ! কার্যশেষ হইয়াছে, আমি এই জন্তই তোমাকে একবার আসিলাম। আচ্ছা, আমার আশীর্বাদে তোমার তাহাই হইবে।

এই বলিয়া গোড়পাদ তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। জ্যোতিঃপুঞ্জ শরীর অনন্ত আকাশে যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। সমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন। শিষ্যগণও প্রায় তদবস্থ হইলেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৮৩

বুদ্ধপুত্র পরে আচার্যের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি তখন শিষ্যগণসমক্ষে  
 যোগী নিজ পরম গুরুদেবের অদ্ভুত শক্তি ও সিদ্ধির কথা বলিতে  
 গেলেন। শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে  
 ইচ্ছা করিলেন।

নেপালে আচার্য শঙ্কর ।

এই ঘটনার দুই একদিন পরে সকলে শুনিলেন—নেপালে পশুপতি  
 মন্দিরের বথাবিধি পূজাদি আর হয় না। বৌদ্ধগণ ভোজনান্তে মন্দিরে  
 উল্লিষ্ট ফেলিয়া থাকে। তথায় জনসাধারণ বৌদ্ধ। তাহারা কদর্য  
 আচার অবলম্বন করিয়া কেবল অনাচারের প্রশংসা দিতেছে।  
 বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। বর্ণাশ্রমধর্ম আর প্রতিপালিত হয়  
 নাই। বর্ণাশ্রমধর্মের পরিবর্তে লোকে ভিক্ষু শ্রাবক তান্ত্রিক বা আচার্য  
 গৃহস্থ—এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। কিছুদিন  
 হইতে গোরক্ষনাথের যোগিসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শাস্ত্রচর্চা  
 বর্জিত হইতেছে না।

ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ আচার্যকে বলিলেন—“ভগবন্! একবার  
 চিন্মাত্রাশ্রম বাইলে কি ভাল হয় না? সেখানে পশুপতিনাথের আর পূজাদি  
 হয় না। ভারতের সর্বত্রই আপনার পদার্পণে বৈদিকধর্মের পুনরুত্থান  
 হইয়াছে, নেপালে প্রদেশটি কেন বঞ্চিত হয়?”

পরেচ্ছাজনিত প্রারদ্ধভোগই যাহার স্বভাব, তাঁহার আর ইহাতে  
 কি হইতে পারে? তিনি চিন্মাত্রাশ্রমরূপে অবস্থিত হইয়াও  
 যাহার সেই বিরাট্ দিগ্বিজয়বাহিনী লইয়া নেপালাভিমুখে চলিলেন।  
 কিছুদূর বাইয়া সকলে হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তথা  
 হইতে একটা অতিদুরারোহ পর্বত অতিক্রম করিয়া নেপালক্ষেত্রে  
 প্রবেশ করিলেন।

এ সময় নেপালে ঠাকুরী বা রাজপুতবংশীয় নরেন্দ্রদেব বর্ষা শিবদেব বা বরদেবের রাজত্ব। নরেন্দ্রদেবকে চীন সম্রাট নেপালে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের রাজ্যবর্গের এ নরেন্দ্রদেবের ছুরবস্থা যে চীনসম্রাট বাহাকে যে দেশের রাজা বলিয়া স্বীকার তিনি যেন তাঁহার রাজত্ব স্বদৃঢ় মনে করেন। এই নরেন্দ্রদেব সময় মংশেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব হয় (৩৬২০ অব্দ) ক্রমে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব এতই বিস্তৃত হয় যে, নরেন্দ্রদেব বরদেব আচার্যে বৌদ্ধ হইলেও মংশেন্দ্রনাথের পূজা করিয়া ইহাদের রাজধানী তখন পাটন ছিল।

আচার্যের আগমানে বরদেব বা শিবদেব আচার্যের তত্ত্বাবধায় অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য অল্প কোথাও কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র পশুপতিনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দির পশুপতিনাথের পূজাদি আর হয় না। মন্দির আবর্জনার পরিষ্কার আচার্যের শিষ্যবর্গ অবিলম্বে মন্দির পরিষ্কৃত করাইলেন ও তথ্যবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। স্বয়ং আচার্য চিন্নাভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া হইলেও একটি মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া তদনন্তর শিষ্যবর্গ একে একে পরমেশ্বরের তথ্যবিধি পূজা করিয়া রাজা, আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আচারব্যবহার ও নৈবেদ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি আচার্যের উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন।

এ সময় এখানে বাহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এমনই অবস্থা যে, তাঁহারা রাজা আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন আচার্যের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার না করিয়াই তিক্ততা দ্বারা পলায়ন করিলেন।



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৮৫

ওদিকে জনসাধারণ বেদান্তের আদর্শ গ্রহণ করিবার একেবারেই  
 তৃপ্তবৃত্ত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক ধর্মের উপযোগিতা  
 বুঝমই করিতে পারিল না। যাহারা বৈদিকধর্ম্মাভ্যাসে ইচ্ছা  
 প্রকাশ করিল, কেবল তাহাদেরই মধ্যে বৈদিক সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া  
 পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার পূজাদির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল। বহু ভিক্ষু  
 ও ভিক্ষুণী বিবাহ করিয়া আবার গৃহস্থ হইল। অনেকে দূরদেশে  
 গমন করিল। বৌদ্ধগণ নানারূপে এই সব ব্যাপারে বাধাদানের  
 চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজশক্তির প্রতাপে তাঁহারা ক্রমে নিবৃত্ত হন।  
 অনেকে এ জন্ত মন্ত্রশক্তির শরণ গ্রহণও করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে  
 আচার্য্যের গতিরোধ করিবার জন্ত দৈব-উৎপাতও সংঘটন করাইয়া-  
 ছিলেন। কিন্তু শেষে সকলই বিফল হয়। রাজা আচার্য্যের এতই  
 ক্রোধ হন যে, আচার্য্যের নামের অত্যাচারে সন্তোজাত পুত্রের নাম  
 "ব্রহ্মদেব" রাখিলেন। পশুপতিনাথের পূজার জন্ত সদাচারী  
 বিশ্বেশ্বরী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হইল। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে  
 পালে আবার বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। আবার বেদ-  
 আন্তের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হঠতে লাগিল। \*

\* নেপালে আচার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। ইহার কারণ, পরবর্তী বহু  
 আচার্য্য বিভিন্ন সময়ে নেপালে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন এবং বৌদ্ধগণের সঙ্গে  
 মতানৈক্যও হইয়াছিল। তাহার পর ইতিহাসাদি লিখিবার রীতি না থাকায় এবং  
 জনসাধারণের মধ্যদিয়া প্রবাদগুলি প্রবাহিত হওয়ায় নানারূপে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত  
 হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটা লিপিবদ্ধ করা গেল—  
 (১) একটি প্রবাদ এই যে, আদি শঙ্কর সূর্য্যবংশীয় বুধদেব বর্ম্মার সময় নেপালে  
 গিয়া রাজার মধ্যে বুধদেব ১৮শ রাজা। ৩১শ রাজার পর ঠাকুরী বংশীয় অংশুবর্ম্মার  
 সময় হয়, তখন কলিগতাব্দ ৩০০০ বৎসর মাত্র। এখন প্রবাদ এই যে, বুধ-  
 দেব বর্ত্তমানকালে রাণী গর্ভবতী ছিলেন। বুধদেবের ভ্রাতা বালার্চনদেব রাজ্যশাসন

আচার্য সেই নারদকুণ্ড হইতে উদ্ধৃত স্বপ্রতিষ্ঠিত সেই বিগ্রহ দর্শন করিলেন। দেখিলেন—ভগবানের সেবা বেশ কল্যাণ ভাবেই চলিয়াছে। রাজপ্রদত্ত মণিমাণিক্যাদিতে বিগ্রহ অপরূপ হার খারণ করিয়াছেন। মন্দির সংস্কৃত হইয়া নবভাব ধারণ করিয়া চারিদিক ধ্বজপতাকাদি শোভিত হইয়া যেন হাসিতেছে। যেন অন্তরীক্ষ হইতে নিয়ত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।

ভক্তিভাবের আলম্বন ভগবানকে দেখিয়া আচার্যের হৃদয়ে প্রস্রবন ছুটিল এবং তাহা নৃত্যশীলা অলকানন্দার সুর ও তানে হইয়া আচার্যের বদনকমল হইতে একটি স্তোত্রাকারে নির্গত হইল।

কবিকুলচূড়ামণি আচার্য শঙ্কর চিন্মাত্রস্বরূপে থাকিয়াও “হরিকে ভজনা করি” এইরূপ বাক্যশেষযুক্ত একটি অষ্টোত্তর স্তোত্র স্থললিত ছন্দে সত্ত্বঃসত্ত্বঃ রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে পূজা করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যে যে ব্যক্তি ইহা শুনি, যেন ভগবানকে নিজনিজ আত্মার সহিত অভেদে সাক্ষাৎকার ভগবদ্ভাবে সকলেই বিভোর হইয়া গেল। স্তোত্র-সংগীতের সকলেই যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল।

(৪) চতুর্থ প্রবাদ—শঙ্কর ব্রাহ্মণবেশে ভোট অর্থাৎ তিব্বতে খাসা নগরে গমন তথাকার লামা ভুটিয়া বেশে তাঁহার সম্মুখে আসেন এবং ব্রাহ্মণের মানকর সম্মুখে বিষ্ঠাভ্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া লামাকে অস্ত্র ও চণ্ডাল তাহাতে লামা ছুরিকা দ্বারা নিজ উদর দ্বিখণ্ড করিয়া দেখান এবং ব্রাহ্মণ করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া চিলের আকার ধারণ করিয়া পলায়ন করিল। লামা তাঁহার ছায়াতে ছুরিকা প্রোথিত করিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া তাহার উপরে প্রস্তর স্থাপন করিয়া তদুপরি সাধনা করিতে থাকেন। যেখানে পার হইতে হয় সেই স্থানে এই স্থলটি এখনও নাকি প্রদর্শিত হয়।

(৫) পঞ্চম প্রবাদ—শঙ্কর একটি তৈলকটাহ লইয়া দ্বিধিজয় করিলেন। একটি হস্তর কটাহ নামক স্থানে তিনি লামার নিকট পরাজিত হইয়া নিম্ন



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৮৯

অতঃপর আচার্যের শিষ্য এবং সঙ্গিগণ ভগবানের পূজাদি করিতে গেলেন। আচার্য মন্দিরভবনেই আসন গ্রহণ করিলেন। পূর্বের তরবার আর ব্যাসগুহায় গেলেন না। শিষ্যগণ এবং সঙ্গিগণ বরিকাক্ষেত্রের অগণিত তীর্থগুলি দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আচার্য মন্দিরভবনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বরিকাক্ষেত্রের সাধুসন্ন্যাসী ও বিবুধমণ্ডলী, যাহারা পূর্বে আচার্যকে দেখিয়াছিলেন বা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে আবার আচার্যকে দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন—আচার্য সত্যসত্যই জগতে যাবতীয়জ্ঞানরত্ন বিতরণের জন্তই আসিয়াছেন। দেখিলেন—আচার্য যাহাই ভারতে বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত দেহধারণ করিয়াছেন। দেখিলেন—ভারতের যাবতীয় ধর্মরাজ্যের উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও আচার্যের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোন অন্তথা ঘটে নাই। পক্ষান্তরে ভগবানের জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বীৰ্য, বল, যশঃ ও শ্রী-রূপ ছয়টি ধর্মেরই পূর্ণতা তাহার হৃদি উঠিয়াছে—আচার্য যেন সত্যসত্যই শিবাবতার।

অতঃপর কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে আচার্যের শিষ্য ও সঙ্গিগণের তীর্থদর্শন-পিপাসা মিটিয়া গেল এবং তাঁহারা এইবার বরিকাক্ষেত্র দর্শনাভিলাষী হইলেন। আচার্যের পদপাদাদি শিষ্যগণ সর্বপ্রস্ততই ছিলেন। স্ততরাং সকলে এইবার আচার্যসঙ্গে কেদার-যাত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর ত্যাগ করেন; ইত্যাদি। এই প্রবাদগুলি প্রাচীন কোন গ্রন্থে নাই। রাষ্ট্রনাথের নেপালের ইতিহাস এবং রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত ভ্রমণ উল্লেখ্য গ্রন্থের গেজেটের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্যের বিরুদ্ধে লিখিত এই প্রবাদগুলি যে অমূলক ও মিথ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আচার্যচরিত্রের অপরাংশ আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যায়, তন্ত্রের আচার্যের প্রভুত্ব বিবরণগুলি যে অসম্ভবকল্পনা তাহা বলাই বাহুল্য।

কেদারক্ষেত্রে আচার্যের পুনরাগমন ।

বদরীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনী  
নানা তীর্থস্থানের মধ্যদিয়া ক্রমে আবার সেই কেদারক্ষেত্রে  
করিলেন । পশ্চিমধ্যে পূর্বে যে সব স্থানে তাঁহার আগমন  
সংস্কার ও দেবতাপ্রতিষ্ঠাদি হইয়াছিল, দেখিলেন—রাজার  
স্থানীয় সিদ্ধমণ্ডলীর অনুরাগে সে সকল স্থলেই পূজাপাঠাদি  
চলিতেছে । আচার্যের শিষ্য ও সঙ্গিগণ এই সকল স্থানের  
বিবরণ শুনিয়া এবং বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আচার্যকীর্তি  
উপলব্ধি করিলেন ।

কেদারে আসিয়া আচার্য শঙ্কর একটা স্থলনিত স্তোত্র রচনা  
ভগবান্ কেদারেশ্বরের যথাবিধি পূজাদি করিলেন । আচার্যের  
শেষ হইলে শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং এক  
তথাকার তীর্থগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন ।

আচার্য মন্দিরসমক্ষেই একস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন ।  
শীতাদিক্যনিবন্ধন যাত্রিগণ প্রায়ই রাত্রিবাস করে না ।  
প্রায় কিছু নিম্নে গৌরীকুণ্ডে গিয়া অবস্থান করে । এক  
যাত্রিগণের বাসোপযোগী স্থান অল্প । হুতরাং অনেক  
যাপনোদ্দেশ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই গৌরীকুণ্ডেই চলিয়া গেলেন ।  
থাকিলেন তাঁহারা পূর্বযাত্রায় আচার্যকর্তৃক আনীত তপ্তবস্ত্র  
সাহায্যে শীতনিবারণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ।  
ক্ষেত্রের শান্তগভীরভাবে সকলেই শান্তভাব ধারণ করিলেন ।

আচার্যের অন্তর্ধান ।

এদিকে আচার্যের হৃদয়ে কিন্তু মহাভাবান্তর উপস্থিত ।  
অন্তরে দেহত্যাগের প্রবৃত্তি দেখা দিতে লাগিল । তাঁহার



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৯১

হুতে নাগিল—আর কেন? ভগবান্ ব্যাসদেবের আদেশে ত  
 রতের সর্বত্রই ভ্রমণ করা হইয়াছে। বেদবিরোধী বা বেদের  
 ত্বার্থাবলম্বী সকলেই ত অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ স্বীকার বা শরণ  
 করিয়াছে। আর কেন? শিষ্যগণও উপযুক্ত হইয়াছেন।  
 তাহাদের আর আকাজ্জিতব্য বিষয়ও কিছু নাই। সুতরাং আর  
 মোহাভিমান সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা কি?  
 আচার্য্য, মনোমধ্যে এইরূপ প্রবৃত্তি উদ্ভিত হইতেছে দেখিয়া  
 করিলেন— তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ কিছুদিন হইল অতীত,  
 ব্যাসশির্ষাদলক্ক আয়ুঃ তাঁহার নিঃশেষিত।

তিনি একদিন শিষ্যগণকে উপদেশদান কার্য্য শেষ করিয়া সকলকে  
 রাখন করিয়া বলিলেন—“দেখ, এ দেহের প্রারব্ধ শেষ হইয়াছে,  
 তোমরা তোমাদের কর্তব্য নির্ণয় করিয়া লও, অথবা যদি কিছু  
 জ্ঞাতব্য থাকে ত জিজ্ঞাসা কর।”

আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের  
 কপ্তি যেন বিলুপ্ত হইল। বস্তুতঃ তাঁহাদের আর বলিবার বা  
 জিজ্ঞাসা করিবারও কিছুই নাই। যে পদ্মপাদ, আচার্য্যের দেহ-  
 কার জ্ঞাতব্য অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, আচার্য্যের ইচ্ছার  
 অনুসরণ করিয়াছেন, তিনিও আজ নীরব। আচার্য্যকে আরও কিছুদিন  
 লোকে ধরিয়া রাখিবার জ্ঞাতব্য আর তাঁহারও মনে আগ্রহ হইল না।  
 পূর্ণ হইলে কালের অমূল্য সকলই ঘটে; সুতরাং পদ্মপাদের মনে  
 পূর্বের ত্রায় প্রবৃত্তির উদয় হইল না। অগত্যা তিনিও আজ নির্বাক।  
 অনেকক্ষণ পরে পদ্মপাদ সজলনয়নে বিহ্বলভাবে বালিলেন—  
 ভগবান্! আমাদের আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনার কৃপায়  
 আমরা সকলেই পূর্ণমনোরথ। আমাদের আর কোন বিষয়ে কোন আগ্রহ

৩৯২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

নাই। এক্ষণে বলুন—আমাদিগকে কি করিতে হইবে? আপনি যেমন ব্যঙ্গাদেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারত ভ্রমণ করিলেন, এক্ষণে আবার কি সেরূপ কিছু করিতে হইবে, তাহাই বলুন।” ইহা বলিয়াই পদ্মপাদ কণ্ঠরোধ হইল। স্বরেশ্বর তোটক হস্তামলক সকলেই মস্তক করিয়া পদ্মপাদের কথার সমর্থন করিলেন।

আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“এই দেহীকে বলিবার কি আছে? ষাঁহাদের প্রেরণায় এই শঙ্করোপাধির হইয়াছে, ষাঁহাদের ইচ্ছায় এই দেহীকে এই দেহ ধারণ হইয়াছে, তাঁহাদের আদেশ যখন প্রতিপালিত হইয়াছে, তখন দেহীরই বা বলিবার কি থাকিতে পারে? ভ্রষ্টবীজে কি উৎপন্ন হয়? আমিহু না থাকিলে কি ইচ্ছা জন্মে? ষাঁহার নিষ্কর্তব্য জগতের ব্যবস্থার জন্ত বর্তমান, সেই সব দেব তোমাদিগকে যেরূপ প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাই তোমরা করিবে, তোমাদের প্রারব্ধস্থানীয় হইয়া তোমাদিগকে কর্ম করাইবে। এ দেহীর বলিবার আর কিছুই নাই।”

ইহা শুনিয়া সুধম্বারাজ বলিলেন—“ভগবন্! ষাঁহা বলিলেন সত্য। তবে আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্ত আমরা এই চারিজন শিষ্যদ্বারা দেশভেদে মঠ স্থাপন করিয়া শিষ্য ও ভেদে এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিতে ইচ্ছা করি। বিদ্যা সত্য না হইলে ত ফলবতী হয় না। অতএব এ বিষয়ে আপনি ফের করিবেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয় হওয়া উচিত।”

সিদ্ধসংকল্পের কোনও কার্যে বিলম্ব বা বাধা ঘটে না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—“পদ্মপাদ, স্বরেশ্বর,



আচার্য্য ঠেক ! তোমরা ভারতের চারিপ্রান্তে বিষ্ণুর চারিধামে চারিটি মঠ  
 স্থাপন কর। দ্বারকায় বিশ্বরূপ স্বরেশ্বর, পুরীধামে পদ্মপাদ, জ্যোতির্ধামে  
 আচার্য্য ঠেক এবং শৃঙ্গেরীতে পৃথ্বীধর ( হস্তামলক ) আচার্য্য হউন এবং  
 ইহাদের সমগ্র ভারতভূমি বিভক্ত করিয়া ধর্ম উপদেশ করিতে থাকুন।  
 ইহাদের মধ্যে দ্বারকায় যে মঠ হইবে তাহা শারদা মঠ নামে,  
 পুরীধামে যে মঠ হইবে তাহা গোবর্দ্ধন মঠ নামে, জ্যোতির্ধামে যে মঠ  
 হইবে তাহা জ্যোতির্মঠ নামে এবং রামেশ্বরে যে মঠ হইয়াছে তাহা  
 শৃঙ্গেরী মঠ নামে অভিহিত করিও।

দ্বারকার শারদা মঠের অধীন—তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, পুরীধামে  
 গোবর্দ্ধন মঠের অধীন বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, জ্যোতির্ধামে  
 জ্যোতির্মঠের অধীন—গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায় এবং শৃঙ্গেরী  
 মঠের অধীন—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় থাকুক।

শারদা মঠে সামবেদের, গোবর্দ্ধন মঠের ঋগ্বেদের, জ্যোতির্মঠে  
 যজুর্বেদের এবং শৃঙ্গেরী মঠে যজুর্বেদের প্রধান থাকুক। সুতরাং  
 “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম” এবং “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই  
 তিনটি মহাবাক্য যথাক্রমে এই চারিটি মঠের অবলম্বনীয় হউক।

ব্রহ্মচারীর উপাধি শারদামঠে “স্বরূপ” গোবর্দ্ধন মঠে “প্রকাশ”  
 জ্যোতির্মঠে “আনন্দ” এবং শৃঙ্গেরী মঠে “চৈতন্য” রাখিও।

এই বলিয়া আচার্য্য স্বধন্বারাজকে বলিলেন—“কেমন, এইরূপ  
 সঙ্গ করাই ত ভাল ?” স্বধন্বারাজ বলিলেন—“আপনার যেরূপ  
 ইচ্ছা হইবে তাহাই অনুষ্ঠিত হইবে।”

এই বলিয়া আচার্য্য বলিলেন—“আচ্ছা, তবে লিখিয়া লও, আরও  
 শব্দভাবে কিছু বলা আবশ্যক।” আচার্য্য বলিতে লাগিলেন—  
 স্বধন্বারাজ লিখিতে লাগিলেন। অবিলম্বে আচার্য্য মঠবিষয়ক সকল

৩৯৪

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

কথাই বলিলেন। মঠের শিষ্যনির্বাচন, মঠাধীশের গুণগ্রাহ্যে  
মঠবিষয়ক সকল কথাই আচার্য বলিলেন।

স্বধ্বারাজ বলিলেন—“ভগবন্! এই নিয়মাবলী কি  
অভিহিত করা হইবে?”

আচার্য বলিলেন—“ইহার নাম মঠান্নায় রাখিতে পার।  
শব্দের অর্থ—বেদ। বেদ যেমন সকলের অবলম্বনীয়, মঠবিষয়ক  
তদ্রূপ সকলের অবলম্বনীয় হইবে।”

স্বধ্বারাজ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইলেন। আনন্দে  
হৃদয় আগ্রত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আচার্যের ভিতরে  
তাঁহার হৃদয়াকাশ অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল। কিন্তু জানী  
তাহাতে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া  
স্বলভ দূরদর্শিতা বলে বলিলেন—“ভগবন্! আপনার এই  
মধ্যে অনুশাসনকর্তার স্বরূপ বা যোগ্যতা কীৰ্ত্তন থাকা  
আর তাহা তাঁহারই নিজের উক্তি হওয়াই উচিত। বেদে  
স্বতঃপ্রমাণ তাহা বেদই বলিয়া দিয়াছেন।”

আচার্য ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“স্বধ্বা! তুমি  
বুদ্ধির পরিচয় দিলে। আচ্ছা, সর্বশেষে লিখ—

কৃতে বিশ্বগুরুব্রহ্মা, ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ।

দ্বাপরে ব্যাস এব স্মৃতাং কলাবত্র ভবাম্যহম্।

সত্যযুগে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু, ত্রেতাযুগে মহর্ষি বশিষ্ঠ  
ব্যাসই বিশ্বগুরু আর এই কলিতে আমিই হইয়াছি।”

যাহাতে ব্রহ্মভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত, তাহাতে  
বিশ্বগুরুভাব, আবশ্যক হইলে, কি উদয় হইতে বিলম্ব ঘটে?  
পূর্ণ লইলে পূর্ণই থাকে। “পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্টতঃ”



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৯৫

আচার্যের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া শিষ্যবর্গপ্রভৃতি সকলেই  
 ন বিশ্বয় ও ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে  
 কোনও কথা নাই। সকলেই নীরব নিষ্পন্দ।

শিষ্যগণ নীরব নিষ্পন্দ হইলেও কেহ ভাবিতেছেন—ভগবানকে কি  
 করিয়া করি। আর ত পরে তাঁহার উপদেশ শুনিতে পাইব না।  
 বিষয় এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখনই তাঁহার মনে কোন প্রশ্নের উদয়  
 হইত, আচার্যের বিষয় আচার্যের বদনকমলের প্রতি দৃষ্টি করিবা মাত্রই  
 তাহার তাহা মৌমাংসিত হইয়া যায়। কাহারও আর কিছুই জিজ্ঞাস্য  
 বিন না। সকলেই আনন্দে মগ্ন। আচার্য যেমন প্রশ্ন, শিষ্যগণ ও  
 তদুত্তর তদুত্তর প্রশ্নসম্ভাবাপন্ন।

অনন্তর এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর স্বধর্ম্মরাজ  
 বলিলেন—“ভগবন্! আর ত আপনার মধুর বাণী শুনিতে পাইব না।  
 নব শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাদের জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই।  
 আর কিস্তি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।”

আচার্য বলিলেন—“বল, কি তোমার জিজ্ঞাস্য?”

স্বধর্ম্মরাজ বলিলেন—“ভগবন্! বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ কি, স্বল্প কথায়  
 আর একবার বলুন। এ বিষয়ে আপনার রূপায় যথেষ্ট শুনিয়াছি।  
 গনি নানারূপে বহু কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আপনার কোন্ কথাগুলি  
 বিশেষভাবে অবলম্বন করিব তাহাই আর একবার মাত্র বলুন।

আচার্য বলিলেন—“মহারাজ! এই প্রশ্ন আমার গুরুদেব, তাঁহার  
 ভাষ্যের পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আর আমি  
 তাহার নিকট যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই আবার তোমায়  
 বলিতেছি। প্রশ্নধান করিলে ইহার ভিতরে সকল কথাই পাইবে।  
 তাহা এই—

৩৯৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

( সিদ্ধান্তবিন্দু বা নির্বাণদশক )

ন ভূমি ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ুঃ

ন খং নেদ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ ।

অনৈকান্তিকত্বাৎ স্মৃপ্ত্যেকসিদ্ধঃ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবালোহহম্ ॥ ১

ক্ষিতি বারি বহি বায়ু ব্যোম “আমি” নয়।

অথবা নয়ন-আদি ইন্দ্রিয়-নিচয় ॥

পঞ্চভূত-দশেন্দ্রিয়-সমষ্টি যে দেহ ।

এই সকলের মধ্যে “আমি” নহে কেহ ।

কেন না এদের নিত্য হয় রূপান্তর ।

জনম বিনাশশীল ইহারা নশ্বর ॥

অতিক্রমি এই সব স্মৃপ্তি সময় ।

নির্বিবকল্প নির্বিবকার নির্লিপ্ত যে রয় ॥

“আমি” সেই নিত্যমুক্ত অতীত-সকল ।

এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥ ১

ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা

ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োহপি ।

অনাত্মাশ্রয়োহহং মমাধ্যাসহানাৎ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥ ২

ব্রাহ্মণাদি জাতিবর্ণ না আছে আমার ।

অথবা আশ্রম-ধর্ম্ম-বিহিত আচার ॥

না আছে ধারণা ধ্যান যোগাদি অভ্যাস ।

অনাত্মা-আশ্রয় আমি, আমার অধ্যাস ॥

\* শ্রদ্ধাম্পদ মহাদেব রায়সাহেব শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপুরুষ



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৯৭

নাহি বলে “আমি” হই বর্জিত সকল ।

এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥ ২

ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকাঃ

ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ক্রবন্তি ।

স্বৃষ্টৌ নিরস্তাতিশৃত্বাত্মকত্বাৎ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৩

না আছে আমার মাতা পিতা বা দেবতা ।

স্বর্গাদি না চাহে “আমি” তপঃসার্থকতা ॥

বেদাভ্যাস যাগ যজ্ঞ তীর্থপর্যটন ।

কিছুই না করে “আমি” শাস্ত্রের বচন ॥

নিরস্ত হইলে মনোবুদ্ধি স্বষ্টিতে ।

সর্বভূতসাক্ষিরূপে থাকে সমাধিতে ॥

স্বরূপাবস্থিত “আমি” অতীত সকল ।

এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৩

ন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রম্

ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্মতং বা ।

বিশিষ্টান্ভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৪

সাংখ্য শৈব পাঞ্চরাত্র জৈন মীমাংসক ।

আদি যত ধর্মমত পৃথক্ পৃথক্ ॥

“আমি কে” কিছুতে তার না আছে আভাস ।

অহুভূতি-বিশেষেই যাহার বিকাশ ॥

“আমি” সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা নিরমল ।

এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৪

ন চোৰ্দ্ধং ন চাধো ন চান্ত ন বাহম্  
 ন মধ্যং ন তিৰ্য্যঙ্ ন পূৰ্ণাহপরা দিক্ ।  
 বিয়দ্ব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপঃ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৫

উৰ্দ্ধ অধো নাহি যার বাহির অন্তর ।  
 মধ্য পার্শ্ব কোণ কিংবা দিক্ পূৰ্ণাপর ।  
 যে আছে ব্যাপিয়া ব্যোম বিশ্বচরাচরে ।  
 অনন্ত অখণ্ড এক দিব্যরূপ ধরে' ।  
 “আমি” সেই সৰ্বব্যাপী সৰ্বস্বমঙ্গল ।  
 এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৫

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতম্  
 ন কুজং ন পীনং ন হ্রস্বং ন দীৰ্ঘম্ ।  
 অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৬

শুক্ল কৃষ্ণ রক্ত পীত না আছে বরণ ।  
 কুজ স্থূল হ্রস্ব দীৰ্ঘ নাহি আয়তন ॥  
 নাহি যার কোনরূপ রূপের নির্ণয় ।  
 যাবতীয় ভিন্নরূপ যা'তে হয় লয় ॥  
 “আমি” সেই শুদ্ধ জ্যোতিঃ নিত্য নিরঞ্জন ।  
 এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৬

ন শাস্ত্রা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা  
 ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ ।

স্বরূপাববোধো বিকল্পাসহিষ্ণুঃ

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৭



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৩৯৯

শাস্তা শাস্ত্র শিষ্য শিক্ষা কিছু নাহি যার ।  
 “তুমি আমি” জ্ঞান নাহি প্রপঞ্চ-বিচার ॥  
 যে নিজ স্বরূপ জ্ঞানে স্বতন্ত্র প্রকাশ ।  
 যাতে না সম্ভবে কভু বিকল্প আভাস ॥  
 “আমি” সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা নিরমল ।  
 এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৭

ন জাগ্রত মে স্বপ্নকো বা স্থবৃষ্টিঃ  
 ন বিদ্যো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা ।  
 অবিজ্ঞানকৃত্বাৎ ত্রয়াণাং তুরীয়ঃ  
 তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৮

জাগ্রত স্থবৃষ্টি স্বপ্ন তিন অবস্থার ।  
 নাহি মোর অল্পভূতি বিভিন্ন প্রকার ॥  
 বিশ্ব বা তৈজস প্রাজ্ঞ “আমি” কভু নয় ।  
 কেন না অবিজ্ঞানরূপ এই তিন হয় ॥  
 সেহেতু তুরীয় আমি শুদ্ধ নিরমল ।  
 এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৮

অপি ব্যাপকত্বাদ্ হি তত্ত্বপ্রয়োগাৎ  
 স্বতঃসিদ্ধভাবাদনত্যাশ্রয়ত্বাৎ ।  
 জগৎতুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্তঃ  
 তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥৯

বিশ্বচরাচর ব্যাপি’ যে আছে সতত ।  
 তত্ত্বরূপ বলি যার প্রয়োগ বিদিত ॥  
 স্বতঃসিদ্ধ, নাহি অন্ত আশ্রয় যাহার ।  
 যাহা ছাড়া সব তুচ্ছ নিখিল সংসার ॥

“আমি” সেই নিত্য শুদ্ধ সর্ব্ব স্মৃদ্ধন।

এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ॥৯

ন চৈকং তদন্তদ্ দ্বিতীয়ং কুতঃ স্মাৎ

ন বা কেবলত্বং ন চা কেবলত্বম্ ।

ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাৎ

কথং সর্ববোদাস্তসিদ্ধং ব্রবীমি ॥১০

একত্বরহিত, কোথা দ্বিতীয় তাহার।

কেবল বা অকেবল ভাব নাহি যার।

শূন্য বা অশূন্য নহে অদ্বৈত বলিয়া।

কেমনে বেদান্ত-সিদ্ধ বলি প্রকাশিয়া ॥১০

এই কবিতাগুলি স্বধন্যার প্রায় একরূপ অভ্যন্তরীণ ছিল।  
এক্ষণে আচার্য্যমুখে যে ভাবে শুনিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়  
হইয়া গেল। স্বধন্যার তত্ত্ববুৎসাহ চিরতরে নিবৃত্ত হইল।  
স্বধন্যার হৃদয়ে পরমা শান্তি আবির্ভূত হইল। স্বধন্যার হৃদয়ে

স্বধন্যারাজের এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যের সঙ্গী,  
শিষ্যানুশিষ্যগণ যাহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই  
গেলেন। সকলেই শান্ত ও প্রসন্নভাবে বিভোর হইলেন।

এই ভাবে আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর  
যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিলেন।\* সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার  
ভৌতিক দেহও অদৃশ্য হইয়া গেল। শিষ্যগণ প্রণবন্ধনিত

\* আচার্য্যের অন্তর্ধান সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। মাধবের  
এবং উহাই গ্রন্থমধ্যে অনূদিত হইল। দ্বিতীয় মতে তিনি শৃঙ্গেরীতে  
সম্মুখে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার দেহ শারদা দেবীর সম্মুখে ভূগর্ভে  
হয়। এখানে এখনও একটা প্রস্তরময় গৃহ বর্তমান। ইহা রাইম  
গেজেটীয়ারে লিখিয়াছেন। তৃতীয় মতে তিনি মালাবার অন্তর্গত ত্রিপুর



## শঙ্কর-চরিত্র ।

৪০১

সুখরিত করিয়া তুলিলেন । আচার্য্য ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া গেলেন ।  
মতে শঙ্করাবতারের কার্য্য পূর্ণ হইল । শিবভাব, স্থাবর জঙ্গম জন স্থল  
স্বরীক্ষ সর্বত্র যেন ছড়াইয়া পড়িল ।

আচার্য্যের তিরোধানে শিষ্যগণের হৃদয়ে মহা বৈরাগ্যের উদয়  
হইল । তাঁহারা এখন নিরন্তর সনাধিতে অবস্থান করিতেই ভালবাসেন ।  
সকল বিষয়ে সর্ববিধ প্রবৃত্তি যেন বিলুপ্ত করিতেই যেন তাঁহারা প্রবৃত্ত ।

ইহা দেখিয়া স্বধন্যরাজ ভাবিলেন—শিষ্যগণ যদি এরূপ অন্তঃসুখী  
হইয়া অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হইলে আচার্য্যপ্রচারিত  
ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রচার কিরূপে হইবে ? সম্প্রদায় রক্ষিত না হইলে এই বিজ্ঞা  
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে । আবার অমানিশা মানবসমাজ সমাচ্ছন্ন করিবে ।

তাহা ভাবিয়া স্বধন্যরাজ আচার্য্যের শিষ্যবর্গকে আচার্য্যের মঠম্বায়ের কথা  
কহিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধর্মসংরক্ষণের জন্ত অনুরোধ করিতে  
হইলেন এবং নানারূপ যুক্তিপ্রদর্শন ও বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিতে  
হইলেন ।

ক্ৰমে শিষ্যগণের হৃদয়ে এ ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইল । অনন্তর  
স্বধন্যরাজের অনুরোধে তাঁহারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা  
করিলেন । আচার্য্যের দিগ্বিজয়বাহিনী নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন  
করিল । শঙ্করের কার্য্য এইবার শঙ্করসেবকগণ গ্রহণ করিলেন । এক  
প্রকার বহু শঙ্করে পরিণত হইলেন ।

শঙ্কর শিবশরীরে মিলিত হন । চতুর্থ মতে তিনি কাকীতে কামাক্ষী দেবীর সমক্ষে  
সমীপ করেন, আর তাঁহার দেহ মন্দিরের দ্বারদেশে সমাহিত করা হয় । পঞ্চম মতে  
তাইএর নিকট নির্মলা নামক একটা দ্বীপে দেহত্যাগ করেন । দেহত্যাগের সময় ৬৪০,  
৬৪১ বা ৬৪২ শকাব্দ । আমরা ৬৪২ শকাব্দ গ্রহণ করিয়াছি ।

ইতি শঙ্কর-চরিত্র সম্পূর্ণ ।

प्रा  
न  
ॐ  
न,  
म  
र  
म।  
क  
"मे  
नी  
इ  
नशु  
"स  
खी  
उ श  
ग्न  
वड



## রামানুজ-চরিত্র ।

জন্মভূমির পরিচয় ।

তারতের দক্ষিণদিকে পূর্ব-সমুদ্রতীরে পাণ্ডুরাজ্য অবস্থিত ।\*  
এখানে প্রায় ১৩° অক্ষাংশে শ্রীপেরেশ্বরের বা শ্রীমহাপ্রভুতপুরী নামক  
স্থান আছে ।

জাতিপরিচয় ।

এই স্থানে বহু দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের বাস । দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ বেদবিজ্ঞা-  
ন, সদাচারসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান । অতীবধি সদাচারের জন্য তাঁহারা  
সম্মানিত ।

পিতৃ-মাতৃপরিচয় ।

তপুরীনিবাসী “আস্থুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত” এই দ্রাবিড়  
পণ্ডিত ইনি সাতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে  
কুতূ উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছিলেন । কেশবাচার্য্য, “শ্রীশৈলপূর্ণ”  
“পেক্ষা তিরুমলাই নম্বি” নামক এক পরম ধার্মিক ব্যক্তির  
নী “কান্তিমতীর” পাণিগ্রহণ করেন ।

এই শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ যামুনাচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন ।  
শ্রীশৈলপূর্ণ, কনিষ্ঠা ভগ্নী কান্তিমতীর বিবাহের কিছুদিন পরে সর্ব-কনিষ্ঠা  
“মহাদেবীর” বিবাহ দিয়া যামুনাচার্য্যের নিকট সম্রাস গ্রহণ করেন  
শ্রীমদ্রম্যে গুরুসম্মিধানে থাকিয়াই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত  
করেন ।

যামুনাচার্য্য এক দ্রবিড় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য-  
বর্ধন সাহসে প্রদেশের অংশবিশেষ ।

প্রভাবে অর্দ্রেক পাণ্ডুরাজ্যের রাজপদবী পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া  
পরে বার্ককো সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে সমগ্র বৈষ্ণব  
নেতৃত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । ইনি একাধারে যোগী, চৈতন্য  
ভক্ত ছিলেন । জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহার যে দীর্ঘ  
বিশিষ্টা দ্বৈতমত বলিয়া প্রসিদ্ধ ।\*

রামানুজজন্মের উপলক্ষ ।

বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইল, কিন্তু কেশবে  
সন্তানাদি হইল না । এজন্ত কেশব সর্বদা অত্যন্ত দুঃখিত  
অবশেষে কেশব ভাবিলেন—যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবানকে হু  
পারিলে নিশ্চয়ই পুত্র-মুখ দেখিতে পাইব ।

এই সময় কয়েক দিন পরে একটি চন্দ্রগ্রহণ হয় ।  
চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে ( বর্তমান মাস্ত্রাজের সমীপবর্তী ) কৈল  
সঙ্গমে স্নানার্থ সস্ত্রীক আগমন করেন ।

নিকটেই প্রসিদ্ধ শ্রীপার্বসারথীর মন্দির । তিনি স্নানার্থ  
দর্শনার্থ আসিলেন । ভগবদ্-দর্শনান্তর তাঁহার মনে হইল—  
ভগবৎ-সমীপে পুত্রার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বাড়ক  
কার্যে পরিণত হইল । তিনি শ্রীপার্বসারথীর সম্মুখে  
সরোবরতীরে পুত্রকামনায় এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন ।

নিশাকালে কেশব স্বপ্ন দেখিলেন—যেন ভগবান  
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে সর্ব্বকৃতো!  
উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি । তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ।  
সংস্থাপনার্থ আমার অবতারগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং

\* সিদ্ধিভ্রম, আগমপ্রামাণ্য এবং গীতার পক্ষে একটি টীকা  
পাওয়া যায় ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪০৫

ইহা পুত্ররূপে লাভ করিবে।” স্বপ্ন দেখিয়া কেশব যার-পর-নাই  
হইলেন। ভাবিলেন—এইবার ভগবানের রূপায় নিশ্চয়ই  
লাভ হইবে।

রামানুজের জন্ম ।

কেশব হঠাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাসময়ে কান্তিমতীর  
প্রকাশ পাইল। অনন্তর ৯৪১ শকাব্দ সৌর বৈশাখ ১ম দিনে  
পঞ্চমী তিথিতে, সোমবারে শুভরূপে ভাগ্যবতী কান্তিমতী  
পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন।\* ইনিই সেই পরমভাগবত ভগবান্  
মহাবাবার অবতার শ্রীরামানুজাচার্য্য ।

রামানুজের নামকরণ ।

ভূতপুত্রের বৃদ্ধ মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ এই সংবাদ পাইলেন। তিনি  
পূর্বক শ্রীরঙ্গম হইতে ভূতপুরীতে আসিলেন। দেখিলেন—  
দুইটি ভগ্নীই ভূতপুরীতে রহিয়াছেন। দুইটিরই কোড়ে  
মবজাত শিশু। কান্তিমতীর সন্তানকে দেখিবার জ্ঞান মহাদেবীও  
সন্তানকে লইয়া কান্তিমতীর নিকট আসিয়াছেন। কান্তিমতীর  
নয়নের কয়েক দিন পরেই মহাদেবীরও একটি পুত্র সন্তান  
হইল। ভাগিনেয়দ্বয় দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।  
শিশুর লক্ষণাবলী দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন।  
লক্ষণ-গুলি অনন্ত-শয়ন ভগবান্ অনন্তের অবতার ভগবান্  
মহাবাবার লক্ষণাবলীর সদৃশ। ইহা দেখিয়া তিনি এই শিশুটির  
রাখিলেন ‘লক্ষণ’ এবং মহাদেবীর পুত্রের নাম রাখিলেন

২। বর্তমানে ৪১১৮ কল্যাক ৯৩৯ শকাব্দ, খৃষ্টাব্দ ১০১৭ পঞ্চমীতিথি  
সৌর মাসে মধ্যাহ্নকাল কর্কট-লগ্ন। (৩) ১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার  
(৪) ৯৪০ শকাব্দ পিঙ্গলা বৎসর চৈত্রমাস। জন্মকুণ্ডলী পরে প্রদত্ত

৪০৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

‘গোবিন্দ।’ গোবিন্দ, লক্ষ্মণ অপেক্ষা কয়েকদিনের কনিষ্ঠ। পর লক্ষ্মণের দুইটি ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেন। এক জনের নাম—অপরের নাম—কমলা।

রামানুজের শৈশব।

ক্রমে যথাসময়ে লক্ষ্মণের সংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বর্ষে পদার্পণ করিলে লক্ষ্মণের উপনয়ন-সংস্কারও হইল। পর পিতা স্বয়ংই তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। বালক বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণই ছিল। বিদ্যাভাসে যেমন তাঁহার লক্ষিত হইত, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধার্ম্মিক-সহবাসেও তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইত।

রামানুজের সজ্জনানুরাগ।

এই সময় কাঞ্চীনগরী-সমীপে পুণামেলিগ্রামে “কাঞ্চীপুণ্ড্রকুলপাবন এক পরম ভাগবত বাস করিতেন। ইহার নিষ্ঠা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। অনেকে ভাবিত—বিষ্ণুকাঞ্চীভগবান্ “শ্রীবরদারাজ” ইহার প্রত্যক্ষ হয়েন। অন্যেরা তাঁহাকে “শ্রীবরদারাজের” নিকট নিজ নিজ মনস্কামনার উল্লেখ করিবার জন্য অনুরোধ করিত।

এই কাঞ্চীপূর্ণ প্রতিদিন ভগবৎ-পূজার্থ নিজ জন্মভূমি হইতে কাঞ্চীপুরীতে গমন করিতেন। পুণামেলির পথ দ্বীপমধ্যে করিয়া লক্ষ্মণের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হুতরা নিকট নিত্য লক্ষ্মণের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে হইত।

একদা সায়ংকালে লক্ষ্মণ বাটীর সম্মুখে পশ্চিমদিকে দাঁড়াইয়া করিতেছিলেন, এমন সময় কাঞ্চীপূর্ণকে পশ্চিমদিকে দেখিতে কাঞ্চীপূর্ণের মুখ-জ্যোতিঃ লক্ষ্মণের চিত্ত-আকর্ষণ করিত।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪০৭

তঁাহাকে দেখিয়া মুগ্ধের ন্যায় তঁাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন । বালকের  
 মামল মুখকান্তি ও মহাপুরুষ-সঙ্কাশ লক্ষণাবলি দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণও  
 হার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং নিকটে আসিয়া  
 সম্মুখে তঁাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । “লক্ষ্মণ” পরিচয় দিয়া  
 বিনীতভাবে কাঞ্চীপূর্ণকে তঁাহার বাড়ীতে সেই দিন ভোজন করিতে  
 অনুরোধ করিলেন ।

কাঞ্চীপূর্ণ বালকের আতিথ্য অস্বীকার করিতে পারিলেন না ।  
 তিনি লক্ষ্মণের বাটীতে আসিলে, লক্ষ্মণ তঁাহাকে বসিবার আসন প্রদান  
 করিয়াই দ্রুতবেগে পিতার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন—“বাবা !  
 আমি এই মহাপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । ইহাকে আজ আমাদের  
 বাটীতে রাখিতে হইবে ।”

কেশব, কাঞ্চীপূর্ণকে চিনিতেন । তিনি পুত্রের আগ্রহাতিশয়  
 দেখিয়া বলিলেন—“বৎস ! বেশ করিয়াছ, উনি এক জন পরম  
 ভগবত, তুমি খুব বড় করিয়া তঁাহার সেবা কর ।” কেশব এই কথা  
 বলিতে বলিতে কাঞ্চীপূর্ণের নিকট আসিলেন এবং তঁাহাকে অভ্যর্থনা  
 করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ।

কাঞ্চীপূর্ণ হাসিতে হাসিতে কেশবকে, তঁাহার পুত্রের নিমন্ত্রণ-কথা  
 বলিলেন । কেশব বলিলেন—“মহাত্মন ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে  
 আজ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন । আশীর্বাদ করুন  
 বালকের যেন ভগবৎ-চরণে ভক্তি হয়” । কাঞ্চীপূর্ণ তখন বালকের  
 বলাকণের কথা উল্লেখ করিয়া কেশবের ভাগ্যের বহু প্রশংসা করিতে  
 লাগিলেন । শূদ্র হইলে কি হয় ? গুণের আদর সর্বত্রই ।

রামানুজ শূদ্র-পদসেবায় উত্তত ।

ভোজনকাল উপস্থিত হইল । লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে অতি উত্তমরূপে

ভোজন করাইলেন এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহার পদ  
করিতে উত্তত হইলেন। কাঙ্ক্ষীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণে চমৎকৃত হইয়া  
তিনি ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মণকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, “বৎস! তুমি  
নীচ শূদ্র, আর তুমি সদব্রাহ্মণ-তনয় বৈষ্ণব। কোথায় আমি  
পদসেবা করিব, না—‘তুমি’ আমার পদসেবা করিতে প্রস্তুত হই  
ছি! এমন কার্য্য করিও না।”

লক্ষ্মণ একটু লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে  
বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—“কেন প্রভো! তুমি  
শাস্ত্রে আছে যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ;  
“তিরুপ্পন্ন আলোয়ার” চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছেন  
আপনি যখন হরিভক্তিপরায়ণ তখন আপনার পদসেবা  
দোষ কি?”

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কাঙ্ক্ষীপূর্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।  
অতঃপর কথার অবতারণা করিয়া বালকে নিরস্ত করিলেন  
ভাবিলেন—‘এ বালক কখনও সামান্য মানব হইতে পারে  
ভবিষ্যতে ইনি বহু লোকের নিশ্চয়ই ভবকর্ণধার হইবেন।’  
মনে মনে মহা আনন্দিত হইয়া ভগবৎ-কথায় লক্ষ্মণের গৃহে  
যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রাতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।  
ও কাঙ্ক্ষীপূর্ণ এক দিনের জন্ত মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার  
লক্ষ্মণের হৃদয়ে আজীবনের জন্ত বন্ধমূল হইল। রামানুজ  
ভক্তি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বীজ এই স্থানেই রোপিত হইল।

রামানুজের বিবাহ।

ক্রমে লক্ষ্মণ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেন। পিতা কেশব  
বিবাহ দিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভূমী ও কমলারও বিবাহ



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪০৯

পুত্রবধু লইয়া অধিক দিন সংসার-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন  
বিবাহের অল্পদিন পরেই সকলকে শোক-মাগরে ভাসাইয়া  
ইহ্যাম পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ, পিতৃশোকে কাতর  
হইলেন বটে, কিন্তু শোকে অভিভূত হইলেন না। তিনি জননীকে  
স্মরণ করিতে লাগিলেন ও কর্তব্যনির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিলেন।

রামানুজের গুরুগৃহে বাস ।

পিতৃ-বিয়োগে লক্ষ্মণের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, তাঁহাকে  
পড়িতে পারেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলেন না। তিনি  
লক্ষ্মণ—কাঞ্চীপুরে অদ্বৈত-মতাবলম্বী শ্রীবাদবপ্রকাশ নামক একজন  
পণ্ডিত-সন্ন্যাসী বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন।  
তঁহার ইচ্ছা হইল—এই শ্রীবাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভাস করেন।  
জননীর নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জননী পুত্রের  
প্রতিবন্ধক হইলেন না।

একটা শুভদিনে লক্ষ্মণ মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঞ্চীপুর  
কনুবে গমন করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া যাদবপ্রকাশের আশ্রমে  
উপস্থিত হইলেন। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া এবং তাঁহার  
কথাবার্তা কহিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি বিদ্যাদানে  
হইয়া লক্ষ্মণকে নিজ আশ্রমেই থাকিবার অনুমতি প্রদান  
করিলেন এবং লক্ষ্মণের সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

রামানুজের বিদ্যাভাস।

যাদবপ্রকাশের নিকট আসিয়া প্রথম হইতেই বেদান্ত-শাস্ত্র  
প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, বেদ ও বেদান্ত তিনি পিতার নিকটই  
কারণাছিলেন। এদিকে জননী ভাবিলেন—পুত্রকে প্রবাসে  
কেবল পুত্রবধুকে লইয়া ভূতপুরীতে থাকিয়া ফল কি? বরং

পুত্রের নিকট থাকিলে পুত্রের সুবিধা হইবে। এই ভাবি  
পুত্রবধূকে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং  
প্রকাশের আশ্রমের নিকট একটা পৃথকস্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দকে সহাধ্যায়ী লাভ।

“কান্তিমতী” পুত্রসহ কাঞ্চীপুরীতে বাস করিতেছেন শুনি  
কনিষ্ঠা-ভগ্নী মহাদেবী অপর নাম “হ্যুতিমতী” নিজ-পুত্রের  
তথায় পাঠাইয়া দিলেন। “হ্যুতিমতী” তাঁহার স্বামীকে  
গৃহে—“বল্লনমঙ্গলম্” নামক স্থানেই অবস্থান করিতে  
। তিনি আর কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন না।

গোবিন্দ ও লক্ষ্মণ প্রায় সমবয়স্ক। গোবিন্দ কিছু ছোট।  
আগমনে লক্ষ্মণ যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং  
একসঙ্গে যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

গুরু সহিত মতভেদ।

কিছুদিন অধ্যয়নের পর লক্ষ্মণের সহিত যাদবপ্রকাশের  
অমিল হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ, কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী ভক্ত-  
সম্মত, তাহার উপর কাঞ্চীপূর্ণের সেব্যসেবকভাবে ভারি  
প্রকাশ কিন্তু সন্ন্যাসী—কর্মকাণ্ডহীন, শঙ্করাচার্য-সম্প্রদায়-ভক্ত  
পরে নিজেই এক অভিনব মতের প্রবর্তনকর্তা। উভয়ে  
নিতাস্ত পৃথক। ফলতঃ যাদবপ্রকাশের সঙ্গ এবং উপদেশ  
হৃদয়ে অলক্ষ্যে অশান্তির ছায়া পতিত হইতে থাকিল। তাঁর  
স্বলভ ভগবদ্ভক্তি ও বিনয়প্রভৃতি সদগুণরাশি অপারি  
গ্নান হইতে লাগিল।

\* মতান্তরে এক সঙ্গে আসেন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪১১

রামানুজের ভক্তিভাবাতিশয্যই মতভেদের হেতু ।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল । একদিন শিষ্যসকলের প্রাতঃকালীন পাঠ-সমাপ্তির পর, লক্ষ্মণ গুরুদেবের অঙ্গে তৈল মর্দন করিতেছেন, এমন সময় একটা শিষ্য, তাহার সন্দেহ দূরীকরণার্থ পুনরায় আচার্য্য সমীপে আসিয়া শাস্ত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল । আলোচ্য বিষয়—হান্দোগ্য উপনিষদের “তস্ম যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী” এই মন্ত্রাংশ । বাদবপ্রকাশ মন্ত্রের অর্থ বলিলেন—“সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটা আরক্তিম ; কিরূপ আরক্তিম ? তাহার জন্ত মন্ত্রে ‘কপ্যাস’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । তাৎপর্য্য এই যে, কপির—অর্থাৎ বানরের পশ্চাদ্ভাগে যেন আরক্তিম তরুণ সেই সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষুদ্বয়ও রক্তাভ ।”

গুরুদেবের এইরূপ ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণের হৃদয় ব্যথিত হইল । তিনি কহিলেন—হায় ! ভগবানের চক্ষুর বর্ণ, বানরের পশ্চাদ্ভাগের রঙিত তুলিত হইল ? যিনি নিখিল কল্যাণ গুণের আকর, যাহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করে না, তাঁহার রূপের এইরূপ বর্ণনা কি বেদমধ্যে থাকিতে পারে ? কি সর্ব্বনাশ ! ইহা কখনই হইতে পারে না । নিশ্চয়ই ইহার অত্র অর্থ আছে ।’ এই ভাবিয়া তিনি সঙ্কল্প-প্রাণে ইহার সদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ভগবান্—সর্ব্বান্তর্ধ্যামী এবং অপার দয়ার আধার । তাঁহার রূপায় যাবিলম্বে লক্ষ্মণের মনে সদর্থের উদয় হইল । তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে গুরুদেবের অঙ্গে তৈল মর্দন করিতে লাগিলেন । ভাবিতব্য কিন্তু অন্তরূপ । লক্ষ্মণের অশ্রুবিन्दু বাদবের অঙ্গে পতিত হইল । তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, লক্ষ্মণ বাষ্পাকুলিত-নেত্র এবং মনোহুঃখে অতীব ত্রিয়মাণ ।

রামানুজের বিনয়।

বাদব লক্ষণের এই ভাব দেখিয়া আগ্রহ-সহকারে বলিলেন—  
 কি হইয়াছে? তুমি কাদিতেছ কেন?” বিনীত-স্বভাব নন্দ  
 করিয়া গুরুবাক্যের প্রতিবাদ করিবেন—ভাবিয়া আকুন হই  
 গুরুদেব কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্ত  
 নম্রভাবে বলিলেন—“প্রভো! ভগবানের চক্ষু বানরের পক্ষ্য  
 সহিত তুলিত হওয়ায় আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।”

বাদব ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন—“বৎস! আচার্য্য  
 এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে দোষ কি?” লক্ষণ জাতি  
 গুরুদেব শঙ্করমতের সর্বথা অনুগামী নহেন। তিনি স্বয়ং মত  
 মতের প্রতিবাদ করিয়া এক অভিনব মতের প্রবর্তন করিয়া  
 সুতরাং বাদব, আচার্য্য-শঙ্করের দোহাই দিয়া গুরুভতির  
 করিয়া লক্ষণকে বুঝাইলে লক্ষণ বুঝিবেন কেন? যিনি নিজে  
 নহেন, তিনি শিষ্যকে কি করিয়া গুরুভক্ত করিতে পারেন?

রামানুজের প্রতিভা।

লক্ষণ বলিলেন,—“প্রভো! যদি ইহার অন্য অর্থ করিয়া  
 হীনোপমা দোষ দূর করা যায়; তাহা হইলে ক্ষতি কি?”

বাদব উপহাস করিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা—ভাল, তুমি  
 অর্থ কর।”

বাদব ভাবিয়াছিলেন, এরূপ পরিচিত শব্দের ব্যাখ্যাত্তর  
 কিন্তু লক্ষণ বলিলেন—‘কপ্যাস’ শব্দের ‘কং’ পদের অর্থ জনক  
 ‘পিবতি’ অর্থ যে পান বা আকর্ষণ করে; সুতরাং ‘কপি’ অর্থ  
 ‘আস’ অংশটি আস্ ধাতুর রূপ, ইহার অর্থ—বিকসিত; সুতরাং  
 অর্থ হইল,—সূর্য্যোদয় দ্বারা যাহা বিকসিত হয় অর্থাৎ গগন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪১৩

তাহা হইলে সমুদায় শ্রুতির অর্থ হইল—সেই স্ববর্ণবর্ণ আদিত্যমণ্ডল-  
ব্যাবর্তী পুরুষের চক্ষু দুইটি, সূর্য্যদ্বারা বিকসিত পদ্মের ন্যায় ।

যাদব, ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে বুঝিলেন—লক্ষ্মণ অতি তীক্ষ্ণদী-  
নন্দই নাই, তবে দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী—ভক্ত । তিনি মনে মনে  
মনস্থষ্ট হইলেও মুখে তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া স্নানার্থ গমন  
করিলেন । \*

• রামানুজকর্তৃক ভূতাপসারণ ।

যাদব যেমন পণ্ডিত ছিলেন, মন্ত্র-শাস্ত্রেও তাঁহার তেমনি অসাধারণ  
অধিকার ছিল । ভূত-পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আনীত হইলে  
যত্বলে তিনি তাহাকে নিরাময় করিতে পারিতেন । একজ্ঞ তাঁহার  
পাতিও দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল ।

এক সময়, কান্ধীপুরীর রাজকুমারী ব্রহ্মদৈত্যকর্তৃক আক্রান্ত হন ।  
হু চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাঁহাকে কেহ রোগমুক্ত করিতে পারে  
নাই । ক্রমে যাদবপ্রকাশের এই ক্ষমতা রাজার কর্ণ-গোচর হইল ।  
রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলেন ।

দূতমুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া যাদবপ্রকাশ গর্ভ-সহকারে বলিলেন, “যখন  
আমাকে লইতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মদৈত্য খুব বলবান্ ।  
তাল; বাও ফিরিয়া গিয়া আমার নাম কর, তাহা হইলেই ব্রহ্মদৈত্য  
নাহবে ।” অবিলম্বে তাহাই করা হইল, কিন্তু ফল হইল বিপরীত ।  
ব্রহ্মদৈত্য প্রত্যুত্তরে যাদবকেই দেশ-ত্যাগের পরামর্শ দিল । ফলে,  
যাদবকে শীঘ্র রাজ-বাটীতে আনা হইল । লক্ষ্মণপ্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য  
সঙ্গে আসিলেন ।

\* বসন্তকরে, (১) এই ঘটনাটি যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের বিচ্ছেদের শেষ  
দল। (২) কাহারও মতে ইহা দ্বিতীয়বার বিবাদের হেতু ।

অবিলম্বে রাজকুমারী যাদবের সম্মুখে আনীত হইলেন। তিনি যথাশক্তি মন্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। ব্রহ্মদৈত্য যাদবের মন্ত্র-প্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—“ওহে ব্রহ্মদৈত্য, আমাকে তাড়াইবার তোমার ক্ষমতা নাই, তুমি আত্ম-হীনবল। তুমি যে মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছ, তাহা আমি অবগত হই। কিন্তু তুমি কি জান—আমি পূর্বে কি ছিলাম? যাদব তখন যদ্যপি বিস্মিত হইলেন। তথাপি আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ বলিলেন—“ব্রহ্মদৈত্য, তুমিই বল,—তুমি ও আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম?” ব্রহ্মদৈত্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিল—“তুমি পূর্বজন্মে গোসাপ ছিলাম, বৈষ্ণবের পাতার উচ্ছিষ্টাবশেষ খাইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছ এবং ব্রাহ্মণ ছিলাম, যজ্ঞে কিঞ্চিৎ ক্রটি হওয়ায় ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি।”

রামানুজের মহত্ব।

যাদব, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন এবং বলিলেন—“আচ্ছা ব্রহ্মদৈত্য, যখন দেখিতেছি তুমি সর্বজ্ঞ, তখন বল, কি করিলে তুমি এই রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিবে?” ব্রহ্মদৈত্য ক্রোধভরে বলিয়া ফেলিল,—“যদি তোমার ঐ পরম লক্ষণ দয়া করিয়া আমার মস্তকোপরি পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আমি বাইব, নচেৎ নহে।” যাদবের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল—ব্রহ্মদৈত্য, রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিল।

রামানুজের ত্যাগ।

রাজা ও রাণী উভয়েই পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং লক্ষণ ও ব্রহ্মদৈত্যকে বহু স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন। ব্রহ্মদৈত্য স্বর্ণ-মুদ্রার কিছুই লইলেন না। সমুদয় গুরুপদে উৎসর্গ করিলেন। যাদব, মুখে লক্ষণের উপর খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪১৫

হার অভ্যাস হইতেছে দেখিয়া এবং সভামধ্যে ব্রহ্মদৈত্যকর্তৃক  
মানিত হইয়া মনে-মনে মৰ্ম্মান্তিক দুঃখে জর্জরিত হইতে লাগিলেন।\*

গুরু সহিত পুনর্ব্বার মতভেদ ।

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণের তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ হইল।  
কিন্তু এই উপনিষদের “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা  
নিয়া তিনি ভাবিলেন—আচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে ব্রহ্ম যদি সত্য-  
রূপ, জ্ঞানস্বরূপ বা অনন্তস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে ভগবানের অনন্ত  
গুণ—দয়া-দাক্ষিণ্যপ্রভৃতি গুণগুলি কোথায় গেল? ভগবান্ ধৰ্ম্মী—  
এইগুলি তাঁহারই ধৰ্ম্ম বা গুণ হওয়াই উচিত। ব্রহ্ম নিগুণ বা  
বর্জিত হইলে জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধান্তই স্থির হইয়া যায়। আর জীব-  
ব্রহ্ম যদি ভিন্ন হয়, তবে ভগবানের উপাসনা এবং যাগযজ্ঞাদিরূপ  
কাজও সবই মিথ্যা হইল, এ সকলই লোপ পাইতে বসিল। কৰ্ম্ম ও  
মোক্ষাদি ব্যতীত লোকস্থিতি সম্ভবপর নহে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মণের হৃদয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বৈতপর  
কল্পনা উদ্ভূত হইল। তিনি নম্রভাবে ধীরে-ধীরে গুরুদেব-কৃত ব্যাখ্যার  
প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্বৈতপর ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ  
গুরু ও অনন্তকে ব্রহ্মের স্বরূপ না বলিয়া ব্রহ্মের গুণ বা ধৰ্ম্ম বলিয়া  
সমর্থন করিলেন।

বাদব বহু বিচার করিয়াও লক্ষ্মণের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন  
কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে লক্ষ্মণকে  
তীব্রহার করিলেন এবং সর্ব্ব-সমক্ষে অপমান করিয়া আশ্রম হইতে  
দ্রব্যা দিলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতৃ-  
দেবদেবীকে ব্রহ্মান্ত-চর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

\* ব্রহ্মান্তে ইহা রামানুজের সহিত মত-ভেদের প্রথমে ঘটে।

কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে ভক্তি-চর্চা।

কাঞ্চীপূর্ণ পূর্বে ভূতপুরীতে লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কাঞ্চীতে লক্ষ্মণ যাদবের নিকট থাকিতেন বলিয়া উভয়ে বহু সাক্ষাৎ হইত না; তথাপি কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক্ষণে তিনি বাটী আসিয়াছেন শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ করেন ও ভগবৎ-কথায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন।

পুনরায় যাদবের নিকট অধ্যয়ন।

এ দিকে লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করিয়া যাদব নিশ্চিন্ত পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন এ বালক যেরূপ ধীরসম্পন্ন, তাহার উপর দৈবও ইহার প্রতিফল অল্পকূল, তাহাতে ভবিষ্যতে এ-ব্যক্তি অদ্বৈতবাদের মহাদ্বার উঠিবে। হইবার যোগাযোগও দেখিতেছি যথেষ্ট; কারণ, তিনি সেই দ্বৈতবাদী, শূদ্র, ভণ্ড কাঞ্চীপূর্ণের উপর ইহার বড় প্রীতি উভয়ে মিলিত হইয়া থাকে।

যাদবপ্রকাশের আরও চিন্তা—তিনি নিজে লক্ষ্মণের রাজসভাতে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিচারক হিসাবে শিশুসমক্ষে মুখে পরাজয় স্বীকার না করিলেও মনে-মনে পরাজিত পারিয়াছেন; শিশুবর্গও এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। এক্ষণে কি সহ করা যায়।

যাহা হউক এই সকল কারণে জগতে লক্ষ্মণের অস্তিত্ব হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি শিশুগণের সহিত সোপান করিয়া বিনাশ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে



## রামানুজ-চরিত্র।

৪১৭

পর স্থির করিলেন, গঙ্গাস্নান-গমনোপলক্ষে পথে কোন গহন অরণ্য-মধ্যে লক্ষ্য লক্ষ্যে বিনষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি অপর শিষ্যগণদ্বারা লক্ষ্য লক্ষ্যে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং কপট স্নেহ প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে নিজ সন্নিধানে পুনরায় অধ্যয়ন করিবার আদেশ দিলেন। শাস্ত্র-জ্ঞানের ফলে যদি মান অপমান বা সুখদুঃখাদিতে সমান জ্ঞান না হয়, যদি বিষয়সক্তি না যায়, তাহা হইলে সে শাস্ত্রজ্ঞান বৃথা। যাদবের এই এই দুইটির কোনটাই হয় নাই। তাঁহার অপমানবোধও যায় নাই এবং সাম্প্রদায়িকসক্তিও যায় নাই, তাই তাঁহার এই দুর্বুদ্ধির উদয়।

যাদবকর্তৃক রামানুজের প্রাণনাশ-চেষ্টা।

কিছুদিন পরে যাদবপ্রকাশ গঙ্গাস্নান-যাত্রার প্রসঙ্গ তুলিলেন। যাত্রার নিকটও গঙ্গাস্নান-যাত্রার প্রস্তাব করা হইল। তিনি গুরুর উদ্দেশ্য কিছুই জানিতেন না। সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গোবিন্দপ্রভৃতি যাদবের অপর শিষ্যগণসহ গুরুদেবের অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন।

কমে তাঁহারা বিদ্যাচলপ্রদেশস্থ গোপ্তারণ্যে আগমন করিলেন। এই প্রদেশ জন-মানব-শূন্য এবং হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। যাদব প্রকাশলেন—এই স্থানেই লক্ষ্যকে বিনষ্ট করিতে হইবে এবং প্রচার করিতে হইবে—হিংস্রজন্তুতে লক্ষ্যকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই ভাবিয়া যাদব তাঁহার কতিপয় প্রিয় শিষ্যকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শিষ্যগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেই গুরুর আজ্ঞাপালনে সম্মত হইলেন এবং বধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভগবান্ বাহার সহায় তাঁহাকে মারে কে? লক্ষ্যের ভ্রাতা গোবিন্দ, লক্ষ্যবধের এই ভীষণ অভিসন্ধি হঠাৎ শুনিয়া ফেলিলেন। তিনি লক্ষ্যকে ইহা বলিয়া দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শত্রুকবল হইতে রামানুজের পলায়ন ।

একদিন একস্থানে উষার অন্ধকারে লক্ষ্মণ শৌচোদ্দেশ্যে পার্বত্য প্রস্রবণের নিকট গিয়াছেন, অপর শিষ্যগণ তখন জাগ্রত নাই। এমন সময়ে গোবিন্দ দ্রুতপদে লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া কথা বলিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন।

লক্ষ্মণ, গোবিন্দের কথায় সন্দেহ না করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই সে স্থান করিলেন। নিবিড় অরণ্যমধ্যে যে দিকে মনুষ্যপদচিহ্ন গেল সেই দিকেই প্রাণের দায়ে উর্দ্ধ্বাশ্বাসে ধাবিত হইলেন; দক্ষিণ দিক; যেহেতু দক্ষিণ দিকেই তাঁহাকে বাইতে হইবে—দক্ষিণ দিকেই তাঁহারা আসিয়াছেন।

কিছুদূর যাইয়াই তিনি পথ হারাইলেন। মনুষ্যপদচিহ্ন লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন না। নিবিড় অরণ্য যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া করিতে উত্তত। লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অনন্তর ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে লক্ষ্মণের পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত ও ক্ষীত হইয়া দেহে কতই কষ্টক বিদ্ধ হইল। মধ্যাহ্নমার্ভওতাপে সর্বাঙ্গ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর দুর্বল ও ক্লান্ত, জিহ্বা শুষ্ক এবং বদন-মণ্ডল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ নিরুপায় হইয়া ভগবচ্চরণ ধ্যান করিতে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি আর বসিয়া পারিলেন না, সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ভগবৎকৃপায় প্রাণরক্ষা।

ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপার কি শেষ আছে? ভক্তকে ভাবিতে পারিলে কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যিনি



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪১৯

সমগ্র ভক্তসম্প্রদায়ের গুরু হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কি নিফল হয়? সর্বাস্তুর্য্যামী ভগবান্ লক্ষ্মণকে যেন ক্রোড়ে লইলেন, তিনি লক্ষ্মণের মুচ্ছা অপনোদন করিলেন।

মুচ্ছান্তে লক্ষ্মণ দেখিলেন—বেলা অপরাহ্ন। কোথা হইতে এক ব্যাধদম্পতী আসিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট। লক্ষ্মণের শরীরে যেন মৃত্যু বন আসিয়াছে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিবিড় অরণ্যমধ্যে সমস্ত দিনের পর নরমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। জাবলেন—ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানিয়া লই। এমন সময় ব্যাধপত্নীই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কে বাপু? একা এখানে কেন? এ যে অতি গহন বন, এখানে দস্যুগণও আসিতে ভীত হয়। আমার বাটী কোথায়,—কোথায় যাইবে?”

লক্ষ্মণ বলিলেন—“আমি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণসন্তান। কাকী হইতে আসানোদেশে বহির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষপণের দুর্ভাগ্যবশত পাবিয়া আমি কাকী ফিরিয়া যাইতেছি। আপনারা দয়া করিয়া আমার পথ দেখাইয়া দেন—”

ব্যাধ বলিলেন—“বেশ হইয়াছে, আমরাও কাকীযাত্রী, চল একত্রে যাইব।”

ব্যাধদম্পতীর সঙ্গে লক্ষ্মণ চলিতে লাগিলেন। কথায়বার্তায় কোথায় কতর যাইতেছেন, তাহা বুঝিবার আর তাঁহার অবকাশ রহিল না। চলিবার পর সন্ধ্যা সমাগত হইল। লক্ষ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে এক বৃক্ষতীরে রাত্রি-যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রির ঘন অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই একটা সমতল প্রান্তর-খণ্ডে শয়ন করিলেন।

রামানুজের পরোপকার-প্রবৃত্তি।

রাত্রি অধিক হইলে ব্যাধপত্নীর বড় পিপাসা বোধ হইল।  
নিকটবর্তী একটি কূপ হইতে জলানয়নের জন্ত স্বামীকে  
করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্ধকার অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়াছিল বলি-  
তথায় যাইতে চাহিলেন না, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত পত্নীকে  
করিতে বলিলেন।

লক্ষ্মণ শারিত অবস্থায় ব্যাধ-দম্পতীর কথোপকথন শুনিবেন।  
তখন নিজেই জল আনিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। লি-  
অন্ধকার, তাহাতে ঠিক কোথায় সেই কূপ বিদ্যমান, তাহা জান-  
অগত্যা ভাবিলেন—ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিয়া এই  
জল আনিয়া দিই। যাঁহাদের কৃপায় আমি এই জনশূন্য অরণ্যে  
পাইলাম, যাঁহাদের কৃপায় আমার প্রাণরক্ষা হইল, সামান্য কৃপা  
তাঁহাদিগকে দিতে পারিব না—ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জা  
আর কি হইতে পারে?

লক্ষ্মণ, আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া  
ও জল আনিবার জন্ত ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিলেন।  
বলিলেন—“এ অন্ধকারে তুমি সে স্থলে যাইতে পারিবে না; ই-  
কল্যাণ প্রাতে আনিও।” অগত্যা লক্ষ্মণের প্রত্যাশার প্রবৃত্তি  
হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া সেই প্রান্তরোপরি আবার শুইয়া

প্রভাত হইল। লক্ষ্মণ, জল আনিবার জন্ত ব্যাধ  
গাত্রোত্থান করিলেন। কোন দিকে না চাহিয়া, ব্যাধপত্নীর দি-  
করিলেন। ব্যাধপত্নী তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া বলিলেন—  
তুমি গত রাত্রে জল আনিবার জন্ত আগ্রহ করিয়াছিলে,  
সেই কূপের নিকট যাই।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪২১

কাকীপুরীতে প্রত্যাগত ।

লক্ষণ তথাস্ত বলিয়া তাঁহাদের সহিত কূপের অভিमुखে চলিলেন ।  
 দূর পথ চলিবার পর তিনি দেখিলেন, অরণ্য শেষ হইয়াছে,  
 অদূরে প্রান্তরমধ্যস্থ কতিপয় বৃক্ষতলে সোপানবদ্ধ একটি দিব্য কূপ ।  
 জন-সংগ্রহের জগ্ৰ অনেক নরনারী তথায় সমাগত । দেশটাও যেন  
 কতকটা পরিচিত । তিনি আগ্রহ-সহকারে হস্ত-পদপ্রক্ষালনপূর্বক অঞ্জলি  
 পুরিয়া জল আনিয়া ব্যাধ-পত্নীকে পান করাইলেন ।\* তিন অঞ্জলি  
 জলপানের পর, তিনি যেমন পুনর্ব্বার জল আনিবার জগ্ৰ কূপ-মধ্যে  
 অবতরণ করিয়াছেন, অমনি ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন,  
 লক্ষণ আসিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না । স্বদূর প্রান্তর  
 গিরিকৈই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দর্শন আর মিলিল না ।  
 লক্ষণ বুঝিলেন—ইহা সেই সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মীনারায়ণের  
 দর্শন । দুর্গম অরণ্যমধ্যে পথ হারাষ্টয়া তিনি তাঁহাদের চরণে আত্মবিসর্জন  
 করিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্যাধ-দম্পতী সাজিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন ।  
 লক্ষণ তিনি তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ইহা কোন্  
 পন? এখান হইতে কাকী কতদূর? কোন্ পথ দিয়াই বা তথায়  
 হইতে হইবে?”  
 লক্ষণের কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ । তাঁহাদের মধ্যে একজন  
 লোক উঠিল, “তোমার কি হইয়াছে! তুমি ত যাদবপ্রকাশের নিকট  
 গুপ্ত, কাকী কোথায় জান না? অদূরে বরদারাজের শ্রীমন্দিরের  
 পূর্বদিক চূড়া দেখিয়াও কি তুমি এ স্থানটা চিনিতে পারিতেছ না?  
 যে সেই শালকূপ মহাতীর্থ, চিনিতে পারিতেছ না কেন?”  
 লক্ষণ মতে লক্ষণ নিম্নোক্তের পর আর ব্যাধদম্পতীকে দেখিতে পান নাই,  
 আর একটু দক্ষিণাভিমুখে যাইয়াই দেখেন বন শেষ হইয়াছে, দূরে প্রান্তরমধ্যে  
 একটি লোক কূপ হইতে জল আনিতেছে, ইত্যাদি ।

রামানুজের জীবনগতি-পরিবর্তন।

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এতদিনের পথ জেঁদে অতিক্রম? লক্ষ্মণের মুখে বাক্যক্ষুণ্ণি নাই, শরীর রোমাঞ্চিত, বাষ্পাকুলিত, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। দেখিতে দেখিতে তিনি মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণের বাহুজ্ঞান বিনুগ্ধ হইল।

স্থানীয় জনগণের যত্নে লক্ষ্মণের মুচ্ছা শীঘ্রই অপনীত হইল। তিনি কাহাকেও কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুজলে বক্ষঃস্থলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। পরিচিত ইহা দেখিয়া আর কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। অতিযত্ন সহকারে তাঁহাকে নঙ্গে করিয়া তাঁহার বাটা নইয়া বস্ত্রতঃ ঐ দিন হইতেই লক্ষ্মণের জীবনের গতি ফিরিল। জ্ঞানলাভ, জগতে গণ্য-মান্য হওয়া, এ সব যে ভগবদ্ভক্তি-মার্গে নগণ্য ও অতি তুচ্ছ, ইহাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। বুঝিলেন—ভগবৎ-কৃপালাভই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া চাই। অপ্রাপ্য কিছুই নাই।”

মাতৃসনীপে রামানুজের প্রত্যাগমন।

লক্ষ্মণ বাটা আসিলেন। প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে বাটতে দিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন—দেহ তাঁহার বিরহে শ্রিয়মাণ। তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। জননী কান্তিমতী লক্ষ্মণের অবাক্। তৎপরে লক্ষ্মণের শীর্ণদেহ এবং বিহ্বলভাব ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। পুত্রের মুখ চুসন করিয়া বলিলেন—তোমরা এত শীঘ্র কি করিয়া ফিরিলে? তোমাদের কুশল ত?”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪২৩

লক্ষণ অতিকষ্টে নিজভাব সম্বরণ করিয়া বাম্পাকুলিত-লোচনে ও  
কঠকঠে বলিলেন—“মা ! ভগবৎকৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে  
কেনই কুশল । গুরুদেব বা আমার সঙ্গিগণ কেহই ফিরেন নাই, কেবল  
আমিই ফিরিয়া আসিয়াছি ।”

জননী লক্ষণের এই উত্তর শুনিয়া এবং অপ্রকৃতিস্থ ভাব দেখিয়া অত্যন্ত  
ব্যাকুল হইলেন । ভয়ে ও ভাবনায় তাঁহার শরীর যেন কণ্টকিত হইয়া  
উঠিল । তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না,  
কেবল পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন ।

লক্ষণ স্নান আহারিক এবং আহারাদি একে একে সকলি করিলেন,  
কিন্তু তাঁহার সে বিহ্বলভাব উপশমিত হইল না । ভক্ত, ভগবানের  
কৃপা সাক্ষাৎ কৃপা কি সহজে ভুলিতে পারেন ? তিনি ভগবানের  
সীমাহীন কৃপা স্মরণ করেন আর নীরবে বাম্পবারি বিসর্জন করেন ।

এইবার কান্তিমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি  
লক্ষণের পার্শ্বে বসিয়া বসিলেন—“বৎস ! কি হইয়াছে সব বল, আমি  
তোমার এই ভাবান্তর দেখিয়া বড়ই উদ্ভিগ্ন হইতেছি । গোবিন্দ ভাল  
বাহে ত ? আমার সব কথা বিশেষ ভাবে বল ।”

লক্ষণ, জননীর নিকট যাদবের ভীষণ অভিসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া  
ভগবানের অসীম কৃপায় তাঁহার আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত সকল কথাই ধীরে  
ধীরে নিবেদন করিলেন । কান্তিমতী যতই শুনেন ততই তাঁহার  
ভগবচ্চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিতে  
গিল । অনন্তর লক্ষণ-জননী, বরদরাজের পূজার জন্ম যার-পর-নাই  
কল হইলেন । তিনি বুঝিলেন—বরদরাজের কৃপাতেই, যাদবের  
অভিসন্ধি হইতে তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন ।  
তিনি পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দের গর্ভধারিণী

‘মহাদেবী বা দ্যুতিমতী’ লক্ষণের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ।

লক্ষণ যাদবের সহিত গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলে, জননী ‘কাস্তিমতী’ বধুমাতাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । কিন্তু ফলে তিনি একাকিনী যার-পর-নাই ত্রিষ্মাণা হইয়াই দীর্ঘকাল করিতেছিলেন । আর ‘দ্যুতিমতী’ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহার পর তিনিও বহুদিন হইতে গোবিন্দের অদর্শনে যার-পর-কাতর হইয়াছিলেন এজন্ত তিনি বধুমাতাকে লইয়া ভগিনীর বাস করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন ।

কাস্তিমতী, বধুমাতা সহ কনিষ্ঠা ভগ্নীকে আসিতে দেখিয়া আগ্রহিত হইলেন । একে পুত্রের মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগমন, বধুমাতা ও প্রিয় ভগিনীর সমাগম—এ আনন্দ রাখিবার স্থান আছে ? তিনি বধুমাতা ও ভগ্নীকে সাদর সম্ভাষণ আনিলেন এবং লক্ষণ পথ হারাইয়া ভগবৎকুপায় নির্ঝিঁয়ে বাসি আসিয়াছেন এবং গোবিন্দ নিরাপদে গুরুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে এইমাত্র ভগ্নীকে বলিলেন, যাদবের দুঃখভরিতা কথার বলিলেন না । দ্যুতিমতী ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন সহিত নানা সাংসারিক কথায় প্রবৃত্ত হইলেন । লক্ষণ-পত্নী দেখিয়া গোপনে প্রেমাত্মবিসর্জন করিতে লাগিলেন । যেন স্বর্গস্থলের ছায়া পতিত হইল । কিন্তু তাহা হইলেও বরদরাজের পূজার কোনরূপ শৈথিল্য করিলেন না । তিনি করিয়া সর্বাত্মে বরদরাজের উদ্দেশ্যে বহু উপচার-বিশিষ্ট করিলেন ও লক্ষণকে সঙ্গে করিয়া বরদরাজকে চলিলেন ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪২৫

লক্ষণ, ভোগ নিবেদন করিয়া কতকটা শান্ত হইলেন। তিনি  
 ঘুরায়ে আসিয়া দেখেন, কাঞ্চীপূর্ণ বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।  
 কাঞ্চীপূর্ণ পূর্বপরিচিত পরম-ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল  
 হইলেন। তিনি তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ পূর্বক গৃহে আদয়ন করিলেন  
 এবং জননীর আদেশে যাদবের সমুদায় বৃত্তান্ত তৎসমীপে বর্ণনা  
 করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন—“বৎস! ভগবান্ বরদরাজ তোমার উপর  
 অত্যন্ত প্রিয়, তাই তুমি এ বিপদে রক্ষা পাইয়াছ। তুমি তাঁহার  
 নিকট জল পান করিয়াছেন। তিনি তোমার সকল পিপাসা মিটাইবেন বলিয়া তিনি তোমার প্রদত্ত জলে  
 তোমার পিপাসা শাস্তি করিয়াছেন। তুমি এখন হইতে তাঁহার সেবায়  
 নিয়োজিত থাক, এবং নিত্য সেই শাল-কূপের এক কলস জল আনিয়া তাঁহাকে  
 পান করাইও; অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।”

ভক্তাভিলাষী লক্ষণ, পরমভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ শিরোধার্য  
 করিলেন এবং নিত্য প্রাতে এক কলস করিয়া শালকূপের জলদ্বারা  
 ভগবান্ বরদরাজকে স্নান করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর  
 কাঞ্চীপূর্ণকে পরম আদরে ভোজন করাইলেন এবং সেই দিনটা  
 ভগবৎ-কথাতেই অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর লক্ষণ সম্পূর্ণ  
 ভিত্ত হইলেন। ভক্তির আতিশয্যে চিত্ত উদ্বেলিত হইলে ভক্ত-  
 তাহা উপশমিত করিতে পারে।

কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের দীক্ষাবাসনা।  
 লক্ষণ এক্ষণে কি করেন? তিনি আপন ভবনে থাকিয়া ভগবৎ-  
 ওষধ বেদান্ত-চর্চা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় নিত্যই  
 তাহার বাসে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গস্থলে লক্ষণ দিন-দিন ভক্তি-

মাধুর্য্য বৃদ্ধিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি এতই যুগ্ম হইলেন  
একদিন তিনি স্পষ্টভাবেই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার  
করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইবেন কেন? প্রভু  
লোক-বিরুদ্ধ আচরণে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত হইতেই বলিলেন।  
শূদ্র এবং লক্ষ্মণ সম্বন্ধে, তিনি লক্ষ্মণকে দীক্ষা দিবেন কেন?  
নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইলেন। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত  
পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি তাঁহাকেই গুরু  
করিলেন। ফলতঃ কাঞ্চীপূর্ণ যেমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠার আদর্শ  
লক্ষ্মণও তদ্রূপ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। উভয়ের সখ্য  
দৃঢ় হইল। এই উপলক্ষে লক্ষ্মণহৃদয়ে দাস্ত্রভক্তির বীজ  
অঙ্কুরিত হইল।

যাদব নিশ্চিন্ত।

ওদিকে প্রভাত হইলে আচার্য্য যাদব ও শিষ্যগণ জাগ্রত  
শিষ্যগণ দেখিল, সকলেই রহিয়াছে কিন্তু লক্ষ্মণ নাই। গোবিন্দ  
ভাই বলিয়া সকলেই গোবিন্দকে লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা  
গোবিন্দ তখন কপটতা করিয়া নিজের অজ্ঞতা জানাইলেন।  
যাদবের কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিল। যাদব তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে  
করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। বহু চেষ্টাতেও  
পাওয়া গেল না। অবশেষে সকলই স্থির করিল—লক্ষ্মণ নিকট  
হিংস্র জন্তুকর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। যাদব নিশ্চিন্ত হইলেন,  
ভগবানই তাঁহার শত্রুসংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি  
সেই লক্ষ্মণ-ভীতির ছায়া তাঁহাকে স্মান করিতে লাগিল।  
জ্ঞানের কথা বলিয়া গোবিন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪২৭

কাশীধামে গোবিন্দের শিবলিঙ্গলাভ ।

ক্রমে যাদব সশিষ্টে বারাণসী ধামে আসিয়া পহুছিলেন। তথায়  
গোহারা নিত্য গদ্যস্নান, বিদ্যেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া  
কালক্ষেপ করেন। একদিন সকলে গদ্যস্নান করিতেছেন, এমন সময়  
জন-মধ্যে গোবিন্দের হস্তে কি যেন একটা আসিয়া ঠেকিল। গোবিন্দ  
ভুলিয়া দেখেন যে উহা বাণ-লিঙ্গ ।

তিনি অবিলম্বে উহা গুরুদেবকে প্রদর্শন করিলেন। যাদব, ইহা  
দেখিয়া একপ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই  
বুলিল, ইহা যে গোবিন্দের ভাগ্যবলে লব্ধ, তাহা নহে, কিন্তু গোবিন্দের  
উপর ইহা গুরুদেবেরই কৃপাকটাক্ষেরই ফল ।

শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া মনে-মনে গোবিন্দের প্রতি হিংসা করিতে  
লাগিল, তথাপি মুখে যথেষ্ট প্রশংসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল। গোবিন্দ  
কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; তিনি গুরুদেবের লক্ষণকে বধ  
করিবার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া কিছু দিন হইতে মনে-মনে  
গুরুদেবের উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে ভাব  
স্বাভাবিক না। তিনি, ইহা গুরুদেবেরই অমুগ্রহের ফল মনে করিয়া  
গোহার উপর পুনরায় শ্রদ্ধাষিত হইলেন। অনন্তর তিনি যাদবের  
সামনে সেই বাণ-লিঙ্গের সেবাতে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন ।

এইরূপে একপক্ষ কাল কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া যাদবের দেশে  
করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি হৃষ্টমনে শিষ্যগণসহ জগন্নাথ ও অহোবিলের  
দ্বিতীয় কাশী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

কালহস্তীঘরে গোবিন্দের অবস্থিতি ।

ক্রমে সকলে গোবিন্দের নিবাস-ভূমির নিকটে আসিলেন। এই সময়  
গোবিন্দ গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ভগবন্ ! যদি অমুমতি

করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করি।  
জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করি, আমি আর কাঙ্ক্ষী ফিরিয়া  
ইচ্ছা করি না, আপনি আমার জননীকে এই শুভ সংবাদ দিবেন।  
হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দকে অহুমতি প্রদান করিয়া পুনরায় কাঙ্ক্ষী হইয়া  
যাত্রা করিলেন। গোবিন্দ কালহস্তী-তীর্থের নিকটে মঙ্গলগ্রামে  
ভূমিসংগ্রহ করিয়া তথায় শিবপ্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহার পূজায় জীবনান্ত  
করিতে লাগিলেন।

যাদবের বিস্ময় ও কপটতা।

যথাসময়ে যাদবপ্রকাশ সশিষ্যে কাঙ্ক্ষী আসিলেন। তিনি  
এবং লক্ষ্মণের সংবাদ দিবার জন্য অবিলম্বে লক্ষ্মণের গৃহে আসিলেন।  
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আসিয়াই দেখেন—লক্ষ্মণ সুস্থশরীরে  
আনন্দে বসিয়া আছেন।

লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র যাদব প্রথমতঃ বিস্মিত ও ভীত হইয়া  
ভাবিলেন—লক্ষ্মণ কি তাহার দুর্ভিতসন্ধি জানিতে পারিয়াছে?  
পরক্ষণেই ভাবিলেন—“না—লক্ষ্মণ তাহার অভিসন্ধি জানিবে কি?  
দুষ্টলোক সদাই ভাবে—তাহার দুর্ভিতসন্ধি অপরে বুঝিতে পারেন—  
যাহা হউক, যাদব মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—  
বৎস! তুমি কি করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? কি  
তোমাকে হারাইয়া আমরা যার-পর-নাই কাতর হইয়াছিলাম  
অনুসন্ধানেও তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, অবশেষে ভাবিয়া  
কোন হিংস্র জন্তু, বোধ হয়, তোমায় বিনষ্ট করিয়াছে।  
তুমি যে প্রাণে বাঁচিয়া গৃহে ফিরিয়াছ, ইহাতে আমার যে কি  
আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম, আশীর্ব্বাদ  
বৎস! তুমি চিরজীবী হও।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪২৯

রামানুজের ক্ষমা ও সৌজন্ত ।

লক্ষণ তাঁহাকে পূর্ববৎ প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—  
 “গবন্! গোণ্ডারণ্যে একদিন প্রত্যুষে শৌচাদিমানসে একটি প্রশ্রবণের  
 নিকটে যাই। ফিরিবার কালে পথ হারাইয়া ফেলি। ভগবৎকৃপায় এক  
 ব্যাধদম্পতীর দেখা পাই, তাহারা আমায় সঙ্গে করিয়া কাঞ্চী পঁছাইয়া  
 যেন।” বাদব নিশ্চিত হইলেন। ভাবিলেন—লক্ষণ তাঁহার দুর্ভাগ্যের  
 কথা তাহা হইলে কিছু জানে নাই। তিনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ  
 করিয়া বলিলেন—“আঃ বাঁচা গেল! ভগবানই তোমাকে ব্যাধ-দম্পতী-  
 সঙ্গে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক বৎস! তুমি পূর্ববৎ মৎসকাশে  
 অধ্যাস করিতে থাক, আমি তোমার উপর প্রীত হইলাম।”  
 লক্ষণ, বাদবের কৌশল ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি  
 ক্ষতাবে তাহাতেই সম্মত হইলেন। অনন্তর বাদব দ্যুতিমতীকে তথায়  
 পিয়া গোবিন্দের সৌভাগ্য-সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। দ্যুতিমতীও  
 ব্রতের সংবাদে যার-পর-নাই সুখী হইলেন এবং বাদব ফিরিয়া গেলে  
 দুই দিনই মঙ্গল-গ্রাম উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

রামানুজের উপর যামুনাচার্য্যের দৃষ্টি ।

লক্ষণের কথা, ক্রমে দেশ-বিদেশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।  
 ক্রমে বৃদ্ধ যামুনাচার্য্যও একদিন দুইজন বৈষ্ণব-মুখে তাঁহার কথা  
 শুনিলেন। যামুনাচার্য্য ভাবিলেন—এতদিনে ভগবান্ আমার প্রার্থনা  
 শুনিলেন। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে, এই লক্ষণই  
 ব্রতের সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গুরু স্থান অধিকার করিতে পারিবেন।  
 লক্ষণকে দেখিবার জন্ত তাঁহার অন্তরে বড়ই ইচ্ছার উদ্রেক হইল।  
 দিন পরে তিনি কোন এক উপলক্ষে বরদরাজের দর্শন-মানসে  
 উপস্থিত আসিলেন।

রামানুজের যামুনাচার্য দর্শন।

যামুনাচার্য একদিন বরদরাজ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেছেন। সময় দেখিলেন—অদ্বৈতকেশরী যাদবচার্য লক্ষ্মণের স্বন্ধে হস্ত নিহত শিশুসঙ্গে সেই পথে আসিতেছেন। কাঞ্চীপূর্ণ, যামুনাচার্য তাহার হইতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। যামুনাচার্য তাহার সৌম্যমূর্তি তাহার প্রতি যার-পর-নাই আকৃষ্ট হইলেন এবং অনিমিত্ত নয়নে দ্রষ্টব্য চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, যাহার জগৎ কাঞ্চীপুরে আজ তাহাকে দেখিয়াও যামুনাচার্য তাহার সহিত আলাপ করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না।

তিনি ইচ্ছা করিলে কাঞ্চীপূর্ণই লক্ষ্মণকে অত্র সময়ে তাহার আস্থান করিয়া আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। কি ভারিয়া তিনি এক্ষণ ইচ্ছা করিলেন না, ইহা বাস্তবিক যদ্যপি অগোচর। \*

অবশ্য যামুনাচার্য লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিলেন কিন্তু তাহাকে স্বমতে আনিবার জগৎ তিনি যে-ভাবে বরদরাজের কৃপাভিক্ষা করিলেন, সম্ভবতঃ সেই প্রার্থনারই ফলে, লক্ষ্মণ সেই জগদগুরু রামানুজাচার্য হইবেন। যামুনাচার্য গৃহে আর কাঞ্চীপুরীতে অবস্থিতি করিলেন না; তিনি অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

\* কেহ কেহ অনুমান করেন, এ সময় লক্ষ্মণের সহিত যামুনাচার্যের অদ্বৈত-কেশরী যাদবের সহিত তাহার তর্ক-বুদ্ধি অপরিহার্য হইত। ফলে লক্ষ্মণ, বৈষ্ণব-মতের হয়ত তত অনুরাগী হইতে পারিতেন না। কথটা ঠিক। কারণ, বুদ্ধি-কোশলে জয় করা অপেক্ষা, ভালবাসা দিয়া জয় করার অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৩১

রামানুজের জন্ত যামুনাচার্যের প্রার্থনা ।

যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল  
 ও নিঃশব্দের দিকে । লক্ষণ যাহাতে বৈষ্ণব-মার্গ অবলম্বন করেন, তজ্জন্ত তিনি  
 পড়াই কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।  
 তিনি লক্ষণকে লাভ করিবেন বলিয়া অপূর্ণ মাধুরী-পূর্ণ এক  
 রচনা করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে উপহার দিলেন । বাহা হউক  
 যামুনাচার্য যে, ভগবানের নিকট এইরূপ কাতরভাবে  
 প্রার্থনা করিতেন ক্রমে তাঁহার শিষ্যবর্গও তাহা জানিতে পারিলেন ।  
 অবতারভাবের বিকাশে যামুনের এই প্রার্থনা একটা প্রধান  
 হইল । বাস্তবিক মানব যখন ভগবানের অবতরণ প্রার্থনা করে  
 ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখা যায় ।

রামানুজের সহিত যামুনাচার্যের তৃতীয়বার মতভেদ ।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইতেছে । যাদব শিষ্যবৃন্দকে  
 উপনিষদ্ পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন । একদিন এই উপনিষদের  
 “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রের পা  
 যাদব খুব বিচক্ষণতার সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন ।  
 লক্ষণ ইহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন ।  
 যাদবের ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতের অমূল্য । তাহাতে জীবব্রহ্মের সেবা-  
 কতাবের সম্ভাবনা থাকে না । ভক্ত লক্ষণ, জীবব্রহ্মের সেবা-সেবক  
 ব্যাখ্যা-সাধন হয়—ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না । তিনি বিনীত  
 ব্যাখ্যায় আপত্তি করিলেন । যাদবও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর  
 লক্ষণ পুনরায় আপত্তি করিলেন । ক্রমে উভয়েই তুমুল বিচারে  
 হইলেন । যাদব এই শ্রুতির দ্বার প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ব্রহ্ম নিগুণ  
 নির্কণেশ, তাঁহার জ্ঞানে মুক্তি হয় এবং জগৎ মিথ্যা । লক্ষণ প্রমাণ

করিতে চাহেন—ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, তাঁহার উপাসনায় মুক্তি হয়, জগৎ ব্রহ্মের শরীর বা অঙ্গভূত বলিয়া ব্রহ্মপদবাচ্য। অত্বে বেদন নামে অভিহিত করা যায়, তদ্রূপ সর্বপদবাচ্য জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম

বহুক্ষণ বিচারের পর লক্ষ্মণ গুরুর মতে দোষ প্রদর্শনপূর্ণ পক্ষ স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। তর্কযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি ক্রোধেই সম্বল। যাদব লক্ষ্মণের পক্ষ খণ্ডনে অক্ষম হইয়া জোর হইয়া পরিলেন এবং বলিলেন—“লক্ষ্মণ! আমি তোমার বাসিতাম, কিন্তু বার বার তোমার ধুষ্টতা সহ করিতে পারি না। তুমি না বুঝিয়া না জানিয়া এই তৃতীয় বার আমার সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছে। তুমি যদি সবই জানিয়া থাক, তবে আমার অধ্যয়ন কর কেন? যাও, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হই। তোমার মুখদর্শন করিতে চাহি না।”

কাকীপূর্ণ রামানুজের পথপ্রদর্শক।

লক্ষ্মণ ভাবিলেন—ভালই হইল; এরূপ আচার্যের নিকট ভাল। তাঁহার সঙ্গবশে ভগবদভক্তি লোপ পায়। তাঁহার সঙ্গ ভাল। আর এবার আমার যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন ইচ্ছাই ছিল না, কেবল তাঁহার কৃত্রিম সৌজন্য দেখিয়াই অধ্যয়ন নিকট পুনর্ব্বার অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলাম।” যাহা হউক, তিনি আগমন করিয়া মাতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। তিনি বলিলেন—“বৎস! যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমার যাদবের নিকট শিগিতে হইবে না। তুমি বাটীতে থাকিয়া বেদান্ত-চর্চা কর।” তিনি বলে—কাকীপূর্ণ বরদরাজের অতিপ্রিয় ভক্ত। তিনি প্রদর্শন করিতে পারিবেন।” বাস্তবিক এরূপ সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক থাকিলে কি ভগবান্ সেই শরীরে আবির্ভূত হন?



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৩৩

রামানুজকর্তৃক কাঞ্চীপূর্ণের শরণ-গ্রহণ ।

যাদবের নিকট বেদান্ত পড়িতে যাইবার পর লক্ষ্মণ কিছুদিন আর  
 লক্ষ্মণের জলদ্বারা বরদরাজকে স্নান করাইতেন না এবং কাঞ্চীপূর্ণের  
 সহিতও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না। জননীর কথা শুনিয়া তিনি  
 কাঞ্চীপূর্ণের নিকট পুনরায় গমন করিলেন এবং কৃতান্তলিপুটে  
 বলিলেন—“মহাত্মন! এখন হইতে আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই  
 করিব। আর কখনও আপনার কথার অন্তথা করিব না, ভবিষ্যতে  
 আর আমি যাদবপ্রকাশের নিকট যাইব না। আপনি ক্ষমা করুন,  
 আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।”

কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন—“কেন বৎস! কি হইয়াছে? কেন এত  
 তরতা প্রকাশ করিতেছ? বল—আমায় কি করিতে হইবে?”  
 উপর লক্ষ্মণ বিনীতভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন এবং পুনঃপুনঃ ক্ষমা  
 লা করিতে লাগিলেন। দয়াজ্জ্বলিত কাঞ্চীপূর্ণ তখন সন্মুখে লক্ষ্মণকে  
 বলিলেন—“বৎস! যাও। তুমি পুনরায় সেই কুপজলদ্বারা ভগবান  
 বরদরাজের সেবা কর, ভগবদিচ্ছায় তাহাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ  
 হইবে।” লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিলেন এবং  
 সেরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ, পূর্বেই কাঞ্চীপূর্ণকে মনে-মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন,  
 বল-মধ্যে যাদবপ্রকাশের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সে নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ  
 তিক্রম হইয়াছিল। এইবার আর সেরূপ ঘটবার কোন সম্ভাবনা  
 নাই। তিনি সর্বতোভাবে কাঞ্চীপূর্ণের উপর আত্মসমর্পণ  
 করিলেন।

কৃতান্তের যাদবচাৰ্য্যের সহিত রামানুজের উক্ত শেষ বিবাদটি প্রথমে ঘটিয়াছিল  
 এইরূপে।

রামানুজের মাতৃবিয়োগ ।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই লক্ষ্মণের মাতৃ-বিয়োগ হইল। প্রজ্ঞাবলে বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিলেন এবং স্বগৃহেই ক্রোড় করিতে লাগিলেন ।

রামানুজের জন্ম যামুনাচার্যের আগ্রহ ।

ইহারই অব্যবহিত পরে শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্যের শরীর অসুস্থ পড়িল। যামুনাচার্য এখন সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র গুরু হইয়া ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভাগ্যবলে অর্ধেক রাজ্যের রাজপদবী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে বার্ষিক গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। ইচ্ছা হইল—লক্ষ্মণকে স্বমতে আনিয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের তঁাহাকে প্রদান করেন। এজন্য তিনি কাঞ্চীপুরী হইতে আদি তঁাহার জন্ম সর্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এদিকে যামুনাচার্যের কঠিন পীড়া শুনিয়া কাঞ্চীপুরী হইতে বৈষ্ণব তঁাহার নিকট আসিয়াছিলেন। যামুনাচার্য ইহাদিগকে কাঞ্চীপূর্ণ ও লক্ষ্মণের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—“লক্ষ্মণ এখন যাদবের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন স্বগৃহে থাকিয়াই বেদান্তচর্চা করেন এবং সর্বদা কাঞ্চীপুরী করিয়া থাকেন।”

লক্ষ্মণের সহিত যাদবের বিচ্ছেদ-কথা শুনিয়া যামুনাচার্য আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি অবিলম্বে লক্ষ্মণকে আনিয়া তঁাহার শিষ্য মহাপূর্ণকে কাঞ্চীপুরীতে প্রেরণ করিলেন। আগমন পর্য্যন্ত যেন জীবিত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য তঁাহার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৩৫

মহাপূর্ণের সহিত রামানুজের পরিচয় ।

মহাপূর্ণ চারিদিন ক্রমাগত পথ চলিয়া কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইলেন ।  
 আসিয়া তিনি প্রথমেই বরদরাজকে দর্শন করিলেন এবং পরে  
 কাঞ্চীপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন । এই রাত্রি মহাপূর্ণ  
 কাঞ্চীপূর্ণের গৃহেই অবস্থান করিলেন এবং লক্ষ্মণের বিষয় সবিশেষ  
 অবগত হইলেন । অনন্তর প্রভাত হইলে তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে সঙ্গে  
 লক্ষ্মণের উদ্দেশে সেই শালকূপের অভিমুখে চলিলেন । তাঁহারা  
 যাইতে না যাইতেই, দূর হইতে কলসঙ্ক্ষে লক্ষ্মণ আসিতেছেন  
 দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণকে বলিলেন—“মহাত্মন! আমার বরদ-  
 রাজের মন্দিরে যাইবার সময় হইল, স্মতরাং অল্পমতি দিন, আমি  
 যাইব; ঐ লক্ষ্মণ আসিতেছেন, আপনি তাঁহাকে যাহা বলিবার  
 আদি।” এই বলিয়া কাঞ্চীপূর্ণ চলিয়া গেলেন ।

কমে লক্ষ্মণ নিকটে আসিলেন । মহাপূর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তি-  
 যামুনাচার্য-চরিত্র ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে  
 বলিলেন । লক্ষ্মণ, শ্লোকগুলি শুনিবার জন্ত পথিমধ্যেই একটু দাঁড়াইয়া  
 গেলেন এবং ক্ষণপরে অতি বিনীতভাবে মহাপূর্ণকে বলিলেন—  
 “মহাত্মন! এই শ্লোকাবলীর রচয়িতা কে—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?  
 মহাপূর্ণ বলিলেন—“মহাশয় ! এগুলি আমার প্রভু শ্রীমন্ যামুনাচার্য-  
 র রচিত ।” লক্ষ্মণ কহিলেন—“মহামুনি যামুনাচার্য—? আহা,  
 আমার ভাগ্যে কি, সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভ ঘটিবে !”  
 মহাপূর্ণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মহাপূর্ণ বলিয়া উঠিলেন—  
 “মহাত্মন! আপনি কি—যাইবেন ? মদীয় প্রভুও আপনাকে দেখিতে বড়  
 করেন, আপনি যদি আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি  
 নিকট লইয়া যাইতে পারি।”

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। সদগুরুলাভের জন্ত বহুদিন হইতে প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চেষ্টাতেও ভক্ত কাঙ্ক্ষীপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন নাই। তিনি অতীব উল্লাসের সহিত বলিলেন—“মহাত্মন! আপনি আমার অপেক্ষা করুন আমি ভগবানকে স্নান করাইয়া এখনই বাজা বসি।

রামানুজ যামুনাচার্যদর্শনে প্রস্থিত।

লক্ষ্মণ, এই কথা বলিয়া অতি ভরাপূর্বক বরদরাজকে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তদবস্থাতেই গমনোত্তত হইলেন। বলিলেন—“মহাশয়! বাটীতে সংবাদ দেওয়া কি একবার উচিত?

লক্ষ্মণ বলিলেন,—“না, এরূপ সংকল্পে কালক্ষয় করা বিধিচলুন, আমরা এখনই বহির্গত হই।” লক্ষ্মণের আগ্রহ দেখিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না এবং উভয়েই ব্যাকুল হৃদয়ে অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সাধুদর্শনে এরূপ আগ্রহ না হইলে হওয়া যায়? যাহার আগ্রহ দেখিয়া লোক ভগবানের জ্ঞান করিবে, তাঁহার নিকট সাংসারিক কৰ্ত্তব্যজ্ঞান নিতান্ত দুর্বল।

— যামুনাচার্যের তিরোধান।

ভগবানের লীলা বুঝা ভার। চারিদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া লক্ষ্মণ ও মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গমের পার্শ্বস্থ ‘কাবেরী’ নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন;—পরপারে মহাজনতা। অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে মহাভাগের উদ্দেশে তাঁহারা অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত। শুনিলেন—“মহাশয়! পরমপদ লাভ করিয়াছেন।”

এই কথা শুনিবামাত্র লক্ষ্মণ, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় সজল ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপূর্ণ একেবারে বসিয়া গেল।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৩৭

ম। এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন ।  
 এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন । দেখিলেন—লক্ষ্মণ  
 নাই, আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই । অনন্তর তিনি জল আনয়ন  
 করিয়া লক্ষ্মণের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে  
 পরিচালনা করিতে লাগিলেন ।

বামুনাচার্যের শবদেহ দর্শন ।

একদা সমাধির পূর্বে গুরুদেবকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্ত মহাপূর্ণ  
 লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া নদী অতিক্রম করিলেন । তাঁহার সমাধিস্থলে  
 গিয়া দেখেন—তখনও গুরুদেবের সেই দিব্যমূর্ত্তি বিরাজমান !  
 বিবামাত্র মহাপূর্ণ তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইয়া বালকের আশ্রয়  
 করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ চিত্তার্গিতের আশ্রয় দণ্ডায়মান  
 হইয়া অবিরাম অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন ।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মণের শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল । তিনি  
 মনের সেই শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন—  
 মূর্ত্তির দক্ষিণহস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । মৃত্যুকালে  
 লক্ষ্মণ অসুস্থ ও বিবৃত্ত হয়, কিন্তু যতক্ষণ সর্বাঙ্গ শিথিল না হয়,  
 ততক্ষণ কখনও কখনও জীবন-লেশ থাকে, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের  
 স্থান নাই । তিনি শিষ্যবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুনিবরের অঙ্গুলি  
 বজাই কি এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ থাকিত ?”

শিষ্যগণ বলিলেন—“না, মহাশয় ! উহা তাঁহার স্বাভাবিক ভাব  
 । তিনি যে-সময় যোগমার্গ অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত  
 হইত সেই সময়, অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে  
 । আমরা সকলে তখন যার-পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,  
 কিসের জন্য ? কেন আপনি অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন । বলুন—আমরা কি

কিছু করিতে পারি? তখন ভগবান্ একে-একে তাঁহার বদ্বার  
বাসনার কথা বলেন এবং গণনাকালে, সকলে যেমন অঙ্গুলি বার  
তিনিও তদ্রূপ করেন এবং শেষে বলেন—“আহা! ভবিষ্যতে  
সম্প্রদায়ের নেতা সেই লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমি দেহত্যাগ করি  
তাহারই পর তিনি দেহত্যাগ করেন এবং তদবধি অঙ্গুলি  
প্রকারই রহিয়াছে।”

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং  
—“মহাত্মন? সে বাসনা তিনটি কি—জানিতে পারি কি?”

শিষ্যগণ বলিলেন—“তাঁহার প্রথম বাসনা—ব্রহ্মসূত্রের  
স্ব-মতানুযায়ী ভাষ্য-রচনা। দ্বিতীয়—অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণের মধ্য  
বেদপ্রচার এবং তৃতীয়—মহামুনি পরাশর ও শঠকোপের নাম  
নাম-করণ।

রামানুজের প্রতিজ্ঞা।

লক্ষ্মণ, ইহা শুনিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠেন  
লাগিলেন—“আজ আমি সর্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—

১। “আমি সনাতন বিষ্ণুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমুগ্ধ জন  
সংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদ-বিশারদ এবং নারায়ণের শরণাগত  
তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব।”

২। “আমি লোক-রক্ষার নিমিত্ত সর্বার্থ-সংগ্রহ, সর্ব  
তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিব।”

৩। যে মুনি-শ্রেষ্ঠ পরাশর ও শঠকোপ, পুরাণ ও  
রচনা করিয়া সর্বভূতের উপকার-সাধন করিয়াছেন, আমি  
নামানুযায়ী দুই জন মহাপুরুষের নাম-করণ করিব।”

আশ্চর্যের বিষয়, লক্ষ্মণের বাক্য যেমন, একে-এক



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৩৯

হইতে লাগিল, সমাধিস্থ মহামুনি যামুনের অঙ্গুলি তিনটিও একে-একে  
বলিতে লাগিল ।

সকলে, এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইলেন । তাঁহারা সকলেই  
লক্ষণকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলিতে  
লাগিলেন—“এই যুবকই যে ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতা  
হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ।”

যামুনাচার্য্যের সমাধি ।

অনন্তর সেই মহামুনির দেহ যথারীতি ভূগর্ভে সমাহিত করা হইল ।  
লক্ষণ অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে স্বস্থস্থানে চলিয়া গেলেন ।  
“বররঙ্গ” প্রভৃতি যামুনের প্রধান শিষ্যগণ, লক্ষণকে সম্বোধন করিয়া  
বলিলেন—“মহামুনি? আপনার উপরই গুরুদেবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল ।  
তিনি আমাদিগকে আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া  
সিরাছেন, সুতরাং মহামুনি! আপনিই আমাদের সকলের কর্ণধার  
হউন, আমরা আজ ভরসাগরে কর্ণধার-বিহীন তরঙ্গীর ন্যায় । আপনি  
আমাদের আশ্রয় হইলে আমরা কৃতার্থ হইব ।”

রামানুজের মহত্ব ও নেতৃত্বপদ গ্রহণ ।

লক্ষণ সকলকে প্রণিপাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—“মহাশয়গণ?  
আমি যে আপনাদিগের দাস্ত্র করিতে পারিব, তাহা আশা করি না—  
তবে এ অধমের দ্বারা আপনাদিগের যে-কোন কার্য সাধিত হইতে  
পারে, তাহাতে অণুমাত্র ক্রটি হইবে না । আমি অতি হতভাগ্য, নচেৎ  
আমার ভাগ্যে মুনিবরের দর্শন-লাভ ঘটিল না কেন?” এই বলিয়া রামানুজ  
শোক করিতে লাগিলেন । বররঙ্গ, লক্ষণকে নিতান্ত  
শোকাভিভূত দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না । কেবলমাত্র লক্ষণের  
আজ্ঞাবিধান করিবার জন্য সকলে আদেশ করিলেন ।

ভগবানের উপর অভিমান করিয়া রামানুজের কাঙ্ক্ষী প্রত্যাগমন।

কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের এই শোক, দারুণ অভিমানে পরিণত হইল। অবশ্য ঐ অভিমান আর কাহারও উপর নহে, ইহা প্রাণপতি ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথের উপর। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া সহসা কাঙ্ক্ষীর অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন।

সকলে, ইহা দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণকে মুনিবরের মঠে যাইয়া বিশ্রামপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথের করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা দৃষ্টান্ত গুনিলেন না। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের উপর অভিমান করিয়া করিতে করিতে বলিলেন—“যে নিষ্ঠুর আমাকে মহামুনির বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দর্শন করিব না।” অভিমান-ভরে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাঁদিতে কাঙ্ক্ষীপুরীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া, লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া গৃহে পত্নী যার-পর-নাই ব্যাকুল হইয়া কাল কাটাইতে ছিলেন। ব্যস্তভাবে পত্নীকে দুই একটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, কাঙ্ক্ষীপুরী গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিয়া

কাঙ্ক্ষীপূর্ণ, গুরুদেবের পরম-পদপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন এবং উভয়েই বালকের মত কাঁদিতে অনন্তর কাঙ্ক্ষীপূর্ণ বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিয়া বরদরাক্ষের নিমিত্ত উঠিলেন এবং লক্ষ্মণকে গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করিতে করিলেন। লক্ষ্মণ গৃহে আসিয়া স্বরাপূর্বক আহারাদি সমাপন এবং পুনরায় তাহার নিকট আসিয়া উভয়ে বায়ুনাক্ষের দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন।



ভিত্তিপূর্বে লক্ষণের জননী স্বর্গগত হইয়াছেন,---এজ্ঞা এখন তাঁহার  
 পুত্রকর্তা। লক্ষণ, বাটী আসিয়া তাঁহাকে কাকীপূর্ণের নিমন্ত্রণকথা  
 বলা এবং উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।

কাকীপূর্ণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও বুদ্ধি-কোশল।  
 কাকীপূর্ণের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। লক্ষ্মণ, কাকীপূর্ণের বিলম্ব  
 তাহাকে সংবাদ দিবার জন্য তাহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।  
 ওদিকে অন্ন পথ দিয়া লক্ষ্মণ-ভবনে আসিয়া লক্ষ্মণ-পত্নী

জমাধাকে \* বলিলেন,—“মা ! যত শীঘ্র পার আমায় অন্ন দাও, আমি  
এখনই মন্দিরে যাইতে হইবে ; সুতরাং বিলম্ব করিলে আমার অন্ন  
করা হইবে না।”

জমাধা ত্বরান্বিতক কাঞ্চীপুর্ণের সম্মুখে কদলীপত্রে অন্ন-বাসন  
দিলেন। তিনি পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়া স্বয়ংই ব্যস্ত  
নিজ উচ্ছিষ্ট-পত্রাদি আবর্জনা স্থানে ফেলিয়া দিলেন। জমাধা  
ভোজন করাইয়াছেন বলিয়া দেশের প্রথানুসারে রন্ধন-শালা  
প্রভৃতি সমুদায় বিধৌত করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন এবং  
পুনরায় পাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

পত্নীর উপর রামানুজের বিরক্তি।

এদিকে লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া  
দেখিতে পাইলেন না ; শেষে ভাবিলেন—হয় ত তিনি  
তাঁহার বাটীতেই গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নিজ  
আসিলেন এবং দেখিলেন—তাঁহার গৃহিণী সন্তঃ স্নান করিয়া  
পাকের আয়োজন করিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া  
করিলেন,—“এ কি ! তুমি আবার ‘কি’ পাক করিতে  
কি আসিয়াছিলে ?”

জমাধা বলিলেন—“হাঁ, তিনি অতি ব্যস্তভাবে আদি  
অন্ন অপেক্ষা না করিয়াই, ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন।”

লক্ষ্মণ বলিলেন—“কই তিনি কোন্ স্থানে ভোজন  
চল দেখি।”

জমাধা বলিলেন—“তিনি ঐ স্থানে ভোজন করিয়া  
পত্রাদি আবর্জনা স্থানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন ; আমি

\* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রিকৃত ‘রামানুজ-চরিতে’ জমাধার স্থলে “রমাধা”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৪৩

স্থান ঘোঁত করাইয়া রাখিয়াছি এবং তাঁহার ভোজনান্তে অবশিষ্ট  
ব্যয়ন সেই শূদ্রকে দিয়াছি, এক্ষণে স্নান করিয়া পুনরায় আপনার  
পাকের আয়োজন করিতেছি ।”

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন,—  
তুমি এমন কৰ্ম করিয়াছ ? তাঁহার প্রতি শূদ্রব্যং ব্যবহার কি  
করিয়া করিলে ? আমি যে তাঁহার প্রসাদ পাইব বলিয়া তাঁহাকে  
দান করিয়াছিলাম ।”

কথা, ইহা শুনিয়া কতকটা লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু শূদ্রের  
প্রসাদ, তাঁহার স্বামী ভোজন করিবেন ভাবিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও  
ব্যথিত হইলেন । তিনি, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—  
আমি যে শূদ্রের প্রসাদ খাইবেন, তাহা আমি ভাবি নাই, যদি পূর্বে  
জানতেন, তাহা হইলে আমি তাহার উপায় করিতাম ।”

রামানুজের দৃঢ়তা ।

লক্ষ্মণের ভাগ্যে প্রসাদ ভক্ষণ হইল না বটে, কিন্তু এখন হইতে  
কাকীপূর্ণের উপর তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা জন্মিল । তিনি ভাবিলেন—  
কাকীপূর্ণ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়াই কৌশল করিয়া তাঁহাকে  
স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন । তা—ভাল, যেমন করিয়াই হউক  
তাঁহার নিকট মন্ত্র-লাভ করিতেই হইবে ।

দীক্ষাদানভয়ে কাকীপূর্ণের তিরুপতিতীর্থে বাস ।

এদিকে কাকীপূর্ণ, লক্ষ্মণের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন,—ইহা  
হইল নীলা ! হায়, কোথায় আমি ভক্তের দাসত্ব করিয়া জীবন-যাপন  
করুন—লক্ষ্মণের মত ভক্ত আমার প্রসাদ খাইতে চাহে—‘শিষ্য’ হইয়া  
সেবা করিতে চাহে । তিনি মনের দুঃখে বরদরাজকে বলিলেন,—  
জা! আমায় তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিন, আমি তথায় যাইয়া

আপনার বালাজী মূর্তির সেবা করিব, এখানে আর নয়, এত  
জানি, কোন্ দিন হয় ত কি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিবে !

কাঞ্চীপূর্ণ, বরদরাজ-সিদ্ধ ছিলেন। বরদরাজ, তাঁহার  
মনুষ্যের মত কথা কহিতেন ! সুতরাং তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে  
যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনিও তথায় গিয়া বানার্জীর  
দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাস  
হইলে ভগবান্ বালাজী একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া  
“বৎস ! তুমি কাঞ্চীপুরীতে যাইয়া আমাকে পূর্ববৎ পাখার  
তথায় গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ আমার বড় কষ্ট হয়।”

কাঞ্চীপূর্ণের কাঞ্চী প্রত্যাগমন।

অগত্যা কাঞ্চীপূর্ণকে আবার কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া  
লক্ষণ, কাঞ্চীপূর্ণকে হারাইয়া যার-পর-নাই বিষন্ন থাকিতেন,  
কহিব আর লোক পাইতেন না। তাঁহার অভাবে লক্ষণ  
হইয়াছিলেন, কিন্তু দিন-দিন তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ  
ছিল। এমন সময় তিনি হঠাৎ এক দিন দেখেন—কাঞ্চীপূর্ণ  
বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি তাঁহার  
আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট আসিলেন  
কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বসিলেন।

রামানুজের উপর কাঞ্চীপূর্ণের দয়া।

“ভগবন্ ! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই  
ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমি কতদিন হইতে  
এই ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুই  
করিলেন না, এবার কিন্তু আপনাকে আর আমি ছাড়িব না  
দয়া না করিলে, কে—আমায় ভক্তির পথ দেখাইবে ?



প্রাণে করিয়াও আমার সন্দেহ কিছুতেই বাইল না, সুতরাং আপনি আমার  
স্মার না করিলে আমার উপায় নাই ।”

ভক্ত কখনও ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না । কাঞ্চীপূর্ণ, লক্ষ্মণের  
কিছু যাব-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইলেন । অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন—  
বৎস! তুমি ভাবিত হইও না, অত্যা আমি বরদরাজকে তোমার কথা  
মহাজিজ্ঞাসা করিব । তিনিই তোমায় গুরু মিলাইয়া দিবেন—তিনিই  
তোমার সকল সংশয় দূর করিবেন । দেখ—আমি শূদ্র, আমি তোমায়  
আচার-বিরুদ্ধ কর্ম করা হইবে । আচার-বিরুদ্ধ কর্ম করিলে  
সক-সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয় ; সুতরাং বৎস ! তুমি আমায় এ  
স্বরোধ করিও না, আমি বলিতেছি—ভগবান্ বরদরাজ তোমার  
স্বাক্ষর করিবেন ।”

রামানুজের প্রতি বরদরাজের উপদেশ ।

লক্ষ্মণ, এই কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাতে কাঞ্চীপূর্ণের  
বরদরাজের অভয়বাণী শুনিবেন বলিয়া যাব-পর-নাই উৎকণ্ঠিত  
রহিলেন । ক্রমে নিশীথকাল সমাগত হইল, পুরোহিতগণ  
সেই স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ও নিদ্রাস্থখে অভিভূত হইলেন ।  
কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু সেই নির্জন মন্দিরগৃহে স্ববৃহৎ তালবৃন্ত লইয়া ভগবানের  
পায় নিযুক্ত রহিয়াছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তবৎসল ভগবান্  
বরদরাজ, কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৎস ! তুমি যেন  
কিছু বলিবার জ্ঞাত উৎসুক হইয়াছ, দেখিতেছি, বল—তোমার  
জিজ্ঞাস্তা !”

কাঞ্চীপূর্ণ ভক্তিগদগদচিত্তে প্রণতিপুরঃসর বলিতে লাগিলেন—  
জা! আপনি সর্বাস্তব্যামী, আপনি সকলই অবগত আছেন, আমি  
লক্ষ্মণের কতিপয় মানসিক প্রশ্নের উত্তরের জ্ঞাত আপনার

রূপাভিষ্কা করিতেছি।” বরদরাজ বলিলেন—“বৎস! হাঁ,—মৃত্যু  
অবগত আছি; আচার্য-রামানুজ ‘লক্ষ্মণ’ আমার পরম ভক্ত, তাঁহার  
তুমি এই কথা গুলি বলিও—

রামানুজমতের মূল—ভগবদ্ব্যপদেশ।

- ১। “অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎ-কারণ-কারণম্।  
আমিই জগতের কারণের কারণ পরম-ব্রহ্ম।
- ২। ক্ষেত্রজেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে!।  
জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সত্য।
- ৩। মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাং।  
মুমুক্শুজনের মোক্ষোপায় সর্বসন্ধ্যাস অর্থাৎ প্রপত্তি।
- ৪। মন্ত্তনানাং জনানাঞ্চ নাস্তিম-স্মৃতিরিগ্ধতে।  
আমার ভক্তের অস্তিমস্মৃতি নিষ্প্রয়োজন।
- ৫। দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।  
আমার ভক্তের দেহাবসানে আমি তাহাকে পরমপদ নিষ্পন্ন করি।
- ৬। পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাপ্রয় গুণাপ্রয়ম্।  
মহাত্মা মহাপূর্ণকে গুরুপদে বরণ কর।”

প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণের উদ্দেশ্যে  
হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—“বৎস রামানুজ  
ধন্য? ভগবান্ তোমার প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন।”  
তিনি তাঁহাকে বরদরাজের সমুদায় আদেশই একে-একে কহিলেন।

লক্ষ্মণের রামানুজ নাম।

বরদরাজ, লক্ষ্মণকে রামানুজ শব্দে অভিহিত করার  
এক্ষণে তাঁহাকে লক্ষ্মণ না বলিয়া “রামানুজ” বলিয়া সম্বোধন  
এবং ক্রমে ঐ কথা প্রচার হইয়া পড়ায় সকলেই তাঁহাকে



আরম্ভ করিল। এইরূপে এখন হইতে “লক্ষ্মণ” রামানুজ হইলেন।  
রামানুজের কার্যকলাপ আজ হইতে আরম্ভ হইল।

রামানুজের আনন্দ এবং শ্রীরঙ্গমযাত্রা।

বরদরাজের উপদেশ শুনিয়া রামানুজ, উন্নতের দ্বারা নৃত্য করিয়া  
লেন এবং মধ্যে মধ্যে, কখন বা কাঞ্চীপূর্ণকে, কখন বা বরদরাজের  
শেষ সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। জগৎসংসার আজ যেন  
বিস্তৃত। তিনি আর গৃহে না ফিরিয়া সেই বেশেই মহাপূর্ণের  
শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ, রামানুজের গৃহে আসিয়া  
যাকে তাঁহার পতির শ্রীরঙ্গমে যাত্রার কথা বলিলেন। একরূপ আগ্রহ  
হইলে কি সদগুরু লাভ হয়? লক্ষ্মণ পথ পাইলেন এবং গুরু পাইলেন।  
যাতে লক্ষ্মণ যে বিশিষ্টাঈশ্বরমতের প্রচার করিবেন ভগবান্ বরদরাজ  
আজ লক্ষ্মণহৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণের হৃদয়  
তখন তদ্বালোকে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

এদিকে শ্রীরঙ্গমে কি ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক।  
যে শ্রীবামুন-মুনির তিরোভাবের পর মঠে সেরূপ স্তম্ভুর ভাবে  
ব্যাক্য আর হয় না। তিরুবরাজ মঠাধ্যক্ষ বটে, কিন্তু তিনি তাদৃশ  
ছিলেন না। ভগবৎ-সেবাই তাঁহার জীবন, তাঁহার দ্বারা এ কার্য  
সম্পন্ন হইত না। এইরূপে প্রায় একবৎসর কাল অতীত হইয়া  
মঠের দুর্দশা দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত।

বৈষ্ণবসভার সিদ্ধান্ত।

এ সময় একদিবস তিরুবরাজ সমুদায় ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া  
ন—“বন্ধুগণ! গুরুদেবের তিরোভাবে মঠের এবং সমগ্র সমাজের  
অবস্থা হইয়াছে, তাহা তোমরা অবগত আছ। এক্ষণে উপায়  
গুরুদেব, অস্তিমকালে লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য মহাপূর্ণকে

পাঠাইয়া ছিলেন, তাহার ইচ্ছা ছিল—তাঁহাকেই সমগ্র বৈকুণ্ঠ  
নেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীপাদের সমাধি-কালে নন্দী  
প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন, স্মতরাং এক্ষণে আমাদের কি করা  
... তিরুবরাঙ্গের এই কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে স্থির করি-  
লক্ষ্মণকে এখানে যে-কোন উপায়ে হউক আনিতেই হইবে।  
এখনই মহাপূর্ণকে প্রেরণ করা হউক। তিনি তাঁহাকে কোন  
ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে থাকুন, স্মতরেই হউক বা বিনামূলী  
মহাপূর্ণের সঙ্গগুণে তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন ও  
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।”

মহাপূর্ণকে কাকীপ্রেরণ।

তিরুবরাঙ্গ ইহা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তিনি  
ভাকিয়া বলিলেন—“মহাপূর্ণ! সকলের ইচ্ছা যে, তুমি কাকী  
কর এবং লক্ষ্মণকে ‘শ্রীতামিলপ্রবন্ধ’ অধ্যয়ন করাইয়া তাহার  
বিশেষ পারদর্শী কর। তিনি যদি স্বয়ং আসিতে না পারেন  
হইলে তাঁহাকে যেন অনুরোধ করা না হয়। ভগবানের ইচ্ছা  
এখানে নিশ্চয়ই আসিবেন। অধিক কি, তাঁহাকে আনিতে  
তোমাকে পাঠাইলাম, তাহাও যেন তিনি জানিতে না পারেন  
প্রকাশ পাইলে ফললাভ হয় না। অতএব আমাদের সভার  
যেন লক্ষ্মণ না জানিতে পারেন; আর সম্ভবতঃ তোমার  
সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, স্মতরাং তুমি তাহার  
যাও।” সভা হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাপূর্ণ অক্লান্ত  
অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পৃথিমধ্যে গুরু-শিষ্যের মিলন।

দিবসদ্বয় পরে মহাপূর্ণ ‘মহুরাস্তক’ নামক স্থানে উপস্থিত



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৪৯

খানে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর-তীরে মহাপূর্ণ  
 আশ্রয় করিতেছিলেন; ওদিকে রামানুজও কাঞ্চীপুরী পরিত্যাগ করিয়া  
 সেই সময় মহুরান্তকে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তর  
 তত্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখেন, যেন সেই পূর্বদৃষ্ট মহাপূর্ণের মত  
 কজন কে সরোবরের তীরে বসিয়া রহিয়াছেন। অহো! ষাঁহার  
 রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইতেছেন, তিনি আজ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট!  
 দিকে মহাপূর্ণও রামানুজকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কেহই যেন  
 যেন নিজ নিজ নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

মহাপূর্ণের নিকট রামানুজের দীক্ষা।

যনন্তর রামানুজ তাঁহাকেই মহাপূর্ণ নিশ্চয় করিয়া দ্রুতগতিতে  
 দিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—“এই যে  
 আপনাকে পাইয়াছি। ভগবন্! আপনি আমার উদ্ধার-কর্তা,—  
 করিয়া আমার উদ্ধার করুন।”

মহাপূর্ণ বলিলেন,—“অহো! বৎস, রামানুজ! তুমি এখানে?  
 বেশ, বড়ই ভাল হইল,—চল, কাঞ্চীপুরী যাইয়াই তোমায়  
 প্রদান করিব।”

রামানুজ কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব সহ করিতে পারিতেছিলেন না।

স্বয়ং, দিপাসার্ত্ত প্রাণ যেমন বারির জল ব্যাকুল হয়, আজ রামানুজের  
 ও তরুণ হইয়াছে। তিনি বলিলেন—“প্রভো! বিলম্ব আর সহ হয়  
 দি কৃপা করেন ত এখনই আপনি এ অধমকে চরণতলে স্থান দিন,  
 আর কণকালও বিলম্ব সহ করিতে পারিতেছি না।”

মহাপূর্ণ শিষ্যের আগ্রহ বুঝিলেন। তিনি রামানুজকে স্নেহানিঙ্গন  
 বলিলেন—“আচ্ছা, বৎস! তাহাই হউক। তুমি স্নান করিয়া  
 বসি, আমিই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক।” রামানুজ স্নান করিয়া

আসিলে মহাপূর্ণ সেই স্থানেই রামানুজকে দীক্ষাদান করিলেন এবং সকলে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন ।

কাঞ্চী আসিয়া রামানুজের প্রার্থনায় মহাপূর্ণ জমাঘাটের সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সতীক রাক্ষসকে গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

রামানুজের বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যয়ন ।

এইরূপে রামানুজ গুরু-সান্নিধ্যানে থাকিয়া সাধন-ভজন ও শাস্ত্র-পাঠ করিতেন । অবশ্য রামানুজ মহাপূর্ণের শাস্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা অল্প কিছু নহে, তাহা “ভক্তি বা “দ্রবিড় আয়ায় ।” ইহা পূর্বাচার্যগণের সাধন-ভজনের অঙ্গ । ইহা অতাবধি দক্ষিণ ভারতে “তিরুবাই মুড়ি” নামে প্রসিদ্ধ ।

পত্নীর সহিত মনোমালিন্য ।

গুরুপদ-প্রাপ্তে বসিয়া রামানুজ শাস্ত্রালোচনায় এতই তঁহার আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকিল না । সংসারের কর্তব্য পালিত হয় না । পত্নীর প্রতি কর্তব্য একেবারে বিস্মৃত । এই ধর্মোন্মত্ত পতিকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন । বর্ধমান নিদ্রা উভয়ের রহিত হইয়া গেল ।

* এই গ্রন্থ প্রায় ৪০০০ শ্লোকায়তন, ইহার মধ্যে মহাত্মা (১) “পেইয়ে”			
(২) পুদন্ত	রচিত	১০০	(৬) তোণ্ডারাড়ি পেয়ি
(৩) পে	”	১০০	(৭) তিরুপ্পান
(৪) পেরিয়া আলোয়ার	”	৪৭৩	(১০) মধুরকবি
(৫) অণ্ডাল	”	১৪৩	(১১) তিরুমঙ্গাই
(৬) কুলশেখর	”	১৪৫	(১২) নম্মা আলোয়ার
(৭) তিরুমড়িশি	”	৩১৬	



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৫৪

ইহার ফলে কিন্তু রামানুজ-পত্নী যার-পর-নাই দুঃখিত অন্তঃকরণে  
 মাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পতির উপর তাঁহার হতাশভাব  
 মিলিল। ভগবৎ-প্রেমে আবুল-চিত্ত রামানুজ, পত্নীর মনঃকষ্ট বুঝিবার  
 ব্যর্থবাক্য পাইলেন না।

মনোমালিন্তের প্রথম উপলক্ষ ।

এক দিন তৈল-স্নান-দিবসে এক শূদ্র সেবক রামানুজের অঙ্গে  
 তল-মর্দন করিতে আসিল। অনাভাবে এ ব্যক্তির কলেবর শীর্ণ।  
 তাকে দেখিয়া রামানুজের করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে  
 বলেন—“যদি গত দিবসের অন্ন কিছু থাকে, তাহা হইলে ইহাকে দাও,  
 ব্যক্তি বোধ হয়, যেন বহু দিন খায় নাই।”

গৃহিণী—“কল্যাকার অন্ন কিছুই নাই” বলিয়া স্নানার্থ চলিয়া গেলেন।  
 শূদ্র কিন্তু পত্নীর বাক্যে সন্দেহ করিলেন। তিনি নিজেই রন্ধনশালায়  
 গিয়া দেখেন—প্রচুর অন্ন রহিয়াছে, সুতরাং তিনি গৃহিণীর  
 কথানা করিয়া সমুদায় অন্নই তাহাকে প্রদান করিলেন। ফলে,  
 শূদ্র, গৃহিণীর উপর খুব বিরক্ত হইলেন।

পত্নীত্যাগের অন্তিম উপলক্ষ ।

বিকার পর হইতে মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহেই বাস করিতেছিলেন।  
 বহু মাস পূর্ণ হইল, ঠিক সেই দিনই রামানুজের চতুঃসহস্র  
 বর্ষক সেই তামিল-বেদ বা তিরুবাই-মুড়ির পাঠ সমাপ্ত হইল।  
 ষষ্ঠ-দক্ষিণা দিবেন বলিয়া ফল-মূল নববস্ত্রপ্রভৃতি ক্রয় করিবার  
 বাপে গিয়াছেন। মহাপূর্ণও কি-কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন।

দিকে ঘটনাক্রমে মহাপূর্ণ-পত্নী ও রামানুজ-পত্নী একই কালে জল  
 যার জন্ত কলস লইয়া কুপসমীপে গমন করিলেন। উভয়েই  
 কলস কুপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কলস পূর্ণ হইলে

রজ্জুসহযোগে তুলিবার কালে গুরু-পত্নীর কলসের জল ছুই-এ জমাস্থার কলসে পতিত হইল। জমাস্থা, ইহাতে যার-পর-নাই হইয়া উঠিলেন। তিনি গুরু-পত্নীকে বলিয়া বসিলেন,—“দে আমার এক কলস জল তুমি নষ্ট করিলে, চোখের মাথা কি গুরু-পত্নী বলিয়া কি স্বেচ্ছা চড়িতে হয়! তুমি কি—জান না—পিতৃকুল অপেক্ষা আমার পিতৃকুল কত শ্রেষ্ঠ?”

গুরু-পত্নী, জমাস্থার কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি বিনীতভাবে জমাস্থার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং গোপনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদায় বৃত্তান্তই নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন “আর এখানে থাকা উচিত নহে।”

মহাপূর্ণের প্রস্থান।

মহাপূর্ণ বলিলেন—“সত্য বলিয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা আমরা আর এখানে থাকি। চল—রামানুজ আসিবার পূর্বে এই স্থান ত্যাগ করি; নচেৎ সে আসিলে বিঘ্ন ঘটবে।” প্রস্তাব অমনিই প্রস্থান। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা উভয়েই ব্রীক্স যাত্রা করিলেন, এমন কি জমাস্থাও জানিতে পারিলেন না।

পত্নীর উপর রামানুজের ক্রোধ।

এদিকে একটু পরে রামানুজ গুরুদক্ষিণার দ্রব্যাদি ফিরিলেন। দেখিলেন—গৃহ নির্জনপ্রায়; গুরুদেব বা গুরু

\* রামানুজপত্নীর এরূপ ব্যবহার যেন অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয়—কিন্তু তাঁহার পত্নীরও তনুকুল হওয়াই উচিত। আমাদের বোধ হয় নিরপরাধিতা করিবার অভিপ্রায়ে জীবনচরিত্রলেখকের ইহা কল্পনা মাত্র। রামানুজের সমর্থন করা যায়। যে হেতু ভক্তের নিকট ভগবদ্ভজনভিন্ন সবই ভ্রান্ত।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৫৩

হইল। শশব্যস্তে রামানুজ, পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “ব্রাহ্মণি !  
 আমার কি ? কই গুরুদেবপ্রভৃতিকে দেখিতেছি না কেন ?” জমায়া  
 নিজে দোষ গোপন করিয়া কলহের কাহিনী সমুদায় বলিলেন ;  
 তাঁহারা যে কোথায় তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না ।

রামানুজ সকলই বুঝিলেন । দুঃখে ও ক্রোধে তাঁহার বাক্যক্ষুণ্ণি  
 হইল না । তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া বলিলেন—  
 “তোর পাপীয়সি ! তোরে দেখিলেও মহাপাতক হয় । তোরেও ধিক্,  
 আমার আমাকেও ধিক্ । আমার নিশ্চয়ই মহা দুর্ভাগ্য যে তুই আমার  
 স্বামী হইয়াছিস্ ।”

অনন্তর অহুসন্মানে রামানুজ শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গুরুদেব  
 বাত্মা করিয়াছেন । তিনি দুঃখে ও ক্রোধে অধীর হইয়া সেই  
 ব্রহ্মাদি লইয়া বরদরাজের পূজা করিবার জন্ত মন্দিরাভিমুখে  
 গমন করিলেন । গুরুর অপমান কোন্ ভক্ত সহ্য করিতে পারেন ? গুরু ও  
 ভক্তের মধ্যে কি কোন ভেদ আছে ?

রামানুজের সন্ন্যাসবাসনা ।

সময় উপস্থিত হইলে কিরূপে কোন্ কার্য সাধিত হয়, বুঝা বড়  
 ত্রুটি । যেহেতু ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না । রামানুজের  
 সন্ন্যাসের সময় উপস্থিত, ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে—রামানুজ আজ  
 নটন, সুতরাং কোথা হইতে কি ঘটতেছে, তাহা কে বুঝিবে ?  
 ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরে রামানুজ বরদরাজের পূজার জন্ত  
 হইতে বহির্গত হইয়া অধিক দূর যাইতে না যাইতেই এক  
 কলবর স্তম্ভার্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং বহির্দ্বার-দেশে  
 কয়েক দণ্ডপ্রায়, তাহার উপর পাককর্ণে নিযুক্ত থাকায় কিছু বিব্রত ।

ভিক্ষুর প্রার্থনা তাঁহার যার-পর-নাই বিরক্তিকর হইল।  
ক্রোধভরে তারস্বরে বলিলেন—“যাও—যাও, যাও অন্তত যাও,  
অন্ন মিলিবে না।”

ব্রাহ্মণ ক্ষুধমনে ধীরে-ধীরে বরদরাজের মন্দিরের দিকে  
করিলেন। এদিকে রামানুজও পূজা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন।  
পথি মধ্যে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা  
রামানুজের করুণার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন—  
আপনাকে বড় শীর্ণ দেখিতেছি—আপনার আহার হইয়াছে  
কি আহার করিবেন?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“প্রভো! আমি ভিক্ষার জন্ত আপনার  
গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পত্নী আমাকে তাড়াইয়া দিলেন।”

রামানুজ ইহা শুনিয়া মৰ্ম্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিলেন  
সহস্রশ্রিণী লইয়া ধর্মসাধন অসম্ভব। ইহার জন্ত পদে-পদে  
বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিতেছে। তিন্-তিন্-বার ইহার অপরাধ করিয়া  
কিন্তু আর নহে! এইবার ইহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে  
আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ঐকান্তিক নিষ্ঠার পক্ষে সন্ন্যাস

রামানুজের বুদ্ধিকৌশল।

রামানুজ ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“দেখুন—আপনি যদি  
করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার উত্তম ভোজন  
আপনাকে আমি একখানি পত্র ও কতিপয় দ্রব্যাদি দিবে  
তাহা লইয়া আমার বাটী যান এবং আমার পত্নীকে বলুন  
তাঁহার ভ্রাতার বিবাহের জন্ত তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে  
আসিয়াছেন; যদি ব্রাহ্মণী যাইতে চাহেন, তাহা হইলে  
তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিতে হইবে।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৫৫

ইহা যদি করিতে পারেন তাহা হইলে আপনাকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করিব—জানিবেন।”

ব্রাহ্মণ, রামানুজের অভিপ্রায় ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধে অত্যন্ত কাতর থাকায়, তাহাতেই সম্মত হইলেন। রামানুজ তাহার হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও নববস্ত্রপ্রভৃতি ক্রয় করিলেন এবং নিজ পত্ন মহাশয়ের উক্তিধ্বরূপ একখানি নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া ব্রাহ্মণকে স্বগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ, উদরের জ্বালায়, ক্রোধের পিত্তালয়ের লোক শাজিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি লইয়া রামানুজের বাট আসিলেন।

ওদিকে রামানুজ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া অন্তপথ দিয়া একটু দূর গিয়া স্বগৃহে আসিলেন। ভক্ত ভক্তির প্রতিবন্ধকবিনাশে নৈতিক ধর্মার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন না। নিরন্তর ভগবৎ-সেবাই ভক্তের নিকট ধর্ম, যাহা তাহার বিরোধী তাহাই তাহার নিকট অধর্ম। তিনি এ অধর্মবিনাশে কোনরূপে পশ্চাৎপদ হন না!

রামানুজপত্নীর পিত্তালয়ে গমন।

পিত্তালয় হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া জমাদ্বা যার-পর-নাই আতঙ্কিত। তিনি গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণকে নিবার আসন দিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ যে-সমস্ত দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে রাখিয়া, পত্রখানি লইয়া তিনি পতির জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব-ক্রোধের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে পতিও গৃহে আসিলেন। জমাদ্বা স্মিতমুখে তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলেন ও ভ্রাতার বিবাহকথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার কন্য-জনিত ক্রোধভাব কোথায় অন্তর্হিত, যেন একজন নূতন ব্যক্তি।

রামানুজ পত্র খানি পড়িয়া গৃহিণীকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুরোধ  
এবং বলিলেন—“উচ্ছা হয় ইহার সঙ্গেই তুমি যাইতে পার।  
বিবাহকালে উপস্থিত হইব।” পতির কথা শুনিয়া জমায়া  
আরও বর্দ্ধিত হইল। দীর্ঘকালের পর পিত্রালয়ে গমন, এ  
রাখিবার স্থান আছে।

এদিকে রামানুজ ভাবিলেন—পত্নীকে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য দ্রব্য  
পাঠাইতে হইবে, নচেৎ পরে আবার কে তাহার তত্ত্বাবধান করিবে  
তিনি বলিলেন—“দেখ, অনেক দিনের পর যাইতেছ, তাহার  
বাটীতে বিবাহ, স্মতরাং তোমার কিছু দীর্ঘকাল তথায় থাকা  
তুমি তোমার অলঙ্কারাদি মূল্যবান দ্রব্য সকল সঙ্গে লইয়া যাও।  
কথায় জমায়া আরও প্রীত হইলেন। তিনি স্বরাপূর্বক গৃহদেয়  
করিয়া পতিপদে প্রণামপূর্বক উক্ত ব্রাহ্মণ-সঙ্গে পিত্রালয়  
করিলেন। \*

রামানুজের সন্ন্যাস।

এদিকে রামানুজও গৃহত্যাগপূর্বক বরদরাজের  
চলিলেন এবং যাইতে যাইতে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন—  
বাঁচা গেল! বহুকষ্টে পাপীয়সীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম  
ভগবন্! হে নারায়ণ! এ দাসকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দাও।  
তিনি হস্তিগিরিপতি বরদরাজের সম্মুখে আসিলেন। এক  
প্রণিপাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন—“প্রভো! অদ্য ইহা  
সর্বতোভাবে আপনার হইলাম, আপনি কৃপা করিয়া

\* মতান্তরে (১) এই ঘটনাটি অন্ত্যদিন ঘটে এবং রামানুজ মন্দিরে বসিয়া  
নিজ বাটীতে পাঠান। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে তিনি রুষ্ট হইয়া পত্নীকে পিত্রালয়  
বার ব্যবস্থা করেন। (২) অন্ত্যমতে, তিনি ক্রোধপূর্বক পত্নীকে পিত্রালয়  
যশোরের নামে পত্র লিখিয়া তাহার সহিত কোনরূপ প্রবন্ধনা করেন নাই।



## রামানুজ-চরিত্র।

৪৫৭

কন? অনন্তর রামানুজ, কাঙ্ক্ষীপূর্ণপ্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে  
কিয়া নিজ মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ 'অনন্ত-  
ধার' নামের স্থান করিয়া যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।\*

রামানুজের শিষ্টানুগ্রহ।

রামানুজের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।  
একজন অধ্যক্ষ মঠবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের মঠাধ্যক্ষ হইবার জন্ত  
প্ররোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার দুই এক জন শিষ্য হইতে  
গেল। মূড়ালি আণ্ডান বা দাশরথি নামক তাঁহার এক ভাগিনেয়  
দ্বারা তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি রামানুজের ভূমি নামী  
একজন সন্তান। দাশরথির ৮ পর 'কুরনাথ' বা কুরেশ বা আলবানু আসিয়া  
স্বামীর শিষ্য হইলেন। এই কুরেশ সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, ইনি  
স্বামীর পণ্ডিত ও শ্রুতিধর ছিলেন। ইনি একজন ধনী ভূম্যধিকারী  
বিখ্যাত দাতা বলিয়া দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইরূপে দিন-  
রামানুজের যশোরবি চতুর্দিক আলোকিত করিতে লাগিল, দলে-  
বরনারী নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল।

যাদবের প্রতি যাদবজননীর অনুরোধ।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, এক দিন যাদবপ্রকাশের  
জননী বরদরাজকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং মঠমধ্যে শিষ্য  
স্বামীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রামানুজের দিব্যভাব, প্রসন্নবদন  
মুখ দেখিয়া যার-পর-নাই মুগ্ধ হইলেন। মনে-মনে ভাবিলেন—

অনন্তর (১) রামানুজ ভূতপুরী যাইয়া পৈতৃক সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিয়া সন্ন্যাস  
এবং বরদরাজের আদেশে প্রধান পুরোহিত কাঙ্ক্ষীতে রামানুজের জন্ত এক মঠ নির্মাণ  
তাঁহাকে সেই মঠের অধ্যক্ষ করিয়া দেন ও মহা সমারোহে ভূতপুরী হইতে তাঁহাকে  
আনয়ন করেন। (২) কোনমতে স্ত্রীর সহিত তাঁহার-তিনবার মাত্র বিবাদ হয়।  
দাশরথির অপরাধ নাম আণ্ডান, এবং কুরেশের অপরাধ নাম শ্রীংসাক্ষ বা আলবান।

“আহা! যদি ‘যাদব’ আমার, এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করি হইলে তাহার দারুণ অশান্তি নিশ্চয়ই বিদূরিত হইত। সে হইয়াও—এতদিন সাধুভাবে জীবনযাপন করিয়াও—কখনোই অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছে। আহা! দেখ দেখি, এই বৃদ্ধ শিশু হইয়াও কেমন শান্তিস্থ ভোগ করিতেছেন। আহা! ইন্দ্রপ্রফুল্ল বদন, কেমন মধুর উপদেশ।’ যাদবের জননী জানিতেন পুত্র এই মহাপুরুষের সহিত কিরূপ অত্যায ব্যবহার করিয়াছিলেন পুত্র যে এই মহাপুরুষের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছেন—তার কথা শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই ঘটনার পর হইতেই যাদবের দশা যে দিন-দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, যার উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাধনাশূণ্য পাণ্ডিত্যের এইরূপ দুর্গতি ঘটয়া থাকে।

বৃদ্ধা, যাদবের মঠে ফিরিয়া আসিলেন ও ধীরে ধীরে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। যাদব, প্রথমে যেন শিহরিয়া বলিলেন—“মা! কি বলিতেছেন? আপনি কি পাগল হইলেন কখন সম্ভব?” পুত্রের কথায় জননী নিরন্তর হইলেন, “যাদবই ভাবিলেন—তিনি, যে ঘোর পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যদি সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার পালন করাই উচিত। যতই দিন যাইতে লাগিল, যাদবের যেন তাঁহার হৃদয়ে বন্ধমূল হইতে লাগিল। পাণ্ডিত্যের তাড়না বড়ই তীব্র হইয়া থাকে।

যাদব বরদাজের আদেশপ্রার্থী।

একদিন অপরাহ্নে তিনি মঠের সম্মুখে পাদচার্য কর্তৃক সম্মত হইয়া পাইলেন। যাদব, একদিন



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৫৩

কিন্তু মহাপুরুষকে ভণ্ড ও উন্নত বলিয়া উপহাস করিতেন, কিন্তু রামানুজের  
 বুদ্ধিতে তিনি ইহাকে আর পূর্ববৎ উপেক্ষা করিতেন না। কারণ,  
 ইহা জানিতেন রামানুজ ইহাকে বার-পর-নাই সমাদর করিতেন এবং  
 ইহারই পরামর্শ লইয়া চলিয়া থাকেন।

ইহা কাকীপূর্ণকে দেখিয়া যাদব তাঁহাকে ডাকিলেন এবং নানা কথার  
 পর বলিলেন—“দেখুন, আমার মনে কিছুদিন হইতে বড়ই অশান্তি  
 হইতেছে। শুনিতে পাই, বরদরাজ নাকি আপনার সহিত কথা  
 হইলেন। আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক আমার বিষয় তাঁহাকে একবার  
 বলিয়া দিয়া করিবেন ?

কাকীপূর্ণের নিকট শত্রু-মিত্র সমান, তিনি সসম্মানে বলিলেন—  
 হ্যাঁ! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তবে আপনার যখন আদেশ,  
 আমি প্রভুকে জানাইব এবং তাঁহার বাহ্য অনুমতি হয়, তাহা  
 আপনাকে জানাইব।

ভগবদাদেশে যাদবের রামানুজশিষ্যত্ব ।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাদবও সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখিলেন—যেন  
 রামানুজ মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন “যাদব! যাও তুমি রামানুজের  
 শিষ্য গ্রহণ কর, নচেৎ, এই অশান্তি তোমার দূর হইবে না। তুমি যে  
 করিয়াছ, ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।”

প্রভাত হইল। ওদিকে কাকীপূর্ণও আসিয়া ঠিক সেই কথাই  
 বলিলেন। এইবার যাদবের আর সন্দেহ রহিল না। তিনি মনে-মনে  
 বলিলেন—আর কালবিলম্বে কাজ নাই। যাই রামানুজেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ  
 করি, নচেৎ এ অশান্তি দূর হইবার নহে। কিন্তু শিষ্যের শিষ্যত্বগ্রহণই  
 কি করিয়া করি ?

এইরূপে দুই-একাদন-যায়, ক্রমেই তাঁহার অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে

লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি রামানুজের মঠে গমন করিলেন।

এখানে রামানুজ, কুরেশ ও দাশরথীকর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া অপূৰ্ণ শোভাধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রামানুজের মুখছোঁয়া তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

যাদবপ্রকাশের প্রবেশমাত্রই রামানুজ সসম্মুখে উঠিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানুজের এই সদ্যবহারে যাদব রামানুজের প্রতি যার-পর-নাই হইলেন এবং কথায় কথায় তাঁহার ‘মত’ ও ‘পথ’ সম্বন্ধে নানাবিধ অবতারণা করিলেন।

যাদবের সহিত রামানুজের বিচার।

যাদব বলিলেন—“আচ্ছা, লক্ষ্মণ ! ব্রহ্মকে সপ্তম বা সবিম্বা তোমার সৰ্ব্বপ্রধান যুক্তি কি ? তুমি এই বিষয় লইয়া আমার সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছ, এক্ষণে বল দেখি, এ বিষয়ে তোমার সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি কি ?

রামানুজ বিনীতভাবে বলিলেন—“দেব ! এ সম্বন্ধে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি এই যে, জীবজগৎরূপ বিচিত্রতাময় বিশ্বের মূলে বৈচিত্র্যহীন মাত্রাই স্বীকার করিলে এই বিচিত্র জীবজগতের আবির্ভাব হইতে না। যাহাতে কোন বিশেষ নাই, যাহা একই-অদ্বিতীয় এক একরূপ তাহা হইতে বহু বা নানাবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় না। যাহা দ্বৈতহীন তাহা কি দ্বৈতের জনক হয় ? দ্বৈতহীন বস্তু হইতে কি দ্বৈত হইলেন কারণব্যতীত কার্য্য হয়—বলা হয়। ইহাতে যাহা অতএব এই দৃশ্যমান জীবজগতের মূলে অদৃশ্য বা অভিস্থান বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপ একটা কারণ বস্তু আছেন বলিতে হয়। পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ নাই বলা যায় না যে, ইহার উৎপত্তি



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৬১

প্রতিব; যেহেতু ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং পরীক্ষার দ্বারা  
ই প্রত্যক্ষও যে ভ্রম নহে তাহাও বুঝা যায় । তাহার পর জীবজগতের  
কোনই স্থান জীবজগৎ আছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নাই—ইহাও বলা যায়  
কারণ, এই স্থূল জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর যখন স্বীকার না করিলে  
লেনা, তখন জীবজগৎ স্বক্ষকারণরূপে অবস্থিত হইলে যে সেই ঈশ্বর  
কিবে না—তাহাও বলা যায় না । অতএব চিদচিদ্রিশিষ্ট ব্রহ্ম বা  
ঈশ্বরই জগতের মূল কারণ বলাই সঙ্গত । নিগূণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে  
কারণ বলা অসঙ্গত । আর এই কথা বরদরাজই সেই দিন আমাকে  
স্বাক্ষরীপূর্ণদ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন । অতএব ইহাতে সন্দেহ  
বিবার কিছুই নাই !”

ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত রামানুজের অনুভবসমুজ্জল এই কথাতে যাদবের বুদ্ধি  
স্থিত হইয়া গেল । যাদব স্তম্ভিতভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন । অনেকক্ষণ  
আবার বলিলেন—“আচ্ছা ! মুক্তিতে জীবের অবস্থা কিরূপ হয়, এ  
কি রূপ দিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় ।”

রামানুজ বলিলেন—“মুক্তিতে জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায় না । জীব  
বানের নিত্যদাস । নিরবচ্ছিন্ন ভগবদাশ্রিত্যই মুক্তি ।”

যাদব বলিলেন—“আচ্ছা, দাসের কি কখন আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি  
হয় ? দাসের দুঃখ কখন কি নির্মূল হয় ?”

রামানুজ বলিলেন—“ভগবদাশ্রে দুঃখ থাকে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর  
বৃদ্ধি পায় । অপরের দাশ্রে দুঃখ দূর হয় না সত্য, কিন্তু ভগবদাশ্রে  
অন্তথা হয় । যেহেতু জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস । জীব নিজ  
অবস্থিত হইলে দুঃখ পাইবে কেন ? স্বরূপ হইতে বিচ্যুতিই ত দুঃখ ।  
একবার ইহা করিয়া থাকেন তিনিই ইহা বুঝিতে পারেন । জীব সে  
সে আশ্রয় হইয়া যায় । যে না করে সে ইহা বুঝিতে পারে না ।”

এইবার যাদবের অভিমান চূর্ণ হইতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সম্পূর্ণ হইয়া গেল । যাদবের সকল সংশয় দূর হইল ; হৃদয়ের ক্ষণিক পূর্ণশশির জ্যোৎস্নায় অবসান প্রাপ্ত হইল । কিন্তু তথাপি যাদব লাগিলেন—কি করিয়া শিষ্যের চরণে আত্মবিক্রয় করি ? বালকের চরণে মস্তক লুষ্ঠিত করি । যাদব লোকলজ্জার ভয়ে ইহা করিতে লাগিলেন ।

আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান বা অভিমান কি সহজে যায় ? ইহা বিনাশ কি শীঘ্র হয় ? তিনি তখন শাস্ত্রপ্রমাণের জন্ত ইচ্ছা করিলেন বলিলেন—“এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ কিরূপ একবার শুনিতে ইচ্ছা করি।

রামানুজ কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া “মহাত্মন! এই কুরেশের সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ, আপনি ইহা কখন করুন । ইনি আপনার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিবেন । কুরেশ যাদবের যাবতীয় সংশয়ের উত্তর-স্বরূপ শাস্ত্র-বচন সকল বলিতে লাগিলেন ।

কিছুক্ষণ কুরেশের কথা শুনিয়া যাদব নীরব হইলেন । তাঁহার চিত্ত কলুষিত । অদ্বৈততত্ত্ব তাঁহার ত অনুভূত হয় নাই । এই সময় রামানুজ সম্বন্ধীয় পূর্বকথা সমুদয় কেবল মনে উঠি লাগিল । নিজ হ্রস্বভিসন্ধি, মাতার অনুরোধ, স্বপ্ন-দর্শন, মুখে বরদরাজের বাক্য, একে-একে সকলই তাঁহার মনে উঠি ওদিকে শাস্ত্রার্থবিচারেও দেখিলেন—রামানুজমতে অসঙ্গতি প্রমাণ ইহার ভূরি-ভূরি রহিয়াছে ।

এইবার যাদব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । সহসা রামানুজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বালকের মত করিতে লাগিলেন । রামানুজ, ভগবদ্গীতা স্বরণ করিয়া



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৬৩

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন-  
কর তাঁহাকে সাধনা করিতে লাগিলেন । রামানুজ যাদবের সকল  
প্রচার বিশ্বত হইলেন । বস্তুতঃ এগন না হইলে লোকে তাঁহাকে  
কিভাবে বলিয়া পূজা করিবে কেন ?

রামানুজের নিকট যাদবের পুনর্ব্বার সন্ন্যাস ।

অনন্তর যাদব, যথারীতি রামানুজের নিকট পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ  
করেন এবং তাঁহার শিষ্যরূপে থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত  
করেন । এই সময়ে বৈষ্ণবমার্গের প্রশংসা করিয়া তিনি যে-এক  
সময় পুস্তক রচনা করেন, তাহা অদ্যাবধি “যতিধর্ম্মসমুচ্চয়” নামে  
বিশ্বব্যাপ্তি সমাদৃত হইয়া থাকে । জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ আচরণ করিয়া  
কিহলে বিবেকের তীব্র দংশনে সে পাপ স্থায়ী হয় না ।

বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় ।

এ ঘটনার পর দেশময় মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল । যাদব-  
র রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন !—কথাটা কত লোকে  
বিস্বাসই করিল না । যাহা হউক, ইহার ফলে কাঞ্চীতে  
প্রাথমিক এক প্রকার নিভিয়া গেল, যে সকল শৈব রহিলেন, তাঁহারা  
সোপানেই বাস করিতে লাগিলেন ।

শ্রীরঙ্গমে রামানুজকে আনয়ন ।

রামানুজের সন্ন্যাস এবং তাঁহার নিকট যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্বগ্রহণ-  
কর্তব্য সংবাদ ক্রমে শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিল । মহাপূর্ণ রামানুজের নিকট  
কিরিয়া আসিলে যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণ একটু ভগ্নমনোরথ হইয়া  
কয়েক দিনাতিপাত করিতেছিলেন । এই সংবাদে তাঁহাদের আর  
কিছু সীমা রহিল না । তাঁহারা সকলে শ্রীরঙ্গমাধীশ শ্রীরঙ্গনাথের  
রামানুজকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।

তাহাদের প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথ মহাপূর্ণকে একদিন করিয়া বলিলেন—“এজ্ঞ তোমরা বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরীতে বররঙ্গের সঙ্গীত শুনিয়া বরদরাজ প্রসন্ন হইয়া যখন তাহাকে চাহিবেন, তিনি যেন সেই সময় তাহার নিকট রামানুজকে লিখিত চিঠি নচেৎ তিনি রামানুজকে কোন মতেই ছাড়িয়া দিবেন না।”

প্রত্যাদেশ শুনিবা মাত্র, মহাপূর্ণ সকলকে ইহা জানাইল। তাহার সাক্ষাৎ একমত হইয়া বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরীতে পাঠাইয়া বররঙ্গ কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া প্রত্যহ সঙ্গীতদ্বারা ভগবানে করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যেরূপ প্রত্যাদেশ, একদিন সেইরূপ বররঙ্গ, বরদরাজের নিকট হইতে রামানুজকে ভিক্ষা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্ত যাহা করেন তাহা ভগবানের নিকট করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনাই তাহাদের সম্বল।

শ্রীরঙ্গনাথের পূজায় পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্তন।

রামানুজ সশিষ্যে শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি শ্রীরঙ্গনাথের পূজার সুব্যবস্থা করিলেন এবং ভগবৎসেবার প্রথা বর্জন করিয়া পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। তৎপরে যাহাতে সূচাক্ষু-সম্পন্ন হয় তজ্জন্ম তিনি প্রতিবিভাগে করিয়া দিলেন। ভগবানের পূজার তত্ত্বধারণজন্ম তিনি “অকল্যাণ” একজন তাহার শিষ্যকে নিযুক্ত করিলেন এবং যত্নের সহিত বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। রামানুজের সর্বকাৰ্য্য দক্ষতা দেখিয়া সকলে যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। শ্রীরঙ্গনাথ পূজাংসবে মার্তিয়া উঠিল।

গোবিন্দের জন্ম শ্রীশৈলপূর্ণকে প্রেরণ।

ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজের মন গোবিন্দের জন্ম



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৬৫

হইল। গোবিন্দ একে বাল্যসখা, তাহার পর তাঁহারই সাহায্যে তাঁহার  
প্রাণরক্ষা হইয়াছে, সর্বোপরি—তিনি তখন নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া  
সরস্বতীতে ‘কালহস্তী’ শিবের আরাধনায় দিনাতিপাত করিতে  
ছিলেন। রামানুজ এজ্ঞ একটু বিচলিত ছিলেন এবং অনেক চিন্তার  
পর মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে বেকটাচলে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন যে,  
তিনি সত্তর কালহস্তীতে যাইয়া যেখানে হউক, গোবিন্দকে বুঝাইয়া  
বৈষ্ণবমতে যেন আনয়ন করেন। শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্যের শিষ্য ও পরম  
পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রামানুজের পত্র পাইয়া কালবিলম্ব করিলেন  
না, পত্রবাহকেই সঙ্গে লইয়া কালহস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। \*

গোবিন্দকে বৈষ্ণব করিবার প্রথম চেষ্টা।

কালহস্তীস্থরে আসিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দের গৃহসমীপে একটি  
কমরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ পুষ্পচয়ন  
করিতে আসিয়া এই সরস্বতীতে আসিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন—একটি  
বিবাক্তি শুভ্রশ্রব বৃদ্ধ বৈষ্ণব কতিপয় ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালাপ  
করিতেছেন। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ না থাকায় তিনি শ্রীশৈলপূর্ণকে  
স্বামতুল বলিয়া আর চিনিতে পারিলেন না। শ্রীশৈলপূর্ণও আর  
কোনরূপ পরিচয় দিলেন না। গোবিন্দ এই শাস্ত্রালাপ শুনিবার অভিপ্রায়ে  
কমরটুকু সমীপবর্তী এক পুষ্পপাদপোপরি আরোহণ করিলেন।  
শাস্ত্রালাপ শুনিয়া বৃদ্ধের উপর গোবিন্দের শ্রদ্ধা জন্মিল; কিন্তু কোন  
উত্তর দিলেন না। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্বামার্থ  
স্বামোদিত হইলে শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—“মহাত্মন! আপনি কাহার  
পুষ্পচয়ন করিতেছেন?”

\* পরন্তু রামানুজ কাঙ্ক্ষিতে অবস্থিতিকালেই গোবিন্দের নিকট শ্রীশৈলপূর্ণকে  
দেখিলেন। যে লোকটি রামানুজের পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি রামানুজ  
কর্তৃক আসিলে, গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষার সংবাদ দেন।

গোবিন্দ বিনীতভাবে বলিলেন—“মহাঅনু! শিবপূজার জন্য  
 শ্রীশৈলপূর্ণ বিস্মিতভাবে বলিলেন—“শিবপূজার জন্য! শিব  
 বিভূতিভূষণ, পুষ্পদ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কেন? আর যদি  
 তাঁহার প্রীতিসাধন করিতে হয়, তবে ধূতরা ফুলই প্রয়োজন হইবে।  
 গোবিন্দ ঈষদ্ হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার  
 সংশয়বীজ রোপিত হইল।

শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দের ভাব বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন—  
 এখন আমরা তিরুপতি ফিরিয়া যাই, পরে আবার আসিব।  
 রোপণ করিলাম ইহার অঙ্কুর জন্মিতে একটু সময় দিতে হইবে।

শ্রীশৈলপূর্ণ কিছুদিন পরে আবার কালহস্তী তীর্থে  
 এবারও সঙ্গে সেই পত্রবাহক। এবারও শ্রীশৈলপূর্ণ সেই বৃক্ষ  
 গ্রহণ করিলেন।

শেষ চেষ্টা—গোবিন্দকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন।

যথাসময়ে গোবিন্দের আবার দেখা।\* এবার গোবিন্দ  
 নিকট আসিয়া বসিলেন এবং নানা সংকথার অবতারণা  
 শ্রীশৈলপূর্ণ বুঝিলেন—তাঁহার রোপিত বীজ অঙ্কুরিত  
 গতবারে যে গোবিন্দ নিজ নিষ্ঠাভরে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া  
 আজ তিনি শ্রদ্ধানহকারে সংকথা শুনিতে সমাগত।

শ্রীশৈলপূর্ণ স্নেহভরে কথায় কথায় বলিলেন—“গোবিন্দ  
 বৈষ্ণব ভক্তিসহকারে বিভূতিভূষণের সেবা করিতেছ, তাহা

\* মতান্তরে শ্রীশৈলপূর্ণ একখণ্ড পত্রে যামুনাচার্যের একটি শ্লোক লিখিয়া  
 পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রথমে উহা উপেক্ষা করেন।  
 উহা উঠাইয়া লইয়া পাঠ করেন এবং শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট আসেন। এই  
 শক্তি ছিল যে, এই শ্লোকটি পড়িয়া নাকি রামানুজও বৈষ্ণবমত গ্রহণ করতেন।  
 মহাপূর্ণও এই শ্লোকটি একখণ্ড পত্রে লিখিয়া রামানুজের পথে ফেলিয়া রাখিয়া



যদি বিষ্ণুসেবার জ্ঞান করিতে তাহা হইলে দেখিতে তুমি কত আনন্দ  
! পাইতেছ ?”

প্রেমের বন্ধন বড়ই দৃঢ় হয় । গোবিন্দ বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিতে  
পারিলেন না । তিনি কৌতুহলবিশিষ্ট হইয়া বলিলেন—“কেন ?  
শিবত্ব ও বিষ্ণুত্ব কি কিছু বিশেষ প্রভেদ আছে ? উভয়ই ত  
এক ব্রহ্মভাবের বিন্যাসমাত্র । তত্ত্ব ত কোন ভেদ নাই ! কুণ্ডল ও  
বলয়ে ভেদ থাকিলেও স্ববর্ণাংশে তাহারা ত অভিন্ন ।”

ঈশৈলপূর্ণ বলিলেন—“তা’ কি করিয়া হইবে ? শিবভাবে দেখ—  
জ্ঞান ও বৈরাগ্যই প্রধান, কিন্তু বিষ্ণুভাবে ঐশ্বর্য ও আনন্দই প্রধান ।  
মানব কি চাহে, বল দেখি ? মানব চাহে—দুঃখশূন্যস্থ । জ্ঞান ও বৈরাগ্য-  
প্রধান ভাবের দ্বারা তাহা কি স্থলভ হয় ? কিন্তু ঐশ্বর্য ও আনন্দপ্রধান  
বদ্বারা তাহা স্থলভই হয় । আর তত্বতঃ ইহার ব্রহ্মবস্ত বলিলেও  
ত এই ভাবদ্বয়শূন্য হইয়া থাকেন না । স্ববর্ণ, কুণ্ডল ও বলয় হইতে  
ভিন্ন হইলেও পিণ্ডাদির আকারও ত্যাগ করে না । আকারশূন্য ত স্ববর্ণ  
থাকে না । অতএব ব্রহ্মের শিবভাব বা বিষ্ণুভাবপ্রভৃতি সর্বভাব  
ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মও থাকেন না । আর সেই কারণে শিব ও বিষ্ণু তত্বতঃ  
কি বলিয়া এই ভাবদ্বয়ের প্রতি উপেক্ষা করা চলে না । ব্রহ্মলাভ  
করিতে হইলে এইরূপ ভাববিশেষের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হইবে,  
আর তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে যে ভাবটি ভাল ও সুখপ্রদ সেই ভাবই  
কি আদরণীয় নহে ?

গোবিন্দ বলিলেন—“কেন ? আপনি কি নিগুণ নিরাকার বা  
বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না ? সগুণ ব্রহ্ম বলিলেই ত নিগুণ  
করা হয় । যেহেতু যাহাকে গুণযুক্ত বলা যায়, তাহাকে গুণশূন্য  
করা করিয়াই সগুণ বলা হয় ।”

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—“না, ব্রহ্ম নিগুণ হইতে পারেন না। হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে, আর তাহা হইতে এই চরাচর আবির্ভাব সম্ভব হয় না। আর সগুণ বলিলে যে নিগুণের তাহাতে নিগুণ সিদ্ধ হয় না ; কারণ, যাহা নিত্য গুণযুক্ত তাহা বলা হয়। নিত্য গুণযুক্ত ত নিগুণ নহে।”

গোবিন্দ বলিলেন—“ব্রহ্ম মায়াসহযোগে জেয় হন এবং এই কারণ হন। এই মায়া ভ্রমবিশেষ, ব্রহ্মজ্ঞানে এই মায়া নষ্ট হয়, এবং ব্রহ্ম নিগুণই হন বলিব।”

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—“মায়া ব্রহ্মশক্তি বলিয়া উহা নিত্যা নাশ সম্ভব নহে। উহা ভ্রমবিশেষ বলাই ভ্রম। জীবও নিত্যা অদৃষ্টানুসারে জীবের ভোগের জন্য ব্রহ্ম নিজ শক্তি দ্বারা স্বয়ং জগৎকে স্থূল জগতে পরিণত করেন। ভগবদ্দিচ্ছায় জীবের হইলে জীব ভগবদানুসার মুক্তি লাভ করে। ভগবদ্দিচ্ছারূপ হয় না। মায়া ও অজ্ঞান পৃথক্। সূতরাং নিগুণ ব্রহ্ম বলা যায়।”

গোবিন্দ ইহার উত্তরে কি বলিবেন আর ভাবিয়া পারিলেন তিনি চিন্তাকুলিতচিত্তে এ দিন বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। তিনি সমস্ত রাত্রি মহাকষ্টে বাহিত করিয়া পরদিন পুনরায় শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট আসিলেন এবং তৎ শ্রেষ্ঠ কি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ—এই বিষয়ে তুমুল বিচারে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু এ বিচারেও গোবিন্দ কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে শিব প্রলয়ের কর্তা এবং বিষ্ণু পালনের কর্তা, অতএব বিষ্ণুর নিকটে যতটা সম্ভব, এতটা আর শিবের নিকট সম্ভব নহে। শিবপূজার দ্বারা তমোগুণ ক্ষীণ হইলে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য তখন বিষ্ণুপূজার অধিকারী হয়, আর তখনই জীব অপার আনন্দ



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৬৯

ঐশলপূর্ণের এই কথায় গোবিন্দ বিমুগ্ধ হইয়া অমরাগী হইয়া পড়িলেন ।  
তিনি বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

ঐশলপূর্ণের কার্য শেষ হইল । এইবার তিনি গোবিন্দকে তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং রামানুজের উদ্দেশ্য ও ঐশ্বৰ্য্যের কথা বলিয়া তাঁহার সহিত যাইবার জন্ত অমরোধ করিলেন । গোবিন্দ মাতুলচরণে প্রণিপাত করিয়া মাতুলের যথোচিত সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন এবং নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন । এইবার গোবিন্দের মতপরিবর্তনের ষেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা পূর্ণ হইল । গোবিন্দ বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিলেন এবং মাতুলের সহ প্রস্থানোত্তম হইলেন ।

কালহস্তীর অধিবাসিগণ এই ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে-  
লেন । তাঁহারা ইহাতে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ঐশৈলের উপর  
মাতুলের ব্যবস্থা করিলেন এবং বল-পূর্বক গোবিন্দের গমনে বাধা  
বার সঙ্কল্প করিলেন । কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা, রাত্রিকালে  
স্বপ্নের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখেন যে, ভগবান্ কালহস্তীস্বর যেন  
বলিতেছেন,—“তোমরা গোবিন্দকে বাধা দিও না, আমি উহার পূজায়  
হইয়াছি, জগতে বর্তমান অধর্ম-বিনাশে বৈষ্ণবমতই উপযোগী,  
এবং তোমরা নিরস্ত হও ।”

পরদিন প্রাতে এই ব্যক্তি গ্রামবাসী সকলকে তাহার স্বপ্নের কথা  
বলিল । তাহারা সকলেই ভীত হইয়া গোবিন্দকে ছাড়িয়া দিল ।

মহাপূর্ণের নিকট রামানুজের সাম্প্রদায়িক বিদ্যালভ ।

পত্রবাহক এই সংবাদ শ্রীরঙ্গমে রামানুজের নিকট  
বলিল । রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না । তিনি এক্ষণে  
স্বতন্ত্রে নিজ-কর্তব্য-পালনে যত্নবান হইলেন । যামুনাচার্য্যের আসন-  
রাজোচিত সম্মান, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব-পদ, তাঁহাকে

তাহার কর্তব্য-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তিনি  
 দীনভাবে যামুন-মুনির প্রধান প্রধান শিষ্যগণের সন্নিধানে  
 জ্ঞান-লাভে যত্নবান হইলেন। দেশমাংগ সর্বপ্রধান পণ্ডিত হইয়া  
 আবার গুরু-সন্নিধানে শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত হইলেন। ধর্ম  
 জ্ঞান-পিপাসা ! ক্রমে তিনি নিজ দীক্ষাগুরু মহাপূর্ণের নিকট  
 গীতार्थ-সংগ্রহ, সিদ্ধিভ্রম, ব্যাস-সূত্র, পাঞ্চরাত্র আগম প্রভৃতি  
 অধ্যয়ন করিলেন।\*

গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট রামানুজের সাম্প্রদায়িক বিদ্যালোভ।

রামানুজের প্রতিভা মহাপূর্ণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া  
 মহাপূর্ণ†। তাহার অত্যন্তুত প্রতিভা দেখিয়া শেষে আদ্য  
 তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং অবশিষ্ট  
 জ্ঞান তাহাকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যাইতে বলিলেন।

গোষ্ঠীপূর্ণ একজন মহা ভক্ত ও মন্ত্রার্থবিৎ জ্ঞানী মহাপূর্ণ  
 যামুন্যাচার্যের একজন প্রিয় শিষ্য এবং তিরুকোটির বা গোষ্ঠীপূর্ণ  
 এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে বাস করিতেন।

গোষ্ঠীপূর্ণকর্তৃক রামানুজের দৃঢ়তা-পরীক্ষা।

মহাপূর্ণের বাক্য শুনিয়া রামানুজ, অবিলম্বে গোষ্ঠীপূর্ণ  
 গমন করিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে গোষ্ঠীপূর্ণ অধিক দূর ছিল  
 তিনি অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং  
 চরণবন্দনাপূর্বক নিতান্ত বিনীতভাবে নিজ প্রার্থনা নিবেদন  
 গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের প্রার্থনা শুনিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া

\* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের “রামানুজ চরিত” পুস্তকে  
 মহাপূর্ণের নিকট অহোদয় মাহাত্ম্য, পুরুষ নির্ণয়, সিদ্ধিভ্রম, পাঞ্চরাত্র  
 ব্যাসসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

† কোন মতে রামানুজের মন্ত্রদাতা গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ—মহাপূর্ণ গ্রন্থাবলি



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৭১

একদিন আসিও ।” রামানুজ, স্ততরাং আবার তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই চারিদিন পরে—আর একদিন গোষ্ঠীপূর্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

এবারও তিনি পূর্ববৎ গুরুদেবের চরণবন্দনা করিয়া নিজ প্রার্থনা জানাইলেন । গোষ্ঠীপূর্ণ এবারও তাঁহাকে “আর একদিন আসিও” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন । অগত্যা তিনিও পূর্ববৎ “বে আজ্ঞা” বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন ।

এই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে । এক দিন এক উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়াছেন, এমন সময় একজন ভক্ত, সহসা ভগবদ্-ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন—“গোষ্ঠীপূর্ণ ! তুমি রামানুজকে সহস্র মন্ত্র উপদেশ দিও ।” গোষ্ঠীপূর্ণ বিস্মিত হইলেন এবং ভগবানকে বর্ণন করিয়া বলিলেন—“প্রভো ! তোমারই নিয়ম ‘ইদন্তে নাতপস্কায়’ অর্থাৎ অভক্ত অতপস্বকে বিদ্যা দিতে নাই” বলুন আমি কি করি !” কিন্তু ভাবাবিষ্ট ভক্তের কথাও গোষ্ঠীপূর্ণ কর্ণপাত করিলেন না ।

কিন্তু রামানুজও ছাড়িবার লোক নহেন । রামানুজ আবার আসিলেন, গোষ্ঠীপূর্ণ আবার ফিরাইয়া দিলেন । এইরূপে গোষ্ঠীপূর্ণ আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন, রামানুজও ততবারই তাঁহার নিকট হইতে লাগিলেন ।

অবশেষে গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করিলে রামানুজ তাঁহার নিকট মনোহুংখ নিবেদন করিলেন । তিনি রামানুজের হুংখ শুনিয়া বার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং ফিরিয়া গিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে কটকট করিয়া বলিতে লাগিলেন—“আপনি কি রামানুজকে না মারিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না ?” সকলে এই দেখিয়া অবাক ।

গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, রামানুজের কমণ্ডলু লইয়া একাকী আসিতে বলিও। সে যতবার আসে নব্বই চেলা। সঙ্গে আবার দুইজন চেলা কেন?”

রামানুজের শিষ্যশ্রীতি।

মুহূর্ত্তমধ্যে এ সংবাদ রামানুজের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি, শ্রীবৎসান্নকে সঙ্গে লইয়া পূর্ববৎ উপস্থিত হইলেন এবং কাতরতা প্রকাশপূর্বক মস্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—“আমি ত তোমায় একাকী আসিতে বলিয়াছি, সঙ্গী আনিলে কেন?”

রামানুজ বলিলেন—“প্রভো! দাশরথি আমার দণ্ড ও আমার কমণ্ডলু।” গোষ্ঠীপূর্ণ শিষ্যের প্রতি রামানুজের দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং শিষ্যদ্বয়কে বিদায় দিতে বলিয়া বারের পর এইবার তাঁহাকে স-রহস্য মস্ত্র প্রদান করিলেন।

রামানুজের সর্বসমক্ষে মস্ত্রপ্রকাশ।

রামানুজের মস্ত্র-প্রাপ্তি মাত্র রামানুজের হৃদয় এক অপূর্ণ আলোকিত হইল। জীবনের জালা, যন্ত্রণা, সংশয়, অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গেল। হৃদয়ে অপূর্ণ আনন্দ আসিল। জীবন লাভ করিলেন।

পরদিন শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিকে যাইতেছেন এমন সময় সহসা তাঁহার মনে কি-এক হইল—তিনি গোষ্ঠীপূরস্থ ‘সৌম্য-নারায়ণের’ মন্দিরের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে বাহাকে দেখিত তাহাকেই বলিতে লাগিলেন—“তোমরা আইস, আমি আরও এক অমূল্য রত্ন দিব।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৭৩

তাহার মুখকান্তি ও দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া দলে-দলে লোক সকল  
 তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ  
 প্রচারিত হইল এবং ক্রমে অনংখ্য নগরবাসী তথায় আসিয়া  
 সম্বৃত হইল। এমন সময় রামানুজ সেই মন্দিরের মহোচ্চ দ্বারোপরি  
 উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“হে প্রাণপ্রতিম ভাই  
 তুমি! তোমরা যদি চিরতরে সংসারের যাবতীয় জালা-যন্ত্রণার  
 হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও—তোমরা যদি সেই প্রাণ অপেক্ষা  
 উত্তম ভগবানকে লাভ করিতে চাও, তাহাহইলে আমার সঙ্গে এই মন্ত্র  
 উচ্চারণ কর।”

সকলে তখন তারস্বরে বলিল, “মহাত্মন! বলুন, কি—সে মন্ত্র, আমরা  
 কীভাবে রূপায় কৃতার্থ হই।”

রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“বল—ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ নমো  
 নারায়ণায়। ওঁ নমো নারায়ণায়।”

জনসাধারণ সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার ঐ মন্ত্র  
 উচ্চারণ করিল। তাহারা যেমন উচ্চারণ করিল, অমনি তাহারও যেন  
 এক নব-ভাবে বিভোর হইয়া গেল—তাহাদের জীবনগতি একেবারে  
 পরিবর্তিত হইল।

রামানুজের উপর গোষ্ঠীপূর্ণের ক্রোধশাস্তি।

যদিও এ-সম্বাদ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট আসিতে বিলম্ব হইল না। তিনি  
 তাহার অভিষাপ দিবার জন্য রামানুজকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।  
 সেও অবিলম্বে সসম্মানে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ  
 দেখিবা মাত্র চীৎকারপূর্ব্বক বলিলেন—“দূর হও—নরাধম!  
 তুমি মহারত্ন দিয়া আমি মহাপাপই করিয়াছি, আর যেন তোমার  
 ক্ষমা করিতে না হয়। জান? তোমার ভবিষ্যতে অনন্ত নরক!”

রামানুজ কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন—  
আপনারই বাক্য—‘যে এই মন্ত্র লাভ করিবে, সে পরমার্থ  
করিবে।’ যদি আমার গায় এক ক্ষুদ্র জীবের অনন্ত নরক  
লোকের মুক্তি হয় ত, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত বৈকুণ্ঠবাদ  
বাঞ্ছনীয়।”

গোল্লীপূর্ণ, রামানুজের কথা শুনিবামাত্র চমকিত হইয়া  
রারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধ কোথায় অন্তর্হিত  
হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রেমভরে  
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“রামানুজ! তুমি ধন্য! তুমি  
আমার তোমার সম্পর্কে আজ আমিও ধন্য। তুমিই আমার  
তোমার শিষ্য। যাহার এরূপ মহান হৃদয়, তিনি যে লোকপিতা  
বিষ্ণুর অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

রামানুজ, লজ্জাবনতমস্তকে গোল্লীপূর্ণের পাদপদ্ম-শিরে  
রলিতে লাগিলেন—“ভগবন্! আপনি আমার নিত্যপ্রভু  
কৃপাবলেই আজ আমিও ধন্য এবং সহস্র-সহস্র নরনারীও ধন্য  
পুনঃপুনঃ প্রণাম।”

“রামানুজ সিদ্ধান্ত” নামকরণ—রামানুজের অবতার।

গোল্লীপূর্ণ রামানুজের এই ব্যবহারে তাঁহার উগর  
প্রীত হইলেন। তিনি নিজপুত্র “সৌম্য-নারায়ণকে” তাঁহার  
করিতে আদেশ করিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণকে বলিলেন  
তোমরা অতীত হইতে সমুদয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে “রামানুজ  
নূতন নামে অভিহিত করিবে।” অনন্তর রামানুজ  
লইয়া সশিষ্যে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং জনক  
এখন হইতে রামানুজকে লক্ষণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিবে।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৭৫

কুরেশকে উপদেশদান ।

রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে কুরেশ গীতার চরম-শ্লোকের \*  
 অবগতির জন্ত তাঁহার নিকট ঐংস্ক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।  
 তিনি কুরেশের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে  
 থাকা একমাস অভিমান-শূন্য হইয়া ঃ ভিক্ষান্নমাত্র ভোজনপূর্বক  
 বিনবাণন করিতে বলিলেন। গুরুভক্ত, নিরাভিমান কুরেশ তাহাই  
 গ্রহণ করিলেন এবং একমাস পরে গুরুদেবের নিকট মন্ত্রার্থলাভ করিয়া  
 তীর্থ হইলেন।

দাশরথির পরীক্ষা ।

কুরেশের পর দাশরথি চরম-শ্লোকের রহস্য জানিবার জন্ত রামানুজের  
 ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রামানুজ জানিতেন—দাশরথি কিঞ্চিৎ  
 অভিমানী, তজ্জন্ত তিনি তাঁহাকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট হইতে উহা লাভ  
 করিতে বলিলেন। দাশরথি তদনুসারে ছয় মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট  
 ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না।  
 শেষে গোষ্ঠীপূর্ণ একদিন দাশরথিকে বলিলেন—“বৎস দাশরথি!  
 সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ গুরুর পাদমূল আশ্রয়  
 কর। তিনিই তোমায় মন্ত্রার্থ দিবেন।”

এই কথা শুনিয়া দাশরথি রামানুজের পদপ্রান্তে আসিয়া পতিত  
 হইলেন এবং মন্ত্রার্থ অবগতির জন্ত যার-পর-নাই মিনতি করিতে  
 লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু তখনও মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন না, তিনি  
 গুরুদেবের উপদেশ মতে উপদেশ করিলেন এবং দাশরথিকে অপেক্ষা  
 করিতে আদেশ করিলেন।

চরমশ্লোক—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।  
 যঃ স্বাং সর্বপাপেভ্য মৌক্ষ্যসিধ্যামি মা শুচঃ ॥ গীত ১৮ অঃ, ৬৬ শ্লোঃ ।  
 ব্রজপুরে ঋষাবরে অনাহারও অনিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া ।

দাশরথির পাচক কর্ণ।

এই সময় হঠাৎ একদিন মহাপূর্ণের কন্যা অতুল পিতার রামানুজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতুল রামানুজের নিকট আসিয়া বলিলেন—“ভ্রাতঃ ! আমি আমার শ্বশুরালয়ে জল আনিয়া রন্ধন করিতে বড় কষ্টবোধ করিতাম বলিয়া কষ্টের কথা বলি। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—‘কো বাপের বাটী হইতে পাচক আনিতে পার নাই। আমার এ নাই যে পাচক রাখি।’ অদ্য আমি পিতার নিকট আসিয়া বলিলাম, তিনি তোমার নিকট আসিতে বলিলেন। এখন আমার নিকট আসিয়াছি। বল ভ্রাতঃ ! আমার কি কর্তব্য ?”

রামানুজ ইহা শুনিবা মাত্র দাশরথিকে দেখাইয়া বলিলেন—“ভগিনি ! গৃহে যাও, এই দাশরথি তোমার পাচকের কর্ণ। অতুল দাশরথিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। তথায় কোনরূপ লজ্জা বা অভিমানবোধ না করিয়া পাচক করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন অতুল বাটীতে এক বৈষ্ণব পণ্ডিত শাস্ত্রের একটা শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দাশরথি তাহা শুনিয়া বিনীতভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

ব্যাক্যাকর্তা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“মূঢ় ! তুমি শাস্ত্রের অর্থ কি জান ? কর দেখি ইহার সর্বব্যখ্যা করিলে তিলমাত্র দুঃখিত না হইয়া ধীরভাবে ইহার সর্বব্যখ্যা করিলে বৃন্দ তাঁহার ব্যাক্য শুনিয়া যার-পর-নাই পরিতুষ্ট হইবেন। পরেই দাশরথি আসিয়া তাঁহার পদস্পর্শপূর্বক ক্রমা ভিক্ষা করিয়া

ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহার এইরূপ দানবৃত্তির



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৭৭

রিলেন। দাশরথি বলিলেন—তিনি তাঁহার গুরুদেব রামানুজের আদেশ-  
ানার্থ এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। দাশরথির কথা শুনিয়া সকলে  
বাক। ইহাতে সকলেই দাশরথিকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।  
কিছুদিন পরে সেই সকল লোক দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরঙ্গমে আসিয়া  
রামানুজকে বলিলেন—“মহাত্মন! দাশরথির প্রতি আপনার এত কঠোর  
শেষ কেন? তিনি নিতান্ত নিরভিমান ও সাক্ষাৎ পরমহংসস্বরূপ, তাঁহার  
যক্তি পাঁচকের কৰ্ম করিবেন—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।” রামানুজ  
দের কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের সহিত  
করিয়া দাশরথিকে শ্রীরঙ্গমে আনিয়া মন্তার্থ প্রদান করিলেন।

মালাধরের নিকট রামানুজের শিক্ষা।

ইহার কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণের ইচ্ছানুসারে রামানুজ, মালাধরের  
শঠারিত্ত বা সহস্রগীতি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যয়ন-  
তিনি মালাধরের ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্থলে স্থলে উত্তম ব্যাখ্যা  
না করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহিতেন। মালাধর  
ইহা রামানুজের পক্ষে ধুষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এমন  
বশেষে তিনি অধ্যাপনা-কার্য্যেই বিরত হইলেন।

কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণ ইহা জানিতে পারেন এবং মালাধরের  
রামানুজের মহত্বকীর্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে অধ্যয়ন-কার্য্যে  
করেন। ইহার পরও আবার এক দিন মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া  
নিজে শ্রোকের ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু মালাধর এবার তাঁহার  
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুত্রা‘সুন্দরানুজ’ সহিত স্বয়ং তাঁহাকে  
নিয়া সম্মানিত করিলেন। রামানুজ কিন্তু তথাপি মালাধরকে  
তায় গুরুজ্ঞানেই পূজা করিতেন; একদিনের জন্তও কখন অন্যথা-  
করেন নাই।

বররঙ্গের নিকট রামানুজের শিক্ষা।

মালাধরের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মহাপূর্ণ, রামানুজের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে বলেন। বররঙ্গ, যামুন-মুনির প্রিয়শিষ্য। তিনি নৃত্যগীতদ্বারা রঙ্গনাথের সেবা করিতেন। রামানুজ ছাত্রত্ব তাঁহার সর্ববিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। গাজে হাঁহের ক্ষীরপ্রস্তুতকরণপ্রভৃতি কৰ্ম্মদ্বারা তিনি গুরুদেবের ন্যায় আদর করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট পরমপুরুষার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া সময় তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, উহা তদবধি 'দয়ানি' জনসমাজে বিখ্যাত হইল। এখানেও রামানুজের শিক্ষা বররঙ্গ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আসে।

রামানুজ বৈষ্ণবসমাজের নেতা।

রামানুজ, এইরূপে কাঙ্ক্ষীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠিপূর্ণ, বররঙ্গের নিকট হইতে নিখিল বিদ্যা লাভ করিলেন। যামুন পাঁচজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, ইহারা প্রত্যেকে তাঁহার এক মাত্র লইতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভাব কেহই গ্রহণ করিয়া এক্ষণে রামানুজে তাহাই আবার একত্রিত হইল। রামানুজ সাকল প্রধান শিষ্যের নিকট শিক্ষা লাভ করায়, কাহারও বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে কোন আপত্তির হেতু রহিল না। চক্ষেই তিনি সর্বগুণসম্পন্ন ও বৈষ্ণবসমাজের নেতা হইলেন।

রঙ্গনাথের অর্চকগণকর্তৃক রামানুজের প্রাণনাশের প্রয়োজন।

রামানুজের সর্ববিষয়ে আধিপত্য ও মন্দিরের নৃত্য শ্রীরঙ্গনাথের অর্চকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা রামানুজের প্রাণনাশে সচেষ্টি হইলেন। রামানুজ নিয়মপূর্ণ শিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। একদিন তিনি



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৭৯

করিলেন, অর্চকগণ তাহা স্থির করিলেন এবং গৃহস্থানীকে অর্থদ্বারা  
 দত্ত করিয়া বিষ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন।

গৃহস্থানী গোপনে নিজ গৃহিণীকে রামানুজের অন্ন-বিষ মিশ্রিত  
 করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণীর ইহাতে ঘোর আপত্তি  
 করিলেন ও পতির উৎপীড়নভয়ে অগত্যা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।  
 রামানুজ আসিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার পাদবন্দনাচ্ছলে অঙ্গুলি-  
 দ্বারা রামানুজের পাদদেশে ইঙ্গিত করিলেন এবং পরে সেই বিষান্ন  
 পরিদ্রবিলেন।

রামানুজ বুঝিতে পারিয়া উক্ত অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া একটি  
 কুসুরকে দিলেন। কুসুরটি উহা খাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ  
 করিল। অনন্তর রামানুজ কাবেরীতীরে যাইয়া অবশিষ্ট অন্ন, জলে  
 দ্রব করিয়া দিলেন ও নিজে অপরাধী ভাবিয়া অনাহারে দিন যাপন করিতে  
 লাগিলেন।

অবিলম্বে এই কথা গোষ্ঠীপূর্ণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ত্বর-  
 ণে কীরদম-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আসিতেছেন শুনিয়া  
 গোষ্ঠীপূর্ণও সশিষ্টে তাঁহার অভ্যর্থনা-নিমিত্ত বালুকাময় নদীর তীরে  
 গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। গোষ্ঠীপূর্ণ  
 আসিবামাত্র রামানুজ ছিন্নমূল তরুবরের ত্রায় সেই তপ্ত  
 বালুকার উপর তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন।

রামানুজের ধৈর্য পরীক্ষা।

গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু অপরের মুখে বিষপ্রয়োগের কথা শুনিতে ব্যস্ত,—  
 কুসুরকে আর উঠিতে বলেন না। সুতরাং রামানুজ সেই তপ্ত বালুকার  
 উপর পতিত হইতে লাগিলেন! এদিকে “প্রণতাতিহর” নামক রামানুজের  
 গৌরব গোষ্ঠীপূর্ণের এই আচরণে যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া

উঠিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া রামানুজকে বনপূর্ণ তুলিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন—“আপনি কি আমাদের মারিয়া ফেলিতে চাহেন? এমন দয়ার সাগর গুরু কি আর প্রণতাভিহরের ব্যবহারে রামানুজপ্রভৃতি সকলেই যার-পর-নাই হইলেন, কি জানি—গোষ্ঠীপূর্ণ যদি ক্রুদ্ধ হন।

রামানুজের ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ।

গোষ্ঠীপূর্ণ তখন ঈষদ্ হাসিয়া বলিলেন—“রামানুজ! তুমি তোমার এই শিষ্যদ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করিও আজ্ঞা, ইহাতে তোমার যতিধর্ম নষ্ট হইবে না। আমি তোমাকে ভালবাসে এমন তোমার কোন শিষ্য আছে প্রণতাভিহর! তুমি ধন্য। আমি আশীর্বাদ করি, অচিরে অভীষ্ট পূর্ণ হউক।” \*

রামানুজকর্তৃক বিষজীর্ণ।

অর্চকগণের এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা যার-পর-নাই হইলেন এবং এবার প্রধান অর্চক স্বয়ংই এ কার্য সম্পন্ন করি স্থির করিলেন। রামানুজ নিত্য সন্ধ্যাকালে ভগবদ্দর্শন করি ফিরিতেন। একদিন প্রধান অর্চক এই সময় রামানুজকে দেখিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে ইচ্ছা করিলেন।

রামানুজ মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে প্রসাদগ্রহণ করি তাহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন যে,

\* মতান্তরে, প্রধান অর্চক, নিজ গৃহিণী দ্বারা রামানুজকে বিষাক্ত প্রসাদ তিনি তাঁহার অমিয়কান্তি দেখিয়া বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া কৌশলে প্রসাদ করিয়া দেন। রামানুজ নিজকে অপরাধী ভাবিয়া নদীতীরে বাইরা বসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণ আসিলে প্রধান অর্চকের প্রসাদ গ্রহণ করিতে থাকেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে বুঝাইয়া মঠে ফিরাইয়া আনেন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৮১

বিষ মিশ্রিত আছে। নিমেষমধ্যে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইল। তিনি টলিতে টলিতে কোন মতে মঠে আসিলেন। ক্রমে শিষ্যগণও ঐ বিষিতে পারিয়া যার-পর-নাই কাতর হইলেন ও বিষশান্তির নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি ভগবৎস্মরণ করিয়া সেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অর্চকগণ ভাবিয়াছিলেন, পরদিন প্রাতে আর রামানুজকে জীবিত দ্রষ্টব্য হইবে না; কিন্তু ফল বিপরীত ঘটিল। ঐ প্রাতে শিষ্যগণ রামানুজকে লইয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দাম নৃত্যে বহিনী কম্পিত ও আনন্দধ্বনিতে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

রামানুজের দয়া ও ক্ষমা।

প্রধান অর্চক ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অনুতাপের লিপাবানলে দগ্ধ হইয়া বাতাহত ছিন্ন তরুশাখার স্থায় রামানুজের ন্যস্তে আসিয়া পতিত হইলেন। দয়ার সাগর রামানুজ ইহার বিধারক কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি স্নেহে তাঁহাকে লইয়া আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন—“ভ্রাতঃ! যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা এক্ষণ করিওনা। ভগবান্ তোমার অপরাধ মার্জনা করিবেন।”

প্রধান অর্চক একেই ত রামানুজের দৈবশক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ক্ষমাগুণ দেখিয়া তাঁহাকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং যাবজ্জীবন তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া রহিলেন।

অদ্বৈতবাদী যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত বিচার।

এইরূপে যতই দিন বাইতে লাগিল রামানুজের কীর্ত্তি ও মহত্ব দেশ-

(১) মতান্তরে প্রসাদ নহে চরণামৃত। (২) “গরুড়বাহন” বৈদ্য চিকিৎসার দ্বারা ঐ অর্চককে অনানন্দ করেন। এই বৈদ্য রামানুজের একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন।

বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল । এই সময় “যজ্ঞমূর্ত্তি” নামক বৈষ্ণব বাদী মহাপণ্ডিত, কাশীতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক দ্বিধিভ্রম করিয়াছিলেন । ইহার সহিত সর্ব্বদা বহু শিষ্য ও এক গাড়ী পুস্তক

ইনি একদিন শুনিতে পাইলেন—রামানুজাচার্য নামক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতবাদখণ্ডন করিয়া বিশিষ্টোদ্বৈতবাদ করিতেছেন । ইহা শুনিবামাত্র যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া হইলেন এবং রামানুজকে বিচারে আহ্বান করিলেন । আচার্য ভক্ত হইলেনও মহাপণ্ডিত—তিনি পদচ্যুত-পদ হইবার পাত্র নহেন

তিনি নিজ দলবলসহ যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট আসিলেন । ক্রমে যজ্ঞমূর্ত্তি বহুলোকের সমাবেশ হইল । সকলেই বিচারের ফল দেখিতে আসিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি আচার্য রামানুজকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া “শুনিতেছি, আপনি নাকি আচার্যশঙ্করপ্রচারিত অদ্বৈতমতের প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহার বিরুদ্ধে নিজ মত প্রচার করিয়া আছেন, আপনার আপত্তির উত্তর দিবার পূর্বে আপনি আচ্ছা, তাহা একটু বিশেষভাবে বলিতে পারেন কি?”

রামানুজকর্তৃক নিজমতবর্ণন ।

আচার্য রামানুজ প্রসন্নগভীরভাবে বলিলেন—“বেশ কষ্টে শুনুন—আমরা কি বলিয়া থাকি । প্রথমতঃ, আমাদের দুই প্রকার যথা—প্রমাণ ও প্রমেয় ।

তন্মধ্যে প্রমাণ তিন প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান । আপনারা যেমন প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি লক্ষিভেদে প্রমাণ ছয় প্রকার বলেন, আমরা তাহা বলি না । উপমান ও অর্থাপত্তিকে অনুমান ও শব্দ মধ্যে এবং প্রত্যক্ষমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকি ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৮৩

যাহা হউক, উক্ত প্রমেয় প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—দ্রব্য এবং অদ্রব্য ।  
 দ্রব্য আবার জড় এবং অজড়ভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে অদ্রব্য  
 আর সত্ত্ব রজঃ তমঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সংযোগ ও শক্তি-ভেদে  
 প্রকার বহি ।

জড় দ্রব্য—প্রকৃতি ও কালভেদে দ্বিবিধ এবং অজড়দ্রব্য—পরাক্-ও  
 ইত্যাকভেদে-দ্বিবিধ ।

জড়দ্রব্য প্রকৃতি—কিন্তু নিজরূপ অর্থাৎ প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার,  
 পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূতভেদে  
 পঞ্চবিধ প্রকার । আর জড় দ্রব্য কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান-  
 তিন প্রকার ।

পরাক্জড় দ্রব্য—নিত্যবিভূতি অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব এবং ধর্মভূতজ্ঞান  
 বুদ্ধিভেদে দ্বিবিধ ।

অজড় দ্রব্য—জীব ও ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে  
 বহু, মূক্ত ও নিত্যভেদে তিন প্রকার এবং ঈশ্বর—পর, ব্যূহ, বিভব  
 আদি এবং অর্চাবতারভেদে পাঁচ প্রকার ।

জীব বুদ্ধিস্থ ও মুমুক্ষু-ভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে বুদ্ধিস্থ আবার  
 জ্ঞানপর এবং ধর্মপরভেদে দুই প্রকার এবং ধর্মপর বুদ্ধিস্থ জীব—  
 জ্ঞানপর ও ভগবৎপরভেদে দুই প্রকার ।

মুমুক্ষুবদ্ধজীব—কৈবল্যপর এবং মোক্ষপরভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে  
 পর মুমুক্ষুবদ্ধ জীব—ভক্ত ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ । এই প্রপন্ন  
 একান্তী ও পরমৈকান্তীভেদে দুই প্রকার এবং পরমৈকান্তী  
 মুপ্ত ও আর্ন্তভেদে দুই প্রকার হয় ।

ঈশ্বর একমাত্র, তিনি নারায়ণ । ব্যূহ—কেশবাদি এবং বাহু-  
 ভেদে প্রথমতঃ দ্বিবিধ । তন্মধ্যে বাহুদেবাদি ব্যূহ—বাহুদেব

অনিরুদ্ধ সংকর্ষণ ও প্রত্যাশভেদে চারি প্রকার। বিভ্র-  
 অবতার, ইহা অনন্ত। অন্তর্যামী—প্রতিশরীরবর্তী এবং হইয়া  
 বহু; যথা—শ্রীরঙ্গনাথ, বেকটনাথ প্রভৃতি। ইহাই হইল মূর্ত্যু-  
 মতে পদার্থবিভাগ।

আর এককথায় যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা  
 চিৎ অর্থাৎ চেতন যথা—জীবাদি এবং অচিৎ অর্থাৎ জড়-  
 কাল প্রভৃতি এতদ্ উভয়বিশিষ্ট ঈশ্বর। এই ঈশ্বর চেতনজীবে  
 হুতরাং চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ থাকিলেও ইহা  
 শরীর, আর শরীর বলিয়া ঈশ্বরের সহিত ইহাদের অভেদও

যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—“আচ্ছা এক্ষণে আপনি উক্ত পদার্থ  
 পরিচয় প্রদান করুন। কারণ, আপনাদের সিদ্ধান্ত  
 প্রকার স্বতন্ত্র। আপনারা সকল মতেরই কিছু কিছু  
 পৃথক্ মত গঠন করিয়াছেন।”

আচার্য রামানুজ বলিলেন—“বেশ কথা, আপনি  
 একে একে বলিতেছি।” এই বলিয়া আচার্য রামানুজ  
 লাগিলেন এবং অপরূপ মতের সহিত নিজের কোথায়  
 প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ বাহারা  
 উপস্থিত হইয়াছিলেন সকলেই রামানুজাচার্যের প্রতিভা  
 গাভীর্য দেখিয়া উভয়কেই ভূরী ভূরী প্রশংসা করিতে  
 উভয়ের বিবাদ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল। \*

এই ভাবে কয়েক দিন পর্য্যন্ত আচার্য রামানুজ

\* রামানুজাচার্যের মতটী সংক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
 যতীন্দ্রমতদীপিকা নামকগ্রন্থ খানি উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।  
 গুণা, আনন্দাশ্রম। মূল্য ১।০ মাত্র।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৮৫

বলিলেন এবং যজ্ঞমূর্তিও ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন । অনন্তর যজ্ঞমূর্তি  
আচার্যকে বলিলেন—“আচ্ছা এক্ষণে বলুন—অদ্বৈতমতে অসামঞ্জস্য  
কি? আমি তাহার উত্তর প্রদান করিব, তৎপরে আপনার মতের  
প্রদর্শন করিব ।”

অদ্বৈতমতের দোষ ।

আচার্য বলিলেন—“বেশ কথা, তবে শুনুন, অদ্বৈতমত সম্বন্ধে  
কি বলিয়া থাকি । আমাদের বিবেচনায় অদ্বৈতমতে বহু দোষ,  
যেমন প্রধান কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি । যথা—( ১ ) আশ্র-  
য়পত্তি (২) তিরোধানানুপপত্তি, (৩) স্বরূপানুপপত্তি, (৪) অনবচ্চীনীয়-  
পত্তি, ( ৫ ) প্রমাণানুপপত্তি, ( ৬ ) নিবর্তকানুপপত্তি এবং ( ৭ )  
বিভাবানুপপত্তি । আপনি ইহাদের উত্তর দিন ।

প্রথম দোষ—আশ্রয়ানুপপত্তি । অর্থাৎ অবিদ্যার আশ্রয়নির্গম হয়  
কারণ, অবিদ্যাবশে যদি জীবের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই  
জীব থাকিতে পারে না—অতএব তাহাকে থাকিতে হইবে ।  
অশ্রিত অবিদ্যা জীবের উৎপাদক হয় না; হইলে অত্যাশ্রয় দোষ  
তাহার পর এই অবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মও হন না । কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ  
স্বরূপ, তাহাতে অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা থাকিবে কিরূপে? সূর্যালোকে  
অন্ধরত থাকে না । অতএব অবিদ্যার আশ্রয়নির্গম হয় না । সুতরাং  
জীব অবিদ্যাই অসিদ্ধ ।

দ্বিতীয় দোষ—তিরোধান অনুপপত্তি, অর্থাৎ অবিদ্যা ব্রহ্মকে কোন  
তিরোধান করিতে বা আবরণ করিতে পারে না । যিনি জ্ঞানস্বরূপ  
অবিদ্যা আবৃত করিবে কিরূপে? ইহা হইলে ব্রহ্মেরই স্বরূপহানি  
করিতে হয় । অতএব ব্রহ্মের তিরোধান অবিদ্যাবশে হয়—ইহা  
হইল না । সুতরাং অদ্বৈতবাদের মূলই উচ্ছিন্ন হইল । •

তৃতীয় দোষ—স্বরূপানুপপত্তি অর্থাৎ .অবিদ্যাকে যখন এই  
বলিতে হইবে, তখন ইহা—হয় সংস্বরূপ, কিংবা অসংস্বরূপ  
অদ্বৈতমতে ইহাকে সংস্বরূপ বলা হয় না এবং অসংস্বরূপও  
বস্তুতঃ যতক্ষণ ইহাকে যথার্থ অনর্থকারক ভ্রম এবং ব্রহ্মজ্ঞান  
যায়, ততক্ষণ ইহার মায়িকত্বই সিদ্ধ হয় না। মায়াই তৎ  
মূল। অতএব অদ্বৈতমতে অবিদ্যা যে সদসদভিন্নস্বরূপ তাহা  
হয় না। এজন্য অদ্বৈতমতে অবিদ্যার স্বরূপই অসিদ্ধ।

চতুর্থ দোষ—অনির্কচনীয়ত্বানুপপত্তি অর্থাৎ অদ্বৈতমতে  
ঘটনপটীয়সী মায়ী বা অবিদ্যা স্বীকার করা হয়, তাহা ভাবরূপ  
অভাবস্বরূপ নহে বলিয়া তাহার কোনরূপ লক্ষণই সম্ভাবপর হইতে  
মাত্রই ভাব বা অভাববস্তুকেই বিষয় করে। কিন্তু যদি বলা হয়  
যে বিষয় তাহা ভাবরূপও নহে, অভাব রূপও নহে, তাহা হইলে  
বস্তুই সকল জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। অতএব  
অনির্কচনীয়স্বরূপ বলিয়া তাহার লক্ষণ সম্ভব বনিবে—  
যায় না। অনির্কচনীয় বলিলেই তাহা ভাব বা অভাবের  
অতএব অদ্বৈতমতে অবিদ্যার লক্ষণই অসিদ্ধ।

পঞ্চম দোষ—প্রমাণানুপপত্তি অর্থাৎ এতাদৃশ অবিদ্যার  
নাই। অর্থাৎ ইহার কি প্রত্যক্ষ কি অনুমান এবং কি  
প্রমাণই নাই। অতএব অবিদ্যাস্বীকারে প্রমাণেরও অনুপপত্তি

ষষ্ঠ দোষ—নিবর্তকানুপপত্তি অর্থাৎ নিগুণব্রহ্মজ্ঞানে  
নিবৃত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নিগুণব্রহ্মের জ্ঞান  
জ্ঞান বাহারই হয় তাহাই সগুণ। অতএব নিগুণব্রহ্ম  
অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে—তাহা ও হইল না।

সপ্তম দোষ—নিবৃত্তি অনুপপত্তি অর্থাৎ অদ্বৈতমতে



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৮৭

হার নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে । কারণ, অদ্বৈতমতে অবিদ্যা অনাদি  
রূপ । অনাদি ভাবরূপ বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ অসম্ভব । এই  
ও কষ্টী অখণ্ডনীয় দোষবশতঃ অদ্বৈতমত যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন । এক্ষণে  
জিজ্ঞাস্য ইহার কি খণ্ডন করিবেন করুন ।”

যজ্ঞমূর্ত্তিকর্তৃক অদ্বৈতমতের দোষোক্তার ।

তাহার যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—“আপনি যে সাতটী দোষ প্রদর্শন করিলেন সে  
নই অবিদ্যা ও ব্রহ্মসংক্রান্ত । ইহাদের উত্তর আচার্য্যগণ উত্তমরূপেই প্রদান  
করে গিয়াছেন । এক্ষণে শুনুন—আমি একে একে ইহাদের উত্তর দিতেছি ।

প্রথম—আশ্রয়ানুপপত্তি নামক যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা—

সত্য হয় নাই । দেখুন—অদ্বৈতসম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য্য ব্রহ্মকেই

আশ্রয় বলিয়াছেন এবং কোন কোন আচার্য্য জীবকেই

আশ্রয় বলিয়াছেন । উভয় মতেই কোন অসঙ্গতি হয় না ।

ব্রহ্মকে যখন অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, তখন বলা হয়—এই

মিথ্যাবস্তু, সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মের কোন অগ্ৰথাভাব বা অসঙ্গত্বের

হয় না । যেটুকু বোধ হয়, তাহাও মিথ্যাই হয় । সূর্যালোকে যে

কার থাকে না—বলা হয়, তাহা সঙ্গত দৃষ্টান্ত হয় নাই । কারণ, সূর্য্য

সত্তাসম্পন্ন অন্ধকারও তদ্রূপ সত্তাসম্পন্ন, এজন্য তাহাদের বিরোধ

নয় । কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা ও অবিদ্যার সত্তা ত সমান নহে । ব্রহ্ম

কালেই একরূপে বর্ত্তমান, আর অবিদ্যা বর্ত্তমানকালে মাত্র বর্ত্তমান

বোধ হয়, অর্থাৎ তাহার প্রতীতি হয় বলিয়া তাহাকে সং বলা

কিন্তু ব্রহ্ম সং বলিয়াই প্রতীত হন । সুতরাং ব্রহ্মের সহিত

আর বিরোধ কোথায় ? রজ্জ্বকে যে সর্প আশ্রয় করে, তাহাতে কি

সহিত বিরোধ হয় ? অবিদ্যা যদি ব্রহ্মের গায় সঙ্কট হইত,

হইলে আপনার আপত্তি সার্থক হইত ।

তাহার পর জীবকে যদি অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইতেই  
নাই। কারণ, অবিদ্যাবশে জীবের যে উৎপত্তি বলা হয়, সেই  
যথার্থ উৎপত্তি নহে। জীব এবং অবিদ্যা উভয়েই অদ্বৈতমতে  
অনাদি বস্তুকে উৎপন্ন বলা—ব্যবহারমাত্র। তাহা যথার্থ উৎপত্তি  
অবিদ্যাবশে যে জীবের উৎপত্তি, সেই জীব তাহার আশ্রয় হইলে  
আপনার অভিপ্রেত যে অন্তোক্তাশ্রয় দোষ তাহা হইত। দর্শন  
বিশ্বের কি জগৎজনকভাব আছে? বীজ হইতে বৃক্ষ হয় এবং বৃক্ষ  
বীজ হয়, আর সেই বীজ বৃক্ষের আশ্রয় হয় এবং বৃক্ষও বীজ  
হয়, ইহাতে কি অন্তোক্তাশ্রয় দোষ হয়? অনাদি বস্তুতে এ  
না। এই জীবও বস্তুতঃ অর্থাৎ পরমার্থতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মই; সুতরাং  
মত এবং এই মত বস্তুতঃ অভিন্ন এবং কোন মতেই অসঙ্গতি

দ্বিতীয়—দোষ যে তিরোধানানুপপত্তি দেখাইয়াছেন, তাহা  
কারণ, অবিদ্যা যে ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না—বলা হইয়াছে  
আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সমসত্ত্বাক বিরোধ নহে যে, অসঙ্গত  
জ্ঞান ও অজ্ঞানের যে বিরোধ তাহা বৃত্তিজ্ঞানের সম্বন্ধেই  
বলেন: যেমন ঘটজ্ঞানকালে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান থাকে না,  
ঘটাকার বৃত্তিজ্ঞান ঘটবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী, ব্রহ্ম  
বিরোধী নহে, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানই সেই ব্রহ্মবিষয়ক  
বিরোধী। আর এই ঘটবিষয়ক বা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের পূর্বে  
বা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানই থাকে বলিয়া ঘট বা ব্রহ্ম উক্ত  
আবৃত বা তিরোহিত বলা হয়। যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান  
তিরোহিতই করিয়া রাখে। কিন্তু বস্তুতঃ রজ্জু তিরোহিত  
ব্রহ্ম কখনই যথার্থরূপে তিরোহিত নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিদ্যা  
কালেই নাই। তথাপি প্রপঞ্চদর্শনকালে মিথ্যা সম্বন্ধেই



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৮৯

হয়; আর তজ্জন্ত তাহার দ্বারা ব্রহ্মের তাদৃশ তিরোধান হইবে না  
সেইরূপ? অতএব এই আপত্তিও আপনাদের অসার বলিতে হইবে।

তৃতীয়—দোষ স্বরূপানুপপত্তি অর্থাৎ অবিজ্ঞার স্বরূপই সিদ্ধ হয় না—

পক্ষি বাহা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ নহে। কারণ, সৎ এবং অসৎ—

হয় যে কিছু নাই—ইহা বলা যায় না। বাহা মিথ্যা, তাহা সৎও নহে

অসৎও নহে। তাহাকে সদসদভিন্নই বলা হয়; কারণ, বাহা

তাহার বিনাশ হইতে পারে না এবং বাহা অসৎ তাহার জ্ঞানও

না। যেমন সদ ব্রহ্মের বিনাশ নাই এবং অসৎ বক্ষ্যাপুত্রের কখনও

এক হয় না। “বক্ষ্যাপুত্র” এই শব্দজন্ত যে জ্ঞান তাহাও জ্ঞান নহে।

বাক্য বিকল্প নামক বৃত্তিবিশেষ। কিন্তু রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয়, সেই

সর্পের বিষয় যে সর্প, সেই সর্প দেখাও যায় এবং নাইও বটে। রজ্জুতে

হইলে তাহার অন্তথাজ্ঞান হইত না এবং অসৎ হইলে দেখাও

হইত না। অতএব অবিজ্ঞা “একটা কিছু” বলিয়া যে তাহা হয়—সৎ

অসৎ—হইবে এরূপ বলা যায় না। তাহার পর বাহা মায়িক

তাহাই যে যথার্থ অনর্থকর হইবে বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত।

মায়ার অনর্থকারিতা যথার্থ বলিবার অবশ্যকতা নাই। মায়াজন্ত

অনর্থ, তাহা মায়ারই মত যথার্থ, মায়ার নাশে তাহার নাশ হয়।

অনর্থ নাই তথাপি তাহাকে যথার্থ মনে করা হয়—ইহাই আমাদের

মত।

তৃতীয়—দোষ যে অনির্কচনীয়স্বানুপপত্তি, অর্থাৎ অবিজ্ঞা ভাব বা

বস্তু মধ্যে কোন প্রকার না বলিলে জ্ঞানের বিষয় হয় না; সুতরাং

লক্ষণ নাই, ইত্যাদি—বাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও যুক্তিসঙ্গত

অবৈতী অবিদ্যাকে অভাববিলক্ষণ অভিপ্রায়ে ভাববস্তুই বলেন।

নামি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে ইহার নিরবশেষ বিনাশ হয় বলা হয়।

ইহার প্রতীতিকালে ইহা ভাবরূপ আর ব্রহ্মজ্ঞানে ইহা অভাবরূপ ভাবরূপ অবিদ্যা। সং নহে অসং নহে, কিন্তু সদসদভিন্ন অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ এজ্ঞ অনির্বচনীয়ত্বই ইহার লক্ষণ । অর্থাৎ ইহা ভাবরূপ ইহা জ্ঞায় সং নহে এবং বক্ষ্যাপুত্রের জ্ঞায় অসং ও নহে, কিন্তু বক্ষ্য সদসদভিন্ন মিথ্যারূপ । অতএব ইহার লক্ষণ নাই যে বলা হইয়াছে ব্যর্থই হইল ?

পঞ্চম—দোষ যে প্রমাণানুপপত্তি অর্থাৎ অবিজ্ঞার প্রমাণ নহা হইয়াছিল তাহাও অসঙ্গত । কারণ, “আমি অজ্ঞ” ইহাই ইহার প্রমাণ । “দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্” এই শ্রেতাভ্যুদয় শ্রুতিই ইহার শব্দ প্রমাণ । এইরূপ অনুমান প্রমাণ, যথা—প্রমাণ নিজ প্রগভাব হইতে অতিরিক্ত কোন অনাদি বস্তুর নিবর্তক তাহা প্রমা, এজ্ঞা ঘটপ্রমাকে পক্ষ করিয়া। ঘটপ্রমার প্রাগভাব অনাদিনাশকত্ব সাধ্য করিলে প্রমাত্মই তাহার হেতু হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত । এস্থলে পটপ্রমা ঘটপ্রমার প্রাগভাবাতিরিক্ত প্রাগভাবনিবর্তক হইতেছে বলিয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি আছে; এই সাধ্য পক্ষে সিদ্ধ হইলেই অনাদি অবিদ্যার সিদ্ধি হয়—প্রমাণই আছে ।

ষষ্ঠ—দোষ নিবর্তকানুপপত্তি অর্থাৎ নিগূর্ণ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না, যেহেতু নিগূর্ণের জ্ঞান ইত্যাদি, যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও অসঙ্গত । কারণ, জ্ঞান তাহাই ত নিগূর্ণেরই জ্ঞান । যেহেতু গুণ নিগূর্ণই হয় । সগুণ বস্তুর জ্ঞানেই নিগূর্ণের জ্ঞান প্রকারান্তরে পূর্বেই হয় গুণযুক্ত বলিলে গুণশূন্য কিছুই একটা জ্ঞানই হয় । প্রথমে নিগূর্ণ না হইলে গুণযুক্তের জ্ঞানই হয় না ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৯১

যদি বলা যায়—যাহা নিত্যগুণযুক্ত তাহাকে যে গুণযুক্ত বলিয়া জ্ঞান  
 সে জ্ঞানে ত প্রথমে নিগুণের জ্ঞান স্বীকার্য্য নহে। তাহার উত্তর  
 যে, যাহা নিত্যগুণযুক্ত তাহাতে গুণগুণিভাবকল্পনাই ভ্রমমাত্র।  
 গুণ নিত্যযুক্ত তাহা তাহার গুণ নহে, তাহা তাহার স্বরূপ।  
 যদি বলা হয় নিগুণ শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা “বন্ধ্যাপুত্র” এই  
 বন্ধন একটা বিকল্পবৃত্তি, তাহা জ্ঞান নহে। তাহা হইলে বলিব—  
 তাহাও নহে। কারণ, নিগুণ পদে “একটা কিছু” বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু  
 “বন্ধ্যাপুত্র” শব্দ হইতে “একটা কিছু” এরূপ জ্ঞানও হয় না। অবিদ্যাই  
 তাকে সগুণ করে বলিয়া নিগুণব্রহ্মের জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যাহীন—  
 জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। অতএব এ আপত্তিও নিরর্থক।  
 সপ্তম—দোষ যে নিবৃত্তির অল্পপপত্তি, তাহাও অত্যাশ আশঙ্কা।  
 অধিষ্ঠানজ্ঞানে যে ভ্রমনিবৃত্তি হয়, তাহা রজ্জুসর্পাদিস্থলে প্রত্যক্ষই  
 অবিদ্যা ভাবরূপ ও অনাদি বলিয়া যে তাহার নাশ অসম্ভব—  
 তাহাও বলা যায় না। কারণ, অনাদি প্রাগভাবের নাশ আছে এবং ভাব-  
 রূপী অনাদি অতান্তাভাবেরও বিনাশ নাই। অতএব ভাববস্ত অনাদি  
 হই যে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না বলিবেন—তাহাও বলা যায় না।”  
 আচার্য্য রামানুজ, যজ্ঞমূর্ত্তির এই উত্তর শুনিয়া অতি মৃদু জটিল  
 অবতারণা করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তিও তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।  
 বহু চেষ্টাতেও যজ্ঞমূর্ত্তির প্রতিভা খর্ব্ব করিতে পারিলেন না।  
 যজ্ঞমূর্ত্তি আচার্য্যকে বলিলেন—“আচ্ছা—আপনি এক্ষণে আমার  
 উত্তর দিন। আপনার আপত্তির উত্তর আমি যাহা দিয়াছি  
 যখন আপনি যাহাই করিলেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে  
 পারি না। দেখিব—এক্ষণে আপনি আমার আপত্তি অথগুণীয়  
 স্বীকার করেন কি না।”

দৈববলে বলীয়ান্ অদ্ভুতপ্রতিভাসম্পন্ন আচার্য রামানুজ পশ্চাৎপদ হইবেন কেন ? তিনি যজ্ঞমূর্ত্তির প্রত্যবেক্ষণে যজ্ঞমূর্ত্তি বলিতে লাগিলেন—“আমি অধিক কথা বলিব না। মতে আমার বহু আপত্তি থাকিলেও আমি কয়েকটা আপত্তি আপনি তাহার উত্তর দান।”

যজ্ঞমূর্ত্তির রামানুজমত আক্রমণ।

যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—“আচ্ছা বলুন দেখি—আপনার যদি চিদচিদ্বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাঁহার শরীর যদি এই জগৎ হয়, তবে সেই শরীরের সহিত তাঁহার ভেদ আছে কি নাই ?

দেখুন—যদি বলেন ঈশ্বরের সহিত তাঁহার শরীরের ভেদ তাহা হইলে “ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে” যে শ্রুতিবাক্য সকল, তাহাদের অগ্রথা হয়। আর যদি বলেন হইতে এই বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডের কোনও ভেদ নাই, অথচ ইহারা ভেদ হইলে ব্রহ্ম বিকারী হন। আর যদি বলেন—ইহারা ভেদ হইলে অদ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হইলেন। অথবা যদি বলেন—ঈশ্বর তাঁহার শরীরের ভেদও আছে অভেদ ও আছে, তাহা বাক্যের ব্যাঘাতই হয়। একই জিনিষে একই বিষয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়ই—থাকা অসম্ভব।

আচার্য রামানুজ বলিলেন—“কেন ! ভেদ ও অভেদ উভয়ই দোষ কি ? আমার শরীরকে আমরা “আমি”ও বলি এবং বলি, এস্থলে ভেদসত্ত্বেও ত অভেদ বলি। সুতরাং ভেদ দোষ কোথায় ?”

যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—“যখন আমরা আমাদের শরীরকে তখন আমরা শরীরের সহিত আমাদের অভেদ ভ্রম



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৯৩

ভুলিয়াই বলি; আর যখন “আমার” বলি, তখন ভেদজ্ঞানেই বলি।  
 ভ্রমজ্ঞানসহকারে আমরা কখনই আমাদের শরীরকে “আমি” বলি  
 না। দেখুন—“আমার” পদবাচ্য গৃহাদিকে কখনই আমরা “আমি”  
 বলি না। যে হেতু সেখানে আমাদের গৃহে “আমি” বলিয়া আমাদের  
 ভ্রম হয় না। আর পুরুষকে যখন সিংহ বলি, ব্রাহ্মণকুমারকে যখন অগ্নি  
 বলি, তখনও ভেদজ্ঞানে বলি না, তখনও ভেদ জ্ঞানেই বলি। অতএব  
 ভেদজ্ঞানভেদপক্ষ অসঙ্গত।

আচার্য্য রামানুজ বলিলেন—“আমরা আপনাদের সম্মত ভ্রমজ্ঞানই  
 বিচার করি না। কারণ, শুদ্ধিতে যে রজতভ্রম হয়, বলা হয়, তাহা  
 আপনাদের অভিমত ভ্রম নহে। তাহাও যথার্থ জ্ঞান। যেহেতু শুদ্ধিতে,  
 পূর্বে পঙ্খীকরণপ্রক্রিয়া অনুসারে, রজতপরমাণু সকল মিশ্রিত  
 থাকে। সেই সকল রজতাংশ শুদ্ধিতে রজতজ্ঞান জন্মায়,  
 বস্তুতঃ শুদ্ধি-অংশে রজতজ্ঞান হয় না, কিন্তু রজতাংশেই রজত-  
 ভ্রম হয়। এইরূপ যুক্তি-অনুসারে শরীরকে “আমি” বলা ভ্রম নহে।  
 যেমন অনাদি, শরীরের উপাদান সূক্ষ্মভূতও তদ্রূপ অনাদি।  
 শরীর ও শরীর স্তত্রাং নিত্যসম্বন্ধ। আত্মভিন্ন শরীর নাই, শরীরভিন্নও  
 নাই। এজন্য শরীরকে যে আত্মা বলা হয়; তাহা সত্যজ্ঞানেই  
 হয়। অতএব শরীরশরীরীতে ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে বাধা নাই।”

ব্রহ্মর্ষি বলিলেন—“শুদ্ধিতে রজতজ্ঞান ভ্রমই বলিতে হইবে। যেটা  
 ভ্রম নহে তাহাকে সেরূপ বলাই ত ভ্রম। শুদ্ধির রজতাংশে রজতজ্ঞান  
 এবং শুদ্ধি-অংশে না হইলে শুদ্ধি লইয়া লোকে রজতাংশ নির্ণয়  
 বা ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহা ত হয় না। অগ্ন্যাতুমিশ্রিত স্ববর্ণকে  
 পাপাধরে কবিয়া স্ববর্ণাংশ নির্ণয় করিয়া স্ববর্ণের ব্যবহার হয়। কিন্তু  
 রজত বলিয়া হস্তে করিয়া বিশেষদর্শনের পর লোকে তাহাকে

“ব্রজত নহে” বলিয়া ফেলিয়া দেয়। অতএব আপনার কথা অন্য  
তাহা হইলে এই যুক্তি-অনুসারে শরীরকে “আমি” বলা ব্রহ্ম নহে  
আপনার সঙ্গতি থাকে কোথায়?” তাহার পর আত্মা ও তাহার  
অনাদি, শরীরহীন আত্মা থাকে না, শরীরও আত্মহীন থাকে না—  
বলা চলে না। কারণ, শ্রুতিতে “ব্রহ্মের শরীর—এই জীব জগৎ”  
বলা হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাকে “অশরীরী”ও বলা হইয়াছে। শরীর  
সহিত নিত্যসম্বন্ধ হইলে ব্রহ্মও বিকারী হইবেন। আর ব্রহ্মের  
শরীর আছে এবং নাই—এই দুইরূপ শ্রুতি থাকিলে “শরীর নাই”  
প্রবল হইবে। কারণ—জীবের শরীর আছে, ইহা অল্প প্রমাণ  
যায় বলিয়া এ কথা শ্রুতি বলিলে শ্রুতি অনুবাদ হয়, উহার আর  
থাকে না। যাহার সঙ্গে, যাহার নিত্য সম্বন্ধ সে  
তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদকল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ।”

আচার্য রামানুজ বলিলেন—“ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হন, জীব  
যদি তাহাতে একেবারে না থাকে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ  
কোথা হইতে? নির্বিশেষ এক অদ্বিতীয় বস্তু হইতে সৃষ্টি  
বস্তুর আবির্ভাব হইবে কিরূপে? অতএব জগৎ ও জীব  
স্বভাবস্বায় ব্রহ্মশরীরভূত হইয়া থাকে এবং কালে তাহার  
হয়। সুতরাং নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ একেবারেই উদ্ভ্রান্ত  
আর কিছুই নহে।”

যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—“হাঁ, এ কথা সত্য হইত, যদি জগৎ ও জীব  
সত্তাসম্পন্ন হইত। অগ্রে জগতের সত্তা কোথায় স্থির  
ইহার আবির্ভাবের জন্ত ইহার মূল অন্বেষণ করিবেন।  
যদি ব্রহ্মসত্তার অধীন হয়, তবে তাহার সত্তা অল্প এবং  
অধিক হয়। আমরা বলি—ব্রহ্ম হইতে ন্যূনসত্তাসম্পন্ন



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৯৫

ব্রহ্ম, ততক্ষণ ইহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের প্রসঙ্গ ; ব্রহ্মজ্ঞানে উহার  
 নষ্ট হইলে আর সে কথাই সম্ভাবিত নহে । আর সৃষ্টি জগৎ হইতে যদি  
 তাহার উৎপত্তি হয়, তবে ব্রহ্ম হইতে আর জগতের উৎপত্তি হইল না,  
 ন-এক সর্বকারণ কারণ আর নহেন । অথচ আপনারাও তাহা স্বীকার  
 করেন । তাহার পর কার্য যদি কারণাপেক্ষা কিঞ্চিৎও অধিক বা বিলক্ষণ  
 পরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা ত কার্যই নহে, তাহা কারণই রহিয়া যায় ।  
 র বা স্বরূপ সৰ্বশেষ বা দ্বৈতরূপ কার্যের মূলে নির্কির্শেষ বা অদ্বৈত স্বীকার  
 নাই করিলে সেই সৰ্বশেষ বা দ্বৈতের উৎপত্তিই অব্যেগ্ন করা হইল না ।  
 কার্য উৎপত্তির পূর্বে “ঘট ছিলনাই” বলিতে হইবে । থাকিলে  
 আর উৎপত্তি কি ? ঘটের উপাদান সৃষ্টিকা ঘটকালে ও পূর্ক-  
 থাকিলেও ঘটরূপে তাহা ঘটের পূর্ককালে থাকে না বলিতেই  
 । অতএব নির্কির্শেষ হইতেই সৰ্বশেষের উৎপত্তি বলিতেই  
 । সৃষ্টির পূর্কে যে ব্রহ্ম নির্কির্শেষ, তাহা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলেন ।  
 এবং আপনার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না ।”  
 আচার্য্য রামানুজ বলিলেন—“আপনারাই বা ব্রহ্মকে জগৎকারণ  
 বলিবেন ? আপনারাও ত অবিদ্যার পরিণতি এই জগৎ বলেন,  
 না হয়—সৃষ্টিজগৎকে স্থূলজগতের কারণ বলিলাম তাহাতে  
 কি ।”  
 ব্রহ্মমূর্তি বলিলেন—“আপনার সৃষ্টিজগতের সত্তা ব্রহ্মসম নিত্য,  
 দেব অবিদ্যার সত্তা অল্প । সূতরাং অবিদ্যা অনিত্য । আপনাদের  
 সৃষ্টিজগতের আত্যন্তিক বিনাশ নাই, আমাদের মতে তাহা আছে ।  
 আমাদের মতে জীব ঈশ্বররূপায় মুক্ত হয়—আমাদের মতে জীব  
 ঈশ্বরের অভেদজ্ঞানে মুক্ত হয় । আর ঈশ্বরের রূপায় মুক্তি হইলে ঈশ্বর  
 নাদিকালেও জীবকে মুক্তি দিতে পারিলেন না কেন । জীবকে যদি

কর্ত্তা বলেন, তবে ঈশ্বর জীবেরও আত্মা ও জীব তাঁহার করিয়া হইল। শরীর কি কর্ম্মের কর্ত্তা হয়? অতএব আপনি আপনাদের মতে দোষের আর অবধি নাই।”

আচার্য্য রামানুজ বলিলেন—“যদি মানিয়াও লই যে তজ্জাত বিশ্বসংসার ব্রহ্ম হইতে অল্পসত্ত্বাসম্পন্ন, এবং যতক্ষণ ততক্ষণ তাহার সত্তা, যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণ তাহার নাই, সুতরাং তদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব ঘটে না, ইত্যাদি, তাহা নির্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মে আবির্ভূত হওয়ার বাৎ তাৎপর্য্য তাৎক্ষণিক সবিশেষ হইবেন। আর তাঁহার আবির্ভাব হয় কোথা হইতে? সে ত ব্রহ্মে থাকে না এবং ব্রহ্মভিন্ন কোথা থাকিবে? তাহার পর তাহার আবির্ভাব কি? অবিদ্যা ভ্রম হইলেও সে ভ্রমই বা কেন হয়? হেতুই বা থাকে কোথায়? এই কারণে বিশ্বসংসারের মূল বস্তু, আর তাহাই ব্রহ্মের শরীর।”

যজ্ঞমুণ্ডি বলিলেন—“অবিদ্যা ও তজ্জাত সংসারের সত্তা একরূপই নহে। রজ্জুতে যে সর্পের সত্তা প্রতীত হয়, তাহা যেমত সত্তাবান্ হইয়া ক্ষণকালও থাকে? কখনই নহে। কেবল রজ্জুর মত সত্ত্বাসম্পন্ন। এই জন্ত অবিদ্যাকে সংও বলা হয় না। ব্রহ্মে অধ্যস্ত এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মে একরূপও প্রতীত এবং থাকিবেও না, তথাপি উহা প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহা বলা হয় মাত্র। উহা অসংও নহে, তাহা হইলে উহা প্রতীত হইত না। এইজন্ত অবিদ্যাকে অনির্কচনীয় বা মিথ্যা বলা হইত। অর্থই অনির্কচনীয়। আর অবিদ্যা ও তজ্জাত বিশ্বসংসারের মূল বস্তু হইয়া তাহা আশ্রয় কি, উহার নিমিত্ত কি, উহার



## রামানুজ-চরিত্র ।

৪৯৭

অন্তিমবশতঃ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব হয় কি না—প্রশ্ন হয় কি করিয়া? আপনারা  
 বিদ্যার স্বরূপ, অদ্বৈতবাদী ঘেরূপ বলেন, তাহা না বুঝিয়া তাহাদের  
 মনোভাব উদ্ভূত হন এইমাত্র । বিশ্বসংসার বা অবিদ্যা ‘আছে’ বলিয়া  
 জানের বিষয় হইলে উহা সৎ হইত, ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জ্ঞেয় হন,  
 উহা সৎ ; কিন্তু অবিদ্যা ‘আছে’ বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না,  
 উহা প্রতীয়মান হয় বলিয়াই উহাকে ‘আছে’ বলিয়া লোকে  
 বোধ করে । অস্তিত্ববশতঃ প্রতীতিগোচরতা এবং প্রতীতি-  
 চর্য্যাবশতঃ অস্তিত্ব—পৃথক্ বস্তু । অবিদ্যা বিদ্যা যদি ব্রহ্মবৎ  
 বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে উহার উৎপত্তি কেন হইল,  
 উহা হইতে হইল, তজ্জন্ত ব্রহ্ম সবিশেষ কি না—ইত্যাদি প্রশ্ন হইত ।  
 কারণে বলা হয়—ব্রহ্মে এই অবিদ্যারূপ মায়াবশতঃ ব্রহ্মেরই  
 সংসারভ্রম হইতেছে এবং সেই মায়ার পরিণতিরূপ অন্তঃকরণ-  
 ভ্রম ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সেই মায়া বিলুপ্ত হয়—ইহাই বিশ্বসংসারের  
 সত্য । ইহা না বুঝিয়া বিশ্বসংসারকে সত্য বলিয়া আপনারা ইহাকে  
 শরীর বলিয়া কল্পনা করেন । বলুন দেখি—ইহা যদি তাঁহার  
 শরীর হয়, আর এই শরীরবিশিষ্ট যদি তিনি হন, তাহা হইলে এই  
 বিশিষ্ট ব্রহ্মভিন্ন আরও কিছু স্বীকার করিতে হইবে কি না—যদ্বারা  
 শরীর ও ব্রহ্ম কথঞ্চিৎ ভেদও স্বীকার করিতে পারা যায় । যাহা  
 বিশিষ্ট হয় তাহা তদ্ভিন্ন না বলিলে বিশিষ্টভাবেরই সম্ভাবনা থাকে না ।  
 উক্ত পত্রের সন্ধে ব্রহ্মের সম্বন্ধসিদ্ধির জন্ত যেমন তদ্ভিন্ন আকাশ বা  
 কিছু স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ জীব ও জগৎরূপ শরীরবিশিষ্ট  
 ব্রহ্মের জন্ত তাদৃশ ব্রহ্মভিন্ন আরও কিছু স্বীকার্য্য হয় । অতএব  
 ব্রহ্মের অভীষ্ট জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের শরীরশরীরিভাব  
 ব্রহ্মেই সিদ্ধি হয় না ।”

আচার্য রামানুজ বলিলেন—“আপনি অবিদ্যাকে বতই ব্রহ্ম  
ব্রহ্মে তাহা মিথ্যাসম্বন্ধে থাকিলেও তাহার সেই মিথ্যাসম্বন্ধই  
আপনি কূটতর্কদ্বারা বতই আমাকে প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত করুন  
শুদ্ধব্রহ্মে প্রতীত হইল কেন—এই প্রশ্নের উত্তর  
পারিতেছেন না।”

যজ্ঞমূর্ত্তি বলিলেন—“ইহা যতক্ষণ প্রতীত ততক্ষণ এই প্রশ্ন  
বস্থায় যেমন স্বপ্ন বিষয়ে ‘কেন হইল’ প্রশ্ন হয় না—ইহাও তদ্রূপ  
যেমন ‘কেন ভ্রম হইল’ প্রশ্ন হয় না—ইহাও তদ্রূপ। অবিদ্যা  
স্বভাবাপন্ন। স্বভাবের উপর প্রশ্ন করিলে কে কি উত্তর দিবে?  
এই প্রকারই বলিয়া জানিতে হইবে।”

“আচ্ছা, আপনার ঈশ্বর লীলাময় কেন—বলিলে আপনি  
দিবেন? প্রশ্ন ত পাগলেও করে। আর তাহার কি উত্তর  
ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা এই ভাবে সংসার প্রদর্শন করে এবং ব্রহ্ম  
বিলুপ্ত হয়; তাহার বীজ ছিল না এবং বিনাশেও কিছু থাকি  
ইহাই তাহার স্বভাব; ইহা এজগৎ অনির্বচনীয়। এতদূর  
ব্রহ্ম সর্বিশেষ কিরূপে হইবেন? যেরূপ সত্তা স্বীকার করিয়া  
‘কেন প্রতীত হইল’ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্ম  
হয় নাই বলিতেও পারা যায়।”

আচার্য রামানুজ বলিলেন—“আচ্ছা, আপনারা যে ব্রহ্ম  
হয় বলেন—তাহার আকার কি? অবশ্যই আপনারা  
তাহার আকার ‘আমি ব্রহ্ম’। কিন্তু বলুন দেখি—‘আমি ব্রহ্ম’  
বলা যায়? কারণ, ‘আমি’ বলিতে অজ্ঞান বা অজ্ঞানদহিত  
বিশিষ্ট চৈতন্য যদি বলা যায়, আর তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য  
হয়, তবে ‘আমি’ ত কখন শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতেই পারে না।”



নাশ—চৈতন্য এবং আমি তাহার—উপাধি । উপাধিরূপ আমিকে ব্রহ্ম  
 বলা যায় না । জ্ঞান ত ব্রহ্মই । তাহা এক অখণ্ড, স্তূতরাং তাহাকে ব্রহ্ম  
 বলা যায় ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা—একই কথা হয় । কিন্তু ‘আমি’ বলিতে  
 বিশেষ বিশেষ জ্ঞান বুঝায় বলিয়া এবং সেই আমি-উপাধি অনাদি বলিয়া  
 বিশেষ বিশেষ জ্ঞানরূপ জীব নিত্য । তাহা ব্রহ্ম কখনই হইতে পারে না ।  
 অতএব ‘আমি’ যে ব্রহ্ম হইবে, সে ব্রহ্ম বিশেষ ব্রহ্মই হইবে, আর এইজন্ত  
 বিশেষ ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় বলাই ত যুক্তিসঙ্গত এবং শুদ্ধব্রহ্মের  
 আলাভের আর কিছুই হইতে পারে না । আমিরূপ উপাধিকে  
 ব্রহ্মবৃত্তিই বলুন, বা তাহার মূল অজ্ঞানই বলুন, তাহার সাহচ-  
 র্যের সম্বন্ধ যদি অনাদি হয়, তবে চৈতন্য যে সেই আমিরূপ উপাধি-  
 ব্রহ্মবৃত্তি কখনও কালে হইবে, তাহা কল্পনা করেন কোথা হইতে ? আমি-  
 ব্রহ্মবৃত্তি যদি কখনও চৈতন্যহীনরূপে দেখিয়া থাকেন, তবে না সেরূপ  
 ব্রহ্মবৃত্তি বায় ? আমরা এইজন্ত আমির মধ্যে উপাধি ও চৈতন্যের  
 সত্তাই স্বীকার করি না । অতএব অদ্বৈতবাদীর “আমি ব্রহ্ম”—জ্ঞানে  
 হয়—ইহা উন্নতপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।”

অদ্বৈতবাদী বলিলেন—“না, এরূপ কথা আপনি বলিতে পারেন না ।  
 অদ্বৈতমতে যে ‘আমি ব্রহ্ম’ জ্ঞানে মুক্তি হয়, তাহাতে আমি-  
 ব্রহ্ম প্রকাশক যে শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাকেই আমি বলিয়া লক্ষ্য করা  
 চৈতন্য না থাকিলে আমি-উপাধির প্রকাশ হয় না । চৈতন্য  
 ব্রহ্ম, আমি কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে । চৈতন্যভিন্ন আমিতে জ্ঞানোদয়ই  
 আর আমিতে জ্ঞান না মিশিলে আমির সত্তাই সিদ্ধ হয় না ।  
 আমির সার চৈতন্যই, উপাধির অংশ সার নহে । আর এই যে  
 উপাধি ইহা স্বস্থিতিতে বিলুপ্ত, স্বপ্নে অন্তঃকরণে প্রকাশিত এবং  
 চৈতন্যই দেহে অবস্থিত । স্বপ্নে ও জাগ্রতে অন্তঃকরণ হইতে দেহ

পর্যন্তকে বুঝায়। ‘কেবল ‘আমি’ বলিয়া কোন ‘আমি নাই।  
 আমিবোধ ভ্রম হইলে অন্তঃকরণে আমিবোধ ভ্রম হইবে  
 আর ইহা যে ভ্রম তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আর স্মৃষ্টি  
 থাকে বলিবেন, তাহাও পারেন না; কারণ, ইহা সকলেই  
 যে, আমি তখন আমিকে অনুভব করি না; আমি তখন  
 বিলীন থাকে। কার্য্য যে কারণে থাকে, তাহা অবিকল  
 থাকে, তাহাকে বস্তুতঃ ‘থাকেও’ বলা যায় না এবং ‘থাকে না’  
 না। এই জন্য তাহাকে আমরা অনির্বচনীয়ই বলি। আর  
 কোন কালে আমার প্রকাশ হয় এবং কোন কালে হয় না—  
 হয়। আর তাহা যদি হয় তবে আমি-উপাধির সহিত  
 ও অসম্বন্ধ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। এই সম্বন্ধ  
 ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব-সহকারেই অনাদি বলিতে  
 কাল হইতে ইহা ‘আবির্ভূতসম্বন্ধ’ বলা যায় না। আর  
 সম্বন্ধ থাকে বলিলে আবির্ভাব আর সিদ্ধ হয় না এবং  
 তাহার অনুভবও থাকে না? যদি বলেন—স্মৃষ্টিকালে  
 তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বলিব—অন্তঃকরণে  
 ও সাক্ষী ‘আমি’ এক বস্তু নহে। দেখুন—আমিকে আমি  
 কালে আমার যে রূপ প্রকাশ এবং ঘটাদি অনুভব করিবার  
 যে রূপ প্রকাশ, সেই প্রকাশের তারতম্য থাকায় আমার  
 আত্যন্তিক অসম্বন্ধও কল্পনা করা যায়। আর স্মৃষ্টিতেও  
 আমার প্রকাশ হয় বলিয়া আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে  
 স্মৃষ্টির আমার প্রকাশের তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য্য।  
 সম্বন্ধঘটিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; অতএব উপাধির  
 অসম্বন্ধ অনুমান কেন করা যাইবে না? আর সে কল্পনা



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫০১

দেখুন—আমিকে যে আমরা অনুভব করি, তাহাতে প্রথমে  
 ভাবি ভাসমান হয়, কিন্তু যতই শুদ্ধ আমিকে অব্বেষণ করা যায়, ততই  
 আমিরূপই ভাসমান হয় । অতএব আমি়র সার—চৈতন্য,  
 তাহাতে আসে যায় বলিয়া আমি যে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, তাহা বুঝিতে  
 পারি না । অদ্বৈতবাদী এই শুদ্ধচৈতন্যকে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া  
 করেন । অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয়—ইহা সঙ্গত এবং আমিকে  
 শরীরাদিরূপে কল্পনা অসঙ্গত । আপনারা যে আমি়র শরীরত্ব-  
 ক প্রতি (বু, উ ৩৭) প্রদর্শন করেন, তাহার অর্থ আপনারা বুঝেন নাই ।  
 “এব তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ” (বু, উ ৩৭) বলিয়া জীবকে শুদ্ধ-  
 বলা হইয়াছে—জীবব্রহ্মে অভেদই বলা সেই শ্রুতির অভিপ্রায় ।”  
 আচার্য্য রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির এই কথা শুনিয়া সিংহবিক্রমে তাঁহার  
 মনে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু যজ্ঞমূর্ত্তির কূটতর্কে আচার্য্য ব্যতিব্যস্ত  
 পড়িতে লাগিলেন ।

মনস্তর এই ভাবে আরও কয়েক দিন বিচার চলিল । ক্রমে সাধারণ  
 মনস্তর পক্ষে এই বিচার একেবারে দুর্কোথ হইয়া উঠিল । এইরূপে  
 মনস্তর সপ্তদশ দিবস সমাগত হইল, আচার্য্য রামানুজ আর কোনরূপেই  
 মনস্তরর্থন করিতে পারিলেন না । ভক্তহৃদয় কি কখনও তর্কের  
 নাইতে পারে ?

দৈবকৃপায় রামানুজের জয় ।

বাবনানে যজ্ঞমূর্ত্তি প্রফুল্ল-চিত্তে বিরাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু  
 নিজ পরাজয় অবগতাবী বুঝিয়া বিমর্ষ হইয়া স্ব-মঠে ফিরিলেন ।  
 মঠ আসিয়া মঠস্থ বরদরাজের বিগ্রহ-সম্মুখে করজোড়ে কাদিতে  
 লাগিলেন—“হে নাথ, আজ আমি বড়ই বিপন্ন,  
 আমার সমুদয় যুক্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে, যে রূপ অবস্থা

দেখিতেছি তাহাতে কল্য আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, আপনি  
না করেন, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। হায়! আবহমান  
যে 'মত' আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, মহামুনি শঠকোষ  
মতের বিস্তৃতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল, আজ এই হতভাগ  
তাহা বিনষ্ট হইতে চলিল। আপনি কৃপাপূর্বক এই হতভাগ  
করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-মতের রক্ষাসাধন করুন।” \*

ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন, তিনি নিশিথকার  
নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে বলিলেন—“বৎস! চিন্তিত হইও না, আমি  
তোমায় এক মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত শিষ্য প্রদান করিব, তুমি  
রচিত “সিদ্ধিভ্রম” গ্রন্থের মায়াবাদখণ্ডনের যুক্তি স্বরণ কর।  
যজ্ঞমূর্ত্তির পরাজয় স্বীকার।

রামানুজ জাগরিত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি  
সমাপন করিয়া সন্মিত-বদনে যজ্ঞমূর্ত্তির নিকটে গমন করিলেন;  
সেই রাত্রি হইতেই যজ্ঞমূর্ত্তির চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়া  
আর বিচারে প্রবৃত্তি নাষ্ট, এখন তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে—  
শরণ গ্রহণ করা। †

তিনি রামানুজকে দেখিয়া ভাবিলেন—কল্য ইহাকে  
প্রস্থান করিতে দেখিয়াছি, অত্ৰ কিন্তু ইনি অতীব প্রফুল্ল ও  
বলে বলীয়ান্। নিশ্চয়ই ইনি দৈববল আশ্রয় করিয়াছেন।  
তর্ক করা বৃথা; এক্ষণ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই  
এত দিন সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছি, কৈ আমার  
জন্মিল না। এত দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতেছি, কৈ

\* মতান্তরে মন্দিরমধ্যে রঙ্গনাথের সমীপে রামানুজ প্রার্থনা করেন।

† কোন মতে তিনিও রাত্রিকালে স্বপ্নে ভগবৎকর্তৃক রামানুজ  
করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার এই পরিবর্তন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫০৩

পৃথিবে পতিত হন নাই। আর তর্কে আবশ্যক নাই, আমি আজ  
আপনার শরণাগত হইয়া জীবন সার্থক করিব।”

এই ভাবিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি সহসা রামানুজের চরণতলে পতিত হইলেন এবং  
নিজ পরাজয় স্বীকার ও দণ্ড ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।  
আচার্য্য রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির সহসা এই পরিবর্তন দেখিয়া তিলমাত্র  
বিস্মিত হইলেন না। তিনি বরদরাজের মাহাত্ম্য স্মরণ করিলেন এবং  
কৃতিবিশ্বল-ভাব সংযত করিয়া বাম্পাকুলিত নেত্রে মনে মনে ভগবচ্চরণে  
নতুন পুনঃ প্রণাম করিলেন।

অনন্তর তিনি যজ্ঞমূর্ত্তিকে বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর! আপনি ধন্য!  
বরদরাজ আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আপনি বাদে  
প্রভিত না হইয়াও কূটতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অল্প পরাজয় স্বীকার  
করিলেন। ইহা নিশ্চয়ই আপনার যার-পর-নাই সত্যানুরাগেরই  
ফল। আমি যে মত অবলম্বন করিয়া আপনার সহিত বিচার করিতেছি  
সে সাক্ষাৎ ভগবানেরই উপদেশ। আমি তাঁহারই উপদেশানুসারে  
আমাদের মত গঠন করিয়াছি এবং তদনুসারেই আপনার সহিত তর্ক  
করিতেছি। আমার সিদ্ধান্তে এজন্ম ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে না।  
অর্থনির্ণয়ে মানব নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে,  
কিন্তু ভগবদাদিষ্টপথে সে সম্ভাবনা নাই। ইহাই আমাদের বল। পাণ্ডিত্যে  
আপনার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি  
প্রমাণ করিয়া দেখুন—জীব ব্রহ্মের অভেদভাব এবং জ্ঞানেই মুক্তি  
হয়। যে সব অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত তাহাতে কত দোষ।”  
“দেখুন,—জীবব্রহ্মে যদি কোনরূপ ভেদ না থাকে, তবে এই ভেদ  
কী হইতেছে কেন? যাহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ, যাহা সকলে মর্মে  
অনুভব করে, কূটতর্কদ্বারা তাহার অপলাপ করা কি সম্ভব?”

পরীক্ষিত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে অনুমান কি প্রমাণ বনিয়া যায়? তাহার পর জ্ঞানেই যে মুক্তি বলা হয়, তাহা হইত, তাহা হইলে আপনার জ্ঞান পণ্ডিতের বহুপূর্কেই মুক্তি গত হইত। এজন্য ভগবৎকৃপাতেই মুক্তি বলা কি যুক্তিসঙ্গত আর নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই যদি মুক্তি হয়, তবে জীব সুখ আর হইল কোথায়? সুখের জন্যই জীব লালসিত, দেহ না হইল, তবে মুক্তিতে কি ফল হইল! নির্বিশেষ ব্রহ্মে তৎকাল বেদান্তী ত তাঁহাকে সুখধর্মী বলেন. না, তাঁহাকে সুখধর্মী বলা অতএব অদ্বৈতমত কি করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? আর সেবার যে কত সুখ এবং তাহাতে যে দুঃখলেশও নাই, তাহা সেবা বাহারা করিয়া থাকে, তাহারাই বুঝিয়া থাকে। বাহারা দুঃখ কল্পনা করে তাহারাই ভগবৎসেবা করে নাই।”

“অবিজ্ঞা তন্মতে অনির্বচনীয় হইলেও “একটা যে কিছু” সন্দেহ হয়? আর তাহা হইলে অনাদি অবিজ্ঞার আত্যন্তিক কি করিয়া বলা যায়? এজন্য ভ্রমমূলে প্রকৃতি অবশ্য স্বীকার্য। জীবও যদি অনাদি হয়, তবে তাহার নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি তাহার পর যদি শ্রুতি বিচার করেন তবে দেখুন—দ্বৈতবোধকত স্পষ্ট! আমি কয়েকটি মাত্র প্রধান শ্রুতির উল্লেখ করিতে দেখুন শ্রুতির তাৎপর্য কি?—

আচার্য রামানুজমতের শাস্ত্রপ্রমাণ।

(১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।৬) আছে—“পৃথগাত্মান চ মত্বা” অর্থাৎ আত্মা এবং প্রেরিতাকে পৃথকভাবে জীব ঈশ্বর—ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হয়।

(২) মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।২, ২।২।৭) আছে—“যঃ সর্বজ্ঞঃ”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫০৫

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ ইত্যাদি ; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া  
বর্ণিত হন ।

(৩) শ্বেতাস্বতর উপনিষদে ( ৬৮ ) আছে—“পরাস্য শক্তি  
বিধেব শ্রুতে” অর্থাৎ ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয় ;  
ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ হন ।

(৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে ( ৮।১।৫, ৮।৭।১, ৮।৭।৩ ) আছে “এষ আত্মা  
X সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” অর্থাৎ এই আত্মা X X সত্যকাম ও  
সঙ্কল্প ; ইহাতেও আত্মা সগুণ হয় ।

(৫) অগ্নত্র উক্ত শ্রুতিতেই ( ৬।২।৩ ) আছে—“তদৈক্ষত” অর্থাৎ  
তিনি ঈক্ষণ করিলেন ।

(৬) অগ্নত্র উক্ত শ্রুতিতেই ( ৬।৩।২ ) আছে—“সেয়ং দেবতৈক্ষত”  
এই সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন ।

(৭) ঐতরেয় উপনিষদে ( ১।১ ) আছে—“স ঈক্ষত X X লোকা হু  
ইতি” অর্থাৎ তিনি চিন্তা করিলেন X X আমি লোক সকল সৃষ্টি  
এ তিনটিতেও আত্মা সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হয় ।

(৮) কঠ উপনিষদ ( ২।২।১৩ ) এবং শ্বেতাস্বতর উপনিষদে ( ৬।১৩ )  
—“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” অর্থাৎ নিত্য সকলের  
যিনি নিত্য চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, ইত্যাদি ; ইহাতে  
ব্রহ্ম ভিন্ন হন ।

(৯) শ্বেতাস্বতর উপনিষদে ( ১।২ ) আছে—“জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজ্ঞাবীশা  
জ্ঞা” অর্থাৎ দুইটিই জন্মরহিত, একটি জ্ঞ আর একটি অজ্ঞ একটি  
জ্ঞার একটি অনীশ্বর ; ইহাতে জীবন্তের ভেদ সিদ্ধ হয় ।

(১০) তৈত্তিরীয় উপনিষদে ( ২।৮ ) আছে—“ভীষাম্মাদ্ বাতঃ প্ৰবতে  
স্বৰ্য্যঃ” এবং ( ২।৯ ) আছে—“আনন্দং ব্রহ্মোণো বিদ্বান্”

অর্থাৎ ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, এ  
আনন্দকে জানিয়া, ইত্যাদি ; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন।

(১১) তৈত্তিরীয় উপনিষদে ( ২।১ ) আছে—“সোমং  
কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি” অর্থাৎ উপাসক বিপশ্চিত্ত হইয়া  
সকল কামনা ভোগ করেন ; ইহাতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নই হন।

(১২) অগ্ন্যুপনিষদে ( ২।৬ ) আছে—“সোমং  
স্যাং প্রজায়েত ইতি” অর্থাৎ আমি বহু হই এবং জন্মগ্রহণ করি  
ব্রহ্ম সগুণই সিদ্ধ হন।

(১৩) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩।২৪) আছে—“অন্তর্যামী  
জনানাম্” অর্থাৎ তিনি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট এবং সকলকে  
ইহাতেও ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন।

(১৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদে মাধ্যন্দিনশাখায় আছে—  
“অন্তর্যামী” অর্থাৎ তিনি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট এবং সকলকে  
ইহাতেও ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন।  
(১৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদে মাধ্যন্দিনশাখায় আছে—  
“অন্তর্যামী” অর্থাৎ তিনি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট এবং সকলকে  
ইহাতেও ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন।  
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো, যম্ আত্ম ন বেদ, যশ্ আত্মা শরীর  
অন্তরো যময়তি, স ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ।” অর্থাৎ তিনি  
থাকিয়া আত্মার অন্তর্বর্তী, যাহাকে আত্মা জানে না, যাহার  
আত্মা, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে পরিচালিত করেন  
তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত ; এখানে জীবের  
জীব তাঁহার শরীর তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

( ১৫ ) সুবলোপনিষদে ( ৭।১ ) আছে—“যশ্ পৃথিবী  
পৃথিবীম্ অন্তরে সঞ্চরন্, যং পৃথিবী ন বেদ + + সর্বভূতাত্তর্য  
পাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।” অর্থাৎ পৃথিবী  
যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাহাকে পৃথিবী জানে না  
সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ, দিব্য এক এবং নারায়ণ।  
অচিদ্বস্তু ব্রহ্মের শরীর ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫০৭

(১৬) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৬।১) আছে—“সোহকাময়ত + +  
তদেবানুপ্রাবিশং তদনুপ্রবিশ্য ।” অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন +  
জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ইহাতে তিনি সগুণ ও  
জীবাদির সহিত ভিন্ন—ইহাই সিদ্ধ হয় ।

(১৭) শ্বেতাস্বতরে উপনিষদে (১।১০) আছে—“ক্ষরং প্রধানম  
অমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরান্মানাবীশতে দেব একঃ” অর্থাৎ ক্ষয়িষ্যু জগৎ ও  
জীব—এতদ্বয়ের তিনি একমাত্র শাসনকর্তা । ইহাতে জীবজগতের  
সহিত ঈশ্বরের ভেদ ও ঈশ্বর সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হয় ।

(১৮) অত্র উক্ত শ্রুতিতে (৬।২) আছে—“স কারণং করণাধি-  
পাধিপো ন চাস্ত কচ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ” অর্থাৎ সেই ঈশ্বরই কারণ,  
করণসমূহের অধিপতি, ইত্যাদি ; ইহাতেও ঈশ্বর সগুণ সিদ্ধ হন ।”

(১৯) মহানারায়ণ উপনিষদে (৩।১) আছে—“পতিং বিশ্বস্তা-  
ক্ষরং শাস্বতং শিবমচ্যুতম্” অর্থাৎ জীবগণের ঈশ্বর নিত্য মঙ্গলস্বরূপ  
এবং অক্ষর । ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদসিদ্ধ হইল ।

(২০) শ্বেতাস্বতর উপনিষদে (৩।১) আছে—“ভোক্তা ভোগ্যং  
প্রেরিতাং চ মত্বা, সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” অর্থাৎ ভোক্তা  
ভোগ্য ও প্রেরিতাকে জানিয়া—এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সমুদয় কথিত হইল ।  
এখানে ঈশ্বর যে চিং ও অচিদ্বিশিষ্ট তাহাই বলা হইল ।

(২১) অত্র উক্ত শ্রুতিতেই (৪।৬) আছে—“দ্বা স্পর্শা নযুজা সখায়া  
নানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । তয়োৱগ্নঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বত্যানশ্লগ্নগোভি-  
কাম্বতি” অর্থাৎ দুইটা সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী সুহৃদভাবাপন্ন হইয়া একবৃক্ষে  
সম্বিষ্ট, ইহাদের মধ্যে একজন স্মৃষ্টি ফল ভক্ষণ করে এবং অগ্নী  
কলই দেখিতে থাকে । এখানে জীবেশ্বরের ভেদ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে ।

(২২) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৩।২) আছে—“সেয়ং দেবতা

ঐক্ষত হস্তাহমিমা ত্তিশ্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা  
নামরূপে ব্যাকররাণি ইতি ।” অর্থাৎ এই জীবরূপ আত্মার  
দেবতাত্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ ব্যতীত  
এখানেও ব্রহ্ম সত্ত্ব ও জীব ঈশ্বরভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হন।

( ২৩ ) তাহাতেই ( ৮।১।৬ ) আবার আছে—“ব ইহ  
অনুবৃষ্ণ ব্রহ্মন্তি এতাংস্চ সত্যান্ কামান্ তেবাং সর্বেষু লোকেষু  
চারো ভবতি, অথ ইহ আত্মানম্ অনুবৃষ্ণ ব্রহ্মন্তি এতাংস্চ  
কামান্ তেবাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি “অর্থাৎ বাহ্য  
লোক হইতে প্রয়াণ করে, আত্মাকে এবং তাহার নিত্য  
জানিয়া তিনি ইচ্ছামত বিচরণ করেন; এখানে মুক্ত জীব  
ঈশ্বরের ভেদ প্রমাণিত হইতেছে।

( ২৪ ) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১০।৫) “এতম্ আনন্দময়  
উপসংক্রম্য, ইমান্ লোকান্ কামান্ নীকামরূপান্ অনুসংক্রম্য এতম্  
আন্তে—হাবু হাবু হাবু” অর্থাৎ মুক্তপুরুষ আনন্দময় ঈশ্বরের  
হইয়া সর্বত্র বিচরণ করেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই পান, যে রূপ ইচ্ছা  
রূপ ধারণ করে, ইত্যাদি; এস্থলে মুক্তিতে নির্বাণ হয় না—দেখা দাঁটাই

( ২৫ ) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৩) আছে—“স উত্তম  
স তত্র পর্ষেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ—অর্থাৎ সেই উত্তম পুরুষ  
দেখেন, ইত্যাদি; এস্থলেও মুক্তের নির্বাণ সিদ্ধ হয় না।

( ২৬ ) মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।৩) আছে—“তদা বিদ্বান্  
বিদ্ব্য নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি” অর্থাৎ তখন বিদ্বান্  
শূন্য হইয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন; এখানে  
জীবেশ্বরের অভেদ উক্ত হয় নাই।

( ২৭ ) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৩।৪) আছে—“দব্ধা



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫০৯

উপসংগত স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পত্ততে” অর্থাৎ পরম জ্যোতিঃলাভ করিয়া নিজরূপে অবস্থান করেন ; এখানেও মুক্তিতে জীবন্ত বিলোপ হয় না—বলা হইল ।

(২৮) বৃহদারণ্যক উপনিষদে ( ৪।৩।৩০ ) আছে—“নহি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে” অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না ; এখানেও জীবন্ত যায় না—ইহাই বলা হইল ।

(২৯) অথত্র তাহাতেই (২।৪।১৪) আছে—“বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” অর্থাৎ বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ; এখানেও জীবেশ্বরের ভেদ দিষ্ট হইতেছে ।

(৩০) পরিশেষে গীতামধ্যে ( ১৩।১২ ) দেখুন—“প্রকৃতিং পুরুষং স বিদ্বানাদৌ উভাবপি” অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া নিঃ ; এখানেও ঈশ্বর ও জগৎ-এর ভেদ কথিত হইল ।

তৎপরে গীতায়—“নত্বেবাহং” এই ২।১২, “বহুনি মে ব্যতীতানি”

এই ( ৪।৫ ) “মদ্ভাবমাগতাঃ” এই ( ৪।১০ ) “প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্”

এই ( ৭।৫ ) “ময়ি সর্ব মিদং প্রোতং” এই ( ৭।৭ ) “যঃ প্রয়াতি স মদভাবং”

এই ( ৮।৫ ) “যঃ প্রাপ্য” এই ( ৮।২১ ) “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ” এই ( ৮।২২ )

এই ( ৯।১০ ) “মদভক্ত এতদবিজ্ঞায়” এই ( ১৩।১৮ )

এই ( ১৪।২ ) “মদভাবং সোহধিগচ্ছতি” এই

এই ( ১৫।৬ ) “মমৈবাত্মশো জীবনোক্ত

এই ( ১৫।৭ ) “যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি

এই ( ১৫।১৮ ) ইত্যাদি গীতার বহু শ্লোকেও জীবেশ্বরের ভেদ

দেখিবেন ।

বহুত্রের “নাত্মা শ্রুতে নীত্যত্মাচ্চ তাভ্যঃ” (২।৩।১৭) “জগদব্যাপার-

প্রকরণাদসমিহিতত্মাচ্চ” ( ৪।৪।১৭ ) “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ”

( ৪।৪।২১ ) “মুক্তোপস্থ্য ব্যপদেশাং” ( ১।৩।২ ) “ন হানতঃ পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” ( ৩।২।১১ ) ইত্যাদি শ্লোকে জৈন ঈশ্বরভেদ স্থম্পষ্ট ।

এইরূপ অগ্ৰাণু শ্রুতি, স্মৃতি এবং বেদান্তশূত্র হইতে ভূরি ভূরি বিশিষ্টা দ্বৈতমতের অনুকূলে প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বহু আপনি এ মতে আর কোনরূপ সন্দেহ করিতেই পারেন না।

যজ্ঞমূর্তি, আচার্য রামানুজের এই সকল কথা নীরবে শুনি, তিনি আর কোন উত্তরই দিলেন না এবং কোনরূপ প্রতিবাদও করিলেন না। ভগবান্ তাঁহাকে এখন শুদ্ধ ভক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, হজ্ঞ তাঁহার আর প্রতিবাদের প্রযুক্তি হইবে কেন? তিনি কাতর হইয়া আচার্য রামানুজের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞমূর্তির শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া বিস্ময় মনে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। যজ্ঞমূর্তি আচার্যের অনুগমন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে আচার্য রামানুজের জয় জয়কার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যেই সংবাদ নগরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে সমগ্র দেশে আচার্য রামানুজের মহত্ব ও অদ্ভুত শক্তির কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভক্তির জয়, বৈষ্ণবের জয় এইবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

আচার্য রামানুজ যজ্ঞমূর্তিকে সঙ্গে করিয়া প্রথমেই রঙ্গনাথের মন্দির আসিলেন। যজ্ঞমূর্তি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া ভক্তিসহকারে ভগবান্ পূজা করিলেন। অতঃপর আচার্য, যজ্ঞমূর্তিকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণু মন্দির আসিলেন এবং যজ্ঞমূর্তিকে ভগবান্ বরদরাজের বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—“পণ্ডিতপ্রবর! এই ভগবান্ই আপনাকে আমায় আনয়ন করিয়াছেন।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫১১

যজ্ঞমূর্ত্তির নিরভিমানিতা ।

যজ্ঞমূর্ত্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভগবানের পূজা করিলেন । অনন্তর  
 তিনি নিজ মঠে বাস করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি দেখিলেন—তাহার  
 রূপভিমান দূর হয় না, তখনও লোকে তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া  
 নিকট পড়িতে চাহে । সুতরাং তিনি নিজ মঠ ত্যাগ করিয়া  
 মন্দির মধ্যেই মঠস্থ বরদরাজবিগ্ৰেহের সেবায় দিনাতিপাত করিতে  
 লাগিলেন । তিনি রামানুজমতে দীক্ষিত হইবার পর “দেবরাজ মুনি”  
 নামে অভিহিত হইলেন এবং “জ্ঞানসার,” “প্রেমেয়সার” প্রভৃতি কতিপয়  
 গ্রন্থ রচনা করিয়া রামানুজমতের পুষ্টি সাধন করিলেন ।

যজ্ঞমূর্ত্তির প্রতি রামানুজের সম্মান ।

ইন্দ্র বজ্রেশ, টণ্ডানুর নম্বি এবং মরুডুর নম্বি নামক তিনব্যক্তি  
 যজ্ঞেশ্বর শিব হইবার জন্য আসেন । রামানুজ কিন্তু তাহাদিগকে  
 শিব হইতে সমর্পণ করেন । যজ্ঞমূর্ত্তি পাণ্ডিত্যাভিমানবুদ্ধির ভয়ে  
 যজ্ঞেশ্বরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু রামানুজের ইচ্ছানুসারে তিনি  
 শিব হইতে শিব করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ, রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তিকে নিজ  
 মঠে রাখিয়া স্নেহে জ্ঞান করিতেন এবং সময় সময় লোকসমক্ষেও ইহা  
 করিতেন ।

রামানুজের ভক্তিভাব ।

তিনি রামানুজ শিষ্যগণের নিকট শঠকোপ-বিরচিত “সহস্রগীতি”  
 করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন—গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে  
 “বর্ত্ত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন ভগবান্ বেঙ্কটেশকে  
 সেবা করা কর্তব্য ।” তিনি ইহা পাঠ করিয়া শিষ্যগণকে  
 বলিলেন—“তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে  
 বর্ত্ত বইয়া ভুলসী-কানন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ভগবানের সেবা

করিতে পারে ?” ইহাতে “অনন্তাচার্য” নামে এক শিষ্য, এই ভারত  
করিতে সম্মত হন এবং রামানুজের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিরুপতি  
চলিয়া যান। ইনি তথায় তুলসী কাননপ্রভৃতি নির্মাণ করিয়া  
রামানুজের নামে তাহার নামকরণ করিয়া নারায়ণের পূজার ব্যবস্থা  
করেন। এ সময় তিরুপতির দেববিগ্রহ কিন্তু শিবমূর্ত্তি বলিয়াও বৈষ্ণব  
কর্তৃক উপাসিত হইতেন। “সহস্রগীতি” পড়িয়া রামানুজের হৃদয়  
বিষ্ণুপূজাপ্রচারের মানস হয় এবং এই জন্তই আপাততঃ এই ব্যবস্থা  
করা হইল।

রামানুজের তিরুপতি যাত্রা ও প্রবলশৈবসঙ্গ বর্জন।

ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজ স্বয়ং তিরুপতিদর্শনে  
করিলেন। তিনি শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া হরিনাম সংকীৰ্ত্তন করিতে  
করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। নানা গ্রাম-নগরী অতিক্রম করিয়া  
ক্রমে তাঁহারা ‘দেহলী’ নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং  
বিক্রমদেবকে বন্দনা করিয়া “অষ্টসহস্র” গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।  
এই সময় কয়েকজন শিষ্যের “চিত্রকূট” দর্শনের বাঞ্ছা হইয়াছিল।  
রামানুজ সে পথ দিয়া যাইলেন না ; বলিলেন—“সেখানে শৈবসঙ্গ  
বড়ই প্রবল, এখন সেখানে যাওয়া উচিত নহে” এজন্ত তিনি  
দিয়া চলিতে চলিতে তিরুভেল্লারাই এবং তিরুক্কইলুর  
আসিলেন এবং তথা হইতে “অষ্টসহস্র” গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টসহস্র গ্রামে আচার্য রামানুজ ।

তিরুক্কইলুর আসিয়া আচার্য “অষ্টসহস্র” গ্রামের যজ্ঞেশ্বরে  
দিলেন। এই “অষ্টসহস্র” গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্য বাস করিতেন—  
একজনের নাম ‘যজ্ঞেশ্ব’, অপরের নাম ‘বরদাচার্য’ ; যজ্ঞেশ্ব—  
বিদ্বান্, বরদাচার্য—ভক্ত ও দরিদ্র। শিষ্যসহ অতিথিসংকার করা



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫১৩

বরদার্য্য হইবে না, এজন্য তিনি যজ্ঞেশের বাটীতে অতিথি  
 হইয়া অগ্নে দুইজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ, গুরু-  
 দায়িত্ব হইবে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রব্যাদি আয়ো-  
 গ্যভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, পথশ্রান্ত শিষ্যদ্বয়কে অভ্যর্থনা  
 করিয়া গেলেন। শিষ্যদ্বয় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যজ্ঞেশের  
 ঘন ঘাই হতাশ ও বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্য্য-  
 কন দ্বারা বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। আচার্য্য ইহা শুনিয়া  
 কন—“তাই হইয়াছে ; আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, ধন-মদমত্তদিগের  
 সম্মান্যের ত মিল হইতে পারে না, চল—আমরা সেই দরিদ্র  
 গৃহে অতিথি হই।”

বরদার্য্যের আতিথ্যগ্রহণ ।

এ বন্ধি আচার্য্য সশিষ্যে বরদার্য্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন,  
 গৃহ আর গমন করিলেন না। আচার্য্য বরদার্য্যের গৃহদ্বারে  
 প্রবেশ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—বরদার্য্য  
 তাহার পত্নী বস্ত্রাভাবে গৃহাভ্যন্তর হইতেই নিজ অবস্থা  
 তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

এই ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ উত্তরীয় বস্ত্রখানি গৃহাভ্যন্তরে  
 ফেলিলেন। বরদার্য্য-পত্নী উহা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন  
 দয়ানপ্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন।

এই দৃশ্য গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে  
 চিন্তিত হইলেন ; কারণ, গৃহে এমন কিছুই নাই যে, তদ্বারা  
 কোন ব্যবস্থা হইতে পারে। অথচ পতি যাহা ভিক্ষা  
 করিয়া, তাহাতে তাহাদের দুই জনের সঙ্কলান হয় কি না-  
 তাহা, বহুদিন তাহাদের দুই বেলার অন্ত সংস্থান হয় না।

ব্রাহ্মণী ভাবিলেন—আমাদের মত দরিদ্রের ভাগ্যে গুরুদেবের কোন ঘটা অসম্ভব । অথচ গুরুদেব স্বয়ং সমাগত । সামান্ত পুণ্যে লোকে এ সৌভাগ্য ঘটে না ; সুতরাং যে প্রকারে হউক গুরুদেবের দেরি করিতেই হইবে । পরক্ষণেই মনে হইল, গ্রামের ঐ ধনীর গৃহে বসি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনি ।

সতীত্বের বিনিময়ে গুরুসেবা ।

ইহারই পর তাঁহার মনে হইল—আচ্ছা, ঐ বণিকের ত আমার উপর চিরকালই মহা দুষ্টাভিসন্ধি ছিল, দুরাচার এ-যাবৎ কত ধন-রয়ে প্রলোভন দেখাইয়া আসিয়াছিল ; অতি অল্প দিন হইল, সে হতভাগী সাকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে, এখন যদি আমি আমার দায়িত্ব বিনিময়ে গুরুসেবার উপযোগী দ্রব্যসম্ভার প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কি সে সম্মত হইতে পারে না ? নিন্দা অপযশ যাহা কিছু, তাহা ত ঐ ক্ষণভঙ্গুর দেহসম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য যাহা কিছু, তাহা ত উদ্দেশ্য লইয়া ; গুরুদেবের কৃপা হইলে অমরত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে । অবশ্য এখন এখন পতির সম্পত্তি, এস্থলে তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন ; কিন্তু যেরূপ গুরুভক্ত, তাহাতে, এ কার্য্যে তাঁহারও যে আপত্তি হইবে, ত বোধ হয় না । আমার দেহ কি ! গুরুসেবার নিমিত্ত তিনি আমার অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে সমর্থ ! আর অনুমতি সময়ই বা কোথায় ? সুতরাং যাই, এই উপায়ই অবলম্বন করি ।

ব্রাহ্মণী, এই ভাবিয়া বণিকের গৃহে আসিলেন এবং বলিলেন—  
“মহাশয় ! আমাদের গুরুদেব সশিষ্যে আমাদের গৃহে শুভাগমন করিয়া  
অথচ গৃহে একটি তণ্ডুলকণা পর্য্যন্তও নাই যে, তাঁহাদের সেবা  
আপনি যদি তাঁহাদের সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার  
করেন, তাহা হইলে আমি আপনার বাসনা পূর্ণ করিব ।”



এই কথা শুনিবামাত্র বণিকের মহা আনন্দ হইল । বণিক ভাবিল,—  
 কত দাত করিবার জন্ত এত প্রয়াস, অত্ন তাহা সহজেই লভ্য হইল ।  
 গুরুদেবই তাহার হৃদয়ে কেমন একটা বিশ্বাসের ভাব জন্মিল । সতীর  
 সহায় অর্থব্যয় তিরোহিত করিয়া দিয়াছে । বণিক আর অধিক  
 চিন্তন করিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজ লোকজনদ্বারা যাবতীয় প্রয়োজনীয়  
 বস্তুসমূহ গৃহে পাঠাইয়া দিল ।

এই অতি যত্নসহকারে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া  
 গুরুদেবের নৈবেদ্য করিলেন এবং প্রসাদ লইয়া পতির জন্ত অপেক্ষা করিতে  
 বসিলেন ।

কিছু পরে বরদার্য্য বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—  
 গুরুদেব নশিয়ে তাঁহার পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া বিরাজিত ।  
 গুরুদেব তাহার হৃদয়ে একই কালে নানাভাবে উদয় হইল । গুরুদেব-  
 কীর্ত্তন আনন্দও হইল, তজ্জপ তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত মহা  
 কৃতজ্ঞতা করিলেন এবং অতি স্বরাপূর্বক গৃহিণী সকাশে আসিলেন ।  
 গুরুদেব গৃহিণী গুরুদেবের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া বসিয়া আছেন ।  
 গুরুদেব দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল । তিনি  
 গুরুদেবের দিবেন, কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, তাহা  
 গুরুদেব করিতে পারিলেন না । তিনি সজলনয়নে গদগদকণ্ঠে গৃহিণীকে  
 গুরুদেব বলিলেন “ব্রাহ্মণি ! ব্যাপার কি ?” ব্রাহ্মণী আত্মপূর্বক  
 গুরুদেব পতিচরণে নিবেদন করিলেন এবং ভীত ও লজ্জিতভাবে  
 গুরুদেব গুরুদেবের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দে  
 গুরুদেব গুরুদেব ও পত্নীকে শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—“ব্রাহ্মণি !

চিন্তা করিও না, তোমার মত গুরু-ভক্তের সতীত্ব নাশ করে, হুঁচুচুচু ছুরাচার ভগতে এখনও জন্মে নাই। যাও এই বৈষ্ণবপ্রসাদ নইয়া হুঁচুচুচু ছুরাচারকে খাওয়াও, দেখিবে—সে তোমাকে মাতৃসম্বোধন করি তোমার চরণতলে লুপ্তিত হইবে।” উপযুক্ত পত্নীর উপযুক্ত পতি নহে

ব্রাহ্মণী অবিলম্বে প্রসাদ লইয়া পতির সহিত বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বরদার্য্য বাটীর বহির্দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন এবং বণিকের নিকট আসিয়া বলিলেন—“মহাশয়! এই আমাদের গুরুসেবা প্রসাদ—আপনার জন্ত আনিয়াছি, আপনার অনুগ্রহে আত্ম দান গুরুসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন, দান এই প্রসাদ খাইয়া জীবন ধন্য করুন।”

গুরুভক্তির প্রভাবে পাষণ্ড উদ্ধার।

বণিক, ব্রাহ্মণের বাটীতে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়া নানাবিধ চিন্তাভাবিত ভাসমান ছিল। সে কখনও ব্রাহ্মণীর গুরুভক্তির কথা ভাবিয়া অবাক হইতেছিল, কখনও বা অভীষ্টসিদ্ধির কাল্পনিক স্বপ্নে আত্মমগ্ন হইতেছিল। আবার কখন বা নিজ প্রবৃত্তির নীচতার মাত্রার হীনতা ব্রাহ্মণীর প্রকৃতির উচ্চতার মাত্রার তুলনা করিতেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া তাহার পাশবপ্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই পবিত্র প্রসাদ ভক্ষণ করিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রসাদ খাইবামাত্র সহসা দাবানল দাক্ষিণ যন্ত্রণায় তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল, শত বৃক্ষিক-দগ্ধ হইয়া যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। সে যোদন করিতে লাগিল ব্রাহ্মণীর পদতলে আসিয়া পতিত হইয়া বলিল—“মা! আমায় রক্ষা করুন—দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করুন, আমাকে ঘোর অনন্ত নরক হইতে উদ্ধার করুন। আমি মহাপাতকী, আপনি ভিন্ন আর কেহ এ পাতকী



হইয়া করিতে পারিবে না। হায়! আমি সাক্ষাৎ ভগবতীর  
কর্তৃত্ব করিয়াছি।”

বণিকের রোদনধ্বনি বরদার্য্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি  
কক্ষাৎ ওদ্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বণিকের কাতরতা  
বলিলেন,—“বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্রন্দন করিও না, চল—তুমি  
নগর দ্বার সাগর গুরুদেবের নিকট চল, তিনি তোমায় নিশ্চয়ই  
সহায় করিবেন।”

বৈক রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মণ-দম্পতীর সহিত রামানুজের  
দ্বি যাদিন ও তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সমুদয় নিজ দোষ  
স্বীকার করিল এবং উদ্ধারের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা  
করিল। সাধুসঙ্গে কি না করিতে পারে?

সিদ্ধি, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং  
পূজিত আগুত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর  
বরদার্য্য ও তাঁহার পত্নীকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে  
স্বীকৃত করিলেন এবং বণিককে উঠাইয়া নানা সত্বপদেশ দিয়া  
বৈক-মতে দীক্ষিত করিলেন। বণিকের জীবন এখন হইতে  
পরিবর্তিত হইয়া গেল; তাহার পাপপ্রবৃত্তি চিরতরে অন্তর্হিত  
করিয়া সাধু হইয়া উঠিলেন।

যজ্ঞেশকে শিক্ষাদান।

বৈক বন এই সব ব্যাপার ঘটতেছে, যজ্ঞেশ তখন গুরুসেবার  
ব্যবস্থা করিয়া গুরুদেবের শিষ্যদ্বয়কে সংবাদ দিবার জন্ত  
গিয়াছেন। কিন্তু দেখিলেন—শিষ্যদ্বয় চলিয়া গিয়াছেন! তিনি  
দেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। সেবার  
করিয়া তিনি শিষ্যদ্বয়কে দেখিতে না পাইয়া প্রাণে বড়

ব্যথা পাইতে লাগিলেন । গুরুদেবের জন্ত সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত, কিন্তু গুরুদেব আসিবেন না, এ দুঃখ রাখিবার কি আর স্থান আছে ?

যজ্ঞেশ মর্শ্মপীড়ায় কাতর হইয়া পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বরদার্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন—গুরুদেব আহারান্তে সশিষ্যে বিশ্রাম করিতেছেন । যজ্ঞেশ আসিয়া আচার্যের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং কি অপরাধে তাঁহার শিষ্যদ্বয় কর্তৃক অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিলেন, আর কি জন্তই বা তাঁহার যতিরাজের শুভাগমন হইল না, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।

যতিরাজ কিন্তু অপরিচিতের জ্ঞায় যজ্ঞেশকে বলিলেন,—“কোঁ ভূমি ! কই আমরা তো তোমায় জানি না । এই গ্রামে আমাদের ‘ব্রহ্ম’ নামে একজন শিষ্য ছিল, সে ব্যক্তি বড়ই সজ্জন ও বিনয়ী, কিন্তু আমরা শিষ্যগণ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না । অবশ্য সেই নামে আর এক জনের খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি গর্বিত ও ধনমদ-মত্ত ।”

যজ্ঞেশ সকলই বুঝিলেন এবং বলিলেন—“ভগবন্ ! আদি হতভাগ্য । প্রভো ! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন । আমি আপন শুভাগমনের জন্ত আয়োজন করিতে বাটীর অভ্যন্তরে গিয়াছিলাম । ইত্যবসরে আপনার শিষ্যদ্বয় চলিয়া আসিয়াছেন । আমি তাঁহাদের অবজ্ঞা বা ঔদাসীণ্য প্রদর্শন করি নাই । প্রভো ! আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ, আপনি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন ।”

যজ্ঞেশের কথা শুনিয়া যতিরাজ এক শিষ্যকে তাঁহার শরীরে পুত্র সেচন করিতে আদেশ করিলেন । \* শিষ্য তদুত্তরে তাহাই করিলেন । যজ্ঞেশ, বারিম্পর্শে নবজীবন লাভ করিলেন । তাঁহার ভাবভঙ্গী তৎক্ষণাৎ

\* কোন জীবনীকার এস্থলে রামানুজের ক্রোধের এবং একজন, আচার্যের বর্ণনা করিয়াছেন, আবার অপরের মতে যজ্ঞেশের বারিম্পর্শের প্রসঙ্গই নাই ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫১৯

বেরিত হইয়া গেল। আচার্য্য তখন যজ্ঞেশকে সম্বোধন করিয়া  
 বলিল—“তাই ত! তুমি যে আমাদের সেই ‘যজ্ঞেশ’! ভাল করিয়া  
 শ্রদ্ধা—এখন চিনিতে পারিতেছি বটে । কিন্তু তবুও তোমার যেন  
 ক্রম পরিবর্তন হইয়াছে, তোমার পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ মলযুক্ত হইয়াছে—  
 তাহা নহি। আমার বোধ হয়, তুমি যদি তোমার পরিচ্ছদ পরিষ্কার  
 করতেন হয়।”

যজ্ঞেশকে ক্ষমা ।

দক্ষর যতিরাজ, যজ্ঞেশকে অতিথিসংকার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান  
 করিয়া ও প্রত্যাগমনকালে তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন  
 ইতি প্রতীকিত হইলেন। যজ্ঞেশ, কিন্তু এই শিক্ষা চিরস্মরণীয় করিবার  
 জন্য অতিথি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা এক  
 কার্যের মধ্যে পরিগণিত করিলেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি পাইলেই  
 তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়া দিতেন।

কাঞ্চীপুরীতে আচার্য্য রামানুজ ।

যিনি প্রাতে “অষ্টমহত্ম” গ্রাম ত্যাগ করিয়া যতিরাজ, মধ্যাহ্নে  
 কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন ও প্রথমেই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত  
 হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি গুরুর আশ্রয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া  
 সেই নগরে লইয়া ভগবান্ বরদরাজের দর্শন করিলেন এবং ভগবানের  
 কক্ষিকাল কথোপকথন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায়  
 লইলেন। এখানে আচার্য্য ত্রিরাজ বাস করিয়া ত্রীশৈল বা  
 ত্রিশৈল উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

ষটিকাচলে শূদ্রবেশে ভগবান্ পথ-প্রদর্শক ।

এই পথে আচার্য্য রামানুজ ষটিকাচলে আসিয়া একবার পথ হারাইয়া  
 পড়িলেন। শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ পথ জানিতেন না; সুতরাং

সকলেই নিকটস্থ কোন গ্রামবাসীর অন্বেষণ করিতে লাগিলে, কিন্তু গণ পরে আচার্য্য দেখিতে পাইলেন—দূরে একজন কৃষক ক্ষেত্র জলসেচন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট যাই পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং বিদায়কালে তাঁহার পদতলে পুস্প হইয়া প্রণাম করিলেন।

শিষ্যগণ গুরুদেবের আচরণে মনে-মনে বড়ই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিয়দূরে আসিয়া শিষ্যদের বলিলেন,—“বৎসগণ! আমি সেই শূদ্রকে প্রণাম করিতেছিলাম যে তোমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলে—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা জানিতে পার নাই, তিনি কে? তিনি—সাক্ষাৎ ভগবান্।” শিষ্যগণ আচার্য্যবাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যবিত্ত হইলেন এবং নিজ নিজ মূর্থতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট গুরুদেবের কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিরুপতি বা বেক্সটাচলের পাদদেশে অবস্থিতি।

ক্রমে আচার্য্য সেই ভূ-বৈকুণ্ঠ বেক্সটাচলের পাদদেশে অবস্থিতি করিয়া কপিলতীর্থে আসিলেন এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত দশজন আলবারগণের পূজা করিলেন, কিন্তু শৈলোপরি আরোহণ করিতে তাঁহার কিছু ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন—ইহা সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠাম, এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ সতত বিরাজমান। শেষদেব ভগবানের জন্ত ভূতল এইখানে অবস্থান করিতেছেন। এখানে আমার মত পাপীর পদাধি উঠা উচিত নহে। আমার এই কলুষবহুল দেহ লইয়া ইহার উপর উঠা হয় ত ইহাও কলুষিত হইতে পারে। আমাদের গুরু-দেবের শঠকোপপ্রভৃতি আলবারগণও ইহার উপরে আরোহণ করেন না।



এই শৈলের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতএব  
 তাঁহার শৈলোপরি আরোহণ নিতান্ত গর্হিত কর্ম হইবে।  
 এই ভাবিয়া শৈলোপরি পদার্পণ করিলেন না; তিনি তাহার  
 পাদদেশেই অবস্থিত হইয়া ভূ-বৈকুণ্ঠ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ভূমিদান গ্রহণ ও ব্রাহ্মণগণকে দান।

এই সময় এতদেশীয় রাজা বিঠ্ঠলরায় রামানুজের পাদমূলে আশ্রয়  
 লইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে ইলমণ্ডীয়  
 অধিপতির ভূভাগ প্রদান করেন। রামানুজাচার্য্য ঐ সম্পত্তি অঙ্গীকার  
 করিতে চাহেন নাই, কিন্তু নিজের অধীন রাখিলেন না; তিনি ইহা দরিদ্র  
 লোককে দান করিয়া পরম নিবৃত্তি লাভ করিলেন। আচার্য্য রামানুজ  
 তাঁহার শিষ্যকে এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অশুভ হইয়া বেঞ্চটাচলে আরোহণ।

আচার্য্যের শিষ্য শ্রীশৈলবাসী অনন্তার্য্য প্রভৃতি সাধুতপস্বি-  
 ণের আচার্য্যের আগমনবার্তা শুনিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে  
 আসেন এবং সকলে তাঁহাকে শেষাবতার বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহার  
 পদদ্বন্দ্বাদেশেই তাঁহাকে শৈলারোহণে সম্মত করিলেন।

একদিন ভগবান্ স্বয়ং অনন্তার্য্যের শিষ্যরূপে আসিয়া  
 একটা আশ্রম ও খাতাদি দিয়া তাঁহাকে শৈলারোহণের জন্ত  
 প্রস্তুত করেন। আচার্য্যের নিকট তিনি নিজকে অনন্তার্য্যের শিষ্য  
 বলিয়া বিদ্যাতের মত অদৃশ্য হইয়া যান। আচার্য্যের  
 প্রস্তুতি হইবার পক্ষে ইহাও একটা কারণ।

মাতুলের নিকট দীনতা শিক্ষা।

শৈলোপরি কিয়দূর গমন করিলে পর বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ  
 ভগবচ্চরণোদক লইয়া উপস্থিত হইলেন। রামানুজ

তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—“মহাভাগ ! আপনি আমার জন্য কেন এ  
কষ্ট করিলেন, সামান্য এক বালকদ্বারা পাঠাইয়া দিলেই উ হইত ?”

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—“হাঁ বৎস ! সত্য বলিয়াছ ; আমারও তখন  
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি করি, আমা অপেক্ষা হীনমতি বালক আর কাহাকে  
দেখিতে পাইলাম না, এজন্য আমিই নিজে আনিয়াছি ।” মাতুলের  
শুনিয়া যতিরাজ যারপরনাই লজ্জিত হইলেন ও বৈষ্ণবোচিত বৈষ্ণব  
শিক্ষা লাভ-জন্য শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া  
লাগিলেন ।

বেঙ্কটনাথদর্শনও সমাধিতে অবস্থান ।

ইহার পর রামানুজাচার্য ‘স্বামি পুষ্করিণীর’ জলে অবগাহন করিয়া  
নিজ শিষ্যকৃত “রামানুজ” নামক পুষ্পোদ্ভান হইতে পুষ্পচন্দন  
বেঙ্কটনাথকে দর্শন করিলেন । বেঙ্কটনাথ তাঁহার প্রতি সর্বোত্তম  
প্রদর্শন করিতে পুরোহিতগণকে আদেশ করিলেন । তিনি ইহার  
দরবিগলিত নেত্রে ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে  
চরণে মস্তক বিলুপ্তিত করিতে লাগিলেন ।

অতঃপর আচার্য রামানুজ, শ্রীশৈলপূর্ণের পরামর্শ অনুযায়ী  
ভগবৎসন্নিধানে ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ অনাহারে সমস্ত  
সেই সময় অতিবাহিত করিলেন ।

রামায়ণ শিক্ষা ।

ইহার পর রামানুজ শ্রীশৈল হইতে অবতরণ করিয়া মাতুল  
পূর্ণের গৃহে আগমন করিলেন এবং তথায় এক বৎসর কাল  
করিয়া তাঁহার নিকট রামায়ণের গুহ্যতম সকল শিক্ষা  
শ্রীশৈলপূর্ণ এই সময় তাঁহার পুত্রদ্বয়কে রামানুজ হস্তে সনপ্ত  
ইহাদের এক জনের নাম শৈলপূর্ণ এবং অপরের নাম পিন্নান



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫২৩

গোবিন্দের নিকট গুরুভক্তি শিক্ষা ।

বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ শ্রীশৈল-  
নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন । রামানুজ, গোবিন্দের গুরুভক্তি  
নিয়ম বিম্বিত হন ; কিন্তু তিনি একদিন গোবিন্দকে নিজ গুরু  
কর্তার শয্যা শয়ন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ।

গোবিন্দকে বলিলেন—“ভ্রাতঃ ! এ তোমার কিরূপ আচরণ ?  
শয়ন করিতে কি আছে ? ইহা যে মহাপাপ ! জান না—ইহাতে  
অনন্ত নরক হইয়া থাকে !”

গোবিন্দ বলিলেন—“যতিরাজ ! ইহা আমি জানি । কিন্তু ইহা আমি  
কর্তা নিত্যই করিয়া থাকি ।”

গোবিন্দের এই সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া ভাবিলেন—এস্থলে  
কিছু বলা উচিত নহে । বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণই ইহার ব্যবস্থা  
এই ভাবিয়া তিনি গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া  
ইহা নিবেদন করিলেন ।

শ্রীশৈল ইহা শুনিয়া কিছু কুপিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া

বলিল—“বৎস ! তুমি নাকি নিত্য আমার শয্যা শয়ন কর ?”

গোবিন্দ বলিলেন—“হা প্রভু ! ইহা সত্য ।” শ্রীশৈল বলিলেন—“সে কি ?

নিয়ম কর্তব্য কর, তোমার উদ্দেশ্য কি ? তুমি কি জান না—

অনন্ত নরক হয় ।”

গোবিন্দ বলিলেন—“প্রভো ! উদ্দেশ্য কিছুই নাই, দেখি কেবল—

নিয়ম ও কোমল হইয়াছে কি না । প্রভো ! আপনার

নরকবাসের জন্য আমি আদৌ ভীত নহি । আমার নরক

আমার গুরুদেবের স্নেহে স্থগতি হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে

কি ?”

রামানুজ ও শ্রীশৈলপূর্ণ ইহা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া তাহাকে প্রেমভার ফাঁস করিয়া সাধুবাদ করিতে করিতে বলিলেন—“গোবিন্দ! তোমার গুরুভক্তি শিক্ষা করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।”

গোবিন্দের জীবে দয়া।

একদিন আচার্য রামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন গোবিন্দ—একটি অতি ভীষণ বিষম মুখমধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করিতেছেন। আচার্য অতি বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া গোবিন্দের এই কার্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বেশকিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ সর্পটিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অনন্তর গোবিন্দ স্বামিসরোবরে স্নান করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

আচার্যের বিষয় পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইল। তিনি গোবিন্দের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথেই গোবিন্দের সহিত দেখা হইল। আচার্য বলিলেন—“গোবিন্দ! তুমি উদ্যানমধ্যে এক সর্প ধরিতে করিতেছিলে?” গোবিন্দ বলিলেন—“যতিরাজ! সর্পটির গলে কষ্ট হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিল, এজন্য আমি তাহার গলদেশ হইতে কটী বাহির করিয়া দিতে ছিলাম।” আচার্য, গোবিন্দের কথা শুনিয়া

\* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ ঘটনাটি এইরূপ লিখিয়াছেন। বন-প্রত্যহ রাত্রিকালে গুরু-শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিতেন ও প্রাতে গুরু-পূর্ব্বই উঠিয়া যাইতেন। রামানুজ ইহা দেখিয়া বিরক্ত হন ও শ্রীশৈলপূর্ণকে বৈদ্য শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন “বৎস, বল দেখি, গুরু-শয্যার শয়ন করিয়া পাপ হয়?” গোবিন্দ বলিলেন “তাহার নরকে বাস হয়” শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন “তাহা কর কেন?” গোবিন্দ বলিলেন “প্রভো! আমি আপনার শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করি। যদি আপনার সুখে ও নিরুদ্ধে নিদ্রা হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই হয়।”



করিতে পারিলেন না, বিশ্বয় ও শ্রদ্ধা তাঁহার বলিবার শক্তি  
হারা করিয়াছে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—মাতুলের নিকট  
গোবিন্দকে ভিক্ষা লইতেই হইবে। গোবিন্দই তাঁহার উদ্দেশ্য-  
স্বরূপ হইবেন—সন্দেহ নাই।

মদ বুঝিয়া আচার্য্য মাতুলের নিকট গোবিন্দকে ভিক্ষা করিলেন।  
গোবিন্দের অদেয় আচার্য্যকে কি থাকিতে পারে? শ্রীশৈলপূর্ণ,  
লব্ধ ভক্তিয়া বলিলেন—“বৎস! আজ হইতে তুমি রামানুজের শরণ  
গমন কর। তুমি আগায় যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে, আজ হইতে তদ্রূপ  
ভক্তি করিও।” গোবিন্দ আর কি বলিবেন? তিনি মৌন  
কি গ্রহণ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। গোবিন্দ কিন্তু এই প্রভু-  
জন মনে মনে সুখী হইতে পারিলেন না।

শ্রীশৈল ও পক্ষীতীর্থ হইয়া কাঞ্চী আগমন; গোবিন্দের ক্রটি মার্জ্জনা।  
মদ আচার্য্য এস্থান হইতে ঘটিকাচল বা শোলিঙ্গায় গমন করেন  
যদি আসিয়া নৃসিংহদেবকে দর্শন পূর্বক পক্ষীতীর্থ বা তিরুন্ধিগুম্  
গমন করেন। এখানে তিনি ভগবান্ বিজয়রাঘবকে দর্শন  
কক্ষপুৰীতে প্রত্যাগত হইলেন।

মদ কাঞ্চীপুৰী আসিয়া কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে অতিথি হইলেন।  
তাঁহার মুখে গোবিন্দের গুরুভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে  
করিলেন; কিন্তু তাঁহার স্নানমুখ দেখিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—  
“যদি গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের অভাবে এত বিষন্ন হন, তাহা  
হইতে তাঁহাকে সেই স্থানেই প্রেরণ করা ভাল।”

মদ ইহা বুঝিতে পারিলেন ও গোবিন্দকে অবিলম্বে শ্রীশৈল-  
পূর্ণের নিকট বহিবার আদেশ দিলেন। গোবিন্দ দ্রুতগতিতে সরলপথ  
দ্বারা সেই নদীতে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণ কিন্তু তাঁহাকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করিলেন না। যেদিন সমস্তদিন বাটার বাহিরে বসিয়াই রহিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের পত্তন দেখিয়া, বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পতিকে বলিলেন—“সোঁতে পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত, যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে উহাকে কিছু আহাৰ্য্য দেওয়াও উচিত নহে?”

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—“বিজ্ঞীত অশ্বকে কি পূর্বস্বামী ভূগোচর করে? যে কর্তব্যবোধহীন, তাহার প্রতি আমার তিলান্বিত সহানুভূতি নাই।

গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া তদগেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া রামানুজের সমীপে আগমন করিলেন। রামানুজ, গোবিন্দের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন ও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক আহাৰ্য্য অপায়ািত করিলেন। গোবিন্দও তদবধি রামানুজের দাস দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টসহস্রগ্রামে যজ্ঞেশের আতিথ্যগ্রহণ।

রামানুজ কাঞ্চীপুরী ত্যাগ করিয়া আবার অষ্টসহস্র গ্রামে আসিয়া এবং পূর্ব-কথামত যজ্ঞেশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যজ্ঞেশকে পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষমা ও দয়া মহাপুরুষের হৃদয়কমল কখনও পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন ও গোবিন্দকে সন্ন্যাসদান।

অষ্টসহস্রগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য ধীরে ধীরে শ্রীরঙ্গম প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া কিছুদিন পরে গোবিন্দকে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন; কারণ, তিনি দেখিলেন—গোবিন্দের নিষ্কাম পত্নীজ্ঞান নাই। তিনি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়ী এবং তাঁহার কোনরূপই বাসনা নাই। ইন্দ্রিয়জয়ী না হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ বিড়ম্বনামাত্র। গোবিন্দ সন্ন্যাস-নাম হইল—এস্বার।

যাহা হউক, এইবার রামানুজ নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদিন যে



কোনো অভাব বোধ ছিল, এখন গোবিন্দকে পাইয়া তাহা আর  
বোধ রহিল না ।

ঐরুদ্রে আচার্যের শাস্ত্রালোচনা ।

ঐরুদ্র এক্ষণে অধিক সময় শিষ্যগণকে শিক্ষাদানেই তৎপর  
হইলেন। শিক্ষামধ্যেও বেদান্তবিচার ও ভগবৎকথা ভিন্ন আর কোন  
বিষয় আলোচনা করিতেন না । অন্তঃসময়ে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার  
শঙ্কর ও ব্যাখ্যাকার—বোধায়ন ঋষি, দ্রমিড়াচার্য্য, টঙ্ক বা বাক্যকার,  
কপলী, ভট্টহরি, ভাগবত শ্রীবৎসঙ্কামিশ্র, নাথমুনি  
প্রভৃতির গ্রন্থাদি আলোচনায় কালান্তিপাত করিতেন ।  
ঐরুদ্র দীর্ঘকাল আলোচনার ফলে তিনি স্বমতের উৎকর্ষ ও  
'বাসবমত' ও 'বাদবমত' প্রভৃতি অন্যান্য মতের অপকারিতা আরও  
স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন । ক্রমে এই সকল আলোচনার ফল,  
স্বমতের সুরক্ষণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল ।

শ্রীভাষ্য রচনা ।

ঐরুদ্র তাহা করিলেন—পূর্বাচার্য্যগণও এইভাবে প্রণোদিত হইয়া  
স্বমতের বিবোধায়ন প্রণীত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকে সংক্ষিপ্তভাবে রক্ষা করিয়া  
ছিলেন; কিন্তু তাহা, তদানীন্তনীয় অদ্বৈতবাদখণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত  
ই প্রাচীন আর্ষ মতাবলম্বনপূর্বক অদ্বৈতবাদখণ্ডন করিতে  
সমর্থ হইতে পারেন নাই । ঐরুদ্রের প্রভূত উপকার হইবে—সন্দেহ নাই । ওদিকে  
ঐরুদ্রের নিকট তাহার সেই প্রতিজ্ঞার কথাও স্মরণ হইল । অনন্তর  
তিনি কুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“দেখ, কুরেশ !  
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের জন্য ইচ্ছা হইতেছে ।

তুমি যাহা স্ববুদ্ধি শাস্ত্রপারদর্শী জগতে দুর্লভ, স্মৃতিরাং তুমি  
স্বমতের ইং এবং লিখিবার কালে যদি তুমি কোথাও আমার

যুক্তি কোনরূপ অসমীচীন বোধ কর, তাহা হইলে তুমি তুমি  
অবলম্বন করিও, আমি সেই অবকাশে উহা পুনরায় পর্যালোচনা  
বলিব।” গুরুর আজ্ঞানুবর্তী কুরেশ তাহাতেই সম্মত হইলেন  
এইরূপে শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ হইল।

কুরেশকে পদাঘাত ।

একদিন ভাষ্য লেখা হইতেছে, এমন সময় রামানুজ বসি  
“জীব নিত্য ও জ্ঞাতা”। কুরেশ ইহা শুনিয়া লেখনী বন্ধ করিয়া  
কুরেশের ইচ্ছা আচার্য যেন বলেন—জীব ভগবানের  
বিশেষ। ঈশ্বর তাহার আত্মা ও অন্তর্ভ্যামিস্বরূপ। সূত্র  
কোন রূপ স্বাতন্ত্র্য নাই, জীব সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন।

রামানুজ কুরেশের লেখনী স্থির দেখিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা  
লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না,  
তিনি কুরেশকে লিখিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। কুরেশ  
কথা না বলিয়া স্থিরভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।  
রামানুজ যারপরনাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“কুরেশ! তুমি  
আচরণ কর, তাহা হইলে তুমিই ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি  
কিছু বলিব না।” কুরেশ তথাপি নিরুত্তর—তথাপি স্থির।  
আচার্য এতই রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, কুরেশকে  
ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

কুরেশ কিন্তু তদবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন, বহুক্ষণ হইল  
উঠিলেন না। সতীর্থগণ বলিলেন—“ওহে কুরেশ! তুমি আর  
পড়িয়া রহিয়াছ কেন? এখন কি করিবে কর।”

কুরেশ বলিলেন—“ভাই হে, শিষ্য—গুরুর সম্পত্তি, তিনি  
রাখিবেন, শিষ্য সেই অবস্থায়ই থাকিতে বাধ্য।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫২৯

কুরেশের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ।

এক রামানুজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই । তিনি গভীর চিন্তামগ্ন । ক্রমে  
 অস্বস্থ হইল, হৃদয়ে অনুতাপ আসিল এবং ভগবৎ-  
 স্মরণের ক্ষুধা হইল । তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিনীত-  
 কুরেশের নিকট আসিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন  
 এবং গুরুদেবের এই ব্যবহারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তিনি  
 সর্বদা ধ্যান ধারণ করিয়া সজলনয়নে পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা  
 করিতে লাগিলেন এবং নানারূপে আচার্য্যকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ।  
 এই প্রেমবিহ্বলভাব দেখিয়া সকলে অবাক্ । অতঃপর  
 রামানুজ জীবলক্ষণে 'বিষ্ণুকর্তৃক অধিষ্ঠিত' "অংশটি সংযুক্ত করিয়া  
 পুনরায় লিখিতে বলিলেন এবং কুরেশও সানন্দ-মনে পূর্ববৎ  
 করিলেন । এই রূপে ক্রমে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইল । \*

এখন নত দেখা যায় পদাঘাতের কথা নাই । কিন্তু বর্তমান-শিক্ষায় শিক্ষিত ও  
 বিনীত এ কথা স্পষ্টভাবেই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন ।

এখন রামানুজের একপ ভুল সর্বশুদ্ধ তিনবার হইয়াছিল এবং একবার  
 কুরেশকে গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ছয়মাসের জন্য পাঠাইয়াছিলেন ।  
 যথেষ্ট জীবনীকারগণের নামানত দৃষ্ট হয় । সংক্ষেপে তাঁহাদের  
 নামঃ—(১) কতিপয় ব্যক্তি বলেন, রামানুজ বোধায়ন বৃত্তিসংগ্রহার্থ কুরেশকে  
 প্রথমবার কাশ্মীর-যান । কাহারও মতে, সঙ্গে কেবল কুরেশ ছিলেন না ;  
 বরং কুরেশের সঙ্গে আচার্য্য এবং গোবিন্দও ছিলেন । আবার কাহারও মতে, তিনি  
 কুরেশের পর দ্বিতীয়বার একবারই কাশ্মীর গিয়াছিলেন, সঙ্গে বহু শিষ্য  
 এবং কেহ কাশ্মীরের শারদাপীঠের পরিবর্তে কাশ্মীরের ত্রীনগর নগরীতে সরস্বতী  
 মঠের কথা বলিয়াছেন । কিন্তু ত্রীনগরে শারদাপীঠ নাই ।

কুরেশের কথা বলিয়াছেন—সরস্বতী দেবী স্বয়ং স্বহস্তে রামানুজকে বোধায়নবৃত্তি দিয়া-  
 দিয়াছিলেন—রাজাজ্ঞায় পণ্ডিতগণ প্রথমে তাঁহাকে উহা দেখিতে মাত্র দেন  
 এবং তাহাকে একেবারে দিয়াছিলেন ।

এই ঘটনাও বৃত্তির ২৫০০০ শ্লোকস্বয়ং এক সংক্ষিপ্ত  
 বৃত্তি বলা হইল শ্লোকস্বয়ং । কেহ বলেন—না—তাহা এক লক্ষ

আচার্যের গ্রন্থাবলি ও রত্ননাথকর্তৃক তাঁহার সম্মান ।

শ্রীভাষ্যের পর তিনি আরও কয়েক খানি গ্রন্থরচনা করেন, যে-বেদান্তদীপ, বেদান্তসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, গণ্ডত্রয় ও নিত্যগ্রন্থ । ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিখানি বেদান্তসম্বন্ধীয় এবং শেষ দুইখানি শ্রীমদ্ভূতি সম্বন্ধীয় । শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইলে উহা শ্রীরত্ননাথের সমক্ষে প্রদর্শিত হয় । শ্রীরত্ননাথ প্রীত হইয়া রামানুজকে ব্রহ্মরথ ও শতকনকনির্মিত দ্বারা সম্মানিত করিতে আদেশ করেন । ইহার পর সকলে রামানুজ শ্রীরত্নমের পথে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল ।

আচার্য রামানুজের দিগ্বিজয়যাত্রা ।

এই প্রকারে শ্রীভাষ্যপ্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহ সমাপ্ত হইলে শিষ্যবৃন্দ অরুরোধে আচার্য্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন । ভগবদ্ভজন ব্যতীত ভক্তের নিজের ইচ্ছা আর কি হইতে পারে ? যাহা হউক, আচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার ৭৪ জন প্রধান শিষ্যব্যতীত অসংখ্য শিষ্যসেবক যাত্রা করিলেন । \*

ম্লোকান্বক নাত্র । অবশ্য শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভে দেখা যায় রামানুজ বলিতেছেন—“সকল সারো আমি ভাস্তরচনা করিতেছি ।”

৫। এক মতে—রাজা রামানুজকর্তৃক উক্ত বোধায়নের বাক্যপ্রমাণ পণ্ডিতগণকে সভাস্থলে উক্ত গ্রন্থ আনিতে আদেশ করেন ও রামানুজকে একরূপ সমগ্র গ্রন্থ পড়িবার আদেশ দেন ।

৬। কাহারও মতে—রামানুজমত সরস্বতী দেবীকর্তৃক গৃহীত হয় কি না—জন্ম রাজ্যজ্ঞায় রামানুজ এক রাত্রে “শ্রীভাষ্যের সারস্বরূপ বেদান্তসার-গ্রন্থ রচনা করিয়া সরস্বতীদেবীর গৃহে রক্ষিত হয়, এবং পরদিন তাহা দেবীর হস্তে বিরাজিত দেখা যায় ।

৭। কাহারও মতে সরস্বতীদেবীই রামানুজ ভাষ্য পড়িয়া “শ্রীভাষ্য” নাম রামানুজের “ভাষ্যকার” নাম দেন ।

৮। কাহারও মতে শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইতে বহুদিন অতীত হয়, অর্থাৎ ইহার অঙ্কতা আরোগ্য হইলে শেষ হয় ।

\* আচার্য্য রামানুজের শিষ্যসেবকের একটা তালিকা পণ্ডিত শ্রীনিবাস হরিশ্চন্দ্র গ্রন্থে আছে, নিয়ে তাহাই প্রদত্ত হইল । (১) ছোত্তাই নম্বি, আলবানুরের পুত্র



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৩১

দ্বিঘটনার কাঞ্চীপুরে আচার্য্য রামানুজ ।

কিন্তু ত্যাগ করিয়া আচার্য্য সশিষ্য প্রথমে চোলরাজ্যে প্রবেশ  
করেন। এখানে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে আচার্য্য কাঞ্চীপুরে আসিলেন  
কিন্তু কাঞ্চীপতি বরদরাজ ভগবানের দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট  
গুরুদ্বিজের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ভক্ত বাহ্য করিবেন  
কিন্তু ভগবানের অনুমতি ভিন্ন করিতে পারেন? অতঃপর  
সেই যবতীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতবর্গের দর্প খর্ব্ব করিয়া

ব্রহ্মপুত্র (৩) বামুন, গোপ্তীপূর্ণের পুত্র; (৪) হুন্দররাহ, মালাধরের পুত্র;  
ব্রহ্মপুত্র (৫) পলাশর এবং তাঁহার ভ্রাতা, আলবানের পুত্র;  
ব্রহ্মপুত্র (৬) মধ্যমার্ঘ্য; (৭) গোমথার্ঘ্য; (৮) তিরুকো-  
ব্রহ্মপুত্র (৯) তিরুমোহর আলবান; (১০) পিল্লাই আলবান; (১১)  
ব্রহ্মপুত্র (১২) বিকুচিন্ত; (১৩) নরীচ্যার্ঘ্য; (১৪) নেয়ুন্নালাবান;  
ব্রহ্মপুত্র (১৫) অনন্তার্ঘ্য; (১৬) বেদান্তী আলবান; (১৭) কোইল আলবান;  
ব্রহ্মপুত্র (১৮) হরণপুর্নার্ঘ্য (১৯) গোবিন্দ; (২০) প্রণতান্ত্রিহর; (২১)  
ব্রহ্মপুত্র (২২) ইচ্ছাষাডি আচ্চান; (২৩) কোঙ্গিলাচ্চান; (২৪) ইচ্ছান্বাডি জীয়ার;  
ব্রহ্মপুত্র (২৫) সন্তান পিল্লাই জীয়ার; (২৬) তিরুভেল্লারি জীয়ার;  
ব্রহ্মপুত্র (২৭) তিরুনাগরি পিল্লাই; (২৮) কারাঞ্জি সোমবাজী;  
ব্রহ্মপুত্র (২৯) নম্বি করুণ্ডেবার; (৩০) দেবরাজ ভট্টার; (৩১)  
ব্রহ্মপুত্র (৩২) পিল্লান; (৩৩) ভল্লালার; (৩৪) আহরী পেরুমাল;  
ব্রহ্মপুত্র (৩৫) মুনিপেরুমাল; (৩৬) অম্মঙ্গি পেরুমাল; (৩৭) মারুতি  
ব্রহ্মপুত্র (৩৮) শ্রীরাম ক্রতুনাথার্ঘ্য; (৩৯) জীয়ারাগুন; (৪০)  
ব্রহ্মপুত্র (৪১) ইমুরি পিল্লাই আগুন; (৪২) পেরি আগুন; (৪৩) আগুন  
ব্রহ্মপুত্র (৪৪) অম্মঙ্গি কনিষ্ঠ কুরিঞ্জিপুরবাসী; (৪৫) অম্মঙ্গি আগুন; (৪৬) আল-  
ব্রহ্মপুত্র (৪৭) দেবরাজ মুনি; (৪৮) তোণ্ডানুর নম্বি; (৪৯) মুকুড়ুর নম্বি;  
ব্রহ্মপুত্র (৫০) তিরুক্কুন্ডুগুডি নম্বি; (৫১) কুরুভ নম্বি; (৫২) মুড়ুস্বাই  
ব্রহ্মপুত্র (৫৩) বন্ধিপুরুন্ডু নম্বি; (৫৪) পরাঙ্কুশ নম্বি; (৫৫)  
ব্রহ্মপুত্র (৫৬) বরদার্ঘ্য; (৫৭) উৎকল অম্মাল; (৫৮) ছোত্তাই অম্মাল;  
ব্রহ্মপুত্র (৫৯) কোমাপ্পুর পিল্লাই; (৬০) কোমাপ্পুর ইল্লাবল্লী;  
ব্রহ্মপুত্র (৬১) পিল্লান আকটদেশীয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী শিষ্য  
ব্রহ্মপুত্র (৬২) কোথী অর্থাৎ জীশিত্তা—৩০০ এবং ব্রাহ্মণের শিষ্য অসংখ্য।

আচার্য্য ভূতপুরী দর্শনার্থ প্রস্থিত হইলেন। বাঁহারা বাল্যে রামানুজ দেখিয়া ছিলেন, আজ তাঁহারা আচার্য্যের এই শিষ্যার্থ্য দেখিয়া বড় পরনাই চমৎকৃত হইলেন।

ভূতপুরীতে আচার্য্য রামানুজ ।

ভূতপুরী রামানুজাচার্য্যের জন্মভূমি। এখানে আদিকেশব জগদেবতা। আচার্য্য এখানে আসিয়া সর্বাগ্রে আদিকেশব জগদেবতাকে দর্শন করিলেন। অতঃপর নিজ বিশিষ্টাঙ্ঘ্রিত সিদ্ধান্ত সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। ভূতপুরীবাসী রামানুজের এই মাহাত্ম্য দেখিয়া এবং ভক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পরম অপ্যায়িত হইলেন। কিন্তু সর্বদা তাঁহাদের আনন্দের বিষয় হইল এই যে, তাঁহাদের গ্রামের দূরে আজ এই জগদগুরুর আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতানুযায়ী ভগবদবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

কুন্তকোণে আচার্য্যকর্তৃক স্বমতপ্রচার।

ভূতপুরী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য রামানুজ কুন্তকোণে যাত্রা করিলেন। কুন্তকোণে এ সময় বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। রামানুজ ইহাদিগের সকলের নিকট বিশিষ্টাঙ্ঘ্রিত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ভগবচ্ছরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন। আচার্য্যের বিবরণ লোকই আচার্য্যের মত গ্রহণ করিলেন এবং কেহই আচার্য্যের কোন কথাই বলিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর নিকটবর্তী সমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য্য তিরুভালি তিরুনাগরীতে উপস্থিত হইলেন।

তিরুভালি তিরুনাগরীতে আচার্য্য ও পেরিয়া রমণী।

“পরকাল” নামক এক ভক্তপ্রবরের জন্মস্থান বলিয়া এই সমাজের নিকট বড়ই আদরণীয়। আচার্য্য একদিন এই



হরি পরিত্রাণ করিতেছেন এমন সময় একটা পেরিয়া ( অত্যন্ত নীচ  
 ) রদণীকে দেখিয়া তিনি তাহাকে একপার্শ্বে বাইতে বলিলেন ।  
 রদণী কোন দিকেই না সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“যতিরাজ !  
 কোন দিকে বাইব ? সম্মুখে ব্রাহ্মণোত্তম আপনি, পশ্চাতে  
 শঙ্করপুত্র, দক্ষিণভাগে তিরুমনন কোল্লাই—যেখানে “পরকাল”  
 হইতে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অথবা ঐ অশ্বখবৃক্ষ—যাহার উপর  
 করিয়া “পরকাল” সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, আর বামভাগে  
 হৈতানিপতি অবস্থিত । বলুন—আমি কোন দিকে যাই ।”

আচার্য্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত, ভক্তপূজার ব্যবস্থা ।

আচার্য্য লজ্জায় অধোবদন । আচার্য্য ভাবিলেন—যিনি সর্বত্র  
 তাহার ভক্তকে দেখেন, তাঁহা অপেক্ষা মহাদ্ব্যক্তি আর কে  
 তাহা অপেক্ষা পবিত্রাত্মা আর কে হইতে পারেন ? কিন্তু  
 ইহতভাগ্য যে ইহাকে চিনিতে পারি নাই । এই ভাবিয়া  
 বিনীতভাবে বলিলেন—“দেবি ! আমার ক্ষমা করুন, আমি  
 নিকট যাবপরনাই অপরাধী । জাতি কুল ও বিজ্ঞাভিমান  
 করিয়া ফেলিয়াছে । এই উপবীতাদি এই ইহতভাগ্য সন্ন্যাসীর  
 আপনাই যোগ্য । আমার একান্ত প্রার্থনা আপনি  
 ভগবৎসমীপে অবস্থিতি করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কল্যাণ  
 করুন ।”

আচার্য্য আর কি বলিবেন ? তিনি আচার্য্যের নিকট যাহা  
 পাইতে পারেন তদপেক্ষা অধিকই পাইলেন । বস্তুতঃ, আচার্য্যের  
 ভক্তিভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন ।

গানেশপথে বুধভাদ্রিতে আচার্য্যকর্তৃক স্বমতপ্রচার ।

আচার্য্য বুধভাদ্রি তীর্থে ( মাছুরার

পাঁচক্রোশ উত্তরে) আসিলেন । এখানে আসিয়া আচার্য ভগবান্ ক্রমঃ  
বাহ্যর যথাবিধি পূজা করিলেন এবং জনসাধারণমধ্যে ভাগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য  
প্রচার করিলেন ।

মাছুরাতে আচার্যকর্তৃক স্বমতপ্রচার ।

বৃষভাদ্রি হইতে আচার্য রামেশ্বরভিমুখে যাত্রা করিলেন ।  
মধ্যে সর্বত্র বিশিষ্টাঙ্গৈত সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া  
করিতে চলিলেন । সকলেই আচার্যের উপদেশে কৃতার্থ হইতে লাগিলেন ।

এইরূপে আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনী লইয়া ক্রমে মাছুরা নগর  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এখানে মীনাক্ষীদেবীর পূজা মহাসমারোহে  
হয় । আচার্য এখানে দর্শনীয় তীর্থগুলি দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডল  
স্বমত প্রচার করিলেন এবং “সঙ্গমের” ( শৈব ? ) তামিল ভাষায়  
পরাজয় করিলেন ।

শ্রীভিল্লিপত্তুরে আচার্যকর্তৃক স্বমতপ্রচার ।

মাছুরা হইতে আচার্য শ্রীভিল্লিপত্তুরে আসিলেন ।  
পেরি আলবার বা বিষ্ণুচিহ্ন এবং রঙ্গমন্দির ও অণ্ডালের স্থান  
প্রসিদ্ধ । আণ্ডাল আচার্যকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া  
আচার্য এখানে স্বমত প্রচার করিয়া কুরুকুর তীর্থে যাত্রা করিলেন ।

কুরুকুরে আচার্যকর্তৃক ভক্তসম্বর্ধন ।

কুরুকুরের পথে চিঞ্চাকুটী গ্রামে আসিয়া আচার্য একটা বালিকা  
জিজ্ঞাসা করেন—“কুরুকুর কতদূর ?” বালিকাটী বলিল—  
নহে, ডাকিলে শুনা যায় । কেন, আপনি কি সহস্রগীতি পড়েন ?  
আচার্য বলিলেন কেন ? সহস্রগীতির মধ্যে এ কথা আছে  
বালিকাটী হাসিয়া সহস্রগীতির একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিল ।  
বালিকার পবিত্র দিব্যভাব দেখিয়া আতিশয় বিস্মিত হইলেন ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৩৫

করিতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ।  
সম্মান করিতে আচার্য্য সর্বদাই সকলের অগ্রণী ।

ভক্তিপ্রভাবে শূদ্র বা চণ্ডালপাছুকাও পূজনীয় ।

নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আচার্য্য শশিষ্য মহামুনি  
পাছুকা দর্শনে চলিলেন । এই শঠকোপ, (শূদ্র বা) চণ্ডালবংশ-  
হইলেন । কিন্তু ভক্তির প্রভাবে ইহার পাছুকা আজ আচার্য্যের শ্রায়  
ব্রাহ্মণেরও পূজ্য হইয়াছে । ভক্তকুলতিলক ব্রাহ্মণ মধুরকবি,  
ভক্তিপ্রবাহবশতঃ এই পাছুকাকে নিজ নামে অভিহিত করিতেন ।  
এই পাছুকার নাম মধুরকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ।

আচার্য্যের দীনতা ও গুরুভক্তি ।

এই আচার্য্য এই পাছুকাসমীপে আসিয়া প্রার্থনা করিলেন—যেন  
এই পাছুকা “রামানুজ” নামে প্রসিদ্ধ হয় । আচার্য্যের  
এই প্রার্থনা দৈববাণীদ্বারা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হইল ।  
আচার্য্যের ইচ্ছা হইল—তাঁহার কোন শিষ্যকে শঠকোপ-  
অভিহিত করিবেন । শ্রীশৈলপূর্ণের পুত্র পিল্লান এজন্ত প্রার্থী হইলেন ।  
মহাত্মা আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবধি শঠকোপনামে  
করিলেন । এই শঠকোপের মতই যে আচার্য্যের মতের  
ইহা আচার্য্য এখানে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন । আচার্য্যের  
ভক্তিপ্রভাব ও দীনতা দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন ।

তিরুক্কুরুঙ্গুড়িতে ভগবান্কে উপদেশদান ।

শূদ্র হইতে আচার্য্য তিরুক্কুরুঙ্গুড়ি আসিলেন । \* আচার্য্য  
ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণযুগলে  
হইয়া তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ভক্তের

ভক্তিপ্রবাহ তিনেভেলি হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ।

মহিমা বুঝিবে কে!—ভগবান্ আচার্যকে সম্বোধন করিয়া  
পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—“আচ্ছা যতিরাজ! আমরা ত সম্ভবতঃ  
এই ধরাধামে অসংখ্যবার অবতীর্ণ হইয়াছি এবং মানবদেহ  
সংপথে আনিবার জন্ত কতই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে  
আস্থরপ্রবৃত্তি কিংবা অজ্ঞানতা দূর করিতে পারি নাই। কিয়ৎ  
কি করিয়া ইহাতে সাফল্য লাভ করিলে? ইহার রহস্য কি—হে  
বলিতে হইবে।”

পরিহাসকুশল আচার্য, ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিলেন এবং  
হাস্ত করিয়া বলিলেন—“হাঁ, আপনি যদি যথার্থই জানিতে  
তাহা হইলে বলিব বৈ কি? আমি কাহাকেও বিমুগ্ধ করি না।”

ভগবান্ বলিলেন—“যথার্থই আমরা ইহা বিস্মৃত হইয়াছি।  
আস্থন, আমার পার্শ্বে এই আসনে বসুন ও বলুন।”

আচার্য মনে মনে নিজগুরু মহাপূর্ণকে সেই আসনে বসাই  
এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া ভগবানের কাণে কাণে সর্ব  
সত্যদ্বয় বলিলেন। ভগবানও ইহা শিষ্যের ন্যায় অতি ভক্তি  
শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন—“আমি আজ হইতে রামানুজাচার্যের  
গ্রহণ করিলাম।” আচার্যই বা পরিহাসে পশ্চাৎপদ হইবেন  
তিনিও বলিলেন—“আমি আজ হইতে আপনাকে “শ্রীবৈষ্ণব”  
বলিয়া ডাকিব।”

অতঃপর ভগবানেরই আদেশে আচার্যকে শোভাযাত্রা করিয়া  
প্রদক্ষিণ করান হইল। আচার্য তখন মন্দিরে আসিয়া ভগবানকে  
পতিত হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—“ভগবন্! দাসের  
এই বার মার্জ্জনা করুন। আপনার তুষ্টির জন্ত আপনার দাস  
ব্যবহার করিয়াছি।”



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৩৭

ভগবান্ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—“ভালই করিয়াছ, আমি  
করি—তোমার দিগ্বিজয়যাত্রা সকল হউক ।” ভগবানকে স্মৃণী  
করিত্ত হইলেন । যাহা হউক, এইরূপে আচার্য্য ভগবানের  
স্মরণ নইয়া কেবল অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

অনন্তশয়নে পাঞ্চরাত্রপ্রথাপ্রবর্তনে বিকল প্রয়াস ।  
ভগবানের রাজধানী ত্রিভাণ্ড্রাম । এখানে ভগবান্ অনন্তশয়ন  
করিতেছেন । আচার্য্য ত্রিকুরুক্ষুড়ি হইতে ধীরে ধীরে এই অনন্ত-  
শয়ন আসিলেন ।

ভগবান্ আচার্য্য দেখিলেন—ভগবানের পূজা পাঞ্চরাত্রমতে  
করিত্ত । বহু পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখকমলনিঃসৃত । তিনি  
পূরোহিতবর্গ নম্বুরী ব্রাহ্মণগণকে এই পাঞ্চরাত্রমতে পূজা  
করিতে বলিলেন । কিন্তু বহুদিনের সংস্কার কি কেহ সহজে  
চ্যুত করিবে? পূরোহিতগণ আচার্য্যের কথায় কর্ণপাত করিলেন না ।  
আচার্য্যও ছাড়িবার পাত্র নহেন । তিনি ইতিমধ্যে দেশীয়  
ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া ফেলিলেন এবং একটি মঠও স্থাপন করিলেন ।  
ভগবানের পাঞ্চরাত্রমতপ্রবর্তনে সকলকে বাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।  
ভগবান্ নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষই অবলম্বন করিলেন এবং  
নিমিত্তবাহ্য অর্দ্ধকোশদূরে সিদ্ধনদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের  
নিবাস দিলেন ।

ভগবানকর্তৃক আচার্য্যসেবা ।  
ভগবান্ নিজাভঙ্গে অপরিচিত স্থান দেখিয়া প্রিয় শিষ্য নম্বিকে  
স্মরণ করিতে লাগিলেন । আচার্য্যের বিষয়—তখনই নম্বি আসিয়া  
হইলেন । অনন্তর নম্বি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তত্রত্য দেবমন্দিরে  
গমন করিলেন । নম্বির প্রবেশ করিয়া আচার্য্য দেখিলেন যে, তাঁহার

শিষ্য নম্বি আর কেহই নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দেববিগ্রহ। দেখিতে 'নম্বি'দেববিগ্রহে বিলীন হইলেন।

অতঃপর আচার্য আর অনন্তশয়নে পাঞ্চরাত্রপ্রথাপ্রবর্তনের প্রয়াস করিলেন না। তিনি সমুদ্রকুলাবলম্বন করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থ করিলেন।

পশ্চিমদক্ষিণকূলে দক্ষিণামূর্তিকর্তৃক শ্রীভাষ্যপ্রণয়ন।

অনন্তশয়ন হইতে সমুদ্রকুল ধরিয়া কিয়দূর উত্তরাভিমুখে আসিয়া আচার্য সর্বজনপূজিত মহাত্মা দক্ষিণামূর্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। মহাত্মা দক্ষিণামূর্তি এ সময় সর্বপ্রধান পণ্ডিত বর্গের সকলের নিকট বিবেচিত হইতেন। কি দ্বৈতবাদ, কি বিশিষ্টাধৈতবাদ এবং কি অদ্বৈতবাদ—সকল বাদেই তাঁহার পণ্ডিত্য অগাধ ছিল, এবং সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতই তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

আচার্য ইহার নিকট আসিয়া কিছুদিন ইহার সঙ্গ করিলেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। এই সময় আচার্য ইহাকে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যখানি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার বার্থাভিধান জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাত্মা দক্ষিণামূর্তি আচার্যের ভাষ্যখানি দেখিয়া বলিলেন—“আপনার ভাষ্যের সহিত যদি শঙ্করভাষ্যের তুলনা করা যায়, তাহা হইবে শঙ্করভাষ্য—পঙ্কিলজলময় রত্ন এবং আপনার ভাষ্যখানি—নির্মল সলিলান্তর্গত উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। মহাত্মা দক্ষিণামূর্তিকে সকলেই

\* এই দক্ষিণামূর্তি কে—তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। তত্ত্বসারায়ণ নামক গ্রন্থের মধ্যে যে দক্ষিণামূর্তির ভাষ্যের কথা শুনা যায় ইনি রচয়িতা। তত্ত্বসারায়ণ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ইহা হইতে দেখি নাই।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৩৯

অংশ বলিয়া জ্ঞান করিত, আচার্য্য তাহার মুখে এই প্রশংসা  
 দ্বারা পরনাই আনন্দ অনুভব করিলেন ।

কাশ্মীরাভিমুখে ভারতের নানাতীর্থদর্শন ।

কাশ্মীরের স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য সশিষ্য উত্তরাভিমুখে  
 যাত্রা করিলেন । পশ্চিমধ্যে নানা তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে  
 তিনি মহারাষ্ট্র দেশে আসিলেন । এখানেও নানা তীর্থ দেখিতে  
 গিয়া ক্রমে তিনি গুজরাট দেশে আসিলেন ।

গুজরাটে গির্গার পর্বতে আসিয়া মহামুনি দত্তাত্রেয়ের স্থান এবং  
 নানা তীর্থগুলি আচার্য্য দর্শন করিলেন । গির্গার পর্বত পরিত্যাগ  
 করিয়া আচার্য্য ক্রমে দ্বারকা তীর্থে আসিলেন । দ্বারকায় ভগবদ্-  
 দর্শন করিয়া ভগবানের অপরাপর লীলাক্ষেত্রগুলি দর্শন করিতে  
 গেলেন । অনন্তর মথুরা, বৃন্দাবনপ্রভৃতি দর্শনার্থ তিনি পূর্বাভিমুখে  
 যাত্রা করিলেন ।

এখান মধ্যপথে—পুষ্করতীর্থ । আচার্য্য তাহারও দর্শন করিয়া ক্রমে  
 বৃন্দাবন ও মথুরায় আসিলেন এবং গোকুল প্রভৃতি তথাকার  
 স্থানগুলি দর্শন করিয়া যমুনার তীর অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে  
 যাত্রা করিলেন । প্রয়াগের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া আচার্য্য গঙ্গাতীর  
 পৌরীতে কাশীধামে আসিলেন এবং কাশীধামের দর্শনীয় স্থানগুলি  
 দর্শন করিয়া আচার্য্য গঙ্গাতীরাবলম্বনে আবার পশ্চিমোত্তরাভিমুখে  
 যাত্রা করিলেন ।

এখান গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থগুলি দেখিতে দেখিতে আচার্য্য ক্রমে  
 উত্তরাভিমুখে উপস্থিত হইলেন এবং হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ,  
 নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগের মধ্য দিয়া ক্রমে বদরিকাশ্রমে  
 উপস্থিত হইলেন ।

বদরীক্ষেত্রে আচার্য।

বদরীক্ষেত্রে আসিয়া আচার্য নর ও নারায়ণ ঋষির দর্শন করিলেন এবং জনসাধারণের নিকট “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র অতি বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন। এই স্থানে তিনি নৃসিংহ নামক এক ভক্তকে সেনাপতি নামে অভিহিত করেন। ইনি কিছু দিন আগুনের শিষ্য হন। এই ভাবে আচার্য কয়েক দিন বদরিকাশ্রমে থাকিয়া আবার ভারতের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং যীশ্বরে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শারদাপীঠে ভাষ্যকার উপাধিলাভ।

পশ্চিমধ্যে ভট্টিমণ্ডপ নামক (লাহোরের নিকট) স্থানে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া আচার্য কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আচার্য কাশ্মীরের নানা তীর্থস্থান দেখিতে ক্রমে শারদাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শারদাক্ষেত্রে এ সময়ও বিদ্যার জন্ম বিখ্যাত ছিল। এখনও বিদ্যার জন্ম উপাধিলাভের বিদ্যামান ছিল। শারদাদেবী এখনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রবেশ হন, অথবা অলক্ষিতভাবে থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। প্রভাবে এখনও তিনি অদৃশ্য হন নাই।

শারদাদেবীর স্থানটী এ সময়ও শারদাপীঠ নামে অভিহিত হইত। আচার্য এই শারদাপীঠে আসিলে স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত আচার্য তুমুল বিচার হয়। কিন্তু বিচারে পণ্ডিতগণই পরাজিত হন। ভগবতীর সমীপে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

আচার্য দেবীর সমীপে আসিবামাত্র ভগবতী ভরতীদেবী আচার্যকে অভ্যর্থনা করেন। আচার্য কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মত্বের ভাষ্যখানি ভগবতীর হস্তে দেন এবং তাঁহার অভিমত বিজ্ঞান



আচার্য্যরচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য খানি আত্মোপাস্ত অবলোকন  
করেন এবং যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া আচার্য্যকে নানা প্রশ্ন করেন।  
তিনি আচার্য্যকে ছান্দোগ্যোপনিষদের “কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্”  
শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। আচার্য্য যে ব্যাখ্যা যাদব-  
বংশের ঙ্গাইয়াছিলেন এখনও তাহাই করিলেন।

যদ্যদেবী আচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলেন এবং  
অনন্তরতানিধিনি করিয়া বলিলেন—“তুমিই বথার্থ শ্রুতির মন্ত্র  
সিদ্ধি। তুমিই বথার্থ ভাষ্যকার নামের যোগ্য। তুমি এখন হইতে  
ইহাবঙ্গর নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। আমি তোমাকে  
ইহাবঙ্গর ভগবদ্ বিগ্রহ দিতেছি, তুমি ইহার উপাসনা করিও, তোমার  
মন হইতে অপূর্ণ থাকিবে না।”

আচার্য্য, ভগবত্তীর এতাদৃশ অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া অতিশয়  
সন্তুষ্ট হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে বলিলেন—“মাতঃ! আমি  
কেন এই দয়ার যোগ্য নহি। আমার ব্যাখ্যার মধ্যে এমন কিছুই  
নাই, বাহাতে আপনি এতদূর প্রশংসা করিতে পারেন।”

তিনি বলিলেন—“না, বৎস! তোমার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর এবং অতি  
সুন্দর হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও এইস্থানে এই শ্রুতিরই ব্যাখ্যা  
করিতেন। কিন্তু আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।  
তুমিই ভাষ্যকার নামের যোগ্য।”

বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহ ।

আচার্য্য পূর্বাচার্য্যগণকর্তৃক রচিত বোধায়নবৃত্তির সংক্ষিপ্তসার  
ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধায়নবৃত্তির  
সংক্ষিপ্তসার নাই। গুরুমুখে শুনিয়া ছিলেন—কাশ্মীরে শারদাসদনে সেই  
বৃত্তি আছে। এক্ষণে তাহার ইচ্ছা হইল—সেই বোধায়নবৃত্তি

সংগ্রহ করিবেন। তিনি শারদামাতাকে বলিলেন—“মাতঃ! শুনিলে  
আপনার ভাণ্ডারে ব্রহ্মসূত্রের বোধায়ন বৃত্তি আছে। ব্যাসাশিষ্য বোধায়ন  
ঋষির রচিত বলিয়া তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক, আমি তত্ত্বের  
অনুসারে ভাষ্য রচনা করিয়াছি। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে  
উহা আমাকে প্রদান করুন।

শারদাদেবীর আচার্যকে অদেয় কি আছে? তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ  
পূজকগণকে তাহা দিতে আদেশ করিলেন। বোধায়ন বৃত্তি আচার্যের  
বড় আদরের বস্তু। আচার্য এবং তাঁহার শিষ্য কুরেশ উভয়েই কয়েক  
দিনের মধ্যে তাহা একবার পড়িয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার মনে  
এই বৃত্তির অনুযায়ী হইয়াছে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। আচার্যের  
ইচ্ছা—বোধায়ন বৃত্তি লইয়া যান, কিন্তু তাহা—পণ্ডিতগণের ইচ্ছা নয়।  
তথাপি ভারতীর দেবীর আদেশের উপর তাঁহারা আর কি করিলেন।  
আচার্য বোধায়ন বৃত্তি লইয়া ভগবতীকে প্রণাম করিয়া কাশ্মীরের প্রাচীন  
নগরী শ্রীনরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কাশ্মীর পণ্ডিতগণের অভিচার।

ক্রমে এই সংবাদ রাজ্যের কর্ণগোচর হইল। রাজা আচার্যের  
গ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া পড়িলেন। ইহাতে  
তত্রত্য পণ্ডিতগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা এই প্রাধান্য  
হারাইয়া অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা আচার্যের প্রাণবধার্থ প্রস্তুত হইলেন।  
কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। আচার্যের কোন অনিষ্ট না হইলে  
পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইয়া গেলেন। তাঁহারা উলঙ্গ হইয়া রাজ্যের  
ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লগিলেন এবং পরস্পরে পরস্পরের  
সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন।



আচার্যের যদি ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার শাস্তির  
আচার্যের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।

আচার্য বলিলেন—“মহারাজ ! ইহা আমার উপর তাঁহাদের কৃত  
অক্রিয়ের ফল । আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করি নাই ।  
কিন্তু যে অভিচার করিয়াছেন, তাহা আমার উপর ফলিতে পারে  
কিন্তু তাহা তাঁহাদেরই অনিষ্ট করিয়াছে । অভিচার ক্রিয়ার  
ইহা ঐ ফলিবেন ।”

আচার্যের ক্ষমায় রাজা আকৃষ্ট ।

তথাপি আচার্যকে পণ্ডিতগণের মঙ্গলের জন্য অনুরোধ  
করিলেন । দায়ার নাগর আচার্য নিজ পাদোদক ছিটাইয়া  
স্বয়ং নিরাময় করিলেন । ইহাতে রাজা আচার্যের প্রতি আরও  
হইয়া পড়িলেন, এমন কি কিরিবার পথে বহুদূর পর্যন্ত আচার্যের  
স্মৃতি ছিলেন ।

আচার্যের নিকট হইতে বোধায়ন বৃত্তির অপহরণ ।

অপর্যায় শারদাদেবীর নিকট হইতে বোধায়ন বৃত্তি লইয়া চলিয়া  
ছিলেন—পণ্ডিতগণের ইহাও আচার্যের উপর একটা বিরক্তির  
সূচক ছিল । রাজা আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন, সুতরাং তিনি যে  
কিছু বাধা দিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে । আর অভিচারের ফলে  
স্বয়ং কতিপয় পণ্ডিতের যে দুর্দশা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারাও  
কিছু বাধা দিবেন তাহাও তাঁহাদের সাহস হইতেছে না ।  
পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন—দস্যুবৃত্তিরদ্বারা উহা অপহরণ করিতে  
কিন্তু তাহারই বা সুবিধা কৈ ? রাজা স্বয়ং তাঁহাকে তাঁহার পথে  
রোধ দিতেছেন । বাহা হউক তথাপি তাঁহারা চেষ্টা পরিত্যাগ  
করেন না ।

কাশ্মীররাজ কিছুদূর পর্যন্ত আচার্যের সঙ্গে আসিয়া প্রত্যাহার করিলেন। এইবার পণ্ডিতগণের স্বেচ্ছা হইল। তাঁহারা এক এক কালে আচার্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বোধায়ন বৃত্তি লইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া আচার্য দেখিলেন—তাঁহার বোধায়ন বৃত্তি নাই। তিনি ইহাতে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া ভগবন্তীলামাহাত্ম্য করিতে লাগিলেন। কুরেশ ইহা দেখিয়া বলিলেন—“ভগবন্! হৃৎক্লেশে দুঃখিত হইতেছেন কেন? আপনার আশীর্বাদে উহা আনন্দ হইয়া গিয়াছে। বলুন—আপনি কোন্ স্থল গুনিবেন?”

আচার্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“আচ্ছা, তুমি আদি হইতে দেখি, উহা ঠিক তোমার স্মৃতিপটে আছে কি না? কুরেশ বলিলেন, আচার্য গুণিতে লাগিলেন। আচার্য দেখিলেন—কুরেশ একটা বর্ণও ভুল হইতেছে না। আচার্য কুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং তদনুসারে পুনরায় ভাষ্যখানি পরিপুষ্ট করিয়া ভক্তের সহায় ভগবান! ভগবৎকৃপায় ভক্তের কোন অভাবই নাই। ভগদভক্তির ফলে প্রথমেই অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।\*

অবোধ্যভিমুখে আচার্য।

কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য আবার ভারতের সমস্ত পদার্থ করিলেন এবং নানা তীর্থ ও নানা নগরী প্রভৃতি দেখিতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া আচার্য ক্রমে পূর্বাভিমুখে অবোধ্য চলিলেন। পথিমধ্যে নৈমিষারণ্য। আচার্য ইহাও দর্শন করিয়া এবং ধীরে ধীরে অবোধ্যাপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

\* এ সম্বন্ধে নানা নতভেদ আছে। ইতিপূর্বে কিছু তাহার প্রদত্ত হইয়াছে।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৪৫

হুয়াখার আচার্য্য ভগবন্নীলার স্থলগুলি দর্শন করিয়া মিথিলায়  
এবং মিথিলার দর্শনীয় স্থলগুলি দেখিয়া গয়াধামাভিমুখে  
হইলেন ।

হুয়াখার তীর্থগুলি দর্শন করিয়া আচার্য্য বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে  
স্নান করিলেন এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে জগন্নাথ-পুরীর  
দিকে যাত্রা করিলেন । সর্বত্রই আচার্য্য বিশিষ্টাষ্ট্বেতসিন্ধান্ত এবং  
স্বর্গের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন । এমন কেহই ছিলেন  
না আচার্য্যের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতিবাদ করেন ।

জগন্নাথধামে আচার্য্যকর্তৃক পাঞ্চরাত্রমতপ্রবর্তন ।  
স্নান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য ধীরে ধীরে জগন্নাথধামে  
হইলেন । এখানে আচার্য্য অন্তমতবাদিগণকে বিচারে পরাজিত  
করিয়া ভগবৎপূজার প্রচলিত প্রথা উঠাইয়া দিয়া পাঞ্চরাত্র মতের  
প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন । কিন্তু পূজকগণ  
প্রত্যবে অস্বীকৃত হইলেন । আচার্য্যের লোকবল যথেষ্ট,  
কিন্তু তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন  
এবং হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা ভগবানের পূজা হইবে—এই  
করিলেন ।

কিন্তু নিরুপায় হইয়া সকলে সমবেত হইয়া সমস্ত রাত্রি  
সংগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবানের কোনও  
প্রভাভ হইল না । প্রভাত হইল, আচার্য্য রামানুজও ভগবানের  
পূজার বিধি প্রচলনের জন্য উপস্থিত হইলেন ।

ভগবান্ উভয়সঙ্কেটে পড়িলেন এবং অবশেষে রামানুজকেই  
বলিলেন । কিন্তু রামানুজ বৈষ্ণবমতপ্রচারে বদ্ধপরিকর ।  
কিন্তু রামানুজকে অসন্তুষ্ট করিয়াও পাঞ্চরাত্র মতপ্রচলন করিতে ইচ্ছুক ।

হুতরাং তিনি ভগবানের আদেশ প্রতিপালনে অনন্ত হইল।  
ভক্তের জোর ভগবানের উপর বত হয়, এত আর কাহার উপর হয়!

ওদিকে পুরোহিতগণও পূজার্থ সমাগত। আচার্য তখন বনপ্রস্থান  
ইচ্ছা না করিয়া রাজশক্তি প্রার্থনা করিলেন। রাজাদেশে পূজা  
পরিবর্তিত হইলে পুরোহিতগণ আর কি করিবেন?

বাহা হউক এদিনও পূর্বপ্রথমতেই পূজা হইল। ভগবান, রামানুজ  
এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি গরুড়কে বলিলেন,—  
গরুড়! অত্ন রাত্রে তুমি রামানুজকে নিদ্রিতাবস্থার ঈর্ষ্য  
রাখিয়া আইস, নচেৎ পূজকগণের মহা বিপদ। আমি আর তা  
কাতর ক্রন্দন দেখিতে পারি না।”

আচার্য কুর্নক্ষেত্রে।

রাত্রি আসিল; আজ্ঞাবহ খগরাজ গরুড় তাহাই করিল  
রামানুজ জাগরিত হইয়া দেখেন—তিনি এক অপরিচিত স্থানে  
সম্মুখে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া তিনি একেবারে কিংকর  
হইয়া পড়িলেন—তিনি ইহার কিছুই রহস্তভেদ করিতে পারিলেন  
এ দিকে তিলকচন্দনপ্রভৃতির অভাববশতঃ সেই দিন অস  
তিলকাদিধারণও হইল না। অগত্যা আচার্য উপবাসী থাকিয়া  
ভগবৎস্মরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি আসিল, তিনি তদবস্থাতেই নিদ্রিত হইলেন  
দেখিতে লাগিলেন, ভগবান্ বরদরাজ যেন বলিতেছেন,—“রামানুজ  
যে শিবলিঙ্গ দেখিতেছ, উহা আমার কুর্নরূপ, লোকে না জানিয়া  
শিবলিঙ্গ মনে করিয়া পূজা করে, তুমি ইহাতে আমার পূজা  
কর; আর ঐ যে অদূরে জলপ্রবাহ দেখিতেছ, ঐ স্থানে  
দেখিবে, উহাতেই উর্ধ্বপুণ্ড্র চিহ্ন ধারণ কর এবং এখানে



জগন্নাথ তোমার শিষ্যগণকে অচিরে এখানে প্রেরণ

করান। এদিকে জগন্নাথ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শিষ্যগণকে আচার্যের কুর্মক্ষেত্রে অবস্থিতির সংবাদ দিলেন। এর কয়েকদিন পরে শিষ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বিকৃতীর্থে পরিণত করিলেন এবং তৎপরে দক্ষিণাভিমুখে ইচ্ছাশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সিংহাচলে গরুড়াজিতে আচার্য।

এই আদিয়া আচার্য মহা সিংহাকৃতি ভগবানের অর্চনা ও স্বমত প্রচার এবং গরুড়াজিতে আসিয়া অহোবিল মন্দিরে নরসিং-প্রর্ভেদ করিয়া স্বমতপ্রচার ও একটা মঠ নির্মাণ করাইলেন।

শোলিঙ্গাদে আচার্য।

এই আদিয়া আচার্য সাধারণের মধ্যে নৃসিংহদেবের পূজা এবং ইচ্ছাশ্রম প্রচার করিলেন।

গুয়ারান্দল বা তৈলঙ্গদেশে আচার্য।

এই আচার্য “পালনার” মূর্তিতে ভগবানের পূজাপ্রচার ও পরমতবিজয় প্রচার নিম্নমত প্রচার করিলেন।

ত্রিকাল বা চিকাকোলে আচার্য।

এই আচার্য বনভূমি পূজা ও তাঁহাকে “তেলেগুরায়” করিলেন।

সিংহাচলে দেববিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া প্রচার।

এ নবর ভগবদ্বিগ্রহ—বিষ্ণুমূর্তি কি শিবমূর্তি?—এই বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে মহা বিবাদ চলিতে ছিল। আচার্য ইচ্ছাশ্রম কিছু পূর্বে অনন্তাচার্যকে এখানে পাঠান এবং

তাঁহার দ্বারা বিষ্ণুপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু শৈবগণ এই বিগ্রহকে শিব বলিয়া পূজা করিতেন । এক্ষণে তিনি আনিয়া ইহার একটা নিষ্পত্তি করিতে অভিলাষী হইলেন । সকলকে বলিলেন—“দেখ, শিব ও বিষ্ণু এই উভয় দেবতার রাত্রিকালে মন্দিরমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হউক, প্রাতে ভগবানের যে অস্ত্রাদি শোভা পাইবে, তদ্বারাই বিবাদ মীমাংসা করা যাইবে।

রামানুজের এই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন । অনন্তর প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইল ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—প্রাতে সমক্ষে মন্দিরদ্বার উদগাটিত করা হইলে দেখা গেল—ভগবানের শঙ্খচক্রাদিই শোভা পাইতেছে ; ত্রিশূল ডমরুপ্রভৃতি চরণতলে হইয়া রহিয়াছে । শৈবগণ ইহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া অগ্ন্যত্র চন্দ্র এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । পরে রামানুজ ত্রিবিগ্রহের মধ্যে সূবর্ণময়ী লক্ষীমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন । সন্ন্যাসীকে পূজকরূপে নিযুক্ত করিয়া অগ্ন্যত্র গমন করিলেন । ইহা বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া প্রথিত হইয়া আসিতেছে \* ।

শ্রীরঙ্গনের পথে ।

তিরুপতি পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য আবার কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া তথায় বরদরাজের পূজাদি করিয়া ত্রিপিণ্ডেন হইয়া মহরাওকে এই স্থানেই কিছুপূর্বে মহাপূর্ণ আচার্য্যকে দীক্ষিত করিয়া স্মরণ্য এ স্থানটী যে আচার্য্যের চক্ষে মহাপবিত্র হইবে তাহা সন্দেহ কি ?

\* মতান্তরে এখানে বিবাদমীমাংসার জন্ত আচার্য্য নক্ষিকার মূর্ত্তিবাস করিতে কালে চরণান্বত যাইবার প্রণালীর মধ্যদিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহকে বিষ্ণু দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন । সেই হেতু পরদিন প্রভাতে সকলে তাঁহাকে বলিয়া স্থির করেন ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৪৯

পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য তিরুঅহীন্দ্রপুর ( বর্তমান  
হইয়া ক্রমে তণ্ডামণ্ডলে আসিলেন এবং তথা হইতে  
স্বস্থান বীরনারায়ণপুরে আসিলেন । অতঃপর পুনরায়  
স্বয়ংকোটি তীর্থ দর্শন করিয়া স্বস্থান শ্রীরঙ্গমে আসিলেন ।

দ্বিষষ্টিয়াস্তে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন ।

দ্বিষষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন  
যে ভারতে বৈষ্ণবমত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জয়-পতাকা  
উইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । আজ সমগ্র ভারতমধ্যে  
বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রস্থল । আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে  
স্বয়ংকোটি আচার্য্য শ্রীরামানুজকে দেখিবার জন্ত আসিতে  
কত দেশদেশান্তর হইতে কত নরনারী আজ আচার্য্যকে  
জন্ম গৃহ ছাড়িয়া শ্রীরঙ্গাভিমুখে আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা  
উইয়া আচার্য্যের প্রত্যাগমনে শ্রীরঙ্গম এক মহা উৎসবময় স্বর্গ-  
ভূমিতে হইয়া পড়িল ।

বৈষ্ণবশিক্ষার আদর্শপ্রদর্শন ।

কয়েকদিন পরে দৈবানুগ্রহে কুরেশের দুই পুত্র এবং গোবিন্দের  
পুত্রের জন্ম হয় । \* যতিরাজ ইহাদের গৃহে যাইয়া ইহাদের  
পালন ও তাঁহাদের কর্ণে “শ্রীমন্নারায়ণচরণো শরণং প্রপত্তে”  
নারায়ণায় নমঃ” এই মন্ত্র শুনাইয়া বিষ্ণুচিহ্নে তাঁহাদের  
করায়িলেন । আচার্য্য, কুরেশের দুই পুত্রের নাম রাখিলেন—  
স্বয়ংকোটি ও বেদব্যাস ভট্টাচার্য্য এবং গোবিন্দের ভ্রাতৃপুত্রের

নাম রাখিলেন—কল্যাণ, ১৮৩ সন্থ বৈশাখীপূর্ণিমা অম্বরাধা নক্ষত্র । বেদব্যাসের  
পুত্র, ইনি শ্রীভাব্যের টীকা শ্রুতপ্রকাশিকা রচনা করেন । পরাশরের গ্রন্থ  
সং ( ২ ) শ্রীগণরত্নকোষ, ( ৩ ) সহস্রনামভাষ্য, ( ৪ ) ক্রিয়াদীপ, ( ৫ )  
শ্রীমদ্বৈতী, ( ৬ ) চতুঃশ্লোকী, ( ৭ ) ছয়শ্লোকী ।

৫৫০

আচার্য—শঙ্কর ও রানানুজ।

নাম রাখিলেন—শ্রীপরাক্রুশ পূর্ণাচার্য। ইহা মহামুনি শঠকোপেশ্বর নাম। ইঁহারা আচার্যের নিদেশানুযায়ী লালিত পালিত হইতে লাগিল। আচার্য ইঁহাদের সর্ববিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। ইহা কি, পরাশরকে আচার্য, ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ মঠमध्येই আপনার সম্মুখে দোলনার রাখিয়া লালনপালনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর ইঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও বিবাহ আচার্যেরই নির্দেশানুসারে সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ, পরাশর এতদূর ও বিদ্বান্ হন যে, আচার্য ইঁহার নাম বেদান্তাচার্য রাখিয়া আর ইঁহারই ফলে ইঁহারা পরে বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন। যামুনাচার্যের নিকট আচার্যের তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। কল্যাণ করিতে হইলে সমাজনেতার কতদূর ভবিষ্যদৃষ্টি এবং কতদূর থাকা আবশ্যক, আচার্য তাহা এতদ্বারা শিক্ষা দিলেন।

আচার্যের ব্যাখ্যানাধুর্বা ও দ্রাবিড় ভাষার উন্নতিব্যবস্থা।

এই সময় একদিন যতিরাজ শঠারিসুত্র পাঠ করিতে ভক্তিভাবের আতিশয্য নিবন্ধন এই জাতীয় গ্রন্থই ইঁহাদের অবলম্বনীয় ছিল। দাশরথিপ্রমুখ পণ্ডিত শিষ্যগণ ইঁহা ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা করিতে না পারিয়া শেষে প্রভুচরণে গিয়া পতিত হন। তাঁহাদিগকে শাস্ত করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের উপদেশদ্বারা উন্নতিবিধান করিতে বলিলেন।

কামাক্ষী নিল্লজ্জ মল্লবীর ধর্মুদানের উদ্বার।

আর একদিন শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। ধর্মুদান মল্লবীর নিকটস্থ নিচুলাপুরী নামক গ্রাম হইতে মহোৎসব আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার অতি রূপ-লাবণ্যবতী স্ত্রী,



জীবনের শোভাযাত্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। সকলেরই  
 দৃষ্টি-বিগ্রহের দিকে, কিন্তু ধনুর্দাসের দৃষ্টি নিজ রমণীর প্রতি।  
 তিনি হেমাম্বার মস্তকে ছত্রধারণপূর্বক সকলের বিস্ময় উৎপাদন  
 করিবার মুখপানে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে—লোকলজ্জার  
 ভয়ে নাই!

এক বস্ত্রিাজ শশিষ্ঠে কাবেরী স্নানান্তর ভগবদর্শন করিয়া স্বীয়  
 মনোনিবেশিত। সহসা তাঁহার দৃষ্টি ধনুর্দাসের উপর পতিত হইল।  
 তিনি ঐকমন্ত্রিতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“দেখ, লোকটা কি  
 কী, বর্ণীর প্রেমে এতই উন্মত্ত যে, একটু লোকলজ্জাও নাই।  
 উদ্বেগ, আজ যদি ইহাকে ভগবৎপ্রেমে এইরূপ মুগ্ধ করিতে পারি।”  
 ধনুর্দাসের দ্বার হেতু সাধারণের দুঃখের।

অতঃপর আসিয়া ধনুর্দাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধনুর্দাস  
 তাঁহার আচার্য্যসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আচার্য্য রামানুজ  
 তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ধনুর্দাস সকলই বলিল। অনন্তর  
 তিনি বলিলেন—“আচ্ছা, তুমি কিসের জন্ত লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়া  
 একটা রমণীর দাসত্ব করিতেছিলে—বলিতে পারি কি?”

ধনুর্দাস বলিল—“ভগবান্! সেই রমণী আমার পত্নী। \* ইহার রূপ  
 অপরূপ—বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি এতই সুন্দর যে, আমার মনে হয়—  
 তুলনা নাই; আমি ইহার এই রূপেই মুগ্ধ।”

অতঃপর ঐদৃষ্টি হাসিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে  
 পত্নী অপেক্ষা আরও সুন্দর কিছু দেখাইতে পারি, তাহা  
 তুমি কি কর?”

ধনুর্দাস বলিল—“মহাত্মন! ইহা অসম্ভব, তাহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে  
 আর কিছু উপপত্তী।

৫৫২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

আর কিছুই নাই । তবে আপনি যদি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহারই ভজনা করিব ।”

আচার্য রামানুজ বলিলেন,—“আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে তুমি স্বাক্ষ্যকালে আমার নিকট আসিও, আমি তোমায় উহা দেখাইব ।”

ধনুর্দাসকে ভগবদ্দর্শন ।

স্বাক্ষ্য হইল । ধনুর্দাস আসিল । রামানুজ তাহাকে ভগবৎশ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন,—“দেখ ধনুর্দাস ! এ রূপটি কেমন ! এই চক্ষু দুইটি তোমার প্রণয়িনীর চক্ষু দুইটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি না ?” নিকাম প্রীতি হইলে প্রেমময়ের দর্শন দূর হয় ।

ধনুর্দাস ভগবদ্বিগ্রহ দেখিয়া বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল । অধর্ম্য তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, হৃদয় হইতে কামগন্ধ পর্যন্ত অধর্ম্য হইল, সে নবজীবন লাভ করিল । বাস্তবিক ধনুর্দাস ইতিপূর্বেকত বারই এই বিগ্রহ দেখিয়াছে, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য দেখে নাই । যেহেতু কোথা হইতে ? এই জগতই গুরুরূপা অপরিহার্য্য ।

ধনুর্দাসের মঠবাস ।

ধনুর্দাস উদ্ধার পাইল । এই ঘটনার পর সে নিজ গ্রামে আসিয়া শ্রীরঙ্গমে মঠের নিকট একটি বাটীতে আচার্য রামানুজের প্রধান ভক্ত ও অনুচররূপে থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল । কিছুদিন পরে রামানুজের আদেশে ধনুর্দাস তাহার পত্নীকেও মঠে আনয়ন করিল এবং একত্রে ভগবৎসেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিল ।

ধনুর্দাসের উপর শিষ্যগণের ঈর্ষা ।

ধনুর্দাসের ভক্তি দেখিয়া আচার্য তাহাকে বড় ভাল বাসিলেন । কিন্তু আচার্য্যর কতিপয় শিষ্য ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৫৩

করেন। ক্রমে আচার্য্য ধনুর্দাসের উপর এতই প্রসন্ন হন যে, তিনি ধনুর্দাসের হস্ত ধারণ করিয়া পথ চলিতেন।

কিন্তু তিনি স্নানান্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মঠে আসিলেন। কিন্তু সেই শিষ্যগণ আর মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

এক কক্ষ কয়েকজন সমবেত হইয়া যতিরাজকে বলিলেন,—

কহ! আপনি শূদ্রকে কেন এরূপ প্রশ্রয় দান করেন? স্নানান্তে

তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আসেন, এত ব্রাহ্মণ শিষ্যদ্বারা কি সে

সম্মতি পাবে না? ভগবন্! আমরা কি কিছু অপরাধ করিয়াছি?”

তর্ক্য রামানুজ ইহা হাসিয়া বলিলেন—“করি কি সাধে?

আর কত গুণ তাহা ত তোমরা জ্ঞান না? ইহার নিরভিমানিতা

সম্ভাবের পরিচয় ক্রমে তোমরা জ্ঞানিতে পারিবে।” জ্ঞাতিগত

আচার্য্যের নিকট মুখ্য বলিয়া যে বিবেচিত হয় না, তাহা ত

জ্ঞানিতেন না।

শিষ্যশিক্ষার্থে আচার্য্যের কৌশল।

একদিন কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। একদিন আচার্য্য এক

বলিলেন—“দেখ, তোমাকে গোপনে একটা কার্য্য করিতে

দিয়াছি বলিলেন—“কি আজ্ঞা হয়, বলুন।” আচার্য্য বলিলেন—

আমি তোমাকে অস্ত্রাস্ত্র শিষ্যগণের আর্জ বস্ত্র যখন শুষ্ক হইতে থাকিবে,

তখন উহাদের বস্ত্রের এক প্রান্তে কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া দিবে

তাহার পর যাহা ঘটে—আমাকে জানাইবে।”

এই ভাষাই করিলেন। পরদিন প্রাতে শিষ্যগণ অতিনীচ লোকের

কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কলহ-

আচার্য্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আচার্য্য তখন ঘটনাস্থলে

হইয়া যমিষ্ট তিরস্বারে তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

শিষ্যগণকর্তৃক ধনুর্দাসপত্নীর অলঙ্কার অপহরণ।

ইহারই দুই চারি দিবস পরে তিনি উক্ত কলহকারী শিষ্যদের বলিলেন—“দেখ, ধনুর্দাসকে পরীক্ষা করিতে হইবে। সে যখন ঘাইতে রাত্রে আমার নিকট থাকিবে, তোমরা তখন উহার বাটী বাইরা উপর পত্নীর অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিবে।” \* শিষ্যগণ রামানুজ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, গুরুর আজ্ঞা বলিয়া বিচার না করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

রাত্রিসমাগমে রামানুজ ধনুর্দাসকে ডাকাইয়া আনিলেন ও নানার ভগবৎ-কথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ওদিকে সেই ধনুর্দাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিতা হেমাঙ্গার অলঙ্কার গুলি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বৈষ্ণবগণ তাঁহার অলঙ্কার চুরী করিতেছে। কিন্তু তিনি জাগরিত হইয়াছেন জানিতে পারিলে, পাছে, ফেলিয়া পলায়ন করেন, এজন্ত নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

ক্রমে চোরগণ হেমাঙ্গার এক পার্শ্বের অলঙ্কার গুলি উন্মোচন করিতে ফেলিলেন এবং অপর পার্শ্বের অলঙ্কারের জন্ত তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হেমাঙ্গা স্বয়ং পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন। কিন্তু ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অগত্যা হেমাঙ্গা প্রজ্জ্বলিত করিয়া পতির জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, আচার্য ধনুর্দাসকে গৃহে যাইতে বলিলেন। সেও আচার্য-চরণে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ধনুর্দাস চলিয়া গেলে শিষ্যগণ আসিয়া আচার্যকে সমুদায় বলিল।

\* মতান্তরে, স্থানান্তরে রাখিবে।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৫৫

বলিলেন—“বেশ হইয়াছে, এক্ষণে যাও, উহার। কিরূপ কথাবার্তা

স্বপ্নে সব শুনিয়া আটস এবং আমাকে বল ।”

গুরু আজ্ঞা পাইয়া শিষ্যগণ মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার ধনুর্দাসের গৃহপ্রান্তে

হইলেন এবং দেখিলেন—ধনুর্দাসও ঠিক সেই সময় গৃহাভ্যন্তরে

প্রবেশ করিতেছে। ধনুর্দাস গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—গৃহিণী

হস্ত ও তাহার অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার নাই। সে বিস্মিত হইয়া

স্বপ্নজিজ্ঞাসা করিল। হেমাঙ্গী হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিলেন।

হেমাঙ্গী ভাবিয়াছিলেন—স্বামী তাঁহার আচরণ শুনিয়া স্তম্ভী হইবেন ;

কিন্তু তাহা হইল না। ধনুর্দাস বলিল—“ছিঃ, এখনও তোমার জ্ঞান

সংকীর্ণ, তুমি কি জগৎ পান্থ-পরিবর্তন করিলে ? তুমি দিলে চৌরগণের

স্বপ্ন হইবে—তোমার এই ধারণার বশেই ত তুমি পান্থ-পরিবর্তন

করিয়াছিলে ? কিন্তু এ ধারণার মূলে যে তোমার অভিমান রহিয়াছে,

তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না ? ‘কে দেয়—আর কে নেয়’—ইহা কি

তোমার মনে উদয় হইল না ? ছিঃ, আমি এজন্ত বড়ই দুঃখিত হইলাম ।”

শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার। লজ্জায় অবনত-

হইয়া গুরু নিকট আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন। গুরুদেব তখন

বলিলেন—“কি গো, ব্রাহ্মণস্বাভিমানী মুখগণ ! সে দিন তোমাদের বস্ত্র ছিন্ন

হইয়া তোমরা কি করিয়াছিলে ? আর আজ যে হেম্বার মূল্যবান অলঙ্কার

স্বপ্ন হইয়া তাহার। কি করিতেছে—দেখিলে ? বল দেখি—কে ব্রাহ্মণ,

কি কায়স্থ ? যদি কল্যাণ চাও ত ভবিষ্যতে সাবধান হইও ।” বাস্তবিক

সংগ্রাহিত না থাকিলে কি সমাজের নেতা হইতে পারা যায় !

ভক্তের নিকট জাতিভেদ ; শূদ্রের সংকার ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আচার্য্য রামানুজ শুনিলেন যে, তাঁহার

স্বপ্ন, “মারগেরি নম্বি” নামক যামুনাচার্য্যের এক শূদ্র শিষ্যের

ব্রহ্মণোচিত সংকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত তিনি আত্মীয়-স্বজন নকনের নিকট স্থগিত হইতেছেন। তিনিও গুরুদেবের এ কার্য সম্ভবতঃ নিষেধই হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপূর্ণ, শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক জটায়ু ও যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বিদুরের সংকারের কথা উল্লেখ করিয়া রামানুজকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভক্তের কোন জাতি নাই। রামানুজ গুরুদেবের যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আচার্যের মনে যেটুকু জন্মগত জাতিবিষয়ে জ্ঞানভ্রান্তি ছিল, তাহা এবার বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আচার্যশরীরে যামুন্যাচার্যের আবির্ভাব।

এই সময় আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এক দিন আচার্যের দীক্ষাগুরু মহাপূর্ণ আসিয়া রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রামানুজ কিন্তু অচল অটল, কিছুই করিলেন না। মহাপূর্ণ চালাইয়া গেল শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়! আপনি এরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের কোন প্রতিকার বা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না, ইহার তাৎপর্য্য কি?”

রামানুজ বলিলেন—“শিষ্যের প্রতি গুরু যাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই শিষ্যের কর্তব্য। কিন্তু শিষ্যগণ এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা যাইয়া মহাপূর্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপূর্ণ বলিলেন—“আমি মদীয় গুরু যামুন্যাচার্যকে রামানুজ-শরীরে দেখিয়া এরূপ করিয়াছি।” ইহার পর হইতে সকলে রামানুজকে অসাধারণ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

আচার্যের দয়ায় মুকের বাক্যক্ষুণ্ণি।

ইহার কিছুদিন পরে একটি মুক ব্যক্তিকে দেখিয়া আচার্যের দয়া



দায় উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া গেলেন ও  
 বন্ধন করিয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার পদ স্পর্শ করিতে বলিলেন । সে  
 ক্রমে তাহাই করিল । আচার্য্যের বিষয়—তদবধি ঐ ব্যক্তির  
 বন্ধন উল্লঙ্ঘন হইল এবং তাহার জীবনও পরিবর্তিত হইয়া গেল ।

ঐ সময় কুরেশ ঘটনাক্রমে এই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন । তিনি  
 দায় হিন্দু-মতাদিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিলেন ও মনে মনে নিজ বিজ্ঞান  
 পরিচয় দিতে বলিতে লাগিলেন—“আহা আজ আমি যদি মুক্ত হইতাম,  
 তাহা হইলে গুরুদেব হয়ত, আমাকে ঐরূপ করিয়া উদ্ধার করিতেন ।”

আচার্য্যের উপর চোলাধিপতি রাজেন্দ্র চোলের অত্যাচার ।

ইহা শুনিয়া রামানুজ এই ভাবে ষাটবৎসর ধর্ম প্রচার করিতেছেন,  
 তখন তিনি চোলাধিপতির বিষয় মনে পতিত হন । আচার্য্যের  
 উপর কৈবল্যমাজের অসম্ভব অভ্যুদয় দেখিয়া শৈব চোলারাজ শৈবমত  
 প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে নিজ রাজ্যের যাবতীয় পণ্ডিতগণকে শৈবমত-  
 প্রচার করিয়া একে একে স্বাক্ষর করাইয়া লইতে লাগিলেন ।

এক দিন কুরেশের এক শিষ্যকে স্বাক্ষর করাইবার জন্য রাজসভায়  
 ডাকা হইল । তিনি স্বাক্ষর না করায় উৎপীড়িত হইতে থাকেন । মন্ত্রী  
 “ইহা দেখিয়া চোলাধিপতিকে বলিলেন—“মহারাজ ! ইহার  
 উপর রামানুজ আচার্য্যের শিষ্য, যদি তাঁহাকে শৈব করিতে পারেন,  
 তবে আপনায় এ পরিশ্রম সার্থক ।” মন্ত্রীর কথা শুনিবামাত্র চোলাধিপতি  
 নিজের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন ।

ইহার রাজধানী কাঞ্চী ; মতান্তরে ত্রিচিনাপল্লী বা রাজেন্দ্রচোলপুরম্, কোন মতে  
 দূর হইবার পুত্র বিক্রমচোল ১১১৩ ১১২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । এই রাজার  
 উপর ইহার বিশ্বাস এই যে, আচার্য্যের চেষ্টায় পৃথিবী-বৈকুণ্ঠের সমান হইয়া যাইতেছিল ।  
 তখন ঠাহার এক দাসকে আচার্য্যের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য জগতে প্রেরণ  
 করিলেন । ইনিই এই রাজা নচেৎ ইনি কি আচার্য্যের উপর অত্যাচার করিতে পারেন ?

দূতগণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজের মঠ অস্থান করিতেছে, এমন সময় কয়েক জন বৈষ্ণব আসিয়া কুরেশকে সংবাদ দিলেন যে, চোলরাজ আচার্য্যের প্রাণবধার্থ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। দূতগণ বলপূর্বক আচার্য্যের ধরিয়া রাজসদনে লইয়া যাইবে। কুরেশ, আচার্য্যের স্বানার্থ জন অনিতে যাইতে ছিলেন, তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্যের গৈরিক বনাদি পরিধান করিয়া নিজকে আচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়া দূত রাজসদনে চলিয়া গেলেন। কুরেশ কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাপ্রাণ সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে কুরেশের সঙ্গী হইলেন। †

কুরেশের বেশে আচার্যের শ্রীরঙ্গমত্যাগ।

আচার্য্য রামানুজ স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিতে উত্তত হইলে দাশরথী  
তাঁহাকে সমুদয় জ্ঞানাইলেন ; তিনি তখন নিজেই যাইবায় জন্ত উত্তত  
হইলেন ; কিন্তু শিষ্যগণের পরামর্শে তিনি কুরেশের শুভ্র বস্ত্র পরিধান  
করিতে বাধ্য হইলেন এবং ভগবানের অমুমতি লইয়া শ্রীরঙ্গম ত্যাগ

+ এস্থলে মতাস্তর দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—আগুন ও বরদবিষ্ণুচাৰ্য্য কাৰেৰী নৰ্ণ গমনকালে এই দূতাগমন সংবাদ পান এবং বরদবিষ্ণুচাৰ্য্য ভ্ৰূপূৰ্বক এই নংবাণ প্রদৰ্শ আচাৰ্য্যকে দেন। কেহ বলেন কুৰেশ রানানুজকে বুঝাইয়া রানানুজের বেশধাৰণ কৰি রাজসভায় গমন করেন। কেহ বলেন—তিনি রানানুজকে না বলিয়া তাঁহার গৈৰিকৰণ পরিধান কৰিয়া গমন করেন; রানানুজ স্নানের পর ব্যাপার জানিতে পারেন; তখন পি কুৰেশ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। রানানুজের পলায়ন সম্বন্ধেও দেখা যায়—কাহারও মতে চোলাধিপতি, রানানুজ আসেন নাই জানিয়া দ্বিতীয়বার লোক প্রেরণ কৰিলে রানানুজ জানিতে পারিয়া ত্রীৰঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন—না, দ্বিতীয়বার দূতাগমন বার্তা পাইয়া পূৰ্বেই রানানুজ ত্রীৰঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন, কুৰেশ গিয়াছেন জানিয়াও তিনি যাইবার জন্ত প্রস্তুত হন, কিন্তু শিষ্যগণকর্তৃক নিবাসিত হন। একের মতে রানানুজ চোলাধিপতিকে শান্তি দিবার জন্ত রঙ্গমাধের নিকট প্রাৰ্থনা কৰিয়া প্রস্থান করেন। অন্যের মতে কেবল কুৰেশের জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গমন করেন, প্রাৰ্থনা করেন নাই। আবার একজন বলেন যে, তিনি ভগবৎ-আদেশেই কুৰেশের বেশধাৰণ কৰিয়া ইজ পৰিত্যাগ কৰিয়াছিলেন, ইত্যাদি।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৫৯

নিভাঙ্ক অনিচ্ছান্বে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । ভক্তের  
 দ্বারা এক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না ।

আচার্যের জন্ত পুনরায় দূতপ্রেরণ ও আচার্যের মন্ত্রশক্তি ।

এদিক রাজসভায় সকলে রামানুজকে না দেখিতে পাইয়া রাজাকে  
 জানাইল । রাজা আবার দূত প্রেরণ করিলেন । দূতগণ স্বরা-পূর্বক  
 রামানুজ-রামানুজ মঠে নাই । তাহারা অনুসন্ধান লইয়া রামানুজের  
 সন্ধান করিল । দূর হইতে রামানুজ ইহা দেখিলেন এবং একমুষ্টি  
 হইয়া একজন শিশুকে বলিলেন—“ভগবানের নাম করিয়া ইহা  
 হইয়াছে ইহা দাও ।” শিশু তাহাই করিলেন ; দূতগণ সে পর্যন্ত  
 গিয়া দেখিল সম্মুখে একটা ভীষণ পর্বত । তাহারা তাহা অতিক্রম  
 করিয়া পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল ।

রাজসভায় কুরেশের সহিত বিচার ।

রামানুজকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজার ক্রোধের সীমা রহিল  
 তিনি তখন মহাপূর্ণ ও কুরেশকে লইয়া পড়িলেন । রাজার  
 ক্রোধ ও পণ্ডিতগণের একদেশী তর্কসম্বন্ধেও কুরেশ কিছুতেই  
 তার কিছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন না । রাজ-  
 সভায় বহুপ্রমাণ দিলেন, কিন্তু কুরেশের নিকট সকলই খণ্ডিত  
 হইল । অবশেষে বিচার বিতণ্ডায় পরিণত হইল । ইহাতে রাজা  
 বলিলেন—“আপনাদিগকে “শিবাং পরতরং নাস্তি”  
 বলিয়া নিজে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে । নচেৎ আপনাদিগের  
 নাই ।” নির্ভীক কুরেশ বলিলেন—“আমরা তাহা কখনই করিতে  
 না । তবে “জ্ঞোণম্ অস্তি ততঃপরম্” \* ইহা লিখিয়া স্বাক্ষর  
 করিতে যাই ।” রাজার ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইল । তিনি

এই উপায়ে পরিণামও বুঝায় । প্রায় ৩২ সেরে এক জ্ঞোণ হয় । শিব তদপেক্ষা অল্প ।

ক্লুদ্ধ হইয়া মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষুঃ উৎপাটিত করিয়া বিদায় দিয়া আদেশ দিলেন ।

কুরেশ ও মহাপূর্ণের রাজদণ্ড ।

ক্ষণমধ্যে উভয়কে স্বদূর প্রান্তরমধ্যে লইয়া যাওয়া হইল এবং উভয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল । অনন্তর তাঁহার একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে এক উচ্চানে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মহাপূর্ণ যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কুরেশ অপরের সাহায্যে শ্রীরন্ধনে গিয়া আসিলেন । \*

নীলগিরি পর্বতে আচার্য্যের পলায়ন ।

ওদিকে আচার্য্য ও তাঁহার ৪৫ জন শিষ্য, দুর্গম পার্বত্য ও অরণ্যপথে ছয়দিন ক্রমাগত অনাহারে ও অনিদ্রায় চলিয়া চোলরাজ্য হস্তপ্রাপ্ত করিলেন । শেষদিন রাত্রে মহা ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে তাঁহারা নীলগিরি পর্বতের পদপ্রান্তে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে এই প্রদীপের ক্ষীণালোক দেখিয়া সকলেই সেই দিকে ধাবিত হইলেন ।

এই সময় সকলেরই পদতল কণ্টকবিদ্ধ এবং বিস্ফোটকবৎ ক্ষত যুক্ত হইয়াছে । রামানুজ, চলচ্ছক্তিরহিত ও মূর্ছিতপ্রায় হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন । অবশেষে শিষ্যগণ তাঁহাকে স্বচ্ছ করিয়া উক্ত স্থানে আনিতে বাধ্য হইলেন ।

ব্যাধিশিষ্যগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা ।

তাঁহারা এখানে আসিয়া দেখিলেন—একটি কুটার মধ্যে কয়েক ব্যাধ উপবিষ্ট । ইহারা পূর্বেই নন্মাল নামক আচার্য্যের এক শিষ্যকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । ছয়দিন পূর্বে ইহারা যখন ক্ষেত্রের

\* মতান্তরে কুরেশ নিজ নির্ভীকতা প্রদর্শনপূর্বক সর্ব-সমক্ষে সভা-মধ্যে দিয়া চক্ষু উৎপাটিত করেন ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৬১

করিতেছিল, তখন এক বৈষ্ণব আচার্যের অন্বেষণ করিতে করিতে  
সে নিকট আসিলেন। ইহারা তাঁহার মুখে আচার্যের দূরবস্থার  
কিন্তু অনাহারে এই ছয়দিন অনবরত ভগবানের নিকট আচার্যের  
প্রার্থনা করিতেছিল।

এখন এই ব্যাধগণ এই সকল বিপন্ন ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সাদরে  
দান করিল এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিয়া যথাসাধ্য  
স্নান করিয়া বিধান করিল। আচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ একটু  
ক্ষণেই একজন ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয়গণ! আমাদের  
আচার্য রামানুজের সংবাদ আপনারা কি জানেন? শুনিলাম—  
নিজের উৎপীড়নে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন;  
এই সংবাদ পাইয়া আজ ছয়দিন একরূপ অনাহারে কাল-  
যাপন করিতেছি।”

ইহা শুনিয়া শিষ্যগণের মধ্যে একজন বলিলেন—“ধন্য তোমাদের  
ভক্তি! ভগবান্ তোমাদের প্রার্থনা শুনিয়াছেন—আমাদের প্রভু  
রামানুজ আমাদেরই সঙ্গে আছেন। ঐ তিনি; তোমরা তাঁহার  
সেবা কর।”

এখন ইহা শুনিবামাত্র আচার্যের চরণপ্রান্তে আসিয়া পতিত  
হইয়া আচার্য তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া সাহুনা দিলেন। অতঃপর  
সকল মনোরোধে তাঁহারা সে রাত্রি মধু ও বস্ত্রশস্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্রবৃন্তি  
করিলেন এবং পরদিন প্রাতে মারুতি অণ্ডান নামক এক শিষ্যকে

সকলকে ছয়দিনের পর রামানুজ সশিষ্যে এক শিলাতলে শয়ন করিয়া গাঢ়  
সুপ্ত হইয়াছেন। এমন সময় কতিপয় চণ্ডাল আসিয়া তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ ফল-  
পত্র ও নিজগৃহে লইয়া যায় এবং তদ্ব্যয় শীতনিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বালিত  
করে।

শ্রীরঙ্গমে পাঠাইলেন এবং চোলরাজাকে অভিসম্পাত করিয়া সেই ক্ষত্রপ  
ব্যাধসহ আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহাদের মধ্যে এক  
ব্যাধ আচার্যের সঙ্গে প্রায় ৫০ মাইল দূর পর্যন্ত আসিয়া তাহার  
বন্ধুর আলয়ে তাঁহাদিগকে রাখিয়া ফিরিয়া গেল।

আচার্য এক ব্যাধের অতিথি।

ব্যাধের বন্ধু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে  
আসিল। ব্যাধপত্নী তৎক্ষণাৎ এই ব্রাহ্মণগণের সংবাদ তাহার  
গোচর করিল। বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া ব্যাধবন্ধু, ভৃত্যসঙ্গে তাঁহাদের  
ব্রাহ্মণপত্নীমধ্যে এক ব্রাহ্মণগৃহে বাইতে অনুরোধ করিল এবং বলিল  
তাঁহাদিগের ভোজনাতির নিমিত্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিবে।

ব্যাধ এই ব্যবস্থা করিয়া তাহার অতিথিগণের নিকট হইতে  
নইল। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণও ভৃত্যসঙ্গে  
পত্নীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

ছয় দিনের পর অন্নগ্রহণ ও পুনর্বীর সন্ন্যাসবেশ।

ব্যাধভৃত্য, শ্রীরঙ্গদাস নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে আচার্যকে  
শ্রীরঙ্গদাস গৃহে ছিলেন না, তাঁহার পত্নী চেলাদা তাঁহার  
অভ্যর্থনা করিলেন এবং বসিবার আসন দিলেন। আচার্যের  
এই ব্রাহ্মণপত্নী এক দুর্ভিক্ষ সময়ে শ্রীরঙ্গমে গিয়া আচার্য  
শিষ্যা হইয়া ছিলেন।

যাহা হউক অতিথিগণকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে  
ব্রাহ্মণী ক্ষণকালের মধ্যেই উহাদের জগ্ন অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল।  
গৃহমধ্যে রক্ষিত আচার্যের পাছকার সম্মুখে তাহা নিবেদন করিলেন।  
সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু আচার্য ও তাঁহার  
অপরিচিতের হস্তে কিরূপে ভোজন করেন এখন ইহাই সমস্যা হইল।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৬৩

কিন্তু অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিবার পরও আচার্য্য রামানুজের  
 প্রতি শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। এমন কি তিনি যদিও,  
 ইহাকে কদলী পত্রে অন্নাদি দিতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি  
 ক্রমে সোপনে তাঁহার আচারব্যবহারও লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন।  
 পরে আচার্য্য প্রদত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন এবং আচার্য্যের  
 স্মরণ করিলেন। অগত্যা তখন সকলে আহ্বারে প্রবৃত্ত হইলেন।  
 তখন আচার্য্য রামানুজ শিষ্যে ছয়দিনের পর আজ এখানে প্রথম  
 উপস্থিত করিলেন। \* অনন্তর ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তিনি শ্রীরঙ্গদাসকেও  
 দীক্ষিত করেন। † আচার্য্য নিজেও এখানে পুনরায়  
 মূল ও গৈরিক বসন গ্রহণ করিলেন এবং দুই একদিন থাকিয়া  
 হইয়া শালগ্রাম ‡ বা 'মিথিলা শালগ্রাম' নামক নগরে  
 গমন।

শালগ্রামে বৈষ্ণবপাদোক্তের সাহায্য প্রচার।

এখানে তখন একজনও বৈষ্ণব ছিলেন না। সকলেই শৈব বা  
 সন্ন্যাসী। রামানুজ ইহা দেখিয়া দাশরথিকে বলিলেন—“দেখ বৎস  
 এই গ্রামে একটাও বৈষ্ণব নাই; তুমি এক কার্য্য কর; এই  
 পট্টা বে জলাশয় হইতে জল আনয়ন করে, তুমি সেই জলাশয়ে  
 পদ্ম ভূবাইয়া বসিয়া থাক, বৈষ্ণবপাদোক্তক পান করাইয়া আমি  
 তাকে উদ্ধার করিব।”

সে রাজা দাশরথির শিরোধার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই  
 করিল। গ্রামবাসী সকলে সেই জল পান করিল এবং ক্রমে দলে দলে  
 বৈষ্ণব দীক্ষিত গ্রহণ করিল।

রামানুজ শিষ্যগণকে ভোজন করিতে অনুমতি প্রদান করেন ও স্বয়ং দুগ্ধ  
 পান করেন। † শিষ্য হইবার পর ব্রাহ্মণের নাম হইল শ্রীরঙ্গদাস।  
 ‡ শালগ্রাম মহীশূরের ৩০ মাইল পশ্চিমে।

নৃসিংহপুরে আচার্য এবং ব্রাহ্মণগণকর্তৃক রাজবধার্ষ অভিচার ।

ইহার পর এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য নৃসিংহপুরাভিমুখে  
করিলেন এবং পথিমধ্যে পরম ভক্ত আন্ধ্র-পূর্ণকে শিষ্যরূপে লাভ করি-  
গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন । এখানে নৃসিংহদেবের অর্চকগণ যত্ন  
প্রতি চোলরাজের ব্যবহার শুনিয়া যারপরনাই মর্ষাহত হইলেন  
ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া নৃসিংহদেবের সম্মুখে রাজার বিনাশের  
অভিচার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । কেবল ইহাই নহে, এই নন্দইন্দ্র  
বৈষ্ণবগণও চোলাধিপতির বিনাশজন্য নিয়ত ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের  
প্রার্থনা করিতেছিলেন । \*

চোলরাজের শাস্তি ও কৃমিকণ্ড নাম ।

বস্তুতঃ এই সময় হইতে চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ দহন  
হইল এবং তজ্জন্ম তাঁহার দারুণযন্ত্রণাভোগ হইতে লাগিল ।  
দুঃস্থানে কৃমি জন্মিল এবং বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি 'কৃমিকণ্ড'  
পরিচিত হইলেন । উৎকট পাপের বা পুণ্যের ফল সত্তা সত্তা

ভক্তগানে রাজকুমারীর ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্তি ।

যাহা হউক আচার্য, নৃসিংহপুর হইতে 'ভক্তগ্রাম' বা 'ভক্তুর'  
বর্তমান 'তন্নুর' নামক স্থানে গমন করিয়া 'তোণ্ডানুরনধি' নামক  
শিষ্যের নিকট কয়েক দিন বাস করিলেন । এই সময়ে এক অদূর  
ঘটে । তণ্ডানুরের রাজা হয়শালাবংশীয় 'বল্লাল' বা 'বিল্লাল'  
ধর্মাবলম্বী ছিলেন । এসময় তাঁহার রাজ্য ছিল মহিশূর প্রদেশ  
রাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র বা হেলিবিদ্ । † দিল্লীর সম্রাটের নথি

\* কেহ কেহ বলেন রামানুজ এই স্থানে হস্তে বারি গ্রহণপূর্বক নৃসিংহ  
বেষ্ণটেশের উদ্দেশে বিসর্জন করেন এবং ইহারই পর ভগবান চোলাধিপতির  
দিতে প্রবৃত্ত হন । কেহ বলেন, আচার্যই নৃসিংহদেবের সমক্ষে যজ্ঞসূত্র  
নিযুক্ত করেন ।

† ইহা মহিশূরের † ক্রোশ উত্তরে মেলকোটের পথে অবস্থিত ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৬৫

পরাজয়চিহ্ন স্বরূপ ইহার হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি  
 হস্তে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্তির  
 ক্ষেত্রেও কোন কলোদয় হয় নাই। রাজা, আচার্য্যের শিষ্য  
 মুখে আচার্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া  
 রাজভবন-গমন যতিধর্মবিরুদ্ধ আচার বলিয়া রামানুজের  
 হিন না, কিন্তু রাজা শিষ্য হইলে সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে  
 এরূপের কথায় তথায় গমন করিলেন।

রাজভবনে আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিলেন এবং এক  
 হস্তে নিজ চরণোদক ছিটাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।  
 করিলেন। বারিম্পর্শমাত্র রাজকুমারী রাক্ষস হইতে মুক্ত  
 রাজা বল্লাল, রামানুজের এই বিশ্বয়াবহ প্রভাবদর্শনে  
 গ্রহণ করিলেন।

দৈবশক্তিদ্বারা জৈনসভাজয়।

কিন্তু ইহা সঙ্ঘ করিতে না পারিয়া দ্বাদশ সহস্র পণ্ডিত  
 মহানভার আরোজন করিয়া বিচারার্থ রামানুজকে আহ্বান  
 উদ্দেশ্য—তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়া অপদস্ত করিয়া  
 হইয়া রাখিবেন।

অন্যমনসে সশিষ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জৈনগণ,  
 লঙ্ঘন করিয়া বলিলেন,—“আপনি আমাদের এই সকল  
 পরাস্ত না করিতে পারিলে আপনার জয় সিদ্ধ হইবে না,  
 সম্পূর্ণ পরাজিত হইবে, সেই পক্ষের সকলকে তৈলযন্ত্রে  
 হইবে।”

১১১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১১১৭ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব হন।

আচার্য বলিলেন—“বেশ, আপনারা যাহা বলিবেন তাহাতেই সম্মত।” বস্তুতঃ তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবেন—সকল প্রস্তাবেই তিনি সম্মতি দিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর জৈনগণ সকলে নানা দিক্ হইতে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া গেলেন।

আচার্য ইহাদের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তখন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি উক্ত স্ববৃহৎ মণ্ডপের এক প্রান্তে বস্ত্রধারী প্রকোষ্ঠবিশেষ রচনা করাইলেন এবং তন্মধ্যে থাকিয়া নিম্ন ‘শেষ’ ধারণ করিয়া সহস্রবদনে একই কালে সহস্র ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর লাগিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং তঁহাদের শুনিয়াও নিরুত্তর হইলেন। ইত্যবসরে এক ধূর্ত ব্যক্তি যখন অপসারিত করিয়া দেখে যে আচার্য সহস্রক্ষণা বিস্তৃত করিয়া বসিয়া বিরাজমান। সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া উঠিয়া পলায়নপর হইল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার কথা শুনিয়া অনুসরণ করিল। \*

জৈননিগ্রহ; রাজার বিমুখকর্ন নামকরণ।

অনন্তর রাজা বিচারের প্রতিজ্ঞানুসারে জৈনগণকে তৈলঘরে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রামানুজের অনুরোধ উদ্ভব হইয়া অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইলেন †। ফলে এই ঘটনার পর অনেক

\* মতান্তরে রামানুজ এই ‘শেষ’রূপ ধারণ করেন নাই এবং কোন ব্যক্তি ইহাতে ইহা দেখেও নাই।

† মতান্তরে রাজা বহু জৈনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। এই রাজার পুত্র নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের উপর আক্রোশ হইয়াছিল; কারণ, তিনি রামানুজের নিমন্ত্রণ করেন সেই দিন জৈনাচার্যগণকেও নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া স্নেহরাজকর্তৃক পরাজিত ও বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হন বলিয়া জৈনাচার্যগণ আতিথ্যাগ্রহণে অস্বীকার করেন। যাহা হউক জৈনগণকে তৈলঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া খুব প্রবল প্রবাদ।



করিলেন এবং রামানুজের ইচ্ছানুসারে রাজা নিজ  
পরিচয় করিয়া “বিষ্ণুবর্দ্ধন” নাম গ্রহণ করিলেন ।

তিরুনারায়ণপুরে তিলকচন্দনের স্বপ্ন ।

রামানুজ নৃসিংহপুর হইতে “তিরুনারায়ণপুরে” আসিলেন,  
বিষ্ণুবর্দ্ধন । এখানে একদিন তাঁহার তিলকচন্দন ফুরাইয়া  
গির্জাবানকে স্বরণ করিতে করিতে যার-পর-নাই দুঃখিত  
করিলেন । অনন্তর রাত্রিশেষে রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন,  
তাহাকে যাদবদ্রিতে ( বর্তমান মেলকোট ) যাইতে  
হইল ও সেখানে যাইলেই তিলকচন্দন পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি ।

পূর্বে প্রাতে রামানুজ সকলকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন । বিষ্ণুবর্দ্ধন  
স্বপ্নের স্বরূপকে পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন এবং  
সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

যাদবদ্রিতে তিলকচন্দন ও ভগবদ্ বিগ্রহের স্বপ্ন ।

কুরোবরের নিকট আসিয়া আচার্য্য তাহাতে শ্রবণ করিলেন  
কুরোবর মুনি যে প্রস্তরোপরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায়  
পরিবর্তন করিলেন ।

তিনি সমস্ত দিন স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,  
চেষ্টাই বিফল হইল । তিনি ভাবিলেন,—এই স্বপ্ন  
এই জগতই বোধ হয়, তিলকচন্দন মিলিল না । ক্রমে সন্ধ্যা  
তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পূর্ববৎ শুইয়া পড়িলেন ও  
ভগবানকে স্বরণ করিতে লাগিলেন ।

অন্তর্য্যামী । তিনি রামানুজের দুঃখ দেখিয়া আবার  
আবির্ভূত হইলেন এবং পূর্বস্বপ্ন যে কল্পনা নহে, তাহা তাঁহাকে  
বলিলেন । কেবল তাহাই নহে, এবার ভগবান্ অপেক্ষাকৃত

আচার্য বলিলেন—“বেশ, আপনারা যাহা বলিবেন তাহাতেই সম্মত।” বস্তুতঃ তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন—সকল প্রস্তাবেই তিনি সম্মতি দিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর জৈনগণ সকলে নানা দিক্ হইতে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আচার্য ইহাদের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তখন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি উক্ত স্তব্ধং মণ্ডপের এক প্রান্তে বস্ত্রদ্বারা এক প্রকোষ্ঠবিশেষ রচনা করাইলেন এবং তন্মধ্যে থাকিয়া নিম্ন পদধারণ করিয়া সহস্রবদনে একই কালে সহস্র ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর লাগিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের গুনিয়াও নিরুত্তর হইলেন। ইত্যবসরে এক ধূর্ত ব্যক্তি যথেষ্ট অপসারিত করিয়া দেখে যে আচার্য সহস্রক্ষণা বিস্তৃত করিয়া কলহ বিরাজমান। সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া উত্তর পলায়নপর হইল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার কথা গুনিয়া অনুসরণ করিল। \*

জৈননিগ্রহ; রাজার বিমুখবন্ধন নামকরণ।

অনন্তর রাজা বিচারের প্রতিজ্ঞানুসারে জৈনগণকে তৈলঘরে নিমজ্জিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রামানুজের অনুরোধে তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইলেন †। ফলে এই ঘটনার পর অনেক

\* নতাস্তরে রামানুজ এই ‘শেষ’রূপ ধারণ করেন নাই এবং কোন ব্যক্তি ইহাতে ইহা দেখেও নাই।

† নতাস্তরে রাজা বহু জৈনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। এই রাজার পুত্র নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের উপর আক্রোশ হইয়াছিল; কারণ, তিনি রামানুজের নিমন্ত্রণ করেন সেই দিন জৈনাচার্যগণকেও নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ইহা স্নেহরাজকর্তৃক পরাজিত ও বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হন বলিয়া জৈনাচার্যগণ আতিথ্যগ্রহণে অস্বীকার করেন। যাহা হটক জৈনগণকে তৈলঘরে নিমজ্জিত হইতে বাধ্য করিল।



করিলেন এবং রামানুজের ইচ্ছানুসারে রাজা নিম্ন  
পদ পরিত্যাগ করিয়া “বিষ্ণুবর্দ্ধন” নাম গ্রহণ করিলেন ।

তিরুনারায়ণপুরে তিলকচন্দনের স্বপ্ন ।

যার পর রামানুজ নৃসিংহপুর হইতে “তিরুনারায়ণপুরে” আসিলেন,  
তাহার বিষ্ণুবর্দ্ধন । এখানে একদিন তাঁহার তিলকচন্দন ফুরাইয়া  
গিয়া তিনি ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যার-পর-নাই দুঃখিত  
হইয়া পড়িলেন । অনন্তর রাত্রিশেষে রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন,  
যে নারায়ণ তাঁহাকে যাদবাবদ্রিতে ( বর্তমান মেলকোট ) যাইতে  
বলিল ও সেখানে যাইলেই তিলকচন্দন পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি ।

পূর্নি প্রাতে রামানুজ সকলকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন । বিষ্ণুবর্দ্ধন  
স্বপ্নার্থকে স্বরাপূর্বক পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন এবং  
স্বপ্নের সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

যাদবাবদ্রিতে তিলকচন্দন ও ভগবদ্ বিগ্রহের স্বপ্ন ।

যে সন্ধ্যাবরের নিকট আসিয়া আচার্য্য তাহাতে স্নান করিলেন  
তাহার পরে মুনি যে প্রস্তরোপরি সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায়  
স্বপ্ন পরিবর্তন করিলেন ।

অনন্তর তিনি সমস্ত দিন স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,  
কিন্তু কেহই বিফল হইল । তিনি ভাবিলেন,—এই স্বপ্ন  
কল্পনা, এই জগৎই বোধ হয়, তিলকচন্দন মিলিল না । ক্রমে সন্ধ্যা  
গেল । তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পূর্ববৎ শুইয়া পড়িলেন ও  
ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর—অন্তর্যামী । তিনি রামানুজের দুঃখ দেখিয়া আবার  
স্বপ্নদৃষ্ট হইলেন এবং পূর্বস্বপ্ন যে কল্পনা নহে, তাহা তাঁহাকে  
স্বপ্ন দিলেন । কেবল তাহাই নহে, এবার ভগবান্ অপেক্ষাকৃত

ভাল করিয়া স্থান-নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং সন্নিকটস্থ এক তুলসী বৃক্ষমূলে অবস্থিত করিতেছেন।

তিলকচন্দনলাভ ও নারায়ণবিগ্রহ উদ্ধার।

যাহা হউক পরদিন প্রাতে অল্প চেষ্টার পর রামানুজ সর্বদয় সেই স্বপ্নদৃষ্ট নারায়ণ-বিগ্রহ ও তিলকচন্দন লাভ করিলেন। সকল তাঁহাকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধগণ তখন বলিতে লাগিলেন—‘পূর্বে মুসলমানগণ যে সময় যাদবাদ্রিপতির মন্দির ভঙ্গ করে, তখন সেবকগণ সেই ভগবদ্বিগ্রহকে একস্থানে প্রোথিত করিয়া পলায়ন করেন, ইহা নিশ্চয় সেই মূর্তি।’

অতঃপর রামানুজ যথাসময়ে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তিনদিবসই স্বয়ং পূজাদি করিলেন। রাজার আদেশে অতি শীঘ্রই মন্দির নির্মিত হইল। \* আচার্য্য পাক্ষরাত্র্যগতে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সেবার ভার শ্রীরঙ্গরাজ ভট্ট বা দেবরাজ ভট্ট নামক একজন শিষ্যের উপর প্রদান করিলেন। †

স্বপ্ন দেখিয়া যাদবাদ্রিপতির উৎসব বিগ্রহের জন্য দিল্লীগমন।

যাদবাদ্রিপতির সেবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তাঁহার উৎসবের অভাবে তাঁহার উৎসব হইতে পারিল না। রামানুজ এজ্ঞ সর্বদা বৈ ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন এবং একদিন স্বপ্নে বলিলেন যে, তাঁহার উৎসবমূর্তি, যাহার নাম সপ্ত

\* যে দিন এই মন্দির নির্মাণ হয় তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যথা. ১০২০, ১০২১ এবং ১০২১ শকাব্দ। বেলুর শিলালিপি মতে ১০৩৯ শকাব্দ।

† পাক্ষরাত্র্য শাস্ত্র অতি বিপুল। ইহার সংখ্যা ১০৮ ও ইহা সংহিতাকার নর ও নারায়ণরূপে ইহা নারদকে শিক্ষা প্রদান করেন। প্রত্যেক সংহিতা ৪ পাদে বিভক্ত যথা—ক্রিয়াপাদ, চর্যাপাদ, জ্ঞানপাদ ও যোগপাদ। বর্তমান কালে এই নর পাওয়া যায় না—কিন্তু শুনা যাইতেছে সম্প্রতি দক্ষিণদেশে কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে।



রামানুজ, তিনি দিল্লীশ্বরের গৃহে বিরাজমান । \* তিনি প্রভাতে  
রাজা বিষ্ণুবর্দনকে বলিলেন এবং দিল্লীশ্বরের জন্ত তাঁহার প্রদত্ত  
উপঢ়োজন লইয়া সত্ত্বর শিষ্য দিল্লী যাত্রা করিলেন ।

ইহা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ গমন করিয়া তাঁহার দিল্লী আসিয়া পহুছিলেন ।  
রামানুজের আগমনবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ভক্তিবিহ্বল  
রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন । বস্তুতঃ তিনি তাঁহার প্রতি  
কর্তৃদয়ানও প্রদর্শন করিলেন । আচার্য্য স্বেযোগ বুঝিয়া আপন  
কর্তব্যসাধকে জানাইলেন ।

কর্তব্যের বিষয়—বাদসাহ বিধর্মী ও ভগন্যুত্তির বিদ্রোহী হইলেও  
কর্তব্য প্রার্থনায় আপত্তি করিলেন না । তিনি রামানুজকে একটী  
কর্তব্য দিয়া বলিলেন—“দেবমন্দিরাদি ভঙ্গ করিয়া যে সমস্ত  
স্বাধীন হইয়াছে, তাহা এই গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে ; অতএব  
ইহা হইতে যেটী ইচ্ছা—লইতে পারেন ।”

কর্তব্য রামানুজ বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার  
কর্তব্য পাইলেন না ; পরে হতাশ হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন ।  
কর্তব্যকৃত্য ভগবানের আবার আসন টলিল । ভগবান্ পুনরায়

কর্তব্য ত্যাগকালে বিভীষণকে রত্ননাথ বিগ্রহ দান করেন । ইহাতে ব্রহ্মা  
কর্তব্যনাথের অংশস্বরূপ একটী বিগ্রহ দেন । ইনিই এই রামপ্রিয় বিগ্রহ ।  
কর্তব্য হনুমানকে দেন, হনুমান কুশকে দেন ; কুশ তাঁহার কন্তা কনকমালিনীকে  
কর্তব্য দেন । ইহারা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হন এবং মনুষ্যনির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত  
কর্তব্য বিদ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বিশ্বাস করা হয় । পরে এম্বাদুরায় অর্থাৎ  
কর্তব্য যদবা তাঁহার সেনাপতি মেলকোট আক্রমণ করিয়া ঐ বিগ্রহ  
কর্তব্য করিয়া ১০২২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, ১০২৬  
কর্তব্য করেন এবং ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মরেন । বুকানন্ সাহেবের ইতিহাস  
কর্তব্য আছে—তৎপরে মামুদ গজনির সেনাপতির বিজয় স্তম্ভ ছিল ।

রাত্রে তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়া বলিলেন—“রামানুজ ! আমি সম্রাটের কু-লচিমাণের গৃহে বিরাজমান ; সম্রাট-তনয়া লচিমাণ আমার নীচ ক্রীড়া করে, তুমি তথা হইতে আমাকে লইও ।”

দ্বিতীয়বার স্বপ্নদর্শন ।

পরদিন প্রাতে অবিলম্বে আচার্য রামানুজ এই সংবাদ সম্রাটের জানাইলেন । সম্রাট মহান্ উদারচেতা । তিনি রামানুজকে দক্ষ হইতেই উহা লইতে অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করি অন্তঃপুরে আনিলেন ।

একটা ক্রীড়ার পুত্তলী, দিল্লীশ্বরের গৃহে অনন্ত গৃহ-সজ্জার চিত্র কোথায় রক্ষিত, একজন অপরিচিত ভিক্ষুক সম্রাটের পক্ষে তাহা বৃজি বাহির করা কিরূপ সহজ, তাহা বেশ বুঝা যায় । রামানুজ বাদসাহকে বিপুল গৃহসজ্জা দেখিয়া এ কার্য তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে বুঝিলেন । সুতরাং তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক কোনও চেষ্টা না করিয়া কাতোক্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । ভক্তের বল—প্রার্থনা

দেববিগ্রহ নৃত্য করিতে করিতে আচার্যের ক্রোড়ে ।

রামানুজের প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলীর স্থায় হইলেন । এদিকে সহসা কোথা হইতে নৃপুংস্বর শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ! নর হৃদয়ে বিস্ময় ও অপার দিব্য আনন্দ উৎপন্ন করিয়া গৃহের দরজা হইতে রামপ্রিয়মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে রামানুজের ক্রোড়ে উঠিলেন । সকলে দেখিয়া অবাক ও নিম্পন্দ । তিনিও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বস্থানে আসিলেন এবং সম্রাটের অনুমতিগ্রহণপূর্বক বিলম্বে যাদবাদ্রির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

বাদসাহকন্ঠার ব্যাকুলতা ।

এদিকে ক্রমে রাজকুমারী নিজ ক্রীড়াপুত্তলীর অভাব অনুভব



হইলেন। রামানুজ যখন বিগ্রহটাকে লইয়া যান, তখন তিনি তাঁহার  
মহাবিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্না ছিলেন এবং তখন  
কিছু অভাব বোধও করেন নাই ; এখন তিনি তাঁহার অভাবে বড়ই  
দুঃখ হইয়া পড়িলেন এবং পিতার নিকট ঐ বিগ্রহটী পুনঃ পুনঃ  
পূজা করিতে লাগিলেন ।

সম্রাটকে অনেক বুঝাইলেন, কত। কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না ।  
সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়া রামানুজের নিকট উহা আবার প্রার্থনা  
করিলেন। তিনি সম্রাটকে তাঁহার দানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া  
বুঝে গিয়া যাইতে বলিলেন এবং যথাসাধ্য স্বরাপূর্বক প্রস্থান  
করিতে লাগিলেন ; আশঙ্কা—যদি সম্রাট কণ্ঠাস্নেহে মুগ্ধ হইয়া কোনও  
অপ্রয়োজন করেন। সম্রাটও দূতমুখে রামানুজের কথা শুনিয়া  
কৃত হইলেন এবং কণ্ঠাকে সাহুনা দিতে লাগিলেন । \*

সম্রাট-তনয়ার দিন দিন ব্যাকুলতা বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল ; এমন  
কি তখন তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল । বাস্তবিক তখন সম্রাট  
কিছু কিছু থাকিতে পারিলেন না । তিনি তখন রামানুজের নিকট

এখন জীবনীলেখকগণের মধ্যে মহা মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—(১)  
সম্রাট রামানুজের নিকট পঁছছিতে পারে নাই, (২) কেহ বলেন,—পঁছছিয়া-  
(৩) কেহ বলেন,—সম্রাট-তনয়া রামানুজের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়া এক  
দিন যাইতে যাইতে একদিন রানপ্রিয় মুর্তির সঙ্গে মিলিত হন। (৪) কেহ  
বলেন—যিনি একদিন পশ্চিমধ্যে উন্মাদিনী হইয়া নিজ লোকজনের সম্ভ্রাত্যাগ করিয়া  
“কবির” সঙ্গে বনে বনে চলিয়া মেলকোটে আসেন ও বিগ্রহ দেখিয়া বিগ্রহ  
কর্তা বান। (৫) কেহ বলেন,—এই কবির সম্রাটের এক পুত্র। কেহ  
বলেন,—ইনি এক প্রেমিক রাজপুত্র ; রাজহুহিতাকে বিবাহার্থ প্রেমবশে গোপনে  
কর্তা আসিলে এই সম্রাট-পুত্র “কবির” মেলকোটে থাকিয়া যান এবং পরে একজন  
কবি হইয়া ভগ্নরাশিক্রমে আসিয়া তপস্তা করিয়া জীবন বিসর্জন করেন ।

হইতে রামপ্রিয় বা সম্পৎকুমার বিগ্রহকে আনিবার জন্ত একদল লোক প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন ও কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া সম্রাট-তনয়া লচিয়ার স্বয়ংই সঙ্গে বাইবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। সম্রাট, কন্যাকে শান্ত করিবার জন্ত নানা প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সবই বিফল হইল। অগত্যা তিনি এক পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাঁহারে সেই বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিবার জন্ত রামানুজের নিকট বাইতে আদেশ করিলেন। কন্যা কিন্তু রামানুজের সম্মান না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

আচার্য দম্যকর্তৃক আক্রান্ত। চণ্ডালগণ বিগ্রহবাহক।

কিছুদূর আসিয়া আচার্য দম্যগণকর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং রামপ্রিয়কে হারাইবার সম্ভাবনা বুঝিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বনবাদী চণ্ডালগণ আসিয়া দম্যগণকে বিতাড়িত করিল ও তাঁহাদিগকে বিপন্ন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ইহার পর শীঘ্রতার জন্ত রামানুজ এই চণ্ডালগণকেই বিগ্রহের বাহকরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন।

ষাদবাজিতে উৎসব বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও অম্পৃগ্ন স্পর্শন।

যাহা হউক রামানুজ নিরাপদে মেলকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও মহা সমারোহে রামপ্রিয়মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন হইতে যথারীতি ষাদবাজিপতির উৎসব চলিতে লাগিল। তিনি তাঁহার ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে ৫২ জনকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন। সম্রাটহুহিতা স্নেহ হইলেও, রামানুজের আদেশে সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়মূর্তির নিম্নে তাঁহার এক মূর্তি স্থাপিত হইল এবং চণ্ডালগণের সাহায্যে ভগবদ্বিগ্রহ বহন করিয়া আনা হইয়াছিল বলি বৎসরান্তে উৎসবকালীন তিন ( বা এক ) দিবস এই চণ্ডালগণকে মূর্তির



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৭৩

প্রদত্ত হইল । অত্যাধি ভেলুর, শ্রীরঙ্গম এবং মেলকোট  
দিন বর্তমান ।

মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের কীর্তি ।

দ্বিতীয় বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম গ্রহণ করিয়া জৈনগণকে  
বিভাবের নির্যাতিত করেন । তিনি ৭২০টি জৈন বস্তু মন্দির নষ্ট  
কর এবং পঞ্চ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত করেন । যথা—বেলুরুতে ছেন্নিগি  
নর, তলাক-কাডুতে কীর্তিনারায়ণ, গড্ডুগুতে বিজয়নারায়ণ, হরদল  
ইতে নন্দীনারায়ণ, ইত্যাদি । বস্তু মন্দিরে যে সব সম্পত্তি প্রদত্ত  
কীর্তি সেই সকল এখন এই নারায়ণসেবায় প্রদত্ত হইল । বস্তু  
মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহাদের প্রস্তরদ্বারা তণ্ডানাকুতে একটি সরোবর  
করেন এবং তাহার নাম রাখিলেন ‘তিল্লমল’ সাগর । বস্তু  
মন্দির ধ্বংস হইতে এই সরোবর সমীপে একটি ছত্র নির্মাণ করিলেন ।  
এই ছাত্তার শিষ্টসম্প্রদায়গণকে অন্নদান করা হইতে লাগিল ।  
এই উদ্ভূতগুণগহ্বরী গ্রামের নাম রাখিলেন মেলকোট এবং  
‘সম্রাটপুরম্’ । \* তিনি সেরিঙ্গাপত্তনে কাবেরীতীরে তন্নুর গ্রামে  
‘সরোবর’ নামে একটি অতি বৃহৎ সরোবর নির্মাণ করেন ।  
এই সরোবর শিষ্টবর্গের উদ্দেশ্যে অষ্টগ্রাম নামে একটি  
ভূমি প্রদান করেন । † পদ্মগিরিতে মহারাজ প্রস্তরময় জাতায়  
জৈনকে বিনাশও করিয়াছিলেন । এই রূপে মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন  
জৈন সম্প্রদায়ের বহু পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । কুমিকর্থে উপদ্রবে  
জৈন বৈষ্ণবদেরই শ্রীবুদ্ধি হইল । যে সম্প্রদায় ভগবৎপূরায়ণ  
করিত, সেই সম্প্রদায় ততই শ্রীবুদ্ধিলাভ করেন ।

এই বেলগোলের স্থলনুরাগে উক্ত হইয়াছে । ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি  
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত ।  
ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি ২য় ভাগ ২৭৪ পৃ, ২২৫ পৃ ১৮৭৯ খৃঃ সংস্করণ ।

পদ্মগিরি হইতে জৈনবিভাড়ন ।

ইহার পর রামানুজ পদ্মগিরিতে গমন করিলেন । উহা জৈনদ্বারা  
স্বদৃঢ় দুর্গবিশেষ । তিনি তথায় তাঁহাদিগকে বিচারে পরাজিত  
করিয়া তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং নিজমত প্রচার করেন ।

ইহার পর তিনি একদিন 'চেনগামি' নামক স্থানে গমন করি  
তথাকার ভিন্নমতাবলম্বিগণকে পরাজিত করেন এবং জয়চিহ্নস্বরূপ  
তথায় এক মঠ নির্মাণ করান ।

স্বমতপ্রচারার্থ দাশরথিকে ভেলুর প্রেরণ ।

অনন্তর তিনি দাশরথিকে আর একটু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে  
বলেন । তিনি তদনুসারে ভেলুর বা ভেলাপুর পর্য্যন্ত গমন করি  
নিজমত প্রচারপূর্ব্বক তথায় একটা নারায়ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করি  
আচার্য্যসমীপে প্রত্যাগমন করেন ।

শ্রীরঙ্গম হইতে দূতের আগমন, রামানুজের মুচ্ছা ।

এই সময় শ্রীরঙ্গম হইতে একজন শ্রীবৈষ্ণব আসিলেন । রামানুজ  
তাঁহার মুখে কুরেশ ও মহাপূর্ণের বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখ ও কষ্টে মুচ্ছিত  
হইয়া পড়িলেন । অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বহু কষ্টে শোক নরকে  
পূর্ব্বক তিনি নিজ গুরুদেবের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । ইহার  
পরেই তিনি গোষ্ঠীপূর্ণেরও পরলোকগমন সংবাদ পাইলেন ।  
উপর এই সকল দুঃসংবাদ শুনিয়া রামানুজ কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া  
ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত ।

মার্কটিকর্ত্তৃক কুনিকঠের নিধনবার্ত্তা আনয়ন ।

আচার্য্য শ্রীরঙ্গমের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্ত "মার্কটি" নামক  
এক শিষ্যকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিলেন । \* মার্কটি, কুরেশের পুত্র ।

\* মতান্তরে রামানুজ ৭ম দিবসে ব্যাধিসহ মার্কটিকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করেন ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৭৫

করিয়া কিরিবার কালে কুমিকণ্ঠের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন ।  
 দয়র আসিয়া রামানুজ-চরণে সবিশেষ নিবেদন করিলেন ।  
 কুমিকণ্ঠের নিধনবার্তা শুনিয়া রামানুজ আনন্দে অধীর হইয়া অশ্রুবারি  
 ফেলিতে লাগিলেন ।

কুমিকণ্ঠের তিন নৃসিংহপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ‘নৃসিংহদেবের  
 নৃসিংহ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন’ বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে  
 লাগিল । তথা হইতে তিনি আবার মেলকোট আসিলেন এবং  
 কুমিকণ্ঠের পর শ্রীরঙ্গম যাইবার জন্ত রামপ্রিয়ের নিকট অনুমতি  
 প্রার্থনা করিয়া লইলেন ।

শিষ্যগণের জন্য আচার্য্যের প্রস্তরমূর্তি ।

কুমিকণ্ঠ রামানুজকে গমনোত্তর দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ বড়ই কাতর  
 হইলেন । তাঁহাদের শাস্তির জন্ত আচার্য্য অল্পদিনের মধ্যে  
 একটা প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করাইয়া নিজ প্রতিনিধিস্বরূপে  
 প্রদান করিলেন ।

এইতে কয়েকটা শিষ্যের মনে সন্দেহ হইল যে, প্রস্তরমূর্তি কি  
 আচার্য্যের কাৰ্য্য করিবেন? তাঁহারা আচার্য্যকে  
 কহিল—‘ওরূপেব! আমাদিগকে জীবন্ত কোন আচার্য্য দিন ।’  
 আচার্য্য তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—‘তোমরা ত বড়  
 দূরদৃষ্টি দেখিতেছি, তোমরা কি কখন আমার মূর্তির সম্মুখে কিছু  
 কহিয়াছ, যে উত্তর না পাইয়া একথা বলিতেছ?’

আচার্য্যের-প্রভাবে প্রস্তরমূর্তির বাক্যক্ষুণ্ণি ।

কুমিকণ্ঠ নজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং যখনই মূর্তির  
 সম্মুখে আসিয়া আচার্য্যের নাম গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকে সম্বোধন করিলেন,  
 তখনই তাঁহাদের উত্তর প্রদান করিলেন ।

অতঃপর রামানুজ রামপ্রিয়ের পূজাসম্বন্ধে শিষ্যগণকে বিশেষ সাবধান করিয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া আসিলেন। এইরূপে আচার্য্য দ্বাদশ কাল মেলকোট বা তিরুনানায়ণপুরে অবস্থিতি করিয়া এ অঞ্চলে কৈশিক মত উত্তমরূপে প্রচারিত করিলেন।

আচার্য্যের অনুপস্থিতিতে শ্রীরঙ্গমের অবস্থা।

ওদিকে কুরেশ কুমিকণ্ঠের নিকট হইতে নিস্তার পাইয়া ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিনীত প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাঁহারা রামানুজ সম্বন্ধীয় কাহাণী শুনিয়া দিয়া আর রাজার ক্রোধের পাত্র হইতে চাহেন নাই। অগত্যা তিনি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া বৃষভাঙ্গি \* নামক স্থানে রামানুজের প্রভাব আশায় দিন যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরঙ্গমে আচার্য্যের পুনরাগমন। কুরেশের জন্ত দুঃখ।

ইহার কিছু পরেই আচার্য্য শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানুজের আগমনে নগরে আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্য্য নাতিকে প্রণিপাত করিয়াই, কুরেশের গৃহাভিমুখে চলিলেন। ইন্দ্র কুরেশ ও রামানুজের আগমন-বার্তা শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, পথেই দেখা হইয়া গেল।

রামানুজ, কুরেশকে দেখিতে পাইয়া বেগে গমন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও আকুল হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল—“কুরেশ! তোমার এই দুঃখের কারণ—এই মহাপাতকী হায়! আজ আমার জন্তই তুমি চক্ষু হারািয়াছ।”

\* মতান্তরে ২০ বৎসর।

+ মরাস্তরে কুণ্ডাল বা মুষরচর্ম।

‡ মতান্তরে কুরেশ বাদবাসিতে রামানুজের নিকট গমন করিয়াছিলেন।  
না—তিরুবণমামলই হইতে রামানুজ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৭৭

কিছুতেই গুরুদেবকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারেন না, অনেক কষ্টে গুরুদেবকে শান্ত করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ফিরিলেন। ইহার পর আচার্য্য, নিজ-গুরু মহাপূর্ণের গৃহে গমন করেন এবং গুরুপত্নী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

চিদম্বরের দেবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ।

কিদিন পরে রামানুজ গুনিলেন—কুমিকণ্ঠ, চিত্রকূট বা চিদম্বরের বিগ্রহটী নষ্ট করিয়াছে, তাঁহার উৎসব-বিগ্রহটী একটী বৃদ্ধা ত্রিকপতিতে লইয়া গিয়া কোনরূপে রক্ষা করিয়াছে। তিনি লইয়া অবিলম্বে ত্রিকপতি গমন করিলেন ও উক্ত মূর্তিটীকে শৈলতলে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ত্রীরঙ্গমে ফিরিয়া গেলেন। “ভিলা” নামে ঐ বৃদ্ধা এই উৎসব-বিগ্রহটীকে চোলরাজার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া রামানুজ ইহার নাম রাখিলেন “ভিলা পোবিন্দ।”

কাঞ্চীতে বরদরাজের নিকট কুরেশের চক্ষুভিক্ষা ।

এবার রামানুজ, কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন এবং রাজার নিকট তাঁহাকে তাঁহার লোচনদ্বয় ভিক্ষা করিতে বলিলেন। তদনুসারে কাঞ্চীপতি ভগবান্ বরদরাজের নিত্য স্তব করিতে গেলেন।

এরূপ কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে একদিন বরদরাজ স্বপ্নে কুরেশের নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার কিছু প্রার্থনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরেশ কিন্তু নিজ-চক্ষুর কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল, তাঁহার জন্ম পরমপদ প্রার্থনা করিয়া ভগবান্ “তাহাই হউক” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

রামানুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন—“বৎস ! তোমার দেহ ত আমার ;

আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা ত তোমায় করিতে হইবে। আমার কথামত তোমাকে বরদরাজের নিকট এই স্থূল চক্ষুই ভিক্ষা করিতে হইবে।” কুরেশ কি করেন, তিনি আবার ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ আবার প্রত্যক্ষ হইলেন। এবারও কুরেশ তাঁহার নিকট কুমিকণ্ঠের উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন; ভগবান্ও “তাহাই হই” বলিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

রামানুজ ইহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কুরেশকে পুনরায় এই স্থূল চক্ষুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে বসিলেন। অগত্যা কুরেশকে চক্ষু প্রার্থনা করিতে হইল এবং ভগবানের আশীর্বাদে তাঁহার চক্ষুলাভও ঘটিল। কুরেশ ভগবদ্বিগ্রহ দেখিতে সমর্থ হইলেন।

এবার আর রামানুজের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “এবার আমার উদ্ধার নিশ্চয়—আমি যখন কুরেশের মত শিষ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমার পরদল লাভে কোন বাধা ঘটবে না।” \*

শ্রীরঙ্গমে আচার্যের উপদেশের আদর্শ শঠকোপ মুনি।

অতঃপর রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গমে কিরিয়া আসিলেন এবং এখন হইতে তিনি অধিকাংশ সময় দিব্যপ্রবন্ধ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; শ্রীভাষ্যপ্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ ততঃ অধিক ব্যাখ্যাত হইল।

\* এস্থলে মতান্তর দৃষ্ট হয় (১) প্রথম বর-লাভের পর রামানুজ কুরেশকে কাঙ্ক্ষী গমন করেন। (২) প্রথম বর—দিব্যচক্ষু-লাভার্থ। ২য় বর—মন্ত্রী বরদরাজের পরমগতির জন্য। (৩) কুরেশ দ্বিতীয়বারও চক্ষু প্রার্থনা না করার এবং রামানুজের অভিপ্রায় জানিয়াও কুরেশের অন্য প্রার্থনা পূর্ণ করার রামানুজ বরদরাজ উপর অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বরদরাজ রামানুজকে ফিরাইয়া আনেন। (৪) কুরেশ কেবল রামানুজ ও ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা চক্ষু পাইয়াছিলেন। (৫) কোন মতে—চক্ষুলাভ রঙ্গনাথের নিকটই হইল। (৬) কোন মতে কুরেশ দিব্য চক্ষু চাহেন কিন্তু স্থূলচক্ষুও প্রাপ্ত হন।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৭৯

স্বয়ং তিনি শিষ্যগণকে মৌখিক নানাবিধ সহুপদেশ দান করিতেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম—ভগবদ্ভক্তি ও ভগবানের প্রেম। এ পথে তাঁহার আদর্শ ছিলেন শঠকোপমুনি। তিনি শিষ্য-গণের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিতে বলিতেন।

স্বাচার্য্যকর্তৃক ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ।

একদিন রামানুজ গুনিলেন—পূর্বে “অণ্ডাল” নামধের কোন এক বৃষভাচলের ভগবান্ সুন্দরবাহুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তঁহাকে যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি তঁহাকে শত পাত্র ও শত পাত্র নবনীত দিবেন; কিন্তু অণ্ডাল ভগবানের শরীরে প্রেমের তিনি তাঁহার নিজ বাক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহা শুনিয়া ভক্তপ্রতিজ্ঞারক্ষার্থ বৃষভাচলে যাইয়া ভগবান্কে শত পাত্র ও শত পাত্র নবনীত প্রদান করেন। ইহাতে অতঃপর ভগবানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোদাগ্রজ নামে প্রথিত হইলেন। ভক্তের কষ্ট বুঝিতে পারেন।

এক বালিকার অনুরোধে বেক্টনাথের উপর পত্রদান।  
একদিন হইতে আচার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে একদিন শ্রীরঙ্গমে বালিকা বঠে দধিবিক্রয়ার্থ আইসে। সে দধি দিয়া মূল্য প্রার্থনা করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতিমধ্যে প্রণতার্তি-গ্রহকে হুধিতা দেখিয়া একটু প্রসাদ থাইতে দেন। প্রসাদ পানবার যন পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে আর দধির মূল্য চাহিতে লাগিল। সকলে হাসিয়া অস্থির। বলিল—“বোকা কি এত স্থলভ বস্তু?” বালিকার সে কথায় কাণ দেবনই প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল।  
বলিলেন—“আচ্ছা, তুমি বেক্টাচলে যাও, সেখানে

৫৮০

আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।” বালিকা বলিল—“তবে, বেঙ্কট উপর আপনি এক খানা পত্র দিন, নচেৎ তিনি দিবেন কেন?”

বালিকার সরলতা ও পত্রের জন্ত আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্য হইয়া করিলেন—সত্যসত্যই তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। কিছু পরে শুনা গেল, বালিকা বেঙ্কটচলে যাইয়া ভগবানকে নাট্যে প্রদর্শন করিয়া আর উঠে নাই। সে তাহার সেই নখর দেহ তথায় পরিভ্রম করিয়াছে।

আচার্য্যকর্তৃক বিপ্রপাদোদক পান।

আর একদিন একটা সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, যতিরাজের নিকট আসিয়া এবং আচার্য্যের কৈঙ্কর্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রামানুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন—“মহাত্মন! আপনি ঠিক করিয়াছেন, কৈঙ্কর্য্য ভিন্ন জীবের গতি নাই। আপনি যদি কৈঙ্কর্য্য আমাকে সম্ভষ্ট করিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহা করিতে ইচ্ছা করিবেন বলিতে পারি।”

ব্রাহ্মণ আগ্রহ সহকারে বলিলেন—“তবে দয়া করিয়া বলুন, তাহা কি?” রামানুজ বলিলেন—“তাহা হইলে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া আপনার পাদোদক দিয়া কৃতার্থ করিবেন।” সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ তাহা করিতে লাগিলেন। রামানুজ অতঃপর নিত্যই এই বিপ্রের পান করিতে লাগিলেন।

আচার্য্যের নিয়মপালন প্রবৃত্তি।

একদিন রামানুজ অত্যন্ত ভিক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎ-কথায় আসিলেন। অতিবাহিত করিয়া মধ্যরাত্রে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য্য—সেই ব্রাহ্মণ তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহার



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৮১

কথা দ্বিজাসা করায় তিনি বলিলেন—“আপনার কৈঙ্কর্য  
করা হয় নাই, সেই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।” ইহা  
রামানুজ তখনই তাঁহার পাদোদক পান করিলেন ও শিষ্যগণকে  
বলাইলেন ।

শ্রীরঙ্গমে আচার্যের শেষ ৬০ বৎসর ।

শ্রীরঙ্গমে আসিয়া আরও প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইতে  
ইবার রামানুজের লীলাবসান-কাল সমাগত হইল । আচার্যের  
প্রায় সকলেই সিদ্ধকাম, সকলেই ভগবদ্দর্শন-লাভে  
সমর্থ হইয়াছেন । ওদিকে যাহারা গুরুস্থানীয়, যাহারা বয়োবৃদ্ধ অথচ  
গুরু-স্থানীয়, তাঁহারা একে একে অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন ।  
ইতিপূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন । এবার রামানুজের  
কুরেশের সময় উপস্থিত হইল । তিনি আচার্যের আশীর্বাদ  
কাবেরী ভীরে গমন করিলেন এবং শিষ্যকোড়ে মস্তক ও  
পাদবন্দ্য রাখিয়া সজ্ঞানে মর্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন । বলা  
রামানুজ কুরেশের অভাবে যারপরনাই শোকাভিভূত হইলেন ।

শিষ্যগণের মহাপ্রস্থান ।

কিছুদিন পরেই ধর্মদাস, হেমাম্বা ও শ্রীশৈলপূর্ণ একে  
দেব প্রাপ্ত হইলেন । কুরেশের দেহত্যাগের পর রামানুজ আর  
কিছু জন্মও শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন নাই । তিনি ক্রমে জরাগ্রস্ত ও  
পড়িতে লাগিলেন । \* এই সময় একদিন প্রণতার্তিহরাচার্য  
উপলক্ষে বুধভাচলে গমন করেন এবং তথায় ভগবান্ সুন্দর-  
করিতে থাকেন । ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া  
বলিলেন । কথিত আছে,  
তিনি পীড়াক্রান্ত হইয়া ছিলেন ।

অতঃপর প্রণতার্জিহরাচার্য আর কখনও রামানুজের প্রতি মনোনিবেশ  
হন নাই।

চোলরাজপুত্রকে ক্ষমা, মন্দিরের কর্তৃত্ব লাভ।

ইহার পর কুমিকণ্ঠের পুত্র ২য় কুলভুজচোল রামানুজের পদে  
হইয়া ক্ষমা ভিক্ষাপূর্বক মন্দিরের কর্তৃত্ব প্রত্যর্পণ করিলেন। যাহার  
ইহাকে দাশরথির হস্তে সমর্পণ করেন এবং ইনিও দাশরথির মিত্র  
লাভ করিয়া খণ্ড হন।

আচার্যের আরও দুইটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন।

ক্রমে রামানুজের শরীর আরও দুর্বল হইতে লাগিল। তিনি  
মনে শ্রীরঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইলেন। এই সময় দাশরথি  
রামানুজদাস প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য আচার্যের মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার  
অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। শিষ্যগণ প্রাণ রামানুজ তাহারে  
হইলেন। তাঁহারা আচার্যের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে দুইটি প্রস্তর  
বিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন। উদ্দেশ্য—একটি ভূতপুরী ও একটি ইন্দ্র  
প্রতিষ্ঠিত করিবেন। \*

\* রামানুজের শেষ অবস্থার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়, যথা—  
(১) দাশরথি রামানুজের পূর্বের দেহত্যাগ করেন। (২) শ্রীশৈলপূর্বের পুত্র  
ও দাশরথির আগ্রহে রামানুজের তিনটি মূর্তি নির্মিত হয়। পিল্লালের নিকট  
মন্দিরে একটি, নাল্লান এবং যুবক আণ্ডানের নিকট ভূতপুরীতে একটি এবং  
নিকট নারায়ণপুরীতে একটি স্থাপিত হয়। (৩) শিষ্যগণের কাতর প্রার্থনায়  
প্রতিষ্ঠা করিতে রামানুজই উপদেশ দেন। (৪) রামানুজ ৭৪টি শব্দ ও  
নির্মাণ করাইয়া তাঁহার ৭৪টি শিষ্যকে দিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনাবিধি নান  
করেন। বরদবিষ্ণু, প্রণতার্জিহর এবং যুবক আণ্ডানকে শ্রীভাষ্যব্যাখ্যাকার্যের ভার  
কিন্তু পিল্লানকে শ্রীভাষ্য ও দিব্য-প্রবন্ধ উভয়ের ব্যাখ্যাকার্যের ভার দেন।  
পরশরকে দ্রাবিড় বেদ ব্যাখ্যার ভার দেন। (৫) কাহারও মতে রামানুজ  
বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল ১০০২ খ্রিষ্টাব্দে বৎসর, কলাক ৫২৩, বৎসর  
শুক্লাদশমী, আত্মা নক্ষত্র, মধ্যাহ্নকাল। কাহারও মতে উহা শনিবার। (৬)  
যে মূর্তি স্থাপিত হয়, তাহা রামানুজের মৃত্যুর পূর্বে তিন দিন মধ্যে নির্মিত হয়।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৮৩

আচার্যের অন্তিম কাল ও শেষ উপদেশ ।

ইহার পর আচার্য একদিন সমুদয় শিষ্য-সেবকগণকে সমবেত হইতে  
 বলিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আচার্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন  
 ঐ শান্তভাবে, তাঁহাদিগকে তাঁহার অন্তিমকাল সমাগতপ্রায়—জ্ঞাপন  
 করিলেন ও শেষ উপদেশ দিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া যার-  
 করই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহাকে আরও কিছুদিন অবস্থিতি  
 করার ক্ষমতা বহু মিনতি করিতে লাগিলেন।

আচার্যের স্বেচ্ছামৃত্যু ।

আচার্য তাঁহাদের অনুরোধে আর চারিদিন মাত্র অবস্থিতি করিতে  
 পারিলেন এবং সমস্ত দিবারাত্রি কেবল শিষ্যবর্গকে উপদেশদান  
 করিতে লাগিলেন।

এই সময় শিষ্যগণ ভবিষ্যতে যে ভাবে চলিবেন তদ্বিষয়ে আচার্য  
 তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—

শেষ উপদেশাবলী ।

- ১। স্বদেশিকস্ত কৈরুর্ঘ্যে কৈরুর্ঘ্যে বৈষ্ণবস্ত চ ।
- প্রতিপত্তিঃ সমাং কৃত্বা কৈরুর্ঘ্যং কারয়েৎ সদা ॥
- ২। নিজগুরুসেবা এবং বৈষ্ণবসেবার মধ্যে কোন ভেদ করিবে না ।
- ৩। পূর্বাচার্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্তয়েৎ ।
- ৪। পূর্বাচার্যগণের বাক্যে বিশ্বাস রাখিবে ।
- ৫। ন বর্তয়েদিত্ত্রিগাণাং কিঙ্করস্ত দিবানিশম্ ॥
- ৬। ইন্দ্ৰিয়ের দাস হইবে না ।
- ৭। নামাত্রশাস্ত্রনিরতো নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন ।
- ৮। কখনও সামাত্র অর্থাৎ লৌকিক শাস্ত্রনিরত হইবে না ।
- ৯। ভগবদ্বিষয়ে শাস্ত্রে নিরতঃ সর্বদা বসেৎ ॥

- ৫। সর্বদা ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্ররত থাকিবে ।
- ৬। আচার্য্যকৃপয়া পূৰ্ব্বং সজ্ঞাতজ্ঞানসাগরঃ ।  
ভূয়ঃ শব্দাদিবিষয়কিক্করো নৈব বর্তয়েৎ ॥
- ৬। আচার্য্যকৃপায় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে আর শব্দাদি বিষয়ে  
কিক্কর হইবে না ।
- ৭। সর্বান্ শব্দাদিবিষয়ান্ সমানেব বিলোকয়েৎ ।
- ৭। সমুদায় শব্দাদি বিষয়কে সমানভাবে দেখিবে ।
- ৮। পুষ্পচন্দনতাম্বুলদ্রব্যাদিষু স্তগন্ধিষু ॥  
বাসনারুচিকার্য্যাণি কদাচিন্মৈব কারয়েৎ ।
- ৮। পুষ্প চন্দন ও তাম্বুলাদি দ্রব্যে আসক্ত হইবে না ।
- ৯। যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নাগকীর্তনে ।  
সা স্যাৎ প্রীতির্হি তস্য নামসংকীর্তনে চ যঃ ॥
- ৯। ভগবন্নাগকীর্তনে যেরূপ প্রীতি করিবে তাঁহার ভক্তের নাম  
কীর্তনে তদ্রূপ প্রীতি করিবে ।
- ১০। কারণং ভগবৎপ্রাপ্তে মহাভাগবতাশ্রয়ঃ ।  
ইতি যত্না দৃঢ়ং তেষামাজ্ঞয়া বর্তয়েৎ সদা ॥
- ১০। মহাভাগবতগণের আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ ভাবি  
দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইবে ।
- ১১। বিহায় বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্ত চ ।  
বিনশ্বেৎ স নরো প্রাজ্ঞো রাগাদিপ্রেরিতো যদি ॥
- ১১। রাগাদিপ্রেরিত হইয়া যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিষ্ণু ও বৈষ্ণব  
কৈঙ্কর্য্য ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার বিনাশ অবশ্যস্বাবী ।
- ১২। বৈষ্ণবানামনুষ্ঠানে নোপায়মতিমুদয়েৎ ।
- ১২। বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠানে উপায় জ্ঞান করিবে না ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৮৫

- ১। উপাসনেন সতত মুন্নয়েৎ স্মমহামনাঃ ॥  
 ২। তাহাকেই জীবনের লক্ষ্য বা উপেয় জ্ঞান করিবে ।  
 ৩। নান্নরদেকবচনাং মহাভাগবতান্ জনান্ ।  
 ৪। ভাগবতগণকে কখনও একবচনদ্বারা আহ্বান করিবে না ।  
 ৫। পূর্বাঙ্কনিং বৈষ্ণবানাং দৃষ্টমাত্রে চ কারয়েৎ ॥  
 ৬। বৈষ্ণবদর্শনমাত্র তাঁহাকে অগ্রেই বন্দনা করিবে ।  
 ৭। হরতঃসবতো বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাং চ সন্নিধৌ ।  
 ৮। পাদৌ প্রসার্য ন বসেৎ কদাচিদমলাত্মনাম্ ॥  
 ৯। ভুবান্ বিষ্ণু বা বৈষ্ণব বা নির্মলচিত্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে  
 ১০। উপবেশন করিয়া বসিবে না ।  
 ১১। বিষ্ণোঃ পাদৌ বৈষ্ণবস্ত গৃহাণাং চ দিশং প্রতি ।  
 ১২। পাদৌ প্রসার্য নিদ্রাং চ কদাচিৎস্নৈব কারয়েৎ ॥  
 ১৩। বিষ্ণু গুরু ও বৈষ্ণবের গৃহের দিকেও পদ প্রসারিত করিয়া  
 ১৪। না ।  
 ১৫। কখনিহঃ সমুখায় বসেদ্ গুরুপরম্পরাম্ ।  
 ১৬। ভগবতঃ পরই গুরুপরম্পরা পাঠ করিবে ।  
 ১৭। ভাগবতান্ দৃষ্ট্বা নিমগ্নান্ বিষ্ণুসন্নিধৌ ।  
 ১৮। ভগবতঃসমুখায় প্রণমেদ্ দণ্ডবৎ ভূবি ॥  
 ১৯। কখনই মহাভাগবতগণকে বিষ্ণুসমীপে উপবিষ্ট দেখিবে তখনই  
 ২০। উপাসনা করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।  
 ২১। কদীর্জনঃ ভগবতস্তথা ভাগবতস্ত বা ।  
 ২২। বৈষ্ণবো বৃক্কবৎস্ব তান্ শক্ত্যা নাভিপূজ্য চ ।  
 ২৩। যো চোখায় গমনমপচারতমো ভবেৎ ॥  
 ২৪। কখনও যখন ভাগবত কিম্বা ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন

৫৮৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

করিবেন তখন যথাসাধ্য তাঁহাদের পূজা করিবে, তাঁহাদের দাস হইবে না, অথবা দূরে যাইবে না—ইহা মহাপাপ।

২১। বৈষ্ণবাগমনং শ্রদ্ধা গচ্ছেদভিমুখং সদা।

সাকং গচ্ছেৎ কিয়দদূরং ভক্ত্যা তেষাং বিনির্গমে।

দ্বয়োরকরণত্বেন মহান্ দোষঃ প্রজায়তে।

২১। বৈষ্ণব আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অভিমুখে যাইয়া দাস করিবে, তাঁহারা যখন চলিয়া যাইবেন তখন কিয়দূর দূরে যাইয়া অত্যাচার করিলে পাপভাগী হইবে।

২২। আত্মযাত্রার্থ মনিশং শেষত্বেন চ বৈষ্ণবান্।

বিনয়াদিগুণৈর্ভক্ত্যা নানুসৃত্য মহাত্মকান্।

দেহযাত্রার্থ মনিশং প্রাকৃতানাং গৃহে গৃহে।

গত্যাগত্যাথ নামানি তেষাং তেষাং চ সাদরম্।

স্বনাম্নঃ পুরতঃ কৃত্বা নিয়মাদীন বিহায় চ।

বর্তনং বৈষ্ণবশাস্ত্র স্বরূপশ্চৈব হানিদম্।

২২। শ্রীবৈষ্ণবের কৈরুখ্যদ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে। তাঁহারা ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন নাই, তাঁহাদের গৃহে যাত্রার নিজ নামের আগ্র তাহাদের নাম করা, অথবা তাহাদের হইতে জীবিকার্জন করা—সকলই তোমার অবনতির কারণ হইবে।

২৩। বিষ্ণোর্দীব্যবিমানানি গোপুরাণি জগৎপতে।

দৃষ্টমাত্রাণ সহস্রা কারয়েদঞ্জলিং তদা।

২৩। যে মুহূর্ত্তে ভগবান্নন্দির বা তাঁহার গোপুরপ্রভৃতি দেখিবে মুহূর্ত্তেই কৃতাজলি হইয়া প্রণাম করিবে।

২৪। দৃষ্টেতরবিমানানি বিস্ময়ং নৈব কারয়েৎ।

২৪। 'অপর দেবতাগণের মন্দিরাদি দেখিয়া বিস্মিত হইবে না।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৮৭

- ১১। ঈশ্বা ন বিস্ময়ং গচ্ছদ্ দেবতান্তরকীর্তনম্ ॥  
 ১২। দগর দেবতার গুণকীর্তন শুনিয়া বিস্মিত হইবে না ।  
 ১৩। বিষ্ণোর বৈষ্ণবানাং চ নামসংকীর্তনানি চ ।  
 ১৪। কুর্ত্তঃ পুণ্যপুরুষান্ দৃষ্ট্বা নাবাপ্য বৈ মুদম্ ॥  
 ১৫। যাক্ষেপো হপচারঃ শ্রান্নধ্যে তেবাং স্থনিশ্চয়ম্ ।  
 ১৬। গুরু, বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত শ্রীবৈষ্ণবের সহিত  
 ১৭। ঈশ্বা বা কথাবার্ত্তা কথা মহাপাপ ।  
 ১৮। শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্বোযং দেহচ্ছায়াং ন লজ্যয়েৎ ॥  
 ১৯। শ্রীবৈষ্ণবের ছায়া অতিক্রম করিবে না ।  
 ২০। স্বদেহচ্ছায়াসংস্পর্শং বৈষ্ণবেষু ন কারয়েৎ ।  
 ২১। তোমার ছায়াও তাঁহাদের উপর পতিত হইতে দিবে না ।  
 ২২। সৃষ্টাংশংস্কারিণঃ পূর্ব্বং বৈষ্ণবাননুসংস্পৃশেৎ ॥  
 ২৩। যদ্যনুত বক্তিকে স্পর্শ করিলে স্নান না করিয়া শ্রীবৈষ্ণবকে  
 ২৪। স্পর্শ করিবে না ।  
 ২৫। বৈষ্ণবায় দরিদ্রায় পূর্ব্বং বন্দনকারিণে ।  
 ২৬। অনাদরাণি কার্য্যাণি ভবেয়ুঃ পাতকানি বৈ ॥  
 ২৭। যদি শ্রীবৈষ্ণব যদি তোমায় প্রথমেই বন্দনা করেন, তাহা  
 ২৮। হুঁমি তাঁহাকে অনাদর করিও না । কারণ, ইহা মহাপাপ ।  
 ২৯। যদি প্রথমতে পূর্ব্বং দানোহ হমিতি বৈষ্ণবঃ ।  
 ৩০। অনাদরে ক্রুতে তস্মিন্ পচারো মহান্ ভবেৎ ॥  
 ৩১। যদি কোন শ্রীবৈষ্ণব তোমাকে প্রথমে বন্দনা করেন এবং  
 ৩২। যদি আপনার ভৃত্য ইত্যাদি, তাহা হইলেও তাঁহাকে কোনরূপ  
 ৩৩। করিবে না । কারণ, ইহা মহাপাপ ।  
 ৩৪। বৈষ্ণবানাং চ জন্মানি নিদ্রালশ্রানি যানি চ ।

দৃষ্ট। তানি প্রকাশ্যান্ত জনেভ্যো ন বদেৎ কচিৎ ॥

তেষাং দোষান্ বিহায়াশ্চ গুণাংশ্চৈব প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ॥

৩২। বৈষ্ণবের জন্ম নিদ্রা ও আলস্‌তাদি কোন দোষ ঘানিতে পারিলে তাহা সকলের নিকট কখনও প্রকাশ করিবে না, কিন্তু উদ্যোগের কথাই প্রকাশ করিবে ।

৩৩। বিষ্ণুপাদোদকং চৈব ভক্তপাদোদকং তু বা ।

প্রাকৃতেষু চ পশ্যৎস্ব ন পিবেৎ তোয়মুক্তমম্ ॥

৩৩। বিষ্ণুপাদোদক কিংবা ভক্তপাদোদক সাধারণ লোকের সম্মুখ পান করিবে না ।

৩৪। তদ্বদ্রয়শ্চ জ্ঞানেন শ্রীরহস্যত্রয়শ্চ চ ।

রহিতশ্চাজ্জিহ্বং তোয়ং গ্রাহয়েন্ন কদাচন ॥

৩৪। যিনি তদ্বদ্রয় এবং শ্রীরহস্যত্রয় জ্ঞানেন না তাঁহার পাদোদক কখনও পান করিবে না ।

৩৫। জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্তশ্চ সদাচাররতশ্চ চ ।

পাদোদকং বৈষ্ণবশ্চ পিবেন্নিত্যং প্রয়ত্ততঃ ॥

৩৫। জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্ত এবং সদাচাররত বৈষ্ণবের পাদোদক পান করিবে ।

৩৬। মাং চ ভাগবতৈঃ সার্কং সাম্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ ।

৩৬। ভাগবতগণের সহিত নিজের সাম্যবুদ্ধি করিবে না ।

৩৭। প্রাকৃতানাং চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি ।

স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাজ্জিহ্বজলং পিবেৎ ॥

৩৭। যদি সহসা প্রমাদাদিবশে প্রাকৃত জনের সংস্পর্শ ঘটে, হয় হইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া বৈষ্ণবপাদোদক পান করিবে ।

৩৮। বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদি গুণযুক্তান্ মহাত্মনঃ ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৮৯

বৈষ্ণবাস্তান্ মহাভাগান্ মত্বা চরমবিগ্রহান্ ।

করয়েং তেষু বিশ্বাসং বিশেষেণ মহাত্মস্থ ॥

১। জ্ঞানভক্ত্যাদি গুণযুক্ত বৈষ্ণবগণকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে  
২। এই জন্মই তাঁহাদের শেষ জন্ম বলিয়া বুঝিবে ; তাঁহাদিগের উপর  
বিশ্বাস করিবে ।

৩। বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদিগুণবন্তো মহাত্মকাঃ ।

যে যে ভাগবতাস্তাং স্তাত্মদিশ্চ প্রীতিমভ্যসেং ॥

৪। বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদিগুণযুক্ত মহাত্মা ভাগবতগণের উদ্দেশে প্রীতি  
করবে ।

৫। ন গ্রাহয়েদ্ বিষ্ণুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ ।

৬। প্রাকৃতগণের গৃহে বিষ্ণুপাদোদক পান করিবে না ।

৭। প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্ ন সেবেদ্ বিষ্ণুবিগ্রহান্ ॥

৮। প্রাকৃতগণের নিবাসস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবা করিবে না ।

৯। শ্রীরের্দিব্যদেশেষু পশ্যৎস্ব প্রাকৃতেষুপি ।

তীর্থপ্রসাদগ্রহণং কারয়েন্ন তু সংশয়ঃ ॥

১০। শ্রীরির দিব্যদেশে কিন্তু প্রাকৃতগণের সম্মুখেও বিষ্ণুপাদোদক  
প্রসাদ গ্রহণ করিবে ।

১১। নদা শ্রীবৈষ্ণবৈর্দত্তং প্রসাদং বিষ্ণুসন্নিধৌ ।

উপবাসাদিনিয়মযুক্তোহহমিতি ন ত্যজেৎ ॥

১২। উপবাসাদি নিয়মযুক্ত বলিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে শ্রীবৈষ্ণবদত্ত প্রসাদ  
গ্রহণ করিবে না ।

১৩। প্রসাদে পাবনে বিষ্ণোঃ সর্বপাপহরে হরেঃ ।

কদাচিদপি চোচ্ছিষ্টপ্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ ॥

১৪। সর্বপাপহর বিষ্ণুর পবিত্র প্রসাদে কখনও উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিবে না ।

৫৯০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

- ৪৫। সন্নিধৌ বৈষ্ণবানাং চ স্বগুণান্নৈব কীর্তয়েৎ ।  
 ৪৫। বৈষ্ণবগণের নিকট নিজগুণ কীর্তন করিবে না ।  
 ৪৬। শ্রীবৈষ্ণবানাং সান্নিধ্যে নাগ্ন্যং পরিভবেজ্জনম্ ॥  
 ৪৬। শ্রীবৈষ্ণবের সম্মুখে অপরকে লজ্জা দিবে না ।  
 ৪৭। গুণানুভবকৈঙ্কর্যং তদীয়ানাং মহাত্মনাম্ ।  
 অবিধায় ক্ষণমপি কার্য্যং কিঞ্চিন্ন কারয়েৎ ॥  
 ৪৭। ভাগবত ও মহাত্মগণের গুণানুভব ও কৈঙ্কর্য না করি  
 কোন কার্য্য করিবে না ।  
 ৪৮। দিনৈকঘটিকায়াং চ বর্ণয়েদ্ গুরুসদৃশগান্ ।  
 ৪৮। প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে এক ঘটিকাও গুরুর সদৃশ গুণ বর্ণনা করিবে ।  
 ৪৯। দিনৈকঘটিকামধ্যে হপি বিশ্বাসপূর্ব্বকম্ ॥  
 শঠ্যাদিপ্রবন্ধান্ বা প্রবন্ধান্ কীর্তয়েদ্ গুরোঃ ।  
 ৪৯। প্রতিদিন এক ঘটিকাও বিশ্বাসপূর্ব্বক শঠারি প্রভৃতির প্রব  
 বা গুরুপ্রবন্ধ কীর্তন করিবে ।  
 ৫০। দেহাভিমানিনা সার্কং সহবাসং ন কারয়েৎ ।  
 ৫০। দেহাভিমানিগণের সহিত একত্র বাস করিবে না ।  
 ৫১। শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ ॥  
 তৈঃ সার্কং বঞ্চকজ্ঞৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ ॥  
 ৫১। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ শ্রীবৈষ্ণবের চিহ্নধারণ করিলেও তাহ  
 সহিত বাস করিবে না ।  
 ৫২। ন ভাষয়েচ্চ সততং পর দুষণতংপরৈঃ ।  
 ৫২। পরদুষণতংপরগণের সহিত কথা কহিবে না ।  
 ৫৩। দেবতাস্তুরভক্তানাং সঙ্গদোষনিবৃত্তয়ে ।  
 শ্রীবৈষ্ণবৈ ম'হাভাগৈঃ সঙ্গাপং কারয়েৎ সদা ॥



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৯১

১. দেবতার-ভক্তগণের সঙ্গদোষনিবৃত্তির জন্ত মহাভাগ শ্রীবৈষ্ণব-  
সংগীত সর্বদা আলাপ করিবে ।
২. দেবদূষকজ্ঞানায় পশ্চেৎ পুরুষাধমান্ ।  
দৈবালোকয়েৎ কুরান্ নাপচারপরান্ গুরৌ ॥
৩. ভবানের দোষদর্শী পুরুষাধমগণের প্রতি দৃষ্টি করিবে না ।  
কুরে অসন্মানকারী কুরগণেরও মুখ দেখিবে না ।
৪. দৈবনিষ্ঠপুরুষে: সঙ্গতিং কারয়েৎ সদা ।  
দৈবনিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গ সর্বদা করিবে ।
৫. উপাস্তব্রনিষ্ঠাং চ পুরুষান্ পরিবর্জয়েৎ ।  
প্রপত্তিধর্মনিরতৈর্জনৈ: সহ বসেৎ সদা ।
৬. যাহার মুক্তির উপায় ভগবৎশরণাগতিভিন্ন অন্য বিবেচনা  
করিতে বর্জন করিবে । কিন্তু যাহারা ভগবৎশরণাগতিকহই  
উপায় বিবেচনা করেন তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে ।
৭. হৃদয়সারজৈস্তত্ত্বত্রয়বিশারদৈ: ॥  
দ্ব্যভাসবর্তৈ: সাক্ষং সহবাসং চ কারয়েৎ ॥
৮. হৃদয়সার এবং তত্ত্বত্রয়ে যাহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের সঙ্গ  
নাথকামগণৈ: সাক্ষং কদাচিন্নিবসেৎ সদা ।
৯. ভগবদ্ভক্তির্নিষ্ঠেচ সংলাপং কারয়েৎ সদা ॥  
ভগবদ্ভক্তিগোপন্য ব্যক্তির নিকট কখন বসিবে না, কিন্তু ভগবদ্-  
ভক্তির সহিত আলাপাদি করিবে ।
১০. দৈবেন তিরস্কার: কুতো হি ভগবতাং যদি ।  
দৈবকারস্বতিং তস্মাদমত্মা মোনতো বসেৎ ॥
১১. কোন বৈষ্ণব তোমায় তিরস্কার করেন তাহা হইলে

৫৯২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

তাহার মন্দচিন্তা করিবে না । কিন্তু মৌন হইয়া থাকিবে ।

৬০ । সজ্জাতা বৈষ্ণবশাসীদে বুদ্ধির্হি পরমে পদে ।

শ্রীবৈষ্ণবেভ্যঃ সর্বৈভ্যঃ কারয়েৎ সততং হিতম্ ।

৬০ । যদি বৈষ্ণবের পরমপদ কামনা হয় তবে শ্রীবৈষ্ণবের হিত করি  
চেষ্টা কর ।

৬১ । ধর্মাদপেতং যৎ কৰ্ম যদ্যপি শ্রান্নমহাকলম্ ।

ন তৎ সেবেত মেধাবী ন হি তদ্বিতমুচ্যতে ॥

৬১ । ধর্মহীন কর্মের মহাকল হইলেও তাহা করিবে না ।  
তাহা হইতে হিত হয় না ।

৬২ । নানর্পিতান্নং হরয়ে কদাচিদপি ভক্ষয়েৎ ।

পুষ্পচন্দনতাম্বুলবস্ত্রোদকফলাদিকম্ ॥

নানর্পিতং তু হরয়ে কদাচিদপি ধারয়েৎ ।

৬২ । ভগবানকে যে অন্ন নিবেদিত হয় নাই তাহা ভক্ষ  
না, তদ্রূপ হরিকে অনিবেদিত যে পুষ্প চন্দন তাম্বুল ও বস্ত্রাদি  
গ্রহণ করিবে না ।

৬৩ । সাধনাস্তরসংপ্রাপ্ত মর্থকামাদিহেতুনা ॥

অবাচিতমপি প্রাপ্তং ন গৃহীয়াৎ কদাচন ।

৬৩ । যাহারা অর্থ ও কামপরায়ণ তাহারা স্বেচ্ছায় দিতে  
তাহাদের হাত হইতে কিছুই লইবে না ।

৬৪ । জাতাত্তদুষ্টমদ্রাণ্ডং ভূঞ্জীয়াৎ চ সাদরম্ ॥

৬৪ । জাতিপ্রভৃতির দ্বারা অদুষ্ট অন্ন আদরের সহিত ভক্ষ  
৬৫ । স্বদেহপ্রিয়ভোগ্যানি নার্পয়েৎ পরমাত্মনে ।

৬৫ । নিজ দেহের প্রিয় ভোগ্য সকল ভগবানকে দিবে না ।

৬৬ । শাক্তীয়সর্বভোগ্যান্শ্চ বিষ্ণবে তানি চার্পয়েৎ ।



## । . . . . রামানুজ-চরিত্র । . . . .

৫৯৩

- ১০। বিষ্ণু বাহ্য শাস্ত্রবিহিত তাহাই দিবে।
- ১১। বিষ্ণুপিতামহপানীয়ভক্ষ্যাदिষু স্বগন্ধিষু।  
প্রদানবুদ্ধিঃ কৰ্তব্যা ভোগবুদ্ধির্হি ন কৈচিৎ ॥
- ১২। বিষ্ণুকে অর্পিত অন্ত্রপানীয় ও ভক্ষ্যাदि এবং স্বগন্ধ প্রভৃতিতে  
বুদ্ধি করিবে, ভোগবুদ্ধি কখনও করিবে না।
- ১৩। কৈবল্যবুদ্ধ্যা কৰ্ম্মাণি শাস্ত্রীয়াণ্যেব কারয়েৎ ॥
- ১৪। যাহার কৰ্ম্মসকল কৈবল্যবুদ্ধিতে করিবে।
- ১৫। মহাব্রহ্মনিষ্ঠস্ত মহাভাগবতস্ত হি।  
যপচারং বিনা নান্তদাত্মনো নাশকারণম্ ॥
- ১৬। যাহনো মোক্ষহেতুত্বাং তস্মুখোল্লাসনং বিনা।  
মহাব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগবতের অপকার বিনা আত্মনাশ হয়  
ইহাই আত্মনাশের কারণ। তদ্রূপ আত্মার যে মোক্ষ তাহার  
অবানের শ্রীমুখের উল্লাস, তদ্ব্যতীত মুক্তি হয় না।
- ১৭। পুণ্যদা বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোহস্তি নেতরঃ ॥  
তৎ তদ্ব্যবতঃ কিঙ্কিন্নাস্তি নাশনমাত্মনঃ।
- ১৮। ভগবদ্ভক্তের সেবা অতিরিক্ত পুরুষার্থ নাই। সেই ভগবদ্ভক্তের  
অপেক্ষা আত্মনাশকর আর কিছুই নাই।
- ১৯। অর্চাবিকৌ শিলাধীশু ক্রমু নরমতি বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধিঃ।  
দিকোবা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বু বুদ্ধিঃ ॥
- ২০। দিগ্ধে ভগ্নামমস্ত্রে কলিকলুষহরে শঙ্কসামান্তবুদ্ধিঃ।  
ঈশ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্ষস্ত বা নারকী সঃ ॥
- ২১। অর্চাযুক্তিতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে  
বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের চরণোদকে জলবুদ্ধি, কলিকলুষহর  
বিষ্ণু নাম বা মস্ত্রে সামান্ত শব্দবুদ্ধি, আর সর্বেশ্বর বিষ্ণুতে

অন্য দেবতার সমান জ্ঞান—ইত্যাদি যে ব্যক্তি করে সেই নাকই বলিয়া জানিবে ।

৭২ । শ্রীমদ্ভাগবতার্চনং ভগবতঃ, পূজাবিধেৰুত্তমম্  
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্ ।  
তীর্থাদ্যুতপাদজাদ্ গুরুতরং তীর্থং তদীয়াজিষ্ণুম্  
তস্মান্নিত্যমতদ্রিতো ভব সতাং তেষাং সমারাধনে ।

৭২ । ভক্তের পূজা ভগবানের পূজার অপেক্ষা উত্তম; ভগবান অবমাননা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের অবমাননা আরও ভীষণ; ভগবান পাদোদক হইতে তাঁহার ভক্তের পাদোদক শ্রেষ্ঠ, এই হেতু অনন্য ভক্ত সতত তাঁহাদের আরাধনায় রত থাকিবে ।”

শিষ্যগণ আচার্যের শ্রীমুখ হইতে এই মধুর উপদেশবাণি শুনি ক্রিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন । কিন্তু পরক্ষণেই আবার আচার্যের উপদেশ শুনিবার জগ্ৰত তাঁহাদের ইচ্ছা হইল । অমৃত আবার কি কি ভৃপ্তি হয় ? প্রতু্যত আশ্বাদম্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে ।

শিষ্যগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“দেব ! সংক্ষেপে বলুন, দয়া করিয়া কিরূপে এ সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব । দেহান্ত আমাদের কি কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে—দয়া করিয়া বলুন ? আপনার কথা শুনিয়া আমাদের ভৃপ্তি হইতেছে না ।”

উপদেশ পঞ্চক ।

আচার্য বলিলেন—“আচ্ছা শুন, আমি প্রকারান্তরে আবার বলিয়া দেখ—(১) যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ লয় সে কখনও নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তা যেন না করে । কারণ, ইহা ত তাঁহারই হস্তে । যদি কে ভবিষ্যতের চিন্তা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ভগবৎশরণার্থ ব্যর্থ বলিয়া জানিবে ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৯৫

(২) তাহার যে বর্তমান, তাহা অতীত কৰ্ম্মের ফল, হুতরাং সে  
তাহার লক্ষ্যন করিতে পারিবে না। বৈষ্ণব—বর্তমান ও  
ভবিষ্যৎ চিন্তা হইতে সতত মুক্ত ।

(৩) তোমার কর্তব্য কৰ্ম্মকে কখনও উপায় বলিয়া বিবেচনা  
কর না। ভগবৎসেবাই জীবের চরম উদ্দেশ্য ।

(৪) তোমাদের যাহা কর্তব্য কৰ্ম্ম তাহা ভগবানেরই সেবা বলিয়া  
গণ্য হইবে।

(৫) ব্রীহত্ত্ব অধ্যয়ন করিবে এবং তাহার শিদ্ধান্ত সৰ্ব্বত্র প্রচার  
কর। ইহা ভগবানেরই সেবা, ইহা তাঁহার প্রীতিকর । আর যদি  
করিতে না পার, তবে—

(৬) যাহা মুনি শঠকোপের অথবা অপার মহাত্মগণের উপদেশ  
করিবে এবং যোগ্যপাত্র তাহা দান করিবে । অথবা—

(৭) তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া ভগবৎসেবা করিয়া কালক্ষেপ করিবে,  
অথবা যথোচিত ভক্তিভাৱে ভগবানের পূজার দ্রব্যসংগ্রহ,  
আলোকদান, মাল্যরচনা, মন্দির মার্জ্জনা এবং চিত্রিতকরণ  
করিতে হইবে। অথবা—

(৮) যদ্ব্যজ্ঞিতে যাইয়া কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় শান্ত ও  
ব্রতবাস করিবে। অথবা—

(৯) যেখানে আছে সেই স্থানেই থাক, তোমার কর্তব্যভার  
তোমার গুরু উপর গ্রস্ত করিবে এবং সত্যদ্বয়ের অর্থ চিন্তা  
কর না—

(১০) জানা ভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় কোন বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করিবে  
অথবা ভক্তির বিনোদন দিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবে;  
এই উপদেশ ।”

শিষ্যগণ চরিতার্থ ।

এই বার শিষ্যগণের জিজ্ঞাসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল, সকলেরই জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল । তাঁহারা সকলেই পরস্পর অনুভব করিতে লাগিলেন ।

মন্দিরের ভগবৎকিঙ্করগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ।

অতঃপর আচার্য মন্দিরের কিঙ্করগণের আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন । তাঁহারা শুনিবামাত্র সকলে আচার্যের নিকট সমবেত হইলেন । আচার্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া করযোড়ে অতি দীনভাবে বলিলেন—“হে ভগবৎসেবকগণ ! আমার অন্তিম সময় উপস্থিত । আমি যদি অজ্ঞাতসারে আপনাদিগের কোনরূপ অপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনাদিগের ক্ষমা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন । ইহাই আমার প্রার্থনা ।”

সেবকগণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । তাঁহারা তখন আচার্যেরই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । আচার্য তাঁহাদিগকে নানারূপ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া ভগবানের পথে প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলিলেন । অনন্তর তাঁহারা অতিবিক্রম নিজে নিজে কর্তব্যপালনার্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

অবিজিতবেদান্তীবিজয়ে শেষ আদেশ ।

অতঃপর আচার্য, পরাশর, বরদ-বিষ্ণু-আচার্যপ্রভৃতি পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভারার্পণ করিলেন এবং বলিলেন—“দেখ, পণ্ডিত (শৃঙ্গেরী ?) একজন বিখ্যাত বেদান্তী আছেন, তাঁহাকে এখনও আমরা আনয়ন করা হয় নাই, তাঁহাকে তোমরা এই পথের পথিক করিয়া

প্রস্তরমূর্ত্তিতে শক্তিসংকার ও দেহত্যাগ ।

অনন্তর তিনি কাবেরী হইতে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তর বিগ্রহ-মধ্যে নিজ শক্তিসংকার করিলেন ।



## রামানুজ-চরিত্র ।

৫৯৭

যদিও কোড়ে মন্তক ও আঙ্গুপূর্ণের কোড়ে চরণদ্বয় স্থাপিত করিয়া  
 ত্রৈলোক্য ধারণ করিলেন । শিষ্যগণ শোকে অত্যন্ত অধীর হইলেন এবং  
 ক্রীড়িত বেষ্টন করিয়া আবিড়বেদ, ভৃগুবল্লী ও ব্রহ্মবল্লী প্রভৃতি বেদমন্ত্র  
 প্রকরিত লাগিলেন ।

ঐ অবস্থায় আচার্য্য ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিলেন ।  
 হইতে বন হাহাকার ধ্বনিতে চারিদিক্ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ।  
 তাঁহা হইতে “ধর্ম নষ্ট” ধ্বনি সকলেরই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ।  
 তদনন্তর শোকমাগরে নিমগ্ন গোবিন্দ প্রমুখ শিষ্যগণ, ব্রহ্মমেধরীতি অনুসারে  
 তদনন্তর মন্ত্রোক্তি কর্তব্য সমাধা করিয়া তাঁহার শরীর মহাসমারোহে মন্দির-  
 ভিত্তি নবায়িত করিলেন এবং আচার্য্যের নিদেশানুসারে জীবনযাপনে  
 লিপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীরামানুজচরিত্র সম্পূর্ণ ।

152

1920-21

[illegible]

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  
 2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  
 3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  
 4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  
 5. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  
 6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  
 7. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1. The first part of the paper discusses the importance of the



## সামান্যভাবে তুলনা ।

হরদত্তার জগদগুরু আচার্য্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র তুলনার জন্ম—  
তুলনার প্রয়োজনীয়তা, তুলনার নিয়ম ও তাহার প্রয়োগপ্রভৃতি  
ইতিবাস্তব এবং তত্তদভক্তের দৃষ্টিতে আচার্য্যদ্বয়ের সমগ্র জীবন-  
চরিত্র এবং “রামানুজ চরিত্র” নামক পৃথক দুইটি পরিচ্ছেদ-  
সমগ্র হইল ।

এই উভয়ের জীবনবৃত্ত সামান্যভাবে তুলনা করিবার জন্ম  
তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান তুলনার যোগ্য ঘটনাবলী  
সংগ্রহ করিয়া প্রদত্ত হইতেছে । আচার্য্যদ্বয়ের জীবন এতই  
সদৃশ এবং এতই ভাবপ্রচুর যে সমগ্র জীবন পাঠের পর তাহা  
স্মরণ করিয়া তাহার তুলনা করা সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না ।  
অনিয়মে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের জীবনের ঘটনা-  
বলী তুলনা মাত্র প্রদান করা যাইতেছে ।

১। শঙ্করের জন্মভূমি কেবল দেশ, পশ্চিম সমুদ্রকূলে । রামানুজের  
জন্মভূমি তাম্রদেশ, পূর্ব সমুদ্রকূলে । ( ৩১।৪০৩ পৃষ্ঠা )

২। শঙ্করের পিতা শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা বা আৰ্য্যাম্মা ।  
রামানুজের পিতা কেশব দীক্ষিত, মাতার নাম কান্তিমতী । ( ৩৪।৪০৩ )

৩। শঙ্করের জন্ম ৬০৮ শকাব্দ, মর্ত্তাস্তরে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দি  
খৃষ্টাব্দমধ্যে, রামানুজের জন্ম ৯৪১ শকাব্দ, মর্ত্তাস্তরে ৯৪৬  
শকাব্দ । ( ৩৫।৪০৩ )

৪। শঙ্করের তিন বৎসরে মাতৃভাবায় পুরাণাদির জ্ঞান হয় ও

পিতৃবিয়োগ হয়। রামানুজের এ বিষয়টি অসাধারণ কি না তা অজ্ঞাত। তাঁহার ষোল বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়। (৩৫।৪০৮)

৫। শঙ্করের পাঁচ বৎসরে উপনয়ন ও সাত বৎসর পর্যন্ত গুরুদেবের অধ্যয়ন। রামানুজের আট বৎসরে উপনয়ন ও ১৬ বৎসর পর্যন্ত পিতার নিকট অধ্যয়ন। তৎপরে প্রায় ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন। (৩৫।৩৭।৪০৬।৪০৮)

৬। শঙ্করের উপদেষ্টা অধ্যয়ন-কাল পর্যন্ত তাঁহার মাতা ও তাঁহার অধ্যাপক। রামানুজের উপদেষ্টা অধ্যয়ন-কাল পর্যন্ত তাঁহার পিতা, মুসিদ্ধ ভক্ত কাঙ্ক্ষীপূর্ণ এবং অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ। (৩৫।৪০৯)

৭। শঙ্করের অধ্যাপকের সহিত শঙ্করের বিবাদ বা মতভেদ অজ্ঞাত। রামানুজের অধ্যাপকের সহিত রামানুজের বহুবার গুরুতর বিবাদ হয়। শেষে যাদবপ্রকাশ তাঁহাকে মারিবার চেষ্টাও করেন। (৪১০-১১)

৮। শঙ্কর গুরুগৃহে থাকিবার কালে এক ব্রাহ্মণীর দরিদ্র্য দেখিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দারিদ্র্যমোচন করেন। রামানুজ কাঙ্ক্ষীর রাজকুমারীর ব্রহ্মদৈত্য অপসারণের হেতু মাত্র হন, ব্রহ্মদৈত্য যাদবকে আপমানিত করিবার জন্ত বলে যে, তোমার পিতা রামানুজ আমার মাথায় পা দিলে আমি ছাড়িব, আর তাহাতেই রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করে এবং লব্ধ অর্থ গুরুকে দেন। (৩৬।৪১০)

৯। শঙ্করের জ্ঞাতিগণ বিষয়লোভে শঙ্করের জননীর চরিত্রে দোষারোপ করিলে শঙ্কর জ্ঞাতিগণকে বেদহীন হইবে—ইত্যাদি বলিয়া অভিশপ্ত করেন এবং পরে ক্ষমাও করেন। রামানুজ কুরেশের এবং মহাপুত্র উপর চোলরাজের অত্যাচার শুনিয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন, কিন্তু ক্ষমার কথা শুনা যায় না। কুমিকণ্ঠের, তাহার পর যত্ন হয়। (২২৩৭)

১০। শঙ্করের বিদ্যাশেষে ৭ বৎসরে গৃহে প্রত্যায়ন।



## সামান্যভাবে তুলনা।

৬০১

১। শঙ্কর ত্রিবিদ হওয়ায় বিজ্ঞানশেষের পূর্বেই ২০।২২ বৎসরে গৃহে  
করেন। (৩৭।৪৩২)

২। শঙ্কর গৃহে আসিয়া অধ্যাপনা ও মাতৃসেবায় নিরত হন।  
শঙ্কর গৃহে আসিয়া অধ্যয়নরত হন ও শূদ্র ভক্ত কাক্ষীপূর্ণের সঙ্গ  
করে থাকেন। (৩৮।৪৩৩)

৩। শঙ্করের সহিত দেশাচারাদি লইয়া দেশীয় পণ্ডিতগণের বিবাদ  
রাখাঙ্কজের জীবনে এ জাতীয় ঘটনা অজ্ঞাত। (৪৩)

৪। শঙ্কর সন্ন্যাসের পূর্বে মাতার জন্ম ভগবানের নিকট প্রার্থনা  
করিতেন গতি পরিবর্তন করেন। রাখাঙ্কজের জীবনে এরূপ ঘটনা  
হয়। (৩৯)

৫। শঙ্করের গৃহবাসকালে শঙ্করের প্রতিভা দেখিয়া কেরলরাজ  
শঙ্কর স্বর্ণ মুদ্রাদান করেন এবং শঙ্কর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন,  
রাখাঙ্কজ তাহা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করেন। রাখাঙ্কজের  
এ সময় কাক্ষীর রাজকুমারীর ব্রহ্মদৈত্য অপসারণজন্ত ধন-  
সম্বল তাহা তিনি গুরু বাদবপ্রকাশকে দেন। সন্ন্যাসের পর  
শঙ্কর ভূমিদান পান, তাহা তিনি শিষ্য ও ব্রাহ্মণগণমধ্যে স্বয়ং  
করেন। (৪১।৪১৪।৫২১।৫৭৩)

৬। শঙ্কর আট বৎসর বয়সে দৈবজ্ঞের নিকট নিজ অন্নায়ুর কথা  
সেবিদ্যাদির নিকট যোগশিক্ষার জন্ত সন্ন্যাসী হন। (৪৩।৫৫)  
রাখাঙ্কজ প্রায় ২২ বৎসরে, কাক্ষীপূর্ণের সাধুতা দেখিয়া, তাহার  
নিকট হইবার বাসনা হয়। সন্ন্যাসবাসনা হয় নাই। তবে  
শঙ্কর বয়সে পত্নীর আচরণে ভগবৎসেবার বাধা হইবে ভাবিয়া  
সন্ন্যাসী হন। (৪২৫।৪৫৩-৫৬)

৭। শঙ্কর কুন্তীরাক্রান্ত হইবার পর মাতার নিকট সন্ন্যাসের

অনুমতি পান এবং মাতাকে অভীষ্ট দর্শন করাইবেন প্রতিজ্ঞা করি  
মাতাকে বুঝাইয়া সন্ন্যাসী হন। (৪৯।৫২)

রামানুজ মাতৃবিয়োগের পর স্ত্রীত্যাগের জ্ঞাত শঙ্করের নাম খবর  
করিয়া একটা অপরিচিত লোককে শঙ্করবাটীর লোক সাজাইয়া তার  
হাতে পত্র দিয়া স্ত্রীকে ছলনা করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া সন্ন্যাসী হন।  
মতান্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া সন্ন্যাসী হন। (৪৯।৫৩)

১৭। শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট শিক্ষা করিয়া সিদ্ধ হইয়া  
রামানুজকে বৈষ্ণব করিবার জ্ঞাত শ্রীরঙ্গমে বৈষ্ণবসমাজ রামানুজকে  
উদ্দেশ্য না জানাইয়া মহাপূর্ণকে প্রেরণ করেন, তাঁহারই নিকট রামানুজ  
বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ হন। (৬৩।৪৪৭-৫০)

১৮। রামানুজ শূদ্র সিদ্ধ ভক্ত কাক্ষীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইয়া  
তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৫১।৫৪)  
শঙ্কর স্মদূর নর্মদাতীরে গোবিন্দপাদের নিকট একাকী গিয়া  
সহস্র বৎসরের সমাধিভঙ্গ করিয়া উপদেশ লইয়াছিলেন। (৫৫-৫৬)

১৯। শঙ্কর ঐদৈতমতবাদের বীজ গোড়পাদ ও গোবিন্দপাদের  
প্রাপ্ত হন। রামানুজ বিশিষ্টাঐদৈতমতের বীজ কাক্ষীপূর্ণ  
কাক্ষীপূর্ণদ্বারা বরদরাজ এবং যামুনাচার্য্যের শিষ্য পাঁচ জনের  
হইতে প্রাপ্ত হন। (৬৩।৪১৬ ৪০২।৪৪৬)

২০। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়াও পরিত্যক্তা জননীকে অতি  
ভগবদ্দর্শন করান। রামানুজ সন্ন্যাসী হইয়া পরিত্যক্তা পত্নীর  
সংবাদ রাখিয়া ছিলেন কি না তাহা অজ্ঞাত। (২১৬)

২১। শঙ্করের বিবাহের জ্ঞাত শঙ্করজননী মনে মনে পাত্রী  
করিয়া ছিলেন, শঙ্করের আপত্তিতে বিবাহ রহিত হয়। রামানুজ  
বৎসরে বিবাহ বিনা আপত্তিতেই হয়। পিতাই বিবাহ দেন। (৩০১।১১)



## সামান্যভাবে তুলনা ।

৬০৩

- ২২। শঙ্করের দ্বাদশবর্ষে সাধন শেষ ও ষোড়শ বর্ষে ভাষ্যাদি শেষ রামানুজ প্রৌঢ়বয়সেও গুরুগণের নিকট শিক্ষা করিতেছেন এবং তঁহারা তাহারও পরে করেন । ( ৬৩৮-৫১৪৬২-৪৭৮১৫২৭ )
- ২৩। রামানুজের গুরু দাদবপ্রকাশ ভগবান্ বরদরাজের আদেশে পরে শঙ্করের শিষ্যবিশেষ হন । শঙ্করের জীবনে এরূপ কিছু ঘটে নাই । ( ৪৫২ )
- ২৪। রামানুজের পাঁচজন গুরু ছিলেন, সকলেই রামানুজের প্রতি-  
দত্ত হইয়া নিজ নিজ পুত্রকে রামানুজের শিষ্য হইতে বলেন ।  
শঙ্কর জীবনে একরূপ কিছু ঘটে নাই । ( ৪৬২-৪৭৮ )
- ২৫। শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণভিন্ন অগ্র জাতি নাই ।  
শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডাল ( মতান্তরে শূদ্র ) বংশসম্ভূত  
কিছু আছে । ( ৫৭৮ )
- ২৬। শঙ্কর শৈবকে বৈষ্ণব করা বা বৈষ্ণবকে শৈব করা এরূপ কিছুই  
করেন নাই । শিষ্য হইলে নিজ নিজ অভীষ্ট পঞ্চ দেবতার মধ্যে যে  
দেবতারই উপাসনায় তাঁহার আপত্তি হইত না । রামানুজ সকলকে  
করিতেন অগ্র দেবতার পূজাদি উপদেশ দিতেন না । ( ৫৬৩ )
- ২৭। রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট লক্ষ্যমস্ত্রে যে আনন্দ পাইয়া  
তঁহারা গুরুর নিবেদনসঙ্গেও লোকহিতের জগৎ প্রকাশ করিয়া ছিলেন।  
শঙ্করব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতেন । তিনি গুরুর নিবেদন অমান্য  
করেন নাই এবং লোকহিতের জগৎ এরূপ প্রয়াসও করেন নাই । ( ৪৭২ )
- ২৮। শঙ্কর বিচারে কোথাও পরাজিত হন নাই । রামানুজ যজ্ঞমূর্তির  
অন্য মনে পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমদেশীয়  
যজ্ঞমূর্তিকে পরাজয় করিবার ইচ্ছাসঙ্গেও সে দিকে গমন করেন  
নাই । শঙ্কর কোথাও বৈষ্ণব করিতে বলিয়া যান । ( ৫০১।৫২৬ )
- ২৯। শঙ্কর কোন দেবদেবীর প্রতি অননুরাগভাব দেখা যায় না ।

সকলেরই স্তবস্তুতি করিয়াছেন। রামানুজের বিষ্ণুভিন্ন দেবদেবীতে অনুরাগ দেখা যায় না। তিনি শিবশক্তিপ্রভৃতির মন্দিরদর্শনে যাইতেন না, স্তবস্তুতিও করেন নাই।

৩০। শঙ্কর কোন মন্দিরের পূজাদির ব্যবস্থার ভার লয়েন না। রামানুজ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সে ভার লয়েন এবং অর্চকগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া প্রাণনাশের চেষ্টাও করে। ( ৪৬৪।৪৭৮।৫৮২ )

৩১। শঙ্করের কুলদেবতা কৃষ্ণ। তথাপি অগ্নি দেবতারও পূজা করিতেন। রামানুজের ইষ্টদেবতা নারায়ণ। তিনি অগ্নিদেবতার পূজা করিতেন না। ( ৫৪।২১৬।৪৭৩ )

৩২। শঙ্করের জীবনে শত্রুগণপ্রদত্ত বিষভক্ষণ ঘটে নাই। রামানুজ জীবনে—একবার তিনি তাহা জীর্ণ করেন এবং অন্তবার ভক্ষণের পূর্বে বিষ ধরাপড়ে। তিনি পরীক্ষার জন্য একটি কুকুরকে খাইতে দেন, কুকুর খাইয়া মারা যায়। ( ৪৭৮।৪৮০ )

৩৩। শঙ্কর ৩২ বা ৩৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। রামানুজ ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ( ৪০১।৫৮২ )

৩৪। শঙ্করজীবনে কাশীর বিশ্বনাথ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাই আদেশে তিনি অষ্টদ্বৈতমতে ভাষ্যাদি রচনা করেন। রামানুজ জীবনে কাশীর দেবতা বরদরাজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজ্যের কথায় তিনি মহাপূর্ণকে গুরু করেন ও বিশিষ্টাষ্টদ্বৈতমত রচনা করেন। ( ৬৮।৭৬।৪৪৬ )

৩৫। শঙ্কর নিজ ভাষ্য উত্তরকাশীতে স্বয়ং আগত ব্যাসদেবের নিকট দেখাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহার আশার অতিরিক্তরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহা সাক্ষাৎ শঙ্করভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভব নহে।



## সামান্যভাবে তুলনা ।

৬০৫

শঙ্কর তাঁহার ভাষ্য পশ্চিমসমুদ্রকূলে মালাবার দেশে দক্ষিণামূর্ত্তি-  
র মন্দির বনিয়া পূজিত সাধু মহাপণ্ডিত দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট-যাইয়া  
দেখাইয়া এবং কাশ্মীরের শারদাদেবীকে দেখাইয়া তাঁহাদের  
জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন । ইহারা বলিয়াছিলেন—রামানুজভাষ্য  
কতই হইতে উৎকৃষ্ট । ( ১০২।৫৩৮।৫৪১ )

৩। শঙ্করের প্রতিপক্ষ বড় পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র । (১২৬) রামানুজের  
পক্ষ বড় পণ্ডিত তদ্রূপ যজ্ঞমূর্ত্তি । (৪৮১) মণ্ডন মিশ্রের গ্রন্থাদির মধ্যে  
বিবেক; সন্ন্যাসের পর—বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয় ভাষ্য-  
ক, নৈর্দ্যাসিক, ব্রহ্মসিদ্ধি, স্বারাজ্য বা ইষ্টসিদ্ধি, পক্ষীকরণটীকা প্রধান;  
যজ্ঞমূর্ত্তির পূর্ব্বমতের কোন গ্রন্থ নাই, রামানুজের শিষ্য হইবার  
পূর্ব্বমতের প্রমেয়সার ও জ্ঞানসার নামকগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।  
শঙ্করের পরকায়প্রবেশ ও আকাশগমনে সামর্থ্য ছিল । রামানুজের  
তাঁহার কথা শুনা যায় না, তবে মক্ষিকার রূপ ধারণ ও সহস্রফণা  
রূপধারণের কথা মতান্তরে শুনা যায় । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )

৪। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন  
করিতেন । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )  
৫। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন  
করিতেন । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )

৬। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন  
করিতেন । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )  
৭। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন  
করিতেন । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )

৮। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন  
করিতেন । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )  
৯। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন  
করিতেন । ( ১৪২।২১৩।৫৪৮।৫৬৬ )

নিশ্চিত হয় নাই। তবে মূর্থ গিরিশিষ্যে বিদ্যাসঞ্চার করিয়াছিলেন। (১৯৯)

৪০। শঙ্কর কর্তব্যকর্ম সাধনে অথবা প্রাণরক্ষার্থ কোথাও পদ্মপার বা পলায়নপয় হন নাই, বরং ক্রকচের নিকট বিপদ জানিয়া বিদর্ভরাজের নিবেদনসঙ্গে গিয়াছিলেন। (২৮২)। রামানুজ, শিষ্য কুরেশ ও গুরু মহাপূর্ণের বিপদ জানিয়াও শিষ্যগণের অনুরোধে প্রাণরক্ষা শ্রীরক্ষম হইতে পলায়ন করেন এবং যাদবপ্রকাশের নিকট হইতে প্রাণরক্ষা করেন এবং একজন বেদান্তীকে জয় করেন নাই। (৫৬০।৪১৮।৫২৬)

৪১। শঙ্করকে অভিনবগুপ্ত অভিচার করিলে শঙ্করের উদ্যোগ রোগ হয়। রামানুজকে কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ অভিচার করিলে তাঁহার পাগল হইয়া যান। (৩৭১।৫৪২)

৪২। শঙ্করের উপর অভিনবগুপ্ত অভিচার করিলে পদ্মপার বহু প্রত্যাভিচার করেন, তখন শঙ্কর নিবেদন করেন, কিন্তু পদ্মপাদ নিবৃত্ত হন নাই। রামানুজ কিন্তু চোলরাজের নিধনের জন্য শিষ্যগণ অভিচার করিতে নিবেদন করেন নাই বরং এক শিষ্যকে অভিচার করিতেই বলা (৩৭৪।৫৬৪)

৪৩। শঙ্করের নিকট তান্ত্রিক উগ্রভৈরব তাহার সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে। শঙ্কর মস্তক দিয়াছিলেন। পদ্মপাদের বাধায় দান পূর্ণ হয় নাই। রামানুজ শিষ্য কুরেশ ও গুরু মহাপূর্ণের জীবনরক্ষার্থ পদ্মপাদে বিরত হইতে উত্তত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিষ্যগণের অনুরোধে পদ্মপাদে পরিণত করেন নাই। (১৫১।৫৫৮)

৪৪। ক্রকচ যখন বহু সৈন্য লইয়া শঙ্করকে বধ করিতে আদেশ দিলে মতান্তরে তাঁহার নেত্রোখ বহিতে সকলে ভয়ানক হইয়া, মতান্তরে ক্রকচ আত্মহত্যা করিলে শঙ্করকে শিষ্য হইতে বলেন। শঙ্কর রামানুজের সহিত বহু কাপালিক নিধন করেন। (২৮৫)। রামানুজের সহিত



## সামান্যভাবে তুলনা ।

৬০৭

১৯) শরৎ পূর্ণিমা হইলে রামানুজশিষ্য রাজা বিষ্ণুবর্দন বহু জৈনকে তৈল-  
 বিশেষিত করেন। মতান্তরে রামানুজ রাজাকে প্রথমতঃ নিবৃত্ত  
 নাহিনেন, কিন্তু পরে রাজা বহু জৈন হত্যাই করেন। ( ৫৬৬।৫৭৩ )

২০) শরৎ যোগবলে কেদারে অদৃশ্য হইয়া যান। রামানুজ  
 ঈশ্বর শিষ্যগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ  
 করেন। ( ৪০০।৫২৬ )

২১) শরৎ শেষ সময়ে ঋধ্বা রাজার প্রার্থনামুসারে তাঁহাকে  
 মৃত্যুর উপদেশ দেন। মঠান্নায় রচনা করিয়া মঠাদির ব্যবস্থার জ্ঞান  
 প্রদান করিয়াছিলেন এবং শরৎপ্রতিষ্ঠিত মঠের দোষবারণার্থ মনীষী-  
 গণের অধিকার দেন। ( ৩১২ ) । রামানুজ শেষ সময়ে, শিষ্যগণকে যে  
 উপদেশ দেন বাপন করিতে হইবে তদ্বৎশ্রেণে ৭২টি এবং পাঁচটি উপদেশ  
 ছিলেন; মঠাদির ব্যবস্থার জ্ঞান কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই  
 মঠাদির দোষবারণাধিকার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।  
 তাহা শিষ্যগণেরই থাকে। ( ৫৮৩।৫৯৫ )

২২) শরৎের নিকট যত সংখ্যক সাম্প্রদায় বিচারার্থ আসিয়া  
 রামানুজের নিকট তত সংখ্যক সাম্প্রদায় আসে নাই।

২৩) কান্দীরে শারদাদেবীর নিকট শরৎ সর্বজ্ঞ উপাধি পান;  
 সেই শারদাদেবীর নিকট ভাষ্যকার উপাধি পান। ( ৩৫৫।৫৪১ )

২৪) রামানুজ ইচ্ছা করিয়া বৈষ্ণববাদোদক পান করাইয়া বহু  
 বৈষ্ণব করেন। শরৎ এরূপ কিছু করেন নাই। তবে স্বতঃপ্রার্থী বহু  
 বৈষ্ণবকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্বধর্মনিষ্ঠ করেন। ( ৫৬৩।২৯৫ )

২৫) শরৎের রচিত গ্রন্থ, ভাষ্য এবং স্তবাদির সংখ্যা প্রায় ১৫০টি;  
 ৬ বা ৭ খানি।

২৬) রামানুজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকহিতার্থ নরকে যাইতে

একবার প্রস্তুত হইয়াছিলেন । শঙ্করের নিকট উগ্রভৈরব প্রার্থনা করিয়া  
শঙ্কর নিজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । ( ৪৭৩।১৫১ )

৫২ । শঙ্কর শ্রুতিধর ছিলেন । ( ২২৯ ) । রামানুজ  
ছিলেন না । ( ৫৪৪ )

৫৩ । শঙ্কর দিগ্বিজয়ার্থ যত দেশবিদেশ ভ্রমণ করেন, রামানুজ  
তদপেক্ষা অল্পদেশ ভ্রমণ করেন ।

৫৪ । শঙ্করের মতে শ্রুতির প্রভাব অধিক মনে হয় । শঙ্করের মতে  
শিষ্য প্রবল । রামানুজের মতে পাঞ্চরাত্র তন্ত্র, (৪৬৪) ত্র্যবিড় বেদ  
( ৫৭৮ ) ও পুরাণের প্রভাব অধিক মনে হয় । রামানুজের মতে  
প্রবল । অবশ্য উভয়েরই সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন ।

৫৫ । শঙ্করের শত্রু অভিনবগুপ্ত, ( ৩৭৫ ) উগ্রভৈরব ( ১৫১ )  
ক্রকচের মৃত্যুতে ( ২৮৭ ) শঙ্কর আনন্দিত হইতেছেন তাহা শুনা যায়  
রামানুজ তাঁহার শত্রু চোলরাজ কুমিকর্ণের মৃত্যুতে আনন্দিত  
ছিলেন—শুনা যায় । ( ৫৭৫ )

৫৬ । শঙ্কর কোন স্থলেও দুঃখে মূর্ছিত হইতেছেন বা আনন্দিত  
করিতেছেন শুনা যায় না ; রামানুজ গুরুদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদে এবং কুরেশের  
দুর্গতিতে দুঃখে মূর্ছিত পর্যন্ত হইয়াছিলেন এবং কুরেশের  
আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন । ( ৫৭৪।৫৭৮ )

৫৭ । শঙ্কর পরকায়প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষার জন্য রাজার  
রাজমহিষীগণের সহিত আচরণ করিয়াছিলেন ; মতান্তরে তাঁহার  
আচরণ করায় রাজমহিষীর রাজশরীরে সাধুর আত্মা বসিয়া পদাঘাত  
করিতেন । রামানুজকে কোথাও এরূপ কর্ম করিতে শুনা যায় না । ( ১৪২ )

৫৮ । শ্রীভাষ্যরচনার সময় রামানুজের সহিত কুরেশের  
হওয়ায় রামানুজ কুরেশকে একবার পদাঘাত করেন এবং পরে



## সামান্যভাবে তুলনা ।

৬০৯

- শঙ্করকে মানি দ্বন্দ্বও করেন, অতঃপর গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মীমাংসার জন্য  
 গুরুকে পাঠান। শঙ্করের জীবনে এরূপ কিছুই ঘটে নাই। (৫২৮।৫২৯)
- ১২। শঙ্করে সম্যাসের বিরুদ্ধাচরণ স্থল—জননীর সংকার। (২১২)।  
 শঙ্কর সম্যাসের বিরুদ্ধাচরণ স্থল—রাজগৃহে গমন, শিষ্যদ্বারা  
 প্রহার ইয়া ভোজন। (৫৬৫।৪৮০)
- ১৩। শঙ্কর একই সময়ে বহুদূরবর্তী দুইটি সভায় উপস্থিত হইয়া  
 ত্রিশ মনকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। রামানুজ বস্ত্ররচিত গৃহে গোপনে  
 অন্নধারণ করিয়া জৈনসকলের উত্তর দিয়াছিলেন। শঙ্করের দ্রষ্টা  
 করণ। রামানুজের অনন্তরূপের দ্রষ্টা এক ধূর্ত ব্যক্তি। (২৩৫।৫৬৫)
- ১৪। শঙ্করের নিকট মুক হস্তাগলকের বাক্যক্ষুণ্ণি হয় (১৭৩)  
 রামানুজের নিকট মুক হস্তাগলকের বাক্যক্ষুণ্ণি হয় (১৮৮)। রামানুজের পাদস্পর্শে এক মুকের  
 মুক্তি হয় (৫৫৭)
- ১৫। শঙ্করের প্রার্থনায় মৃতশিশু পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় (১৬৭)  
 শঙ্কর জীবনে এরূপ ঘটনা শুনা যায় না।
- ১৬। রামানুজ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগন্নাথে ও অনন্তশয়নে  
 মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করায় নিদ্রিতাবস্থায় স্থানান্তরিত হন।  
 (১০৭)। শঙ্কর জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় না।
- ১৭। রামানুজ ভগবানকে যেমন ভক্তি করিতেছেন তদ্রূপ সময়ে  
 তাঁর অভিমান করিতেছেন (৪৪০) এবং পরিহাসও করিতেছেন।  
 শঙ্কর নিকট অহুতপ্ত (৫২৯।৫০৩।৫৭৬১) এবং লজ্জিতও (৫২২।৫৩৩)  
 হন এবং ভগবান্ও আবার কখন বন্ধু এবং কখন ভূত্যের আয়  
 (৫০৫।৫০৭) তাঁহার কার্যও করিতেছেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত  
 হইয়া দিতেছেন (৫৬৭) এবং রামানুজের অবাধ্যতায় রামানুজকে  
 (৪৭৫) করিতেছেন। শঙ্কর জীবনে এরূপ কিছু শুনা

৬১০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

যায় না । কেবল কাশীতে বিশ্বনাথ চণ্ডালবেশে দেখা দিয়া পরে নিজস্ব  
তঁাহাকে তঁাহার কর্তব্য নির্দেশ করেন ( ৭৪ ) এবং বিরোধী সম্প্রদায়ের  
মতে অল্পপূর্ণাদেবী তঁাহাকে দর্শন দিয়া সাধারণের জ্ঞান শক্তিবিধি-  
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রচারে আদেশ করেন । ( ৭১ )

পক্ষান্তরে রামানুজাচার্য্যে ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞতা পরোপকারপ্রীতি  
ভক্তিভাব, বিনয়, ভক্তসম্বর্দ্ধন, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি  
যে রূপ আতিশয্য দেখা যায়, সে রূপ আতিশয্য শঙ্করে দেখা যায় না  
শঙ্করে এই সব গুণ শাস্ত্রভাবাপন্ন । রামানুজে এই সব গুণ ভাববিস্তার  
তরঙ্গায়িত । সুতরাং শঙ্করে এই সব ভাবের বিপরীতভাব দেখা যায়  
না, কিন্তু রামানুজে তরঙ্গের উত্থানপতনের ন্যায় তাহাও দেখা যায় ।

## সামান্যভাবে মততুলনা :

১ । শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । অর্থাৎ দেখা যায় যে  
তাহার সত্তা নাই, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মই হয় ।  
কোন বিশেষ থাকে না ; প্রলয়ে কিন্তু বিশেষ থাকে । রামানুজমতে  
জগৎ ও জীব সবই সত্য । জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীরবিশেষ ।  
জীব নিজদেহের তুলনায় শরীরী, কিন্তু ব্রহ্মের তুলনায় শরীর । মুক্তিতে  
জীব ব্রহ্মেই মিশিয়া ব্রহ্মই হয় না । জীব ও জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেই  
সৃষ্টির পর ভেদ থাকে, প্রলয়ে বা মুক্তিতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ থাকে না ।

২ । শঙ্করের মতে ব্রহ্মাধিষ্ঠিত মায়ায় পরিণতিতে জগৎ ও  
মায়ায় সম্বন্ধবশতঃ জীবের আবির্ভাব, মুক্তিতে মায়া ও জগৎবিভিন্ন  
না, কিন্তু প্রলয়ে মায়াতে অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষ  
রামানুজমতে জীব ও জগৎ প্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের শরীররূপে



## সামান্যভাবে মততুলনা ।

৬১১

১। দ্বীতে তাহারই অভিব্যক্তি বা স্থূলতা সম্পাদিত হয় মাত্র এবং  
দ্বীত্বের দৃষ্টান্তে স্থূলভাবে থাকিয়া ভগবৎকৈর্য্য লাভ হয় ।

২। শব্দরমতে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয় । উপাসনাদিতে  
কৈর্য্যাদি দূর হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা হয় ।

৩। ব্রহ্মরমতে ভগবৎরূপাতে মুক্তি হয় । উপাসনাদিতে তাঁহার  
রম্য ও একাগ্রতাদি হয় মাত্র । জ্ঞান উপাসনারই অঙ্গ ।

৪। শব্দরমতে পরব্রহ্ম এক অদ্বৈত নির্বিশেষ নিগুণ । রামানুজ মতে  
ব্রহ্মরমতে সবিশেষ সগুণ । জীব ও জগৎ তাঁহার প্রকার বা শরীর ।

৫। শব্দরমতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতি ব্রহ্মেরই মায়াযোগে  
জন্ম, সকলই অধিকারিভেদে সমান উপাস্য । রামানুজমতে একমাত্র  
ব্রহ্মরমতাবতা ; তিনিই উপাস্য ।

৬। শব্দরমতে প্রমাণ ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান  
সিদ্ধি ও অনুপলব্ধি । রামানুজমতে প্রমাণ তিন প্রকার,  
প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ ।

৭। শব্দরমতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা অনির্কচনীয়, ভ্রমকালে  
জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ এ মতে অনির্কচনীয়খ্যাতিবাদ  
রামানুজমতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা সৎ । আর এ মতে

ভ্রমের দ্বীকার্য্য । শুদ্ধিতে রজতজ্ঞান যে হয়, তাহা শুদ্ধিগত অল্প  
হইতে হয় । অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া কিছু নাই, উহা ব্যবহার মাত্র ।

৮। শব্দরমতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, স্তূতরাং বিভূ —সৎ, চিৎ  
স্বরূপ—জীবস্বাবস্থায় অজ্ঞান বা তৎকার্য্য অন্তঃকরণে ব্রহ্মের  
বিষয় । রামানুজমতে জীব অণু, অল্পজ্ঞ, চিৎস্বরূপ হইলেও  
সৎ হইতে ভিন্ন । মুক্তিতেও তাহার ভেদ যাইবে না । সর্বজ্ঞ  
হইবে, কিন্তু তাহার দৃষ্টিসামর্থ্য হইবে না ।

৯। শঙ্করমতে মায়া অবিद्या ও অজ্ঞান একই বস্তু এবং ব্রহ্মাশ্রিত রামানুজমতে মায়া ও অবিद्या ভগবৎশক্তি; অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই আবদ্ধ করে।

১০। শঙ্কর জীবমুক্তি অর্থাৎ দেহসংস্কেও মুক্তি স্বীকার করেন। রামানুজ তাহা অস্বীকার করেন। তন্মতে দেহসংস্কে মুক্তি হয় না।

১১। শঙ্করমতে বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি স্বর্গবিশেষ, বার্থক্য নহে। রামানুজমতে বৈকুণ্ঠই চরম মুক্তি, নির্বাণমুক্তি অর্থাৎ উহার কল্পনা—আত্মনাশকল্পনা।

১২। শঙ্করমতে নিবেদনমুখে জ্ঞেয় নিগূর্ণ ব্রহ্মেই বেদান্তের তাৎপর্য। কিন্তু রামানুজমতে উপাস্ত সগুণ ব্রহ্মেই বেদান্তের তাৎপর্য।

১৩। শঙ্করমতে বেদান্তের অধিকারী সাধন চারিটি সম্পন্ন অর্থাৎ যাহার নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুক্তকলভোগবিরাগ, শর উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধানাভ্যাস ও মুমুক্শু আছে তিনি বেদান্তের অধিকারী।

রামানুজের মতে সাধনসপ্তকসম্পন্ন ব্যক্তি বেদান্তের অধিকারী সেই সাধন সপ্তক—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনুরাগ এবং অনুদ্বন্দ্ব। বিবেক বলিতে—জ্ঞাতি, আশ্রয় ও নিমিত্তধারণ এবং অনুরাগ। বিবেক বলিতে—কাম্য বিষয়ে আদর্শ কামনা না রাখা। অভ্যাস বলিতে কোন শুভ বিষয় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তসমাবেশ করিতে শিক্ষা। ক্রিয়া বলিতে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। কল্যাণ বলিতে সত্য, সরলতা, ক্ষমা, অহিংসা, এবং অভিখ্যা অর্থাৎ সফল চিন্তা বুঝায়। অনুরাগ বলিতে দেশকালাদির বৈপরীত্যবশতঃ শোকের কারণীভূত বিষয়ের সমস্ত মনোবল যেন যে দুর্বলতা এবং অপ্রসন্নতা তাহার বিপরীত ভাবে



## সামান্যভাবে মততুলনা ।

৬১৩

কর বলিতে স্মৃতির বিষয়ের স্মরণহেতু যে সম্ভাব্য তাহার বিপরীত  
হয়। এই সাতটি বাহার হয় রামানুজমতে তিনিই বেদান্তের  
অধিকারী।

হয়ঃ দেখা যাইতেছে শঙ্করমতে অধীতবেদবেদান্ত যে কোন ব্যক্তি  
কর্ম করুন আর নাই করুন—কি রূপে কোন্ কর্ম করিতে  
পূর্বসমীপ্যসাধন হইয়া তাহার থাকুক আর নাই থাকুক,  
যদি উক্ত সাধন চারিটি থাকে, তাহা হইলে তিনি বেদান্তের  
অধিকারী এবং রামানুজমতে কোন্ কর্ম কিরূপে করিতে হয় ইত্যাদি  
কর্ম পূর্বসমীপ্যসাধন পড়িয়া হইয়াছে এবং যিনি বেদান্তসাধন কর্ম  
করেন, তাহার যদি উক্ত সাধন সাতটির মধ্যে উক্ত ক্রিয়ার সহিত  
ইহা থাকে, তাহা হইলেই তিনি বেদান্তের অধিকারী। শঙ্করের  
উপরতি অর্থাৎ সম্যাস রামানুজে নাই। রামানুজের ক্রিয়া  
নাই। রামানুজের অপর সবই শঙ্করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এক  
দিক দিয়া মুখ্য অধিকারী যথার্থ সম্যাসী এবং গোণ অধিকারী  
হয়, রামানুজমতে মুখ্য অধিকারী সকল আশ্রমীই হয়।

শঙ্করমতে নির্বিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যানবগাহী  
বিদ্যা। রামানুজমতে সকল জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বিশিষ্ট-  
বিদ্যা। ইহার কলে শঙ্করমতে বলা হয়—বেদ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব  
অর্থ এবং রামানুজমতে বলা হয় যে, বেদ সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই  
হয়।

শঙ্করমতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য যে শ্রবণ মনন ও ধ্যানকে  
বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি বিধি মানিতেই হয়  
নাই সেই বিধি। আর রামানুজমতে বিধি মানাই হয়—আর  
জ্ঞানে, শ্রবণে বা মননে নহে। . স্মতরাং শঙ্করমতে ব্রহ্ম-

জ্ঞানেই মুক্তি হয় এবং রামানুজমতে ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মকে উপাসনার দ্বারা উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম সন্তুষ্ট হইয়া মুক্তিদান করেন ।

১৬। রামানুজমতে সৃষ্টিক্রম—প্রকৃতি সত্ত্বরজতমঃরূপ তিন প্রকার আশ্রয়রূপা । তাহা নিত্য, অক্ষররূপা অবিভা ও মায়া শব্দে ভগবানের সংকল্পবশতঃ তাহাতে গুণবৈষম্য হইলে তাহা কার্যকর হয়—তখন তাহাকে অব্যক্ত বলা হয় । সেই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয় । তাহাও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ হয় । সেই মহৎ হইতে অহঙ্কার হয় । তাহাও ঐরূপে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক অহঙ্কারের নাম বৈকারিক, রাজস অহঙ্কারের নাম জৈ এবং তামস অহঙ্কারের নাম ভূতাদি । ইহাদের মধ্যে রাজস সহকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় এবং রাজস অহঙ্কার তামস অহঙ্কার ভূতাদি হইতে শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এই পাচ তন্মাত্র হয় । সেই তন্মাত্র পাচ ভূত অর্থাৎ আকাশ বায়ু তেজ জল ও ক্ষিতি উৎপন্ন হয় । আবার ঐরূপে হয়, যথা—তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে আকাশভূত হয় । আকাশ প্রত্যক্ষ হয়, শব্দ ইহার ইহা অবকাশের হেতু । এই আকাশই দিক্‌পদবাচ্য । এই আকাশ স্পর্শতন্মাত্র হয়, তৎপরে তাহা হইতে বায়ু ভূত হয় । ইহাও প্রত্যক্ষ হয় এবং ইহার গুণ—শব্দ ও স্পর্শ । ইহাই প্রাণ অপান সমান ব্যান নামক পাচ প্রকার হয় । এই বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে তেজঃ ভূত হয় । ইহা প্রভা ও প্রভাবরূপে দ্বিবিধ । এই তেজঃ গুণ—শব্দ স্পর্শ ও রূপ । এই তেজঃ হইতে রসতন্মাত্র হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ হয় । তাহার গুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস । এই জল হইতে গন্ধ



## সামান্যভাবে মততুলনা ।

৬১৫

আর তাহা হইতে ক্ষিতি ভূত হয়। উহার গুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও  
 তন্ম এই পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভূত সকল পঞ্চীকৃত হইয়া  
 আকাশের অর্দ্ধ এবং অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ  
 পঞ্চীকৃত আকাশ, তদ্রূপ বায়ুর অর্দ্ধ এবং অপর চারিভূতের  
 প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চীকৃত বায়ু, এইরূপ তেজের অর্দ্ধ  
 এবং অপর চারিভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চীকৃত  
 তেজ, এইরূপ ক্ষিতির অর্দ্ধ এবং অপর চারিভূতের প্রত্যেকের এক  
 অষ্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চীকৃত ক্ষিতি হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূত হইতে চতুর্দশ  
 ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়—তাহাই জীবের বাসভূমি। এই মতে  
 ইন্দ্রিয় এবং অনন্ত ।

স্বষ্টিক্রম যথা—সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মক মায়া ।  
 'জ্ঞান' নহে ইহার অর্থ—বন্ধনহেতু রজ্জু বিশেষ, সূতরাং দ্রব্যবিশেষ ।  
 অবিদিত ব্রহ্ম হইতে জগতাদির উৎপত্তি । ব্রহ্মের বিবর্ত এবং  
 পরিণাম এই জগৎ । এই মায়ারই নাম—অবিজ্ঞান অজ্ঞান  
 এবং অব্যক্ত, ইত্যাদি । এই মায়ার সমষ্টিব্যাপ্তিভাব আছে । সমষ্টি-  
 ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্যাপ্তিমায়াযুক্ত ব্রহ্মই প্রাজ্ঞ জীব । এই অবিজ্ঞান  
 আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ  
 হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয় । এই আকাশ বায়ু  
 তেজ ও ক্ষিতিই সূক্ষ্মভূত বা শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র রস-  
 তন্মাত্র নামেও অভিহিত হয় । এই সূক্ষ্মভূতপঞ্চ নিজ কারণ  
 হইতে সত্ত্ব রজ ও তমঃ গুণাত্মক । এই পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ  
 হইয়াছে । উহা বৃত্তিভেদে মনঃ বুদ্ধি চিত্ত অহংকার  
 ইত্যাদি অভিহিত হয় । মনের কার্য—সংকল্পবিকল্প, বুদ্ধির কার্য—নিশ্চয়  
 ইত্যাদি এবং অহংকারের কার্য—অভিমান । আর

উক্ত পঞ্চভূতের মিলিত রজোহংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ অগ্নি  
 সমান উদান ও ব্যান—উৎপন্ন হয় এবং উহাদের মিলিত ভবে  
 হইতে উহারা নিজরূপেই বর্তমান থাকে। এখন উক্ত পঞ্চভূত  
 প্রত্যেকের স্বত্বগুণাংশে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; যথা—আকাশের  
 স্বত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর স্বত্বাংশে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের স্বত্বাংশে দৃষ্টি  
 জলের স্বত্বাংশে রসেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির স্বত্বাংশে স্পর্শেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।  
 ঐরূপ উহাদের প্রত্যেকের রজোহংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়  
 যথা—আকাশের রজোহংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোহংশ হইতে  
 পানি ইন্দ্রিয়, তেজের রজোহংশ হইতে পাদেন্দ্রিয়, জলের রজোহংশ  
 হইতে উপস্থেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির রজোহংশ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় হয়।  
 আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর শব্দ স্পর্শ, তেজের গুণ—শব্দ স্পর্শ ও রস  
 জলের গুণ—শব্দ স্পর্শরূপ ও রস এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ স্পর্শরূপ ও  
 রস। এই দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত লইয়া সূক্ষ্ম জগৎ। ইহা  
 সমষ্টিভাবের উপর প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর এবং ব্যাষ্টি  
 প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তৈজস জীব নামে অভিহিত হয়। এই সূক্ষ্ম  
 পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চস্থূল ভূত হয় এবং তাহা ইহা  
 চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড হয়। এই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড বাহ্য শরীর  
 নাম বিরাট্ ঈশ্বর এবং এই ব্যাষ্টিস্থূল ভূত বাহ্য শরীর তাহা  
 নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চ স্থূলভূতের মধ্যে ক্ষিতি অপ্ ও তেজ  
 প্রত্যক্ষ হয়, বায়ু ও আকাশের প্রত্যক্ষ কেহ বলেন—হয়, কে  
 বলেন—হয় না। এমতে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বপর্য্যন্ত সৃষ্টি অনাদি ও অব্যাপ্ত  
 ১৭। শঙ্করমতে জীবাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্ত হয়। কৰ্ম চিরকাল  
 করে, উপাসনা একাগ্রতা উৎপাদন করে। শঙ্কর ক্রমসমুচ্চয়বর্ণনা  
 অধিকারিবিশেষে কৰ্ম ও উপাসনা অনাবশ্যকও হয়।



## সামান্যভাবে মততুলনা।

৬১৭

রামানুজমতে ভক্তি অর্থাৎ উপাসনা এবং প্রপত্তি অর্থাৎ শরণা-  
 নের মুক্তি হয়। কৰ্ম তাহার সহকারী। ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান  
 উপাসনারই অঙ্গ। রামানুজ উপাসনা ও জ্ঞানের স্বরূপসমুচ্চয়-  
 ি। মুক্তির জন্য দুইটাই একই সময়ে সকলেরই আবশ্যক হয়।

১। শরমতে কৰ্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা পৃথক্ শাস্ত্র। বেদার্থ-  
 নসমূহই উভয়কে এক শাস্ত্র বলা যায়।

২। রামানুজমতে ইহারাই একই শাস্ত্র। ধর্ম ইহার প্রতিপাত্ত। সেই ধর্ম  
 ৩। সাধা ধর্ম—ক্রিয়াদি, সিদ্ধ ধর্ম—ব্রহ্ম। পূর্ব-  
 ৪। দ্বারাধনরূপ কৰ্ম প্রতিপাদ্য এবং উত্তরমীমাংসায় আরাধ্যরূপ  
 প্রতিপাত্ত।

৫। শরমতে চরম মুক্তিতে শরীর থাকে না। জীবন্মুক্তিতে  
 শরীর থাকে। রামানুজ মতে সূক্ষ্মশরীর থাকে। যেহেতু  
 সেই তত্ত্বে মুক্তি বলা হয়।

৬। উভয়মতেই জ্ঞান—স্বপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ। উভয়মতেই  
 ৭। প্রমাণ। উভয়মতেই শুদ্ধাদির বেদে অধিকার নাই, তবে  
 ৮। ইহিহান ও পূরণপূর্বক শূদ্রের ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার আছে,  
 ৯। তাহাও নাই।

১০। ইহঁল আচার্য্যদ্বয়ের জীবনবৃত্ত এবং তাঁহাদের মতের  
 ১১। অর্থাৎ স্থূলভাবে তুলনা। ইহাতে ভাল মন্দ নির্ণয় বা  
 ১২। নিরূপণ করিয়া একটা মত প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে,  
 ১৩। পার্থক্যকে তদুদ্দেশ্যে সহায়তা করাই উদ্দেশ্য। আদর্শ ব্যতীত  
 ১৪। গতি থাকে না, স্বতরাং জীবনই থাকে না; সকলেই জ্ঞাতসারে  
 ১৫। জ্ঞাতসারে হউক, কোন না কোন একটা আদর্শ অবলম্বনে  
 ১৬। মত, আর সেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইলে গ্রায়সঙ্গত

পথে—ভালমন্দ বা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াই করিলে শুভকর হয়। আর সেই জন্ত বৈদান্তিকের আদর্শ ভগবদবতার আচার্য্যদ্বয়ের তুলনার জন্ত সামান্যভাবে উপকরণসংগ্রহে সহায়তা করিবার চেষ্টা মাত্র করা হইল। তাঁহাদের মততুলনা বিশেষভাবে করিতে হইলে মঙ্গল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

## বিশেষভাবে তুলনা।

কিন্তু উক্ত সামান্যভাবে তুলনার দ্বারা আচার্য্যদ্বয়ের স্বরূপের ভালরূপ হয় না। সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা যেমন ভ্রমপ্রমাদাদি হয়, তদ্রূপ এস্থলেও যে হইবে, তাহাতে মনে সন্দেহ কি? যেমন রজ্জুখণ্ডকে “একটা লম্বা কিছু” এই পর্য্যায় পর্য্যন্ত সর্পভ্রমের সম্ভাবনা যত থাকে, তাহাকে আরও একটু বিশদভাবে জানিলে আর সে সম্ভাবনা থাকে না, এস্থলেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এজন্য এক্ষণে আমরা আচার্য্যদ্বয়কে একটু বিশদভাবে তুলনা করিব। আর তজ্জন্ত—

প্রথমে—সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা—

ইহাতে আদর্শ, আয়ুঃ উপাধি, কুলদেবতা ও গুরুসম্প্রদায় ২৮টা বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

দ্বিতীয়—গুণাবলীর দ্বারা তুলনা—

ইহাতে অজ্ঞেয়ত্ব, অনুসন্ধিৎসা, উদারতা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬১৯

দ্বিতীয়—দোষাবলীর দ্বারা তুলনা—

ইহাতে অহুতাপ, অহুদারতা ও অভিমান প্রভৃতি ২০টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

তৃতীয়—কোম্পিবিচারদ্বারা তুলনা—

ইহাতে উভয়ের কোম্পির যোগাযোগ বিচারদ্বারা তুলনা করা হইবে।

চতুর্থ—আদর্শদার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা—

ইহাতে অভিজ্ঞতা ও বিচারশীলতা প্রভৃতি ১৭টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

পঞ্চম—উভয়ের সাধারণ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা—

ইহাতে গীতোক্ত অমানিত্বাদি ২০টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

ষষ্ঠ—উভয়ের নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা—

ইহাতে উভয়ের আদর্শ নির্ণয় করিয়া উভয়ে তাঁহাদের কতদূর পৌঁছাইয়াছেন তাহাই আলোচিত হইবে। তৎপরে উভয়ের নিজ নিজ আদর্শ নির্ণয় করিয়া উপনংহার করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

১। আদর্শ।

আদর্শ—বাহ্য অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের জীবনগতি নির্ণয় করি, বাহ্যের মত হইবার জন্ত আমরা মনে মনে সর্বদা চেষ্টা করাই আমাদের আদর্শ। ছাঁচ-ঢালাই করিবার জিনিসের সহিত আমরা আমাদের জীবনের আদর্শের সহিত আমাদের সেইরূপ ছাঁচ ঢালাই জিনিস যেমন ছাঁচের অনুরূপ হয়, আমরাও

তদ্রূপ আমাদের আদর্শের অনুরূপ হই। আমরা যে রূপ হই বা কো  
করি, সে সবই আমাদের নিজ নিজ আদর্শ অনুসরণের ফল। একথা  
আমরা সকলেই করিয়া থাকি, কেহ জানিয়া শুনিয়া করেন, কেহ বা না  
জানিয়া করেন—এই মাত্র প্রভেদ। আদর্শের অনুসরণ করেন না—  
মানব নাই। যদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখি  
পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিবেন, অথবা ভবিষ্যতে ক  
হইবেন, তাহা তাঁহার পূর্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার  
তাঁহার মনোমধ্যে পূর্ব হইতেই প্রতিকলিত হইয়াছে এবং তাহা  
তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন।

যুক্তিবিচারদ্বারা ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু শঙ্কর  
করিবার চেষ্টা করিলে ইহা আরও সহজে বুঝা যায়। গ্রন্থকলেকর  
ভয়ে আমরা ধরিয়া লইলাম—ইহা আমরা সকলেই বুঝি। যাহা ই  
এক্ষণে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের এই আদর্শনির্ণয়ে যত্নবান হইব।  
বাহুল্য, এ বিষয়টি অতি গুরুতর এবং অতীব প্রয়োজনীয়; যাহার  
এ বিষয়টি জানা যায়, তাহার জীবনের সকল-রহস্যই বুঝা সহ  
সুতরাং সর্বাগ্রে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের আদর্শ আলোচনা করি।  
দ্বয়ের এই আদর্শ বুঝিতে পারিলে আচার্য্যদ্বয়কেও আমরা  
বুঝিতে পারিব—সন্দেহ নাই।

আদর্শ এক প্রকার নহে। “উপায়” ও “উপেয়”—ভেদ এই  
দ্বিবিধ। তন্মধ্যে, উপায়ভূত আদর্শ—আবার দ্বিবিধ। আমাদের  
নিজ গুরু বা আচার্য্য, শিক্ষক প্রভৃতি এক প্রকার এবং  
কতকগুলি ব্যক্তির সদগুণ-রাশি একত্র করিয়া আমরা ‘বে’  
একটি কল্পিতপুরুষ গঠন করিয়া রাখি, তাহা অন্য প্রকার। এক  
উপায়ভূত আদর্শ দ্বিবিধ, যথা—প্রকৃত ও কল্পিত।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬২১

উপায়ভূত আদর্শ বলিতে—যাহা আমরা সর্বশেষে হইতে চাই, যাহা আমাদের জীবনের বা অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য । ইহা, এক ভগবান, আত্মা, অথবা সমগ্র সৃষ্টির আদিকারণ বা সৃষ্টির শেষ পদার্থ । সুতরাং আদর্শ বলিতে আমরা তিন প্রকার পদার্থ বুঝিলাম ।  
 (১) উপায়ভূত প্রকৃত আদর্শ, (২) উপায়ভূত কল্পিত আদর্শ  
 (৩) উপায়ভূত আদর্শ ।

ইহা আদর্শনির্ণয় করিতে হইলে, প্রথম প্রকারের জন্ত, আমাদের দৃষ্ট হইবে—কে ‘কাহাকে’ বেশী ভালবাসে—কে ‘কাহার’ অত্যন্ত ভালবাসে—কে ‘কাহার’ বেশী চিন্তা করে—কে সকল কথায় ‘কাহার’ উপস্থাপনা দেয়, ইত্যাদি । কারণ, দেখা যায়, যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে—যাহার কথা সর্বদা স্মরণ করা হয়—যাহার চরিত্র সর্বদা স্মরণ করা হয়, সে-ই প্রায় আমাদের এই প্রকার আদর্শের স্থান দায় করে । সুতরাং কাহারও এই প্রকার আদর্শ নির্ণয় করিতে হইবে—গুরু, শিক্ষক, পিতা, মাতা, বন্ধু প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ।

দ্বিতীয় প্রকার আদর্শের জন্ত আমাদের দেখিতে হইবে—কাহার আশঙ্কা কিরূপ বা কে কোন্ ভাবটা আকাজক্ষা করে । এজন্ত আমাদের উচ্ছ্বাসপ্রভৃতি অনুশীলন করা আমাদের প্রয়োজন । আমাদের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, আমরা যে রূপে যাহা হইতে চাই, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে ।

তৃতীয় প্রকার আদর্শনির্ণয় আরও সহজ । লোকে, চরম ভবিষ্যতে হইতে চাহে, লোকের যাহা লক্ষ্য, অথবা ভগবান বা জগতের সর্বব্যবস্থায় ইহা তাহাই ; ইহা লোকের—কথায়, লেখায়, চিন্তা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া নির্ণেয় ।

এই তিন প্রকার আদর্শেরই দোষগুণে আমাদের জীবন ভাল বা

মন্দ হয়। আদর্শ যেমন ভাল হইবে, আমাদের জীবন তদ্রূপ ভাল হইবে, আদর্শ যেমন মন্দ হইবে; আমাদের জীবনও সেইরূপ মন্দ হইবে; অর্থাৎ আদর্শ যেমন ভাল-মন্দ-জড়িত হইবে, আমরাও তদ্রূপ ভাল-মন্দ-জড়িত হইব। অর্থাৎ আমরা আদর্শেরই অনুরূপ হই।

তাহার পর আর একটি বিষয় দেখিবার আছে। ইহা মান্য পরিবর্তন। দেখা যায়, এই আদর্শ সর্বদা একরূপ থাকে না—ইহা পরিবর্তন হয়। আমাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতির সাধন আদর্শেরও পরিবর্তন হইতে থাকে। আমাদের জীবন যতই উন্নত হইতে থাকে, আমরা ততই ভাল ভাল আদর্শ অবলম্বন করিতে থাকি, অর্থাৎ আমরা যতই উত্তরোত্তর মন্দ হইতে থাকি, ততই আমাদের আদর্শ মন্দে পরিণত হইতে থাকে। আবার দেখা যায়—এই আদর্শপরিবর্তন জীবনে যত অল্প হয়, ততই ভাল। কারণ, তাহা হইলে, আদর্শ পরিবর্তনের জন্য জীবনগতিরও বক্রতা ঘটে না। সরল গতিতে যত অল্প সময়ে যতদূর যাওয়া যায়, বক্র গতিতে সেই সময় ততদূর ফল যাওয়া যায় না। এজন্য প্রথম হইতেই যদি খুব উচ্চ ও উপযোগী আদর্শ অবলম্বন করা যায়—যাহা জীবনের শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে আরও ভাল।

জীবনী-তুলনা-কালে এই বিষয়টি বড়ই প্রয়োজনীয়। এখানে জানিতে পারিলে জীবনী-তুলনা ভাল হইবে; কারণ, পূর্বেই যেহেতু ইহা জানিতে পারিলে জীবনের যাবতীয় রহস্য সহজে বুঝা যায় পারে। ফলে, দাঁড়াইতেছে এই যে, যাহার জীবনের আদর্শ বড়ই উচ্চ ও যত সংখ্যায় অল্প, তাহার জীবনই তত উত্তম।

এক্ষণে দেখা যাউক—এই তিন প্রকার আদর্শ, আমাদের আচার্য কিসের ছিল? প্রথম—শঙ্করের আদর্শ বাল্যকালে কে ছিলেন, তাহা



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬২৩

ইহা যাবনা। তবে সম্ভবতঃ ইনি তাঁহার পিতা বা শিক্ষাদাতা গুরু-  
 পরম ইহা নিতান্ত অল্প দিনের জ্ঞাত। ইহার পর, বোধ হয়  
 আদর্শ—গুরু গোবিন্দপাদ। কারণ, যখনই শুনা যায়—তিনি হৃদয়  
 ভারতের কেরলদেশ হইতে নর্মদাতীর পর্য্যন্ত, কেবল গুরু  
 বাল্যকালের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন, তখনই মনে হয়, গোবিন্দ-  
 আদর্শের আদর্শ। শঙ্কর বাল্যকালে যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য  
 রচনা করেন, তখন শুনিয়াছিলেন যে, ভাষ্যকার গোবিন্দযোগী নামে,  
 হৃদয়বন্দন ধরিয়া নর্মদাতীরে সমাধিযোগে অবস্থান করিতেছেন।  
 যখন গুরুদেব এই প্রবাদ শুনিয়াই শঙ্কর, তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ  
 মনে রাখেন। বস্তুতঃ এই পতঞ্জলিদেব অনেকরই যে আদর্শ  
 হইয়াছে আর সন্দেহ কি? ইনি, সকল বিষয়েই যেরূপ পারদর্শী  
 হইলেন, কলিকালে এরূপ নিতান্ত অল্প দৃষ্ট হয়। যেমন যোগশাস্ত্রে,  
 বৈদ্যকশাস্ত্রে, আবার ততোধিক শব্দশাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয়  
 হইলেন। ওদিকে আবার তখন তিনি যোগবলে জীবিত। এ সম্বন্ধে  
 ইতিহাসে যে প্রশংসা-শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহাও এস্থলে স্মরণ  
 হইতে পারে। যথা—

নাম চিত্তস্ত পদেন বাচাং মলং শরীরস্ত চ বৈদ্যকেন ।  
 প্রববং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাজ্ঞলিরানতোহস্মি ॥  
 জীবনে শঙ্করের এ জাতীয় আদর্শ অতীত কোনরূপ হইয়াছিল কি  
 নহা। তবে বোধ হয়, যদি তাঁহার কোন নূতন আদর্শ  
 হইলে সম্ভবতঃ, তিনি আদর্শ-জ্ঞানী ভগবান্ শুকদেব।  
 রামানুজের এ জাতীয় আদর্শ খাল্যে শ্রীকাকীপূর্ণ। ইনি  
 পরম-বৈষ্ণব। বিষ্ণুকাকীর অধীশ্বর স্বয়ং বরদরাজ ইহার  
 মত কথোপকথন করিতেন। লোকের যখন যাহা জানি-

বার হইত, বা বরদরাজের লোকদিগকে যখন বাহা জানাইবার হইত, ইনি তখন মধ্যে থাকিতেন। লোকে ইহাকে বরদরাজের মুখস্বরূপ বলিত, জ্ঞান করিত। অতি অল্প লোকেই, যেমন যাদবপ্রকাশ প্রভৃতি, কেউ ইহাকে ভণ্ড, বা ভক্ত-বিটেল বলিয়া উপহাস করিতেন। রামানুজ জন্মভূমি ভূতপুরীতে যখন পিতৃ-সন্নিধানে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তখন এই মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই নিজ গ্রাম হইতে কাঞ্চীপুরীতে বাইরে রামানুজ পথে খেলা করিবার কালে যে দিন প্রথম ইহাকে দেখেন, সে দিনই উভয়ে উভয়ের প্রতি এমন আকৃষ্ট হইলেন যে, সে আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন হইল না—দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রামানুজের অবস্থায় প্রায়ই তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রায় সারাদিন উভয়ে ভগবৎ-কথায় আনন্দোপভোগ করিতেন। পরে রামানুজ বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাঞ্চী বাস করিতে লাগিলেন তখনও কাঞ্চীপুরী রামানুজের গুপ্তপরামর্শ-দাতা। গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত কলহ তাঁহার কলহ হইত, কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় ঠিক সেই সময়ে আসিয়া রামানুজকে সং-পরামর্শ প্রদান করিয়া বাইতেন। কাঞ্চীপূর্ণের শুনিয়াই রামানুজ বরদরাজের স্নানের জন্য নিত্য “শালকূপের” আনিতেন। রামানুজের মাতাও কাঞ্চীপূর্ণকে ডাকিয়া পুত্রের পরি-পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। পরে আবার রামানুজ ইহাকে সম্মত করিতে চেষ্টিত হন।

ইহার পর রামানুজের আদর্শ, বোধ হয়, সেই মহাপণ্ডিত, তর্ক-যামুনাচার্য। যামুনাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গের রামানুজ ইহাকে মৃত দেখিলে রঙ্গনাথের উপর রামানুজের এত দর্শন হইয়াছিল যে, তিনি আর রঙ্গনাথকে দর্শন পর্য্যন্ত করিলেন। লোকের শত অনুরোধ ঠেলিয়া তদবস্থাতেই কাঞ্চী ফিরিয়া আসিলেন।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬২৫

রামনাচার্যের মৃত্যুর পরও তাঁহার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ ছিল ।  
 ইহা, রামনাচার্যের তিনটি অপূর্ণ-মনস্কামনার নিমিত্ত জানিয়া  
 পূর্ন-এক ভাবে বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মসুত্রভাষ্যপ্রভৃতি প্রণয়নের জন্য  
 ব্রহ্মসুত্র প্রতিজ্ঞা করেন । বস্তুতঃ রামানুজ এই ভাষ্যদ্বারা জগতে পূজিত ।  
 ইহার পর রামানুজ, গুরু মহাপূর্ণ, গোষ্টিপূর্ণ প্রভৃতির সঙ্গলাভ  
 করা বোধ হয়, ক্রমে সেই শূদ্রকুলপাবন মহাভক্ত, পরম-যোগী,  
 শৃঙ্খলিত শঠকোপকে আদর্শ-পদে অভিষিক্ত করেন । শঠকোপের  
 ইচ্ছা তাঁহার প্রায় নিত্যপাঠ্য ছিল । তিনি তিরুনগরীতে এবং মৃত্যু-  
 শয্যাশয়কে উপদেশ দিবার সময় তাঁহাদিগকে, অন্যান্য পূর্বাচার্য-  
 য়া বিশেষতঃ, শঠকোপেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলিয়া ছিলেন ।  
 ইহা, তিনি নিজের নামে শঠকোপের পাছকার নামকরণও করেন ।  
 ইহা হয় তাঁহার নিজের আদর্শ ছিলেন—মহামুনি শঠকোপ ।  
 ইহা যে আদর্শের কথা বলা হইল তাহা 'প্রকৃত' বা ব্যক্তি-সংক্রান্ত  
 আদর্শের কথা । এইবার দ্বিতীয় প্রকার—'উপায়ভূত কল্পিত'  
 আদর্শ বিচার্য । আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যদি তাঁহাদের এই জাতীয়  
 পার্থক্য করিতে হয়, তাহা হইলে, মনে হয়, শঙ্করের আদর্শ—তিনি  
 কোপীনপন্থকে বলিয়াছেন । \* অর্থাৎ যিনি সর্বদা বেদান্ত-বাক্যে

\* মোক্ষবাক্যে সदा রমন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেন চ তুষ্টিমন্তঃ ।  
 কণোকনন্তঃকরণে চরন্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।  
 বলা ভরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিধর্য ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ ।  
 কদামিহ স্ত্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।  
 নানলভ্যে পরিভুষ্টিমন্তঃ স্মৃশান্তসর্বপ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ ।  
 বর্ধনিঃ ব্রহ্মণি হে রমন্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।  
 দেহদিত্যং পরিবর্তয়ন্তঃ স্বাক্ষত্যান্মানমবলোকয়ন্তঃ ।  
 নান্য ন মধ্য ন বহিঃ শরন্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।  
 ব্রহ্মকর্য পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহংস্রীতি বিভাবয়ন্তঃ ।  
 তিস্রাণিনো দিমু পরিভ্রমন্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।

রত, ভিক্ষামাত্রে তুষ্ট, শোক-বিহীন, তরুমলাশ্রয়, পাণিপাত্র, বস্ত্র-  
ধনকুৎসাকরী, সদানন্দ, “সর্বপ্রিয় বৃত্তিযুক্ত অথচ হুশাস্ত, দিবারাত্রি ব্রহ্মচা-  
রত, দেহাদিভাবের পরিবর্তন হইলেও আত্মার মধ্যে আত্মদর্শী, অহঙ্ক-  
বহির্দেশ-জ্ঞানহীন, প্রণব-জপ-পরায়ণ, ব্রহ্মই আমি—ইত্যাকার ভাব-  
শীল, ভিক্ষাশী হইয়া চারিদিক পরিভ্রমণকারী এবং যিনি কৌপীনধারী  
তিনিই ভাগ্যবান ।

রামানুজের এই জাতীয় আদর্শ—যিনি সর্বতোভাবে, অহরহঃ ভগ্ন  
সেবায় নিমগ্ন, যিনি অনবরত স্তুতি, স্মরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তি  
গুণশ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি কর্ত্তে রত—অন্ত কেহ নহে।  
এক কথায় বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি বলিলে বোধ হয় বেশ হয়।

বর্ণাশ্রমাচাররতপুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নাত্মস্ততোষকারণম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩৩৩

অর্থাৎ যিনি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করত  
তিনিই তাঁহাকে তুষ্ট করেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অন্য পথ নাই।  
অথবা বলা চলে—রামানুজের যতগুলি গুরু ছিলেন তাঁহাদের সকলকে  
ভাবে কিছু কিছু লইয়া তাঁহার এই আদর্শ গঠিত হইয়াছিল।  
বচনটি রামানুজ নিজ “বেদার্থসার সংগ্রহ” গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।  
যথা—বেদার্থ-সংগ্রহ ১৪৪ পৃষ্ঠা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

এইবার অবশিষ্ট উপেয়ভূত আদর্শ । এ সম্বন্ধে বোধ হয় সবার  
আদর্শ—সেই অবাস্তবসাতীত নিষ্ক্রিয় শান্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব।  
ভাবটি আমরা তাঁহার নির্বাণাষ্টক প্রভৃতি \* কতিপয় স্থল দেখিয়া

\* মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিন্তাদি নাহং ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং ।  
ন চ ব্যোম ভূমি ন তেজো ন বায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ।  
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মত্তো ন তীর্থো ন বেদা ন বজ্রাঃ ।  
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ।



সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

၆၃၅

দিত পারি। এক কথায় ইহা সকল প্রকার নিবেদনের চরম স্থান। অর্থাৎ  
বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চভূত, পাপ, পুণ্য, সুখ দুঃখ,  
স্বপ্ন, বোধ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য; ভোক্তা নহি ; আমার রাগদ্বেষ,  
দার্দ্র্য, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম,  
মৃত্যু, গুরু, শিষ্য, বন্ধন, মুক্তি, ভীতি প্রভৃতি কিছুই নাই, আমি  
নিরাকার, বিভূ, সর্বত্র ও সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপী, চিদানন্দরূপ  
আমি। অতএৱ তিনি নিজেকে বিষ্ণুস্বরূপ এবং আত্মস্বরূপও বলিয়াছেন।  
অতএৱ শিবতাব নিগুণ ব্রহ্মতাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রামানুজের এ স্থলে আদর্শ, বোধ হয়—নারায়ণের নিত্য  
সঙ্গ। তাঁহাকে 'শেষ' অবতার বলা হয় ; বোধ হয়, ইহার  
ইহার আদর্শের কোন সম্বন্ধ আছে। শেষ বা অনন্তনাগ যেমন  
স্বয়ং-উপবেশনের স্থান, রামানুজ, বোধ হয়, ঐ ভাবে  
সেবা করিতে চাহিতেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহা  
সিদ্ধি "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থ-মধ্যগত 'বৈকুণ্ঠ-গতো' অধিকতর পরিস্ফুট।  
ইহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বথেষ্ট আছে এবং তিনি স্বয়ংই  
স্বয়ং—বাহ্য তিনি শ্রীভাষ্যে গোপন করিয়াছেন, তাহা তিনি উক্ত  
করিয়াছেন। আমরা নিয়ে উহা সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।\*

॥ अथ शिवाय नमः ॥  
 ॥ शिवो नमो न मे लोभमोहो, मदो नैव मे नैव मांससर्वाभावः ।  
 ॥ शिवो न चार्थो न कामो न मोक्ष शिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥  
 ॥ शिवो न मे ज्ञातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।  
 ॥ शिवो नैव शिवा शिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥  
 ॥ शिवो निराकाररूपः विदुर्व्यापी सर्वत्र सर्वैश्वर्यागाम् ।  
 ॥ शिवो नैव मूर्तिर्न भूति शिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

\* অথ বৈকুণ্ঠগতপ্রারম্ভঃ ।  
 তদুপাখ্যানোত্তমবগাহ্য বথামতি । আদায় ভক্তিযোগাখ্যং রত্নং সন্দর্শয়-  
 ত্বান্নিবিখ্যেতনাতেনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃ্ত্তিভেদং ক্রেশকস্মাদুশেষদোষাসংস্পৃষ্টং

এই সব দেখিয়া যদি, এক কথায় বলিতে হয় ত, আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের আদর্শ—একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এবং রামানুজের আদর্শ—ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী ।

শঙ্করে আদর্শের পরিবর্তনসংখ্যা অল্প, রামানুজে বিস্তর। একটু বেশী । বাহা হউক, এ বিষয়ে অতঃপর কোন তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের এই কয়েকটি বিষয় বিচার্য ।

স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈখ্যাব্যাপ্তিতেজঃপ্রভৃতাংখ্যায়কল্যাণগুণগোবর্ধনং  
পরমপুরুষঃ ভগবন্তঃ নারায়ণঃ স্বামিন্বেন গুরুদেবন মুহূর্ধেন চ পরিগৃহ্যৈকান্তিক্যক্রিয়  
তংপাদাশ্রয়ত্বপরিচর্কেকমনোরথস্তৎপ্রাপ্তয়ে চ তংপাদাশ্রয়ত্বপ্রাপ্তেরন্তং ন বৈ  
কোটিশতসহস্রোপি সাধনমন্তীতি মদ্বানন্তঃশ্রেব ভগবতো নারায়ণস্ত অধিনবদ্যে  
ম্যানালোচিতগুণগণাথগুজনাশুকুলমর্যাদাশীলবতঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়গুণবর  
তিব্যাপ্তমুখ্যাত্মখিলজনহৃদয়ানন্দস্ত আশ্রিতবাৎসল্যকজলধেঃ ভক্তপ্রদংস্রোবৈক  
নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈখ্যভোগসামগ্রীসমৃদ্ধস্ত মহাবিভূতেঃ শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলমনোজ্ঞান  
তদগতসর্বভাবেন শরণমুদ্রাজেৎ । ততশ্চ প্রত্যহমাত্মোজ্জীবনায়ৈবমুদ্রাজেৎ । চরিত  
নাম্বকমণ্ডং দশগুণিতোত্তরং চাবরণসমুৎকং সমস্তকার্যাকারণজাতমতীত পরমব্যান  
ধেয়ে ব্রহ্মাদীনং বাঙমনসামগোচরে শ্রীমতি বৈকুণ্ঠে দিবালোকে সনকসনকবি  
দিভিরপাচিন্ত্যস্বরূপস্বভাবৈখ্যৈর্নিত্যসিদ্ধিরনন্তৈর্ভগবদানুকূলো কভোগৈর্দিব্যপূর্ণৈ  
রাগুরিতে তেহানপি ইয়ংপরিমাণম্ ইয়দৈখ্যম্ ইদৃশস্বভাবমিতি পরিচ্ছেদম্  
দিব্যাবরণশতসহস্রকোটিভিঃ সংবৃতে দিব্যাকল্পতরুপশোভিতে দিব্যোদ্ভাসন  
ভিরাবৃতে অতিপরিমাণে দিব্যায়তনে কস্মিন্শিচিৎত্রিদিব্যরত্নময়দিব্যস্থানমণ্ডে বিদ্য  
শতসহস্রকোটিভিরুপশোভিতে দিব্যানানারত্নকূতস্থলবিচিত্রিতে দিব্যালঙ্কার  
পতিতৈঃ পতমানৈঃ পাদপঙ্খৈশ্চ নানাগন্ধবর্ণৈর্দিব্যপুষ্পৈঃ শোভমানৈর্দিব্যপু  
শোভিতৈঃ সঙ্কীর্ণপারিজাতাদিকল্পদ্রুমোপশোভিতৈরসঙ্কীর্ণৈশ্চ কৈশিচিদন্ত  
দিব্যালীলামণ্ডপশতসহস্রোপশোভিতৈঃ সর্বদানুভূতমাতৈরপ্যপূর্ববদাশ্রয়  
শতসহস্রৈরলঙ্কৃতৈরারায়ণদিব্যালীলাসাধারণৈশ্চ কৈশিৎ পদ্মবনালয়  
কৈশিচ্ছকন্যারিকাময়ুরকোকিলাদিভিঃ কোমলকুজিতৈঃ আকুলৈর্দিব্যোদ্ভাসন  
বৃত্তৈর্মণিমুক্তাপ্রবালকূতসোপানৈর্দিব্যামলামৃতরসোদকৈঃ দিব্যাগুজবৈরতিরব  
মনোহরমধুরস্বরৈঃ আকুলৈরন্তমুজ্জ্বলমণিময়দিব্যক্ৰীড়াস্থানোপশোভিতৈর্দিব্য  
শতসহস্রৈর্দিব্যরাজহংসাবলিভির্বিরাজিতৈরাবৃতে নিরস্তাতিশয়ানন্দকরমত  
প্রবিষ্টানুশ্রাদয়ন্তিঃ ক্রীড়াদেশৈর্বিরাজিতে তত্র তত্র কূতদিব্যপুষ্পপার্শ্বোপ  
পুষ্পরসাস্বাদমন্তুগাবলিভিরুদগীয়মানৈর্দিব্যগন্ধকর্ণৈঃ পুরিতে চন্দ্রানুভব



স্বামী—পরভেষে মিশিয়া তাঁহার আনন্দে বিভোর থাকা ভাল—কি  
অক্ষয়শক্তিমান হইতে পৃথক্ থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া নিজে  
সুখী হইবে ?

CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi

তৃতীয়—সেই পরতন্ত্রে একেবারে মিলিত হওয়া যায় কি না, কি  
চিরকাল পৃথক্ ভাবে থাকা যায় কি না।

প্রথম বিষয়টির জন্য “গুরুসম্প্রদায়” ( ৬৩৬ পৃ ) দ্রষ্টব্য; দ্বিতীয়-  
আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে এবং তৃতীয়টির সন্থকে-যদি  
তত্ত্ব অচিন্ত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে সকলেই সম্মত; যখন  
তাহাও আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে।

২। আয়ুঃ ।

২। আয়ুঃ সম্বন্ধে দেখা যায়—শঙ্করের জীবন ৩২ বৎসর। কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির লোকের মতে তাঁহার আয়ুঃ ৩৬ বৎসর। আমরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত-কালে কিন্তু ৩৪ বৎসর স্থির করিতে পারি নাই। হইয়াছি। মৃত্যুকাল সম্বন্ধে “শঙ্কর পদ্ধতি” নামক একখানি গ্রন্থে পুস্তকই আমাদের অবলম্বন। এই “শঙ্কর পদ্ধতি” এখন পাণ্ডা হইয়া না। না পাইবার কারণ কি, তাহাও বুঝা যায় না। গ্রন্থের নামটুকু মনে হয় যে, এরূপ গ্রন্থ লোপ হওয়া অসম্ভব। তবে যদি উক্ত গ্রন্থ নামে সম্প্রদায়-মধ্যে পরিচিত থাকে, তাহা হইলে, তাহা অল্পদূর বিষয়। অবশ্য এরূপ অনুমানের একটা কারণও আছে।

শীতলয়া দৃশাবলোক্য স্নিগ্ধগম্ভীরমধুরয়া গিয়া পরিচর্যাযৈ নামাজাপরিগতি ইতি  
পরিচর্যায়ামাশং বর্দ্ধয়িত্ব। তয়েবাসয়া তৎপ্রসাদোপবৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেতা  
শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং বেনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং সমস্তপরিবারায় ভূষা তৎকাল  
ইতি প্রণম্যোখায়োখায় পুনঃপুনঃ প্রণম্যাত্যস্তসাঙ্গসবিনয়াবনতো ভূষা তৎকাল  
নাগকৈর্দারপালকৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্তয়া দৃশাবলোকিতঃ সমাগমিবলিতৈত্তৌত্রে  
ভূষা ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ মাঠৈকাঙ্ক্ষিকাতান্ত্রিকপরিচর্যাকরণায় পরি  
ষাচমানঃ প্রণম্যান্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ । ততো ভগবতা স্বয়মেব আতুসম্প্রীতন  
শীলবতাতিপ্রেমাস্থিতেনাবলোকনেনাবলোক্য সর্বদেশসর্বকালসর্বাবস্থাচিত্তায় যত্ন  
ভারায় স্বীকৃতোহমুক্তাতশ্চাত্যস্তসাঙ্গসবিনয়াবনতঃ কিংকরীণঃ কৃত্যবি  
ভগবন্তমুপাসীত । ততশ্চানুভূয়মানভাববিশেষো নিরতিশয়প্রীত্যান্য কিঞ্চ  
অর্থমশস্তঃ পুনরপি শেষভাবে মেব ষাচমানো ভগবন্তং তমেবা বিচ্ছিন্নম্রোত্রোরু



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৩১

পরশু' গ্রন্থের বচন, মহানুভব-সম্প্রদায়ের "দর্শন প্রকাশ" গ্রন্থে উদ্ধৃত  
 আছে। মহানুভব-সম্প্রদায়—এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।  
 এর পক্ষে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সমুদায় সংবাদ পাওয়া, কতকটা  
 সম্ভব বলা যাইতে পারে। তাহার পর উক্ত "দর্শন প্রকাশ" গ্রন্থ বড়  
 সুন্দর নহে। উহা ১৫৬০ শকাব্দাতে মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত। এই  
 ভাগবত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে বচন সকল  
 সংগ্রহ হইয়াছে। বচনগুলি সাবধানতার সহিত উদ্ধৃত—তাহাও দেখা  
 যায়। ইহার মতে শঙ্করের দেহান্তকাল ৭২০ খৃষ্টাব্দ। শ্লোকটী এই :—  
 বৃষ-পরোধ-রসামিত-শাকে, রৌদ্রক-বৎসর উজ্জ্বল-মাসে।  
 বাদর ঐজ্য উত্চালমান কৃষ্ণাতিথৌ দিবসে শুভযোগে ॥ ১২০ ॥  
 বৃষ=২, পরোধ=৪ এবং রসা=৬; অঙ্কের বামাগতি, স্মৃতরাং  
 পাওয়া যায়। \*

সংক্রান্ত। ততো ভগবতা স্বয়মেবান্সসঞ্জীবনেনাবলোকনেনাবলোক্য সন্নিহিতমাহুয়  
 নিরতিশয়হৃদাবহম্ আশ্রীযঃ শ্রীমৎপাদারবৃন্দযুগলং শিরসি কৃতং ধ্যানায়ত-  
 ননিবদন্তীব্রহ্মবহুধমানীত ॥ শারীরকেহপি ভাষ্যে যা গোপিতা শরণাগতিঃ।  
 তস্যৈব ব্যক্তং তাং বিভ্রাৎ প্রণতোহস্মাহম্। ১ ॥ লক্ষ্মীপতের্যতিপতেচ্চ দৈরেকধাম্নো  
 নৈব নবজনিষ্ট জগদ্ধিতার্থন। প্রাচ্যং প্রকাশয়তু নঃ পরমং ব্রহ্মণ্ডং সংবাদ এষ  
 ত্রৈলোক্যনায়ঃ ॥ ২ ॥ বেদবেদান্ততত্ত্বানাং তত্ত্বাখ্যান্যবেদিনে। রামানুজায় মুনয়ে  
 নমঃ ॥ ৩ ॥ বন্দে বেদান্তকপূরচামীকরকরগুণকম্। রামানুজার্চ্যমার্চ্যাণাং  
 নৈব নৈব ॥ ৪ ॥ তুর্ণীকৃতবিবিকাদিনিরঙ্কুশবিভূতয়ঃ। রামানুজপদাস্তোজসমাশ্রয়ণ-  
 য়ৈঃ ॥ ইতি শ্রীমদ্রামানুজার্চ্যকৃতং গদ্যত্রয়ং সম্পূর্ণম্। শ্রীরঙ্গমঙ্গলমহোৎসব-  
 পদোৎসবপরমার্থনমর্থনায়। কৈঙ্কর্যালঙ্কণবিলক্ষণমৌলভাজো রামানুজো বিজয়তে  
 ॥ ৬ ॥  
 এনে একটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই যে, শঙ্করাচার্য্য রচিত "দেব্যপরাধ ভঞ্জন" নামক  
 গ্রন্থে, তিনি বলিতেছেন "মা আমার ৮৪ বৎসর বয়স হইতে চলিল আর  
 আরও এতী কৃপা করিবেন" ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্বারা প্রচলিত শঙ্করের ৩২ বা  
 ৩৩ বৎসর কোন অশ্রুত প্রমাণ হয় না। কারণ, এই স্তবটী কোন বুদ্ধবিশেষের জন্ত  
 নবন পদান্তবটী বিষয়ীর জন্ত লিখিত ইহা উক্ত স্তব-পাঠেই জানা যায়।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবন সম্বন্ধেও যে, সকলে এক-মত তাহা নহে। কোন মতে তিনি ৬৯, কোন মতে ১২০ এবং কোন মতে ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। মাদ্রাজের এক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এ এ, বি এলের মতে রামানুজের জীবন প্রায় ৮০ বৎসর; ১২০ বা ১৮ বৎসর হইতে পারে না। তাহার মতে রামানুজের মৃত্যুকাল ঠিক কি জন্মকাল আরও পরে। যাহা হউক, আমরা প্রচলিত মতই অবলম্বন করিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে—শঙ্করের জীবন ৩২ হইতে ৩৫ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের জীবন আনুমান্য ৮০ হইতে ১৫০ বৎসরের ভিতর। যাহা হউক আয়ুষ্স্বারা তারতম্যনির্ণয় করিতে হইবে এই কয়টি বিষয় চিস্তনীয়—

- ১। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে জন্মাদির কারণ—ভোগবাসনা।
- ২। অবতারকল্প মহাপুরুষের জন্মের কারণ—ধর্মসংস্থাপন।
- ৩। নিজ নিজ কার্য শেষ হইলে সকলকেই প্রস্থান করিতে হইবে।
- ৪। সামর্থ্যানুসারে কার্য শীঘ্র বা বিলম্বে নিষ্পন্ন হয়।
- ৫। মতের প্রভাব বা কার্যের গুরুত্ব। এক্ষণে আচার্য্যের

কীর্তির কথা স্মরণ করিয়া বুঝিতে হইবে—আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কার্য্য শ্রেষ্ঠত্ব।

### ৩। উপাধি।

৩। উপাধি। কাশ্মীরের শারদাদেবী, পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত শ্রদ্ধা 'সর্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজকে স্বয়ং 'ভট্ট' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে উপাধিজ্ঞ মহত্বাদি বিচার করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, শারদাদেবী শঙ্করকে 'সর্বজ্ঞ' উপাধি

তাহার পর "রসা" শব্দে ১ না ধরিয়া ৬ ধরা হইয়াছে। ৬ ধরিলে হেতু এই যে রসা সপ্তপাতালের মধ্যে ষষ্ঠ। ১ ধরিলে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অত্যন্ত বিরোধ হয়। এ বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৩৩

একদিকে যেমন শঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, অপর দিকে  
রামানুজকে 'ভাষ্যকার' উপাধি দান করায় তাঁহারও শ্রেষ্ঠত্ব  
ইয়া যায়। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার হইতে হইলে সর্বজ্ঞতা  
স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভব নহে। সুতরাং এতদ্বারা উভয়কে সমান বা বিভিন্ন  
করাই সম্ভব মনে হয়। তবে বুদ্ধের উপাধি ছিল "সর্বজ্ঞ;"  
সুতরাং যেমন গৌরবসূচক, শঙ্করের "ভাষ্যকার" উপাধি তদ্রূপ  
বুদ্ধের গৌরবসূচক মনে হয়।

এ বিষয়ে একটু বিচারও চলিতে পারে। রামানুজকে শারদাদেবী  
সম্মান করিয়াছিলেন, রামানুজের নিকট শঙ্করের ব্যাখ্যার  
কিন্তু করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে,  
নিকট রামানুজ শ্রেষ্ঠ ও শঙ্কর নিকট। কিন্তু রামানুজের জীবন-  
কালের মধ্যে যেরূপ মতভেদ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের  
কিছুটা ঠিক, তাহা বলা কঠিন হইয়া পড়ে (৫২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।  
তাহাকে শারদাদেবী স্বয়ং "বোধায়নবৃত্তি" দান করেন, তাঁহার নিকট  
পণ্ডিতগণ কিরূপে তাহা কাড়িয়া লইতে সাহসী হন, বুঝা যায় না।  
তাঁহারও মতে বলা যায়—'বোধায়নবৃত্তি' রামানুজকে  
স্বয়ং প্রদান করেন নাই—রাজা তাঁহাকে দিয়াছিলেন;  
রাজা ও ঈশ্বরী দেবী এত সম্মান করিলেন, তাঁহার  
ব্রহ্মসূত্রের ঐরূপ ব্যবহার কি সম্ভব? আর যদি তাহাই হয়,  
তিনি কি কোনরূপে রাজাকে তাহা পুনরায় জানাইতে  
না? রাজা জানিতে পারিলে তিনি পুনরায় উহা পাইতে  
না? অথবা খ্রীষ্টপূর্বকাল হস্তীশ্বরে গোবিন্দকে আনিবার  
কালে হইয়াছিল, এ স্থলে সেইরূপও ঘটতে পারিত, অর্থাৎ শারদা-  
দেবী পণ্ডিতগণকে নিবারণ করিতে পারিতেন। তাহার পর,

শঙ্কর-জীবনচরিতকারগণও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শারদাদেবী  
শঙ্করকে রামানুজ অপেক্ষা যে কোনরূপ কম সম্মান করিয়াছিলেন  
তাহা নহে। সুতরাং এজন্য উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে না।

এখন দেখা যাউক—দেবীকর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধি  
পণ্ডিতগণপ্রদত্ত উপাধি-সমর্থন-দ্বারা কিরূপ তারতম্য প্রমাণিত  
দেখা যায়, রামানুজকে শারদাদেবী স্বয়ং ‘ভাষ্যকার’ উপাধি প্রদান করিয়া  
এবং শঙ্করের পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি সমর্থন করেন।  
যখনই দেখি, পণ্ডিতগণ রামানুজের প্রাণবধার্থ অভিচার কর্তৃক  
শঙ্কর সম্বন্ধে তাহা করেন নাই, যখন দেখি, কাশ্মীরে যেরূপ শঙ্কর-  
আদর, রামানুজের তাহার কিছুই নাই, তখনই কি বলা যায় না যে, রামানুজ  
পণ্ডিতগণের নিকট রামানুজের ‘ভাষ্যকার’ উপাধি বিবাদশূন্য বিষয় হইয়া  
পক্ষান্তরে দেখা যায় শঙ্করের ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি বিবাদশূন্য বিষয় হইয়া

তাহার পর, দেবীকর্তৃক শঙ্করের ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি সমর্থন করিয়া  
দেবীকর্তৃক প্রদান ইহা একই কথা। কারণ, দেবীরই নিয়মে  
তত্রত্য সকল পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া পীঠে আরোহণ করিয়া  
তিনিই ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি পাইবেন। সুতরাং শারদাদেবীকর্তৃক  
প্রদত্ত বলিয়া রামানুজের জীবনচরিতকারগণ তাহাকে শঙ্কর  
কতদূর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিতে পারিলেন, তাহা বিবেচ্য।

তাহার পর, যদি বলা যায় যে, শারদাদেবী রামানুজকে  
শঙ্করকৃত ‘কপ্যা’স শ্রুতি-ব্যাখ্যার নিন্দা করিয়াছিলেন, সুতরাং  
রামানুজের সমান বলাও অশাস্ত্রীয়। তাহাও ঠিক নহে। কারণ, শঙ্কর  
সম্প্রদায় শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী। আর যদি বিরুদ্ধবাদী  
লইতে হয়, তাহা হইলে, তাহা উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধে লজ্জাজনক  
আমরা কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধবাদীর কথা প্রমাণ



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৩৫

করিবও না। বিরুদ্ধবাদী কি না বলেন। বস্তুতঃ এ বিরোধের  
আমাদের না করিতে হইলেই ভাল। আমরা দুইজনকেই  
স্বাধীন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহি।  
যাহার পর, রামানুজ-জীবনচরিতকারগণের মতে শঙ্করও না-কি  
দেবীর নিকট উক্ত “কপ্যাস” শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এ  
সব বিস্তৃত সম্ভবপর নহে। কারণ, শঙ্করের সময় শ্রুতি-ব্যাখ্যা লইয়া  
বিরোধ ঘটিবার কথা, শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সহিত বিরোধ ঘটিবার  
সম্ভাবনা অধিক সম্ভাবনা। শঙ্করের সময় বৌদ্ধ ও কাপালিকগণের  
মত অধিক ছিল, তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলনই তাঁহার সময় হওয়া সম্ভব।  
অতীত নইয়া বিবাদ সম্ভবপর নহে। অগ্রে শ্রুতি সর্বসাধারণে  
প্রচলিত হইত তাহার ব্যাখ্যায় মতভেদ হইবে? আর শঙ্করের সময়  
শ্রুতি এমন কিছু বিবাদাস্পদ শ্রুতি ছিল না যে, শঙ্কর উহা  
নিকট ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন। বরং যাদবপ্রকাশের সঙ্গ-গুণে  
শঙ্কর সময়ই ইহা বিবাদাস্পদ শ্রুতিতে পরিণত হয়, সুতরাং ইহা  
দেবীকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন—ইহাই সম্ভব। এস্থলে  
জীবনচরিতকারগণের বর্ণিত শারদাদেবীর মুখে শঙ্করের  
শ্রুতি আমাদের আলোচনা না করিয়া তুলনা করিলেই ভাল।

৪। কুলদেবতা।

কুলদেবতা।—শঙ্করের কুলদেবতা—কৃষ্ণ; রামানুজের কুল-  
দেবতা—নারায়ণ। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি করিলে, বলিতে হয়,  
এই বিষয় উপাস্ত সম্বন্ধে ঐক্য থাকা সম্ভব। তবে রামানুজ কৃষ্ণকে  
স্বয়ং জ্ঞান করেন এবং শঙ্করও সম্ভবতঃ তাহাই করিতেন।  
ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন যে, “বাসুদেবাৎ  
সংবভূব” ইত্যাদি। অবশ্য তাহাও শঙ্করের মতে

মায়া; কারণ, তাঁহার মতে ভগবানের অংশ হইতে পারে না। তিনি  
কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে সেই স্থলেই লিখিয়াছেন যে—“দেহবান্ ইব, ভাত  
ইব” ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রামানুজমতে অংশাবলম্বনে আবির্ভাব সম্ভব  
নহে। তবে গোলকের কৃষ্ণ, নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পূজিত হয়।

৫। গুরুসম্প্রদায়।

৫। গুরু-সম্প্রদায়।—এবার আমাদের বিচার্য্য—আচার্য্যদেব  
গুরু-সম্প্রদায়। গুরুর খ্যাতিতে, সকল সমাজেই, শিষ্যেরও খ্যাতি হইয়া  
থাকে। এজন্ত এ বিষয়টীও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়  
আচার্য্যের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে সকলে এক মত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন  
স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখা যায়। আমি যতগুলি মত জানি  
পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম—

শঙ্করাচার্য্য বিরচিত সন্ন্যাস-পদ্ধতি মতে—

১। ব্রহ্ম, ২। বিষ্ণু, ৩। রুদ্র, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশর,  
৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গোড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য্য।

কাশীর সন্ন্যাসিগণ মধ্যে প্রচলিত—

১। নারায়ণ, ২। ব্রহ্মা, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। শক্তি, ৫। পরাশর,  
৬। ব্যাস, ৭। শুক, ৮। গোড়পাদ, ৯। গোবিন্দপাদ, ১০। শঙ্করাচার্য্য।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মতে —

১। মহেশ্বর, ২। নারায়ণ, ৩। ব্রহ্মা, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। পরাশর,  
৬। পরাশর, ৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গোড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য্য।

দক্ষিণমার্গ-তন্ত্র মতে—

১। কপিল, ২। অত্রি, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। সনক, ৫। শঙ্কর,  
৬। ভৃগু, ৭। সনৎকুমার, ৮। বামদেব, ৯। নারদ, ১০। শঙ্কর, ১১। শঙ্করাচার্য্য।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৩৭

শৌনক, ১২। শক্তি, ১৩। মার্কণ্ডেয়, ১৪। কৌশিক, ১৫। পরাশর,  
 ১৬। অঙ্গিরা, ১৮। কথ, ১৯। জাবালি, ২০। ভরদ্বাজ,  
 ২১। দেব্যান, ২২। ঈশান, ২৩। রমণ, ২৪। কপর্দী, ২৫। ভূধর,  
 ২৬। হুট, ২৭। জলজ, ২৮। ভূতেশ, ২৯। পরম, ৩০। বিজয়,  
 ৩১। ভূজ, ৩২। পদ্মেশ, ৩৩। সুভগ, ৩৪। বিগুহ, ৩৫। সমর, ৩৬। কৈবল্য,  
 ৩৭। পদধর, ৩৮। সুঘাত, ৩৯। বিবুধ, ৪০। যোগী, ৪১। বিজ্ঞান,  
 ৪২। নন্দ, ৪৩। বিভ্রম, ৪৪। দামোদর, ৪৫। চিদাভাস, ৪৬। চিন্ময়,  
 ৪৭। কান্যধর, ৪৮। বীরেশ্বর, ৪৯। মন্দার, ৫০। ত্রিদশ, ৫১। সাগর,  
 ৫২। হর্ষ, ৫৩। সিংহ, ৫৪। গোড়, ৫৫। বীর, ৫৬। ঘোর,  
 ৫৭। দিবাকর, ৫৮। চক্রধর, ৫৯। প্রমথেশ, ৬০। চতভূজ,  
 ৬১। মনোভৈরব, ৬২। ধীর, ৬৩। গোড়, ৬৪। পাবক, ৬৫। পরা-  
 ৬৬। সত্যনিধি, ৬৭। রামচন্দ্র, ৬৮। গোবিন্দ, ৬৯। শঙ্করাচার্য।

সমগ্র সম্প্রদায়ের “গুরুপরম্পরা প্রভাব” মতে যথা।—

১। বিষ্ণু, ২। গোহিহে, ৩। পুদত্ত, ৪। পে আলোয়ার,  
 ৫। হেমচন্দ্র, ৬। শঠারি, ৭। মধুর কবি, ৮। কুলশেখর,  
 ৯। আলোয়ার, ১০। ভক্তপদরেণু, ১১। তুরুগান।  
 ১২। হেমচন্দ্র, ১৩। শ্রীনাথ মুনি, ১৪। ঈশ্বর মুনি, ১৫।  
 ১৬। মহাপূর্ণ, ১৭। রামানুজাচার্য।

সমগ্র আরাধ্যের পুস্তক মতে—

১। বিষ্ণু, ২। লক্ষ্মী, ৩। সেনেশ, ৪। শঠকোপ ৫।  
 ৬। গুণরীকাক, ৭। রামমিশ্র, ৮। যামুনাচার্য, ৯। মহাপূর্ণ,  
 ১০। রামানুজাচার্য।

সমগ্র পুস্তকে দেখা যায়, আদি গুরু—ভগবান্ নারায়ণ। শঙ্কর-  
 ১। কোন মতে নারায়ণ প্রথম, কোন মতে দ্বিতীয়, এই মাত্র

প্রভেদ । তবে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যান ও শুকের মত মুনি ঋষি, রামানুজ-সম্প্রদায়ে নাই । রামানুজের উভয় হাতে লক্ষ্মীর পরই সেনেশ বা পোইহে ইত্যাদি । সেনেশ শব্দে বিশ্বক্সেন ব্রহ্মা কিন্তু “গুরুপরম্পরা প্রভাব” মতে, আবার দেখা যায়, ষষ্ঠ গুরু ঋষি সেনেশ । বাহা হউক, রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাতে মুনি-ঋষি কে দেখা যাইতেছে না । পোইহে প্রভৃতি সকলেই তন্মতে ভগবানের অপ্রত্যক্ষ বা অস্ত্রশস্ত্রাদির অবতার, পৌরাণিক মুনি-ঋষি কেহ নহেন ।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গোড়পাদ একজন সিদ্ধিযোগী । ইনি, যত দিন ইহ দেহ রাখিতে পারেন, অথবা দেবীভাগবতের মতে, ইনি ছায়া শুকনোর সন্তান । \* শুক, ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অমুরে ছায়া আকারে গৃহে ফিরিয়া আসেন ; ইনিই সেই ছায়া শুক । গোড়পাদ—শেষাবতার, ইনিই এক সময়ে পতঞ্জলি-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন, ইনিই সেই পতঞ্জলিদেব, যোগদর্শন কলিকালে শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত দেহেরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন । মাধবের গ্রন্থেও এ কথার ইঙ্গিত আছে, যথা—

“একাননেন ভূবি বস্তুবতীর্থা শিষ্যাননুগ্রহীমহ স এব পতঞ্জলিঃ”  
মাধবীয় শঙ্কর-বিজয় ৫ অধ্যায় ২৫ শ্লোক

যোগশক্তিতে অবিশ্বাসী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে, শুকদেব ও গোড়পাদের মধ্যে বহু সহস্র বৎসর ব্যবধান হওয়ার শঙ্কর-সম্প্রদায় ঋষিগণের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন । গোড়পাদের সাংখ্যকারিকা চীন ভাষায় অনুবাদ, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর

\* আমাদের দেশে যে দেবী-ভাগবত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে গোড় হইলে গোড় হইবে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বহু মহাশয়, গায়ত্রী কলিকাতা ।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৩৯

এক এবং তিনি আবার বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতের প্রবর্তক 'সিদ্ধ  
 ধর্ম' গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের সময়  
 খ্রীষ্টীয় নাই, তথাপি এইটুকু স্থির যে, তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয়  
 শতাব্দীর পূর্বে নহেন। এজন্য গোড়পাদকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ  
 শতাব্দীর লোক স্বীকার করাই উচিত। তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতেও এক  
 শতাব্দীর পঞ্চম ও অন্য গোড়পাদ পঞ্চদশপুরুষ পূর্বে আবির্ভূত।  
 গোড়পাদকে ছায়া-শুক-সন্তান পৌরাণিক পুরুষ ধরা যায়,  
 কারণ, গোড়পাদ ও গোবিন্দপাদে অস্বাভাবিক  
 নামাদি পড়ে। গোড়পাদ ও গোবিন্দপাদকে শঙ্করের গুরু ও  
 গুরু হইতে হইলে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে হয়।  
 বুদ্ধের সময় ব্যাস ও শুক ছিলেন, আর কুরুক্ষেত্রসময়, এক  
 শতাব্দীর প্রারম্ভে, অপর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে। পতঞ্জলিদেব  
 শঙ্কর ভাষ্যকার হয়েন এবং তিনিই যদি গোবিন্দপাদ হন, তাহা  
 হইবেই বা; কারণ, তিনি খ্রীষ্টীয় পূর্ব-শতাব্দীর লোক, আর শঙ্কর  
 দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত। ব্যাসের সমসাময়িক বা শিষ্য  
 হইতে কথাই নাই। যদি কেহ বলেন, শঙ্করই কেন ঐ সময়ের  
 লোক নহেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, কারণ, তিনি যে সমস্ত ব্যক্তি-  
 গণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সময়ের লোক নহেন,  
 ইহাও ইচ্ছা, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে, ব্যাস ও শুক সহ  
 ঐ সময়ে পূর্বোক্ত গুরুপরম্পরা দৃষ্টে ঐতিহাসিকের নিকট  
 প্রমাণ দিয়া সব সময়ে এ সব কথা আমি বিস্তৃতভাবে আমার শ্রীশঙ্করাচার্য  
 করিয়াছি। এই তুলনার নিমিত্ত এইগ্রন্থমধ্যে আমি যে শঙ্করের  
 জন্মকাল তাহাতে ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

সন্দেহাবসর থাকে। কিন্তু শঙ্কর যখন নিজের সূত্রভাষ্যে গৌড়পাদের একবার “সম্প্রদায়বিং” এবং অত্র “বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিং” বর্ণিত এবং তাত্ত্বিক গুরুপরম্পরা মতে যখন ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে গুরু গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন প্রচলিত গুরুপরম্পরা যে, নর আচার্যেরই নাম নহে, তাহা স্থির। উহা তাঁহাদিগের মধ্যে যাহা বিশেষ বিখ্যাত, তাঁহাদের নাম বলিয়া বোধ হয়। আমি ঠিক এই অনুমান করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কাশ্মীর হইতে উক্ত তাত্ত্বিক গুরুপরম্পরাটি পাইয়াছি। উহা শঙ্করাচার্যের প্রণীত লিখিত “বিচার্ণব” তন্ত্র মধ্যে উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ নর শঙ্করের নামে দক্ষিণাচারী নামে এক তাত্ত্বিক সম্প্রদায় আছে; ইহা অত্র প্রমাণ করা দুর্ব্বল; সূত্রাং বলা যায়, শঙ্করসম্প্রদায় ব্যাপক অবিচ্ছিন্ন। আর যোগশক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, তাঁহাদের মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে ত ব্যাস ও শঙ্কর সহিত সন্দেহ নাই। রামানুজের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বোধায়ন-মুনির বৃত্তি-সম্পন্ন হয় এবং তদ্ব্যবহার আবার রামানুজেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে বোধায়নকে গুরুপরম্পরা মধ্যে কেন গণ্য করা হইল না—বুঝিতে পারি না। তবে হইতে পারে বোধায়ন বাস্তবিকই রামানুজের গুরু-পরম্পরার মধ্যে একজন হইলেও সংক্ষেপে বলিবার জন্য তাঁহার নাম গৃহীত হইত না—এই যাত্রা হইলেও আশ্চর্যের বিষয়—রামানুজ বা তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় তাঁহাকে নূতন করিয়া পরম্পরার মধ্যে স্থান দিলেন না?

তাঁহার পর এই বোধায়নবৃত্তি বস্তুতঃই ছিল কি না—সন্দেহ করেন; কারণগুলি নিম্নে একে একে লিপিবদ্ধ করিলাম—



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৪১

- ১। শঙ্করের ত্রায় আচার্য্য বোধায়নের নাম করেন নাই ।
- ২। তাঁহার কোন টীকাকারও বোধায়নের নাম করেন নাই ।  
কিন্তু বিচারণ্য স্বামী রামানুজের অনুসরণ করিয়াই তাহা করিয়াছেন  
কোন বাক্যাদি উদ্ধৃত করেন নাই ।
- ৩। শঙ্কর যে বৃত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক কারণে  
অবদান উপবর্ষকেই বুঝাইতে পারে ; কারণ, উপবর্ষ—  
৪। ব্রহ্মসূত্র ও পূর্বমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার, ইহা পার্শ্ব-  
মুখী শ্রীশ্রী “শাস্ত্র দীপিকাতেই” উক্ত হইয়াছে ।
- ৫। শঙ্কর, ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে স্থানে উপবর্ষের নাম  
করিয়াছেন, সেখানে টীকাকারগণ উপবর্ষকেই বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন ।
- ৬। উপবর্ষ অতি প্রাচীন, বৈয়াকরণিক পাণিনি-মুনির গুরু ।
- ৭। উভয় মীমাংসার টীকাকার হওয়ায় উপবর্ষ রামানুজের ত্রায়  
অনুবর্তনবাদী হইতে পারেন, ইত্যাদি ।
- ৮। পুরাণে রামানুজের পর্য্যন্ত নাম দেখা যায়, কিন্তু বোধায়ন-বৃত্তির  
নাই । গুরুপুুরাণে ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হইয়াছে ।
- ৯। কাশীর পণ্ডিতগণেরও এই মত ; যথা—মহামহোপাধ্যায়  
ব্রহ্মসূত্র শাস্ত্রী মহোদয়-সম্পাদিত “অদ্বৈত-সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত সার” গ্রন্থের  
ইত্যাদি ।
- ১০। বোধায়ন ঋষি, শ্রোতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার, কিন্তু তিনি  
শঙ্কর, অথবা তিনিই যে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার তাহার প্রমাণ নাই ।
- ১১। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে “বোধ্য” বা “বোধি”  
বাক্য, ব্যাসপ্রশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে  
শঙ্কর তাহার প্রমাণ নাই ।
- ১২। শঙ্করের পর, শঙ্করের ‘মত’ নিরাস করিয়া ‘ভাস্করাচার্য্য’ এক

ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে স্বকপোনকৃত বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন এবং নিজের ব্যাখ্যাকে স্বজের ব্যাখ্যা যুক্ত ব্যাখ্যা বলিয়াছেন । এখন যদি তিনি, ব্যাসশিষ্য বা আর্য বোধ্য ইত্যাদি বৃত্তির অস্তিত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে, তিনি কি নিজে দ্বন্দ্ব করিয়া ভাষ্য রচনা করিতে যাইতেন, অথবা নিজভাষ্য-মধ্যে ইহার নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করিতেন না!—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে ।

অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে যে-কথা উঠিতে পারে, তাহাও আমাদের মনে করা উচিত। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। কারণ, অতীত যদি উপবর্ষকেই বৃত্তিকার ভাবিবেন, তাহা হইলে কখন ‘অপরে’ ‘কেনি’ এবং কখন “ভগবান্ উপবর্ষ” এরূপ বাক্য কেন ব্যবহার করিবেন, নতুন একরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেন । এজগৎ উভয় দিক্ দেখিলে যখন এই বৃত্তিকার, উপবর্ষের পরবর্তী এবং শঙ্করের পূর্ববর্তী; ইনি যদি ব্যাসশিষ্য বলিয়া শঙ্করের সময় সম্মানিত হইতেন না। এই বৃত্তিকার ব্যাস-শিষ্য হইলে উপবর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানার্থ হইতেন, শঙ্কর উপবর্ষকেই ‘ভগবান্’ বলিয়াছেন এবং বৃত্তিকারের ‘নত’ বহুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । বোধ হয় উপবর্ষের বৃত্তি আচার্যের অভিন্ন হইয়া তাহার পর, রামানুজ নিজেও কোন স্থলে বোধায়নকে ব্যাসশিষ্য বা প্রশিষ্য, বলেন নাই, রামানুজের শিষ্যগণই তাহা বলিতে পারিয়াছেন মাত্র । অতএব বোধায়ন একজন ভিন্ন বৃত্তিকার । যাহা হউক, এই বোধায়নও রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই ।

তাহার পর ইহাদের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে ইহার আছেন, তাহা মধ্য কয়েকজন ইতর জাতি এবং একজন দম্যও আছেন, অবশ্যই হইলেও ইহারা সকলেই পরম ভক্ত । যাহা হউক, ইহাদের এইরূপ, যথা—



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৪৩

- ১। বিষ্ণু—পরিচয় নিম্নয়োজন । ইনি স্বয়ং নারায়ণ ।
- ২। গোইহে । ইনি ভগবানের পাঞ্চজন্মাংশে জন্মগ্রহণ করেন ।  
স্বস্থান কাঞ্চীপুরী । ইনি সরোবরমধ্যে যোগনিমগ্ন থাকিতেন;  
ইহার নাম 'সরযোগী' । অতীবধি সরোবরমধ্যে মন্দিরে ইহার  
নির্মিত মূর্তি বিদ্যমান । ইনি দ্বাপরযুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতর জন্ম  
করিয়াছিলেন ।
- ৩। পূবত । ইনি মাদ্রাজ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে তিরুবড়-  
ই নামক স্থানে নারায়ণের গদাংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি নাস্তিক-  
ধর্মকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইনিও দ্বাপর যুগের লোক ।
- ৪। পে । মাদ্রাজের দক্ষিণাংশে মলয়াপুরে একটি কুপমধ্যে  
জন্মগ্রহণ করেন । ইনি সदा হরি-প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন এবং ভগবানের  
জন্মগ্রহণ করেন । ইনিও দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হন ।
- ৫। তিরুমড়িশি । ইনি ভগবানের স্তূদর্শনাংশে মহীসারপুরে  
পূর্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । ইহাকে লোক মহীসারপুরের  
দেবী সম্মান করিত । ইনি প্রতিদিন তুলসী ও কুসুমমালা রচনা  
করিতে অর্পণ করিতেন । মহীসারপুর—বর্তমান তিরুমড়িশি ;  
নগর দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ।
- ৬। গারি । ইহার অপর নাম শঠকোপ, শঠরিপু, বা পরাক্ষুশ  
ইনি কলিযুগের প্রারম্ভে (?) অর্থাৎ ৩১০২ পূর্ব খৃষ্টাব্দে পাণ্ডু  
কোপুত্রীতে চণ্ডাল-বংশসম্ভূত সম্পত্তিশালী ভূম্যধিকারী 'কাবির'  
বংশধার 'গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । 'নাথ নায়িকা' মালাবার  
জৈনপরিচার গ্রামের অধিবাসী 'কমলাইদিত বক্ষের' কণ্ঠা  
ইয়া বংশপরম্পরায় মহাবিশ্বের উপাসক ছিলেন । বিভূতি-  
বর্ধক, তৎপুল চক্রপাণি, তৎপুল অচ্যুত, তৎপুল পাতাল

লোচন, তৎপুত্র পোরকারি, তৎপুত্র কারি, তৎপুত্র মার বা শঠকোপ। ইহাকে বিশ্বক্সেনের দ্বিতীয় অবতার বলা হয়। শ্রীনাগরী কুরুকাপুরী বা কুরুকুর, তিরুনভেলির নিকট তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। ইতিহাসিকের মতে ইনি খৃষ্টীয় ৮৯২ ন শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জন্মাবধি ১৬ বৎসর জড়পিণ্ডবৎ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আর্য রামানুজ ইহারই মতের প্রচার করিয়াছিলেন।

৭। মধুর কবি। ইনি ভগবানের গরুড়াংশে কুরুকাপুরীর নিকট একটা স্থানে ৩২২৪ পূর্বখৃষ্টাব্দে (?) জন্মগ্রহণ করেন। শঠারি ইহার গুরু ছিলেন। ইহার কবিতা অতি মধুর বলিয়া ইহাকে মধুরকবি বলা হইত। ইনি অযোধ্যা হইতে একটা আলোকরশ্মি অবনমন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রীনাগরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় আলোকমূলে শঠারিকে দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হন।

৮। কুলশেখর। ইনি কেরল দেশের রাজা ছিলেন। মলয় দেশে চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জিকোলম্ নামক স্থানে ৩১০২ পূর্বখৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি ভগবানের কৌন্তভাংশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সর্বজন-সমক্ষে রথারোহণপূর্বক বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছিলেন। ইহার জন্মকাল, মালাবার দেশে প্রচলিত কেরলোৎপত্তিতে কিভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে ইনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লোক।

৯। পেরিয়া আলোয়ার। ইহার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইনি পূর্ব (?) খৃষ্টাব্দে শ্রীবিষ্ণুপুত্রুর নগর বিষ্ণুর রথশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কথা “অণ্ডাল,” ইনি ভগবান্ রঙ্গনাথ নামক বিষ্ণুর বিবাহ করিতে আসিয়া বিষ্ণুবিগ্রহে মিশিয়া যান। আচার্য ইহার প্রতিজ্ঞারক্ষা করিয়াছিলেন। (৫৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১০। ভক্ত-পদরেণু বা তোণ্ডাবাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৪৫

কনের বনমালার অংশে জন্মিয়াছিলেন। চোলরাজ্যস্থ মাণ্ডুদুড়িপুর  
বনস্থান। ইহা বর্তমান ত্রিচিনাপল্লির নিকট। ইহার জন্মকাল  
পূর্বখৃষ্টাব্দ (?)। ইনি নিত্য ভগবানকে মাল্যদ্বারা অর্চনা  
করিতেন, এজন্য ইহাকে ভগবানের বনমালার অবতার বলা হয়।

১। তিরুপ্পান আলোয়ার। ইহার অপর নাম—মুনিবাহন। ইনি  
খ্রীঃ ১০০ অব্দে (?) ওরায়ুর নামক স্থানে চণ্ডালবংশে ভগবানের  
বনস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন ও গান  
করিতে বাহু-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। ইনিও একজন পরম-  
ভক্ত। এক দিন পথে গান করিতে করিতে ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।  
তখন এক সেবক ভগবানের জন্ত জল আনিতে যাইতেছিলেন। পথ  
দেখিয়া সেবক লোষ্ট্রাঘাতে তিরুপ্পানের সংজ্ঞাসাধন করেন; কিন্তু  
নিম্ন দিক দিগন্তে—মন্দির অবরুদ্ধ, কাজেই ভগবানের নিকট যদি  
যাওয়া হইয়া থাকে ভাবিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন। ভগবান  
তাহাকে, উক্ত চণ্ডালকে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার মন্দির বেষ্টন করিতে  
আদেশ করেন। সেবক তাহাই করিল, অতঃপর দ্বারও উন্মোচিত  
করিত আছে—ইনি পরে রঙ্গনাথের শরীরে বিলীন হন।

২। কালিয়ন্ বা তিরুমঙ্গাই। ইনি ভগবানের শাস্ত্রধর্মের অংশে  
জন্ম করেন। ইহার চারি জন শিষ্য ছিলেন। প্রথম—“তোরা-  
ধর্ম” তর্কিক-শিরোমণি, দ্বিতীয়—তাড়ুদুয়ান্ অর্থাৎ দ্বার-  
নি। ইনি ফুংকারদ্বারা দ্বার খুলিতে পারিতেন। তৃতীয়—  
নরমেরিপ্পান্ অর্থাৎ ছায়াগ্রহ। ইনি বাহার ছায়া স্পর্শ করিতেন,  
পরিগ্রহ হইত। চতুর্থ—নীরমেল-নড়প্পান্ অর্থাৎ জলোপরিচর।  
তিনি উপরও গমন করিতে পারিতেন। গুরু কালিয়ন, তীর্থ  
যাত্রা করিতে এই চারি জন শিষ্যসহ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত

হন। এ সময় রঙ্গনাথের মন্দির অতিক্রম ও ভগ্ন দশাগ্রস্ত ছিল। কালিয়ন্ মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ধনিগণের সহিত হইতে ভিক্ষা করিয়া মন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। পরন্তু ধনিগণ কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনন্তর তিনি ধনিগণ এই দুর্ক্যবহারে, ক্রোধে অধীর হইয়া দম্ভ্যবৃত্তি দ্বারা ধন-সঞ্চয় করিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজসভা প্রভৃতি স্থানে গিয়া তর্কিকশিত শিষ্যটী, সকলকে বাক্চাতুর্য্যে যখন আবদ্ধ করিতেন, দ্বিতীয় দিন ধনাগারে প্রবেশ করিয়া তখন ফুৎকারদ্বারা তালা খুলিয়া দিয়া কেহ আসিলে তৃতীয় শিষ্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার গর্ভে প্রবেশ করিতেন এবং কালিয়ন্ স্বয়ং ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিতেন। প্রভৃতিদ্বারা ধনাগার সুরক্ষিত থাকিলে চতুর্থ শিষ্য জলের উপর তথায় উপস্থিত হইতেন। এই প্রকারে ৬০ বৎসর কাল দম্ভ্য করিয়া তিনি ঐ দেশের এক প্রকার রাজা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি ভিক্ষার ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতে না। সহস্র দম্ভ্য শিষ্য হইয়া তাঁহার দম্ভ্যতায় সাহায্য করিত; কি রাজা কি প্রজা, উপাস্য ভয় করিত না তখন এমন সে দেশে কেহই ছিল না।

এইরূপে ৬০ বৎসর পরে রঙ্গনাথের সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট মন্দির নির্মিত হইল। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিল্পীদিগকে পারিশ্রমিক বিদায় করিলেন। এই সময় তাঁহার সহস্র দম্ভ্যশিষ্যও বেতন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু কালিয়ানের নিকট এক পয়সা তখন নাই। দম্ভ্যগণ, কালিয়নকে নিঃস্ব জানিয়া মারিয়া কেঁদিয়া করিতে লাগিল। গুরু কিন্তু ইতিপূর্বেই তাঁহার চতুর্থ শিষ্যকে নৌকাযোগে উক্ত দম্ভ্যগণকে জলে ডুবাইয়া মারিবার পরামর্শ বসিয়া আছেন। শিষ্য আসিয়া দম্ভ্যগণকে বলিলেন, “তোমরা আমার



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৪৭

নৌকায় আরোহণ করিয়া কাবেরীর উত্তর পারে আইস,  
 নৌকাখনর লুকাইত আছে, আমরা উহা লইব ।” দম্ভাগণ আনন্দ-  
 পূর্ণ নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিল । নৌকা মধ্যনদীতে  
 চলিয়া গেল। জলমগ্ন হইল । দম্ভাগণ প্রাণে মরিল ; শিশু, জলের  
 তলে গিয়া গুহমুখস্থানে ফিরিয়া আসিলেন । যেখানে এই সহস্র দম্ভা-  
 গণ, অদ্যাবধি তাহাকে হত্যা স্থল বা ‘কোল্লিডম্’ বলা হইয়া থাকে ।  
 দম্ভাগণের আবির্ভূত হন ও দিব্যপ্রবন্ধ নামক এই সম্প্রদায়ের  
 প্রধান পুস্তকের ছয়টি প্রবন্ধ রচনা করেন । ইনিও পরম ভক্ত ।  
 ইনিও এক সহস্র শ্লোকাত্মক তিরুমুড়ি বিশ্ববিখ্যাত ।

৩। শ্রীনাথমুনি । ইনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু শঠকোপের শিষ্য । কলিগত  
 ৮৮০ খৃষ্টাব্দে ‘বীর নারায়ণপুরে’ বিশ্বকৃসেনের পারিষদ গজ-  
 দ্বারা ইহার জন্ম । ইতি “পরাক্ষ-দান” নামক “মধুরকবির”  
 নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া তপস্বীদ্বারা দ্রাবিড়বেদ উদ্ধার করেন ।  
 ইনিও ছিলেন এবং ৩৩০ হইতে ৩৪০ বৎসর জীবিত থাকিয়া  
 দেহত্যাগ করেন । শঙ্করের সময় ইনি শ্রীরঙ্গমে ছিলেন  
 যোগ হয় । শ্রাবতস্থ, যোগরহস্ত, শ্রীপুরুষনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ  
 ইনিও রচিয়া বিখ্যাত ।

৪। ঈশ্বরমুনি । ইনি শ্রীনাথমুনির পুত্র, কিন্তু অকালে দেহত্যাগ  
 করিয়া ইহার ভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং অনতি-  
 বয়সেই পৌত্রের মুখদর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়েন । এই  
 পৌত্রের নাম বামুনমুনি নামে বিখ্যাত হয়েন । ঈশ্বরমুনি, পৃষ্টিগর্ভ  
 নামে যবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

৫। বামুনমুনি । ইনি যমুনাতীরে মাতৃগর্ভে আগমন করেন  
 ইহার পিতামহ নাথমুনি ইহার নাম রাখিয়া ছিলেন—

‘যামুন’। যামুন, কলি ৪০১৭ অব্দে বৃহবার, পূর্ণিমা, আষাঢ়মাসে উক্ত-  
বাড়া নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর  
বা মাদুরা। ইনি বিষ্ণুর সিংহাসন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইনি  
অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন। বাল্যে ইনি রাজসভায় সমুদায় পণ্ডিতগণের  
জয় করিয়া রাজা ও রাণীর প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডুরাজ্যের অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন  
এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।  
ইনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। যামুনের পাঁচজন শিষ্য ছিলেন।  
রামানুজ সকলের নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন, তবে বিশেষভাবে মহাপ্রাণী  
রামানুজের মন্ত্রদাতা গুরু। শ্রীনিবাস আরাধ্যারের মতে নাথমুনির  
(১৪) পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপরে (১৫) রামমিশ্র এবং তদনুসারে রাম  
মিশ্রের শিষ্য—যামুনাচার্য বা যামুনমুনি।

১৬। পুণ্ডরীকাক্ষ। কলির ৩৯২৭ অব্দে শ্রীরঙ্গমে উক্তর মতে  
গিরিতে ইহার জন্ম হয়। ইনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।  
সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। ইনি নাথমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।  
তঁহার নিকট হইতে যোগবিদ্যা ও দ্রাবিড়বেদের ব্যাখ্যা শিক্ষা করেন।  
যামুনাচার্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনি ইহাকে তঁহার সমুদায়  
প্রদান করিয়া ছিলেন।

১৭। রামমিশ্র। ইনি ৩৯৩২ কল্যানে ভগবানের কৃপায়  
শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।  
পুণ্ডরীকাক্ষ অতি বৃদ্ধ হওয়ায়, যামুনাচার্যকে শিক্ষা দিবার  
নাথমুনির নিকট তিনি, যে সমস্ত বিদ্যা শিখিয়া ছিলেন, তাহা ইহাকে  
শিখাইয়া যান।

উপরি উক্ত বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরুগণ  
মধ্যে আদি-ব্যক্তিগণ অতি প্রাচীন, দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রারম্ভিক



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৪৯

শঠকোপ, যাঁহাকে ঐতিহাসিকগণ তত প্রাচীন মনে করেন  
 তাঁর পর্যন্ত প্রাচীন বলভুক্ত। পরন্তু নাথমুনি হইতে গুরুগণ আধুনিক  
 হইয়া যায়। নাথমুনি যেরূপ যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য  
 ছিলেন না। ইহার শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ সমাধিযোগে দেহত্যাগ  
 করিলেন, কিন্তু রামমিশ্র তাহা পারেন নাই। যামুনাচার্য, যদিও  
 মন্ত্রের নিকট নাথমুনি-প্রদত্ত যোগবিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন এবং  
 মন্ত্র অপর শিষ্য, যোগী ও সমাধিমান কুরুকাধির নিকট হইতেও  
 লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সমাধিযোগে দেহত্যাগ  
 করিয়াছেন নাই। তাহার পর, যামুনের শিষ্য মহাপূর্ণ বা তাঁহার  
 শ্রদ্ধাভাজন, কেহই যোগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন—এ কথা শুনা  
 যায় না। বরং রামানুজ যোগবিজ্ঞার বিরোধীই ছিলেন। তিনি,  
 মন্ত্রের শিষ্যকে যোগবিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।  
 তিনি শঠকোপ প্রভৃতির রচিত দ্রাবিড়-বেদান্ত ভক্তিমার্গেরই  
 পক্ষপাতী ছিলেন।

শঙ্করের শঙ্করাচার্যের গুরুসম্প্রদায়ে যোগবিজ্ঞা অধিক অভ্যস্ত  
 তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ ও পরমগুরু গোড়পাদ সিদ্ধ-যোগী  
 বলায় পরিচিত। শঙ্করের নিজের ও তাঁহার  
 গুরুপাদের—উভয়েরই দেহত্যাগ সমাধিদ্বারা হয়, কিন্তু রামানুজ  
 গুরু মহাপূর্ণ বা পরমগুরু যামুনাচার্যের তাহা ঘটে নাই।  
 শঙ্করের, লামার নিকট তপ্ত তৈলে, মতান্তরে ছুরিকা খণ্ডে  
 কথা আছে, তাহা তাঁহার বিরুদ্ধসম্প্রদায়ের কথা। এই  
 কথা আমরা উভয় পক্ষেরই মিত্র ও শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথা  
 বলি। বিরুদ্ধবাদী কি না বলিয়া থাকে? দয়ানন্দস্বামী  
 বিষয়বস্তু হইয়া দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এ

সব কথার আকর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহা এখন জানিতে পারা যায় নাই।

তাহার পর, গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য, মাণ্ড্যু-উপনিষৎ-কারিকা, উত্তর-গীতাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ এবং গোবিন্দপাদের সমাধির কালীন এই সম্প্রদায়কে যোগবিদ্যা-বিশারদ ও দার্শনিক, বিশেষতঃ যোগ-বিদ্যায় বিশারদ বলিতে হইবে, পক্ষান্তরে রামানুজ-সম্প্রদায়ে—নাথমুনি-বিরচিত ঞ্জারতত্ত্ব, যোগরহস্য ও শ্রীপুরুষনির্গম গ্রন্থ এবং শঠকোপ বিদ্যা-দ্রাবিড় আশ্রায় প্রভৃতি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ ব্যতীত বৈদান্তিক বা দার্শনিক গ্রন্থ কিছু আছে কি না জানি না। এই ঘটনাকে যদি শঙ্কর-সম্প্রদায়-সহিত সমান করিবার জগু ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে নাথমুনির সহিত রামানুজের যে কালগত ও পরম্পরাগত ব্যবধান, তাহা ও গোবিন্দপাদ বা গৌড়পাদের মধ্যে সে ব্যবধান নাই। গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ, মাধবাচার্য্য সম্পৃক্তভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত শুনা যায়—রামানুজ যোগবিদ্যার বিরোধীই ছিলেন। ব্রহ্মচার্য্যের এক শিষ্য ছিলেন, তিনি যোগাভ্যাস করিতেন দেখিয়া রামানুজ তাঁহাকে তাহা হইতে বিনিবৃত্ত করেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায় যোগবিদ্যা ও সাংখ্য-বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত এবং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায় ভক্তি-বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত।

তাহার পর, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণেতর নীচ শূদ্রজাতির পণ্ডিত শুনা যায় না ; রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে চণ্ডালপ্রভৃতিও গুরুপদে পদোন্নতি দেখা যায়। তাহার মৃত্যুকালে তিনি যে দশটি প্রধান উপদেশ বিচারিত তাহাতে শঠারিসূত্র-পাঠের আদেশ একটা নিদর্শন। তিব্বত-গুরু ; ইনি রঙ্গনাথের মন্দিরের জগু যে দক্ষদল গঠন করিয়া মন্দির শেষ হইলে, তাহারা যখন অর্থ প্রার্থনা করে, তখন



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৫১

হৃদয়কে কাবেরীতে ডুবাইয়া মারেন । শঙ্কর-সম্প্রদায়ে একরূপ কেহ  
 ন কিনা জানি না । যদি বলা যায়, নীচ জাতি ভক্ত হইলে, তাঁহাকে  
 করিলে উদারতারই পরিচয় হয়, সুতরাং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ের  
 উদার আধিক্য বলা যাইতে পারে ; নত্যা, কিন্তু উন্নতি, শৃঙ্খলার মধ্য  
 মধ্যেই, উশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়া ততটা হইতে পারেনা, ইহা স্থির ।  
 এই শৃঙ্খলার জগতই ব্রাহ্মণ—লোকগুরু, অপরে তাঁহাদের অনুগমন-  
 করে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে । এখন কদাচিৎ কোথাও অন্য জাতিতে  
 কর্তৃক তাঁহাকে গুরুপদে স্থান দিলে ঐ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় । আর এই  
 ঐশ্বর্য-চরিত্র রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বীর শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন ; এই  
 ঐ রামানুজের নিরতিশয় নির্বন্ধসত্ত্বেও পরমভক্ত, শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণও  
 ঐরূপে প্রবান করেন নাই ; এই জগতই রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ,  
 ঐরূপে ব্রাহ্মণোচিত সংকার করেন বলিয়া রামানুজকর্তৃক  
 ঐরূপে হত ; এই জগতই রামানুজের কিছু পরে এ-ভাবে একটা প্রতি-  
 ঐরূপে হত হয়, আর তাহার ফলে রামানুজের শিষ্য-সম্প্রদায় খুব  
 ঐরূপে জাতিবিচারের প্রাধান্য দিয়াছেন । সুতরাং আমরা বলিতে  
 ঐরূপে গুরু-সম্প্রদায় জানী, শাস্ত ও গম্ভীর ; রামানুজের, গুরু-  
 ঐরূপে উদার ও ভাববিহীন, কিন্তু একটু উচ্ছৃঙ্খলতার পোষক ।  
 সম্প্রদায়ে—‘লক্ষ্য’ ও ‘উপায়’—উভয়ের প্রতি সমান । রামানুজ-  
 সম্প্রদায় প্রতি অধিক দৃষ্টি ।  
 সম্প্রদায় মধ্যে একরূপ হইলেও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে শঙ্কর ও  
 সম্প্রদায় মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও একবার চিন্তনীয় । শঙ্কর ব্রাহ্মণ-  
 সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন, ইহাতে বলিবার কিছুই নাই, কিন্তু  
 সম্প্রদায়-ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়াও তিনি যেকোন গুরু-সম্প্রদায় আশ্রয়  
 করেন তাহাতে তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় হয়, সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। তবে অবশ্য তিনি প্রথমে অগ্র সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-ভগবদ্ভক্ত পাইলে কাঙ্ক্ষীপূর্ণের প্রতি এত অনুরক্ত হইতেন কি না সন্দেহ। তিনি স্বজাতি-স্বলভ জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র কাঙ্ক্ষীপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা তাঁহার সরলতা গুণগ্রাহিতা ভগবদ্ভক্ত ও উদারতার পরিচয় সন্দেহ নাই। পঞ্চাস্তরে অষ্টম বংশের সময় যখন শুনিলেন যে, স্বদূর নন্দাদাতীয়ে এক মহাযোগী থাকেন, তখন শুনিলেন—সমাধাসিদ্ধযোগী আর কোথাও মিলে না, তখন তিনি জীবনের মমতা না করিয়া সেই স্থানে যাওয়াই স্থির করিলেন; এজন্য তাঁহার দৃঢ়তা নির্ভিকতা পরতত্ত্বানুরাগ সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিরাট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতরাং, দেখা যাইতেছে—দুই জন মনোবৃত্তি দুই প্রকার। শঙ্করের ভাব—বাহ্য একেবারে সর্বদা তাহা যতই কেন দুর্বল হউক না, তাহা যে কোন উপায়ে পরিত্যাগ হইবে; রামানুজের ভাব—উত্তম বস্তু যেখানেই থাকুক তাহা যে কোন উপায়ে লাভ করিতে হইবে। এস্থলে বিচারবুদ্ধি ও উচ্চ মনোবৃত্তি শঙ্করে কিছু অধিক মনে হয়। রামানুজে উদারতা যেন বেশী মনে হয়। এখন বেদান্তের সত্য প্রতিপাদনে কাহার মত অধিক উপায় তাহা স্মৃতি পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

৬। জন্মকাল।

৬। জন্মকাল। শঙ্করের জন্মকাল ৬০৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। রামানুজের জন্মকাল ৯৪১ শকাব্দ বা ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দ। শঙ্করের ভারতে স্বেচ্ছাধিকার হয় নাই। তাঁহার দেহত্যাগের ৪৫ বৎসর পূর্বে স্বদূর পশ্চিম ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয়। তাঁহার সমগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল—কোন সার্বভৌম রাজ্য ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া ভীষণ তান্ত্রিকমতে



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৫৩

সম্মিলিত। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা লোকে  
 জ্ঞানের সুখভোগই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিত । \*

ভারতে বৌদ্ধধর্মকে স্থান দিবার পূর্বে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম  
 বিকৃত হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্মও বিকৃত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর  
 বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। জৈনগণের পবিত্র উপদেশ তখন  
 মূল্যহীন শক্তি উপার্জনেই পর্যাবসিত হইয়াছিল। অবশ্য জৈনমত,  
 কয়েক ন্যায় তত অধিক বিকৃত বা বিনষ্টপ্রায় হয় নাই। ইহারা  
 মনের নিজান্তি রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন।

প্রাচীন পৌরাণিক 'মত' তখন বিকৃত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে  
 বিকৃত হইয়া স্বয়ংপ্রধান হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাদের  
 মতের একতামাত্র তখন ছিন্নভিন্ন। বেদমূলকতা থাকিলেও একে-  
 বিনোদিতপ্রভৃতি তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এই উভয় পক্ষের নৈজসামন্ত নিহতপ্রায় হইয়া একপক্ষ জয় লাভ  
 করি, বিজ্ঞেয়গণ যেমন পরাজিতকে স্ববশে আনয়নে অসমর্থ হয়,  
 তদ্রূপ নতুন সেনাপতিপ্রভৃতি আগমন করিলে যেমন তাহাতে  
 দ্রুত, তদ্রূপ ন্যায়, সাংখ্য ও কর্ম-মীমাংসাপ্রভৃতি, বৌদ্ধরূপ শত্রুকে  
 পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং নিহতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের তখন  
 পুনরুদ্ধার স্ববশে আনিবার সামর্থ্য ছিল না, তখন আরও নতুন বলের

প্রয়োজন হইয়া প্রায় ২০।২২ প্রকার মতভেদ আছে। ইহাদের  
 মধ্যে প্রথম ৪র্থ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি এ সম্বন্ধে  
 অনেক ভাবিয়া সমস্ত ভাবায় যেখানে যে-কোন সংবাদ পাওয়া যায়, একত্র  
 করিয়া ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া বহু পরিশ্রমের পর উক্ত সময়ই নির্ণয় করিয়াছি।  
 ইহাদের নামক এক পুস্তকে সমুদায় সবিস্তরে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি।  
 ইহাদের নামক ১৩৮ হইতে ২৪১ শকাব্দ পর্য্যন্ত মত-ভেদ আছে। আমি জন্মপত্রিকা  
 দেখিয়াছি ২৪১ই সম্ভবতঃ ঠিক।

জ্ঞান যেন তাহারা পশ্চাদিকে কেবল চাহিয়া দেখিতেছিল। ঠিক ঐ সময় বেদান্তশাস্ত্র-রূপ নববলে সজ্জিত হইয়া শঙ্করাচার্য্যর অভ্যুদয় হয়।

উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও নববলে বলীয়ান শত্রুর তখন, বিজ্ঞতা যথেষ্ট  
সৈন্তদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া শত্রুর সমুদয় ঐশ্বর্য্য হরণ করিলেন ও শত্রুর  
অভয় দিয়া স্ববশে আনয়ন করিলেন। বস্তুতঃই শত্রুর তাঁহার পূর্ব্ব  
বৈদিক ও বৌদ্ধগণের দার্শনিক মতের উৎকৃষ্ট অংশগুলি গ্রহণ করি  
বেদান্তমতপ্রচারের সুযোগ পাইয়াছিলেন ; তৎকালের যত কিছু উন্ন  
নে সমুদায়ই তাঁহার মতে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে সুবিধা পাইয়াছিলেন।  
আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়া যদি ভারতবাসী নিজ বৈদিক ধর্ম্মের এক  
একেশ্বরাদীনতা না স্মরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে একেশ্বরবাদ  
উন্নত মুসলমানগণের প্রবাহে ভারতের বৈদিক ধর্ম্ম ভবিষ্যতে একদিন  
দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না।

ওদিকে বুদ্ধদেবের পূর্বে ঈশ্বরাস্থেষণ সম্বন্ধে ভারতে চূড়ান্ত গিয়াছিল, তাহা ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে। এই জড়ই বোধ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, “ঈশ্বর কি—এ পর্য্যন্ত কেহ জানে নাই, ভবিষ্যৎ জানিতেও পারিবে না, তোমরা ও-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাহা জুড়াইতে পারে, তাহার উপায় কর।” আচার্য্য শঙ্কর একজ্ঞ বোধ অবলম্বন করিয়া নিজ মতমধ্যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এমন দৃষ্টি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা তৎকালের সকল দর্শন অপেক্ষা সূক্ষ্মতম এবং যাহা তৎকালের চেষ্টার ফল অপেক্ষা অনেকা উৎকৃষ্ট ও সর্বমতের সমন্বয়স্থল বলিতে হইবে। বেদবিরোধিগণের সংগ্রামে জয়ী হইয়া আচার্য্য বৈদিকমতেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পক্ষান্তরে, রামানুজ যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে  
মুসলমানগণকর্তৃক উপদ্রুত ও বিধ্বস্ত। অবশ্য দক্ষিণ-ভারত



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৫৫

হাস্য করতল-গত হয় নাই । শঙ্করের প্রায় ৩৩৩ বৎসর পরে রামা-  
 য় আবির্ভাব হয় । এই সময় ভারতে শঙ্কর-মতও বিকৃত হইতে  
 হইয়াছিল । শঙ্কর-বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি অনধিকারীর হস্তে  
 এক অভিনব উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল । ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও  
 ত্র্যম উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র যেমন তপশ্চারত ও নিরভিমান এবং  
 ত্র্যম যেমন অহর হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শঙ্করের সেই সূক্ষ্ম ও উচ্চ কথা  
 যেনা পারিয়া, অনেকে তস্করবৃত্তিপূর্বক জীবনযাপন করিত ও  
 'ব্রহ্ম' বলিয়া নিচিস্ত থাকিত । যেমন নিজের সন্তানগণকে বিপথ  
 য়াইয়া আনিবার জন্য পিতা, নিজ গুপ্তভাণ্ডার, অযোগ্য পুত্রের  
 হস্তে হার নুকাইয়া রাখেন না, তদ্রূপ বৈদিক-ধর্ম্মানুসরণকারী  
 জৈন পণ্ডিত বৌদ্ধাদি অবৈদিক মতে প্রবৃত্ত দেখিয়া আচার্য্য  
 ও সন্তানের অবলম্বনীয় সেই বেদান্তসিদ্ধান্তগুলি অযোগ্য  
 পুত্রের মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । কিন্তু অযোগ্য-  
 পুত্র অমূল্য পিতৃভাণ্ডার পড়িলে যেমন তাহার অপব্যবহার হয়,  
 তদ্রূপ অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কুফল উৎপাদন করিতে  
 পক্ষমহাবজ্র, পক্ষদেবতার উপাসনা, ঈশ্বরে ভক্তি, অভিমান-  
 ক্রটি, বাহার প্রতি শঙ্কর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়া  
 তাহা সকলে ভুলিয়া গেল ; সকলে সবই করিত, অথচ নিজেকে  
 পিতা সেই পাপের সমর্থন করিত । তাহার পর মনুষ্যপ্রকৃতি দুই  
 প্রকার। একপ্রকার—দাসত্ব-প্রয়াসী, অপর—প্রভুত্ব-প্রয়াসী ।  
 প্রকৃতি, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একটি অবয়ব । সকলেই যেমন  
 তাহাতে চাহেন না, তদ্রূপ সকলেই কখন দাসত্ব করিতে চাহে  
 ন, মানবচরিত্রে প্রকৃতিগত ভেদ । ইহাতে নিন্দনীয়  
 কিছুই নাই—ইহা প্রকৃতির পরিচয় মাত্র । শঙ্করমত.

যখন অতি বিস্তৃত হইয়া এই সকল দাসত্বপ্রায়সী ও অবলম্বনীয় হইয়া পড়িল, তখন তাহার সুফল কি করিয়া ফলিতে পারে? তাহার কুল্য অবশ্যস্তাবী। বস্তুতঃই এ সময় শঙ্করমত সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। অধিক কি, বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য রামানুজ, অমন কাঙ্ক্ষাপূরীতে ছিল। অদ্বৈতপন্থী যাদবপ্রকাশ ভিন্ন আর কাহাকেও পান নাই। রামানুজের ঠিক এই সময় অভ্যুদয় হয়। শঙ্করমতের কুল্য-নিবারণ জন্যই যেন রামানুজের জন্ম হয়।

আচার্য রামানুজ এই উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য দিত। তিনি শরণাগতি বা প্রপত্তি-ধর্ম প্রচার করিয়া লোক সকলকে ঈশ্বরায়িত্ব করিতে লাগিলেন। যে সব অনধিকারী অদ্বৈতবাদী হইয়াছিল তাঁহারা অদ্বৈতবাদের মর্ম না বুঝিয়া প্রপত্তিধর্মে যে আশ্রয় করিত তাহাই ত স্বাভাবিক, এজন্য বোধ হয় প্রকৃতির নিয়োগে রামানুজ বিদ্বৎসম্মত গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ, নিরীশ্বর বৌদ্ধসংঘর্ষে শঙ্করমতে রামানুজ প্রতিপাদনে যেমন যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে এবং নানাশ্রেণীভুক্ত কাপট্যবৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও শাক্তগণের সহিত সংঘর্ষে শঙ্করমতের সকলের অভীষ্ট ভগবান্ হইতে এত সামান্যভাবাপন্ন ও হৃদয়স্পর্শক পরিণত করিতে যেমন যত্ন হইয়াছে, যাহাতে সকলের মতেরই রক্ষা পায়; তদ্রূপ রামানুজমতে সেই ব্রহ্মবস্তুকে বিষ্ণুরূপে উপাসনা ও সেবোপযোগী করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়াস করিয়া নাই; কারণ, জগৎ ও জীবের সহিত সর্ববিধ সম্বন্ধরহিত শঙ্করমত বস্তু এখন লোক সকল না বুঝিলেও ব্রহ্মই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া শঙ্করের যুক্তি অমান্য না করিয়া সগুণ ব্রহ্ম বা বিষ্ণুমাাত্রই উপাসনা লোকে ধারণা করিতে সহজেই পারিল। কিন্তু শৈবশাক্তপ্রভৃতি উপাসনা গণ সগুণব্রহ্মবিষয়ে রামানুজের সহিত একমত হইলেও বিষ্ণু



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৫৭

কিন্তু সমস্ত হইলেন না, কিন্তু তথাপি রামানুজ নিজ চরিত্র, জীবহিত-  
জনবাসা ও ভগবদৈকপ্রাণতার দ্বারা বহুলপরিমাণে কৃতকার্য  
হইলেন। রামানুজের পরহিতবাঞ্ছা ও ভালবাসাই রামানুজের সফলতার  
কারণ হইল ।

লোকে বেরূপ হয়, তাহা যেমন তাহার কতকটা সঙ্গ ও অবস্থার ফল,  
শঙ্করের ও রামানুজের তাহাই হইয়াছে দেখান হইল । অবস্থা বা  
সময় বাহাতে যে-ভাব যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে তাহারই  
ফল কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল ।

মার্কান্দেয়ের পূর্বে ভারতের অবস্থা আলোচনা করা হইয়াছে,  
তার তাহাদের পরে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিতে চেষ্টা  
করিব । শঙ্করের পর ভারতে প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম-  
প্রাণ চলিয়াছিল, কেবল রাজকীয় উপদ্রবে তাহা আশানুরূপ  
প্রদর্শন করিতে পারে নাই । যদি রাজকীয় উপদ্রব না ঘটিত,  
হইলে খুব সম্ভব উহা আরও অধিক দিন সুফল প্রদর্শন করিতে  
হইত । তথাপি ধর্মসম্বন্ধে শঙ্করের পর ভারত কিছুদিনের জন্য  
বিদ্বৈত-জ্ঞান-জ্যোতির আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল—কিছুদিন মৃত-  
শব্দ-শরীরে জীবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল,—কিছুদিন লোকে  
বিবাদবিসংবাদ ভুলিয়া নিজ নিজ লক্ষ্যের প্রতি প্রধাবিত  
হইয়াছিল । এমন কি, মহামতি বাচস্পতি মিশ্র পর্য্যন্তও এ  
রূপে লভ্যে চলিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু রামা-  
নুজ পূর্ব শতাব্দী হইতে এ ভাবের পরিবর্তন হইল এবং বেরূপটা  
হইল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।

রামানুজের পর ভারতের অবস্থা বেরূপ হইল, তাহাই  
আলোচ্য । রাজকীয় বাসপারে রামানুজ-মত, শঙ্কর-মত

অপেক্ষা আরও অধিক অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। দিন দিন মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, জনে হিন্দু রাজ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া স্বেচ্ছরাজ্যে পরিণত হইতে লাগিল। রামানুজ দেহত্যাগের পর অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথবিহারে মুসলমানগণ স্থানান্তরিত করিয়াছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে শঙ্কর যেমন একটা একতান্থ্রে সকলকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, রামানুজ তাহা আবার শিথিল করিলেন। কোথায় হিন্দু সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করিয়া আরও সকলকে একতান্থ্রে আবদ্ধ করিবেন, না তিনি অল্প সম্প্রদায়ের প্রতি একরূপ ঔদাসীন্য় দেখাইবেন, উহাকে বিদ্বেষ নাগ দিতে একটুও কুণ্ঠা হয় না।

তাহার পর আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিতে লাগিল। রামানুজ, অদ্বৈতমত ও শৈবমতের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া অদ্বৈতবাদী ও শৈবগণ একত্র মল্লভূমিতে আবদ্ধ হইয়া রামানুজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার ফলে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে কত স্থলে কত ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ইয়ত্তা নাই। হরিদ্বার, নাসিক প্রভৃতি উক্ত যুদ্ধের প্রধান নিদর্শন স্থান হইয়াছে।

রামানুজ, শঙ্কর-মতের সমকক্ষতা আচরণে সমর্থ হওয়ার জন্য বৈষ্ণব-মত আবার মণ্ডকোত্তোলন করিবার সুযোগ পাইল। মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভপ্রভৃতি মতবাদিগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। শৈবগণের মধ্যে বীরশৈবসম্প্রদায় বাসবাচার্য্যের সৃষ্টি হইল। ইহারা তখন বেশ সংগ্রামপটু হইয়া রামানুজের বাধা দানে উত্তত হইলেন। ফলে, শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত একতান্থ্রের আধিপত্য রামানুজ শিথিল করিলেন এবং তজ্জন্ম ভারতবাসীর আবার অন্তরের জিনিসে বিবাদ উপস্থিত হইল।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৫৯

একি যে সমস্ত শঙ্করমতের অনুপযোগী ব্যক্তিবৃন্দ শঙ্করমতে  
 করিয়া দারুণ আশান্তির জ্বালায় জ্বলিতে ছিলেন, তাঁহাদের  
 মাত্র শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল, তাঁহাদের যেন বহুদিনের পিপাসা  
 মিটিল। বোধ হয়, রামানুজ না জন্মিলে, ভাবাবেগে ভগবদ্  
 কৃষ্ণ এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইত। এইরূপে কালরূপী  
 শঙ্কর—মহার্যাদ্বয় নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া আবার কাহার  
 মনোবৃত্তির ভারতসন্তানকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা  
 বলাই যেন। যাহা হউক এতদ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম,  
 এই প্রতি-জননীর প্রেরণায় বা ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া-  
 য়, ভগবানের সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু  
 ইহাও কাহার মত কত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যের সমীপবর্তী  
 ন্যায়গোচর বিচার করুন।

## ৭। জন্মগত সংস্কার ।

জন্মগত সংস্কার।—শঙ্কর যেন জন্মাবধিই ব্রহ্মজ্ঞানী। কারণ,  
 তাঁহার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া যখন তিনি আত্মপরিচয়  
 দেন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর কথাই বলেন। তাঁহার “সিদ্ধান্তবিন্দু”  
 প্রভৃতি স্তবস্ততিগুলিও ইহার প্রমাণ। দেবদেবীবিষয়ক  
 ইহার অবিরোধী বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলাই সম্ভব।  
 কিন্তু জন্মাবধিই বিমুক্তভক্ত। কারণ, যাদবপ্রকাশের নিকট  
 তিনি ‘কপ্যাস’ শ্রুতির ব্যাখ্যাতে বিষ্ণুর চক্ষুর সহিত বানরের  
 তুলনা শুনিলেন, তখন তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে অসমর্থ  
 হইলেন গুলি জন্মগত সংস্কার প্রমাণের সুন্দর নিদর্শন স্থল।  
 যাহা বাইতে পারে, দুইজন জন্ম হইতেই দুই প্রকার সংস্কার-  
 ছিল। এখন এরূপ যদি জন্মগত সংস্কার দুই জনের

হয়, তাহা হইলে কাহার মত কতটা বেদান্তমত তাহা স্থাপত্যবিদ  
বিচার করুন ।

৮ । জন্মস্থান ।

৮ । জন্মস্থান ।—শঙ্করের জন্মস্থান দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূল  
রামানুজের জন্মস্থান কিন্তু পূর্বকূলে । দুইজনে ভারতের দুই দিক  
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তবে শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি, তুনারা  
একটু দক্ষিণদিক-বর্তী । শঙ্করের জন্মস্থানের নিকটেই হৃদয় আনন্দ  
নদী ; ইহা এখন শঙ্করের বাসভূমির পাদ-দেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত  
আলোয়াই নদীর জলও খুব ভাল, এ দেশে লোকে ইহাকে ঐশ্বর্যের  
উপকারী বলিয়া জ্ঞান করে । রামানুজের জন্মস্থানের নিকট  
নাই । শঙ্করের জন্মভূমিতে দাঁড়াইলে দূরে পর্বতমালা দেখা  
রামানুজের জন্মস্থান হইতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না, তবে তাঁহার  
জন্মভূমির চারিদিকে শস্ত-শ্যামলা বহুদূর হাটিতেছে । ইহার  
জন্মস্থানের শুষ্কতা, উত্তাপ প্রভৃতি শঙ্করের জন্মস্থান হইতে একটু  
শীত, গ্রীষ্মের মাত্রাও রামানুজের জন্মভূমিতে যত বেশী শঙ্করের  
ভূমিতে তত বেশী নহে । লোকের শারীরিক বল প্রায় তুল্য, যেখানে  
রামানুজের জন্মভূমির দিকে একটু বেশী । সমতলভূমি রামানুজের  
বেশী ; শঙ্করের দেশে, বোধ হয়, তত বেশী নহে । এক কথায়  
দেশে প্রকৃতির সকল মূর্তি যত বেশী বিজ্ঞমান; রামানুজের দেশে  
বেশী নহে । প্রকৃতির তীব্রতা রামানুজের দেশে অধিক, কিন্তু  
দেশে সামঞ্জস্য অধিক । যদি স্থানের প্রকৃতি মনুষ্য-জীবন-গঠনের  
উপকরণ হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে উভয়ের চরিত্রেও ইহা  
প্রতিফলিত হইবার কথা । প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের চরিত্রে  
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ শঙ্করে সামঞ্জস্য অধিক, কিন্তু



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৬১

পাঠকরা উপেক্ষা অধিক । এখন অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ উপলব্ধি করুন—  
স্বাক্ষরের সত্যপ্রচারের অধিক উপযোগী ।

৯। জন্মের উপলক্ষ ।

১। জন্মের উপলক্ষ ।—শঙ্করের জন্মের পূর্বে তাঁহার পিতা মাতা  
জন্মের প্রসঙ্গপূর্বক শিবার্চনা করিয়া পুত্র লাভ করেন । রামানুজের  
জন্ম পূর্বে রামানুজের পিতা একটি গ্রহণকালে একদিন একটি  
রাত্রি বিষ্ণুর তুষ্টি-সাধন করেন এবং তাহার ফলে তিনি রামানুজকে  
প্রসব করেন । উভয়েই বহুদিন অপুত্রক থাকিয়া পুত্রকামনার ফলে  
জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । উদ্দাম মানবপ্রকৃতিবশে কাহারও জন্ম  
হবে শঙ্কর একবৎসর উপাসনার ফল এবং রামানুজ একদিন  
জন্মের ফল । রামানুজের দুইটি ভগ্নী হইয়াছিল, কিন্তু  
তাই ভগ্নী কিছুই হয় নাই । শঙ্করের পিতার বৈরাগ্য ছিল ।  
জন্মের পিতার সে সম্বন্ধে কিছু শুনা যায় না । এখন এতদ্বারা  
জন্মের কারণ তরতম্য হইতে পার তাহা সুধীগণের বিচার্য্য ।

১০। জয়চিহ্নস্থাপন ।

জয়চিহ্ন-স্থাপন । শঙ্কর-জীবনে কোথাও দেখা যায় না যে,  
জয়চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন । পরন্তু 'রামানুজ দিব্যচরিত্র'  
দেখা যায় যে, তিনি যখন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া মেলকোট  
গমন করিয়াছিলেন, তখন চেন্গামি ( বর্তমান চেনগাম্ )  
তিনি বাদীদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ  
স্থাপন করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি দাশরথিকে এই দিগ্বিজয়  
করেন । দাশরথি ভেলুর পর্যন্ত গমন করেন এবং পথে  
পরাজিত করিয়াছিলেন । ইনি প্রায় সর্বত্রই তাঁহার জয়চিহ্ন-  
একটি নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়া ছিলেন । ভেলুরে

যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা তাহার শিলালেখ হইতে জানা যায়।  
উহা ১০৩৯ শক বা ১১১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ।

আচার্য্য শঙ্কর শৃঙ্গরীতে মঠ স্থাপন করিয়াছেন, বহুদেবদেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাহা তাঁহার জয়-চিহ্ন স্থাপনরূপে বর্ণিত নাই। উভয়ের এই রূপ প্রবৃত্তিভেদের কি কল, তাহা তুলনামূলক অনাবশ্যক নহে। ইহা যদি দোষের হয় তবে, ইহাতে কল্যাণের আসক্তি থাকিতে পারে এবং যদি গুণের হয়, তাহা হইলে ইহার পরোপকারাদি থাকে। এখন তাহা হইলে এজন্ত ফলাফল পার্থক্য বিচার করুন।

১১। জীবনগঠনে দৈব নির্বন্ধ।

১১। মনুষ্যজীবন যেমন সঙ্গ বা অবস্থার ফল, তদ্রূপ সেই অবস্থাও আবার অত্ম কিছুই ফল। সত্য বটে, মনুষ্যকে যে অবস্থা দান হইবে, সে তদ্রূপ হইবে, কিন্তু সকলকে অভিপ্রেত অবস্থা দান করা না কেন? এজন্ত প্রাক্তন বা দৈব-নির্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় বস্তুতঃ এই দৈব-নির্বন্ধ মানবকে এমন এক পথে পরিচালিত করে যে সময় সময় শত চেষ্টাতেও অগ্রথা করা যায় না। অনেক সময় ভালমন্দ এই বিষয়টির উপর নির্ভর করে; সুতরাং এ বিষয়টি পরিচালনা পারিলে আচার্য্যদ্বয়ের জীবনের একটা দিক্ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান হইতে পারিবে। বাস্তবিকই আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের জীবনে এই নির্বন্ধের লীলাখেলা যেন আগাগোড়া।

আচার্য্য শঙ্করের জীবনে দেখা যায়, প্রথম—কয়েকটি শঙ্করগৃহে আতিথ্যগ্রহণ করেন এবং উপযাচক হইয়া ভবিষ্যৎবর্ণনা করেন। ইহাই বোধ হয় শঙ্করের সন্ন্যাসগ্রহণের দ্বিতীয়—কুস্তীর-আক্রমণ। ইহা না ঘটিলে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ হইত না।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৬৩

শঙ্করজীবে গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ। শুনা যায়, ইহার পূর্বে কত  
গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই সমর্থ  
নহই। এদিকে আবার এই গোবিন্দপাদই শঙ্করের আগমনপ্রতিকার  
করিয়৷ সমাধিস্থ, তাহায় ইয়ত্তা নাই। তাহার পর, চতুর্থ—  
ব্রহ্মদর্শন ও তৎকর্তৃক ধর্মসংস্থাপনে আদেশ। ইহা না ঘটিলে  
শঙ্কর দ্বিগিজয়ে কখন প্রবৃত্ত হইতেন কি না সন্দেহ। পঞ্চম—  
দর্শন ও পুনরায় তাঁহারও সেই একই আদেশ। তাহার পর, ব্যাসের  
কর্তৃক শঙ্কর যখন দেহত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন ব্যাসের  
ইহা তাঁহার আরও ১৬ বৎসর আয়ুলাভ হয় এবং সেই আয়ু-  
ই দ্বিগিজয় ঘটে। এতদ্ব্যতীত ভগবদগ্ৰন্থের স্থল যে সব আছে  
তাহার গঠিত হইবার পর, অতএব তাহা আর এক্ষেত্রে আলোচ্য  
যতরাং দেখা যায়, শঙ্করের জীবন, আগাগোড়া দৈবনির্ভর  
এবং ঘটনা না ঘটিলে শঙ্কর কোন্ ভাবে জীবন ক্ষয় করিতেন  
সে জানে?

শঙ্করে, রামানুজ-জীবনেও ইহার বড় অভাব নাই—দৈবনির্ভর ও  
দৈবনির্ভর প্রচুর। প্রথম—শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের সাক্ষাৎকারলাভ; এটি একটী  
কথা। তিনি পথে খেলা করিতে করিতে ইঁহাকে দেখিতে পান—  
কিন্তু চেষ্টার কল নহে। বস্তুতঃ কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গেই তাঁহাকে সম্ভবতঃ  
চলিতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়—যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি  
টাকার-কালে ব্যাধদম্পতীর সাহায্যলাভ। ভগবানের এই  
সহায়তা, রামানুজের ভক্তজীবন-লাভের হেতু বলিয়া বোধ হয়।  
তৃতীয়—বরদরাজকর্তৃক রামানুজের হৃদগত ছয়টি প্রশ্নের  
ইহাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-গ্রহণের হেতু। যথার্থ্যে  
শঙ্কর-সমক্ষে 'অদ্বৈত সত্য' বলায় তত্ত্বাত্মক লোকসমূহ শঙ্কর-

মতাবলম্বী হয়, এস্থলে তদ্রূপ যদি বরদরাজ রামানুজকে ‘অদ্বৈত ন্য’ বলিতেন, তাহা হইলে রামানুজ কি অদ্বৈতবাদী না হইয়া থাকিত পারিতেন ? চতুর্থ—যামুনাচার্যের মৃতদশায় তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ইহা সাধারণতঃ অপূর্ণ কামনার লক্ষণ ; রামানুজ তাহা দেখিয়া ভায়ে আবেগে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন ; বস্তুতঃ ইহাই রামানুজের ইচ্ছারচনার কারণ । ইহা না করিলে তিনি কি করিতেন কে জানে । পক্ষ—যে সময় রামানুজ জানিলেন যে, মহাপূর্ণ তাঁহার গুরু হইবেন এবং তিনি মহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গমাভিমুখে প্রধাবিত, ঠিক সেই সময় গুরুর শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ মহাপূর্ণকে রামানুজের জন্য পাঠাইয়াছেন ; এমন কি যে, পথেই দেখা । এতদ্বারাও রামানুজের মহাপূর্ণের নিকট তাহা পড়িবার সুযোগ হয় । ষষ্ঠ—পত্নীর সহিত কলহ । ইহাতেও দেখা যায়—কাহারও ইচ্ছা নহে যে, কলহ হয়, অথচ কেমন উপলক্ষ দ্বারা উপস্থিত হইত । পত্নীর চতুর্থ অপরাধটীতে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের সমাধানে স্পষ্ট দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় । বস্তুতঃ, রামানুজ সমগ্র জীবন হইলে এত কার্য্য করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ । সপ্তম—পৈতৃক রামানুজকে মন্ত্রার্থ-দানে যখন পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিতেছিলেন, একজন ভক্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে সম্মত হইতে অনুরোধ করিয়া এতদ্ব্যতীত তিনি যে কত বার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ছিলেন, তাহা হইলে সমগ্র জীবনবৃত্তের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হয় । উভয়েই, দৈবাধীন জগতে লীলা করিয়া গিয়াছেন । এতদ্বারা অসাধারণ পুরুষ ইহাই সিদ্ধ হয়, বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে মধ্যে যোগ্যতার তারতম্যবিচার এজ্ঞ করি যায না, মনে হয় ।

১২ । জীবনগঠনে মনুষ্যনির্বন্ধ ।

১২ । জীবনগঠনে মনুষ্য-নির্বন্ধ । পূর্বে যেমন দৈব-নির্বন্ধ



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৬৫

এই বার আলোচ্য বিষয়। অনেক সময়  
 বার, সন্তান বিপথগামী হইলে পিতা কৌশলে সংসদে রাখিয়া তাহাকে  
 মানদন করেন, অনেক সময় পুত্রের মতে মত দিয়া ক্রমে তাহার  
 মতকার করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। আমাদের  
 লক্ষ্য বিষয় এই বার এই জাতীয় ।

হঠাৎ এক্ষণে আমরা দেখিব, উভয়ের জীবনে এই জাতীয়  
 কিছু ঘটিয়াছে কি না? ইহা একটা বড়ই প্রয়োজনীয়  
 কারণ, এতদ্বারা লোকের পূর্বসংস্কার বা আন্তরতম প্রকৃতির  
 প্রকাশ্য বাহ্য। কোন্ বিষয়টি কাহার উপার্জিত, কোন্টি কাহার  
 দ্বারা স্থির করিতে হইলে, এই জাতীয় বিষয় আলোচনা প্রয়োজন ।

জীবনে আমরা এই বিষয়টির নিদর্শন নির্ণয় করিতে পারি না ।  
 শুনা যায়, গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করাবির্ভাবের জন্ত, বহু-শত-বর্ষ  
 আগে শরীররক্ষা করিতে ছিলেন, তথাপি ইহাকে ঠিক মনুষ্যানির্বন্ধ  
 বলা যায় না। গোবিন্দপাদের এ প্রকার আচরণ সাধারণ মনুষ্যোচিত  
 হইত। ইহাকে আমরা দৈব-নির্বন্ধের মধ্যে গ্রহণ করিলাম ।  
 তিনি সমাধিতে থাকিয়া শঙ্করের অন্বেষণ করিতেন বা শঙ্করকে  
 খুঁজিতেন কি না, এরূপ কেনে কথা শুনা যায় না। বরং তদ্বীপরীত  
 শঙ্করের নর্মান্দার জলস্তম্ভন দেখিয়া ঐ কথা স্মরণ করেন । অতএব  
 ইহা মনুষ্যানির্বন্ধ নাই—বোধ হইতেছে ।

জীবনে এ সম্বন্ধে প্রথম উপলক্ষ—কাকীপূর্ণের সঙ্গ । কারণ,  
 প্রথমে যখন বালক রামানুজকে দেখেন, তখন হইতেই তিনি  
 তার ভালবাসিতে লাগিলেন ও হরি-কথা শুনাইতেন। তাঁহার ইচ্ছা  
 রামানুজ যেন একজন ভক্ত হন । এই ইচ্ছাই আমাদের লক্ষ্য ।  
 ইহা বাহ্য ইচ্ছা করা যায়, প্রকাশ করিয়া না বলিলেও অলক্ষ্য

তাহা তাহার উপর কার্য্য করে । রামানুজ কতদিন কাঞ্চীপূর্ণকে নিব্বা করিয়া একত্র শয়ন ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভগবৎকথায় সময় কাটাইয়ে। এ সকলই প্রকারান্তরে কাঞ্চীপূর্ণের ঐ প্রকার ইচ্ছার নিদর্শন । এক বৈষ্ণবতার বীজ, রামানুজ-হৃদয়ে প্রথম কাঞ্চীপূর্ণই বপন করেন, তাহাইতে পারে ।

ইহার পর কাঞ্চীতে যখন যাদবপ্রকাশের সঙ্গলাভ হইল তখন সেখানে এই কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে পরিচালিত করিয়াছিলেন যাদবপ্রকাশের বিপরীত সঙ্গবশতঃ যখনই রামানুজের বৈষ্ণব-ক্ষত হইত, কাঞ্চীপূর্ণ তখনই সেই ক্ষত আরাম করিয়া দিতেন; তিনি একদিনও রামানুজকে যাদবপ্রকাশের অদ্বৈত-মত গ্রহণ করিতে পরম্বাদ দেন নাই । ইহার পর শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্য এই বালকের প্রতিভার বিষয়ে শুনিতে পাইয়া আকৃষ্ট হন, তাহারও মূলে আবার সেই কাঞ্চীপূর্ণ কারণ, যামুনাচার্য্য কাঞ্চীপূর্ণের গুরু এবং কাঞ্চীপূর্ণের রামানুজের কথা শুনিয়া দুইজন বৈষ্ণব যামুনাচার্য্যকে এ কথা অবগত করান । ইহার পর যামুনাচার্য্য রামানুজকে দেখিবেন একবার কাঞ্চীপুরীতে ভগবান্ বরদরাজের দর্শন করিবার জন্য তিনি তখন রামানুজকে যাদবের করতলগত দেখিয়া আকর্ষণ করিবার আর কোন চেষ্টা করিলেন না ।

কিন্তু কি জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, এ সম্বন্ধে নানাঞ্জে নানান বলাই থাকেন । কেহ বলেন—যাদব দুষ্ট-মতাবলম্বী বলিয়া;

\* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিছেন যে, যামুনাচার্য্য একদিন গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে শিষ্যগণকে বলিলেন, “তোমরা এক উপবৃত্ত ব্যক্তি কর।” তদনুসারে তাঁহার কাঞ্চীতে রামানুজকে খুঁজিয়া বাহির করেন। আশ্চর্যের মতে যামুনাচার্য্য প্রথমে কাঞ্চীতে রামানুজকে যাদবের নিকট দেখেন। যাইয়া কিছুদিন পরে উক্ত গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে রামানুজকে মনে পড়ে ।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৬৭

বলেন—সুবিধা হয় নাই বলিয়া; কেহ বলেন—রামানুজ ও যামুনা-  
 একযোগে কার্য করিলে জগতে কেহ আর থাকিবে না, সকলেই  
 চরিত্র চানিয়া যাইবে—এই ভাবিয়া; কাহারও মতে যামুনাচার্য চেষ্টা  
 রামানুজের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে নাই । ফলতঃ তিনি যে,  
 রামানুজের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই—এ কথার  
 কোন দৃষ্ট হয় না ।

বস্তুতঃ ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার । যামুনাচার্য যদি এত বড়  
 ছিলেন—তাহার “সিদ্ধিভ্রম” গ্রন্থের বিচার, যদি অদ্বৈতবাদ-  
 মত এই উপযোগী ছিল যে, যজ্ঞমূর্ত্তিকে পরাজয়কালে রত্ননাথ স্বয়ং  
 মূর্ত্তিকে সেই কথা স্মরণ করিতে বলেন, তাহা হইলে যামুনাচার্য  
 বিচারে পরাজিত করিয়া রামানুজকে লইয়া যাইতে কি  
 হইল না? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না । সে যাহা হউক, যাদব  
 মতের মধ্যে কোন বিচার হইলে রামানুজ উভয়মত, দর্শকের ত্রায়  
 ভাবে দেখিবার হয় ত অবকাশ পাইতেন । কিন্তু দুখের বিষয়  
 তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই ।

তাহার পর, যামুনাচার্য সর্বদা মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা  
 করেন—রামানুজ যেন তাহার মতে আসেন । কিছুদিন পরে একটি  
 রচনা করিয়া তিনি মহাপূর্ণকে কাকী প্রেরণ করেন, আশা—  
 রামানুজ উক্ত স্তব শুনিয়া আপনি অনুরক্ত হইয়া তাহার নিকট  
 আসিলেন, কিন্তু যামুনাচার্য তখন স্বধামে প্রয়াণ  
 করিয়াছেন । তথাপি যামুনাচার্য শিষ্যগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে,  
 যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই যেন মঠাধিপত্য  
 করান ।

তাহার পর, যামুনের শিষ্যগণ সভা করিয়া স্থির করেন যে, যে কোন

উপায়ে রামানুজকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতে হইবে। এজন্য মহাপূর্ণকে কাঙ্ক্ষীপ্রেরণ করা হয়। এক বৎসর থাকিয়া শঠারিসূত্র পড়াইয়া, অজ্ঞাতসারে রামানুজকে স্বমতে আনিতে তাঁহা বলিয়া মহাপূর্ণকে সস্ত্রীক পাঠান হয়। পাছে এই উদ্দেশ্য রামানুজ জামিত পারেন তজ্জন্য মহাপূর্ণকে এ বিষয়ে সতর্ক পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া হয়। এদিকে এজন্য সকলে ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনাও করিতেছিলেন। ওদিকে বাদবপ্রকাশ রামানুজের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না। পাণ্ডিত্যের জন্য রামানুজের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি রামানুজের আদর্শ হইতে পারিলেন না। তিনি রামানুজের উপর বিরাগ প্রদর্শন করিয়া রামানুজকে বরং বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর, বাদব নিজে সাধনহীন পণ্ডিত। নিজে অধৈর্য্য হইয়া নিজ-গুরু শঙ্করেরও দোষদর্শী। গুরুদেবীর শিষ্য, গুরুদেবী আর কি হইতে পারেন? রামানুজ ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদের এই আচার্য্য রামানুজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রামানুজ 'রামানুজাচার্য্য' করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল—এক সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা না হইলে কি হইত বলা যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে—শঙ্কর ও রামানুজ দুই জনে দুই জন ব্যক্তি। একজন যেন জন্মাবধি একরূপ, আর এক জন বহু গড়াপেটা। এখন ইহা হইতে সুখী পাঠকবর্গ স্থির করুন, কাহার বেদান্তপ্রতিপাত সত্যের সমীপবর্তী হওয়া উচিত।

১৩। দ্বিধিজয়।

১৩। দ্বিধিজয়। আচার্য্য শঙ্করের দ্বিধিজয়ের হেতু—১৫ গোবিন্দপাদের আজ্ঞা; ২য়, বিশ্বেশ্বরের অনুমতি; ৩য়, ব্যাস



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৬৯

মারশ এবং ৪র্থ, শিষ্যগণের অনুরোধ । পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজের  
 শিষ্যের হেতু ১ম—শিষ্যগণের অনুরোধ । ২য়—নিজেরও কিছু ইচ্ছা ;  
 ৩য়—মৃত্যুকালে পশ্চিম দিকের ( শৃঙ্গেরীর ? ) এক বেদান্তীকে জয়  
 রিতে শিষ্যগণকে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন । শঙ্কর, পরেচ্ছায় দিগ্বিজয়  
 করিয়াছেন ; কারণ, মাধবের বর্ণনাতে গুরু বা বিশেষ্বর অথবা ব্যাসদেব  
 শঙ্করের নিকট এ প্রস্তাব করেন, তখন শঙ্করের আনন্দ-প্রকাশের  
 হয় নাই । কিন্তু পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াকার ইহাতে রামানুজের  
 মনের উল্লেখ করিয়াছেন । শিষ্যগণ, দিগ্বিজয় প্রস্তাব করিলে রামানুজ  
 সন্দেহকারে তাহাতে সম্মত হন, এইরূপ তথ্য বর্ণিত হইয়াছে ।  
 শঙ্কর পরেচ্ছায় কৰ্ম্ম করিয়াছেন এবং রাজানুজ কতকটা স্বেচ্ছায়  
 করিয়াছেন এই মাত্র বিশেষ । এখন ইহা হইতে কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য  
 প্রকারের অধিকতর যোগ্য তাহা সূর্য্যগণের বিচার্য্য ।

১৪। দীক্ষা ।

১৪। দীক্ষা । শঙ্করের উপনয়ন-সংস্কার বা ব্রহ্ম-দীক্ষার পর  
 আবিষ্কারের নিকট তাঁহার সমাধিপ্রভৃতি যোগতত্ত্বে দীক্ষার কথা  
 নাই, অতঃ কৌন বিশেষ দীক্ষার কথা শুনা যায় না । শঙ্করের সিদ্ধ  
 দীক্ষার পর যোগানুষ্ঠানের ফল ।

রামানুজের উপনয়নের পর ১ম, মহাপূর্ণের নিকট তাঁহার পাঞ্চরাত্র  
 দীক্ষার কথা শ্রুত হয় । ইহা একটি মন্ত্র । মহাপূর্ণ, রামানুজের  
 মন্ত্র-চক্রাদি চিহ্ন, তপ্তলৌহদ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার কর্ণে  
 প্রদান করেন । ২য়, পরে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ১৮শ বার  
 পুনঃ পুনঃ হইয়া জ্ঞানার তাঁহার নিকট হইতে “ও নমো নারায়ণায়”  
 মন্ত্র প্রদান করেন । বলা বাহুল্য ইহাতে তাঁহার দিব্যজ্ঞানই হইয়াছিল ।  
 রামানুজের যে সিদ্ধি তাহা মন্ত্রসিদ্ধি । এখন এতদ্বারা

বেদান্তোক্ত সত্যপ্রচারে কাহার যোগ্যতা কত অধিক হওয়া উচিত  
স্বধীপাঠকবর্গ তাহাও এই সন্দেহে চিন্তা করুন।

১৫। দেবতা-প্রতিষ্ঠা।

১৫। দেবতা-প্রতিষ্ঠা।—শঙ্করজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রায়  
১ম, তিনি নেপাল ও উত্তরাখণ্ডের বাবতীয় তীর্থ সমুদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা  
করিয়াছেন—এইরূপ স্থানীয় প্রবাদ। পরন্তু কেদার, বদরী ও পঞ্চপতিন  
সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ২য়, জগন্নাথে কালযবনের অত্যাচারের  
তত্ত্ব্য পাণ্ডাগণ জগন্নাথ-বিগ্রহের উদরপ্রদেশ-স্থিত রত্নপেটিকা  
হৃদের তীরে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন; কালক্রমে উক্ত হৃদ  
লোকের স্মৃতিচ্যুত হয়; আচার্য শঙ্কর, যোগবলে উক্ত হৃদ  
আবিষ্কার করেন এবং উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বদরীনাথ, স্বাক্ষর  
প্রভৃতি স্থানে, যথাক্রমে নারদকুণ্ড ও গঙ্গা হইতে প্রতিমা উদ্ধার—  
আচার্যের অগ্ন্যতম কীর্তি। ৩য়, কাঞ্চীপুরীর শিব ও বিষ্ণু-কীর্তি  
বিশাল মন্দিরদ্বয় নির্মাণের হেতুও আচার্য। কামাক্ষী-দেবী ও উৎসব  
স্বরূপ মন্দির তাহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাঞ্চীর বিষয় যাহা  
গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। ৪র্থ, শৃঙ্গেরীতে মঠমধ্যে সরস্বতী-দেবীর প্রতিমা  
তিনিই করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে এ সম্বন্ধে—১ম, মেলকোট বা ভিক্কাবায়ল  
পুরে রামপ্রিয় বিগ্রহ স্থাপন। তাহার পর, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে  
উক্ত সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়মূর্তির উৎসববিগ্রহের উদ্ধার-সাধন।  
২য়, চিদম্বরে চোলরাজ 'শৈব কুমিকর্ষকর্ষক গোবিন্দরায়ের বিগ্রহ-উদ্ধার-সাধন।  
বিনষ্ট হইলে এক বৃদ্ধা কৌশলক্রমে উক্ত দেবতার, যে উৎসব-বিগ্রহের  
রক্ষা করেন, রামানুজ তাহা স্থাপন করেন এবং তাহার মন্দিরাদি নিৰ্মাণ  
করাইয়া দেন। ৩য়, বিট্টলরায়, জৈনধর্ম ত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-কীর্তি



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৭১

নগর করিয়া, অনেক জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন  
কিছু ঠিক রামানুজের আদেশ নহে,—ইহা উক্ত রাজার কীৰ্ত্তি ।  
দেখা যাইতেছে, শঙ্করের দেবতাপ্রতিষ্ঠা-কর্ম, কিছু অধিক,  
যদিও ৮০টি এবং রামানুজের তাহা সম্ভবতঃ ৪৫টি মাত্র । বস্তুতঃ  
যদিও নম্র ভারত ভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও এই দুই আচার্য্যের  
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথেষ্ট তারতম্য বুঝিতে পারিবেন । শঙ্কর,  
যদিও দেবতারই উপাসনা প্রচার করিয়াছেন এবং সংখ্যাতেও  
অধিক করিয়াছেন ; রামানুজ কিন্তু এক মাত্র বিষ্ণুরই উপাসনা প্রচার  
করেন এবং সংখ্যাতেও তত অধিক নহে ।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে আর একটি বিষয়  
দেখা যায়, শঙ্কর কোন বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির, নিজ অভীষ্ট  
দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই । বুদ্ধগয়া গমনকালে যদিও  
গিয়াছিল যে, শঙ্কর বুদ্ধগয়া আসিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণকে  
পরাজিত করিয়া মন্দিরটিকে নিজ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তথাপি  
বুদ্ধেরই পূজা হইয়া থাকে, তিনি তাহাকে অগ্র দেবমন্দিরে  
করেন নাই । শঙ্করের পূর্বেই কর্ণস্ববর্ণের রাজা 'শশাঙ্ক নরেন্দ্র'  
এই মন্দিরটিতে মহেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । অবশ্য  
বুদ্ধগয়া ত্যাগ করেন নাই, ইহাও সত্য । অতএব  
শঙ্কর শিবমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন বলা যায় না ।  
তাহার দশাবতার-স্তবেও তিনি বুদ্ধকে ভগবদবতার বলিয়াই  
বিস্তারিত করিয়াছেন । ইহা দেখিলে, তাহার ওরূপ করিবার যে কোন  
সন্দেহ তাহাও বুঝা যায় না ।

যদিও রামানুজ, কুর্শক্ষেত্র ও বেক্কাটাল বা তিরুপতিতে শিব-  
মন্দিরে পরিণত করেন, দেখা যায় । তিরুনারায়ণপুরে

যে বহু শত জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাতে রামানুজের সাক্ষাৎ কৃতিত্ব স্বীকার করা চলে না; কারণ তাহা তাঁহার ভক্ত বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজকর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক কূর্মক্ষেত্র ও বেক্ষটাচল নামক স্থানে এ কার্য্য রামানুজই স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। \* সুতরাং এই দেবত-প্রতি-ব্যাপারে উভয়ের যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি বলা যায়, নেপালের প্রবাদমূলক এক ইতিহাস অনুসারে শিব বৌদ্ধ মন্দিরাদি শৈবমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রমাণ কি না তাহা বিচার্য্য।

নেপালের ইতিহাসে দেখা যায়—দুইজন শঙ্করাচার্য্য নেপালে স্থাপন উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, একজন—অষ্টম শতাব্দীতে এবং অপর—খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে। কিন্তু এই ইতিহাস প্রামাণিক নহে। ইহা বহু কারণ আছে। অধিক কি ইহা উক্ত গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায়। ঐতিহাসিকগণেরও ঐ মত। সুতরাং নেপালের উক্ত কার্য্য শঙ্করকর্তৃক অনুষ্ঠিত নহে বোধ হয়।

\* বেক্ষটাচলের শিবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরের পরিণতি-ব্যাপারে যে প্রমাণ আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রন্থমধ্যে আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহাতে এই প্রবাদটী খুব পৃথক্। রামানুজের ভক্ত ও শিষ্য সন্তানরাই যখন রামানুজ, শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবাদ মিটাইবার জন্য যে কেবল, মন্দির ও বিষ্ণুর পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রশস্ত্রাদি সংস্থাপন করিয়া মন্দির বন্ধ রাখিয়া পরস্পর স্বয়ং বৈষ্ণবত্বাদি গ্রহণদ্বারা উহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়া প্রমাণ করেন—তাহা নহে। তিনি সর্পরূপ ধারণ করিয়া মন্দিরের জলনির্গমের পথের মধ্য দিয়া মন্দির করিয়া ভগবানকে বুদ্ধাইয়া স্বয়ং বৈষ্ণবত্বাদি ধারণ করাইয়া দেন এবং ভক্তিকে কেহ ঐরূপ আবার করে, তজ্জন্ত সে পথটী চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেয়। আরও বলেন, শঙ্কর পরাকায়প্রবেশ করিয়া নিজকার্য্য সাধন করেন। রামানুজ শূল শরীরধারাই ঐ অদ্ভুত কার্য্য করেন। ‘প্রবাদ’ বলিয়া এবং কার্য্যটিও সম্ভাব্য নহে বলিয়া, ইহা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৭৩

তাহার পর, এরূপ অনুমানের অপর কারণও আছে । যদিও বঙ্গদেশে  
 জন শৈব শঙ্করাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন—ইহাও কল্পনা করা যায়,  
 ঐ আচার্য্য পণ্ডিত অফ্রেট সাহেব নিজ ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালো-  
 গিক্সকে, 'শিবমানসপূজা' প্রভৃতি কতিপয় পুস্তকের গ্রন্থকার ঐ  
 শৈব শঙ্করাচার্য্যকেই বুঝিয়াছেন । কিন্তু, ইহা ভ্রম হইয়াছে বোধ হয় ;  
 উক্ত গ্রন্থ আলোচ্য শঙ্করেরই কীর্ত্তি ইহা তাহার গ্রন্থাবলীর মধ্যেই  
 পাওয়া যায় । বাস্তবিক ছয়েনসান্দ বর্ণিত মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণসুবর্ণের  
 মন্দির-নরেন্দ্রবর্মান্ যেরূপ বৌদ্ধ-মতের শত্রুতা করিয়া ছিলেন, যে-  
 র তিনি গয়ায় বোধিজ্ঞম বারবার নষ্ট করিয়াছিলেন, যে-ভাবে  
 মত উচ্ছেদের জন্য কান্তকুজের বৌদ্ধ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা  
 করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ইত্যাকার শত্রুতাচরণের মূলে কোন  
 ইহাচার্য্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসঙ্গত নহে । ইনিই নেপালের  
 মত প্রথমকমে প্রথম শঙ্করাচার্য্য বলিয়া হয় ত উক্ত হইবেন ; যেহেতু  
 ইনিই নেপালে পশুপতিনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বৈদিক  
 মত-প্রবর্তন করেন । উভয়ের কার্য্য বিভিন্ন হইলেও বৌদ্ধবিরোধী  
 মত-প্রবর্তনের যশঃ অধিক হওয়ায় উক্ত শৈবাচার্য্যের কার্য্যও  
 প্রথমকমে অপরোপিত হওয়া অসম্ভব নহে ।  
 ইনি এরূপ কল্পনার পক্ষে এক বাধা—কালগত বৈষম্য । কোথায়  
 ঐষ্টপূর্ব্বের শঙ্কর, আর কোথায় ছয়েনসান্দের সময়ের  
 শঙ্করাদাতা শৈবাচার্য্য ! সত্য, কিন্তু নেপালের উক্ত ইতিহাসের  
 লিপির সময়-সংক্রান্ত সত্যতা সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতেই যেরূপ  
 সন্দেহ থাকেন, তদনুসারে ঐ কালগত বৈষম্য অগ্রাহ করা যাইতে  
 পারেন । ইতিহাসোক্ত বিষয়ের পারস্পর্য্য যেরূপ সম্মানিত  
 হইয়াছে ততটা আদৃত হয় না । এই কারণে আচার্য্য

শঙ্করকে এ দোষে দোষী করা কতদূর সম্ভব তাহা ভাবিবার বিষয়।  
বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত যতগুলি শঙ্করচরিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আচার্য-  
কর্তৃক বৌদ্ধনিগ্রহের কথা নাই বা কোন দেবদেবের কথাও নাই। এমন  
তাহা হইলে পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, কাহার মত বোদ্ধান্তপ্রতিপন্ন  
সত্যের অন্বকূল।

১৬। পিতৃমাতৃকূল।

১৬। পিতৃমাতৃকূল। শঙ্করের পিতৃ-কূল নম্বুরী ব্রাহ্মণ। রামানুজ  
পিতৃমাতৃকূল দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। এই উভয় ব্রাহ্মণগণের আচার ও  
সংস্কারগত ভেদ আছে। পরশুরাম সমুদ্র হইতে কেরলপ্রদেশ উন্নত  
করিয়া বসতির জন্ত ভারতের আর্য্যাবর্ত হইতে সদ্ভ্রাহ্মণ লইয়া গেল  
কিন্তু ইহারা তথায় নিম্নভূমি ও সর্প প্রভৃতির বাহুল্য দেখিয়া তথা বসি  
চলিয়া আসেন।

ইহাতে পরশুরাম পুনরায় পূর্ব দিক হইতে (অর্থাৎ রামানুজের  
জন্মস্থান যে দিকে সেই দিক হইতে) ব্রাহ্মণগণকে কেরলে লইয়া  
যান। এবার তিনি এক কৌশল করিলেন, মানবের যেখানে দুর্বলতা  
—সকলে যাহা চাহে—তাহাতেই সুবিধা প্রদান করিলেন। অর্থাৎ  
তিনি ঐ ব্রাহ্মণগণমধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলেন যে—(১)  
জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইবেন (২) এবং তিনিই কেবল  
স্বজাতিকন্টার পাণিগ্রহণ করিবেন, (৩) অপর ভ্রাতৃগণ ছোটের দায়িত্ব  
স্থানপানাহারের অধিকারী। (৪) তাঁহারা স্বজাতিকন্টার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন  
না, কিন্তু শূদ্র নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।  
(৫) তাঁহাদের নায়ারপত্নী নিজ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন  
গৃহে থাকিবেন, পতিগৃহে আসিতে পারিবেন না, (৬) তাঁহারা  
গৃহে ভোজন বা জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না। (৭) ইহারা



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৭৫

দশমপঞ্চম নায়ারজাতিমধ্যে পরিগণিত হইবে। (৮) নায়ারগণ  
 তিমধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, (৯) এবং ভগ্নীর সম্পত্তির তত্ত্বাব-  
 ধাইবে। এই প্রকার নিয়মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ তথায় বসতি করিলেন।  
 পরে এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার  
 বর্ষা ঠিক সেই প্রাচীনকালের মতই আছে। ইহারা অত্যন্ত  
 ধর্মপরায়ণ ও বেদামুরাগী।  
 রামানুজের পিতৃমাতৃকুলও কর্মকাণ্ডপরায়ণ ও বেদামুরাগী ছিলেন, কিন্তু  
 ইহাদের মত ইহারা তত গৌড়া ছিলেন না। ইহার একটি নিদর্শন  
 এই যে প্রাচীন প্রথা অনুসারে পঞ্চমবৎসরের বালককে গুরুকুলে প্রেরণ,  
 এবং কষ্ট করান প্রভৃতি নিয়ম শঙ্করের দেশে এখনও যেরূপ দেখা  
 যায়, রামানুজের দেশে সেরূপ দেখা যায় না। অথচ শঙ্করের দেশে যত  
 বিচার্য্য হইয়াছিল, রামানুজের দেশে তত হয় নাই। তবে জৈন  
 মত্যাচার রামানুজের দেশেই অধিক হইয়াছিল—ইহার  
 প্রমাণ পাওয়া যায়। সদাচার সম্বন্ধে কেহই কম নহেন, তবে  
 শঙ্করের দেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেশী বলিয়া বোধ  
 হয় তাহা হইলেও শঙ্করের পিতা তাঁহার বৃদ্ধবয়সে ও শঙ্করের  
 বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন এবং শঙ্করও বাল্যেই  
 পিতা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এবং রামানুজের প্রায় ১৭ বৎসর  
 বয়সে দেহত্যাগ করেন। অতএব রামানুজের উদারতা অধিক হওয়াই  
 প্রকৃত। এই উদারতার ফলে শঙ্কর বোধ হয় বেদমাত্র  
 এবং রামানুজ বেদ ও পাক্ষরাত্র প্রভৃতি উভয় শাস্ত্রোপজীবী  
 হইতে পারে। আর ইহা যদি হয়, তাহা হইলে কাহার মত  
 সত্যানুসারে তাহা স্থধী পাঠকগণ বিচার করুন।

তাহার পর শঙ্করের পিতা অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ছিলেন। তিনি আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুসেবায় জীবনাতিপাত করিয়া ইচ্ছা করিতেন। কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহাদি করেন।

রামানুজের পিতা যাজ্ঞিক ছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তাকে সর্বত্রই উপাধি দিয়াছিল। বিবাহে অনিচ্ছা প্রভৃতি উৎসব জীবনে শুনা যায় না। পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মের অঙ্গজ্ঞানে তিনি পুত্রদানের যজ্ঞেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন।

শঙ্করের পিতা যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইলেও তজ্জ্ঞাত তাহার খ্যাতিলাভ হয় না। পুত্রোৎপাদন ধর্ম্মের আদেশ, তজ্জ্ঞাত পুত্রার্থে তিনি আত্মত্যাগ পরম্পরায় হইয়াছিলেন। শঙ্করের পিতা জ্ঞানানুষ্ঠানপ্রধান। রামানুজের পিতা কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রধান। শঙ্করের মাতার বিদ্যা বোধ হয় কিছু অধিক, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা বোধ হয় উভয়ের তুল্য। তুলনাকালে পাঠকবর্গ এ বিষয়টী প্রকৃতি ও লক্ষ্য রাখিবেন। ইহার ফলে বেদান্তের অধিকার শঙ্করের মতে তেজঃ রামানুজমতে তদপেক্ষা কিছু সাধারণের বোধ হয় (৬১২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)।

১৭। পূজালাভ।

১৭। পূজালাভ। ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্করজীবনে এইরূপ—সকল জীবনের শেষভাগে অর্থাৎ দিগ্বিজয়কালে তাহার সম্মান চরিত্র উঠিয়াছিল। প্রথম, সুব্রহ্মণ্য দেশে তাহার তিন সহস্র শিষ্য, শঙ্কর বাজাইয়া, কেহ বাত, বাজাইয়া, কেহ ঘটা বাজাইয়া, কেহ ব্যঞ্জন করিয়া, কেহ তাল দিয়া আচার্য্যকে অর্চনা করিত। দ্বিতীয়, শুভগণবরপুরে সায়ংকালে আচার্য্যের সমুদায় শিষ্য আসিয়া দেবকে দ্বাদশবার প্রণাম ও ঢকার তাল দিতে দিতে ভগবানের ও নৃত্য করিত—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ইত্যাদি। (২৭১ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)। রাজসম্মানও শঙ্করজীবনে যথেষ্ট, কিন্তু তিনি কোন



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৭৭

হইলেন, ইহা শুনা যায় না । রাজারাই তাঁহার নিকট আসিতেছেন  
ইহাই শুনা যায় ।

সকালের, রামানুজ-জীবনে দেখা যায়, তাঁহার শ্রীভাষ্যাদি গ্রন্থ  
হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহাকে শকটে আরোহণ করাইয়া মহা  
নগরে শ্রীরঙ্গমের পথে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছিলেন । অত্ৰ  
কিছু শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া শঙ্করের শ্রায় অর্চনা করিতেন কি না,  
এখনও জানিতে পারা যায় নাই ।

এর রামানুজ-জীবনে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে,  
তাঁহার নিজমূর্তিস্থাপন । তিরুনারায়ণপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে আসিবার  
পথে শিষ্যগণ যখন রামানুজের অদর্শনজন্য ব্যাকুল হন, তখন  
তাহার নিজের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিবার  
প্রস্তর দেন । আবার অত্ৰ মতে দেখা যায়, শ্রীরঙ্গমে তাঁহার  
অবস্থান উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে তিনি তথায় তাঁহার  
নিজের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিবার অনুমতি দেন । যথা—একটি  
মূর্তি একটি ভূতপুরীতে এবং তৃতীয়টি তিরুনারায়ণপুরে প্রতিষ্ঠিত  
হয় । অবশ্য পূর্বমতে তিরুনারায়ণপুরের মূর্তিটি শ্রীরঙ্গমে  
আসার বহু পূর্বে স্থাপিত হয় । এতদ্ব্যতীত কান্ধী ও তিরুপতিতেও  
তাহার মূর্তিস্থাপনের আদেশ তিনি স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন ।  
তাহার জীবনে এরূপ ব্যাপারের কথা শুনা যায় না । রাজসম্মানও  
তাহার জীবনে যথেষ্ট । তবে বিশেষ এই যে, তিনি রাজবাটী  
আসিতে গিয়াও আসিত, এইমাত্র ।

এই পূজালাভ বিভিন্ন প্রকারে উভয় আচার্য্যেই বর্তমান  
হইয়া একপক্ষে যেমন কিঞ্চিৎ অভিমানের পরিচায়ক বলা যাইতে  
পারে, অন্যপক্ষে উহা লোকহিতার্থও হয়, আর তাহা হইলে তাহা

দোষাবহ হইতে পারে না । শিষ্য বা ভক্তকে চরণস্পর্শ করিতে দিয়া যদি অভিমান না হয়, তাহা হইলে এই সকল কর্ণেও তাহা হইতে কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না । ফলতঃ এইরূপ পূজালাভ যে উভয়ের বেদান্তপ্রচারে প্রবৃত্তির উৎপাদক তাহা বলা যাইতে পারে । বিশেষ এই যে, রামানুজের জীবিতাবস্থায় প্রস্তুতমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া পূজালাভ তাঁহার অধিক দেখা যায় । শঙ্করে তাহা অল্প, আর “যদ্যপি লোকে পূজা করুক” এই ইচ্ছা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা রামানুজের অধিক এবং শঙ্করে অল্প বোধ হয় । এখন ইহার ফল উভয়ের মতে কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা বিচারকগণই বিবেচনা করুন ।

১৮ । ভগবদনুগ্রহ ।

১৮ । ভগবদনুগ্রহ । শঙ্করের প্রতি, ভগবানের অনুগ্রহ পাচমী দেখা যায় । যথা—প্রথম, কাশীতে চণ্ডালবেশে বিশেষর, শঙ্করকে দিয়া, তাঁহার ভেদবুদ্ধি নষ্ট করেন । দ্বিতীয়, জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীকে দিয়া তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেন । তবে এই ঘটনাটী অন্নসম্প্রদায়মধ্যে প্রবাদমাত্র ; ইহা কোন গ্রন্থে দেখা যায় । তৃতীয়, কাশ্মীরে সরস্বতীদেবীকর্তৃক ‘সর্বজ্ঞ’ উপাধি দান । চতুর্থ, উভয় শঙ্করকে বলি দিবার উপক্রম করিলে হঠাৎ পদ্মপাদের মানসপটে দৃশ্য প্রদর্শন । পঞ্চম, কর্ণাট উজ্জয়িনীতে ক্রকচ, ভৈরবকে দর্শন করিলে, ভৈরব শঙ্কর-পক্ষই সমর্থন করেন । শঙ্করে এই সব অস্বাচিত অনুগ্রহ ।

রামানুজকেও ভগবান্ সাতটি স্থলে অনুগ্রহ করিয়াছেন । প্রথম, রামানুজ যখন বিদ্যাচলে অসহায় অবস্থায় যুচ্ছিতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন, তখন ভগবান্ ব্যাধরূপে আসিয়া তাঁহাকে কাশী পর্বত দেন । এস্থলে রামানুজ ও ভগবানের দয়াভিক্ষা ও ভগবানের



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৭৯

হইয়াছিলেন এজ্ঞ ইহা অযাচিত অনুগ্রহ নহে । তবে হৃদয় বিদ্যাচল  
 ত্র অপরূহের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাঞ্চীতে আনিয়া দেওয়া তাঁহার  
 ভগবানের অযাচিত করুণার ফল । কারণ, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সহ  
 ঐ দুই হাঁটিতে হাঁটিতে কাঞ্চী আসিলেও ভগবানের রামানুজকে রক্ষা  
 করিতে পারিত । দ্বিতীয়, কাঞ্চীর রাজকন্ঠাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত  
 হইতে উদ্ধারকালে, উক্ত ব্রহ্মরাক্ষস যাদবের সহিত কলহ করিতে  
 গিয়া ফেলে যে, রামানুজের চরণোদক পান করিলে ( মতান্তরে  
 তৎসহ তাহার মস্তকে পদার্পণ করিলে ) সে দূরীভূত হইবে । এইটী  
 অযাচিত ভগবদনুগ্রহ বলা চলিতে পারে । তৃতীয়—যাদবপ্রকাশ  
 শঙ্কর শিষ্যগ্রহণকালে বরদরাজকর্তৃক যাদবের প্রতি স্বপ্নাদেশ ।  
 বাম্বীর শারদাদেবীকর্তৃক উপাধিদান ; পঞ্চম—তিরুনারায়ণ-  
 রামানুজের প্রার্থনায় ভগবান্ তিলকচন্দনের স্বপ্নদানকালে  
 অবস্থিতিস্থানেরও স্বপ্ন দেন । ইহা অযাচিত অনুগ্রহ ।  
 ষষ্ঠ—ইহাও অযাচিত অনুগ্রহ । সপ্তম—গোবিন্দকে কালহস্তী হইতে  
 পূজকগণ যখন শ্রীশৈলপূর্ণকে বিতাড়িত করিবার  
 চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন শিবের আদেশে পূজকগণ নিবৃত্ত হন ।  
 ঐ হটক এতদ্বারা শঙ্কর-জীবনে পাঁচটি ঘটনা এবং রামানুজ-  
 জীবনে পাঁচটি ঘটনা, ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বলা যাইতে  
 পারে । এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ঘটনা বিস্তর আছে, তাহা ভগবদনুগ্রহ বটে,  
 অযাচিত অনুগ্রহ বলা যায় না ।  
 ঐ বিষয়ের বিরোধী বিষয়—দৈববিড়ম্বনা । ইহাকে আমরা  
 নির্দুষ্টিতা বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি, ইহা শঙ্করে  
 প্রমাণিত আছে । এখন এতদ্বারা কে কতদূর ভগবদনুগ্রহভাজন

৬৮০

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

তাহা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং কাহার মত কত বেদান্তপ্রতিপাদিত সত্যানুকূল তাহা এতদ্বারা কিঞ্চিং বুঝা যাইতে পারে।

১৯। ভাষ্যরচনা।

১৯। ভাষ্যরচনা। শঙ্করের ভাষ্যরচনার হেতু—গুরু-গোবিন্দপাদ ও বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা। কিন্তু রামানুজের ভাষ্যরচনার হেতু—বাসনাচার্য্যের ইচ্ছাপূর্ণ করা। ইহাতে বিশেষ এই যে, শঙ্করে কর্তৃত্বজ্ঞানশূন্যতার বাহ্যিক ইচ্ছাপূর্ণ করিবার বাসনাবাহুল্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয়ই দুইজনে দুই প্রকারের মহত্ত্ব সন্দেহ নাই। তথাপি এক কথায় এই বিষয়ে শঙ্করের পরেচ্ছাধীনতার পরিচয় এবং রামানুজে পরোপকরণ প্রবৃত্তির পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এতদ্বারা প্রকৃত বিচারে কিরূপ সহায়তা করে, তাহা বিচারকগণের বিচার্য্য।

২০। ভ্রমণ।

২০। ভ্রমণ। শঙ্কর-জীবনে ভ্রমণ, এদিকে বাহ্লিক হইতে ওদিকে কামরূপ এবং বদরিকাশ্রম ও নেপাল (মতান্তরে তিব্বত) হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত। তদ্ব্যতীত তিনি বদরিকাশ্রমে দুইবার গমন করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ শঙ্করপদার্পিত অনেক স্থলেই গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্লিক (বর্তমান মধ্য-এসিয়া) এবং কামরূপে গমন করেন নাই। আখ্যাবর্ত্তেও ভ্রমণ তাহার কম। সুতরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ভ্রমণ অধিক মনে হয়। ইহা ধর্ম্মস্থাপন ও প্রচারকাম্য বাহুল্যের সূচক। প্রকৃত বিষয়ের পক্ষে ইহার উপযোগিতা তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

২১। মতের প্রভাব।

২১। মতের প্রভাব। শঙ্করমতের প্রভাবে প্রাচীন অনেক ধর্ম্মানুসার অনেক সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত, কতিপয় মাত্র পুনরুজ্জীবিত।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৮১

দৃষ্টি-উপাদক, সৌর, কাপালিক প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় আর দৃষ্ট  
নাম। বাহ্যিক বিদ্যমান আছে, তাহা শঙ্করের পর পঞ্চদেবতা-  
সমার ছায়া আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। শঙ্করের পর বাহ্যিক  
যার মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। যেমন  
ভক্ত ও পাঞ্চরাত্র বা রামানুজ-সম্প্রদায়। তাহার পর, ভারতের  
যে শঙ্করমত আজ পর্যন্ত ঘেরুপ প্রবল রহিয়াছে, তাহাও ইহার অসীম  
ভাবের পরিচায়ক।

পশ্চাত্তরে রামানুজমতও ভারতের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া  
যায়। শঙ্করের পর জৈন ও বৌদ্ধগণ মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলে রামানুজ  
ইহাদের ন্যূনতম মূল্যপ্রহার করেন। শঙ্করমত-প্রধান অনেক স্থলে,  
যে-তত্ত্বগতি, কাঞ্চী, অযোধ্যা, চিত্রকুট প্রভৃতি স্থলে, রামানুজ নিজ  
প্রাধান্য-স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য ইহা যে সর্বত্র রামানুজই স্বয়ং  
ছিলেন, তাহা তাঁহার কোন জীবনীকার বর্ণনা করেন নাই। এ  
প্রসঙ্গের পরবর্তী রামানন্দপ্রভৃতির কৃতিত্ব যথেষ্ট আছে। এখন যদি  
এই কথা দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয়, এ বিষয় শঙ্কর যত  
করিয়া, রামানুজ তত নহেন। কাশ্মীর, মালাবার ও উত্তরাখণ্ডে  
শঙ্কর অতি অল্প লোকেই জানে।

ইহার পর শঙ্কর, বেদান্তের যে পূর্বমতসমুদয় খণ্ডন করিয়াছেন,  
এই গ্রন্থে আজ একেবারে বিলুপ্ত, কিন্তু রামানুজ তাঁহার পূর্বমত  
ইহাদের খণ্ডনে যারপরনাই শ্রম স্বীকার করিলেন, সেই অদ্বৈত-  
যাছও অবাধে রাজত্ব করিতেছে। উভয় মতের গ্রন্থ ও  
নথ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এখনও ইহা শঙ্কর-  
মত বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া ইহাই  
বিদ্যমান হইয়াছে। শঙ্কর, নিজ মত লইয়া সকল শ্রেণীর মধ্যেই

প্রবেশ করিয়াছিলেন—সকল মতবাদীর সহিত বিচার করিয়াছিলেন; রামানুজ কিন্তু তাহা সে ভাবে করেন নাই। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুস্থলে গমন করিয়াছিলেন—সকল মতবাদীর সহিত বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের প্রধান মঠ—শৃঙ্গেরী গমন করেন নাই। তিনি তিরুপতির পথে শিষ্যগণের অনুরোধ-সঙ্গেও চিত্রকুট বা চিন্না নামে শৈবপ্রধান গ্রামে যান নাই। এতদ্বারা বুঝা যায়—রামানুজ ভগবদ্ভজন লইয়া থাকিতেন, শঙ্কর প্রারম্ভভোগী যদৃচ্ছালাভমুখী। “সত্য সর্বত্র জয়ী” বা “আপনি প্রকাশ পায়” এইরূপ ভাবিলে এতদূর প্রকৃত বিষয়ের তুলনা করা চলে। এখন যে বিচারের ভার বাহ্যিক উপর তাঁহারা ইহা বিচার করুন।

২২। মৃত্যু।

২২। মৃত্যু। মৃত্যুদ্বারা লোকের মহত্ব-বিচার করা একটা প্রথা আছে। চলিত কথায় বলে “তপ জপ কর কি গো ম’রতে জান্লে হয়।” শঙ্কর মৃত্যু মাধবের মতে—কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন হইয়া হয়, অতঃপর কাঙ্ক্ষিতে উপবিষ্টাবস্থায় সমাধি অবলম্বন করিয়া; আবার একটা প্রথা অনুসারে—গঙ্গোত্রীতে সমাধিযোগে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তাঁহার দেশের প্রবাদানুসারে তিনি ত্রিচূরে যোগবলে বসিয়া সমাধিগ্রহণ করিয়া শরীরে তত্রত্য পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত শিব-শরীরে বিলীন হন। একটা—অদৃশ্য হইয়া, অপরটা—সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়া।

পক্ষান্তরে রামানুজের দেহান্তকালে রামানুজ গোবিন্দের কোলে মস্তক ও আঙ্গুপূর্ণের কোড়ে চরণ রাখিয়া শায়িত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। কোন মতে—রামানুজ, পিল্লানের কোড়ে মস্তক এবং পাদ তর্জিহরের কোড়ে পাদদ্বয় রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিষ্যগণকে বিস্তর উপদেশ দেন, তন্মধ্যে ৭২টি উপদেশ আছে।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা।

৬৮৩

দেব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ; তৎপর তিনি দেববিগ্রহের সেবা ব্যবস্থা করেন ;  
 ইহাতে কে কোন্ কৰ্ম করিবে তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করিয়া  
 এবং পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা  
 করেন। শিষ্টাগণের অনুরোধে তিনি তিনদিন পরে দেহত্যাগ  
 করেন ইহাও বলিয়াছিলেন এবং ঘটনাও তদনুরূপ হইয়াছিল।  
 মৃত্যুর মতে মৃত্যুকালে রামানুজের দৃষ্টি, গুরু মহাপূর্ণের পাদুকার  
 উপর নিবদ্ধ এবং অন্তঃকরণ বামুনাচার্যের চরণধ্যানে নিমগ্ন ছিল।  
 মৃত্যুর দেহ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয় এবং  
 তৎপরে তাঁহার এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

মহার পর উপসংহারে আমরা দেখিব, আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ  
 লক্ষণকটী গীতোক্ত আদর্শ। এই গীতায় মৃত্যু-কালে যেরূপ করা  
 হয়, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে দেখা

হয় যে মৃত্যুকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।  
 ব্রহ্মার্থো প্রাণমাবেশ্চ সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০।  
 সর্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিক্রম্য চ।

দ্ব্যধারান্ননঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২।

মৃত্যুকালকরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।  
 প্রবতি ত্যজন্ দেহং স যতি পরমাং গতিম্ ॥” ১৩

( গীতা ৮ম অধ্যায়। )

সিদ্ধান্তে নিশ্চল-হৃদয়ে সেই ব্যক্তি, ব্রহ্মের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্  
 করিলে ভক্তি এবং যোগবলে সেই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী  
 সর্বক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

সংসারদ্বার নিকর করিয়া এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকে অন্তঃকরণকে

সমাহিত করিয়া আপনার প্রাণ মূর্দ্ধাদেশে আহিত করিয়া (নাথক) যোগ অবলম্বন করিবে। ১২

(তাহার পর) ওঁ এই অক্ষর-রূপ ব্রহ্মাবাচক শব্দটি উচ্চারণ করত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩।”

এতদমুসারে যোগ অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য রামানুজ আদর্শ এস্থলে অন্তরূপ; কারণ, বরদারাজ তাঁহাকে কাঙ্ক্ষীপূর্ণের দ্বারা বাহ্য বলিয়া পাঠান, তাহাতে শ্রীবৈষ্ণবের মৃত্যুকালে কোন নিয়মে প্রয়োজন নাই, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। বাহ্য হউক এতদ্বারা উত্তর বিশেষত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এখন এতদ্বারা দেহের প্রতিপাত্ত সত্যপ্রকাশে কে কতদূর উপযুক্ত তাহা স্থায়ী পাঠ্য বিচার করুন।

২৩। রোগ।

২৩। রোগ। শঙ্কর-শরীরে একমাত্র ভগবদর রোগের দ্বারা শুনা যায়। অবশ্য ইহা অভিনবগুণের অভিচার ক্রিয়ার ফল। এরূপ আর অন্য কোন রোগের কথা শুনা যায় না।

রামানুজের জীবনের শেষভাগে, প্রথম—চক্ষু দিয়া কোন রক্তপাতের কথা শুনা যায়। কোন মতে জ্বর আক্রমণ করিয়াছিল। কোন মতে কিছু পীড়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়—মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যে দিন ভূতপুরীতে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে দিন তাঁহার শরীর সহসা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রামানুজ বলিলেন—“দেখ, বোধ হয় এই সময় আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে।” তন্নিম্ন তিনি শিষ্যগণের অনুরোধে তিনদিন মৃত্যু করিয়াছিলেন, স্মরণ্য মৃত্যু তাঁহার স্বেচ্ছায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৮৫

এই বিষয়টি প্রকৃত বিষয়ের কতদূর উপযোগী তাহাও স্থখী-পাঠকবর্গ  
জানিবেন ।

২৪ । শিক্ষা ।

২৩। শিক্ষা । সন্ন্যাসের পূর্বে শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ বেদ,  
লৌকিকশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত  
গ্রন্থ। দেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নের কথা বড় শুনা যায়  
না। সন্ন্যাসের পর তিনি গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়া-  
ছিলেন, তাহা যোগবিজ্ঞা ও 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যপ্রভৃতির  
অর্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

রামানুজের শিক্ষার উপকরণ শঙ্করের ত্রায় বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি এবং  
লিখিত দ্রাবিড় বেদ । এই দ্রাবিড় বেদ অনেক নামে  
সিদ্ধ, যথা—তামিল প্রবন্ধ, দিব্যপ্রবন্ধ ইত্যাদি । ইহা শঠকোপ  
কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্যগণকর্তৃক রচিত, ইহা শ্লোকবদ্ধভাবে  
গ্রন্থের স্বতি-প্রধান গ্রন্থ । ( ৪৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) বেদের উপদেশ  
সংগ্রহে বাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জগুই এই গ্রন্থের রচনা  
শ্রীমদ্ভক্ত-পাবন মহামুনি শঠকোপের রচিত অংশই ইহার প্রধান ও  
সর্বোত্তম আদরণীয় ; রামানুজের শিক্ষার মধ্যে ইহার অংশ যথেষ্ট  
আছে। বাকীতে রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ তাঁহার গৃহে ছয় মাস কাল  
অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং রামানুজ  
স্বয়ং তাহাও আবার এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এই গ্রন্থের  
সম্বন্ধে রামানুজ-সম্প্রদায়ের বত শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ইহার মূল বেদ-বেদান্তের  
সম্বন্ধে বোধ হয়, তত নহে । তাহার পর রামানুজ, গুরু গোষ্ঠিপূর্বের  
শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের  
অর্থ—

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্বাপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥”

—এই শ্লোকটি প্রধান । ইহার ব্যাখ্যাকালে গোষ্ঠীপূর্ণ যে-সব কথা বলিয়াছিলেন. তাহা দেখিলেই বুঝা যায়, এ উপদেশের লক্ষ্য কোন্ দিকে । তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে প্রপন্ন হইবে, তাহার ছয়টি বিরোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে ; যথা—

১। আশ্রয়ণ বিরোধী । অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমার’ ভাব, ফলাভি-  
সন্ধি এবং জগন্মাতার অহৈতুকী কৃপা ও পরমগতির প্রতি সন্দেহ ।

২। শ্রবণ বিরোধী । অন্য দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যের প্রতি  
অনুরাগ ।

৩। অনুভব বিরোধী । যে-সব সামগ্রী ভগবানের দেবোপবৈষ্ণৱ  
তাহা নিজার্থ ব্যবহার করিবার স্পৃহা ।

৪। স্বরূপ বিরোধী ।—নিজেকে ভগবান্ হইতে স্বাধীন জ্ঞান করা ।

৫। পরত্ব বিরোধী ।—অন্য দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা ।

৬। প্রাপ্তি বিরোধী ।—শক্তিশূন্য ভগবৎসেবীর মতানুসার ।

এতদ্ব্যতীত শুনা যায়, তিনি দক্ষিণামূর্ত্তি নামক একজন মহাপুরুষের  
গ্রন্থ বৃদ্ধবয়সে পড়িয়াছিলেন ।

তাহার পর, শিক্ষোপকরণ-নির্ণয়ের আর এক উপায় আছে । স্বর্ষ  
পণ্ডিত ‘খিবো’ আচার্যদ্বয়ের সূত্রভাষ্যের অনুবাদের শেষে আচার্য  
কর্তৃক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত গ্রন্থের একটা তালিকা দিয়াছেন । তদনুসারে—

শঙ্কর—১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩। আত্ম-  
ধর্মসূত্র, ৪। আর্যেয় ব্রাহ্মণ, ৫। ভগবদ্গীতা, ৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ,  
৭। জাবালোপনিষৎ, ৮। পূর্বমীমাংসাসূত্র, ৯। গোড়পাদকানি-  
১০। ঈশোপনিষৎ, ১১। কঠোপনিষৎ, ১২। কোষিতীকিব্রাহ্মণোপনিষৎ ।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৮৭

১। কেনোপনিষৎ, ১৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ১৫। মহাভারত,  
 ২। বৈরাগ্যীয় সংহিতা, ১৮। মনুস্মৃতি, ১৯। মুণ্ডকোপনিষৎ,  
 ৩। নিকট, ২১। শ্রায় সূত্র, ২২। পাণিনী, ২৩। প্রামোপনিষৎ,  
 ৪। ঋগ্বেদ সংহিতা, ২৫। সাংখ্য কারিকা, ২৬। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ,  
 ৫। শতপথব্রাহ্মণ, ২৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ২৯। তৈত্তিরীয়  
 ব্রাহ্মণ, ৩০। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩১। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩২।  
 তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৩। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ৩৪। বৈশেষিক সূত্র,  
 ৬। বাজসনেয়ী সংহিতা, ৩৬। যোগসূত্র, ৩৭। পৈঙ্গীব্রাহ্মণ,  
 ৭। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৯। বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৪০। শিবপুরাণ, ৪১। শিবধর্মোত্তর,  
 ৮। উপবর্ষবৃত্তি, ৪৩। বৃত্তিকারকৃত গ্রন্থ প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন।  
 ৯। যবাহু-১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় উপনিষৎ। ৩। আপস্তম্বীয়  
 ১। ভগবদ্গীতা, ৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬। দক্ষস্মৃতি,  
 ২। জবালোপনিষৎ, ৮। গর্ভোনিষৎ, ৯। গোড়পাদকারিকা,  
 ৩। গৌতমধর্মসূত্র, ১১। ঈশোপনিষৎ, ১২। কঠোপনিষৎ, ১৩।  
 ৪। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ১৪। কেনোপনিষৎ, ১৫। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ,  
 ৫। তুণিকোপনিষৎ, ১৭। মহানারায়ণোপনিষৎ, ১৮। মহোপনিষৎ  
 ৬। বৈহার্য-উপনিষৎ, ২০। মনুস্মৃতি, ২১। মুণ্ডকোপনিষৎ,  
 ৭। শ্রায়সূত্র, ২৩। পাণিনী, ২৪। প্রামোপনিষৎ, ২৫। পূর্ব-  
 ৮। ঋগ্বেদসংহিতা, ২৭। সনৎসুজাতীয়, ২৮। সাংখ্য-  
 ৯। শতপথব্রাহ্মণ, ৩০। শ্ববালোপনিষৎ, ৩১। শ্বেতাশ্ব-  
 ১০। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ,  
 ১১। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩৫। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৬। তাণ্ড্য  
 ১২। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৮। বাজবল্যস্মৃতি, ৩৯। যামুনাচার্যের গ্রন্থ  
 ১৩। ষষ্ঠকোপাদিকৃত গ্রন্থ পড়েন।

যাহা হউক এতদৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে, শঙ্করের শিক্ষার ভিতরে বেদ ও বেদান্তের মূল গ্রন্থসমূহই প্রধান, কিন্তু রামানুজ এতদ্বিন্ন অত্র জাতীয় গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। এখন মূল বৃক্ষের সহিত শাখাজাত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের ন্যায় উক্ত অত্র জাতীয় গ্রন্থসমূহের সেই সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ ভাষান্তরিত গ্রন্থ, মূল গ্রন্থ হইতে যে দূরবর্তী হইতে পারে, তন্নিমিত্ত আশঙ্কা যথেষ্ট। যাহা হউক, এক কথায়, শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ দ্বিজ বা ব্রাহ্মণগণেরই অধিক উপযোগী এবং রামানুজের শিক্ষার উপকরণ ইতর সাধারণ সকলেরই পক্ষে উপযোগী—এই মাত্র বিশেষ।

তাহার পর শিক্ষার রূপভেদ বিষয় আলোচ্য। শঙ্কর নিজ প্রতিষ্ঠিত মতাবলম্বী গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনা যায়। গুরুর সহিত তাহার কখনও মতভেদ হইয়াছিল, একথাও শুনা যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজের সহিত তাহার গুরু যাদবপ্রকাশের মতভেদ মতান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথম বার বিতাড়িত হইলে উপযুক্ত কাল অভাবে পুনরায় যাদবপ্রকাশেরই শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহার পর যাদবপ্রকাশের ছরভিসন্ধি হইতে রামানুজ উদ্ধার পাইলে কক্ষীপূর্ণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি বরদরাজের জন্ত শালকূপ হইতে যে নিষ্কান্নানের জল আনিতেন, তাহা পুনরায় যাদবপ্রকাশের নিকট বর্জিত করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শেষবার বিতাড়িত হইলে তিনি কক্ষীপূর্ণের পরামর্শে আবার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদ্বারা বলা যায় যে, রামানুজের জীবন প্রতিকূল অবস্থা-প্রসূত ফল, পক্ষান্তরে শঙ্করের জীবন অনুকূল অবস্থা-প্রসূত ফল। ইহা ফল এই যে, প্রতিকূল শ্রোতে লোকের জীবনগতি যতদূর প্রতিকূল তাহাতে চতুরতা ও বিচক্ষণতা লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাহার



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৮৯

কিন্তু শ্রোতের ফল, তাঁহার জীবনগতি দ্রুত হয়। তিনি সরলচিত্ত  
 রূপে ও অসীমকল্যাণে অধিক সামর্থ্য লাভ করেন ; বস্তুতঃ রামানুজের  
 রূপের দৃষ্টান্ত আছে। ইহা আমরা চতুরতা নামক প্রবন্ধে যথাস্থানে  
 উল্লেখ করিয়াছি। এখন এতদ্বারা কাহার মত বেদান্ত-  
 প্রণালী সত্যের নিকটবর্তী তাহা স্থধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২৫। শিষ্যচরিত্র।

২৫। শিষ্যচরিত্র। উভয় আচার্য্যেরই অগণিত শিষ্য-সেবক।  
 ইহঁদের শিষ্য-সেবকগণমধ্যে অনেকে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।  
 শিষ্যের মধ্যে পদ্মপাদের সিদ্ধি অধিক ছিল। তিনি নৃসিংহসিদ্ধ  
 ছিলেন। পদ্মগর্ভে তাঁহার প্রতিপদবিক্ষেপে পদ্ম ফুটিয়াছিল। তাঁহার এই  
 দ্বারা আচার্য্যের কয়েকবার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। উগ্রভৈরবকর্তৃক  
 এক 'বলি' দিবার কালে ও অভিনব-গুপ্তকর্তৃক অভিচারকালে,  
 ইহঁদের আচার্য্যের জীবন রক্ষা করেন। তোটকাচার্য্য আচার্য্যের কুপায়  
 জীবনপন্ন হইতে পারিয়াছিলেন। হস্তামলক শিষ্যগণী আজন্মসিদ্ধ।  
 ইহঁদের মধ্যে ছিলেন। তিনি মন্ত্রদ্বারা ব্যাস ও জৈমিনিকে স্বগৃহে  
 আনয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত শঙ্করশিষ্যগণের মধ্যে  
 তাঁহার জীবিতকালমধ্যে আর বড় অলৌকিক শক্তির কোন পরিচয়  
 নাই। কিন্তু এক দিকে যেমন শিষ্যগণের এবং বিধি চরিত্র  
 দ্বারা একটু অগ্রভাবও দৃষ্ট হয়। বার্তিকরচনাকালে শিষ্য-  
 গণের মধ্যে একটু ঈর্ষার কলঙ্ককালিমা বেশ স্পষ্ট প্রতীত  
 হয়। ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য যদিও অদ্বৈতমতের ভাবী অনিষ্টাশঙ্কা  
 দ্বারা ঈর্ষাদোষসংস্পৃষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।  
 রামানুজের শিষ্যগণমধ্যে অনন্তাচার্য্য, কুরেশ, প্রণতাতিহরা-  
 কতিপয় শিষ্য ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশ,

তাহারা প্রায় সকলেই প্রাপ্ত হইতেন। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই গৃহী ছিলেন, সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি অল্প। কুরেশ, গোবিন্দ ও দাশরথি চরিত্র অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। কুরেশের ক্ষমার রামানুজ বিমল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুরেশের চক্ষুলাভে রামানুজ নিজেও উদ্বিগ্ন হইবেন বলিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহার পর, রামানুজ-শিষ্যগণের চরিত্রও যে নির্দোষ, তাহাও বলিবার উপায় নাই। এফনি তাহাদের কোপীন ছিন্ন হইলে, তাহারা পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হইতেন। নিতান্ত ইতর লোকের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে কুরেশের দৃষ্টিতে দেখা যায়, শঙ্করশিষ্যগণ অপেক্ষা রামানুজ-শিষ্যগণের মধ্যে বিদ্যা ও গুরুভক্তির প্রকাশ অধিক ছিল। আর এক কথা শঙ্করের দোষ দ্বীলোক শিষ্য ছিল না, পরন্তু রামানুজের তাহা ছিল। রামানুজের নঠে ধনুর্দাসাদি গৃহস্থশিষ্যগণ অনেকে স্ত্রী লইয়া বাস করিতেন। শঙ্করের মঠে সেরূপ কিছু শুনা যায় না। তদ্ব্যতীত শঙ্করের মঠে অতি অল্প দিন। এখন এতদ্বারা প্রকৃত বিষয়ের বিচারে বৈকল্পিক হয়, তাহা স্থধী পাঠকগণ বিচার করুন।

২৬। সন্ন্যাসগ্রহণ।

২৬। সন্ন্যাস-গ্রহণ। শঙ্কর ৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামানুজ প্রায় ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করের জন্মভূমিতে আমি তাহার একখানি “জীবন-চরিত” সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার মতে তিনি ১৬ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যখন তত্রত্য পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আচার্যের চরিত্র-কথা বিচার করা হয়, তখন দেখি দুই দল পণ্ডিত দুই প্রকার মতাবলম্বী। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এই বলিয়া সমাধান করিলেন যে, উহা ১৬ বৎসর না হইয়া ১৭ বৎসর হইবে। উহা তাহার পিতার জীবনের ষোড়শ সংস্কার সমাপনের পর।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৯১

এই ধরিত্রী গোল করিয়া ফেলিয়াছে । অবশ্য অনেকেই অবগত  
 হইবে, এই ষোড়শ সংস্কার শ্রাদ্ধের পর একটি সংস্কার বিশেষ ।  
 ৮ বৎসরেই শব্দের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথাই  
 স্মরণ লোকে স্বীকার করেন ।

ইহার সন্ন্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্য বিচার্য্য । জীবনের পূর্বপূর্ব ঘটনা  
 পরবর্তী ঘটনার 'হেতু' এবং 'উপলক্ষ্য' বলিয়া পরিগণিত  
 হইয়া যাহা গোণ হেতু, তাহাই সাধারণতঃ 'উপলক্ষ্য' এবং যাহা  
 হেতু তাহাই 'হেতু' নামে অভিহিত হয় । এতদ্ব্যসারে আমরা  
 শব্দের সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু—জীবনের সার্থকতা-লাভের  
 উপলক্ষ্য—সমাগত অতিথিগণের মুখে নিজ মৃত্যু-সংবাদ-  
 প্রসঙ্গক্রমণ । শব্দের প্রায় সপ্তম বৎসর বয়সে গুরু-গৃহ হইতে  
 প্রস্থান করিয়া মাতৃসেবা ও অধ্যাপনা-কার্য্যে মনোনিবেশ  
 এই সময় কয়েকজন ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ শব্দের কথা শুনিয়া তাঁহার  
 ক্রোধ দেখিতে আসিলেন । তাঁহারা, তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া  
 অশ্রদ্ধা দেখিতে ইচ্ছা করেন । তাঁহাদেরই মুখে তিনি শুনে  
 পরমাণু: ৮ বৎসর, কিন্তু যোগাভ্যাসদ্বারা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত  
 ইতিপারে এবং বিশেষ গুরুরূপা হইলে প্রায় ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত  
 ইতিপারে । মাধবের মতে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ৮ বৎসরের পরিবর্তে  
 ৩২ বৎসরের কথা বলিয়াছিলেন ।  
 ইহার অবশেষে পরই আচার্য্য ধীরে ধীরে মাতার নিকট  
 প্রস্তাব করিতে থাকেন । ইতিপূর্বে তাঁহার সন্ন্যাস-  
 গ্রহণ প্রস্তাব বায় না । অবশ্য ইতিপূর্বে সন্ন্যাসগ্রহণের উপযোগিতা  
 প্রমাণ করিয়াছিলেন—ইহা স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, তাহা  
 তিনি নিজ মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার কিছু পরেই মাতার নিকট

এ প্রস্তাব করেন কেন? আর ইতিপূর্বে এ প্রস্তাব না করিবার কারণ, বোধ হয়—মাতার বৃদ্ধাবস্থা এবং তজ্জন্ত তাঁহার মাতৃসেবা প্রয়োজনীয়তা। এক্ষণে ‘মৃত্যু নিকট’ শুনিয়া তিনি মাতৃসেবা অপেক্ষা জীবনের সার্থকতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া মাতার ধীবদ্যাহে মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করেন। অসহায় বৃদ্ধ জনৈক পক্ষে এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন একমাত্র সন্তানকে সন্ন্যাসে অনুমতি-দান কে হৃদয়বিদারক ব্যাপার, শঙ্কর-জননীর সেইরূপই বোধ হইয়াছিল। হৃদয় শঙ্কর সন্ন্যাসে অনুমতি পাইলেন না।

ইহারই পর একদিন শঙ্করকে সম্মুখস্থ নদীতে কুস্তীর আক্রমণ হয় তখন মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া শঙ্কর, মাতার নিকট হইতে ‘অন্য সন্ন্যাসী’র অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন। অগত্যা শঙ্কর-জননী শঙ্করকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। সুতরাং দেখা বাইতেছে—অতিথি-সন্ন্যাসীরা নিজ মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণ ও কুস্তীর আক্রমণ—এই তিনটি ঘটনা তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের গোণ-হেতু বা উপলক্ষ্য, প্রকৃত-হেতু তাঁহার, জ্ঞান-সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের উপযোগিতা-জ্ঞান।

কিন্তু মাধবাচার্য্য এখানে এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে মনে হয়—এ কুস্তীর আক্রমণ, শঙ্করের যেন এক কোশল মাত্র। কারণ, তাঁহার বর্ণনাতে শঙ্করের মুখ দিয়া তিনি এইরূপ একটা কথা বাহির করাইয়া দিয়াছেন যে “মা! আপনি আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিলে কুস্তীর আঘাতে আমি নিশ্চয়ই মরিব।” কিন্তু মাধবের এ কথা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাঁহার দেশের লোকে এ ভাবে ও কথা বর্ণনা করে না। আর যদি আক্রমণ ভগবদবতার বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ আচরণকে কোণ-দ্রষ্ট বলিয়া লীলা বলাই উচিত এবং তাহা হইলে কোশল-দ্রষ্ট বলাই উচিত থাকে না। অবশ্য মাধবের ইহাই অভিপ্রায়, তাহা বেশ বুঝা যায়।



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৯৩

এক্ষণে “শঙ্কর-বিজয়-বিলাসে” যাহা আছে, তাহাতে উক্ত কুস্তীর  
সম্প্রদায় এক গন্ধর্ব্ব । সে শঙ্করকে স্পর্শ করিয়া দেবদেহ ধারণ করিয়া  
সমুদ্রে স্বর্গে গমন করে । সুতরাং উভয় জীবনীকারেরই ইচ্ছা যে,  
আচার্যের কৌশল বলিয়া লোকে না বুঝে ।

যেহেতু শঙ্করের জন্মভূমিতে সকলেরই কুস্তীরের আক্রমণ ব্যাপারটিকে  
স্বাভাবিক বলিয়াই বিশ্বাস করেন । এমন কি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন  
যে “সম্রাটের গৃহে সন্ন্যাসী ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না”—শঙ্কর-প্রদত্ত এই  
সন্ন্যাসের জন্ত যখন তাঁহারা শঙ্করের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তখন  
সেই নিকট বলিয়া ছিলেন যে “পুনরায় যখন এই নদীর এই স্থানে কুস্তীর  
হইবে, তখন তোমাদের উক্ত শাপমোচন হইবে ।” বস্তুতঃ  
শঙ্কর-জ্ঞাতিগণ এখনও তাহার আশা রাখেন ।

শঙ্করের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু—সাধনেচ্ছা এবং উপলক্ষ্য—  
চিন্তা, জ্যোতির্বিদগণের ভবিষ্যৎ-কথন প্রভৃতি । জ্ঞানী,  
যুক্তি যেমন নিজের অস্তিমকাল সন্নিহিত জানিয়া পরমার্থ-চিন্তায়  
প্রবৃত্তি করিতে চাহেন ও তাঁহার যত কিছু উপায় তাহা অবলম্বন করেন,  
তবে ঠিক সেই জন্ত সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা জন্মে, বলিতে পারা যায় ।

শঙ্করের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু ও উপলক্ষ্য কিন্তু অল্প প্রকার । তাঁহার  
সন্ন্যাসের স্বভাবই তাঁহার সন্ন্যাসের হেতু ও উপলক্ষ্য হয় । রামানুজ  
এই ভগবদ্ভিষ্টা, এবং সংসার-স্থখে অনাসক্তি দেখিয়া তাঁহার  
মন ছিলেন । অবশ্য বিরক্ত হইবার কারণও যথেষ্ট হইয়াছিল ।  
—রামানুজ সর্বদাই শাস্ত্রচর্চা ও ভগবৎ-সেবা হইয়া উন্নত ;  
কিন্তু গৃহ-ব্যবস্থাতে একেবারেই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না ।  
তিনি প্রায়ই অতিথি-সেবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ।  
সেইহেতু আসে সে চিন্তা নাই, কেবল খরচেরই ব্যবস্থা ।

দ্বিতীয়—পত্নী উচ্চব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূতা, অথচ তাঁহার যিনি পতি তিনি শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের শিষ্যত্বলাভে ব্যাকুল—শূদ্রের প্রসাদ বাইরে জাতি নষ্ট করিয়াও তাঁহার শিষ্য হইতে প্রস্তুত! পতির একমাত্র আচরণে তিনি নিতান্ত মগ্ন হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম বৎসর কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদ লইয়া—অন্য কিছু নহে।

তৃতীয়—যখন তিনি মহাপূর্ণের সহিত প্রথমবার জীবনমে বাইরে তখন স্ত্রীকে একবার সংবাদ পর্য্যন্ত দিলেন না, অথচ স্ত্রী, বাটতে বসে করিয়া প্রস্তুত। এই সকল কারণের ফলে তিনি উপর্যুপরি রামানুজ অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অপরাধে রামানুজ যতই বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে ভৎসনা করেন, স্ত্রীও ততই বুদ্ধি হারাইয়া লাগিলেন ও ততই স্বামীর অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে রামানুজ তিন বার, (মতান্তরে দুইবার) অপরাধ করিয়া চতুর্থ বার (মতান্তরে তৃতীয় বার) তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ত্যাগের উদ্দেশ্য—‘স্ত্রী আর যেন তাঁহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারেন; ফলে রামানুজের সন্ন্যাসের হেতু—নির্বিকারে ভগবৎসেবা শাস্ত্রচর্চা; আর উপলক্ষ্য—তাঁহার স্ত্রীর সহিত কলহ। স্ত্রী, উপলক্ষ্যে বিঘ্নকারিণী না হইলে তিনি হয় ত সন্ন্যাস লইতেন না।

যাহা হউক, এতদৃষ্টে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের সন্ন্যাসে ইচ্ছা নিজ অভিষ্টলাভের উপায় অবলম্বন করিবার জন্ত। আর রামানুজের সন্ন্যাসে ইচ্ছা—নিজ অভিষ্টলাভের উপায়ের বিঘ্নবিনাশ করিবার জন্ত। শঙ্কর ভাবিয়াছিলেন—অভিষ্টলাভের উপায় সন্ন্যাসপূর্বক অধীষ্ট প্রয়োজন, তাহা হইলে বিঘ্নসম্ভাবনা অল্প; সুতরাং তিনি পূর্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন। রামানুজ ভাবিয়াছিলেন—অভিষ্টলাভের উপায় ভগবৎসেবা; সুতরাং রামানুজ কেবল ভগবৎসেবাই



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৯৫

দেখাছিলেন। পরে কিন্তু যখন বিঘ্ন আসিল তখন বিঘ্নবিনাশের জন্ত  
স্বাভাবিক অবলম্বন করিলেন। তবে শঙ্কর তাহা পূর্ক হইতেই অবলম্বন  
করেন এবং রামানুজ যখন প্রয়োজন হইল তখন করিলেন, এইমাত্র  
ফল। এখন এতদ্বারা বেনাস্তপ্রতিপাত্ত-সত্যপ্রচার কাহার দ্বারা  
করা ভাবরূপ হইবার কথা, তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

২৭। সাধনমার্গ।

২৭। সাধনমার্গ। শঙ্কর, গুরু গোবিন্দপাদের নিকট যোগবিজ্ঞাভ্যাস  
করিতেন-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার নামে যে  
শাক্তসাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, তাহা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের  
স্বাক্ষর জন্ত তিনি যে সব উপদেশাদি দিয়াছিলেন তাহারই ফল। কিন্তু  
তিনি তদনুসারে কখন কোন সাধন-ভজন করিয়াছিলেন, তাহা শুনা যায়  
না। কাশীতে কামাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠাও শাক্তসম্প্রদায়ের সংস্কারের  
ফল কিছই নহে।

পঞ্চমস্তরে রামানুজ, মহাপূর্ণ ও গোপীপূর্ণের নিকট যে মন্ত্রলাভ  
করেন, তাহার বলেই তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিত্য অর্চা মূর্তিতে  
সেবা করিতেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতপাঠে বেশ  
দেখা যায়। তিনি কাশ্মীরের শারদাদেবীর নিকট হইতে হয়গ্রীব-  
মন্ত্র গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার নিত্য সেবা করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার  
স্বদেশবাসীর একটি মূর্তি থাকিত, তিনি তাহারও সেবা করিতেন।  
তদ্ব্যতীত বীধ-ভ্রমণ বা দিগ্বিজয়-কালে এই বিগ্রহটী তাঁহার সঙ্গে থাকিত।  
তদ্ব্যতীত তিনি কাশ্মীরপতি বরদরাজকে নিত্য শালকূপের  
সেবা করাইতেন, শ্রীরঙ্গমে তিনি নিত্য শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমূর্তি  
সেবা করিতেন। তদ্ব্যতীত পাঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে যে সকল সাম্প্রদায়িক  
সেবাহার প্রচলিত আছে, তাহাও তাঁহার সাধনমার্গের অন্তর্গত ছিল

তাহাও বেশ বুঝা যায় । আর রামানুজ যে, পাঞ্চরাত্নোক্ত যোগমার্গ ভিন্ন পাতঞ্জলাদির সম্মত অপর যোগমার্গ অবলম্বন করেন নাই, তাহাও একপ্রকার স্থির । কারণ, তিনি বামুনাচার্যের একশিষ্যকে যোগদান হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন । বাহা হউক, ইহা দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, আচার্যদ্বয়ের সাধন-মার্গ পৃথক্ । আর তাহার ফলে কে কতদূর সোদা-প্রতিপাত্ত-সত্য প্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা স্থধী পাঠকবর্গের বিচার বিষয় ।

২৮ । সাধারণ চরিত্র ।

২৮ । সাধারণ চরিত্র । এইবার আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজের জীবন একবার সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক । শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই গৌরবাস্তি দীর্ঘকাল ও সৌম্যমূর্তি ছিলেন । শঙ্কর শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্নবদন, স্থির ও মিতভাষী । রামানুজ যেন ভক্তিরে আপ্ত, কখন স্থির, কখন চঞ্চল, কখন প্রসন্নবদন, কখন ব্যাকুল । শঙ্করের জীবন যেন জগৎকে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনপ্রভৃতি বিচার-পরায়ণতাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্ত । রামানুজের জীবন যেন জগৎকে ভগবৎসেবাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্ত । শঙ্করজীবনে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ বিচারপ্রধান, ভগবৎ-সেবা প্রভৃতি যৌঃ রামানুজজীবনে ভগবৎসেবাই প্রধান, বিচারপ্রভৃতি গোণ । শঙ্কর যেমন বৈদিক ধর্মমতস্থাপনে ব্যগ্র, রামানুজ তদ্রূপ পাঞ্চরাত্নস্থাপনে ব্যাকুল । শঙ্করজীবন ঔদাসীন্য মাথা, রামানুজজীবন আদর্শ মাথা । শঙ্করমতে সকল দেবতার অন্তর্গত সূক্ষ্মতম এক সাধারণ ব্রহ্ম তত্ত্বই উপাস্ত, রামানুজমতে সর্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণই উপাস্ত । শঙ্কর মত অদ্বৈতবাদ, রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । শঙ্কর বলেন—এক অদ্বৈত নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই সত্য, অপর সব মায়া অর্থাৎ মিথ্যা ; রামানুজ



## সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ।

৬৯৭

স্বাভাবিক ও জগদ্বিশিষ্ট এক অবৈততত্ত্বই সত্য, মায়া তাঁহার শক্তি ;  
 বিখ্যাত নহে । শঙ্করমতের মুক্তি—ব্রহ্ম-স্বরূপতালভ । রামানুজ-  
 মুক্তি বৈকুণ্ঠবাস ও নারায়ণের চিরকৈঙ্কর্য্য । শঙ্করমতে বৈকুণ্ঠ-  
 মুক্তি এক প্রকার স্বর্গমাত্র ইহা চরম মুক্তি নহে ।

যে, উভয়ের বিভিন্ন । শঙ্কর গৈরিক বস্ত্রধারী, মুণ্ডিত মস্তক, এক-  
 কায়ী নগ্নাসী ; রামানুজ গৈরিক বস্ত্রধারী, মুণ্ডিত মস্তক ও ত্রিদণ্ডধারী  
 নহে । সন্ন্যাসের পর শঙ্করের যজ্ঞোপবিত ছিল না ; রামানুজের কিন্তু  
 ছিল । শঙ্করের ললাটে ভাস্কর ত্রিখণ্ড শোভিত ; রামানুজের ললাটে  
 সন্ন্যাসের উদ্ধখণ্ড শোভিত ।

সন্ন্যাসের উপরি উক্ত আটাইশটি বিষয় প্রকৃতপ্রস্তাবে দোষ বা  
 কিছুই বলা চলে না, তথাপি ইহাদের দ্বারা কাহাকে কত বেদান্ত-  
 মতভ্রষ্টতারপরায়ণ বলিতে হইবে, তাহা স্বধী পাঠকবর্গের  
 হইবে । এক্ষণে আমরা কতিপয় গুণ অবলম্বন করিয়া উভয়ের চরিত্র  
 বর্ণনা করিব ।

## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

১১২৯। অজ্ঞেয়ত্ব।

১১২৯। অজ্ঞেয়ত্ব। শঙ্কর বাদ-কালে নিত্য অপরাজিত; কারণে  
নিকট বাদে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন—এ কথা শুনা যায় না।  
মণ্ডনপত্নী সরস্বতী দেবীর নিকটও তিনি পরাজিত—ইহা বলা যায় না।  
কারণ, বিচারের পণ অনুসারে মণ্ডন পরে সম্মানসীই হইলেন। সম্মান  
কামচিন্তায় ব্রহ্মচর্য্যহানি হইবে, এজন্য তিনি তাহার উত্তর দেন নাই।  
তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করিলেন যে, সকল দিকই রক্ষা পাই  
অজ্ঞেয়ত্ব তাঁহার অক্ষুণ্ণ রহিল।

রামানুজ যদিও কাহারও নিকট একেবারে পরাজিত হন নাই,  
তথাপি যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট তিনি “পরদিন পরাজিত হইবেন” এই চিন্তা  
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া ভগবানের নিকট চন্দন  
ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার কালে ভগবান রাতে তাঁহাকে  
দেন যে, যজ্ঞমূর্ত্তি পরদিন তাঁহার শিষ্য হইবেন।” যাহা ইউক  
দিন যজ্ঞমূর্ত্তি আর রামানুজের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই।  
• মন তাঁহার অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত হইল। তিনি রামানুজের  
পতিত হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। “আনি পরাজিত” লোক-  
কথা শুনিয়া

\* স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী অন্তরদিন পূর্বে উপাসনা পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে  
এক বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। আমি ইহা দেখিয়া তাঁহার  
প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে, উহা এক বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে।  
তিনি তাহার নামও করিতে পারিলেন না। ইহা শত্রুসম্প্রদায়ের কথা বলা  
আমাদের নিকট অগ্রাহ্য। আমরা মিত্র ও শিষ্য সম্প্রদায়ের কথা বলাই  
করিতেছি মাত্র।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৬৯৯

কর না করিলেও যদি মনে মনে বুঝিয়া থাকি—আমি পরাজিত, হইলেই আমার পরাজয় হইয়াছে—বলিতে হইবে। বরং এই হই অধিক দেখা যায় যে, লোকের চক্ষে একজন পরাজিত হইলেও স্বীকার করে না, কিন্তু যে নিজের মনে বুঝে যে—সে পরাজিত। যদ্ব্যপেক্ষ হইলে পরাজয়ের আর বাকী কি? যদি পরাজয় বলিয়া কিছু থাকে ত ইহাই যথার্থ পরাজয়। বস্তুতঃ, রামানুজ ব্রহ্মমূর্তিকে তাঁর বা বিজ্ঞাবুদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন কেন বরদরাজের কৃপায় যে তিনি শিষ্য হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে তিনিও কুণ্ঠিত হইতেন না।

যাদবপ্রকাশকেও শিষ্য করিবার কালে বস্তুতঃ বিচার কিছুই হয় নাই। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া এবং মাতার অনুরোধে রামানুজের শরণ লব্ধি আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, তাই তিনি রামানুজের ‘মত’ গ্ৰহণ করিয়াছিলেন মাত্র। আর রামানুজ নিজে অল্প কিছু বলিয়া শাস্ত্র-সমর্থিত নিজ শিষ্য শ্রুতিধর কুরেশকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। রামানুজের ব্রহ্মমূর্তি রামানুজমতে আসিয়া যেমন তন্মতে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া, যাদব সেরূপ কিছুই করেন নাই। এই যাদবকে যে বামুনাচার্য্য করিতেন তাহাও লোকে বলে। কারণ, রামানুজ যখন যাদবের নিকট আসিয়া করিতেন তখন বামুনাচার্য্য রামানুজকে আকর্ষণ করেন নাই। যাদবের পরাজয় ঠিক পরাজয় কি না সন্দেহ।

এখন এই অজ্ঞেয়দ্বারা, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা, বিচারপটুতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বটে, কিন্তু সে তর্ক তর্কতর্ক। এখন ইহাই যদি হয় তবে, আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যাদব বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে সমর্থ তাহা স্বধী পাঠকবর্গ করুন।

২৩০ । অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা ।

২৩০ । অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা । শঙ্কর-জীবনে ইহার কার্য কেবল এক স্থলে দেখা যায় । তিনি বাল্যে গুরুর আদেশে গৃহ প্রত্যাগমন করিয়া কিছু দিন শাস্ত্র আলোচনা করেন । এ সময় তিনি দেখিলেন যে, কি প্রাচীন, কি বর্তমান সকল পণ্ডিতই নিঃশেষে বুদ্ধিবলে একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন । বস্তুতঃ, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান না হইলে, সত্যসাক্ষাৎকার হইতে পারে না । এজন্য তিনি অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানে জ্ঞানী কোন যোগীশ্বরের নিকট শিক্ষালাভে অভিনব হইলেন । তিনি বাল্যে আচার্যের নিকট গুরু গোবিন্দপাদের আনন্দোৎসব যোগ-শক্তির কথা শুনিয়াছিলেন, এজন্য তিনি আর কাহারও নিকট কিছু শিখিবার ইচ্ছা না করিয়া একেবারে তাঁহারই নিকট গমন করেন । সেখানে সিদ্ধিলাভের পর আর কোথায়ও শঙ্কর কিছু শিখিবার জ্ঞান ব্যগ্র, ইহা তাঁহার জীবনে আদৌ দেখা যায় না । অধিক কি, পরম-জ্ঞান গোড়পাদ যখন তাঁহাকে বর দিতে চাহেন, তখন তাঁহার কিছুই চাহিবার না থাকায় তিনি যাহাতে নিরন্তর সেই “সচ্চিদানন্দ” বস্তুতে অবস্থিতি করিতে পারেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।

পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে । প্রথম জন্মভূমি হইতে কাঞ্চী আগমন । দ্বিতীয়, যাদবপ্রকাশের নিকট একাধিক বার বিতাড়িত হইয়াও পুনঃ শিষ্যত্ব স্বীকার । তৃতীয়, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াও তৃপ্তি না হওয়ায় ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের শিষ্যত্বগ্রহণের চেষ্টা । চতুর্থ, তাহাতেও ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তাঁহারই দ্বারা ভরদ্বাজের নিকট হৃদয়গত প্রশ্নের উত্তরলাভের চেষ্টা । পঞ্চম, যদ্যপি প্রভৃতি যামুনাচার্যের প্রধান পাঁচ জন শিষ্যেরই নিকট পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদির অধ্যয়ন । ষষ্ঠ, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট স্নাতক



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭০১

ঐশ্বর্যভের জন্ত উপর্যুপরি ১৮শ বার প্রাণপণ চেষ্টা । সপ্তম, তিরু-  
 ত্তে বাইয়া সেই খানেই শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট অধ্যয়ন । অষ্টম,  
 তম সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণামূর্তি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মা  
 বসতি করিতেন, তথায় বাইয়া বৃদ্ধবয়সেও তাঁহারই গ্রন্থ অধ্যয়ন ।  
 নব, শ্রীভক্ত-রচনা করিবেন বলিয়া বোধায়নবৃত্তির জন্ত স্বদূর কাশ্মীর  
 গমন ।

এতদ্বারা উভয়ের সিদ্ধিলাভের পূর্বে উভয়ের অনুসন্ধিৎসা বা জ্ঞান-  
 সন্ধানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । তবে রামানুজে ইহা অধিক । তিনি  
 সর্বদা জীবী তদ্রূপ তাঁহার ইহা বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দেখা যায়, অতিবার্দ্ধক্যে  
 এর অভাব হয় । শঙ্কর যেমন অল্পায়ুঃ তদ্রূপ তাঁহার অতি অল্পবয়সেই  
 এর অভাব হয় । রামানুজ এজন্ত ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার করেন  
 শঙ্কর এজন্ত জীবনের মমতা না করিয়া কোথায় সেই সহস্র ক্রোশ  
 যাই হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ গহন বিস্তারণে নশ্বদাতীতে গোবিন্দপাদ,  
 তাকে খুঁজিয়া বাহির করেন ও সিদ্ধকাম হইলেন । অবশ্য পথে কত যে  
 অসুখসিদ্ধ নাধু পণ্ডিত দেখিয়াছেন (যাহাদিগকে তিনি পরে জয়-  
 ম) তাহার ইয়ত্তা নাই । কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ লক্ষ্য—সেই  
 ব্রহ্মপুংগবে । শঙ্কর এজন্ত জাতিনাশাশঙ্কা, \* জীবনের মমতা ও  
 এই তিনটাই একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিলেন । রামানুজ কিন্তু  
 কদাচ ত্যাগ করেন নাই, তবে এজন্ত তিনি জাতিনাশাশঙ্কা  
 ব্রহ্মতত্ত্বৎকল্প হইলেন । এখন এতদ্বারা উভয়ের মধ্যে কিরূপ তারতম্য  
 প্রকাশ্যে, তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিবেচনা করুন ।

৩।৩১ । অলৌকিক জ্ঞান ।

৩।৩১ । অলৌকিক জ্ঞান । যাহার জ্ঞানকে দেশ-কাল-বস্তু বাধা  
 দেশের দেশের রীতি—দেশের বাহিরে গেলেই জাতি নাশ হয় ।

দিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞানকে আমরা এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছি। দেশ অর্থাৎ দূরতা জ্ঞান যাহার জ্ঞানের তারতম্য হয় নাই, কাল অর্থাৎ বর্তমানের ন্যায় ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাহার জ্ঞান হয় এবং বস্তু অর্থাৎ বস্তু-ব্যবধানদ্বয়েও যাহার জ্ঞান হয়, তাঁহার জ্ঞানই এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান। শঙ্করের উক্ত ত্রিবিধ অলৌকিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এইরূপ—(১) তিনি হস্তাম্বলের পূর্বজন্মের কথা সকলকে বলিয়াছেন, এ কথা তিনি পূর্বে কাহারও নিকট শুনিয়া বলেন নাই। (২) পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণে দৈবদর্শী পাক ঘটবে তাহাও তিনি পূর্বে বুঝিয়াছিলেন। (৩) মণ্ডনমিত্রের পুনর্জন্ম হইবে এবং তখন তিনি তাঁহার ভাষ্যের টীকা করিবেন তাহাই জগতে প্রসিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। (৪) জগন্নাথ, বদরীনাথ, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে দেবতাগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে তিনি যথাক্রমে ভূগর্ভ, কূপমধ্য ও জাহ্নবীতল হইতে ভগবান্ধর উদ্ধার করেন। (৫) মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে দুই দিন পরে ক্রোশ দূরে থাকিয়াও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (৬) অভিন্ন গুপ্তের অভিচারে আচার্য্যের ভগন্দর রোগ হইয়াছিল—ইহা তিনি ধ্যান হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে জানিয়া ছিলেন। মৃত্যুর ইহা পদ্মপাদ জানিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজজীবনের ঘটনা এইরূপ—(১) তাঁহার বহুদিন কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার জন্মভূমিতে যখন তাঁহার প্রস্তরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তিনি শ্রীরঙ্গমে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই সময় সহসা তাঁহার শরীরে মহা অবদাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামানুজ বলেন—“দেখ দেখি আজ বুধ হইতে পুরীতে আমার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।” বস্তুতঃ তখন সকল



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭০৩

দেইল যে—সত্য, সেই দিনই নির্দিষ্ট দিন। (২) রামানুজ  
 তখন তিরুগতি গমন করেন, তখন এক কৃষক তাঁহাকে পথপ্রদ-  
 করেন। যাইবার কালে রামানুজ সেই কৃষকের পদতলে পতিত  
 শিষ্যগণ, আচার্য্যকে কৃষকপদতলে পতিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত  
 হইল। কিরূপে আসিয়া রামানুজ, শিষ্যগণকে বলেন যে, তিনি  
 ভগবান; কৃষকবেশে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।  
 কৃষ্ণক্রেত্রে পঞ্চরাত্রমতে কৃষ্ণরূপ ভগবানের পূজা প্রবর্তিত  
 হইয়াছিল বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কৃষ্ণমাচারিয়া নামে এক  
 কৃষ্ণগ্রহণ করিয়া তথায় বৈখানস বিধি প্রচলন করিবেন।  
 তদন্তে বলা যায় যে, শঙ্করের অলৌকিক জ্ঞানে উক্ত দেশ, কাল,  
 কৃত্ত্বিবিধ ব্যবধান বাধা দিতে পারিত না। কারণ, ১ম  
 অতীত কালের জ্ঞানের পরিচায়ক। ২য় ঘটনাদ্বয় ভবিষ্যৎ-  
 কালের। ৪র্থ, বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রমকারিণী শক্তির দৃষ্টান্ত।  
 ৫ম, দেশগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার নিদর্শন।  
 রামানুজ উক্ত সকল প্রকার দৃষ্টান্ত নাই। কারণ ১মটির দ্বারা  
 ব্যবধান এবং ৩য়টির দ্বারা ভবিষ্যৎ, স্মৃতি, অংশতঃ কালগত  
 অতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অতীতবিষয়ক জ্ঞান  
 পাওয়া যায় না—তদ্বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না বলিয়া  
 ব্যবধান অতিক্রমের পূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না।  
 ২য় ঘটনার পর বস্তুগত ব্যবধান তাঁহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত কি  
 দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে না। এ সামর্থ্য থাকিলে তিনি  
 ভগবানপূর্বে ভূগর্ভস্থ তিলকচন্দনের জন্ত কাতর হইতেন না। এজন্ত  
 অলৌকিক জ্ঞানের সকল লক্ষণ পাওয়া গেল না। ২য় ঘটনাটী—  
 ভগবানের আবির্ভাব; ইহা শিষ্যগণ কেহ বুঝিতে পারেন।

নাই; রামানুজই কেবল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য ইহাকে বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, কৃষকদেহটা ত জড়বস্তু নহে—উহা ভগবদ্বস্তু। ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভগবদ্বর্শন বা সিদ্ধিবিশেষ। এজন্য এ সব কথা আমরা অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধিমধ্যে পৃথক্ আলোচনা করিব।

যদি বলা যায়, রামানুজ স্বপ্নসাহায্যে তিরুনারায়ণপুরে ভূগল তিলকচন্দনের স্থান জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বস্তুগত ব্যবধান তাঁহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত না, কিন্তু এ কথা বলিলে দুইটো দোষ ঘটিবে। প্রথম—তিনি নিজেই স্বপ্নকে চিত্তবিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; দৃষ্টান্ত—উক্ত তিরুনারায়ণপুরেরই ঘটনা আর দ্বিতীয় স্বপ্নে তাঁহার ভগবদ্বর্শন ঘটনাটী তাহা হইলে তাঁহার মনেরই ধর্ম্ম মনে যায়, ভগবদ্বর্শনের মাহাত্ম্য থাকে না। সুতরাং স্বপ্নদ্বারা তাঁহার বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি ছিল বলা চলে না। এখন স্থানীয় পণ্ডিত-বর্গ বিবেচনা করুন কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে সফল।

৪।৩২। অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি।

৪।৩২। অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি। এই বিষয়টী ধর্ম্মদর্শনমতে মাঝেই অতি প্রয়োজনীয় গুণ। জগতে এ পর্য্যন্ত যিনিই ভগবদবতারোপমা খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। অধিক কি, এমন অনেকে জন্মিয়া গিয়াছেন যাহারা বাস্তবিকই তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সম্মানলাভ ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই—এই গুণটী উল্লেখ্য আচার্য্যেই প্রচুর মাত্রায় ছিল। যাহা হউক ইহার তুলনা করিলে কে প্রতিভাত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দেখা যায়—

১। শঙ্কর, দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর গৃহে সূর্য্য আমলকীবৃষ্টি করাইয়াছিলেন।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭০৫

- ২। তিনি নদীর গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন ।
- ৩। তিনি নন্দাদার জলস্তুম্বন করিয়াছিলেন ।
- ৪। তিনি আকশমার্গে গমন করিয়াছিলেন ।
- ৫। তিনি পরকায়-প্রবেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু রামানুজে এ  
 ৫ প্রকারের কোন প্রকারই দেখা যায় নাই ।
- ৬। মঠায়তে দেখা যায়, শঙ্কর বলিতেছেন যে, পীঠাধিপতি  
 এক ব্যক্তির শরীরে তিনি বিরাজ করিয়া ধর্ম রক্ষা করিবেন । এজ্ঞ  
 পীঠাধিপতি সকলেই এখনও “শঙ্করাচার্য্য” উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন ।  
 রামানুজ কিন্তু নিজ প্রস্তরমূর্তিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাতে  
 শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং শিষ্যগণকে উক্ত মূর্তিকে সাক্ষাৎ  
 বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । ভূতপূরীতে উক্ত  
 প্রতিমাকালে রামানুজশরীরে ভয়ানক অবসাদ উপস্থিত হয় । এজ্ঞ  
 কেহ মনে করেন—রামানুজ উক্ত মূর্তিগধ্যে বিরাজমান থাকিয়া  
 বল করিতেছেন ।
- ৭। শঙ্কর, মধ্যার্জুন নামক স্থানে তত্রত্য শিবকে সকলের প্রত্যক্ষ  
 করাইলেন এবং তাঁহার অদ্বৈতমত—সত্য, তাহা শিবের মুখ দিয়া  
 প্রকাশিত করাইয়া সকলকে স্বগতে আনিয়াছিলেন ।
- ৮। রামানুজ কিন্তু তিরুনারায়ণপুরের রাজা বিট্টলদেবের সভায় দ্বাদশ  
 দিন পণ্ডিতকে একাকী সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিরস্ত  
 হইলেন । এজ্ঞ তিনি সভামধ্যে একস্থান বজ্রাবৃত করিয়া নিজ  
 পাদপাশে অনন্তমূর্তি ধারণ করিয়া সহস্রবদনে সহস্র লোকের সহস্র  
 প্রশ্নের উত্তর দেন । এই ঘটনা একজন জৈন, বস্ত্রের একদেশ  
 ছিঁট করিয়া গোপনে দেখিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়াছিল ।  
 কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, শঙ্করের ঐ কীর্তির দ্রষ্টা একজন নহে,

পরন্তু বহুসংখ্য ব্যক্তি । পক্ষান্তরে রামানুজের এ কীর্তির দ্রষ্টা একজন মাত্র জৈন ।

৮। শঙ্কর, কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সহস্র কাপালিককে নেত্রাগ্রিয়ার দক্ষ করিয়াছিলেন । অবশ্য প্রাচীনমতে এরূপ নরহত্যার অভিন্ন উল্লিখিত হয় নাই । তাহাতে আছে—ক্রকচের মন্ত্রবলে আবির্ভূত জৈন ক্রকচকেই শঙ্করের শিষ্য হইতে বলেন । রামানুজের এরূপ ঘটনা নাই ।

৯। শঙ্কর, মূর্খ তোটককে সর্ববিজ্ঞা প্রদান করেন ।

রামানুজ কিন্তু এরূপ কিছু করেন নাই, প্রত্যুত বৃদ্ধবয়সেও দক্ষিণ-মূর্তির নিকট তাঁহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।

১০। শঙ্কর হস্তামলকের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন । রামানুজ এরূপ কিছু করেন নাই ।

১১। স্বরেশ্বরের মূর্তির জন্ম জন্মান্তরের প্রয়োজন আছে, আর তিনি বাচস্পতি নামে জন্মিয়া তখন যে টীকা লিখিবেন, হারা সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, শঙ্কর এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । রামানুজ এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে । যথা—কূর্মক্ষেত্রে কুম্ভা চারিয়ার জন্ম কখন, ইত্যাদি ।

১২। শঙ্কর (ক) নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মূর্তি, (খ) হুয়া হইতে স্বর্ষীকেশের বিষ্ণুবিগ্রহ, (গ) পাণ্ডাগণ কালযবনের ভয়ে জগদ্বাসী উদরস্থিত বর্তমান রত্নপেটীকা চিহ্নাত্মদের তীরে লুকাইয়া রাখিয়া হুয়া ভুলিয়া গেলে সেই রত্নপেটীকার উদ্ধার করেন, ইত্যাদি ।

রামানুজও তদ্রূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সম্পৎকুমারের মূর্তি ত্রিকনারায়ণ-পুরে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন । দিল্লীতে সম্রাট প্রাসাদে রাজকুমারীর গৃহাভ্যন্তরে উক্ত সম্পৎকুমারের উৎসব-বিলাস-শ্লেচ্ছাদি-সর্বজন-সমক্ষে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হন ।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭০৭

১০। শঙ্কর, মৌনাস্থিকেতে একটি মৃত শিশুর পুনর্জীবন প্রদান  
হইলেন। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় না।

১১। শঙ্কর, জননীকে অন্তিমকালে শিব ও পরে বিষ্ণুরূপ  
দেখাইয়াছিলেন। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় না।  
রামানুজ, ধনুর্দাসকে শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব সুন্দর চক্ষু দেখাইয়া-  
হু, তাহাতেই ধনুর্দাসের জীবন পরিবর্তিত হয় ও সে সেই অবধি  
রামানুজের শিষ্য হয়।

১২। শঙ্করের যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি সুবদ্বারা বহু  
দেবতার বহুবার তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ করেন ও পরের প্রত্যক্ষীভূত  
হইলেন; যথা—(ক) বাল্যে লক্ষ্মীদেবী, (খ) মধ্যার্জুনে মধ্যার্জুন-  
(গ) মাতার অন্তিমকালে শিব ও বিষ্ণু, (ঘ) মণ্ডন-পরাজয়-  
দেবী, (ঙ) কাশ্মীরে শারদাপীঠে সরস্বতী দেবী, (চ)  
ত্র্যম্বক দেবীর সম্মুখে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইত্যাদি।

১৩। শঙ্করের রামানুজের জীবনে এরূপ দেবতাপ্রত্যক্ষ কেবল  
শারদাপীঠে হইয়াছিল। অগুত্র সবই স্বপ্নে বা ছদ্মবেশে অথবা  
কোনটীও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নহে। স্বপ্নে দর্শন যথা—(ক)  
বিচিত্র বিচারকালে, (খ) বাদবপ্রকাশকর্তৃক শিষ্যত্বগ্রহণকালে,  
অনন্তেশ্বরপুরে সম্পৎকুমার বিগ্রহের উদ্ধার ও তিলকচন্দনলাভ-  
(গ) অনন্তেশ্বর বা জগন্নাথে পূজাপ্রস্থার পরিবর্তনকালে, (ঙ)  
সিদ্ধুদীপে তিলকচন্দন ফুরাইলে; (চ) দিল্লীতে রামপ্রিয়  
(ছ) এবং মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে। ছদ্মবেশে যথা;—(জ)  
(ঝ) সিদ্ধুদীপে, (ঞ) তিরুকুরুগুড়ি নামক স্থলে।  
(ট) শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ, (ঠ) কাঞ্চীতে বরদরাজ,  
(ড) বেঙ্কটেশ, (ঢ) সুন্দরাচলে সুন্দরবাহু, ইত্যাদি।

১৭। রামানুজের সহিত সুন্দরবাহ, রঙ্গনাথ ও বরদরাজ প্রভৃতি  
বিগ্রহগণ মনুষ্যের মত কথাবার্তা করিতেন। কিন্তু ইহা অপরের প্রতি-  
গোচর হইত বলিয়া শুনা যায় না। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

১৮। রামানুজের প্রসাদ খাইয়া এক বণিকের দুর্দমনীয় কার্য  
অন্তর্হিত হয় এবং পরে সে রামানুজের শিষ্য হয়। শঙ্করে এরূপ ঘটনা  
নাই।

১৯। রামানুজ প্রায় তিনটি স্থলে রাজকুমারীগণের ব্রহ্মরাজ্য  
করিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২০। রামানুজ যখন শ্রীরঙ্গমে দ্বিতীয় বার আসেন, তখন রাজা  
রঙ্গনাথ, রামানুজকে (ইহ ও পরজগতের প্রভুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।  
শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২১। রামানুজ তিরুপতিতে যাইলে তঁথায় ভগবান্ বেকটেন  
ভগবান্ রঙ্গনাথের কথাই সমর্থন করেন।

কাশীতে বিষ্ণেখর শঙ্করকে ভাষ্যপ্রচার করিতে বলিয়াছিলেন  
কিন্তু ইহপরজগতের প্রভুত্ব দেন নাই।

২২। রামানুজ এক গোয়ালিনীকে তাহার মুক্তির জন্য বেকটেন  
উপর একখানি পত্র দিয়া তাহাকে তিরুপতিতে পাঠান।  
বিষয়—গোয়ালিনী তিরুপতি আসিয়া ভগবানের সমক্ষে যেমন যত্ন  
প্রণিপাত করিল, আর উঠিল না। মতান্তরে সে ভগবানের  
মিথিয়া যায়। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২৩। রামানুজ-জীবনে রামানুজের জন্ম অপরেরও প্রতি জন্ম  
স্বপ্নাদেশের কথা দুইটি শুনা যায়; যথা—(ক) যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট  
কালে যজ্ঞমূর্ত্তিকে স্বপ্নদান, এটি কিন্তু মতান্তরে। (খ) যখন  
রামানুজের শিষ্য হইবার জন্ম স্বপ্নদান। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭০৯

১১। রামানুজকে কাশ্মীরে শারদাদেবী দর্শন দান করিয়া তাঁহার তিনি নিজ মন্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করভাষ্য মন্তকে দান নাই। তবে এই মন্তকে রাখাও মতান্তর ।

১২। রামানুজ পুরোহিতগণপ্রদত্ত বিষ জীর্ণ করিয়াছিলেন। আর চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যলাভ করেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

১৩। রামানুজকে কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ অভিচার করিয়া নিজেরাই হইয়াছিলেন।

১৪। ভগবৎ অভিচার করিয়া অভিনব-গুপ্ত তাঁহার শরীরে ভগবৎ প্রকাশ করিয়া দেয়। অবশ্য এ স্থলে রামানুজ অপেক্ষা শক্তি অল্প, কি অভিনব-গুপ্ত অপেক্ষা পণ্ডিতগণের শক্তি অল্প, তাহা না।

১৫। ভগবান্ হৃন্দরবাহু রামানুজকে ভগবদবতার ও মহাপূর্ণের পিতৃগণেরও গুরু বলিয়া সর্বসমক্ষে একবার প্রচার করেন এবং রামানুজ-শিষ্য প্রণতার্জিহরকে রামানুজের শরণ গ্রহণ করিতে করিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

১৬। রামানুজের আদেশে দাশরথি এক গ্রামের এক জলাশয়ে পান করিয়া থাকেন, গ্রামের লোক তাঁহার চরণোদক পান করিয়া থাকে। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

১৭। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রামানুজকে প্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি রামানুজের শরীরে বামুনাচার্যকে দেখিয়াছিলেন। শঙ্করে তাহা নাই।

১৮। রামানুজের কুপায় এক মূকের মুকত্ব সারিয়া যায় ও তাহার দৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহার দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক কোন

শঙ্করের জীবনেও তোটকাচার্যের সর্ববিধা স্মৃতির কথা এবং হস্তাধারক মুকত্ব আরোগ্যের কথা আছে এবং তাঁহাদের কৃত স্তবাদিও আছে।

এই সকল ঘটনার মধ্যে রামানুজের সঙ্গে ভগবানের বৈষ্ণব কথা বার্তার কথা শুনা যায়, তাহাতে মনে হয় রামানুজের বিপদের সময় ভগবান কেন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। ইহা কিন্তু বুঝা যায় না। যাহা হউক এতদূর কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাত সত্যপ্রচারে সমর্থ তাহা স্থায়ী পাঠকদের বিচার্য বিষয়।

৫৩৩। আত্মনির্ভরতা বা ভগবান্নির্ভরতা।

৫৩৩। আত্মনির্ভরতা বা ভগবান্নির্ভরতা। শঙ্করে ইহার পূর্ণ প্রচুর। সমগ্র ভারত-বিশ্বত, বাদে সিংহসদৃশ, বৌদ্ধ-জৈন-নিধন-মত বিচারকালে প্রাণান্তপণ পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত, মহাপণ্ডিত কুমারী প্রসঙ্গ ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত। এত বড় মহাপুরুষের নিকট যুবক শঙ্কর যাইতেছেন—তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা বার্তিক নিবৃত্তি দ্বিতীয়,—উক্ত কুমারিলস্বামী যে মণ্ডনমিশ্রকে নিজের অপেক্ষা বড় বলিয়া শঙ্করকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন, শঙ্কর তথায় যাইয়া তাঁহাকে অপেক্ষা বিদূষী তাঁহারই ভার্যাকে বিচারে মধ্যস্থ্য মানিলেন, তাঁহা যে স্বভাবতঃ স্বামীপক্ষপাতিনী হয়, ইহাতে তাঁহার মনে কোন ইতরতা হইল না। তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন—মনে করিলেন; পরাজয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। তৃতীয়—যখন কিছুতেই সন্ন্যাসে অনুমতি প্রদান করিলেন না, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কালাপেক্ষা করিতে লাগিলেন—এই যে নিশ্চয়ই ভগবান্ তাঁহাকে সন্ন্যাসের সুযোগ করিবেন। ইহারই কিছুদিন পরে তিনি কুস্তীরকর্জুক আক্রান্ত ও জননীর অনুমতি লাভ করেন। চতুর্থ—বিদর্ভরাজ শঙ্করকে



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

: ৭১১

দ্বিতীয়ে যাইতে নিবেদন করিলেও শঙ্কর তথায় গমন করেন ; তিনি  
করচর ভয়ে ভীত হন নাই ।

সামান্যজ্ঞেরও ঐরূপ শক্তির অনন্ডাব ছিল না । প্রথম—বিন্ধ্যাচল হইতে  
সামান্যকালে তাঁহার ভগবন্নির্ভরতা দেখা যায় ; দ্বিতীয়—মহাপূর্ণের সঙ্গে  
ঈশ্বরবাক্যকালে নিজ পত্নীকে সংবাদ না দিয়া গমন ; তৃতীয়—সন্ন্যাস-  
প্রণ কালে ; চতুর্থ—যজ্ঞমূর্ত্তির পরাজয়ব্যাপার ; পঞ্চম—তিরুনারায়ণ-  
পুর তিনকচন্দনলাভ ; ষষ্ঠ—দিল্লীতে সম্পৎকুমার বিগ্রহলাভ । সপ্তম—  
মহাপূর্ণের নিকট লব্ধ গন্তের প্রকাশ, ইত্যাদি বহু স্থলেই আচার্য্য  
সামান্যজ্ঞের ভগবন্নির্ভরতা দেখা যায় । ইনিও দিগ্বিজয় যাত্রা করিয়া  
ছিলেন ; তবে সর্বদেশের সর্ব পণ্ডিতকেই বিচারে আহ্বান করিয়া-  
ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না ; কারণ ( ১ ) মৃত্যুকালে পশ্চিমদিকের এক  
পণ্ডিতকে জয় করিয়া স্বমতে আনিবার জন্ত তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া  
ছিলেন । ইহাকে তিনি জয় করিয়া যান নাই । সম্ভবতঃ ইহা শৃঙ্গেরী  
প্রার্থার মতে । ( ২ ) তিনি শিষ্যগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও  
শিষ্যগণের পথে চিত্রকূট নামক একটি শৈবপ্রধান স্থান পরিত্যাগ  
করেন । এই দুইটি স্থলে আত্মনির্ভরতা বা ভগবন্নির্ভরতার অভাব যেন  
প্রমাণিত হইয়াছিল মনে হয় । যাহার যত সত্যলাভ হয়, তাঁহার  
তত অধিক না হইবারই কথা । যাহা হউক এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ  
প্রমাণে কাহার সামর্থ্য কতদূর অধিক তাহা সুধীপাঠকবর্গের বিচার্য্য ।

৬৩৪ । উদারতা ।

৬৩৪ । উদারতা । উদারতা সম্বন্ধে উভয়ের চরিত্রবিচার একটু  
করিয়া বোধ হয় । শঙ্কর-জীবনে প্রথম দৃষ্টান্ত—কাশীধামে চণ্ডালরূপী  
পন্নয়ন । তিনি যে চণ্ডালকে যেন স্বর্ণার সহিত পথ ছাড়িয়া দিবার জন্ত  
করিতেছিলেন, তাঁহার মুখে তিনিই যখন পরমুহুর্ত্তে জ্ঞানের কথা

শুনিলেন, তখন তিনি সেই চণ্ডালকেই গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়া  
 তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়—মাতৃদেহের সংস্কারকালে  
 শূদ্র নায়ারগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার মতীদ্বিচারে  
 রাজার নিকট সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিনি  
 জলাচরণীয় জাতিমধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। তৃতীয়—শঙ্কর নানা  
 দেবদেবী কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না, সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান  
 করিতেন। চতুর্থ—তিনি নানা সম্প্রদায়ের 'মত' খণ্ডন করিয়াছেন বটে,  
 কিন্তু সে খণ্ডন—যদি তাহারা বেদ বা ব্রহ্মকে অস্বীকার করিত তবেই।  
 বেদ মানিয়া সর্ব বস্তুতে অনুশ্রুত ব্রহ্মবস্তুকে স্বীকার করিলে, কোন  
 বহিরঙ্গ সাধনের প্রতি নির্ভর না করিয়া প্রকৃত সাধনের প্রতি লক্ষ্য  
 রাখিলে, আর তিনি বড় কিছু বলিতেন না। তিনি রামেশ্বরে একবার  
 শৈব এবং অগ্নত্র শাক্ত ও বৈষ্ণবপ্রভৃতি মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।  
 আবার অগ্নত্র ঐ সকল মত খণ্ডনও করিয়াছিলেন। এইরূপ, তিনি  
 অনন্তানন্দগিরি প্রভৃতির মতে পঞ্চ উপাসক ও কাপালিক মত খণ্ডন  
 করিয়া পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন—শুনা যায়। চিত্রধারণ করিলেই  
 হয়—এই প্রকার মুঞ্চজনোচিত কথার উপর তিনি বড় ধৃষ্টতাবৃত্ত  
 ছিলেন। ফলে এতদ্বারা আচার্য্যের এক প্রকার সার্বভৌম উদারতার  
 পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম—উগ্রভৈরবকে নিজ মন্তকদানে সম্মতিও এক  
 প্রকার উদারতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা পঞ্চম  
 প্রকার প্রবৃত্তির মধ্যেই গণ্য হইতে পারে বলিয়া আমরা ইহা সে স্থানে  
 আলোচনা করিয়াছি। ষষ্ঠ—শঙ্কর, মণ্ডনের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মণ্ডনকে  
 অগ্ন শিষ্যবর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, এজন্য অগ্ন শিষ্যগণ মণ্ডনকে  
 পূর্বসংস্কারের কথা তুলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বলিলেও আচার্য্যের তাবৎ  
 হইত না। সপ্তম—অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে অভিচার করিয়াছে জানিয়া



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭১৩

নি তাহার উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নাই। এমন কি  
যখন বলপূর্বক পুনরভিচার করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বিস্তর  
করিয়াছিলেন। অষ্টম—বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট তিরস্কৃত হইলেও  
তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন।

কান্তরে রামানুজ-জীবনে উদারতার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। প্রথম,—  
কৈশরী শূদ্র হইলেও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্বের জন্য  
কর্তৃত্ব হইয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের অশেষ আপত্তিসঙ্গেও তিনি  
কর্তৃপাত করিতেন না। দ্বিতীয়—রামানুজ দিল্লীশ্বরের নিকট  
রামপ্রিয় মূর্তি উদ্ধার করিয়া যখন মেলকোটে আসিতেছিলেন  
তখন কতকগুলি অতি নীচ জাতির সাহায্য প্রয়োজন হয়।  
নওমতে বিগ্রহ-বহন-কার্য্যার্থ, কোনও মতে দস্থ্যদিগের হস্ত হইতে  
কৃত।) কলে, ইহার জন্য রামানুজ দেশাচারের বিরুদ্ধে উক্ত  
মতিকে বাৎসরিক উৎসবে রামপ্রিয়ার মন্দিরমধ্যে প্রবেশা-  
প্রধান করেন। কোনও মতানুসারে কেবল মেলকোটে নহে,  
কল্লুর ও শ্রীরঙ্গমেই এই প্রথা। অবশ্য ইহারা বাহিরে আসিলে  
গৌরীমত ধোত করিয়া পুনরায় উৎসবকার্য্য চলিতে থাকে।  
মেলকোটে পলায়নের সময় রামানুজ সশিষ্য এক ব্রাহ্মণের বাটী  
গমন। ব্রাহ্মণপত্নী রামানুজ প্রভৃতি সকলের জন্য অন্ন প্রস্তুত  
করিয়া ইত্যন্ত করিতেছিলেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহার  
অন্ন পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতে  
না দাখ্য করেন। অপর মতে তিনি নিজে আহার করেন  
কিন্তু শিষ্যগণকে খাইতে বলিয়াছিলেন। চতুর্থ,—গোষ্ঠীপূর্ণের  
কালে তিনি আপামরসাধারণকে তাহা দিয়াছিলেন।  
অনধিকারী পর্য্যন্ত বিচার করেন নাই। অবশ্য, মুখ্যতঃ

ইহা পরোপকারপ্রবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত হইলেও উদারতার ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে । পঞ্চম—রামানুজ দেবরাজমূর্তির বিজ্ঞাবুদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন ও বলিতেন যে “আমি তাঁহার সমকক্ষ নহি, কেবল বরদরাজের কৃপায় তিনি আমার শিষ্য হইয়াছেন ।” ষষ্ঠ—কাশ্মীরে পণ্ডিতগণের অভিচারের কল পণ্ডিতেরাই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে রাজার অনুরোধে রামানুজ তাঁহাদিগকে সুস্থ করেন । সপ্তম—রঙ্গনাথের প্রধান অর্চক বিষপ্রদান করিলে কোন মতে, রামানুজ তাঁহার উদ্ধারের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন । অষ্টম, তিরুভেলি তিরুনাগরিতে রামানুজ চণ্ডাল রমণীকে যখন সরিয়ে বলেন, তখন উক্ত রমণীর কথা শুনিয়া রামানুজ ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে ভগবৎসমীপে স্থান দেন । নবম—শ্রী ধর্মরাজের সদৃশ দেখিয়া রামানুজ স্নান করিয়া তাহারই হস্ত ধারণ করিয়া আসিতেন এবং শিষ্যগণ প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

সুতরাং বলা যাইতে পারে—এই গুণটী উভয়েরই যথেষ্ট ছিল, এবং ইহার বিপরীত অনুদারতারও দৃষ্টান্ত ইহাদের মধ্যে দেখা যায় । জগৎ ইহার ফলাফল আলোচনা করিতে হইলে ইহাদের অনুদারতার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক । এখন এতদ্বারা প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর সমর্থ তাহা সুধীপাঠকগণ নির্ণয় করুন ।

৭।৩৫। উত্তম, উৎসাহ ।

৭।৩৫। উত্তম, উৎসাহ । মহৎচরিত্রে উত্তম ও উৎসাহের কত উপযোগিতা তাহা বলাই বাহুল্য । আচার্য শঙ্কর-জীবনে ইহা দৃষ্টান্ত ;—( ১ ) গুরুগোবিন্দপাদের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট ( ২ ) ব্যাসের সহিত সুদীর্ঘ বিচার । তিনি স্নানে যাইতেছিলেন



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭১৫

দর ব্যাস আসিয়া বিচার প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারের  
 প্রস্তুত হইলেন । (৩) ভাষ্ক-রচনার জন্ত বদরিকাশ্রম গমন । (৪) কাশ্মীরে  
 গির্জাগুলীর কথা শুনিবামাত্র তথায় গমনে উদ্যত হন । ভগবদ্র  
 রোগজন্য তাঁহার শরীর দুর্বল থাকিলেও তিনি দৃকপাত করেন নাই ।  
 (৫) ব্যাসের আদেশে কুমারিলের নিকট গমন । কুমারিল  
 কল মণ্ডনের নিকট যাইবার পরামর্শ দেন, আচার্য্য তদুত্তরেই মাহিম্বতী  
 যাত্রা করেন, কষ্টবোধ বা হতাশার কোনরূপ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই ।  
 (৬) মণ্ডনের পত্নীর নিকট কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত  
 সঙ্গ-প্রবেশ করিয়াও স্বকার্যসাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই ।  
 (৭) মধ্যার্জুনে জনসাধারণ, শিবের কথা না শুনিলে তাঁহার মত  
 গ্রহণ করিবেন না, ইহা তিনি শুনিয়া তদুত্তরেই শিবের স্তুতি করিতে  
 উদ্যত হন ও সাধারণকে শিববাক্য শ্রবণ করাইলেন । (৮) সমগ্র  
 জগৎ ভ্রমণ । (৯) সর্বত্র দিগ্বিজয় । এ সকলই আচার্য্য শঙ্করে  
 ঐশ্বর্য্য ও উৎসাহের প্রকৃষ্ট পরিচয় ।

শঙ্করে আচার্য্য রামানুজ-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর ; যথা—  
 (১) হৃৎপুত্রে থাকিয়া পাঠের অশ্রুবিধা হওয়ায় একাকী কাঞ্চী-  
 বাদবপ্রকাশের নিকট অবস্থান করেন । (২) মন্ত্রদানে কাঞ্চী-  
 পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানেও রামানুজ হতোৎসাহ হন নাই ।  
 (৩) বামনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মহাপূর্ণের সহিত  
 যাত্রা করেন, গৃহে সংবাদ দিবার দিকেও দৃষ্টি নাই । (৪) কাঞ্চী-  
 বদরাজের উত্তর শুনিয়া তদুত্তরেই মহাপূর্ণের উদ্দেশে  
 যাত্রা । (৫) মালাধর ও লীশৈলপূর্ণের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস ।  
 (৬) বোধানবন্তির জন্ত কাশ্মীরে যাত্রা । (৭) পাঞ্চরাত্রপ্রথা  
 অনন্তশয়ন ও জগন্নাথদেবের সহিতই বিরোধ করিতে

রামানুজ প্রস্তুত—কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন । (৮) দাশরথির নিরভিমানিতা শুনিয়া স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে আন্তর্লুইয়ের স্বত্ত্বানু হইতে আনয়ন করেন । (৯) গোষ্ঠীপূর্বের নিকট ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও মন্ত্ৰলাভ । (১০) প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ । (১১) প্রায় সর্বত্র দিগ্বিজয় । (১২) তীর্থযাত্রা । (১৩) দিল্লীতে যাদবাদ্রিপতির উৎসব-বিগ্রহ আছে শুনিয়া তথায় গমন ।

এতদ্বারা দেখা যায়, উভয়েরই এ গুণের কোনরূপ ন্যূনতা নাই। ষাঁহার জীবন যেমন দীর্ঘ, তিনি তেমনিই উত্তম ও উৎসাহের পরিচয় দিতেছেন। তবে যদি নিতান্তই বিশেষত্ব অব্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইটুকু বলা যায় যে, রামানুজ, জীবনের শেষার্ধ্বে এক শ্রীরঙ্গমই অতিবাহিত করেন, কোথাও গমন করেন নাই; কিন্তু শঙ্কর কোথাও দীর্ঘকাল বিশ্রাম বা অবস্থানই করেন নাই এবং তথাপি তাঁহার আচরণ ঔদাসীন্য সর্বত্রই লক্ষিত হইত; রামানুজে তৎপরিবর্তে একটা মে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—এই মাত্র বিশেষ। এখন এ বিষয়টি প্রকৃত বিবেচনাদূর কাহার পক্ষে অনুকূল তাহা সুধীবৃন্দ বিচার করুন।

৮৩৬। উদ্ধারের আশা।

৮৩৬। উদ্ধারের আশা। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপই নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার স্তবাদিতে ইহার অল্পখা দেখা যায়, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের উক্তি নয়। উহা অপরের উক্তি বিশেষ। এজন্ত প্রমাণ—তাঁহার গদ্যস্তব বলা হয়।

রামানুজের জীবনে, কুরেশ যে সময় বরদরাজের কৃপায় চম্ভরাজকে মুক্ত করিয়াছিলেন সে সময় কুরেশের ভক্তি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এত দিনে তিনি জানিতেন যে কুরেশের সম্ভবশতঃ তাঁহারও উদ্ধার হইবে। এতদ্বারা কে কহিবেন



; গুণাবলীর দ্বারা তুনলা ।

৭১৭

নিজ আদর্শের নিকটবর্তী তাহা বুঝা যায়। বাহা হউক, ইহা হইতে প্রকৃত বিষয় কাহার উপযুক্ততা কিরূপ তাহা স্বধীগণের বিচার্য।

২০৩৭। ঔদাসীন্ত বা অনাসক্তি।

২০৩৭। ঔদাসীন্ত বা অনাসক্তি। ব্রহ্মজ্ঞের ইহা স্বাভাবিক লক্ষণ।

দ্বিতীয়দিকে ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত,—আচার্য যখন মাতার সংকার করিয়া শিষ্যগণের অপেক্ষায় কেরল দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন দ্বিতীয় হইতে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি যথার্থিকে দেখিয়া অপরিচেতের দ্বারা উপবিষ্ট রহিলেন, কোন স্মরণই করিলেন না। দ্বিতীয়,—যে ভাষ্যের বার্তিক রচনার জন্ত গুরু, কুমারিলের নিকট গমন করেন এবং পরে তাঁহার কথামত ভাষ্যে পরাজিত করেন, অথচ সেই বার্তিকেরই জন্ত শঙ্কর, স্বতঃপ্রবৃত্ত ইহা মণ্ডনকে কোন আদেশ করিতেছেন না। মণ্ডন আসিয়া মন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে উহা রচনা করিতে বসিলেন। তৃতীয়,—উগ্রভৈরবকে নিজ মস্তকদান করিলে দিগ্বিজয় কৰ্ম্ম সম্পন্ন থাকিবে, তাহা জানিয়াও তিনি তাঁহাতে সম্মত হন। চতুর্থ—নিবন্ধপুস্তককর্তৃক অভিচারকালে শঙ্করের প্রতিকারপরামুখতা, ইত্যাদি।

পঞ্চমতঃ রামানুজ-জীবনে এ জাতীয় ঔদাসীন্তের দৃষ্টান্ত একটী মাত্র। যথা,—কাকীতে বাদরপ্রকাশ রামানুজকে সঙ্গে লইয়া বাদর ব্রহ্মরাক্ষস মোচন করিতে আসিলে রাজা যখন উভয়কেই বন্দন করেন, রামানুজ তখন তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া গুরু প্রকাশের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। এজন্য পাঠকবর্গ বিচার করুন কহু বোদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রকাশে সমর্থ।

১০৩৮। কর্তব্যজ্ঞান।

১০৩৮। কর্তব্যজ্ঞান। সাধক অবস্থায় ইহার উপযোগিতা

যথেষ্ট। শঙ্কর-জীবনে দেখা যায়—তাহার ব্যবহার কার্যই তাহার গুরু, ভগবান্ বিশ্বনাথ এবং ব্যাসদেবের আদেশে অহুষ্টিত। ইহার তাহাকে ভাষ্যাদি রচনা ও প্রচার করিতে আদেশ না করিলে তিনি বোধ হয় কখনই দিগ্বিজয়াদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। শিষ্যগণের অনুরোধও এই কর্তব্যজ্ঞানের সহকারী কারণ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবার পূর্বে তাহার সন্ন্যাসের জন্ত যে কর্তব্য বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল তাহার হেতু তাহার শাস্ত্রজ্ঞানই বলিতে হইবে। কলহ, কর্তব্যজ্ঞান আচার্য শঙ্করে বোধ হয় পূর্ণমাত্রায় বর্তমানই ছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজেও ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবগণ তাহাকে বৈষ্ণবসমাজের নেতা করিলে তিনি তাহার কর্তব্য কর্মের কোন ক্রটি করেন নাই। অর্চকগণ বিষয়যোগে তাহাকে মারিত চেষ্টা করিলেও তিনি কর্তব্যকর্মে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে ভগবৎ সেবাকেই তিনি মুখ্যকর্তব্য জ্ঞান করিয়া তাহার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কর্তব্যজ্ঞানানুযায়ী আচরণে উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ তারতম্য আছে, তাহা বলা যায় না। তবে এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ইহার বিরুদ্ধস্থলও বিচার্য। এজন্য যথাস্থানে কর্তব্যজ্ঞান-হীনতা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। এখন এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপত্তি সত্যপ্রচার কে কিরূপ সমর্থ তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিচার করুন।

১১। ৩২। ক্ষমাগুণ।

১১। ৩২। ক্ষমাগুণ। ক্ষমাগুণ যাহার যত অধিক থাকে তিনি তত সাংসারিক বা জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞে চরিত্রে ইহা অতিশয় প্রস্ফুটিত হয়। ইহা তাহাদের স্বাভাবিক



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭১৯

১। শঙ্করে এই ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায় । প্রথম—  
 শঙ্করের জ্ঞাপ্তিগণ, শঙ্করের বিষয়লোভে শঙ্করের পূজনীয় জননীর চরিত্রে  
 ঘোষারোপ করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, শঙ্কর  
 তাহাদিগকে ক্ষমা করেন । এজন্য আর তাঁহারা বেদ বহির্ভূত হন।  
 ২। দ্বিতীয়—মল্লপুত্র নামক স্থানে কুক্কুরসেবকগণ আচার্য্যকর্তৃক  
 ক্ষমিত হইলে যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তিনি হাসিতে  
 তাহাদিগকে আবার উপদেশ দিয়া সংপথ প্রদর্শন করেন ।  
 ৩। তৃতীয়—অভিনবগুপ্ত অভিচার করিয়া শঙ্করের শরীরে ভগন্দর রোগ  
 প্রদান করিলে, পদ্মপাদ যখন অভিনবগুপ্তের উপর পুনঃ অভিচার  
 করিয়া দণ্ড করেন তখন শঙ্কর, পদ্মপাদকে বহুবার নিবেদন করিয়া—  
 ৪। চতুর্থ—রামেশ্বরে কতকগুলি শৈব, আচার্য্যকে ‘বঞ্চক’  
 দ্বারা তিরস্কার করে, আচার্য্য কিন্তু তাহাদিকে ভদ্রবচনে  
 ক্ষমা করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন । পঞ্চম—কাপালিকরাজ ক্রকচ,  
 শঙ্করের উপর অত্যাচার করিয়া এবং সুধম্মারাজের সহিত সংগ্রাম  
 করিয়া বহুদৈন্ত নিহত করিয়াও যখন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা  
 করে তখন তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, ইত্যাদি ।

৫। শঙ্করের জীবনেও ক্ষমা গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর । প্রথম—তিরুপতির  
 বণিকের ব্যবহার ক্ষমিত হইলেও তিনি বণিককে ক্ষমাই  
 করেন । প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন ।  
 ৬। দ্বিতীয়—সদনাথের প্রধান অর্চক রামানুজকে দুইবার বিষ প্রয়োগ  
 করিয়াছিল । তিনি প্রথমবার বিফল মনোরথ হইয়া দ্বিতীয়  
 বার হন । উভয় বারই তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন  
 ৭। তৃতীয়—একবারও অমঙ্গল কামনা করেন নাই, বরং তাঁহার উপায়  
 গ্রহণ করিয়া হৃদয়িত হইয়াছিলেন । চতুর্থ—কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ

যখন রামানুজের উপর অভিচার করে, তখন তাহাতে রামানুজের কতি  
না হইয়া পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের বধনাধনে প্রবৃত্ত  
হয়। এ স্থলেও রাজার প্রার্থনা অনুসারে রামানুজ তাঁহাদিগকে প্ররতিত্ব  
করেন। চতুর্থ—বাদবপ্রকাশ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু  
তিনি তাঁহাকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন। এখন এতদ্বারা কে কহিব  
বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ তাহা সুবীপাঠকবর্গ বিবেচনা  
করুন। অবশ্য এজন্ত অক্ষমা এবং শত্রুর মাদলসাধনও দ্রষ্টব্য।

১২১৪০। গুণগ্রাহিতা।

১২১৪০। গুণগ্রাহিতা। এই গুণটি ধর্মপ্রচারকে পক্ষে বিদ্যে  
উপযোগী। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত, যথা—১ম, কাশীধামে চণ্ডন-  
মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করা। ২ম—  
হস্তামলককে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে, তাঁহার পিতার নিকট  
হইতে ভিক্ষা করিয়া লওয়া। ৩য়—তোটকাচার্যের গুরুভক্তি  
তাঁহাকে সর্ববিদ্যাপ্রদান। ৪র্থ—মণ্ডনমিশ্র পূর্বে কর্মমতাবলী  
থাকিলেও পদ্মাপদ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই ভারবাহক  
করিতে অনুমতি প্রদান। ৫ম—পদ্মপাদের গুরুভক্তি দেখিয়া তিনি  
তাঁহাকে তাঁহার ভাষ্যখানি, অপর শিষ্য হইতে দুইবার অধিক পড়াইয়া  
ছিলেন। ৬ষ্ঠ—মাতার সংস্কারকালে নায়ারগণের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া  
তাঁহাদিগকে জলাচরণীয় জাতি মধ্যে গণ্য করা।

রামানুজ-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান  
যথা;—১ম—কাশীপূর্ণ শূদ্র হইলেও তাঁহার শিষ্যত্বলাভের চেষ্টা, পরে  
ও তাঁহাকে প্রণামপ্রভৃতি। ২য়—মহাপূর্ণকর্তৃক বরদরাজের  
যামুন্যচার্যকৃত স্তোত্রপাঠ শুনিয়া যামুন্যচার্যকে দর্শন করিতে ইচ্ছা  
যাত্রা। ৩য়—কুরেশ, শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে প্রেত



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭২১

৪র্থ—যজ্ঞমূর্ত্তি শিষ্যস্বীকার করিলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া  
 দান। ৫ম—তিরুভালি তিরুনাগরীতে চণ্ডাল রমণীকে গুরুর মত  
 প্রদর্শন। ৬ষ্ঠ—পথে একটা অপরিচিত বালিকার মুখে দ্রাবিড়  
 ব্রাহ্মণের গুলি তাহার গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ। ৭ম—পলায়নকালে  
 জন্মদেহে অপরিচিত ব্রাহ্মণীর অন্ন-ভক্ষণে শিষ্যগণকে অনুমতি দান।  
 ৮ম—রামপ্রিয় মূর্ত্তির বাহক চণ্ডালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার  
 প্রদান। ৯ম—ধনুর্দানকে ব্রাহ্মণশিষ্য অপেক্ষা আদর প্রদর্শন করা।  
 ১০ম—এক নীচজাতীয়া রমণী, উৎসব-দর্শনে গমন না করিয়া ফিরিয়া  
 গিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে তথায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া।  
 ১১ম—হরেশ, গোবিন্দ, দাশরথি প্রভৃতি শিষ্যগণের দেবোপম চরিত্র  
 দ্বারা তাহার আনন্দ—ইত্যাদি বহু দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্করের  
 মতে অপেক্ষা আচার্য্য রামানুজের জীবন যেমন দীর্ঘ, তদ্রূপ তাহার  
 গুণও অধিক। তন্নিম্ন শঙ্করে গুণগ্রাহিতা যেন ঔদাসীন্যপূর্ণ,  
 রামানুজে তাহা প্রেমমাখা বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহারই  
 আচার্য্য রামানুজ অতি অল্পসময়ের মধ্যে অত প্রবল অদ্বৈত-  
 বিবর্ত্তে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন, যাহা হউক এতদ্বারা  
 গুরুর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে উপযুক্ত তাহা স্বীকার্য্য।

১৩৪১। গুরুভক্তি।

১৩৪১। গুরুভক্তি। ইহা ব্যতীত বিচার ক্ষুদ্র হয় না। শঙ্করের  
 দৃষ্টান্ত; প্রথম,—গোবিন্দপাদের গুহা-প্রদক্ষিণ; দ্বিতীয়,—  
 তিনি নিরতিশয় গুরুভক্তিসূচক মনোভাব প্রকাশ করিয়া-  
 ইত্যাদি—গোবিন্দপাদের চরণ-পূজা; চতুর্থ,—গুরুদেবের সমাধির  
 জন্ত নর্ষদার জলরোধ; পঞ্চম,—পরমগুরু গোড়পাদের

প্রতি ব্যগ্রতাপূর্ণ অভ্যর্থনা । বস্তুতঃ এই সকল স্থলেই তাঁহার আত্ম-নিবেদনপূর্ণ অসাধারণ গুরুভক্তি দেখা যায় ।

পঞ্চাস্তরে রামানুজের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত আরও অধিক বলিয়া বোধ হয় । তাঁহার জীবনও যেমন দীর্ঘ এবং গুরুগণ-সহ অবস্থানও যেমন দীর্ঘ, গুরুভক্তির দৃষ্টান্তও তদ্রূপ প্রচুর এবং প্রেমপূর্ণ । রামানুজের একজন গুরু ছিলেন—বররঙ্গ । রামানুজ প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার জন্ত যত্নে ঘর প্রস্তুত করিতেন এবং বররঙ্গ, রঙ্গনাথের সম্মুখে নৃত্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাত্রবেদনা নিবারণ করিবার জন্ত, যত্নে তাঁহার গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ প্রভৃতি মর্দন করিতেন । কাঙ্ক্ষীপূর্ণ ও মহাপূর্ণের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহার বাধা ঘটায় তিনি স্বেচ্ছায়াগ করেন ।

শঙ্করে এ ধরনের গুরুসেবার কথা শুনা যায় না । অবশ্য, তাঁহার গুরুসম্মিলানে অবস্থানও যার-পর-নাই অল্প । তথাপি রামানুজের এই প্রকার প্রগাঢ় গুরুভক্তি থাকিলেও চোলাধিপতি শৈব কুমিকর্ষ, রামানুজকে পাইয়া তাঁহার গুরু মহাপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত করেন । রামানুজ গুরুকে সাক্ষাৎ যমের হস্তে ফেলিয়া পাঁচজনের পরামর্শে দেশব্যাপী করিয়া চলিয়া যাইলেন । কুমিকর্ষ তাঁহাকে পাইলে হয় ত ঘটনা ঘটাইত হইত । তবে কেহ কেহ বলেন—মহাপূর্ণ যে, কুরেশের সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহা, রামানুজ জানিতেন না ।

তাঁহার পর রামানুজের সহিত তাঁহার গুরু বাদবপ্রকাশ মালাধরেরও অনৈক্য-কথা এ স্থলে উত্থাপন করা চলিতে পারে । মালাধর যখন রামানুজকে শঠারি-সূত্র গ্রন্থ পড়াইতেছিলেন, তখন রামানুজ প্রায়ই মালাধরের ব্যাখ্যার উপর নিজে ব্যাখ্যা করিতেন । ইহার ফলে মালাধর, মধ্যে একবার রামানুজকে পড়াইতে অস্বস্তি



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭২৩

হিনেন, কিন্তু মহাপূর্ণের কথার আবার পড়াইতে সম্মত হইলেন।  
 প্রকাশের সহিত বিবাদের হেতুও তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা।  
 ইহা এক পক্ষে যেমন অশিষ্টাচার, অত্যাধিক তেমনি সত্যপ্রিয়তা  
 ষ্টবাদিতা বলা যাইতে পারে। এখন ইহা হইতে বেদান্ত-  
 সত্যপ্রচারে কাহার কতদূর সামর্থ্য হওয়া উচিত তাহা স্থধী-  
 র্গণ স্থির করুন।

১৪৪২ ত্যাগশীলতা।

১৪৪২। ত্যাগশীলতা। ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে এই গুণটি অতিশয় আবশ্যকীয়;  
 ব্রহ্মমাত্র যখন অবলম্বনীয় হয়, তখন ব্রহ্মভিন্ন যাবৎ বস্তুতে  
 হই আসে। গুরুগৃহে বাসকালে শঙ্কর ভিক্ষা করিয়া তাহা  
 গুরুচরণেই নিবেদন করিতেন। তৎপরে গুরুগৃহ হইতে  
 করিয়া স্বগৃহে বাসকালে শঙ্করকে কেরলরাজ 'রাজশেখর'  
 দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন ও  
 বহুদুরোধে রাজাকেই উক্ত ধন দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ  
 করেন।

গুরুগৃহবাসী রামানুজ কাঞ্চীরাজকুমারীর ভূতাপসারণ করিলে  
 তাহাকে যে ধন দান করেন, তাহা তিনি গুরুচরণে নিবেদন  
 করেন। তৎপরে তাঁহার সম্যাস অবস্থায় তিরুপতি-প্রদেশের  
 তিরুবেল ইলমণ্ডলীয় নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করিলে তিনি  
 তৎপূর্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণমধ্যে বিতরণ করেন।

সম্যাস উভয়ের জীবনে আর ত্যাগশীলতার বিশেষ স্থল জানিতে  
 পাই। শঙ্কর কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই।  
 রামানুজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন নাই এবং কখন ভিক্ষায় ব্যতীত  
 ভোগ করেন নাই। শঙ্করের সম্যাসজীবনে কোন দান

গ্রহণের প্রসঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায় না। রামানুজের কিন্তু যে ঘটনাটি সন্ন্যাসিজীবনেই ঘটিয়াছিল। শঙ্কর ও রামানুজ গুরুগৃহে থাকিবার কালে লব্ধ ধনাদি গুরুকে দিয়াছিলেন; শঙ্কর স্বগৃহে বাসকালে লভ্য ধন গ্রহণই করেন নাই। রামানুজ সন্ন্যাসকালে তাহা গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন এতদ্বারা কে কতদূর বোদ্ধ-প্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

১৫১৪৩। দেবতার প্রতি সম্মান।

১৫১৪৩। দেবতার প্রতি সম্মান। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে ইহা উপযোগিতা যথেষ্ট। কারণ, উপাসনার দ্বারা দেবতার আনন্দ এবং চিন্তের শুদ্ধি ও একাগ্রতা জন্মে। শঙ্কর, সকল তীর্থেই দেব-দেবীর দর্শন, স্তব ও স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন, কোনরূপ উপাসনা অথবা তীব্রতা বা ভাববিহীনতা তাঁহার দেখা যায় নাই, অথচ সন্মান জ্ঞানের অল্পতা তাঁহার কোন স্থলেই স্রুত হয় নাই।

রামানুজ, কিন্তু বিমুণ্ডিত কাহারও দর্শনাদি করিতেন না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তিনি তিরুপতি গমন করিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করেন নাই, পাদদেশমাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া কিরিত আসিবেন ভাবিয়াছিলেন। কারণ, তিরুপতি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্পর্শে তাহা কলুষিত হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব পূর্ব আরোহণ গণ ঐ পর্বতের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত তাঁহা মূর্ত্তি তথায় অত্যাধিক প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে সকলের অনুরোধে নিজে স্বয়ং শেষাবতার ভাবিয়া শেষরূপী উক্ত শৈলোপরি আরোহণ করেন। এক্ষণে তাঁহার সম্মানজ্ঞান যে অত্যধিক ও ভাববিহীনতা তাহা বলিতে হইবে। যাহা হউক এতদ্বারা প্রকৃত বিষয়ে সহায়তা হয় তাহা বিচারকগণ বিচার করুন।



## গুণাবলীর দ্বারা তুনলা ।

৭২৫

১৬৪৪। ধ্যানপরায়ণতা ।

১৬৪৪। ধ্যানপরায়ণতা । এতদ্বারা আমরা এক প্রকার গভীর  
 করেই লক্ষ্য করিতেছি । শাস্ত্রীয় কথায় ইহার অর্থ নাম সমাধি  
 হইবে । জীবনচরিতকারগণ অবশ্য উভয় জীবনেই ইহার উল্লেখ  
 করেন, আমরা কিন্তু ইহা যে স্থলে কোন ঘটনা-সম্বলিতরূপে বর্ণিত  
 আছে, সেই স্থলটাকেই ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার  
 ব্যাখ্যা করিতে চাই । উভয়ের জীবনচরিত্রলেখকগণই উভয়ের ভক্ত,  
 তাহাদের চক্ষে ইহারা ত সর্বগুণসম্পন্ন হইবেনই ; আর সেই  
 জন্যই কখন কখন অসত্য বর্ণনারও সম্ভাবনা ঘটিবেই, কিন্তু যাহা কোন  
 অনিশ্চিত, ভক্তির আবেগে তাহার অর্থ্যা হওয়া একটু কঠিন ;  
 ঘটনা-সম্বলিত ধ্যান-পরায়ণতাই আমাদের আলোচ্য হইলে  
 যাহা হউক ইহা যে ব্রহ্মবিজ্ঞার পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাতে  
 সন্দেহ নাই ।

জীবনে দেখা যায়, ইহা একস্থলে তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ।  
 ইহা হইলে উগ্রভৈরব যখন তাঁহার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি,  
 নুকাইয়া একটী নিভৃত স্থানে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন,  
 সেই অবস্থায় তাহা হইলে কাপালিক তাঁহাকে বলি দিয়া  
 ইচ্ছা সিদ্ধ করিতে পারিবে । এস্থলে ইহার সমাধি-অভ্যাসের  
 প্রিয় পাওয়া যাইতেছে যে, একজন তাঁহার মস্তক-ছেদন  
 তিনি কিন্তু তাহা জানিতে পারিবেন না । শঙ্কর-জীবনে সমাধির  
 কোন ঘটনার সম্বন্ধ, ইহা ভিন্ন আর দেখা যায় না । দ্বিতীয়,  
 তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার বেশ স্পষ্ট উল্লেখ আছে,  
 দীর্ঘনিদ্রা-কার্য্যে আদেশ দিয়া স্বয়ং ধ্যাননিরত থাকিতেন ।  
 রাত্রি-রচনাকালে বদরিকাশ্রমেরও এ কথার উল্লেখ আছে ।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে, কোন কোন জীবনিকারগণের বর্ণনাতঃ তাঁহার সমাধির কথা আছে; কিন্তু তাহা কোন ঘটনার সহিত নহুৎ নহে। ১য়,—শ্রীশৈল গমনকালে তথায় তিনি, তিন দিন অনাহারে ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। ২য়—অর্চকগণ বিষ-প্রসাদ করিলে রামানুজ সমস্ত রাত্রি ভগবচ্চিন্তা করিয়া সে বিষ জীর্ণ করেন। এতদ্ব্যতীত আর কোনও ঘটনা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া বোঝা হয়। এখন এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর নর্থ, তাহা স্থধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

১৭।৪৫। নিরভিমানিতা।

১৭।৪৫। নিরভিমানিতা। ব্রহ্মজ্ঞের ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক গুণ। শঙ্করে নিরভিমানিতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ১য়, দিগ্বিজয়কালে অনেক স্থলে অনেক ছুরাচারী কাপালিক প্রভৃতি আচার্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অতি রুঢ় ভাষায় সম্বোধন করিয়াছে, আচার্য কিন্তু শান্তগন্তীর ভাবে তাহার উত্তর দিয়া মাত্র। ২য়, মণ্ডনকে পরাজয় করিবার পর অনেকে ইহা উত্তম কৃতিত্ব বলিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ৩য়, দিগ্বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় কাপালিক নিকট মস্তকদানের সম্মতি—ইহার একটি অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত হইতে পারে। “আমার যশঃ হইবে” এরূপ অভিমান থাকিলে আর এ হইতে পারে না।

রামানুজের জীবনেও প্রায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, গণের নিকট তাঁহার নিরভিমানিতার বথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষ্য লিখিবার কালে তিনি কুরেশকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, এক জীবনিকারের



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭২৭

কৃষ্ণ বিচার করিবার জন্ত রামানুজের নিকট আগমন করেন, রামানুজ না কি বিচারের পূর্বেই নিজের পরাজয় স্বীকারে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এ কথা সত্য হইলে সম্ভাবিত পরাজয়-জন্ত ভগবানের তাঁহার ক্রন্দন অসঙ্গত হয়। এজন্ত এ দৃষ্টান্তটী গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়, বজ্রমূর্তি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও রামানুজ তাঁহাকে বন্দনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। চতুর্থ, এক কৈর্য্যাকামী হইয়া রামানুজের নিকট আসিলে রামানুজ তাঁহার পান করিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চম, শ্রীশৈলপূর্ণ ও কাঞ্চী-মন্দির নিকট এবং এক পেরিয়া রমণীর নিকট রামানুজ লজ্জা পাইলেও লজ্জা অভিমান করেন নাই, ইত্যাদি।

তদুপে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করে, তিরস্কৃত হইয়াও নিরভিমান পরিচয়স্থল আছে। কিন্তু রামানুজে লজ্জিত হইয়াও নিরভিমান বহু পরিচয়স্থল আছে। তবে শিষ্য ও মিত্রের নিকট মানিতার স্থল, বোধ হয়, উভয়েই সমান। শঙ্কর কদাচারী নিক প্রভৃতি বাদিগণকে কখন কখন 'মূঢ়' প্রভৃতি বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। শঙ্কর-শিষ্যেরা বলেন মূঢ়কে 'মূঢ়' বলিলে মন অল্পগ্রহ ও স্নেহভাব থাকে। সে যাহা হউক, নিরভিমানিতা পরিচিতে হইলে ইহার বিরোধী অভিমানও বিচার্য্য এবং তদনন্তর শঙ্কর প্রকৃত বিষয়ে উপযুক্ত তাহা বিচার করা উচিত।

১৮।৪৬। পতিতোক্কার প্রবৃত্তি।

পতিতোক্কার প্রবৃত্তি। ধর্মস্থাপন বা ধর্মসংস্কারার্থ যাহারা হইতেন, তাঁহাদের এই গুণটী একটী প্রধান লক্ষণ। শঙ্কর-জীবনে পতিতোক্কার প্রবৃত্তি যাহা দেখা যায়, তাহা খুব বেশী হইলেও—তাহার স্থাপন করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিলেও—তাহা ব্রাহ্মণজাতি-

প্রধান। অবশ্য বৌদ্ধ, জৈন, হুঁরাচারী, সুরাপায়ী, পরভ্রমণকারী, কাপালিকগণ ও বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তবে কণ্ঠাট উজ্জয়িনীর সেই ভৈরবের গল্প হইতে বলিতে হইবে যে, তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল—পতিত ব্রাহ্মণদের প্রতি, সর্ববিধ পতিতের প্রতি তাঁহার সমান লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজের মুখে বলিয়াছিলেন যে, স্তূষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, ইত্যাদি। তবে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি ভাব বিচার্য। তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মণগণ রক্ষিত হইলেই রক্ষিত হইবে, স্তূতরাং মূল রক্ষা করা অগ্রে কর্তব্য। তাঁহার নিজের অল্লায়ুস্তের জ্ঞান না থাকিলে তিনি কেবল মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখা পল্লবেও হয় ত জল সিঞ্চন করিতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তাঁহার এই ভাবের প্রমাণ আছে; যথা—“ব্রাহ্মণ রক্ষিতেন রক্ষিতঃ শ্রীং বৈদিকো ধর্মঃ” ইত্যাদি।

রামানুজ-জীবনেও এ প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। শ্রীরামমোহনদাস-এই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। এই ঘটনাটিকে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা রামানুজের পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির পরিচায়ক নহে। পরন্তু রমণীর প্রতি প্রেমের মাত্রানুসারে ভগবৎ-প্রেমের মাত্রাধিক্য হয় কি না—পরীক্ষা জন্য তিনি ধর্মদাসকে উদ্ধার করেন। কাহারও মতে ইহা তাঁহার বিশুদ্ধ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির কার্য্য। যাহা হউক রামানুজ বত পিতা সেবক করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সকল জাতিই ছিল। ব্যাধগণও রামানুজ গুরুজ্ঞান করিত। মেলকোটের পথে ব্যাধগণের কথা একজন ব্রাহ্মণ করিয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে ভগবদ্ভক্ত সকলেই এক জাতি। তথাপি শঙ্করের শ্রায় কদাচারিগণকে সুপথে আনয়ন তাঁহার জীবনে তত অধিক ঘটে নাই। অবশ্য ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭২৯

শঙ্করের পর প্রায় সকলেই শঙ্করের মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়া-  
 য়েন। কদাচারী ভীষণ কাপালিক আর তত ছিল না। বাহারা  
 র তাহার শঙ্কর-মতের মধ্যে থাকিয়াই গোপনে হয় ত ঐ কার্য  
 করে। রামানুজ যে এই জাতীয় ব্যক্তিগণের উদ্ধার সাধন করিয়া-  
 য়েন তাহাও শুনা যায় না। অবতারোচিতচরিত্রে এই গুণটি বিশেষ  
 প্রজন। এখন এতদ্বারা প্রকৃত বিষয়ে কতদূর আনুকূল্য হইবে  
 তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

১২৪৭। পরিহাস প্রবৃত্তি।

১২৪৭। পরিহাস প্রবৃত্তি। ব্যবহারক্ষেত্রে এই গুণটি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের  
 মন নাধারণ দৃষ্টিতে তাহার চরিত্রে মাধুর্য আছে বলিয়া বোধ হয়।  
 পরিহাস-প্রবৃত্তি একবার দেখা গিয়াছিল। আকাশমার্গ অবলম্বন  
 করিয়া মণ্ডন-গৃহে প্রবেশ করিলে, মণ্ডন কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা  
 করিল “কোথা হইতে মুণ্ডি?” শঙ্কর বলিলেন, “গলা হইতে সমস্তই  
 হইত্যাদি, ইহা একটা পরিহাসস্থলই বলিতে হইবে।

রামানুজের চরিত্রে পরিহাস-প্রবৃত্তির বহু পরিচয় পাওয়া যায়।  
 এক দিন তোণ্ডানুরের বিষ্ণু-বিগ্রহ ‘তোণ্ডানুর নম্বীকে’ বলেন যে,  
 তোণ্ডানুরের নিকট লইয়া চল, আমরা এক সঙ্গে শিকার ক্রীড়া  
 তোণ্ডানুর তদনুসারে ভগবানকে লইয়া মেলকোটে আসেন।  
 তাহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন ও ভগবানের জন্ত  
 ভোগের ব্যবস্থা করেন। রামানুজের ৫২ জন শিষ্য এই  
 জন্ত আগ্রহ করেন। ওদিকে মন্দিরের সেবকগণেরও  
 আগ্রহ হয়। কলে, বিবাদ রামানুজের নিকট আসিল।  
 পরিহাস করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন ‘যাও তোমরা কাড়িয়া  
 দিয়া, আর এক দিন উৎসবকালে দাশরথির হস্ত ধারণ করিয়া’

৭৩০

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

কাবেরী গমন করেন, কিন্তু স্নান করিয়া শূদ্র ধনুর্দাসের হস্তধারণ করেন।  
লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “পাছে দশরথি ভাবে যে ইহাতে  
তাহার হীনতা হয়।” তৃতীয়, যজ্ঞেশ্বর সঙ্গে ব্যবহারটিও ইহার দ্বারা  
একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। চতুর্থ, তিরুকুড়ুমুড়িতে ভগবানকে  
উপদেশ প্রদান ইত্যাদি। এখন ইহার দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ন্য-  
প্রচারে কে কতকহর সমর্থ তাহা স্মৃতি পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২০।৪৮। পরোপকারপ্রবৃত্তি ও দয়া।

২০।৪৮। পরোপকারপ্রবৃত্তি ও দয়া। ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে এই গুণই  
একটি প্রধান সহায়। তাঁহাদের ইহা স্বাভাবিক গুণই হয়। এই  
পরোপকারপ্রবৃত্তি শঙ্করের যে ভাবে দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ  
এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম—বানাদেবীর  
আমলকী ফল ভিক্ষা লইয়া এক ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনার্থ লক্ষ্মীদেবীর নিকট  
প্রার্থনা। দ্বিতীয়—আচার্য্য, যখন মুকাশিকা গমন করেন, তখন এক  
রমণীকে মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শঙ্কর বোধহয়  
বিচলিত হইলেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুত্র  
পুনর্জীবন প্রদান করেন। তৃতীয়—শ্রীশৈলে উগ্রভৈরবের প্রার্থনা  
সুসারে আচার্য্য নিজ মস্তক প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।  
ইহাকে উগ্রভৈরবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে, ইহাই তাহার মস্তকদানে সম্মতি  
হেতু। চতুর্থ—তাঁহার দিগ্বিজয়, দেবতা প্রতিষ্ঠা ও ধর্মস্থাপন কার্য  
ইহাকে তাঁহার স্বমতস্থাপনেচ্ছা বা প্রচার-স্পৃহা বলা যায় না। কারণ  
দিগ্বিজয়াদিতে প্রবৃত্তির কারণ—প্রথমতঃ, গুরু আজ্ঞা; দ্বিতীয়তঃ  
বিশ্বেশ্বরের আদেশ ও তৃতীয়তঃ ব্যাসদেবের ইচ্ছা। অবশ্য, গুরু  
বলিয়া যে তাঁহার স্বমতের প্রচার-প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাও সন্দেহ  
ইহার অন্য দৃষ্টান্ত আছে, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৩১

ভূপুত্র কতকগুলি কুকুর-উপাসকগণকে পতিত ও প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য  
 জানিয়াও দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে গুরু করিবার আদেশ দেন ।  
 রামানুজ-জীবনে পরোপকার-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এই কয়টি, যথা ;—  
 প্রথম, রামানুজ ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট  
 গিয়া মন্ত্রলাভ করেন, গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও লোকহিতার্থ তাহা  
 কামার সাধারণকে প্রদান করেন । গুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে অনন্ত  
 ক্ষম হইয়া—ইহা জানিয়াও পরোপকারার্থ তাহা প্রচার করেন ।  
 দ্বিতীয়—রামানুজ যখন শালগ্রামে উপস্থিত হন, তখন তথায়  
 লোকেরই অদ্বৈতপন্থী দেখিয়া দাশরথিকে সেই গ্রামের জলাশয়ে পদ  
 স্নান করিয়া রাখিতে বলেন, উদ্দেশ্য—বৈষ্ণবের চরণোদক পান  
 করিয়া তাহাদের উদ্ধার হইবে । তৃতীয় ঘটনা—একটি মূক শিশুর উপর  
 রামানুজের রূপা । এই শিষ্যটিকে তিনি এক দিন একটি ঘরের ভিতরে  
 রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেন ও তাহাকে তাঁহার পাদস্পর্শ  
 দিতে আদেশ করেন । বলিতে কি—শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের  
 ব্যবহার, বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিতে হইবে । চতুর্থ—  
 গুরুর দ্বিধিক্রয় ও শ্রীবৈষ্ণব-মতস্থাপন প্রভৃতি জীবনের সমগ্র  
 জীবনের অংশতঃ পরোপকারপ্রবৃত্তির পরিচয় বলা যাইতে পারে ।  
 ইহা পতিতোদ্ধারের মধ্যেও আলোচিত হইয়াছে ।  
 ইহা হইক, এই পরোপকারপ্রবৃত্তি, আমরা উভয়েতেই দেখিতে  
 পাই। তবে অবশ্য উভয়ে একটু বৈশিষ্ট্য আছে । সাধারণভাবেই  
 ব্যক্তিগতভাবেই হউক, উভয়েই, উপকারের স্থল দেখিলে  
 হইয়া থাকে । তবে এ বিষয়ে তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে  
 এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য কর' প্রয়োজন । ১ । রামানুজ

নিজ ইষ্টমন্ত্র দ্বিতীয় বার সর্বসাধারণকে ওরূপ ভাবে প্রদান করেন নাই। ২। তিনি জীবনের শেষার্ধ্বে এক শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত করেন। ৩। তাঁহার মৃত্যুকালেও ভারতের সর্বত্র নিজমত প্রচার হয় নাই। কারণ—(ক) পশ্চিম দেশীয় এক বেদান্তী পণ্ডিতকে যখন আনিবার জন্য তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া যান। (খ) ত্রিকপতির পথে যে শৈবগণের নিকট গমন করিতে অসম্মত হন, তথায়ও আর গমনের কথা শুনা যায় না। (গ) তিনি শঙ্করমতের প্রধান স্থান শৃঙ্গেরীও গমন করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর (১) জীবনের সমগ্র ভাগটাই ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন, কোথাও তাঁহার বিশ্রামস্থলভোগ ঘটে নাই। (২) তাঁহার সময় কোনও স্থানে তাঁহার মত অপ্রচারিত ছিল না। (৩) তিনি সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সহিতই কিয়ৎকাল কল্যাণকর কার্য্য করিবার হেতু ব্যস্ত ও ব্যস্ত ছিলেন। (৪) তাঁহার একরূপ কার্য্য করিবার হেতু ব্যস্ত ও ব্যস্ত ছিলেন। (৫) যিনি নিজ জীবনের বতটা পরের জন্য বিবেচনার আদেশ। (৬) যিনি নিজ জীবনের বতটা পরের জন্য পরিশ্রম করেন, তিনি তত পরোপকারী নামের যোগ্য। এখন এতদূর কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা স্বীয়পক্ষে বিচার্য্য বিষয়।

২১।৪২। প্রতিজ্ঞাপালন।

২১।৪৩। প্রতিজ্ঞাপালন। প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়টিও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহাতে হৃদয়ের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, ভবিষ্যদ্বৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্কর-জীবনে তিনটি প্রতিজ্ঞা ও তাহার পালনের দৃষ্টান্ত আছে। এ প্রতিজ্ঞাটি তাঁহার মাতার নিকট। যথা; (১) তিনি মাতার সংকার করিবেন ও (২) অন্তিমকালে তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট দর্শন করাইবেন, এবং (৩) তিনি পীড়িত হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিবেন, তখনই তিনি তাঁহার



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৩৩

যেহানেই থাকুন না কেন, আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বস্তুতঃ তাহা তিনি স্বাভাবিকভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পঞ্চাশতের রামানুজ-জীবনেও পাঁচটি প্রতিজ্ঞা দেখা যায় এবং তাহার পালনও একটীর লঙ্ঘন দেখা যায়। রামানুজ যামুনাচার্যের দ্বারানীন যে চারিটি প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। পর 'বদীপুরুষনদীকে' গৃহদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে প্রথমে শিক্ষা যেন বলিয়াও কুরেশ ও হুম্মদাসকে প্রথমে শিক্ষা প্রদান করেন ও উক্ত উভাতে আপত্তি করিলে রামানুজ-নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেন; তাহা ইহা সকল জীবনচরিত্রে নাই। যাহা হউক এ বিষয়ে তারতম্য করেন না। তবে প্রতিজ্ঞার প্রকৃতি দেখিলে শঙ্কর কিছু বৈশিষ্ট্য রাখেন। এখন এ ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়ে কাহার কতদূর উপযোগিতা বিচারকগণের বিচার্য বিষয়।

২২।৫০। ব্রহ্মচর্য্য।

২২।৫০। ব্রহ্মচর্য্য। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের পক্ষে সর্বপ্রধান সহায়ক বস্তু হইয়া না বোধ হয়। সংযমের পরাকাষ্ঠা ইহাতে লক্ষিত হয়। বিচারে আমরা দেখিতে পাই, শঙ্কর বিবাহ করেন নাই। রামানুজ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। রামানুজের বিবাহ ১৬ বৎসরে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বাধায় বিবাহ হয় নাই। তাহাতে যে কোন প্রকার আপত্তি ছিল, এরূপ কোন আভাস নাই। শঙ্কর আকুমার ব্রহ্মচারী এবং রামানুজ যুবতী ভার্য্যাকে করিয়া ব্রহ্মচারী। শঙ্কর উদ্ধরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত করেন এবং রামানুজ সাংসারী হইয়া বিহিত বিধানে স্ত্রীগমন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রামানুজ,

গোবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ; যথা—“ঋতুকালে স্ত্রীগমন গৃহস্থ মাত্রেই কর্তব্য।” এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে রামানুজকেও ব্রহ্মচারী বলা যায়। অবশ্য উদ্ধারিত হইয়া ব্রহ্মচার্য্য-পালন. যোগীর পক্ষে যত প্রয়োজন, অপরের পক্ষে তত প্রয়োজন নহে।

কেহ বলেন, পরকালে প্রবেশপূর্বক শঙ্করও স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া ছিলেন। কিন্তু অপরের মতে তিনি তাহা আদৌ করেন নাই এবং সেই জন্তই রাজ-শরীরে যোগীর আত্মা আসিয়াছে বলিয়া রাজমহিষীগণের সন্দেহ হয়। আর যদিই স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা শঙ্কর দেহেই নহে এবং তাহা ভোগবাসনাবশেও নহে, তাহা মণ্ডনপত্নী সরস্বতী দেবীর প্রেমের উত্তর দিবার জন্ত—ভিন্নদেহে। বরং পূর্বজন্মের ভোগে পরজন্মের দেহ অপবিত্র হয় না এবং বৈধভোগেও ব্রহ্মচার্য্যের হানি হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রে শঙ্করে ব্রহ্মচার্য্য রূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত, রামানুজে তত নহে বলিতে হইবে। এখন এতদূর বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে কাহার কতদূর যোগ্যতা থাকা উচিত তাহা স্বধীগণ বিচার করুন।

২৩।৫১। বুদ্ধি-কৌশল ও কল্পনা-শক্তি প্রভৃতি।

২৩।৫১। বুদ্ধি-কৌশল ও কল্পনা-শক্তি প্রভৃতি। বেদান্ততত্ত্ব বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে ইহা প্রধান সহায়। ইহা ব্যতীত বেদান্তের হৃদয়-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে শঙ্কর-জীবনে পরকাল-প্রবেশ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। মণ্ডনপত্নী সরস্বতী যখন তাঁহাকে কামপ্রসূত করেন, তিনি তখন এমন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে সকল দিকই পাইল। অধিক কি, কাশ্মীরে তাঁহার সরস্বতীপীঠারোহণই অসম্ভব হইয়াছিল যদি তিনি উক্ত কৌশল অবলম্বন না করিতেন। তিনি সম্যাসী শরীরে কথন কথন কথন তাহাকে শারদাদেবী ভ্রষ্ট বলিতে প্রস্তুতই হইতেন।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৩৫

দীর কাম-চিন্তা করিবেন না, অথচ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে চিন্তা করিয়া উত্তর দেওয়া যায় না । এজ্ঞ মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া পদপাদে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা 'উভয়-ভারতীর' হস্তে দিলে উভয়-ভারতীর নিরন্তর হইবেন ; কিন্তু এ কার্যের জ্ঞান সময় চাই, তজ্জ্ঞান তিনি-  
 যের রীতি অনুসারেই এক মাস সময় লইলেন । এতটা ভাবা যথেষ্ট কৌশল ও কল্পনা-শক্তির পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । দ্বিতীয়-  
 ত্রয়োদশ গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতকালে যখন নশ্বদায় জল-  
 স্রব, তখন তিনি একটি কলস স্থাপনপূর্বক উক্ত জল শুষ্কিত করেন ।  
 তাহার কৌশলজ্ঞের যথেষ্ট পরিচয় । তৃতীয়,—মণ্ডনের সহিত প্রথম-  
 মণ্ডনে মণ্ডনের তিরস্কারসূচক বাক্য গুলির অগ্নরূপ অর্থ করা ।  
 'হুঃ মুণ্ডি !' অর্থোৎ "কোথা হইতে মুণ্ডি" এই কথা মণ্ডন-  
 করিলে শঙ্কর বলেন "গলামুণ্ডি" অর্থোৎ "গলা হইতে মুণ্ডি ।"  
 বলিলেন "কিং সুরা পীতা" অর্থোৎ "সুরাপান কি করিয়াছ ?" শঙ্কর-  
 বলিলেন "সুরা পীতবর্ণ কে বলিল ?" ইত্যাদি । চতুর্থ—অপর শিষ্য-  
 পদপাদের গুরুভক্তিপ্রদর্শনার্থ তাঁহাকে নদীর পরপার হইতে শীঘ্র-  
 নদী পার হইবার জ্ঞান আস্থান করিয়া তাঁহার মহত্বপ্রদর্শন । আচার্য্য-  
 কল্পনা করিয়াছিলেন যে, পদপাদ ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য-  
 হইবে বলে তাহাই হইল । পঞ্চম—মণ্ডনের সহিত বিচারে আচার্য্য-  
 পদপাদের বেদান্তসূত্রকুল ব্যাখ্যা করেন । ষষ্ঠ—গিরিতে সর্ববিভাসঙ্কার-  
 পদপাদাদির অভিমান চূর্ণ করাও অত্যন্ত দৃষ্টান্ত বলা যাইতে  
 পারে—হতামলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহার পিতামাতা  
 ব্যাখ্যা করিবেন—এই চিন্তাও বুদ্ধিকৌশলেরই নিদর্শন । অষ্টম-  
 পদপাদ ইহার অপর ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ইহার দ্বারাই বুঝা-  
 যায় বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল ।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে কল্পনা-শক্তির পরিচয় এই বর্ণনা—  
 প্রথম,—তিনি মেলকোট ১২০০০ ছাদশসহস্র জৈনপণ্ডিত সহ বিচার-  
 কালে, সকলের উত্তর এক সঙ্গে দিবেন বলিয়া গৃহের এক কোণে বস-  
 বৃত করিয়া স্বীয় অনন্তমূর্তি ধারণপূর্বক তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দে।  
 দ্বিতীয়,—মৃত্যুকালে যামুনাচার্যের তিনটি অভুলি মুষ্টিবদ্ধ দেখি।  
 তিনি ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন বাসনা অপূর্ণ আছে।  
 তদনুসারে তিনি, সকলকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং উত্তর  
 শুনিতে পাইলেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার তিনটি বাসনা অপূর্ণ ছিল।  
 তৃতীয়,—শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি শিষ্যগণের বস্ত্র ছিঁড়  
 বহুদাস-পত্নীর অলঙ্কার চুরী করিতে বলেন। ইহাও তাঁহার কল্প-  
 শক্তির একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। চতুর্থ,—গুরু মালাধরের দীর্ঘ  
 অধ্যয়ন-কালে তাঁহার ব্যাখ্যাকৌশলকেও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক বলা  
 যাইতে পারে। পঞ্চম—তিক্ষপতির বিগ্রহকে বিষ্ণু বলিয়া প্রচারকালে  
 তাঁহার বুদ্ধিশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ—অষ্টকম্প-প্রদ  
 বিবান্ন পরীক্ষার জন্ত কুক্কুরকে সেই অন্ন প্রদান। সপ্তম—দ্বীকে পিতৃদেব  
 পাঠাইবার জন্ত যে কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহাও একটি ইহার নিদর্শন।  
 অষ্টম—তাঁহার গ্রন্থাদি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ‘নির্ভুক্তিতা’ বিষয়টিও বিচার  
 কারণ, ইহা প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত। এখন এতদ্বারা কে কতদূর যে  
 প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা বিচারকগণ বিচার করুন।

২৪।৫২। ভগবদ্ভক্তি।

২৪।৫২। ভগবদ্ভক্তি। ভক্তি জ্ঞানের পরম সাহায্য।  
 একাগ্রতা ও ভগবৎকুপার অধিকারী হওয়া যায়। শঙ্করের  
 ভগবদ্ভক্তি ও রামানুজের মতে ভগবদ্ভক্তি ঠিক একরূপ নহে।  
 তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু সাধারণ অংশ বর্তমান।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৩৭

মহাশয়গণের ভক্তি তিনটি সোপান-বিশিষ্ট, যথা ;—১ম, আপনাকে  
 'ভগবানের' মনে করা ২য়, ভগবানকে 'আপনার' মনে করা ; ৩য়, ভগবানের  
 মতে হইয়া যাওয়া । রামানুজ-মতে প্রথম দুইটি স্বীকার্য্য, শেষটি  
 দ্বারা অস্বীকার্য্য । কারণ, ইহা অসম্ভব । এখন এই সাধারণ অংশ অনু-  
 সন্ধানের ভগবদ্ভক্তি যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে শাস্ত ও দাস্তাদি  
 দ্বারা অভিহিত করা চলে । তবে দাস্তাদি-ভাব অপেক্ষা শাস্তভাবই তাঁহার  
 মূল ; কারণ, তাঁহার অধিকাংশ স্তব-স্তুতিতেই দেখা যায়, তিনি ভগবৎ-  
 সন্তানের অপূৰ্ণতায় বিভোর, নিজেকে ভগবানের দাস বা সন্তান  
 মনে স্থলেই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অথবা ভগবানের দাসত্বের  
 স্বীকার্য্য করিতেছেন । অবশ্য ইহাও অপরের জন্ত এইরূপ বলা হয় ।  
 রামানুজের কিন্তু দাস্ত ও সখ্য ভক্তিই লক্ষিত হয় । শাস্ত প্রভৃতি  
 ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না । এ বিষয়ে তাঁহার বৈকুণ্ঠগীতই প্রমাণ ।  
 তিনি নারায়ণকে স্বামী গুরু ও স্নহদ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন ।  
 স্নহদ, ক্রন্দন প্রভৃতি উভয়েই দেখা যায়, তবে উন্নতভাব,  
 উন্নত প্রভৃতি রামানুজেই ছিল, শঙ্করে নহে । শঙ্করের অশ্রুপাতের  
 দ্বারাও বিশেষ-দর্শন-কাল । রামানুজে ভক্তি-ভাবের তীব্রতার  
 ও নির্দমন পাওয়া যায় । প্রথম,—যামুনাচার্য্যকে দর্শন করিতে  
 গিয়া আসিয়া রামানুজ, যখন তাঁহাকে মৃত দেখেন, তখন  
 তাঁহার উপর তাঁহার অতি দারুণ অভিমান হয় । তিনি কাঁদিতে  
 কাঁদে গুই কাঞ্চী ফিরিয়া আসেন ; সকলে অহরোধ করিলেও  
 দর্শন করিলেন না । দ্বিতীয়,—বাদ্যপ্রকাশের সহিত  
 বাদ্যপ্রকাশের মুখে 'কপ্যাস' শ্রুতির ব্যাখ্যা শুনিয়া রামানুজ  
 পড়িলেন যে, গুরুদেহে তৈল-মর্দন-কালে তাঁহার  
 শ্রুতি যথার্থ গুরুদেহে পতিত হয় ।

এতদৃষ্টে মনে হয় রামানুজে ভক্তিভাবের মধ্যে বিহ্বলতা ছিল, শঙ্করে তাহা ছিল না। তাহার পর ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবের ভক্তি শঙ্করে পূর্ণ প্রকটিত। অতএব নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে কেহই কম নহেন। এখন প্রকৃত বিষয়ে ইহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। ভগবানের নিকট যে যাহা চাহে, সে যদি তাহা পায়, তবে শঙ্করে ভগবত্তা এবং রামানুজে ভগবদ্ ভক্তভাব প্রকটিত হইবারই কথা। আর তাহা হইলে বিচার্য্য হইবে—ভক্ত বড় কি ভগবান্ বড়। বাস্তবিক ভগবান্ অনেক স্থলে ভক্তকেই বড় করিয়াছেন। যাহা হউক এ কথাটিও এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে।

২৫।৫৩। ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান।

২৫।৫৩। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান। এতদ্বারা উভয়ের স্বরূপ কি তাহা প্রকাশিত হইবার কথা। অতএব প্রকৃত বিষয়ে ইহার উপযোগিতা কোন অংশে অল্প নহে। শঙ্কর ব্যাবহারিক দশায় অর্থাৎ দেহাভিমানযুক্ত দশায় নিজেকে কখন ভগবদাস কখন তাঁহাদের দ্বন্দ্ব জ্ঞান করিতেন। দাস-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—কাশীতে বিশ্বেশ্বরের স্তবে এক সন্তান-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—গঙ্গাপ্রভৃতির স্তবে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি নিজ আত্মাকে শিব, বিষ্ণু, বা সর্বদেবে অনুস্থ্যত এক অদ্বয়-পরমেশ্বর সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। এ ভাব শিবত্বাতিরিক্ত বিষ্ণুত্ব বা বিষ্ণুত্বাতিরিক্ত শিবত্ব নহে, তাহা সকল ভাবের সাম্যভাব—সকল বিশেষের মধ্যে সামান্যভাব; অথবা তাহা পরমসাম্যভাব। এক্ষণে গীতার এ শ্লোকটি স্মরণ করিলে তাঁহার ভাবটি বুঝা সহজ হইবে, কথা—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্বংস্ববিনশ্বন্তং যঃ পশুতি সঃ পশুতি ॥ ১৩। ২৮

ইনি নিজ মঠায়ায় নিজেকে কলিকালে ভগবদবতার বলিয়াছেন, কথা—



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৩৯

কৃতে বিশ্বগুরু ব্রহ্মা ত্রেতাযামৃষিসত্তমঃ।

হাপরে ব্যাস এবং শ্রীং কলাবত্রভবাম্যহম্॥ ইত্যাদি।

কালকরে রামানুজ নিজেকে ভগবদ্দাস এবং ভগবদ্দাস শেষ-  
 যাবতার জ্ঞান করিতেন। তিনি তিরুপতিতে পাঁচজনের  
 নিজেকে শেষাবতার বা লক্ষণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিয়া-  
 ছিল এবং জৈনসভায় তিনি অনন্তরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার  
 'সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব, তিনি সকল কল্যাণগুণের আকর,  
 সর্ববৎসল, সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান্ ও পরমেশ্বর। শঙ্করের  
 স্নেহসূচক শ্লোক তাঁহার নিজমুখেই ব্যক্ত। এতদ্ভিন্ন উভয়েরই  
 পুরাণেও উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ একজন নিজেকে ভগবদ্দাস  
 করেন এবং একজন নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করে না। এখন  
 বৈদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে কে অধিকতর সমর্থ হইবেন  
 স্বীকার্যকবর্গ স্থির করুন।

২৬।৫৪। ভদ্রতা।

২৬।৫৪। ভদ্রতা। শঙ্করের জীবনে ভদ্রতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখা যায়।  
 কালে কত লোক আসিয়া আচার্য্যকে তিরস্কারপূর্বক কথা  
 কহে, কিন্তু আচার্য্য তাহাদিগের সহিত অতি ভদ্রতার সহিত  
 কথা কহিয়াছেন। যদিও দুই একটী স্থলে 'মূঢ়' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার  
 হয়, কিন্তু তাহা এই কারণেই স্নেহসূচক বলিয়া বোধ হয়। আরও  
 এক স্থলে তিনি এক জনের সহিত পরুষ ভাষায় কথা কহিলে,  
 তখন সে ব্যক্তি আচার্য্যের শরণাপন্ন হইত। তখন আচার্য্য হাসিয়া  
 নমস্কার করিতেন। যথার্থ স্বর্ণার সহিত কথা কহিলে তিনি  
 বিরক্ত হইতেন না।  
 কালকরে রামানুজ-জীবনে বাদীর সহিত একরূপ কিছুই ঘটে নাই।

কারণ, কোন প্রতিবাদী রামানুজকে তিরস্কার করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া ছিল একরূপ শুনাও যায় না। আর রামানুজও কোনরূপ রূঢ় বাসবলিতেছেন তাহাও শুনা যায় না। তথাপি সাধারণের সহিত ব্যবহারে রামানুজে ভদ্রতার দৃষ্টান্তই প্রচুর। তিনি কুরেশবে পদাঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভদ্রতা অল্প নহে। কারণ, রামানুজের ভালবাসা সে দোষ স্থালন করিয়াছে। অধিক কি তাঁহাতে এই ভালবাসার ফলে লোকে তাঁহাকে উচ্চাঙ্গনই দিবে সন্দেহ নাই। শঙ্করের বিরুদ্ধে প্রত্যেক কার্যে রামানুজের সফলতার ইহাও যে মুখ্য কারণ, তাহা অস্বীকার্য। এজন্য “বিনয়” প্রবন্ধ ও দ্রষ্টব্য।

২৭।৫৫। ভাবের আবেগ।

২৭।৫৫। ভাবের আবেগ। এ গুণটি মানবকে নত্যাশ্রয়ণে বদ্ধ বাধা দেয়, তদ্রূপ সময়ে সময়ে সহায়তাও করে। ইহাকে ভক্তির দামন বলা যায়, কিন্তু জ্ঞানের প্রতিবন্ধকই বলিতে হয়। ভাবের আবেগ শঙ্কর জীবনে অল্প স্থলেই দৃষ্ট হয় এবং বাহ্যও দৃষ্ট হয় তাহাও অতি সূক্ষ্ম। অশ্রুজলনিধন, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতি এবং বিচলিত ভাব প্রভৃতির দ্বারা শঙ্করজীবনে বোধ হয়—চারিটি। ১ম—কাশীধামে চণ্ডালরূপী বিবেকানন্দ দর্শনে, শুনা যায়, তিনি অশ্রুজলে আপ্ত হইয়াছিলেন। ২য়—বাদ্যে চলিয়া গেলে তাঁহার অদর্শনে শঙ্কর যেন বিচলিত হইয়াছিলেন। ৩য়—মুকাধিকার যুতশিশু ক্রোড়ে করিয়া একটি রমণীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি যেন একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। ৪র্থ—গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে পরমগুরু গোড়পাদকে দেখিয়া শঙ্কর ভক্তিভাবে বাস কুলিতনেত্র হইয়াছিলেন।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত বোধ হয় অগণিত। তিনি ভাববশে কি হইতেন; অধিক কি, দুই একবার মুচ্ছিত পর্যন্ত হইয়াছেন। ১ম—ঈশ্বর



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৪১

কুণ্ডলিনী দর্শন না পাইয়া তিনি মূচ্ছিত হন। ২য়—কুরেশের মৃত্যু-  
 এবং তাঁহার চক্ষুপ্রাপ্তিকালে তিনি অশ্রুজলবিসর্জন করিয়া-  
 ৩য়—কাকীপূর্ণের মুখে বরদারাজের উত্তর শুনিয়া তিনি  
 দমনিত করিয়াছিলেন। ৪র্থ—শ্রীরঙ্গমের পুরোহিত বিষপ্রয়োগের  
 ফলে তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের পদতলে উত্তপ্ত বালুকোপরি পড়িয়া  
 মৃত্যুবরণ তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে না উঠায়, ততক্ষণ তিনি  
 জ্বালাই ছিলেন। কাহারও বর্ণনায় তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন।  
 কুরেশের পুত্র পরাশরকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি দরবিগলিত ধারায়  
 স্নান করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ—গুরু মহাপূর্ণের মৃত্যু ও কুরেশের  
 মৃত্যুইয়াছে শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ  
 রামায়ণে ভাবের আবেগের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।  
 যখন যখন প্রবল তাঁহার এইরূপই হয়। যাহা হউক এখন  
 কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে সমর্থ তাহা স্বধীগণের  
 বিচার।

২৮।৫৬। মেধাশক্তি।

২৮। মেধাশক্তি। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানার্জনের পক্ষে পরম সহায়।  
 একবাক্যতা করিতে হইলে ইহার মত সহায় আর কিছুই  
 নাই। বুদ্ধিমানের ইহা অলঙ্কারস্বরূপ। ইহার বিচারে দেখা যায়—  
 বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন। ইহার নিদর্শন, ১ম—পদ্মপাদ  
 রচিত ‘ব্রহ্মসংহিতা-বৃত্তি’ শঙ্করকে যে পর্য্যন্ত শুনাইয়াছিলেন,  
 তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার বৈষ্ণবমতাবলম্বী দ্বৈতবাদী মাতুল-  
 ইহা বিনষ্ট হইলে আচার্য্য তাহা যথাযথ আবৃত্তি করেন ও  
 ইহা লিখিয়া লয়েন। ২য়—কেরলপতি ‘রাজশেখর’ তাঁহার  
 ইহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিলে আচার্য্য

তাহার যথাযথ আবৃত্তি করেন ও কেরলপতি তদনুসারে তাহার পুনরুচ্চারণ করেন। এই নাটক আচার্য স্বর্গহে অবস্থানকালে, কেরলপতি তাঁহারে শুনাইয়াছিলেন। ৩য়—গুরুগৃহেও যাহা তিনি একবার শুনিতে, তাহা আর তাঁহাকে পড়িতে হইত না।

পক্ষান্তরে রামানুজ শ্রুতিধর ছিলেন না। এই জন্তই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনাকালে শ্রুতিধর কুরেশকে লেখক-পদে নিযুক্ত করেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকিবে না। এখন ইহা হইতে স্থবীপাঠকগণ বিবেচনা করুন—কে বেদান্তপ্রতিপত্তি সত্যনির্ণয়ে অধিক সমর্থ হইবেন।

২৯।৫৭। লোকপ্রিয়তা।

২৯।৫৭। লোকপ্রিয়তা। এই গুণটী থাকিলে প্রচারে বিশেষ দ্রুতি হয়। প্রচার শীঘ্র সুদূরবর্তী হয়। শঙ্কর-জীবনে এই লোকপ্রিয়তা দৃষ্টান্ত এইরূপ—১। তিনি কর্ণাট উজ্জয়িনীতে কাপালিকগণের দহিত যখন বিচারার্থ গমনোচ্ছত হইতেছেন, তখন বিদর্ভরাজ আদিয়া শঙ্করকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছেন, পাছে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। ওদিকে সুধন্বা রাজা তাহা শুনিয়া স্বয়ংই সন্মুখে যাইয়া জন্ত আচার্যের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন। ২। ভগবদ্রোগের ক্ষেত্রে গোড় দেশীয় রাজবৈজ্ঞানিক যার-পর-নাঈ যত্ন-সহকারে আচার্যের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ৩। দিগ্বিজয়সময়ে বহু সহস্র ব্যক্তিকে তাহার অনুগমন।

পক্ষান্তরে রামানুজ, ১। শ্রীরঙ্গম হইতে বিতাড়িত হইলে যাত্রা পর্য্যন্ত কয়েকদিন আহার ত্যাগ করিয়াছিল—শুনা যায়। ২য়। হৃদয় পুরে পুরোহিতগণ এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ, রামানুজের শত্রু হৃদয় মারিবার জন্ত নিত্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৩। রামানুজ



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৪৩

যিনি যখন তিরুনারায়ণপুরে গমন করেন, তখন রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন রামা-  
নুজের সঙ্গে থাকিয়া লোকজনদ্বারা পথ পরিষ্কার করাইয়াছিলেন ।  
বিষয়ে বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে ভারতম্য বিচার, বোধ হয়, চলে না ।  
পর উল্লাসীন হইয়াও লোকপ্রিয় । রামানুজ ভালবাসার জন্য লোকপ্রিয়  
—ই মাত্র বিশেষ ।

৩০।৫৮ । বিনয়গুণ ।

৩০।৫৮ । বিনয়গুণ । বিদ্বান্ সাধুগণের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক অনঙ্কার-  
ম্য । গুরু নিকট হইতে বিদ্যালভের জন্য ইহা উত্তম সহায় । শঙ্করে  
দ্বি-গুণের দৃষ্টান্ত, প্রথম,—গুরু গোবিন্দপাদের নিকটে । দ্বিতীয়,—  
স্বীতে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে । তৃতীয়,—বাস সহিত বিচারে ।  
চতুর্থ,—পরমগুরু গোড়পাদের সহিত সাক্ষাৎকারকালে ; এবং পঞ্চম,—  
যখন বাদিগণকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও বাদী দিগেরও সহিত ।

পঞ্চমের রামানুজের বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর । ১ম,—কাঞ্চী-  
স্থিত নহিত ব্যবহার । ২য়,—বাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার । ৩য়,—  
গোষ্ঠীপূর্ণ, বামুনাচার্য্য প্রভৃতি গুরুস্থানীয়গণের সহিত ব্যব-  
হার । ৪র্থ,—দ্বিবিজয়ী পণ্ডিত যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত ব্যবহার । ৫ম,—শ্রীশৈল-  
স্থিত নহিত ব্যবহার । ৬ষ্ঠ,—তিরুভালি তিরুনাগরিতে এক চণ্ডাল  
কর্তৃক প্রসঙ্গ । রামানুজের গুরুসেবা এবং গুরুগণের পদতলে লুষ্ঠনের  
নিমিত্ত দৈনন্দিন ব্যাপার বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না । শিষ্যগণের  
সহিত ব্যবহারেই রামানুজ যখন যারপরনাই বিনয়ী, তখন অপরের  
সহিত তিনি ততোধিক বিনয়ী হইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ  
কিছু থাকে ?

যে শঙ্করচরিত্রে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদীর সহিত ব্যবহারে  
যে বিনয়ী, সম্মানের নিকট তিনি ভদ্র ব্যবহারে অগ্রণী,

নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহশীল ও দুর্বৃত্তের পক্ষে তিনি একটু যেন রক্তভাবী। রামানুজ কিন্তু যেন সকল স্থলেই সমান বিনয়ী। এখন ইহার বক্তে প্রকৃত বিষয়ে কিরূপ আনুকূল্য হইবে তাহা স্বধীগণের বিচার্য।

৩১।৫২। শঙ্কর মঙ্গল সাধন ।

৩১।৫২। শঙ্কর মঙ্গল-সাধন। ইহা ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠার পরিচয়। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেই ইহা স্থলভ। শঙ্কর-জীবনে শঙ্কর মঙ্গলসাধন, যথা—১। ত্রীশৈল নামক স্থানে পদ্মপাদ উগ্রভৈরবকে বিনাশ করিতে আচার্য পদ্মপাদকে ভংসনা করেন। ২। এখানে অনেকে শঙ্করের শিষ্য হইবার পর কতকগুলি লোক শঙ্করের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আচার্য ইহাদিগকেও উপদেশ দিয়া সংপথে আনয়ন করেন। কামরূপে অভিনব গুপ্তকে অভিচার করিতে মারিতে শঙ্কর পদ্মপাদকে নিবেদন করিয়াছিলেন। ৪। ত্রকচ স্বর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া শঙ্করকে বধ করিবার জন্ত ভৈরবকে আহ্বান করিতে ভৈরব ত্রকচকে শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিতে বলেন; শঙ্করও তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

রামানুজ-জীবনেও শঙ্কর মঙ্গল সাধনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধনে যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে ১। বৃন্দনাথের প্রধান অর্চক, আচার্যকে বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলে রামানুজ, প্রধান অর্চকের গতি কি হইবে—ভাবিয়া কাদিতে লাগিলেন ও ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য এ কথা ত্রীমূর্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বা পণ্ডিত ত্রীনিবাস আয়ারদার তাঁহাদের গ্রন্থে আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ২। গুরু যাদবপ্রকাশ রামানুজের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াও রামানুজের যখন শরণ গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ইত্যাদি।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৪৫

কোন এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ইহার একটা বিপরীত  
 দৃষ্টান্ত মনে হয় । সেটি কুমিকর্ষ সম্বন্ধীয় ঘটনা । রামানুজ-  
 ঈশ্বরের শান্তির জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ::  
 ইহার অভিচার পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন । অতঃপরে তিনি নিজে  
 করিলেও নৃসিংহপুরবাসিগণ ও শ্রীমদ্ভক্তবাসিগণ অভিচার করিয়া-  
 ছিল, যাচার্য্য নিষেধ করেন নাই । তবে ইহাও বিবেচ্য যে, রামানুজ  
 ঈশ্বরের প্রধান অর্চকের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শঙ্করের  
 মতের কোন ব্যাকুলতার বর্ণনা নাই । তবে অভিনবগুপ্তের জন্ত  
 চিন্তা করিতে পদ্মপাদকে শঙ্কর নিষেধ করিয়াছিলেন । এখন  
 কৃত্য প্রকৃত বিষয়ে কিরূপ ফল হইতে পারে তাহা স্বামী পাঠকগণ  
 বিবেচনা করুন ।

৩২।৬০। শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য ।

৩২।৬০। শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য । এতদ্বারা কাহার মত কতটা কোন  
 ব্যাকুল তাহা সহজে বুঝা যায় । অতএব ইহাও প্রকৃত বিষয়ের  
 উপাসনা । শঙ্করের শিক্ষাপ্রদানে যাহা লক্ষ্য ছিল, তাহা সন্ন্যাসী  
 জীবনের দ্বিবিধ । গৃহীর পক্ষে, কর্মসম্বন্ধে পঞ্চ-দেবতার উপাসনা ও  
 ঈশ্বরী আচরণই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল । তাঁহার মতে, এই  
 স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি ; কিন্তু সেই স্মৃতি ও পুরাণ বেদমূলক  
 নহে ; বাহার বেদমূলকত্বে সন্দেহ আছে তাহা অগ্রাহ্য । চিহ্নাদি-  
 গুলি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না ।  
 এই বিচারপরায়ণ হইয়া অন্তর্ নিশ্চল করিতে হইবে । সন্ন্যাসীর  
 মত দ্বারা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতিই মুখ্যতঃ অবলম্বনীয় ।  
 ইহাতে না পারিলেও 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি ব্রহ্ম' জপ করিবে ।  
 ইহাতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই ।

পক্ষান্তরে রামানুজের লক্ষ্য—অভিমানশূন্যতা, ভগবৎ-সেবা ও ভগবৎ-মির্ভরতা। দৃষ্টান্ত—তিরুনারায়ণপুর পরিত্যাগকালে শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ। তন্মতে ভগবৎ-সেবায় বিকৃতিভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্থান নাই।

ইহার লক্ষ্য বিচারের প্রতি নহে, পরন্তু ভগবৎবিগ্রহ ও গুরুদেবার প্রতি। দাশরথির বিদ্যাভিমান ছিল বলিয়া তাঁহাকে সহজে মন্ত্রপ্রদান করেন নাই। গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে, গুরুকণ্ঠা আত্মন্য পাচকের কৰ্ম করিতে আদেশ দেন। ধনুর্দাস-পত্নীর অনস্বার চুই করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিমান-শূন্যতা শিক্ষাই দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ভগবৎ-শরণাগতিই মায়ার উদ্দেশ্য। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ও পুরাণাদিই ইহাদের অবলম্বন। কেন ইহা হইতে বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে কে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

৩৬৬১। শিষ্য ও ভক্তসম্বর্দ্ধন।

৩৩৬১। শিষ্য ও ভক্ত-সম্বর্দ্ধন। এতদ্বারা মতপ্রচারে বিশেষ সহায়তা হয়। শঙ্কর-জীবনে এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, যেখানে তিনি কিম্বা কোন ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। লোকে, তাঁহাকে প্রশংসা বা স্তুতি করিলে তিনি গম্ভীরভাবে ঘুটিয়া করিতেন, কখন, কখন, তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র।

রামানুজে কিন্তু এই গুণটি অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। নিজ ভক্ত বা শিষ্যগণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। দেবরাজ-মুনি, কুরেশ ও গোবিন্দের সহিত রামানুজের যাবৎ দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) দেবরাজ-মুনিকে তিনি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রায়ই সম্মান করিতেন। তাঁহাকে পৃথক এক মঠ নির্মাণ করিয়াও দিয়াছিলেন।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৪৭

(২) রামানুজ, কুরেশকে বখন বরদরাজের নিকট তাঁহার চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে নমস্ কুরেশ চক্ষুচক্ষু ভিক্ষা না করিয়া জ্ঞানচক্ষু করা করেন। দ্বিতীয় বার, রামানুজ কুরেশকে এই চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে বারেও কুরেশ নিজের চক্ষু ভিক্ষা না করিয়া নালুরাণের, (তাঁহার এক শিষ্যের) উদ্ধার কামনা করেন। রামানুজ কুরেশের হৃদয় স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে “ধন্য আমি, যেহেতু আমি তোমার সহিত কোন রকমে সংশ্লিষ্ট,” ইত্যাদি।

(৩) গোবিন্দ বখন আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দের উত্তর দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন “গোবিন্দ ! তুমি আমার জন্য একটু প্রার্থনা কর, আহা ! আমি যদি তোমার মত হইতে পারিতাম ; হায় ! আমি কখনো পড়িয়া রহিয়াছি”। তৎপরে গোবিন্দকে সন্ন্যাস দিয়া রামানুজ তাকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছিলেন, অবশ্য গোবিন্দ তাহা গ্রহণ করায় তাঁহার নাম “এম্বার” হয়। “এম্বার” শব্দ তাঁহার নামের মূল্য মাত্র।

(৪) দেবরাজ-মুনি, কুরেশের সংস্কারকালে পাঠের জন্য কিছু রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম “দ্রাবিড় রামানুজ ভূতন্তাডি”। তদবধি দেবরাজের সংস্কারকালে ইহা পঠিত হয়। ইহার ভিতর কুরেশ ও দেবরাজের নাম আছে। দেবরাজ ইহা বখন প্রথম রচনা করেন তখন কুরেশের নাম ছিল না, রামানুজ ইহা শুনিয়া উহাতে কুরেশ নাম সন্নিবিষ্ট করিতে আদেশ করেন।

রামানুজ বখন মহামুনি শঠকোপের জন্মভূমি তিরু-নাগরি দর্শন করিতে বাইতে ছিলেন, তখন পথে একটা রমণীকে ফিরিয়া আসিতে দেখেন। রামানুজ ইহা দেখিয়া রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করেন “সকলেই তোমার বাইতেছে, আর তুমি কেন অগ্রত বাইতেছ ?” রমণী

৭৪৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

বলিলেন “আমার মত পাপিষ্ঠার তথায় থাকা শোভা পায় না; বাহ্যিক ৭৩টি সংকল্প করিয়াছেন তাঁহারাই তথায় থাকিবার যোগ্য”। এই বলিয়া রমণী একে একে সেই ৭৩টি সংকল্পের উল্লেখ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রামানুজ ইহাতে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া তিরুনগরি আনিলেন। এ সম্ভ্রমায় সহস্র কাহারো হস্তে অন্ন ভক্ষণ করেন না, কিন্তু রামানুজ ইহার হস্তে অন্ন ভোজন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন। এখন পাঠদর্শ্য বিবেচনা করুন—উভয় মতের প্রচারে কারণ কি? আর তাহা হইলে কাহার মত কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপরায়ণ তাহাও তাহা হইলে নির্ণীত হইতে পারিবে।

৩৪১৬২। শিষ্যচরিত্রে দৃষ্টি।

৩৪১৬২। শিষ্যচরিত্রে দৃষ্টি। এতদ্বারাও বুঝা যায়—কাহার ন্যায় কোন্ দিকে। শঙ্করজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যথা—১ম—শূদ্রেরাও একদিন শিষ্যগণ পাঠশ্রবণে উপবিষ্ট, শঙ্করও পাঠপ্রদানে উদ্যত, কিন্তু মূর্খ গিরি তখন গুরুর বস্ত্র ধোত করিয়া আসেন নাই। এজন্য আচার্য একটু আপেক্ষা করিতেছেন। শিষ্যগণ বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া আচার্যকে দুই একবার অনুরোধ করিলেন, আচার্য কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অনন্তর পদ্মপাদপ্রমুখ অনেকে যখন ব্যস্ততা দপ্রশ্ন করিলেন, তখন আচার্য তোটকের জন্ত আপেক্ষা করিতে বলিলেন। পদ্মপাদ ইহাতে বলিলেন “গুরো! সে ত মূর্খ, সে কি বুঝিবে?” আচার্য একটু মুছ হাসিলেন, ওদিকে মনে মনে গিরির হৃদয়ের সেই অজ্ঞান আবরণটি উঠাইয়া লইলেন, গিরির হঠাৎ যেন চকিত ভাঙ্গিল, তাঁহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন তোটকচ্ছেদে এক অপূর্ব স্তব করিতে করিতে গুরু-সম্মিধানে আদিলেন।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৪৯

পদ্মপাদ ইহা দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন ও মৎসর পরিত্যাগ করিলেন ।  
 ১—বদরিকাশ্রমে পদ্মপাদের উপর যখন অপর শিষ্যগণের একটু  
 হিংসার উদয় হয়, তখন আচার্য্য নদীর পরপারস্থিত পদ্মপাদকে অতি  
 সহায়তাসহকারে আহ্বান করেন । পদ্মপাদ গুরুর ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান  
 বুঝিয়া দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীর উপর দিয়াই দৌড়িয়া আসিতে  
 উদ্যত হইলেন । আশ্চর্য্যের বিষয় এ সময় নদীর বক্ষে পদ্মপাদের  
 পশ্চাদবিক্ষেপে এক একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়া তাঁহার গমনে সহায়তা  
 করিত । ইহা দেখিয়া অপর শিষ্যগণ নিজের অধিকার-হীনতা উপলব্ধি  
 করিলেন । কিন্তু মণ্ডনের ভাণ্ড-বার্ত্তিকরচনাকালে যখন মণ্ডনের উপর  
 পদ্মপাদের শিষ্যগণের একটু হিংসার ভাব দেখিতে পান, তখন তিনি  
 তাহাকে কোনরূপ শাসন না করিয়া ঔদাসীন্য ভাবই প্রদর্শন করেন ।  
 ২—পদ্মপাদের রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই রূপ যথা ; ১ম—রামানুজ  
 নিকটপতিতে গিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দকে, নিজগুরু শ্রীশৈলপূর্ণের  
 প্রশংসা করিয়া তাহাতে একবার করিয়া শয়ন করিতে দেখেন ।  
 ২য়—শয়ন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ । তিনি তজ্জন্ম এ কথা শ্রীশৈলপূর্ণকে  
 বলেন, ইত্যাদি । ২য়—রামানুজের নিকট শ্রীরঙ্গমে আসিয়া গোবিন্দ  
 নিকট আত্ম-প্রশংসা করেন । রামানুজ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত  
 হইয়া গোবিন্দকে এই গর্হিত কর্ম্মের কারণ জিজ্ঞাসা করেন । বলা বাহুল্য  
 পদ্মপাদের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হই হইয়াছিলেন । ৩য়—গোবিন্দের মাতা  
 একদিন রামানুজকে বলেন “বৎস ! গোবিন্দ আমার গৃহে শয়ন  
 করিতে থাকে তাহার যুবতী ভার্য্যা রহিয়াছে ।” রামানুজ গার্হস্থ্য-  
 পন্থায় গোবিন্দকে তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া জীবন নিকট শয়ন  
 করিতে বাধ্য করেন । গোবিন্দ তাহাই করিলেন ; সমস্ত রাজ্য জীবন  
 ত্যাগ করিয়া কাটাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আরার রামানুজের

সেবার্থ আসিলেন। গোবিন্দের মাতা আবার রামানুজকে এই সংবাদ জানাইলেন। রামানুজ, গোবিন্দকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন “আপনি তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া শমনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি।” গোবিন্দের এই ভাব দেখিয়া রামানুজ তাঁহাকে সম্মান দিলেন। ৪র্থ—দাশরথির একটু বিম্বাভিমান ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে চরম-মন্ত্যার্থ প্রদান না করিয়া গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট প্রেরণ করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আবার ছদ্মবাদ পরে তাঁহাকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর রামানুজ তাঁহাকে মন্ত্যার্থ প্রদান করেন; যতক্ষণ বিদ্যাভিমান ছিল ততক্ষণ দেন নাই। ৫ম—শূদ্র ধনুর্দাসের হস্তধারণ করিয়া আচার্য্য স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন, ইহাতে বিপ্র-শিষ্যগণের মনে হিংসার উদয় হইত। কেহ কেহ এ কথা আচার্য্যকে বলিয়াও ছিলেন। আচার্য্য একতরফা এক কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহাতে শিষ্যগণের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়।

ইহা হইতে বোধ হয়—শিষ্যচরিত্রের প্রতি শঙ্করের দৃষ্টি তত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি ছিল না। রামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। রামানুজ শিষ্যগণের চরিত্রের উপর যেন অধিক লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু শঙ্কর যেন সে বিষয়ে কতকটা উদাসীন। এখন এতদ্বারা কাহার চরিত্র কতটা বেশী প্রতিপাত্ত সত্য প্রচারে অনুকূল, তাহা সুখী পাঠকবর্গ নিরূপণ করুন।

৩৫৬৩। শিষ্যের প্রতি ভালবাসা। এই গুণটিও নিজ নিজ প্রচারকল্পে মহাসহায়। শঙ্কর, তাঁহার শিষ্যগণকে যেরূপ ভালবাসিতেন তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই দেখা যায় না। ইহা সাধারণ ভালবাসা নয়। এ বিষয় পদ্মপাদের তীর্থ-ভ্রমণের প্রসঙ্গ কথঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টান্ত ইহা পারে। উদাসীনতাই তাঁহার চরিত্রে অধিক মাত্রায় প্রকটিত হইত।



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৫১

রামানুজের শিষ্যের প্রতি ভালবাসা অধিক প্রকাশ পাইত, বোধ-  
 দায়, তিনি যখন গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্তব্যলাভের জন্য পুনঃ  
 প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন, তখনও তিনি দাশরথি ও শ্রীবৎসাদ্বকে  
 বন্দী করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছেন। গুরু, শেষবারে  
 একাকী আসিতে বলেন, কিন্তু তথাপি তিনি উভয়কেই  
 গিয়াছিলেন। গুরু “শিষ্যদ্বয়কে কেন আনিয়াছ” জিজ্ঞাসা  
 করিয়া তুলিলেন “প্রভো! উহাদের এক জন আমার দণ্ড, আর  
 অন্য আমার কমুণ্ডলু” ইত্যাদি। তাহার পর, কুরেশের মৃত্যুকালে রামা-  
 নুজের স্বদ্বোপরি পতিত হইয়া বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে  
 হইলেন—“তোমার কি আমার উপর দয়া হইতেছে না” “তুমি কি  
 মনুষ্য করিলে” ইত্যাদি। বাহা হউক এখন এরূপ চরিত্র বেদান্ত-  
 মতপ্রকাশে কতটা অনুকূল, তাহা স্থধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

৬৩৬৪। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপনসামর্থ্য।

৬৩৬৫। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপনসামর্থ্য। ইহাও মতপ্রচারকার্যে  
 আবশ্যক। এই সামর্থ্য উভয় আচার্য্যই দৃষ্ট হয়। শঙ্কর,  
 গরিপ্রাপ্তে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া চারি জন আচার্য্যকে  
 প্রেরণ করেন। সমগ্র ভারতকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের  
 নির্ধারণ করিয়া দেন এবং মঠান্নায় গ্রন্থখানি এমন ভাবে রচনা  
 করেন যে, বৈদিক ধর্ম্মানুগামী মাত্রেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার  
 সাধ্য নাই। ইহা যদিও বিস্তৃত গ্রন্থ নহে, তথাপি ইহাতে তাহার খুব  
 দৃষ্ট এবং ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর  
 ৬৪টি অনাচার (বিশেষ আচার) ও নূতন স্থতির  
 প্রতি তাহার ক্ষুদ্র বিষয়েরও উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয়, অর্থাৎ  
 সামান্য বিশেষ উভয়ের উপর সমান।

পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা এই প্রকার; যথা—তাহার মৃত্যুকালীন তিনি যে ৭২টী উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ নহে, ইহাতে রাজবুদ্ধি যথেষ্ট বর্তমান । চোলরাজ, চিদম্বর বা চিদম্বরে প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাজের মন্দির ধ্বংস করিয়া এবং মূল-বিগ্রহ নষ্ট করিয়া যখন সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দেয় এবং একটি স্ত্রীলোক যখন গোবিন্দরাজের উৎসব-বিগ্রহটী গোপনে লইয়া যাইয়া তিরুপতিতে রক্ষা করে, তখন রামানুজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হন । চোলরাজ মরিবার পর রামানুজ, যাদব-বংশীয় কৃত্যদেব নামক এক রাজার দ্বারা তিরুপতিতে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন ও সেই উৎসব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন । ‘রামানুজ দিব্যচরিত’ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, রামানুজ ইলমগুনী নামক গ্রাম ক্রয় করিয়া নিজ প্রিয় ৭১ জন শিষ্যের মধ্যে উহা বিভক্ত করিয়া দেন । অনন্তর তিনি মন্দিরের চতুর্দিক গৃহাদি নির্মাণ করান এবং তাহাও উক্ত ৭১ জন শিষ্যকে প্রদান করেন । এই গ্রাম, মন্দির ও তাহার সেবাস্থানপ্রভৃতি উক্ত রাজার অধীন থাকিত হয় । মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভার, যে ভার প্রদান করেন, তাহাতে তাহার বিচক্ষণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । যে বিষয়ে যে উপযুক্ত; যাহার যাহাতে পটুতা, তাহা ইহা তাহাদের উপর কর্তব্য ভার প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ রামানুজের বিশেষ উপর দৃষ্টি অধিক বোধ হয় । এখন এরূপ চরিত্রদ্বয় দেখিয়া কে কখন বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ তাহা স্থধী পাঠকবর্গ স্থির করুন ।

৩৭।৬৫ । স্থৈর্য ও ধৈর্য ।

৩৭।৬৫ । স্থৈর্য ও ধৈর্য । এই গুণটী সাধনকালে যেমন মনোবিন্দু সিদ্ধাবস্থায় তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় হয় । ইহা—১। যখন ভগবদ্রোগের সময়, তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া শিষ্যগণ যখন



## গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৫৩

নিবারণ জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতে থাকেন, তখন আচার্য্য তাঁহার  
দিকে বুঝাইয়া নিবারণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও  
যে আনা হইলে এবং বৈদ্য আসিয়া বিকল-মনোরথ হইলে, তিনিই  
যে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন। (২) দ্বিবিজয়কালে অনেক  
কর্তৃক আসিয়া আচার্য্যকে তিরস্কারপূর্ব্বক কথা কহিয়াছে, তিনি কিন্তু  
নিচলিত থাকিতেন। (৩) মণ্ডনের সহিত ১৮ দিন বিচারেও  
ইহার বৈধাচ্যুতি হয় নাই, কিন্তু মণ্ডনের তাহা হইয়াছিল এবং তাহারই  
জন তাহার গলার মালা শেষ দিন মলিন হইয়া গিয়াছিল।

পঞ্চান্তরে রামানুজের ইহা অন্তরূপ। যথা—(১) যাদবপ্রকাশের নিকট  
অধ্যয়নকালে তাঁহার সহিত পুনঃ পুনঃ কলহসত্ত্বেও রামানুজ অধ্যয়ন  
ত্যাগ করেন নাই। (২) শ্রীরঙ্গমে মালাধর ও গোষ্ঠীপূর্ণপ্রভৃতি  
প্রকাশের নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহাদের সহিত রামানুজের বিরোধ  
সম্মুখ হইলেও রামানুজ অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই। (৩) এক-  
কালে নিজ আচারে আজীবন অবস্থান। এই সকলই আচার্য্যের  
গুণ ও বৈধেয় পরিচয়। কিন্তু ইহার অভাবস্থলও আছে। অতএব  
কিছুটা বিচার করিতে হইলে অস্থিরতাও বিচার্য্য। এখন এতদৃষ্টে  
স্থির করিতে হয়, কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে  
কৃত তাহা হইলে তাহা স্বধীপাঠকবর্গ স্থির করুন।

## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা।

এইবার আমরা আচার্য্যদ্বয়ের কতকগুলি দোষ অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই একে একে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ, ইহা তাঁহাদের দোষ হইয়াছিল কি না—তাহার বিচার করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তবে সাধারণদৃষ্টিতে ইহা দোষ বলিয়া বোধ হয় বলিয়া আমরা দোষ নাম দিয়া এস্থলে ইহার আলোচনা করিব।

১৬৬। অক্ষমা।

১৬৬। অক্ষমা। বাঁহারা ভগবান্ লইয়া থাকেন তাঁহাদের সংসারে আসক্তি আপনা আপনি কমিয়া যায়। এজন্ত তাঁহারা স্বভাবতই ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষে এজন্ত অক্ষমা না থাকিবারই কথা। শঙ্করে অক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। যেহেতু জ্ঞাতিগণের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত তিনটি অভিশাপই তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি শাপ জ্ঞাতিগণ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে এখনও সে দেশে লোকে গৃহোদ্যান-কোণে মৃতের সংস্কার করে এবং যতিগণ তাহাদের গৃহে ভিক্ষা লয়েন না।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে দেখিতে পাই—(১) তিনি ক্রিয়াকলাপে অপরাধ ক্ষমা করেন নাই। প্রত্যুত অভিসম্পাতই করিয়াছিলেন। (২) মন্দিরে অর্চকগণ পূজার দ্রব্যাদি চুরি করিত, এজন্ত রামানুজ তাহাদিগের অনেককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন শুনা যায়। এ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, দণ্ডাই ব্যক্তিকে দণ্ড দান না করিয়া সমাজের ক্ষতিই হয়।

যাহা হউক এতদ্বারা আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কে কতদূর বেশী প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ, তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।



# দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

. ৭৫৫

.. ২১৬৭। অনুতাপ।

২১৬৭। অনুতাপ। অপরাধ করিলেই সাধুহৃদয়ে অনুতাপ হয়।  
যতএব ইহা ব্রহ্মজ্ঞের না হওয়াই উচিত। শঙ্কর-জীবনে অনুতাপের  
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। \*

কিন্তু রামানুজ-জীবনে তাহা তিন স্থলে দৃষ্ট হয়; যথা—  
প্রথম—কুরেশকে ভাষ্য লিখিবার সময় পদাঘাত করিয়া রামানুজ নিজ  
স্বর্গীকৃত পারিলে তিনি অনুতাপ করেন। দ্বিতীয়—কুমিকর্ষকর্তৃক  
মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে শুনিয়া রামানুজ এই  
করিয়া হুঃখ করেন যে, আমারই জন্ত তাঁহাদিগের এই যন্ত্রণা-ভোগ  
হইল। তৃতীয়—রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া যখন কুরেশের  
স্বর্গীকৃত পারিলে, তখন রামানুজ নিজকে মহাপাপী ও কুরেশের  
দুঃখের কারণ বলিয়া হুঃখ করিয়াছিলেন। এখন ইহার ফলে  
স্বর্গীকৃতের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে উপযুক্ত  
হইয়া স্বর্গীকৃত বিচার করুন।

১৩০২ বঙ্গাব্দে সজ্জনতোষিণী পত্রিকাতে শ্রীঅমরনাথ মিত্র ব্রাহ্মাণ্ড গিরিকৃত  
“দেবানামে” শব্দরূপে অনুতাপ করিতে দেখিতেছেন, যথা শঙ্করবাক্য;—

সাকারশ্রুতিমূলজ্ঞ্য নিরাকারপ্রবাদতঃ।

যদযং নে কৃতং দেবি ! তদোষং ক্ষমত্বমর্হসি ॥

তমেব জগতাং ধাত্রী সারদেহক্ষররূপিণি ।।

তৎপ্রসাদাদ্বেবেশি ! নৃকো বাচালতাং ব্রজেৎ ॥

বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্ত বিপর্যায়ম্।

দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চনম্ ॥

স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতম্।

তং ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্ম-স্বরূপিণি ! ॥

কৃতায়-পরিহারায় তবার্চা স্থাপিতা ময়া।

অত্র তিষ্ঠ মহেশানি ! যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥

এই বঙ্গবন্দ্যপ্রদায়ের পত্রিকাতে লিখিত এবং শঙ্করসম্প্রদায়ের কাহারও মুখে এ  
কথা শুনা যায় না।

৩৬৮। অনুদারতা।

৩৬৮। অনুদারতা। শঙ্কর-জীবনে অনুদারতার পরিচয়, কোনও মতে, একস্থলে পাওয়া যায়। আচার্য্য কর্ণাট উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আসিয়া যখন নিজের অতি জঘন্য কদাচারের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, তখন আচার্য্য তাহার সহিত দুই একটা কথা মাত্র কহিয়াই তাহাকে বিতাড়িত করিতে শিষ্যগণকে ইঙ্গিত করেন। এই সময় তিনি ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি “দুষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণগণের দণ্ড দিতে আসিয়াছেন, অপরের জন্ত নহে,” ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত এরূপ কথা শঙ্কর-জীবনে আর শুনা যায় না। কিন্তু ইহা অনুদারতা কি না তাহা ভবিষ্যৎ বিবরণ। কারণ, গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—“ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলেই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হয়” ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম—মারুরি নদী নামক এক শূদ্র ভক্ত ছিলেন। ইহার মৃত্যু ঘটিলে রামানুজ শূদ্রোচিত সংস্কার করিতে আদেশ দেন। কিন্তু রামানুজের মহাপূর্ণ ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মমেধ সংস্কার করেন। রামানুজ ইহা জানিয়া গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—“প্রভো! আমি কতকষ্টে বর্ধমান ধর্ম স্থাপন করিতেছি আর আপনি তাহা ভঙ্গ করিতেছেন।” গুরু মহাপূর্ণ এরূপ সহৃদয় দিয়াছিলেন যে, রামানুজ তাহাতে নজির হইয়া এ কথা আর উত্থাপন করেন নাই। দ্বিতীয়—তাহার মতে বৈদিক হইয়াও উপাস্ত দেবতা বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ এবং উপাসনার পাঙ্করাত্রমত আশ্রয় না করিলে মুক্তি হয় না। অবশ্য বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ইহা অনুদারতা নহে, কিন্তু সত্য আচরণ মাত্র। কিন্তু অপর সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে ইহা অনুদারতাই বলা হয়। তৃতীয়—কৃমিকণ্ঠের শান্তিতে রামানুজ আনন্দিত হইয়াছিলেন। চতুর্থ—রামানুজ কখন বিষ্ণু



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৫৭

শ্রী যত্ন দেবতার মন্দিরে গিয়াছিলেন ও তাঁহার পূজা বা স্তবস্ততি করিয়াছিলেন—ইহা শুনা যায় না। পঞ্চম—তাঁহার প্রসিদ্ধ ৭২টি অমূল্য উপদেশ দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে যেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অপর-সাধারণকে সেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দেন না। এখন ইহা হইতে প্রকৃত বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহা স্থায়ী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

৪।৬৯। অভিমান।

৪।৬৯। অবশ্য এ ‘অভিমান’ বলিতে আমরা সাধারণতঃ বাহা বুঝি, তাহা নহে। ইহা ‘আমি কর্তা’ এই ভাবের বোধক মাত্র।

শতাব্দীবনে—এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, বাহাতে তাঁহার অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহার মঠান্নায়-গ্রন্থে দেখা যে, তিনি নিজেকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

রামানুজ-জীবনে কিন্তু এ জাতীয় অভিমানের দৃষ্টান্ত একরূপ;—

১—তীর্থপতি-পথে বণিকের প্রসঙ্গটি ইহার একটা দৃষ্টান্ত হইতে

২। কারণ, কোন কোন জীবনীকার এস্থলে রামানুজের ক্রোধের

বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই এস্থলে আবার অভিমানের ছবি

দিয়াছেন। এস্থলে রামানুজ বলিতেছেন “আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী,

আমাদের সঙ্গে ধনীর মিল হইবে কেন? চল, আমরা দরিদ্র বরদার্যের

অন্বেষণ করি।” কলে রামানুজ, বণিককে দেখিয়া পূর্ববৎ সাদর অভ্যর্থনা

করেন নাই। অধিকাংশেরই মতে তিনি প্রথমে কোন কথাই কহেন

নাই। তবে এ কথা সত্য যে, সে ব্যতীত তিনি তাহার বাটী যান নাই,

কারণ তিনি গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—‘কপ্যাস’ শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে

রামানুজ অশ্রদ্ধা ভাবিয়া রামানুজ অশ্রদ্ধা বিন্দু

বিসর্জন করিয়া তৃতীয়—বামুনাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া

৭৫৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

তিনি যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন একবার তাঁহার অভিমান হইয়াছিল, তবে ইহা মনুষ্যের উপর নহে, ইহা সেই ভগবান রঙ্গনাথের উপর। চতুর্থ—অনন্ত-শয়নে বা জগন্নাথে ভগবদ্ভিষ্মক বিরুদ্ধে পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রচলনের আগ্রহ। এস্থলে এক জন জীবনী-কারের মতে দেখা যায় যে, তিনি ভগবানকে বলিতেছেন “আপনি যখন শ্রীরঙ্গমে এ জগতের ধর্মরাজ্যের রাজপদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তখন আমি এ কার্য কেন করিতে পারিব না,” ইত্যাদি। পঞ্চম—যামুনাচার্যের মৃত্যুকালে যামুনাচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার তিনটি প্রতিজ্ঞা। ষষ্ঠ—বজ্রমূর্তির নিকট পরাজয় সম্ভাবিত হইলে তাঁহার মনে হয় যে, তিনি পরাজিত হইলে তাঁহার মতটাই নষ্ট হইবে, সুতরাং তজ্জন্ত প্রার্থনা। ক্রোধ ও বিবাদ, অভিমানেরই ফল, এজন্ত সে প্রবন্ধ গুলিও এস্থলে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। এখন এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার যোগ্যতা কিরূপ তাহা স্বীকৃত পাঠকবর্গ বিচার করুন।

৫৭০। অশিষ্টাচার।

৫৭০। অশিষ্টাচার। শঙ্কর-জীবনে অশিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত এইরূপ—  
 ১। দ্বিবিজয়-কালে কতিপয় স্থলে শঙ্কর কয়েক জন কনাচারীকে কোনও মতে “মুঢ়” বা “মুঢ়তম” বলিয়াছিলেন। ২। ভাষ্করাচার্য বিরুদ্ধবাদীকে এক স্থলে “দেবানাংপ্রিয়” অর্থাৎ পশু বলিয়াছিলেন। ও অন্যস্থলে “বলিবর্দ” অর্থাৎ বাঁড় পর্যন্ত বলিয়াছিলেন।

পঞ্চমস্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ; ১ম—গুরু প্রকাশের সহিত ব্যবহার। যাদবপ্রকাশের নিকট রামানুজ উপনিষৎ পাঠ করিতেন, তখন তিনি গুরুর সহিত তিনবার



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৫৯

করিয়াছিলেন। এই কলহের কারণ শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া। যাদব-প্রকাশ শঙ্কর-ভাষ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রামানুজের কিন্তু ইহা প্রাণে লাগিয়াছিল। অবশ্য পাঠকালে শিষ্যকে গুরুর সহিত চর্চা-বিতর্ক করিতে দেখা যায়, কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে, শিষ্য নিজ দায়িত্বও ত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে ক্ষান্ত হন। রামানুজ কিন্তু ইহা করেন নাই। তিনি অবশ্যই এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গুরুত্বাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন। যদি বলা যায়, মূর্খ গুরুর নিকট শ্রমোদ করিলে সহস্র বিনয়-গুণে আর আবরণ করা যায় না; কিন্তু ইহা হইলেও যাদবপ্রকাশ একজন দেশপূজ্য পণ্ডিত; অত্যাধি তাঁহার লোক-ভাষ্য বর্তমান। ২য়—শ্রীরঙ্গমে গুরু মালাধরের সহিত রামানুজের ব্যবহার। এস্থলেও রামানুজ, মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া যখন একটু অসঙ্গতি দেখিতেন, সেই খানেই স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেন। এইরূপ কয়েক বার হইবার পর মালাধর, রামানুজকে এক দিতে বিরত হন এবং মহাপূর্ণ আসিয়া মালাধরকে বুঝাইয়া রামানুজকে শিক্ষাদানে সম্মত করেন; সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামানুজের চরিত্রে মালাধর দুঃখিত বা বিরক্ত হইয়া মধ্যে শিক্ষাদানে সন্দেহ হইয়াছিলেন। ৩য়—রামানুজও, ভাষ্য-মধ্যে বিরুদ্ধ-বাদীকে “অন্যাপ্রিয়,” ও “উন্নত” প্রভৃতি বলিয়াছেন—দেখা যায়। বাহা হউক সর্বদ্বয়ের “মূঢ়” ও “পশু” প্রভৃতি সম্বোধন যে, সর্বত্রই নিন্দা ও বচক তাহা নাও হইতে পারে। মুগ্ধ অর্থে মূঢ় এবং ঐহিকসুখ-লাভার্থে পশুপ্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হইতে পারে। এখন প্রকৃত অর্থ কলাকল সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

৬৭১। অস্থিরতা।

৬৭১। অস্থিরতা। ইহা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষে থাকা উচিত নহে।

৭৬০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের পক্ষে শৈশ্ব্য একটা প্রধান সাধন । আচার্য শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না । প্রত্যুত শৈশ্ব্যই তাঁহাতে প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয় ।

পক্ষান্তরে আচার্য রামানুজে ইহার কয়েকটা স্থল আছে । যথা—

- (১) শ্রীভাষ্য-রচনাকালে কুরেশ লেখা বন্ধ করিলে রামানুজের বৈধ্যাচ্যুতি হয় । (২) কুমিকর্ঠের ভয়ে পলাইয়া রামানুজ শেষে একপ অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, শিষ্যগণ স্বন্ধে করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যান । (৩) কুরেশ ও মহাপূর্ণের মৃত্যুসময় তিনি শোকে অধীর হইয়াছিলেন । (৪) বজ্রমূর্তির সহিত বিচারে, শেষদিন, তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন । (৫) প্রথম বার বিষপ্রয়োগকালে তিনি মনের আবেগে কয়েক দিন উপবাসী ছিলেন । কিন্তু অবশ্য দ্বিতীয় বার বিষপ্রয়োগকালে তিনি ধীরভাবে শিষ্যগণকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন । এখন এতদৃষ্টে কাহার যোগ্যতা কিরূপ তাহা সুধীবর্গ স্থির করুন ।

৭৭৭২ । আসক্তি ।

৭৭৭২ । আসক্তি । ব্রহ্মজ্ঞপুরুষে ইহাও অযুক্ত । শঙ্করে ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা—স্বরেশ্বরকর্তৃক ভাষ্যবার্ত্তিকরচনায় বাধা ঘটিলে মাধবের মতে আচার্য একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন । ইহা আসক্তিরই ফল । অতঃ কোন স্থলে আর ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় না ।

পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে দেখা যায়—(১) রামানুজ, বজ্রমূর্তির নিকট পরাজিতপ্রায় হইলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া ভগবানকে ব্রহ্মজ্ঞান ও সাহায্য ভিক্ষা করেন । (২) কাশ্মীর হইতে বোধকরি ব্রহ্মজ্ঞান আনয়নকালে কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইলে তাঁহার ক্ষতি হয় । (৩) গোবিন্দকে স্বমতে আনিবার জন্য তাঁহার আশ্রম হইতে (৪) জগন্নাথক্ষেত্রে এবং অনন্তশয়নে ভগবদ্ভিচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৬১

সন্ন্যাসপ্রথাগ্রহণে আগ্রহ । ( ৫ ) সন্ন্যাসের বিরুদ্ধাচার হইলেও  
তুরার রাজার বাটিতে সমাজহিতের জন্ত গমন । ( ৬ ) কৃমিকণ্ঠের  
প্রাচীরভয়ে শ্রীরঙ্গমত্যাগ—ইহাও জীবনে মমতা বা আসক্তি বলা  
হতে পারে ।

যদ্যপি আচার্য্য রামানুজে এই আসক্তি সাধারণ স্বার্থপরতা নহে,  
যদ্যপি বুঝিতে হইবে । সর্বত্রই সম্প্রদায়হিত বা লোকহিতের বাস্থা  
কিন্তু তাহা হইলেও তাহা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের  
সহায় তাহা স্বধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন ।

৮৭৩ । কর্তব্যজ্ঞানহীনতা ।

৮৭৩ । কর্তব্যজ্ঞানহীনতা । শঙ্কর-জীবনে এক স্থলে কাহারও  
কর্তব্যজ্ঞানের একটু ক্রটি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় । তিনি,  
জান্নীর এক মাত্র সন্তান ছিলেন ; জননীর সাতিশয়  
করেও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহাদের মতে  
কিরি বিয়র । যদিও তিনি জ্ঞাতিগণকে সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়া  
কি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন—এবং  
তিনি সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও জননীর সৎকার করিয়া-  
যেহে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টদেব দর্শন  
করিতেন, তথাপি তাঁহারা ইহাকে ক্রটি বলিতে চাহেন ; কারণ,  
যেহে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে সকল দিক্ই রক্ষা পাইত ।  
কিন্তু—এস্থলে শঙ্কর নিজে অন্নায়ুঃ জানিতে পারিয়া নিজের  
কৃত্য-বস্তু হইয়াছিলেন ; সুতরাং ইহা তাঁহার স্বার্থপরতা ও  
জননের মমতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইত্যাদি ।  
যেহে ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারেন যে, তিনি যতদূরেই কেন থাকুন  
কিন্তু করিলেই তিনি জিহ্বায় তাঁহার স্তনদুগ্ধের আশ্বাদ পাইবেন

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

৭৬২.

এবং তখনই তিনি মাতৃসন্নিধানে আসিবেন, যিনি এ কথা বলিতে পারেন যে, “না তুমি আমার ছাড়িয়া দাও, আমি অন্তিমে তোমার তোমার চির অভীষ্ট প্রদর্শন করাইব; আমি নিকটে থাকিয়া তোমার যে লাভ হইবে আমি দূরে থাকিয়া তাহার শত গুণ অধিক লাভ হইবে” তাহার ইহা কর্তব্যজ্ঞানের ক্রটি বা স্বার্থপরতা কি না তাহা বিবেচ্য বিষয়।

রামানুজেরও জীবনে অধিকাংশ ঘটনাই কর্তব্যজ্ঞান-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানহীনতার দৃষ্টান্ত তিনটি পাওয়া যায়। প্রথম—গৃহকত্রী অল্পবয়স্ক। একমাত্র পত্নীকে সংবাদ না দিয়া গুরু মহাপূর্ণের সঙ্গে চারিদিনের পথ স্ত্রীরঙ্গমযাত্রা। দ্বিতীয়—পত্নীকে কোনও সাঙ্ঘনা না দিয়া তাহাকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লওয়া। তৃতীয়—গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের সমূহ বিপদ জানিয়াও পলায়ন।

এখন প্রথম স্থলে রামানুজকে সমর্থন করা যায় না। দ্বিতীয় স্থলে বলা যায়, যদি তিনি গুরুদ্বৈষিণী স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া একত্র বসে করিতেন, তাহা হইলে তাহার গুরুভক্তি বর্দ্ধিত হইত না; কারণ, সন্দেহ দোষগুণে মানুষের অনেক পরিবর্তন হয়। ওরূপ স্ত্রীর সহিত বসবাস তাহার স্বনয়ে কখনই ওরূপ গুরুভক্তি জন্মিত না। আর বাহ্যিক ভবিষ্যতে এত বড় লোক হইবার সম্ভাবনা, তাহার এরূপ গুরুভক্তি ব্যতীত এরূপ হওয়া মনে হয়, যেন এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু ইহা বিরুদ্ধে একটা কথা এই যে, রামানুজ যদি প্রায় ২৭।২২ বৎসরে লইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীর বয়স তখন ১৫।১৬ বৎসরের হয় না। এরূপ অল্পবয়স্কর অপরাধ তৃতীয় বারের অধিক হইলেও যদি করিলে রামানুজের বিশেষ ক্ষতি হইত কি না চিন্তার বিষয়। বাহ্যিক যদি তিনি বুদ্ধবৈবের মত পরে স্ত্রীর উন্নতির চেষ্টা করিতেন, হইলে হয় ত ইহা আদৌ দোষমধ্যে গণ্য হইত না। অথবা স্ত্রীর



## দোষাবলীর দ্বারা তুলন।

৭৬৩

দ্বিবি যদি প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধির নিকটও  
হইত না।

তৃতীয় স্থল সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহাকে সমর্থন  
করিতে পারি না। জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যেন বোধ হয়, এ সম্বন্ধে  
আমাদের সমর্থন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন  
তিনি পাঁচ জনের কথায় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্ত পলায়ন করেন এবং  
কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল পাঁচ জনের কথায় পলায়ন করেন—  
কিন্তু পরন্তু ভগবান্ রঙ্গনাথের আদেশেই তিনি প্রস্থান করিতে বাধ্য  
হইয়াছেন। বাহা হউক পাঁচ জনের কথা শুনিয়া তাঁহার পলায়ন, উচিত  
নহি বলিয়াই মনে হয়। কাহারও মতে যদি বলা যায় যে, তিনি  
গোষ্ঠীপূর্ণের আদেশেই ওরূপ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্থলে গুরু-  
বাক্য নব্বন করাও শ্রেয়ঃ ছিল কি না—ভাবিবার বিষয়। কারণ,  
একবার জনসাধারণের উদ্ধারের জন্তই গোষ্ঠীপূর্ণের আদেশ  
করিয়াও গুরু-দত্ত মন্ত্র সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যাহা  
এতাদৃশ কর্তব্যবুদ্ধি দেখিয়া উভয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদান্ত-  
সত্যপ্রচারে সমর্থ, তাহা স্বধীগণ বিচার করুন। অবশ্য যাহার  
কর্তব্যবুদ্ধি তিনি তত সত্যনিষ্ঠ—ইহা বলিতেই হইবে।

২৭৪। ক্রোধ।

ক্রোধ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞের চরিত্রে শোভন গুণ নহে। সন্ন্যাসীর  
অপরাধ বোধ না জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয় না। এখন  
শঙ্করের নিকট কেহ কোন অপরাধ করিয়াছে কি না এবং  
তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ক্রোধ করিয়াছেন।  
শঙ্করের চরণে অপরাধী তাঁহার জ্ঞাতিগণ। আচার্য্য বাটী  
আমিয়াছেন ও মাতার মুখাঙ্গি করিবেন শুনিয়া তাহার। ভাবিল

যে, শঙ্কর বুঝি আবার গৃহী হ'ন ও তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া লনেন।  
 এজন্য তাহার শঙ্করকে মাতৃসংকারে কোন সাহায্য করে নাই; এমন  
 কি, অগ্নি পর্য্যন্ত দেয় নাই। ইহাতে শঙ্কর স্বয়ং অগ্নি উপাদান করিয়া  
 মাতৃসংকার করিলেন। জ্ঞাতিগণ ইহা দেখিয়া শঙ্করের জননীর চরিত্রে  
 দোষারোপ করিতে লাগিল ও তাঁহার জন্ম অবৈধ বলিয়া নিশা  
 রটাইল। এইবার শঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি  
 জ্ঞাতিগণকে তিনটি শাপ প্রদান করিলেন এবং রাজা এ বিষয় বিচার  
 করিয়া বাহাতে উক্ত শাপ প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য ইচ্ছা প্রকাশ  
 করিলে তিনি তাহাতে আপত্তি করেন নাই। প্রথম শাপ এই  
 যে, তাহার বেদবহিভূত হইবে। দ্বিতীয় শাপানুসারে কোন বতি  
 তাহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। তৃতীয় শাপ—সকলে  
 যেন নিজ বাটীর প্রাঙ্গণ-কোণে মৃতদেহ দাহ করে। কিন্তু আমি যখন  
 ইহাদের দেশে গিয়াছিলাম তখন এই তৃতীয় শাপটি আমার নিন্দা  
 বোধ হইয়াছিল। যেহেতু এটি তাঁহাদের দেশাচার। আমার বোধ  
 হইল—ইহা শঙ্করের পূর্ব্বেও ছিল।

দ্বিতীয়—দিগ্বিজয়ার্থ শঙ্কর যখন কর্ণাট উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন,  
 তখন অসংখ্য কাপালিকের গুরু, ভৈরব-সিদ্ধ “ক্রকচ” সৈন্তে শঙ্কর ও  
 তাঁহার শিষ্যগণকে আক্রমণ করে। ইহা দেখিয়া রাজা সুধর্ম্ম সৈন্ত  
 কাপালিক সৈন্তসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ক্রকচ তাঁহার সৈন্তগণের পতন  
 হইয়াছে দেখিয়া, অপর সহস্র কাপালিকে অগ্নি দিক্ দিয়া শঙ্কর  
 শিষ্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এইবার শিষ্য  
 নিরুপায় দেখিয়া আচার্যের শরণাপন্ন হন। আচার্যও তখন যুদ্ধ  
 উপায়ে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারায়, নেত্রোখিত ক্রোধান্বিত  
 তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই ঘটনাটি মাঝের



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৬৫

বর্না। প্রাচীন শঙ্কর-বিজয়ে যুদ্ধ বা ভয় করার কথা কিছুই নাই।

তাহাতে বাহা আছে, তাহাতে শঙ্করকে নিরীহ-স্বভাব বলিতে হয়।

তৃতীয়—দ্বিধিজয়-কালে কর্ণাট উজ্জয়িনী নামক স্থানে এক ভীষণ-  
হৃতি কাপালিকের জঘন্ত মতের অতি অশ্রাব্য কথা শুনিয়া শঙ্কর তাহাকে  
মুহুইয়া বাইতে বলিয়াছিলেন। ইহাকে ক্রোধ না বলিয়া ঘৃণা বা  
ঈশ্বর ভাবও বলা বাইতে পারে।

পঞ্চমের রামানুজের জীবনে ক্রোধের দৃষ্টান্ত যথা, প্রথম—তাঁহার  
শ্রীর নহিত। ইহা একবার বা দুইবার নহে, কিন্তু তিন বা চারি  
বার। যথা:—(ক) পত্নীকর্তৃক কাঞ্চীপূর্ণকে শূদ্রবৎ ব্যদহারকালে।  
(খ) এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে অন্নদানে অসম্মত হইলে। (গ) গুরু-  
শ্রীকে অবমাননা করিলে। (ঘ) ও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্ন না দিয়া  
মত্যাখ্যান করিলে।

দ্বিতীয়—চোলাধিপতি কুমিকর্ষ যখন গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের  
সুউপাটন করে, তখন তাহার অত্যাচারের জন্ত রামানুজের ক্রোধের  
শব্দ শুনা যায়। এ সময় তিনি নাকি তাঁহার এক শিষ্য যজ্ঞেশকে  
কহিয়াছিলেন যে, তুমি এমন কিছু দৈবক্রিয়া কর, যাহাতে শ্রীসম্প্রদায়ের  
স্বয়ং শত্রু নিহত হয়। কাহারও মতে তিনি স্বয়ং কুমিকর্ষকে নিহত  
করিবার জন্ত নৃসিংহদেবের সমক্ষে অভিচার কৰ্ম করিয়াছিলেন।  
যাহারও মতে ইহা তিনি স্বয়ং করেন নাই, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ করিয়া  
করেন, তিনি স্বয়ং জন মন্ত্রপূত করিয়া নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র।

তৃতীয়—রামানুজ প্রথম বার তিরুপতি গমনকালে পশ্চিমধ্যে এক  
বণিকের বাটীতে অতিথি হইবেন বলিয়া বণিকের বাটী দুই জন  
পক্ষ প্রেরণ করেন। বণিক, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ  
করেন ও রামানুজের জন্ত নানা ভোজ্যোপকরণের ব্যবস্থা করিতে

প্রবৃত্ত হন। শিষ্যদ্বয় কোনরূপ আদর অভ্যর্থনা না পাইয়া রামানুজ-সমীপে ফিরিয়া আসেন। রামানুজ, ইহাতে, কাহারও মতে ক্রুদ্ধ হন, এবং কাহারও মতে অভিমান করেন। ফলে, ধনী আসিয়া কখনো প্রার্থনাপূর্ব্বক গৃহে লইয়া বাইবার জন্ত বস্ত্র করিলে রামানুজ বাইতে অস্বীকার করেন, তবে ফিরিবার কালে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

চতুর্থ—কুরেশ ভাষ্য লিখিতেন, রামানুজ বলিতেন। একদিন “জীবের” লক্ষণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রামানুজ অনেক বার অনেক রকম করিয়া বলিলেন, কিন্তু কুরেশ কিছুতেই লিখিলেন না। অবশেষে রামানুজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া কেলিয়া দেন ও আসন্ন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া বা’ন। যতান্তরে সেরূপ করেন নাই, কিন্তু বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বাহা হউক এতদ্বারা প্রকৃত বিবরণ সেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহা স্মৃতিগণের বিচার্য্য বিষয়।

১০।৭৫। গৃহস্থোচিত ব্যবহার।  
১০।৭৫। গৃহস্থোচিত ব্যবহার সম্যাসীর পক্ষে প্রশংসনীয় নয়।  
ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে দৃষ্ট হয় না।

রামানুজে ইহা কয়েক স্থলে কিন্তু দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় রামানুজের যখন ৪৩ বৎসর বয়স, তখন কুরেশের একটি পুত্র এই পুত্র পরে পরাশরভট্ট নামে পরিচিত হন। ইনি যখন অতি দৌলনাতে শুইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে রামানুজ, ধর্মপুত্ররূপে কল্যাণ করেন এবং তখন হইতে তাঁহাকে মঠে আনিয়া রাখা হয়। রামানুজ শিষ্যসেবকগণ তাঁহাকে মঠেই লালনপালন করিতেন এবং তাঁহার রামানুজের আসনের নিকটেই রক্ষিত হইয়াছিল। পরাশরের বিবরণে রামানুজ ‘ঘটকালী’ করিয়াছিলেন। অগ্নি সম্প্রদায় এরূপ স্থানে



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৬৭

বালকে সন্ন্যাসী করেন, ইনি তাহা করিলেন না। বস্তুতঃ এ  
দেহবোধে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বড়ই কম।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, কোন কোন জীবনচরিতকারের মতে রামানুজ  
এ স্থলে পুত্রের জন্ত খেদ করিতেছেন। অবশ্য ইহা ভক্তির আধিক্যেরও  
প্রমাণ। রামানুজ, যে সময় প্রাচীন আচার্য্যগণের নামে শিষ্যগণের  
মন রাখিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এক দিন দুঃখ করিয়া বলেন,  
“হা! যদি আমার একটা পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার  
মন “নম্বা আলোয়ার” রাখিতাম” ইত্যাদি। ইহার কল প্রকৃত বিষয়ের  
কল্প অল্পকূল বা প্রতিকূল তাহা স্বধীগণ বিচার করুন।

১১৭৬। চতুরতা।

১১৭৬। চতুরতা। এ স্থলে চতুরতা শব্দের অর্থ বুদ্ধিমত্তা নহে,  
কিন্তু ইহা তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের  
এক অংশোভন।

যহরের জীবনে চতুরতার দৃষ্টান্ত অতীবধি পাই নাই।

রামানুজের জীবনে, তাহার দৃষ্টান্ত যথা; প্রথম—শ্রীরঙ্গম হইতে  
আনকালে নীলগিরির আরণ্য প্রদেশে যখন সেই অজ্ঞাত কুলশীলা

অন্ন ভোজনের কথা উঠে, তখন রামানুজ, রমণীটিকে  
পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া অন্নপ্রদানে আদেশ করিলেন।

আনন্দচিত্তে যখন ভোজনপাত্রে অন্ন প্রদান করিতে গমন  
করিলেন, তখন আচার্য্য “একটা শিষ্যকে গোপনে তাহার গতিবিধি ও

নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। শিষ্য যাহা দেখিল তাহাতেও  
কিছুই বুঝি নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজারিগণ, পূর্ব হইতে মন্দিরের

৭৬৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিতেন। রামানুজ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজারিগণের এবশ্প্রকার চৌর্য্যকর্ম বন্ধ করেন এবং তাঁহাদিগকে কর্তব্যপালনে বাধ্য করেন। বস্তুতঃ ইহা ক্রমে এতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে পূজারিগণ পরে রামানুজকে বিষপ্রয়োগদ্বারা বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন ইহার ফলাফল কিরূপ তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

১২।৭৭। নিবুদ্ধিতা বা দৈববিড়ম্বনা।

১২।৭৭। নিবুদ্ধিতা বা দৈববিড়ম্বনা। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও বাধনীয় নহে। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অতীবধি জানিতে পারা যায় নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত যথা—আচার্য্য রামানুজ যখন শ্রীজগন্নাথ ধামে আসেন তখন তথায় অনেক বিচার নাই। জগন্নাথ দেবের পূজাপদ্ধতি দোষিয়া বড়ই দুঃখিত হন। একান্ত বিচিন্তা করিয়া বিচারদ্বারা তত্রত্য যাবতীয় অশ্রমতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পূজকগণ তাহাতেও অসম্মত হওয়ায় রাজার সাহায্য লব্ধপূর্ব্বক ব্যবস্থাপরিবর্তনের যত্ন হয়। পূজকগণ ভগবানের পূজা গ্রহণ করিলেন। কারণ, তাহাতে তাঁহাদের জীবিকার ক্ষতি। তখন রামানুজকে স্বপ্নযোগে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু রামানুজ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে রামানুজের একান্ত আগ্রহে ভগবান্ গুরুদ্বারা নিদ্রিতাবস্থায় রামানুজকে সুদূর কুম্ভক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। যতান্তরে এ ঘটনাটি ত্রিভাণ্ড্রামে “অনন্তশয়ন” দেবের ঘটিয়াছিল। তথায় ভগবান্ নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রামানুজকে কুরুক্ষুড়ির নিকটবর্ত্তী সিন্ধুনদীর তীরে নিষ্কিন্তু করিলেন। এখন এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কতদূর বাধা উচিত তাহা সুধীগণ নির্ণয় করুন।



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা।

৭৬৯

১৩৭৮। পাপীজ্ঞান ( নিজকে )

১৩৭৮। পাপীজ্ঞান ( নিজকে )। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও অনভীষ্ট।

আচার্য্য শব্দে ইহার দৃষ্টান্ত কোন জীবনী-মধ্যে কথিত হয় নাই। ইহার কোন স্তোত্রে এ কথার উল্লেখ থাকিতে পারে। তবে এই সব রস তাঁহার নিজের জন্ত নহে—ইহাও বলা হয়। ( ৬৩১ পৃষ্ঠা )। আর বাহীরে ণারদাদেবীর প্রশ্নে শব্দর বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার নিজকে পাপী বলিয়া জ্ঞান ছিল না।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনীতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা;—  
১। তিরুপতি গমনকালে রামানুজ প্রথমতঃ পর্বতারোহণ করিতে যত্নবত হন; কারণ, তিনি ভাবিলেন—তাঁহার কলুষবহুল দেহদ্বারা ইষ্টদেবী শ্রীশৈল কলুষিত হইবে ( ৫২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। পরে অনন্তাচার্য্য হইয়া তাঁহার শিষ্ণুগণ আসিয়া তাঁহাকে “অনন্তের” অবতার বলিয়া তাঁহাকে তথায় বাইতে সম্মত করেন। তাঁহাদের ভয় এই যে, রামানুজ না বাইলে ভবিষ্যতে তথায় আর কেহ যাইবে না, তীর্থটাই নষ্ট হইতে পারে। বাহাই হউক নিজে সত্য সত্য পাপী বলিয়াই তিনি ওরূপ করিয়াছিলেন, তাহা কখনই নহে। তবে তাহা তাঁহার পাপের প্রতি সম্মান-জ্ঞানাধিক্যের পরিচয় হইতেও পারে। ২। শ্রীরঙ্গমে আসিলে কুরেশের নিকট আক্ষেপকালে রামানুজ বলিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই মহাপাতকী; যেহেতু তাঁহারই জন্ত কুরেশের ও গুরুদেবের প্রাণনষ্ট হইল। কিন্তু ইহাও খেদোক্তি মাত্র হয়। বাহা হউক আচার্য্য রামানুজের নিজকে পাপীজ্ঞান দৃষ্টান্ত এইরূপই দেখা যায়। এখন এতদ্বারা কাহার চরিত্র বোদ্ধান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অল্পকূল তাহা সুধীগণ স্থির

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

১৪৭৯। প্রাণভয়।

১৪৭৯। প্রাণভয়। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। শঙ্করের প্রাণনশয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি বেরূপ ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা প্রথম—বাল্যে কুস্তীর আক্রমণ করিলে তিনি ব্যাকুল হন, এবং জীবনের আশা না থাকায় মাতার নিকট অন্ত্যস্ত্রাণের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন। বস্তুতঃ ইহাকে ভয় না বলিলেও চলে।

দ্বিতীয়—উগ্রভৈরব কাপালিক যখন সরলভাবে তাঁহার দত্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি তাহার উপকারের জন্য মন্তক দিতে স্বীকৃত হন এবং ভৈরবের সম্মুখে বলি দিবার সময় উপস্থিত হইলে সমাধি অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। শিষ্যগণ জানিলে পাছে উগ্রভৈরবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয়, তজ্জন্ত তিনি তাহাকে বথারীতি সাবধানত অবলম্বন করিবার উপদেশও দিয়াছিলেন।

তৃতীয়—বিদর্ভরাজধানী হইতে আচার্য যখন কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হন, তখন বিদর্ভরাজ তথায় বাইতে আচার্যকে নিষেধ করেন। স্বধর্মারাজ তাহা শুনিয়া আচার্যের রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্য কিন্তু কাহাকেও কোন উত্তর না দিয়া ধীরভাবে সেই কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হইলেন। তথায় অনতিবিলম্বে কাপালিক-সৈন্য, আচার্য-পক্ষ ধ্বংসের জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রবৃত্ত হইল। স্বধর্মারাজ কিন্তু কৌশল ও সাহস অবলম্বন করিয়া তাহা দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কাপালিক-রাজ ক্রকচ, তখন আচার্য সমীপে আসিয়া মন্ত্রদ্বারা ভৈরবকে সর্বসমক্ষে আহ্বান করিল ও আচার্যকে বধ করিতে অনুরোধ করিল। আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণ ভৈরবকে দেখিয়া ভৈরবের স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন—আচার্য, পাঠ্য নিরুদ্বিগ্নভাবেই উপবিষ্ট ছিলেন। মাধবের মতে আচার্য, বথারীতি



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৭১

কামরূপ কপালিক সৈন্যকে নেত্রাঙ্গি দ্বারা ভস্মীভূত করেন। বাহা  
 আচার্য্য শঙ্কর যে এস্থলেও প্রণভয়ে ভীত হন নাই তাহা স্থির ।  
 কামরূপ—কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে অভিনবগুপ্ত, আচার্য্যের  
 ভগবদ্রোগ উৎপাদন করে। রোগ বখন ভয়ঙ্কর রূপ  
 ধারণ করিল, শিষ্টগণ তখন বৈদ্য আনিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন।  
 কিন্তু শিষ্টগণকে এজন্ত বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি  
 সম্মতিদান বা আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই, বরং কৰ্ম্মফল  
 ভীরুভাবে সেই দারুণ বস্ত্রনা-ভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে রোগ-  
 তাহার সহ করিবার সীমা যেন অতিক্রম করিল। তখন তিনি  
 ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের আদেশে  
 অধীনীকুমারদ্বয় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, ইহা অভিনব-  
 অভিচার কৰ্ম্মের ফল। ইহা রোগ নহে। পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া  
 গুপ্তের উপর বখন বিপরীত অভিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন  
 তাঁহাকে বারবার নিষেধ করেন। যেহেতু আচার্য্য অভিনব  
 অভিচারের কলে দেহত্যাগেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অতএব  
 আচার্য্যের প্রাণভয়ের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।  
 কামরূপে রামানুজ-জীবনে তাঁহার প্রাণ-সংশয় স্থল চারিটি মাত্র।  
 প্রথম চোলরাজ বখন রামানুজকে বলপূর্ব্বক শৈব করিবে  
 ন্যায় প্রেরণ করে, তখন রামানুজ দণ্ড-কমণ্ডলু পরিত্যাগ  
 করিয়া কুরেশের শুভবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করেন।  
 দ্বিতীয় পথে শিষ্টগণসহ ছয় দিন ছয় রাত্র অবিশ্রান্ত দ্রুতগমন  
 করেন এত পরিশ্রান্ত হন যে, স্বয়ং আর চলিতে অসমর্থ হন।  
 তৃতীয় পথে শিষ্টগণ তাঁহাকে স্বন্ধোপরি বহন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার  
 তৃতীয় ও কষ্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, এবং তিনি তখন এক

প্রকার মৃতপ্রায় । এস্থলে নানা জীবনীকার নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, উক্ত ঘটনাগুলি কেহ অস্বীকার করেন নাই, কেহ বলিয়াছেন যে, রামানুজ প্রথমে পলায়ন করিতে চাহেন নাই, শিষ্যগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়াছিলেন । কেহ বলেন, কুরেশ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিয়া যান, পরে তিনি যখন জানিতে পারেন তখন, অপর শিষ্যগণ সাতিশয় অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন, ইত্যাদি । কাহারও পরে রক্তনাথও পলায়নে আদেশ দেন । ফলে, পলায়নের প্রকার উদ্দেশ্য যেকোনই হউক না কেন, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । আর তাহাতে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহার যেন প্রাণভয়ে কিছু বোধ হয় ।

দ্বিতীয়—তাঁহার বাল্য বয়সে বাদবপ্রকাশ যখন তাঁহাকে বিদ্যায় বধ করিবার চেষ্টা করেন, তিনি তখন পলায়ন করেন এবং প্রাণভয় বারপরনাই ব্যাকুল হন । তবে ইহা রামানুজের বাল্য জীবনের বলা যায় ।

তৃতীয়—শ্রীরঙ্গমের পুরোহিতগণ প্রথম যখন বিদ্যায় প্রলোভিত তখন রামানুজ পুরোহিতের জীর ইঙ্গিতে তাহা জানিতে পারেন ও একটা কুকুরকে দেন । কুকুরটি সেই অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে । অনন্তর তিনি তাহা কারেরীর জলে নিক্ষেপ করিয়া দিনরাত উপবাস করিয়া থাকেন । কি কারণে বলা যায় না, যে আসিলে রামানুজ কাবেরীতীরে তপ্ত বালুকোপরি তাঁহার পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন । গোপীপূর্ণ, রামানুজের প্রণতর্জিহ্বাচার্যের, গুরুভক্তি দেখিয়া বলিলেন—“অতঃপর রামানুজ তুমি ইহারই দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া ভিক্ষা করিও, ইহাতে



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৭৩

হইবে না।" তখন হইতে রামানুজ তাহাই করিতে  
 গেলেন। এখানে অনাহারের কারণ, অধিকাংশ জীবনীকারের মতে  
 আশঙ্কা, কিন্তু পূজনীয় রানকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মতে ইহার  
 মূল-যত্নতাপ ।

১৮—আর একদিন উক্ত পুরোহিতগণ ভগবানের চরণামৃত সহ  
 মন্ত্রকে বিষ প্রদান করেন । এ দিন তিনি পূর্বেই বুঝিতে পারেন ।  
 ভগবৎচরণামৃত পান করিয়া তাহা পান করেন । কিন্তু পান করিয়া  
 পান্য পান হইবার পূর্বেই, তাঁহার পা টলিতে আরম্ভ করিল ।  
 নিকপায় হইয়া টলিতে টলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 নিমগ্ন জানিতে পারিলেন ও অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া বিষ-শান্তির  
 বিষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রামানুজ তাঁহাদিগকে নানারূপে  
 করিলেন ও সমস্ত রাত্রি ভগবৎচরণে চিত্ত স্থাপন করিয়া স্থির  
 অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এই ঘটনাটী কেবল প্রপন্নামৃত  
 দেখা যায়, অস্ত্র নহে । কোন মতে আচার্য্য, চিকিৎসার দ্বারা  
 নাশ করেন । যাহা হউক এ ঘটনাটীকে প্রাণভয়ের দৃষ্টান্ত না  
 বলিতে পারা যায় । এখন এতদ্বারা কাহার চরিত্র কতটা  
 প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের অনুকূল তাহা স্বধীর্ঘ বিবেচনা করুন ।  
 ১৭৮০ । ভাস্তি ।

১৮ । ভাস্তি । ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও অশোভন । শঙ্কর-জীবনে  
 ইহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছে এ কথা শুনা যায় না । ব্রহ্ম-সূত্র-  
 কাশীতে ( মতান্তরে উত্তর-কাশীতে ) ব্যাসদেবকে দেখিবার জন্ত  
 তিনি কোন ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা কোথাও  
 পাওয়া যায় না । কাশীতে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রসঙ্গটী অসাম্প্রদায়িক  
 হইবে যথেষ্ট । সুতরাং শঙ্কর-জীবনে ভাস্তির নিদর্শন নাই ।

পঞ্চাস্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার শ্রীভাষ্য-রচনাকাল  
কেহ বলেন, এইরূপ ঘটনা একেবারে নহে ২১৩ বার ঘটয়াছিল। বিহীন  
বার নাকি কুরেশকে ছয়মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণের নিকটে থাকিয়া বিবাহ-  
স্থলটির মীমাংসা করিয়া লইতে হইয়াছিল। এখন এতদ্বারা বোঝা  
প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচার বিষয়ে কাহার সামর্থ্য কিরূপ তাহা স্বীকার  
বিচার্য্য বিষয়।

১৬।৮১। মিথ্যাচরণ।

১৬।৮১। মিথ্যাচরণ। ব্রহ্মজ্ঞে ইহারও স্থান না থাকাই উচিত  
শঙ্কর-জীবনে মিথ্যাচরণের দুইটি দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যায়। প্রথম  
বাহারা বলেন, শঙ্করকে কুস্তীরাক্রমণ ব্যাপরটি মাতার নিকট সমাজ  
অনুমতি পাইবার জন্য শঙ্করের কোশল মাত্র, তাঁহাদের মতে  
উদ্দেশ্যে যতই ভাল ও মহৎ হউক না, আচরণ মিথ্যা ভিন্ন  
কিছুই নহে। কিন্তু ইহা বিচার্য্য বিষয়। কারণ, আচার্য্যের জন্ম  
কুস্তীরাক্রমণ সত্য বলিয়াই সকলে বিশ্বাস করে। যে জ্ঞাতি-শত্রুগণ শঙ্কর  
মাতার চরিত্রে অপবাদ রটাইতে পারে, তাহার, এ ঘটনা মিথ্যা  
বা ইহা শঙ্করের কোশল হইলে ইহা কখনও সত্য বলিয়া  
কবিত কি? আর ইহা সত্য হইবার পক্ষে অসম্ভাবনাও কিছুই  
কারণ, কুস্তীর ধরিয়া কখনও কাহাকে কি ছাড়িয়া দেয় নাই?  
ইহার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে। অতএব এ ঘটনাটি মিথ্যাচরণের  
বলা বোধ হয় যায় না।

তাহার পর, ইহার সহিত জ্যোতিষী সম্বন্ধীয় ঘটনাটির এক  
দেখা যায়। জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন—শঙ্করের ৮ বৎসর  
কিন্তু যোগবলে শঙ্কর ইহাকে ১৬ বৎসরে পরিণত করিতে পারিলেন  
এবং গুরু (বৃহস্পতির?) কৃপায় খুব জোর ইহা ৩২ বৎসর



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৭৫

হইতে পারিবে। বস্তুতঃ এই ৮ বৎসরেই তাঁহাকে কুস্তীরে ধরে আর  
 এই অবস্থায় তিনি অস্তিম সম্মাসের নিমিত্ত মাতার অনুমতি  
 করেন। আর সঙ্কলিত সম্মাস পরিত্যাজ্য নহে, এই জ্ঞান তিনি  
 যার গৃহে থাকিলেন না। ওদিকে ১৬ বৎসরে শঙ্কর, ব্যাসের সমক্ষে  
 ভগীরথী সলিলে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত শুনা যায়। তাহাতেই ব্যাস-  
 দেব তাঁহাকে আর ১৬ বৎসর আয়ুঃ হউক বলিয়া আশীর্বাদ করেন।  
 হতরঃ শঙ্করের দেশের প্রবাদানুসারে ইহা তাঁহার মিথ্যাচরণ নহে।  
 নান্দবাচার্য্য যদিও ইহাকে একটু কৌশল বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি  
 তিনি সব বিষয়ে যে, সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই,  
 তাহা সত্য। দ্বিতীয়।—“অমরু” রাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজরূপে  
 পরিচিত হইলে শঙ্কর কখনও স্বয়ং রাণী বা অমাত্যবর্গকে আত্মপরিচয়  
 দেন নাই। অতএব ইহাকে মিথ্যাচরণমধ্যে অংশতঃও গণ্য করা  
 যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনেও দুইটি স্থলে মিথ্যাচারণ দেখা যায়।  
 প্রথম—প্রপন্নামৃত নামক একখানি খুব প্রামাণিক গ্রন্থমতে তিনি  
 স্মানগ্রহণ-কালে শঙ্করের নাম করিয়া নিজেই এক পত্র লেখেন ও সেই  
 ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মণকে শঙ্করালয়ের লোক মাজাইয়া জীকে তাহার সঙ্গে  
 যান্বরে প্রেরণ করেন। তবে একটা কথা এই যে, এ বিষয়ে মতান্তর  
 আছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁহার মূল গ্রন্থে এ ঘটনাটি গ্রহণ  
 করেন নাই, টীকার আকারে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়,—  
 রামানুজ হইরা, দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করতঃ  
 নিকটের ভয়ে পলায়ন। ইহাও মিথ্যাচরণ বলা যায়। অবশ্য উদ্দেশ্য-  
 মতায় কার্য্যও ত্রায়সঙ্গত হইয়া থাকে, তথাপি স্থূল দৃষ্টিতে  
 তাহা মিথ্যাচরণ তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহা হউক, এখন এতৎসঙ্গে

৭৭৬

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার সামর্থ্য কতদূর হওয়া উচিত তাহা  
সুধীগণ বিচার করুন ।

১৭।৮২ । লজ্জা ।

১৭।৮২ । লজ্জা । ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শোভন গুণ নহে। কাশীতে  
অন্নপূর্ণাদেবীর নিকট “শক্তি” স্বীকারে শঙ্করের লজ্জার দৃষ্টান্ত একটী  
পাওয়া যায় । কিন্তু এ কথা শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তগণ স্বীকার করেন না।  
অতএব ইহা অগ্রাহ্য । এতদ্ভিন্ন আর কোথাও শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত  
পাওয়া যায় না ।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত, প্রথম—তিরুভালি তিরুনগরীর চণ্ডান  
রমণীপ্রসঙ্গটী বলিতে পারা যায় । ( ৫৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) দ্বিতীয়  
স্থল—বেঙ্কটচলে আরোহণকালে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট । এখন ইহার  
কলে কাহার চরিত্র কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অনুকূল তাহা  
সুধীগণ বিচার করুন ।

১৮।৮৩ । বিদেহ-বুদ্ধি ।

১৮।৮৩ । বিদেহ-বুদ্ধি । ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের অনভীষ্ট গুণ । এই বিষয়টী  
দুইভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য । যথা—মানব-সংক্রান্ত ও দেবতা-  
সংক্রান্ত । তন্মধ্যে প্রথম স্থলে দেখা যায়, শঙ্করে বিদেহ-বুদ্ধি সাধারণ  
ভাবে ছিল । তিনি যেখানে কদাচার ও অবিচার দেখিতেন, সেই  
খানেই তীব্র প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না । কাপালিক  
প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায়ের আচার অত্যন্ত জঘন্য ছিল বলিয়া  
তাহাদের সঙ্গে আচার্য্যের ব্যবহার, স্থলে স্থলে কৰ্কশ দেখা যায় । কয়েক  
স্থলেই তিনি বাদীকে মূঢ় প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং এক  
জনকে তিরস্কারপূর্বক দূর করিয়াও দিয়াছিলেন ।  
রামানুজে এই বিদেহ-বুদ্ধি অগ্ররূপ ছিল । শৈব ও অশৈবতবাদী



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৭৭

বিশেষ, যেন তাঁহার কিছু বিশেষভাবে ছিল বলিয়া বোধ হয় ।  
 তাঁহার লেখার ভিতর অদ্বৈতবাদের খণ্ডনই বেশী । এই প্রসঙ্গে তিনি  
 তাঁর “যুক্ত” “পঞ্চ” প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বা তিরস্কার করিতেন,  
 ইহাও দেখা যায় । তিনি যুক্তাকালীন যে ৭২টি উপদেশ দিরাছিলেন,  
 ইহার মধ্যে কেবল শ্রীবৈষ্ণবগণকেই সম্মান করিবার ব্যবস্থা আছে ।  
 (৭২ পৃষ্ঠা ১১-৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । তবে এস্থলে ইহাও আমাদের  
 মনে করিতে হইবে যে, বৈষ্ণবগণ কেবল নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তগণকে  
 সম্মানাদি করায় যে কোন দ্বেষভাব প্রকাশ পায়, তাহা স্বীকার  
 করা না । প্রত্যুত ইহা তাঁহাদের মতে একনিষ্ঠা । আর যদি ইহা দ্বারা  
 ইহা হইলে ইহা বিদ্বৈষ বুদ্ধি নামের যোগ্যই হইতে পারে না ।  
 ইহা—দেবতা সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও বিদ্বৈষ বুদ্ধি, বোধ হয়, ছিল  
 তিনি সকল তীর্থে, সকল দেবতা দর্শন ও সকলেরই স্তব-স্তুতি  
 করেন । কারণ, প্রায় সকল দেব-দেবীরই শঙ্করকৃত স্তবস্তুতি দেখা  
 যায় । এমন যে কদাচারী কাপালিক, তাহাদের দেবতাও শঙ্করের পূজ্য  
 হন । তিনি কখন কোনও বিরুদ্ধ-বাদীর দেব-মন্দির অধিকার  
 হস্তান্তরে নিজ অভীষ্ট দেবমূর্তি স্থাপনাদি করেন নাই । ( ৬৭০ পৃঃ  
 দ্রষ্টব্য ) । পঞ্চদেবতা সকলেরই পূজ্য—ইহা  
 তাঁহারই কথা ।  
 আরও, এক বিষ্ণু বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় দেবতা ভিন্ন আর কাহারও  
 পূজ্য করেন নাই । এমন কি অগ্র দেবতার তীর্থে বাইলেও তথাকার  
 দেবদর্শন ও পূজাদি করিতেন ; যথা—১ । কাশ্মীরে শারদাদেবী ভিন্ন  
 অন্য-দেবতা বা পূজ্য তাঁহার জীবনে শুনা যায় না । ২ । তিনি বিরুদ্ধ-  
 দেবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন । তিরুপতি ও  
 তিরুবনন্তপুরে বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত ইহার দৃষ্টান্ত । ৩ । তাঁহার

বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার সামর্থ্য কতদূর হওয়া উচিত তাহা  
স্বধীগণ বিচার করুন ।

১৭৮২ । লজ্জা ।

১৭৮২ । লজ্জা । ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শোভন গুণ নহে । কাশীতে  
অন্নপূর্ণাদেবীর নিকট “শক্তি” স্বীকারে শঙ্করের লজ্জার দৃষ্টান্ত একটী  
পাওয়া যায় । কিন্তু এ কথা শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তগণ স্বীকার করেন না ।  
অতএব ইহা অগ্রাহ্য । এতদ্ভিন্ন আর কোথাও শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত  
পাওয়া যায় না ।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত, প্রথম—তিরুভালি তিরুনগরীর চণ্ডাল  
রমণীপ্রসঙ্গটী বলিতে পারা যায় । ( ৫৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) । দ্বিতীয়  
স্থল—বেঙ্কটচলে আরোহণকালে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট । এখন ইহার  
কলে কাহার চরিত্র কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অনুকূল তাহা  
স্বধীগণ বিচার করুন ।

১৮৮৩ । বিদেহ-বুদ্ধি ।

১৮৮৩ । বিদেহ-বুদ্ধি । ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের অনভীষ্ট গুণ । এই বিষয়টী  
দুইভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য । যথা—মানব-সংক্রান্ত ও দেবতা-  
সংক্রান্ত । তন্মধ্যে প্রথম স্থলে দেখা যায়, শঙ্করে বিদেহ-বুদ্ধি সাধারণ  
ভাবে ছিল । তিনি যেখানে কদাচার ও অবিচার দেখিতেন, সেই  
খানেই তীব্র প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না । কাপালিক  
প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায়ের আচার অত্যন্ত জঘন্য ছিল বলিয়া  
তাহাদের সঙ্গে আচার্যের ব্যবহার, স্থলে স্থলে কর্কশ দেখা যায় । কয়েক  
স্থলেই তিনি বাদীকে মৃত প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং এক  
জনকে তিরস্কারপূর্বক দূর করিয়াও দিয়াছিলেন ।

রামানুজে এই বিদেহ-বুদ্ধি অগ্ররূপ ছিল । শৈব ও অবৈতন্যাদি



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৭৭.

এই বিবেচ, যেন তাঁহাঁর কিছু বিশেষভাবে ছিল বলিয়া বোধ হয় ।  
 আর লোকের ভিতর অদ্বৈতবাদের খণ্ডনই বেশী । এই প্রসঙ্গে তিনি  
 ইহা “মুক্ত” “মুক্ত” প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বা তিরস্কার করিতেন,  
 ইহা দেখা যায় । তিনি মৃত্যুকালীন যে ৭২টী উপদেশ দিয়াছিলেন,  
 তার মধ্যে কেবল শ্রীবৈষ্ণবগণকেই সম্মান করিবার ব্যবস্থা আছে ।  
 (৭২ পৃষ্ঠা ১১-৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । তবে এস্থলে ইহাও আমাদের  
 মনে করিতে হইবে যে, বৈষ্ণবগণ কেবল নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তগণকে  
 সম্মানাদি করায় যে কোন দ্বেষভাব প্রকাশ পায়, তাহা স্বীকার  
 করা না । প্রত্যুত ইহা তাঁহাদের মতে একনিষ্ঠা । আর যদি ইহা দ্বারা  
 ইহা হইলে ইহা বিদেষ বুদ্ধি নামের যোগ্যই হইতে পারে না ।  
 ইহা—দেবতা সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও বিদেষ বুদ্ধি, বোধ হয়, ছিল  
 তিনি সকল তীর্থে, সকল দেবতা দর্শন ও সকলেরই স্তব-স্ততি  
 করেন । কারণ, প্রায় সকল দেব-দেবীরই শঙ্করকৃত স্তবস্ততি দেখা  
 য়ে । যেন যে কদাচারী কাপালিক, তাহাদের দেবতাও শঙ্করের পূজ্য  
 হন । তিনি কখন কোনও বিরুদ্ধ-বাদীর দেব-মন্দির অধিকার  
 লোভে নিজ অভীষ্ট দেবমূর্তি স্থাপনাদি করেন নাই । ( ৬৭০ পৃঃ  
 দ্রষ্টব্য ) । পঞ্চদেবতা সকলেরই পূজ্য—ইহা  
 শঙ্করেরই কথা ।  
 আর, এক বিষ্ণু বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় দেবতা ভিন্ন আর কাহারও  
 পূজ্য করেন নাই । এমন কি অত্র দেবতার তীর্থে যাইলেও তথাকার  
 দেবদর্শন ও পূজাদি করিতেন ; যথা—১ । কাশ্মীরে শারদাদেবী ভিন্ন,  
 অন্যদেবতা বা পূজা তাঁহার জীবনে শুনা যায় না । ২ । তিনি বিরুদ্ধ-  
 দেবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন । তিরুপতি ও  
 তিরুবন্থরুর বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত ইহার দৃষ্টান্ত । ৩ । তাঁহার

ভক্ত বিষ্ণুবর্দ্ধন, নিজরাজ্যে বহু শত জৈনমন্দির ভাঙ্গিয়া বিষ্ণুমন্দির  
পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছেন । রামানুজ কোনরূপ নিবেদন  
নাই । ৪ । রামানুজের শিষ্য কুরেশ, কুমিকণ্ঠের সভায় শিবের এক  
প্রকার অবমাননাই করিয়াছিলেন । সকলে “শিবাং পরতরং নৃশ্চি”  
এই কথা বলিতে থাকিলে তিনি অতি বিদ্রোহ করিয়া বলিয়াছিলেন  
“দ্রোণমস্তু ততঃ পরং” অর্থাৎ তাহার পরও দ্রোণ আছে । কারণ—  
দ্রোণ ও শিব শব্দে মাপের দ্রব্যও বুঝায় । শিব অপেক্ষা এই দ্রোণ  
অবশ্য রামানুজের ভিতর যদি শিবের প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকিত, তবে  
হইলে তাঁহার শিষ্য কুরেশ কখনও সভামধ্যে ওরূপ বিদ্রোহ করিয়া  
পারিতেন কি না সন্দেহ । তাহার পর, ৫ । তিনি জগন্নাথ হইতে  
ক্ষেত্রে নিষ্কিপ্ত হইলে তথায় মহাদেবমূর্ত্তি দেখিয়া যারপরনাই চিত্ত  
হইয়াছিলেন । এই দৈব-বিড়ম্বনা জ্ঞাত্য তিনি একদিন অনাহার  
কাটাইয়াছিলেন । অনন্তর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কর্তব্য নির্ধারণ  
ফলতঃ তাঁহার জীবনে শিবের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন বা পূজা করার  
কথা শুনা যায় না ।

যাহা হউক, চেষ্টা করিলে আমরা উভয় আচার্য্যের বিভিন্ন  
বিদ্বৈষ বুদ্ধির হেতুও কতকটা আবিষ্কার করিতে পারি ।  
বিদ্বৈষ বুদ্ধির কারণ—কাপালিক প্রভৃতি কতিপয় জঘন্যচারী  
ভুক্ত লোকগণকর্তৃক শঙ্করের উপর পুনঃ পুনঃ কটুক্তি ও নি  
চারের প্রশংসা । ইহারই আতিশয়াশ্বে তিনি মধ্যে মধ্যে  
জনকে মূঢ় প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও এক জনকে বি  
পর্য্যস্ত করিয়াছিলেন । যদি বলা যায়, তাঁহার এই প্রকার  
অত্যধিক বিদ্বৈষ-বুদ্ধির পরিচায়ক ; কারণ, তাত্ত্বিক অজি  
আচার্য্যকে মারিয়া ফেলিবার জন্য অভিচার ক্রিয়া করিয়াছিল



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৭৯

বিচার ক্রিয়ার ফলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, অভিনবগুপ্তের ব্যাপার তাঁহার জীবনের প্রায় শেষভাগে সংঘটিত হয়।

পক্ষান্তরে রামানুজের শৈব ও অদ্বৈতবাদি-গণের প্রতি ঘেষের কারণ এই যে, অদ্বৈতবাদী বাদবপ্রকাশ তাঁহার অধ্যাপক হইয়াও রামানুজকে অদ্বৈতমতের বিরোধী দেখিয়া, মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুমিকণ্ঠের ব্যবহার তাঁহার যতদূর মর্মান্তিক হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ওদিকে বৈষ্ণব কাক্ষীপূর্ণের মধুর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইহাদের ধর্মমতের উপর রামানুজের যে একটা বিদ্বেষবুদ্ধি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

এক্ষেণে বিশেষ বক্তব্য এই যে—আমাদের দেশের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একনিষ্ঠা সত্ত্বেও রামানুজ-সম্প্রদায়ের ত্রায় একটা বিরোধিতার তীব্রতা দেখা যায় না। তাঁহারা শিবকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। অথচ তাঁহারা ভক্তিমার্গের যেকোন পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন, তাহা একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

তাঁহার পর জ্ঞাতিবিদ্বেষও এই বিদ্বেষবুদ্ধির রূপান্তর। জাতি-ভেদের ভিতর অনেক সময় জাতিবিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকে। যাহা এই শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত, যথা—কাশীতে এক চণ্ডাল তাঁহার সম্মুখ করিলে শঙ্কর তাহাকে পথ ছাড়িয়া বাইতে বলেন। কিন্তু আবার ব্রহ্মসংস্কারকালে শূদ্র নায়ারগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার মৃত্যু সম্বন্ধে রাজার নিকট বিচারকালে সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া, সত্য তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতির মধ্যে গণ্য করেন।

রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ;—তিনি যখন তিরুভালি

তিক্ষনাগরীর পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, সম্মুখে এক চণ্ডাল-রমণীকে দেখিতে পান ও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আবার দিল্লী হইতে ভগবদ্-বিগ্রহ আনিবার সময় যে সমস্ত চণ্ডাল তাঁহাকে দহ্ম্য-বিতাড়নে (মতান্তরে বিগ্রহবহন-কার্য্যে) সহায়তা করিয়াছিল, সেই সকল নীচ জাতিকের তিনি মন্দিরমধ্যে প্রবেশাদিকার দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক ইহা হইতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কিরূপ সামর্থ্য তাহা স্বধীগণ বিচার করিবেন।

১৯৮৪। বিবাদ বা শোক।

১৯৮৪। বিবাদ বা শোক। এ বিষয়টী বিচার করিলে আমরা লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারি। কারণ, যাহার বর্ত্ত সর্ব্বদা পারমার্থিক বা ভগবদ্বুদ্ধি হয়, তাঁহার তত প্রসন্নতা জন্মে। এতদ্বারা গীতার বহু শ্লোকের মধ্যে আমরা “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাক্ষতি।” “প্রসন্নচেতসো হ্যশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে” ইত্যাদি শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে পারি। বিবাদ, উক্ত প্রসন্নতার বিপরীত ভাব।

যাহা হউক, শঙ্কর-জীবনে তিনটী স্থলে বিবাদ দেখা যায়। প্রথম—বাল্যে মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি না পাইয়া; দ্বিতীয়—কুস্তীরে আক্রমণ করিলে; এবং তৃতীয়—যখন শিষ্যগণমধ্যে মনোমানিক-বশতঃ তাঁহার ভাষ্যের ব্যক্তিক রচিত হইল না। এই তিনটী স্থলেই তিনি দুঃখঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন এইরূপ কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত;—১ম। তিনি কখন কাশ্মীর হইতে বোধায়নবৃত্তি আনিতে ছিলেন, তখন কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইয়া যায়; এস্থলে রামানুজের দুঃখানুভবের কথা বর্ণিত আছে। ২। গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইলে তাঁহার বিষাদের কথা শুনা যায়। ৩। কুরেশের মৃত্যুকালে তিনি



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৮১

গোকে অধীর হন ও বালকোচিত ক্রন্দন করিয়াছিলেন । ৪ । যামুনা-  
 স্নানের মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি দুঃখে মৃচ্ছিত  
 হইয়াছিলেন । ৫ । কাঞ্চীপূর্ণের নিকট মন্ত্রগ্রহণে অসমর্থ হইলে তিনি  
 বারবার ব্যাকুল হন । ৬ । গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্র পাইবার জন্ত  
 যখন তিনি বার বার প্রত্যাখ্যাত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখ  
 দেখিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য এতই বিচলিত হন যে, তিনি নিজ  
 প্রাণকে এজন্ত অনুরোধ করেন এবং তাহারই পর রামানুজ গোষ্ঠী-  
 পূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিলেন । যাহাহউক ইহার মধ্যে বিশেষত্ব এই  
 যে শঙ্করের সকলই বাল্য-জীবনে ও সিদ্ধিলাভের পূর্বে, কেবল একটা  
 দিবসজীবনে, কিন্তু রামানুজের প্রথম তিনটা সিদ্ধিলাভের পর এবং  
 যে তিনটা সিদ্ধিলাভের পূর্বে । গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভের পর তাঁহার  
 সিদ্ধিলাভ ঘটে—একথা বলাও অসঙ্গত হয় না । এখন ব্রহ্মজ্ঞানের  
 পূর্ণতার ইহার কলাকল কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সুধীগণ বিচার করুন ।

২০৮৫ । সাধারণমন্ত্ৰোচিত ব্যবহার ।

২০৮৫ । সাধারণ মন্ত্ৰোচিত ব্যবহার । এতদ্বারা আমরা হর্ষ ও  
 বিষাদ প্রভৃতি ভাবকে লক্ষ্য করিতেছি । সাধারণ লোকে যেমন কিছু  
 হইলে আনন্দিত হয় এবং কিছু ক্ষতি হইলে বিষণ্ণ হয়, সেইরূপ  
 যখনই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইতেছে ।

ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে দুইটা পাওয়া যায় ; যথা—১ । শঙ্কর যখন  
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রচিত হইল না দেখিলেন, তখন একবার একটু খেদ  
 করিয়াছিলেন । ২ । কাশ্মীরে শারদাপীঠে উপবেশনকালে তাঁহার আনন্দের  
 উক্ত হইয়াছে । অতএব শঙ্করেরও সাধারণ মন্ত্ৰোচিত হর্ষ-বিষাদ  
 পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত শঙ্কর-জীবনে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আর  
 কিছু পাওয়া যায় না ।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার চারিটি স্থল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—রামানুজ যখন নিজ শত্রু কুমিকর্ণের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার বারপরনাই আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—বামুনাচার্য এবং মহাপূর্ণের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আবার তদ্রূপ দুঃখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ—সম্রাটের হুবিয়া হইবে ভাবিয়া অস্ত্রাণ জানিয়াও বিটুল রাজার ভবনে গমন।

তবে শঙ্কর-জীবনে এই বিষয়টির বিপরীত দৃষ্টান্ত একটি আছে। ইহা—শঙ্কর যখন মাতৃসংকার করিয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যপ্রভৃতির জন্ত কেরল দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে সুরেশ্বরারি অস্ত্রাণ শিষ্যগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণই করেন নাই। বহু দিনের পর প্রিয়শিষ্যের সমাগমে সকলেরই একটা আনন্দ হইয়া থাকে, শঙ্করের আচরণে এস্থলে তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। অথচ পরে যখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, তখন তাঁহার স্নেহের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল নাই। এ ভাবটীকে বোধ হয়, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানের পরিচায়ক এবং অসাধারণমনুষ্যোচিত ব্যবহার বলা চলিতে পারে।

এখন ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতায় ইহার ফলাফল কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্বধীবর্গ নির্ণয় করুন।

২১।৮৬। সংশয়।

২১।৮৬। সংশয়। নিশ্চয়-জ্ঞান, সংশয়-জ্ঞানের বিপরীত; একটি বিষয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ অল্প দুইটি ধর্মের স্মরণের নাম সংশয়। এ বিষয়টি মহাপুরুষের চরিত্রনির্ণয়ে একটি সুন্দর উপায়। গীতায় সংশয়জ্ঞান বিশেষ নিন্দাই করা হইয়াছে; যথা—“সংশয়াত্মা বিনশতি;” সুতরাং এটি একটি মহা দোষের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৮৩.

সংশয়ের নিশ্চয়োজ্জনীয়ও নহে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, কিন্তু ব্যতীত পূর্ণ জ্ঞান হয় না। ফল কথা, সংশয়ের অধীন হওয়া উচিত। কিন্তু সংশয়রূপ উপায়দ্বারা নিশ্চয়-জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত। সুতরাং এই সংশয় ছিল হয়, যথা—“ছিন্দন্তে সর্বসংশয়াঃ।” (শ্রুতি)। সংশয়ের বাল্য জীবনে সংশয় ছিল, কিন্তু তজ্জন্তু ব্যাকুলতার কথা শুনা। যথা—১। গোবিন্দপাদের নিকট যোগশিক্ষার পূর্বে তাঁহার পক্ষ, এরূপ কল্পনা করা বোধ হয় অনঙ্গত নহে। ২। কাশীধামে শঙ্করের সহিত সপ্তাহ কাল বিচারের পর যখন শঙ্কর জ্ঞানিলেন যে, শঙ্কর বাসদেব তখন, শঙ্কর তাঁহাকে নিজ ভাষ্যখানি দেখিতে প্রদর্শন করেন। ইহা শঙ্করের সিদ্ধজীবনে একটি সম্ভবতঃ সংশয়ের দৃষ্টান্ত। কারণ, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অজ্ঞাত সংশয় বলিতেই হইবে। কারণে রামানুজের সংশয়-জন্তু ব্যাকুলতা হইয়াছিল। তাহা স্পষ্ট। যথা—(১) তাঁহার ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ ছিল। তিনি, কাশীপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বহু বার দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কাশীপূর্ণ শূন্য বলিয়া তিনি রামানুজকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হন। রামানুজ হতাশ হইয়া কাশীপূর্ণকে এই অনুরোধ করেন। তিনি কৃপা করিয়া বরদরাজের নিকট হইতে তাঁহার হৃদগত সন্দেহ উত্তর আনিয়া দেন। কাশীপূর্ণ তাহাতে সম্মত হন এবং বরদরাজের নিকট হইতে রামানুজের হৃদগত প্রশ্নের উত্তর লইয়া তাহাকে জ্ঞাপন করেন। প্রশ্ন কয়টির মধ্যে প্রথম ছয়টি প্রশ্ন, যেগুলি—জ্ঞাতব্য এই মাত্র বিশেষ। অবশ্য ইহা রামানুজ জীবনের কথা। (২) তাহার পর তাঁহার সিদ্ধজীবনে পশ্চিম-দিকের অবস্থিতি কালে তিনি মহাত্মা দক্ষিণামূর্তিকে নিজভাষ্য

প্রদর্শন করেন; ইহা শঙ্করের ব্যাসদেবকে নিজভাণ্ড প্রদর্শনের মত  
একটি ঘটনা। (৩) যজ্ঞমূর্তির সহিত তর্ককালে রামানুজের পরাজয়  
সম্ভব হইলে, তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের অস্তিত্ব অনুমান করা অসম্ভব নহে।

বাহা হউক, এইবার সংশয়-নিরাশের প্রকার-ভেদ বিচার্য। যজ্ঞ-  
সংশয়-নিরাশের জন্ত যোগ-বিচার আশ্রয় লইয়াছেন; কারণ, যোগ-  
বিচারে অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় এবং তজ্জন্ত তিনি গোবিন্দপাদে  
শরণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রামানুজ সে স্থলে ভক্ত কাঙ্ক্ষীপূর্ণের  
গ্রহণ করিলেন। কাঙ্ক্ষীপূর্ণ স্বয়ং সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়া  
রামানুজ কাঙ্ক্ষীপূর্ণের মুখে ভগবানের কথা শুনিয়া সংশয় দূর করিয়া  
সুতরাং সমাধি সাহায্যে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিয়া শঙ্করের সংশয়  
হইল, কিন্তু রামানুজের সংশয় দূর হইল—আপ্ত-বাক্য বিশ্বাস করিয়া  
এইমাত্র প্রভেদ; যজ্ঞমূর্তির সহিত বিচার-স্থলের আত্ম বিচার-স্থল  
ভাগ্যে ঘটে নাই। এখন এতদৃষ্টে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে  
কতদূর উপযুক্ত তাহা স্বধীগণ বিচার করুন।

২২।৮৭। স্বদল-ভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি।

২২।৮৭। স্বদল-ভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি। স্বমত প্রচারে  
উপযোগিতা আছে। তথাপি অন্য সম্প্রদায়ের উপর ঘেঁষাভাষা  
দৃষ্ণীয়। কিন্তু যদি পরোপকারার্থ ইহা হৃদয়ে পোষণ করা যায়,  
হইলে ইহা সদৃশ।

শঙ্কর-জীবনে এই প্রবৃত্তি এইরূপ। ১ম,—মণ্ডন মিশ্রকে  
আনয়ন। ২য়,—কুমারিল সম্বন্ধেও সেই কথা। ৩য়,—হস্তমলককে তাঁর  
পিতা প্রভাকরের নিকট হইতে ভিক্ষা, ইত্যাদি। ইহার  
স্বার্থ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি কেবল হস্তমলককে প্রার্থনা  
করা যাইতে পারে। কারণ, অগ্রত্বে বিশ্বেশ্বর ও ব্যাসদেবের আদে



## দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ।

৭৮৫

১য় এ কার্যে প্রবৃত্ত হন ; স্মৃতরাং শঙ্কর-জীবনে প্রকৃত পক্ষে ঐ একটা  
ইহা দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে ।

২য়—রামানুজ এ প্রবৃত্তি এইরূপ ; ১ন—রামানুজ, গোবিন্দকে স্বদলে  
নিবাসিত মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে অনুরোধ করেন এবং গোবিন্দ  
শৈলপূর্ণের শিষ্যরূপে কিছু দিন অতিবাহিত করিলে তাঁহাকে নিজের  
দত্ত রাখিবার জন্য মাতুলের নিকট প্রার্থনা করিয়া লয়েন । ২য়—  
শৈল-বিক্রম বলিয়া বিটল-রাজের প্রাসাদে গমন করিতে প্রথমে রামানুজ  
নিষ্কাশ করেন, কিন্তু তোণ্ডানুর নদী যখন বলেন যে, যদি বিটল-  
রাজার শিষ্য হন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের বিশেষ সাহায্য হইবে,  
তাহা রামানুজ উক্ত রাজার বাটীতে গমন করেন । ৩য়—মৃত্যুকালে  
সি দেশীয় বেদান্তীকে স্বমতে আনিতে শিষ্যগণকে রামানুজের  
শিষ্য । ৪র্থ—শালগ্রামের অধিবাসিগণকে শৈব ও অদ্বৈতবাদী দেখিয়া  
তাহাকে গ্রামের জলাশয়ে পা ডুবাইয়া থাকিবার আদেশ দেন ;  
৫য়—বৈষ্ণবের পাদোদক পান করিয়া তাহারা বৈষ্ণব হইবে,  
৬য়—এখন এতদ্বারা কাহার মত কতদূর বেদান্তপ্রতিপাত সত্য-  
যত্নকুল তাহা স্থধীগণ বিবেচনা করুন ।

## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়—আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী। এতদ্বারা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু বাহারা কলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকট আচার্য্যদ্বয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয় ব্যতীত ইহাতে কোন বিশেষ লাভ হইবে না, বলিতে হইবে ।

প্রথম লাভ—আচার্য্যদ্বয়ের আবির্ভাব-সময়-নির্দ্ধারণে সহায়তা। কারণ, জীবনীকারগণ আচার্য্যদ্বয়ের যে গ্রহ-সংস্থানপ্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ গ্রহ-সংস্থান যদি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আচার্য্যদ্বয়ের জন্মকাল সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণসংগ্রহ হইবে, অথবা আচার্য্যদ্বয়ের জন্মকাল সম্বন্ধে সন্দেহের মাত্রা আরও একটু কমিল—বলা বাইতে পারে ।

দ্বিতীয় লাভ—আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে জীবনীকারগণের মতভেদ-নীমাংসা । কারণ, যেখানে জীবনীকারগণ একটি বিষয়ে নানা-মতাবলম্বী হইয়াছেন, কোষ্ঠী সাহায্যে তাহার মধ্যে একটি স্থির অথবা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা বাইতে পারে ।

তৃতীয় লাভ—নূতন বিষয়াবগতি । অর্থাৎ যে সব কথা অগ্রকারিত কোন জীবনীকারই যে-সব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, সেগুলি কোন কোন বিষয়ে হয় ত কিছু আভাস পাওয়া বাইতে পারিবে ।

কিন্তু এ কার্য্যটি যেমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত । কারণ, প্রথমতঃ কোষ্ঠীর উপযোগী উপকরণ পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ আচার্য্যদ্বয়ের জন্মকাল সম্বন্ধেই নানা মতভেদ বিদ্যমান । রানানুজের জন্ম-সময়



## কোণ্ঠিবিচার দ্বারা তুলনা।

৭৮৭

হক্টো স্থির আছে, কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে অকুল পাথার। রামানুজের জন্ম  
 বৎসর বতগুলি মতভেদ আছে, তাহাতে ২৩৮, ২৩৯, ও ২৪০ এই  
 তিনটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও মতে ইহা অবার উক্ত সময়ের  
 ২৩৯ বৎসর পরে অনুমিত হয়। শেষ মতটির প্রবর্তক মাদ্রাজের  
 শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও; এম এ, বি এল। বাহা ইউক,  
 সম্বন্ধে কিন্তু এ বিষয় এক বিশ্বয়কর-ব্যাপার। কল্যাণ ৬০৫ হইতে  
 ৪৫০২ পর্যন্ত তাঁহার জন্মকাল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।  
 করিলে উক্ত  $৪৫০২ - ৬০৫ = ৩৮৯৭$  বৎসরের ভিতর এই প্রবাদের  
 প্রায় ২০ কি ২২টি হইবে। সুতরাং কার্যটি যেমন কঠিন তেমনি  
 দীর্ঘ, তাহা বলাই বাহুল্য।

শঙ্করাচার্যের সময়নির্ণয়।

বাহা ইউক, এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের দুইটি  
 প্রশ্ন প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম—তাঁহাদের সময়-নির্ণয়।  
 দ্বিতীয়—তাঁহাদের জন্ম-পত্রিকা উপকরণ-নির্ণয়। সময়-নির্ণয় ও জন্ম-  
 উপকরণ-নির্ণয়, এক ব্যাপার নহে। কারণ, জন্ম-পত্রিকার  
 বিশেষ সময়—যথা লগ্ন, তিথি, বার, অথবা গ্রহ-সংস্থান জানা  
 হয়। কিন্তু সময়-নির্ণয়-ব্যাপারে দুই পাঁচ বৎসরের অল্পাধিক্যে  
 ক্ষতিয়া যায় না। বাহা ইউক, অগ্রে আমরা শঙ্করের সময়-নির্ণয়-  
 টা আলোচনা করিব, পরে যথাক্রমে অবশিষ্ট বিষয় আলোচনা  
 করিব।

সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা যে পথ অবলম্বন করিতেছি তাহা এই;  
 তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবাদপ্রভৃতি পাওয়া  
 যায় তাহাদের মধ্যে বাহা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত বিরুদ্ধ  
 তাহাই গ্রাহ্য।

দ্বিতীয়—ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রভৃতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্ত আমরা—( ১ ) যথাসাধ্য প্রাচীন অর্থাৎ তাঁহার নিজের বা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য অথবা তাঁহার বিপক্ষগণের পুস্তকাদি গ্রহণ করিব; এবং ( ২ ) প্রাচীন ইতিহাস বা প্রাচীন “লেখ” প্রভৃতি অবলম্বন করিব। আচার্যের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ের জন্ত আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর কত মনোবীহী, যে কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতে ইহনে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমি এক্ষণে সেই সমুদয় আনোচনা করিয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাহা সর্বোত্তম সম্ভবপ্রমাণ ও যাহা এখনও নূতন বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাদের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে প্রথম উপকরণ।

এক্ষণে প্রথমতঃ যে প্রবাদে উপর নির্ভর করিয়া আচার্য-শঙ্করের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয় করিতেছি, তাহা—“মহানুভব সম্প্রদায়ের” “দর্শন-প্রকাশ” নামক একখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত “শঙ্কর পদ্ধতি” নামক একখানি গ্রন্থের বচন। এই গ্রন্থ খানি মহারাষ্ট্রভাষায় লিখিত ও ১৫৩০ শকাব্দে রচিত। পরলোকগত লোকমাত্র তিলক মহোদয় আবার এই সন্ধানটী দেন। বচনটী এই ;—

“তথা চ শঙ্করপদ্ধতৌ উক্তমন্তি ;—

গৌড়পাদাশ্রয়ে জাতঃ শকেন্দ্রে শালিবাহনে।

শ্রীমদগোবিন্দপাদোমৌ গোবিন্দাচার্য্য ঈরিতঃ ॥ ১১৬ ॥

তচ্ছিষ্যঃ শঙ্করাচার্য্যঃ পাদান্তেন সমীরিতঃ।

দস্তাভ্রোয়াদ্ বরং লেভে নিজমার্গপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১৭ ॥

স তদ্বৎ তোটকং প্রাহ বাক্যং স্বগুরুসংসৃতবে।

শালিবাহনকে শ্রীমান্ শঙ্করো যতিবর্দ্ধনঃ ॥ ১১৮ ॥



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৭৮৯

অভুবম্বিজিতা ভট্টাসুখা প্রভাকরাদয়ঃ ।

বেদান্তো যেন লোকেহস্মিন্ বিততো হি মনস্বিনা ॥ ১১৯ ॥

যুগ্মপয়োধিরসামিতশাকে রৌদ্রকবৎসর উর্জকমাসে ।

বাসর ইজ্যা উতাচলমান কৃষ্ণতিথৌ দিবসে শুভযোগে ॥ ১২০ ॥

শঙ্করলোকমগান্নিজদেহং হেমগিরৌ প্রবিহায় হঠেন ।

শঙ্কর নাম মুনির্নতিবর্ব্যো মঙ্করিমার্গ-করো ভগবৎপাদঃ ॥ ১২১ ॥

এই বচনে লোকনাথ বালগঙ্গাধর তিলকের মতে আচার্য্যের  
মৃত্যুসময় ৬৪২ শকাদ পাওয়া যায় । কারণ, যুগ্ম শব্দে ২, পয়োধি  
শব্দে ৩, রসা বলিতে ১, বুঝায়, কিন্তু রসাতল সপ্ত পাতালের মধ্যে ষষ্ঠ  
স্তর ৬ ধরা যায় । সুতরাং ২৪৬ হইল । “অঙ্কের বাম গতি” এই নিয়মে  
৬৪২ শকাদ হইল । ১ ধরিলে ১৪২ শকাদ হয় । কিন্তু ১৪২  
শকাদে শঙ্করের মৃত্যু হইলে ১১২ শকে জন্ম হয় । ইহা কিন্তু অসম্ভব ।  
কিন্তু পরবর্তী কোন প্রমাণই সঙ্গত হয় না, কিন্তু ৬৪২ হইলে তাহা হয় ।  
এখন ইহা হইতে মাধবাচার্য্যের মতে আচার্য্যের জীবিত কাল ৩২  
বৎসর বাদ দিলে ৬১০ শকাদ হয় । আচার্য্যের দেশের প্রাচীন ইতিহাস  
“সলোংপত্তি” নামক গ্রন্থের মতে আচার্য্যের জীবিত কাল ৩৮ বৎসর  
মিলে ৬০৪ শকাদ পাওয়া যায় । এখন তাহা হইলে বলা যায়,  
আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব ।  
এবার ইহার সঙ্গে একে একে প্রধান কয়েকটি প্রমাণ মিলাইয়া  
দেখাউক, যদি কোন সন্তোষকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দ্বিতীয় উপকরণ ।

দ্বিতীয়—শঙ্করের প্রধান মঠ শৃঙ্গেরী, এক্ষণে সেই শৃঙ্গেরী মঠের  
মালোচ্য । এই মঠটী অতীবধি অক্ষুণ্ণগৌরব ও ইহার আচার্য্য-  
গণ অবিচ্ছিন্ন । এই শৃঙ্গেরী মঠে প্রবাদ আছে যে, আচার্য্য

৭৯০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বিক্রমার্কাব্দে সম্মান গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বিক্রমার্কাব্দে সমাধি লাভ করেন। শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সম্মান লইয়া ৬৮০ শালিবাহনাব্দে বোধ-ঘনাচার্যকে সম্মান দিয়া শিষ্য করেন এবং ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

এখন যদি শৃঙ্গেরীর এই কথার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সম্মান লইয়া ৬৯৫ শালিবাহনাব্দ পর্যন্ত জীবিত থাকিলে এবং এই বিক্রমার্ক উজ্জয়িনীর আদি বিক্রমাদিত্য হইলে তিনি ৮০০ বৎসর সম্মান লইয়া জীবিত ছিলেন বলিতে হয়। কারণ, শালিবাহন ও বিক্রমাদিত্যের ব্যবধান ১৩৫ বৎসর। যেহেতু ৫৭ পূর্বখৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যাব্দ বা সম্বৎ আরম্ভ হয় এবং ৮ খৃষ্টাব্দে শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ আরম্ভ হয়। এখন ৩০ সম্বতে ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সুরেশ্বর সম্মান লইলে  $১৩৫ - ৩০ = ১০৫$  অর্থাৎ সুরেশ্বরের সম্মানের ১০৫ বৎসর পরে শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ আরম্ভ হয়। সেই শকাব্দের ৬৯৫ অব্দে সুরেশ্বর দেহ ত্যাগ করিলে  $১০৫ + ৬৯৫ = ৮০০$  বৎসর সুরেশ্বরের সম্মানজীবন হয়। কিন্তু ঘটনাটি কিছু বেন অসম্ভব। সুরেশ্বর ৮০০ বৎসর জীবিত থাকিলেন, অথচ প্রাচীন কোনও গ্রন্থে কোনও গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিল না! এক দেশে এক জন মহাযোগী মহাজ্ঞানী একস্থানে লোকব্যবহার করিয়া ৮০০ বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, অথচ ইহা সে দেশের কোন গ্রন্থাদিমধ্যে বা লোকমুখে প্রবাদাকারে স্থান পাইল না—ইহা কি আশ্চর্যজনক অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে? যে শৃঙ্গেরী মঠের গুরু-পরম্পরা অবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিপত্তি যেখানে প্রবাদ এই যে, শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত শারদাদেবীর কুপায় অজ্ঞানী কোন মূর্খ, আচার্য-সিংহাসন কলুষিত করে নাই, সেই শৃঙ্গেরী মঠের



## কোণ্ঠিবিচার দ্বারা তুলনা ।

৭৯১

এবার একপ অস্বাভাবিক, ইহা কি বিশ্বকর ব্যাপার নহে? ইহা শুনিলেই  
মন উদ্বিগ্ন হইবে যে, হয়—ইহার ভিতর কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশলাভ  
করিয়াছে, অথবা আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিয়া সম্প্রদায়ের  
গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মঠের কেহ ঐরূপ করিয়াছেন ।

আদি আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে একবার শৃঙ্গেরী যাই ; এবং  
যেদ মনুষ্যদ্বায়ে বাহা জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, ইহাতে  
কোন ব্যক্তি-বিশেষের কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর নহে ।  
আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়া তাঁহার গৌরব  
বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নাই । আমি যখন তদ্রূপ তদানীং বর্তমান শঙ্করা-  
চার্য্যের এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন তিনি সরল ভাবে  
বলিলেন “ইহা আমার পরম-গুরুদেব, মঠের প্রাচীন গলিতপ্রায় বহু  
কাগজ পত্রের কাগজ হইতে আবিষ্কার করেন এবং পরে সংগ্রহ করিয়া  
রাখিয়া বান । স্বরেশ্বরাচার্য্যের ৮০০ শত বৎসর স্থিতির কথা আমরা  
জানি এবং কোন গ্রন্থাদি বা অন্য কোন কাগজ পত্রে দেখিতে  
পাই না । তবে যখন হিসাবে ঐরূপ প্রমাণ হয়, তখন হয় ত তিনি  
অত দিনই জীবিত ছিলেন ; সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন,  
আমি কিছুই বলিতে পারি না ।” বর্তমান শঙ্করাচার্য্য এ কথার  
আগ্রহ না করায়, আমার মনে হইল, ইহার ভিতর  
কিছুই নাই, ইহার ভিতর সম্ভবতঃ গুরুর গৌরব-ঘোষণার বাসনা  
হইতে ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে ।

সম্প্রদায়ের পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত দেখা হয় । তিনি এই  
কথা বলিলেন যে, “শৃঙ্গেরীর উক্ত প্রবাদ আমিও শুনিয়াছি, আমার  
মনে, শৃঙ্গেরীর লোকে যখন ওরূপ অসম্ভব কথা প্রচার করিতে  
নাই তখন, এ বিক্রমার্কারাজ্য চালুক্যবংশের বহু বিক্রমার্ক

নামধেয় রাজার মধ্যে কোন রাজা হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তখন হইতে আমি ইহার সঙ্গতির আশা করিতে লাগিলাম এবং পরিশেষে চালুক্যরাজ “প্রথম বিক্রমাদিত্যকেই” শৃঙ্গেরী মঠোক্ত বিক্রমার্ক বলিয়া বুঝিলাম। শৃঙ্গেরী মঠের উক্ত তালিকাতে দেখা যায়, প্রথম বিক্রমার্কাদ-সাহায্যে শঙ্করের জন্ম, তাঁহার সম্মান, সুরেশ্বরের সম্মান এবং শঙ্করের সমাধিকালের পরিচয় আছে, কিন্তু তৎপরেই শালিবাহনাদে সুরেশ্বরের শিষ্য বোধঘনাচার্য্যের সম্মান ও সুরেশ্বরের নিজের সমাধিকালের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইহা দেখিলেই বেশ বোধ হয় যে, চালুক্যরাজগণের অধীন শৃঙ্গেরী ছিল বলিয়া তদেন্দীয় বহু লোক বা শৃঙ্গেরীর কর্মচারিগণ প্রথমতঃ উক্ত বিক্রমার্করাজের অঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রতিভা শালিবাহনের প্রভাবকে নিস্প্রভ করিতে পারে নাই; এবং সুরেশ্বরের শেষ-জীবনেই পুনরায় শালিবাহন অঙ্গই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ চালুক্যরাজ “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” প্রভাব-বৈশিষ্ট্য বিস্তার হইতেছিল, তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির সময় আর সে ভাব ছিল না; পশ্চিম দিকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ এবং দক্ষিণ দিকে পল্লব বংশীয় রাজগণ তখন নিজ নিজ সার্বভৌমত্বস্থাপনের জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন। সুতরাং সহসা এরূপ অঙ্গ-পরিবর্তন অসম্ভব নহে। ইহাতে যদি কৃত্রিমতা থাকিত, তাহা হইলে, ইহার রচনাকর্তা, বঙ্গ-শঙ্করের প্রাচীনত্ব রক্ষা করিবার জন্য সুরেশ্বরের পর কতকগুলি কল্পিত নাম বসাইয়া দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আমরা ইহারও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। যেহেতু শৃঙ্গেরীর গদি লইয়া বিবাদে কুড়লি মঠে তালিকা নির্মিত হইয়াছে। এ বিবাদ অধিক দিনের কথা মনে হয়, দুই একশত বৎসরের ভিতরেই এই বিবাদ হইয়াছিল।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৭৯৩

জিনি মঠের তালিকাতে শঙ্করের জন্মকাল শকাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী হইয়াছে দেখা যায়।

তাহার পর, চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্যকে এজ্ঞা গ্রহণ করিবার অগ্রদূত আছে। ইহা শঙ্কর-শিষ্য স্বরেশ্বরের শিষ্য সর্বজ্ঞান মুনির গ্রন্থরচনাকালের ইঙ্গিত। কারণ, ইনি স্বপ্রণীত “সংক্ষেপশারীরক” গ্রন্থের শেষে মল্লকুলের এক আদিত্য রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ;—

“ঐমত্যকতশাসনে মল্লকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি” ইত্যাদি।

অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীমান্ অক্ষতশাসন মল্লকুলাদিত্য পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই সময় আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম ; ইত্যাদি। অবশ্য “আদিত্য” শব্দকে বিশেষণ পদ ও “মল্লকুল” শব্দে সাধারণ মানব বর্ণনিলেও চলিতে পারে। আর তাহা হইলে “শ্রীমতি” পদে শ্রীমুক্ত তাঁহাকে বুঝাইবে। কেহ কেহ “শ্রীমতি” পদ হইতে রাষ্ট্রকূট বংশের লক্ষ্য করেন। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রথা স্মরণ করিলে “আদিত্য” পদে মানবগণমধ্যে আদিত্যস্বরূপ আদিত্যরাজাও প্রাণী যায়। কারণ, প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রায়ই এরূপ স্থলে দ্ব্যর্থবাচীত একসঙ্গে নাম প্রকাশ এবং তাঁহার গুণপ্রভৃতির কীর্তন করিতেন। তাহার পর, প্রভুতত্ত্ব-বিশারদ, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল-কবিরাজেরও ইঙ্গিত যে, “মল্লকুল” পদদ্বারা চালুক্য-বংশ গ্রহণ করা যায়। কারণ, কেবল “চালুক্য” এবং আর দুই একটি রাজ-বংশের প্রদত্ত শিলা-লিপিতে “মানবগোত্রসম্বৃত” এই জাতীয় নিজ নিজ বংশপরিচয় দিতেন। এখন এই আদিত্য, চালুক্য বিক্রমাদিত্যগণ হইতে তাহা হইলে কোন বাধা হইবে না। পদদ্বারা কুম্ভরাজকে গ্রহণ করিলে “শ্রীমতি” শব্দের অর্থমাত্র

সহায় হয়, কিন্তু আদিত্য রাজা অর্থ করিলে “আদিত্য” শব্দ ও তাহার অর্থ উভয়ই নহায় হয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত ভাণ্ডারকারও এই অর্থই করিয়াছেন।

তাহার পর আর এক কথা। উক্ত চালুক্য “প্রথম বিক্রমার্কে” “আদিত্য” নামে এক ভ্রাতাও ছিলেন। এই আদিত্য রাজা অনেকের মতে বিক্রমার্কে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কোনও মতে দ্ব্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি দ্ব্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। শৃঙ্গের ইহারই রাজ্যের অন্তর্গত। অতএব ইনিও এই আদিত্য হইতে পারেন।

স্বর্গীয় বিক্রমার্কে পুত্র-পৌত্রাদিও, “বিনয়াদিত্য” ও “বিজয়াদিত্য” ও “বিদ্যাদিত্য” নামে অভিহিত হইতেন। সকলেরই নামের শেষে “আদিত্য” শব্দ আছে। এখন এজন্য যদি আদিত্য-শব্দে আদিত্য উপাধিধারী রাজগণ ধরা যায়, তাহা হইলে “বিজয়াদিত্য” “বিনয়াদিত্যকে”ও বুঝাইতে পারে।

অবশ্য এস্থলে আদিত্য-শব্দে “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” ভ্রাতা “আদিত্য রাজা” অথবা “বিজয়াদিত্য” অথবা “বিনয়াদিত্য” কিংবা “বিদ্যাদিত্য” যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্বরেশ্বরের শিষ্য শঙ্করের মুনির দময়ের উপর নির্ভর করে। তবে তিনি যেহেতু শঙ্করের গ্রন্থে সেইহেতু, তিনি “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” সময় গ্রন্থ রচনা করেন তাহা স্থির। কারণ, শঙ্করেরই জন্ম ১৪ বিক্রমার্কাব্দে হয় এবং তাহার প্রশিষ্য। যাহা হউক এমত স্থলে যদি আমরা শৃঙ্গের বিক্রমার্কাব্দকে চালুক্য “প্রথম বিক্রমার্কে” রাজার অব্দ ধরি, তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা করা যাইতে পারে।

এখন আমরা দেখিতে পাই, এই “প্রথম বিক্রমাদিত্যের” অজিত কাল, বার্ণেল সাহেবের মতে ৬৭০ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য কীট সাহেব ইহারে খৃষ্টাব্দ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা যে অনিশ্চিত ও কল্পনা মাত্র।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৭৯৫

যদি আমার শঙ্করাচার্য্য নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করিবার  
 চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য বার্ণেল মাহেবের কথা লইয়া ৬৭০ খৃষ্টাব্দেই  
 জম্বারের রাজ্যাভিষেককাল স্বীকার করিয়া ৬৭০ খৃষ্টাব্দে শৃঙ্গেরীর  
 মাহেবদ্বারা ১৪ বিক্রমাব্দ অব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ খৃষ্টাব্দ বা ৬০৬  
 শকাব্দ পাওয়া যায়। আর একরূপ করিলে সুরেশ্বরের সম্যাসী-জীবন ৮০০ শত  
 বৎসর না হইয়া কেবল ৭৩ বৎসর নাট্রে পরিণত হয়। যে হেতু ৬৭০ খৃষ্টাব্দ  
 জম্বারি প্রথমের" রাজ্যাভিষেককাল হওয়ায়  $৬৭০ + ৩০ = ৭০০$   
 সুরেশ্বরের সম্যাস কাল হয় এবং ৬৯৫ শালিবাহনাব্দ অর্থাৎ  
 $৭১৩ - ৭১০ = ৩$  খৃষ্টাব্দ সুরেশ্বরের মৃত্যুকাল হওয়ায় সুরেশ্বরের সম্যাস-  
 $১১৩ - ১০০ = ১৩$  বৎসর হয়। এখন সুরেশ্বর যদি ১২০ বৎসর  
 $১২০ - ৭৩ = ৪৭$  বৎসরে তিনি ১৬১৭ বৎসরের বালক  
 নিকট সম্যাস লইয়াছিলেন বলিতে হয়। বস্তুতঃ সুরেশ্বর  
 যুবক শিষ্য একরূপ প্রবাদই প্রবল। যাহা হউক, ইহা মনুষ্যোচিত  
 বলিতে পারা যায়। সুতরাং শৃঙ্গেরীর প্রবাদ অনুসারে শঙ্করের  
 ৬০৮ শকাব্দ এবং কেরলোৎপত্তির কথার সহিত শঙ্করপদ্ধতির উক্তি  
 আচার্য্যের জন্ম ৬০৪ শকাব্দ, এবং মাধবের শঙ্করবিজয়ের  
 পদ্ধতির বচনটী একত্র করিলে আচার্য্যের আবির্ভাবকাল  
 পাওয়া যায়। ফলে, সবগুলি একত্র করিলে ৬০৪ শকাব্দ  
 শকাব্দের মধ্যে আচার্য্যের জন্ম—একথা আমরা বলিতে  
 পারি, সুদূর প্রমাণ আলোচনা করিয়া আমাদের মনে  
 এই প্রমাণটী সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে তৃতীয় উপকরণ।

শঙ্কর নিজভাষ্যমধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপে কতিপয় রাজার নাম  
 ভ্রমধ্যে পূর্ণবর্ষা নামটী হইতে অপেক্ষাকৃত সম্ভাবকর

৭৯৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি যে ভাবে এই রাজার নাম করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এ রাজা তখনও জীবিত ছিলেন, অথবা অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার কীর্তিকলাপ নোকে বিস্তৃত হয় নাই। তাহার পর চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গও এক পূর্বস্মার রাজার নাম করিয়াছেন। তিনিও যেন তখনও জীবিত ছিলেন অথবা আরও অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ্গ ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন এবং শঙ্করের নাম করেন নাই। শঙ্কর হুয়েনসাঙ্গের পূর্বে হইলে হুয়েনসাঙ্গ যে শঙ্করের বহু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম করিবেন না—ইহা যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, হুয়েনসাঙ্গের সময় কুমারিল ছিলেন, তাঁহার নাম ত হুয়েনসাঙ্গ করেন নাই? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হুয়েনসাঙ্গ বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই কুমারিলের দল। বস্তুতঃ, কুমারিল অপেক্ষা শঙ্করের কীর্তি অধিক। সুতরাং কুমারিল চলে, শঙ্কর ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নহেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের ইতিহাসে অল্প একজন পূর্বস্মার নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম ঠিক জানা যায় নাই, তবে তাঁহার প্রদত্ত লিপি হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তিনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর লোক হইবেন। অতএব ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নহেন।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে চতুর্থ উপকরণ।

চতুর্থ—ইংসিদ্ধ নামে আর একজন চীন-পরিব্রাজক ভারত করিয়া ৬৯১ হইতে ৬৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক খানি ব্রহ্মসংক্রান্ত লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে (ক) প্রসিদ্ধ বৈশাখ ভর্তৃহরি তাঁহার ৪০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬৫১৫২ খৃষ্টাব্দে (খ) জয়াদিত্য ৩০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬৬১৬২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৭৯৭

রাছেন। এখন এই ভর্তৃহরির বাক্য কুমারিল উদ্ধৃত করিয়াছেন  
কুমারিলের 'মত' শব্দর এবং তাহার শিষ্য সুরেশ্বর খণ্ডন করিয়া-  
য। হুতরাং শব্দর ৬৬১।৬৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নহেন। তাহার  
পুঁক 'জ্ঞাদিত্য,' 'বামনের' সহিত একযোগে পাণিনি ব্যাকরণের  
দ্বিধা নামে এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং কুমারিল আবার  
স্বর খণ্ডন করিয়াছেন; হুতরাং এতদ্বারাও শব্দর ৬৬১ খৃষ্টাব্দের  
বাইতে পারেন না। প্রাচীন শব্দরবিজয়ে এই ভর্তৃহরিকে ভদ্রহরি  
পণিনিবদ সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলা হইয়াছে। শব্দর বৃহদারণ্যক-  
র ভর্তৃপ্রপঞ্চের নাম করিয়াছেন। এই ভর্তৃপ্রপঞ্চ ভর্তৃহরির উক্ত  
বক্তব্যবিশেষ। অতএব শব্দর ৬৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নহেন।

শব্দরের সময়নির্ণয়ে পঞ্চম উপকরণ।

ক-মাধবের শব্দরবিজয় মতে (ক) মণ্ডনের এক নাম উষেকাচার্য্য;  
কুমারিলের শিষ্য; (গ) শব্দরের সহিত কুমারিলের মৃত্যুকালে  
এবং (ঘ) মণ্ডন, শব্দরের শিষ্য হইয়া সুরেশ্বরের নামে অভিহিত  
কিষ্ট পোড়বন্দরনিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত শব্দর-পাণ্ডুরাঙ্গ, এক  
হাতের লেখা মালতীমাধব গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার  
শব্দরের শেষে লেখা আছে যে, উহা কুমারিলশিষ্যকৃত, ৬ষ্ঠ অঙ্কের  
কালে কুমারিলশিষ্য উষেকাচার্য্য কৃত এবং দশম অঙ্কের শেষে  
কুমারিলশিষ্য ভবভূতি বিরচিত, ইত্যাদি।

হইতে মনে হয় ভবভূতিই উষেকাচার্য্য নামেও কোন  
নিদ্রা ছিলেন; কারণ, মালতীমাধব যে একাধিক ব্যক্তির রচিত  
ভবভূতিরই যে রচিত তাহাই প্রসিদ্ধ। তাহার পর ইহা  
যার একটা কথা পাওয়া যায় যে, উষেকাচার্য্য কুমারিলের  
এক "ভাবনা বিবেক" নামক মণ্ডনের যে গ্রন্থ, মঃ মঃ পণ্ডিত

৭৯৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রানাহুজ।

গঙ্গানাথ বাঁ মহোদয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার টীকাকার উদ্বেকাচার্য।  
সুতরাং মণ্ডন উদ্বেকাচার্য নহেন। পরন্তু ভবভূতিই উদ্বেকাচার্য। এখন  
এই ভবভূতিকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের  
মধ্যে কাশ্মীর লইয়া বান। সুতরাং কুমারিল ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের  
মধ্যে বার্দিক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলা যায়। আর শঙ্কর ঐ কুমারিলের  
'মত' খণ্ডন করেন এবং কুমারিলের শিষ্যই মণ্ডন বলিয়া তিনিও ঐ  
সময়ের অধিক পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হইতে পারেন না। আর তাহা  
হইলে বাহারা স্বর্গীয় পণ্ডিত কে, বি, পাঠক প্রভৃতির মতামতের  
শঙ্করকে ৭৮৮ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত বলেন তাঁহাদের  
কথা অপ্রমাণ।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে ষষ্ঠ উপকরণ।

ষষ্ঠ—(ক) শঙ্কর ও হরেশ্বর, কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। (খ)  
কে, বি, পাঠক মহোদয় দেখাইরাছেন—কুমারিল, জৈনসাধু অকলঙ্ক  
'মত' খণ্ডন করিয়াছেন। (গ) অকলঙ্কের শিষ্য বিজ্ঞানন্দ নিজ গ্রন্থে  
সাহস্রীতে হরেশ্বরের বৃহদারণ্যক-ভাষ্য বার্তিকের শ্লোক উদ্ধৃত করি-  
ছেন। (ঘ) বিজ্ঞানন্দ, জৈন-গুরু-পরম্পরা বা দিগম্বরীর পটাবলী  
৭৫১ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য-পদে আরোহণ করেন ও ৩২ বৎসর ৪ দিন  
৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুতরাং  
খৃষ্টাব্দের পূর্বে বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্তিক রচিত হইয়াছিল আর তাহা  
হইলে শঙ্কর ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বের লোক হন। ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে  
জন্ম হইতে পারেন না।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে সপ্তম উপকরণ।

সপ্তম—(ক) ১০৫০ শকের রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজার শিলালেখ  
অনুসারে "অকলঙ্ক," সাহসতুঙ্গ-রাজার সভাসদ ছিলেন। এক্ষণে



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৭৯৯

স্বহার এক প্রাচীন শিলালেখানুসারে দেখা যায়, উক্ত সাহসভূক্ত, মুর্টরাঙ্গ দস্তীদুর্গের অপর নাম, এবং (গ) দস্তীদুর্গের প্রদত্ত এক নির্দিষ্টনাথের সময় ৬৭৫ শকাব্দ বা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বলা চলে যে ৭৫৩ খৃষ্টাব্দের সম্মিহিত কালে জীবিত ছিলেন। ইহাতেও ৭৮৮ খৃষ্টাব্দের জন্ম হইতে পারে না।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে অষ্টম উপকরণ।

৪৪—শঙ্কর হুত্রভাষ্যে যেখানে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, সেখানে সত্যি মিশ্রসমস্তভদ্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তখন হই শঙ্করের লক্ষ—ছিল উক্ত সামস্তভদ্রের বচন। এই অকলঙ্কের পূর্ববর্তী, অকলঙ্ক ইহারই গ্রন্থের টীকাকার। তবে কুমারিল অকলঙ্কের বাক্য খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু সমস্তভদ্রেরই খণ্ডন করিয়াছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত কে, বি, পাঠক মহোদয় ভিয়েনার কংগ্রেসে যে বলিয়াছেন যে, কুমারিল অকলঙ্কের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে, কিন্তু অকলঙ্কের গুরু সমস্তভদ্রে খণ্ডন করার তিনি ঐরূপ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন বোধ হয়। কুমারিল অকলঙ্কের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহা ঠিক পাবেন নাই। আর তাহা হইলে শঙ্কর ৭৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী—ইহাই সিদ্ধ হয়।

শঙ্করের সময় নির্ণয়ে নবম উপকরণ।

৪৫—শঙ্কর নিজ-গ্রন্থে “শ্রবণ” ও “পাটলীপুত্রের” দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত পাণিনীর পতঞ্জলি ভাষ্যেও দেখা যায়, কিন্তু যখন শঙ্কর স্বয়ং এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তখন শঙ্করের হইতেই নগরীর অস্তিত্ব যে ছিল, তাহা সম্ভব। এখন আমরা পুরাতত্ত্ববিদ মাতোয়ালিনের গ্রন্থে দেখিতে পাই, উক্ত

৮০০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

পাটলীপুত্র ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার জল-প্রাবনে বিনষ্ট হয়। সুতরাং বলা চলে—শঙ্কর, বিনষ্ট পাটলীপুত্রের দৃষ্টান্ত না দিয়া তৎকালে বিদ্যমান পাটলীপুত্রেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এজন্য তিনি ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এইরূপই সম্ভব। অবশ্য ইহার বিকল্পে বলা যায় যে, এই দৃষ্টান্ত মহাভাষ্যে আছে, শঙ্কর তাহারই অনুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু অপ্রসিদ্ধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অস্বাভাবিক।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দশম উপকরণ।

দশম—শ্রীকণ্ঠ নামক এক পণ্ডিত তাঁহার “যোগ-প্রকাশ” নামক এক পুস্তকে শঙ্করের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে নিম্ন দয় ৬৯০ শকাব্দ লিখিয়াছেন। সুতরাং এতদ্বারা শঙ্কর, ৬৯০ শকাব্দ ৭৬৮ খৃষ্টাব্দের পর নহেন বা ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল নহে—ইহাই প্রমাণিত হয়। ইহা স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক ধারবার নগরে এক ব্রাহ্মণগৃহে উক্ত পুস্তকমধ্যে দেখিয়াছিলেন। এবং এ কথা তিনি আমাকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে একাদশ উপকরণ।

একাদশ—জিনসেন ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে হরিবংশ রচনা করেন। ইনি বিদ্যানন্দ প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ, স্বরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং শঙ্কর ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে নহেন। অতএব ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যে জন্ম তাহা হইলে তাহা অসম্ভব।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দ্বাদশ উপকরণ।

দ্বাদশ—শঙ্কর উপদেশসহস্রী গ্রন্থ মধ্যে ধর্মকীর্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা টীকাকার রামতীর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্মকীর্তি কুমারিলক ভাতৃপুত্র ও তিস্ততরাজ শ্রোংশাঙ্গাম্পোর সমসাময়িক—ইহা সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার থিসিস্ মধ্যে লিখিয়াছেন।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৮০১

স্বতন্ত্রাং শব্দর তৎপূর্বে জন্ম করেন নাই। তাহার পর স্বতন্ত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতেও ভাস্করীমধ্যে সীতির বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব শব্দর ৭ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

শব্দরের সময়নির্ণয়ে ত্রয়োদশ উপকরণ।

১ম উপকরণ—শব্দর-ভাষ্যাদির মধ্যে বলবর্ষা, কৃষ্ণগুপ্ত, রাজ্যবর্ষা এবং রাজ্যর নাম আছে। বলবর্ষা নামে একাধিক রাজা ছিলেন; এতদ্বারা সময় স্থির হয় না। আমাদের নির্দিষ্ট সময়েও একজন ছিলেন। কৃষ্ণগুপ্ত যদি বিষ্ণুগুপ্ত হন তবে অনৈক্য হয় না। কৃষ্ণগুপ্ত তৎপূর্বে পাওয়া যায় না। রাজ্যবর্ষা ছয়েনসাদ্দের সমসাময়িক হইলেও রাজ্যবর্ধন হইবেন। কারণ, রাজ্যবর্ষা নামে কোন পাওয়া যায় না এবং রাজ্যবর্ষার অত্যধিক দানের সহিত পূর্ববর্ষার তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহারা সমসাময়িক বলিয়াই হয় এবং পূর্ববর্ষা, ছয়েনসাদ্দের উক্ত বৌদ্ধ অশোকবংশীয় শেষ রাজার সম্ভব হয়। আর তাহা যদি হয় তবে শব্দর ৬৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বাইতে পারেন না।

২য় উপকরণ—যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তবে উক্ত বিবরণ একত্র করিলে, পূর্বোক্ত 'মহাভূতব' সম্প্রদায়ের উদ্ধৃত বচনের সহিত অনৈক্য হয় না।

৩য় উপকরণ—৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শব্দরের জন্ম—প্রবাদটির মূল স্বর্গীয় পণ্ডিত মহোদয়ের আবিষ্কৃত একখানি ৩৭ শত বৎসরের পূর্বের পাতা তিন পাতার পুঁথি। আর আমাদের অবলম্বিত মূলটি ১৭শতকের পুস্তকের উদ্ধৃত প্রামাণিক বচন, জৈন-পট্টাবলী,

শৃঙ্গেরী মঠের স্বরেশ্বরের সময় ও মাধবের বর্ণনা প্রভৃতি । এ সকলই ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে শঙ্করের জন্ম হইলে, কিছুতেই মিলে না, কিন্তু আমাদের অবলম্বিত বঙ্গ্যমাণ ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইলে মিলিয়া যায় । শৃঙ্গেরীর প্রবাদে কৃত্রিমতা নাই, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । আর ইহার প্রামাণ্যই সর্বাপেক্ষাই অধিক । অল্প সকল মঠের তালিকা যে কৃত্রিম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আর সে জন্য যে সব মঠের সময়ও বিশ্বাসযোগ্য নহে । ইহা আমি সেই সেই মঠে বাইরা বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি । যাহা হউক এজ্ঞ চারি শত বৎসর পূর্বে অল্প সম্প্রদায়কর্তৃক প্রমাণরূপে গৃহীত শঙ্করপদ্ধতির বচন যে অল্প সকল প্রকার বচন হইতে প্রবল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এ বচনটী অল্প সম্প্রদায়, চারি শত বৎসর পূর্বে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করায়, শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের গৃহীত “নিধিনাগেভবহ্যক্ষে” অর্থাৎ ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রভৃতি উপর সকল বচন হইতে উত্তম । কারণ, শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের লোক, নিজ আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন এবং চারি শত বৎসর পূর্বে তাঁহার নিজ সম্প্রদায় তাঁহার সময়-বোধক অল্প কোনও শ্লোক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই । শৃঙ্গেরী মঠে গৃহীত, তাহাতে শঙ্কর-পদ্ধতির বচনের সহিতই ঐক্য হয় । স্বর্গের আমাদের গৃহীত মূলটী অল্প সকল মূল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয় ।

জ্যোতিষবলে শঙ্করের জন্ম অব্দ নির্ণয় ।

এখন বিচার্য্য, ৬০৪ হইতে ৬১০ খৃষ্টাব্দ, এই ৭ বৎসরের কোন বৎসর আচার্য্যের জন্মকাল ? আমরা এস্থলে পুনরায় দেখিয়া অবলম্বন করিয়াছি, তাহা পূর্ব হইতেই বলা ভাল । প্রথম—আচার্য্যের জীবনীকারগণ, যে গ্রহসংস্থান বা তিথি-নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন



## কোণ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৮০৩

হইবার মধ্যে যে বৎসরে সম্ভব হইবে, সেই বৎসর তাঁহার জন্ম-  
দিগ্ৰাহ হইবে, এবং দ্বিতীয়—ভিন্ন ভিন্ন গ্রহসংস্থানাতির বর্ণনা  
দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে আচার্য্যের মহত্বের পরিচায়ক হইবে,  
যদি তাহাই গ্রহণ করিব।

যদি কেহ বলেন যে, এক্ষেপে আচার্য্যকে বড় করিবার ইচ্ছা,  
অতীতকে অসত্য পথে পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা  
কি পারি যে, বতর্কণ বিপরীত সত্য না জানা যায়, ততর্কণ  
করে সাধারণ মানব প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তিও সমান দোষাবহ।  
যদি মহৎ বলায় ক্ষতি নাই, বরং না বলায় ক্ষতি আছে। আজ  
আমরা ভারতের অধিকাংশ লোক ভগবদবতারের স্মরণ পূজা করে,  
যদি গ্রীষ্ম ও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণও বাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া  
স্বীকার করেন, তাঁহাকে মহৎ বলিলে কি মিথ্যাভিসন্ধি হইতে পারে?  
যদি বটক; এই পথে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, আচার্য্যের জীবনী-

সময় মধ্যে মাধবাচার্য্য সদানন্দ ও চিদ্ভিলাস বতি, আচার্য্যের জন্ম-  
দিগ্ৰাহসংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবের মতে রবি,  
যদি বৃহস্পতি এবং শনি এই চারিটি গ্রহ, এবং সদানন্দের মতে পাঁচটি  
গ্রহ ছিল; কিন্তু কোন্ পাঁচটি তাহা বর্ণিত হয় নাই। চিদ্ভিলাসের  
মতে তাহাই, তবে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আর্দ্রা নক্ষত্রে  
জন্মলাভে আচার্য্যের জন্ম হয়। তাহার পর, এই চিদ্ভিলাস বতিকে  
আচার্য্যের টীকাকার—ধনপতি স্মরী, আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়া  
স্বীকার করেন। এজন্ত মনে হয়, চিদ্ভিলাসের কথায় অধিক আস্থা  
করিলে অসঙ্গত হইবে না। স্মরণ্য উক্ত ৬০৪ হইতে ৬১০  
বৎসর মধ্যে বৎসর সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহ উচ্চ হইবে, আমরা সেই  
গ্রহণ করিব।

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

শঙ্করের জন্মমাস নির্ণয়।

তাহার পর, আচার্য শঙ্করের জন্মমাস বিচার্য। এ বিষয়েও নানা মতভেদ শুনা যায়। কেহ বলেন—চৈত্র মাস শুক্লা দশমী, কেহ বলেন—বৈশাখ শুক্লা ৫মী, কেহ বলেন—বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া, কেহ বলেন—শ্রাবণী পূর্ণিমা; আবার কাহারও মতে তাহা চতুর্দশী। আমরা এস্থলে বৈশাখ মাস গ্রহণ করিয়া জন্মপত্রিকা নির্মাণ করিতেছি। কারণ, চৈত্রমাস হইলে রবি উচ্চস্থ হয় না। মলমাস হইলে যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু তাহাতেও মেঘের ১০ অংশের নিকটবর্তী হওয়া বড় সম্ভব হয় না। মেঘের ১০ অংশ রবির সূচস্থান; ইহার নিকট রবি যাহার কোষ্ঠিতে থাকিবেন, তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া থাকেন। চৈত্রমাসে ইহা এক প্রকার অসম্ভব, পরন্তু বৈশাখে সম্ভব। সুতরাং আচার্যের মহত্ত্বানুকূল এই বৈশাখ মাসই আমরা গ্রহণ করিব।

“কেরল উৎপত্তির” মতে শ্রাবণী-পূর্ণিমা নইলে রবি সম্ভবতঃ সিংহে আসিতে পারেন। কিন্তু রবি সিংহস্থ অপেক্ষা রবি মেসেই উত্তম। মেঘে রবি থাকিলে শুক্র বলবান্ হন, সিংহে রবি থাকিলে বুধ বলবান্ হন, এবং বুধ ও শুক্রের তুলনা করিলে শুক্রই উত্তম বলিতে হইবে। এজন্যও আমরা বৈশাখ মাসই গ্রহণ করিব।

শঙ্করের জন্মতিথি নির্ণয়।

তাহার পর, তিথি বিচার। ইহাতে দেখা যায়—শুক্লা তৃতীয়া পঞ্চমী, দশমী, কৃষ্ণা চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা এই পাঁচটি মতান্তর রক্ষিত। তন্মধ্যে পূর্ণিমা-পক্ষে, শ্রাবণী পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা গ্রহণ করিয়া যাইতে পারে। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে কুম্ভরাশি ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে তুলা রাশি হয়। ইহা বস্তুতঃ চন্দ্রের উচ্চ স্থান নহে।



## কোণ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৮০৫

তুলা রাশি, চন্দ্রের নীচ স্থান বৃশ্চিকের নিতান্ত সন্নিহিত হওয়ায়।  
 মাত্র ১০ কলা বলবান্ হয়। আর ইহাতে চিহ্নিলাসোক্ত ৫টি গ্রহের  
 ক্ষয়ের আশা আরও সুদূর-পরাহত হয়। বৈশাখী কক্ষা চতুর্দশীতেও  
 মরু মন্দ; কারণ, ইহাতে চন্দ্র নীচস্থ হন। এখন বৈশাখী শুক্লা  
 দশমী, পঞ্চমী ও তৃতীয়ার মধ্যে এক বৈশাখী তৃতীয়াই চন্দ্রতুঙ্গীর  
 দ্বার; এজন্ত আমরা শুক্লা তৃতীয়ার তিথিই গ্রহণ করিলাম। অবশ্য  
 পক্ষমণ্ডল ও স্থানবলের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে পক্ষবলই বলবান,  
 কিন্তু স্থানবলে বলী হইলে জীবনের ঘটনা অনেক মিলিবে। ইহা  
 আরও আলোচিত হইবে। তবে একটু স্মরণ এই যে, বৈশাখ মাসে  
 শুক্লা থাকিলে যে কল হইবে, তাহা বৈশাখ মাসে চন্দ্র তুলার থাকি  
 য়াও বড় মন্দ নহে। প্রথম পক্ষের জাতক, অন্তরে যত মহৎ হয়,  
 তত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় পক্ষের জাতক যতটা মহৎ  
 হয়, অন্তরে তত মহৎ হয় না। তুঙ্গ চন্দ্র, রবি-জ্যোতি  
 পাইয়া প্রকাশিত হন না, আর তুলার চন্দ্র রবিতেজে প্রকাশিত  
 হইয়া স্বয়ং অন্তরে দুর্বল থাকেন। সুতরাং কল হইল এইরূপ যে  
 দুর্বল দুর্বল ব্যক্তি, তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিল, আর  
 সর্বসবল ব্যক্তি তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে পারিল না।  
 প্রকৃত মহৎ তথাপি সর্বল ব্যক্তির, দুর্বলের নহে; লোকে  
 অপেক্ষা সর্বলকেই প্রশংসা করে। এখন কর্কট-লগ্নে চন্দ্র  
 থাকার উহা আর্যভাবাপন্ন হইল, তাহার কলে শঙ্করের আর  
 নষ্টাবনা থাকিয়াও হইল না। বস্তুতঃ তিনি অর্থাৎ গ্রহণ  
 তিনি তাহা বখেষ্ট পাইতে পারিতেন। এই জন্তই আমরা  
 তৃতীয়ার পক্ষই গ্রহণ করিলাম।  
 চিহ্নিলাসের গ্রন্থে আর্দ্রা নক্ষত্র কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আর্দ্রা

নক্ষত্রে চন্দ্র তুঙ্গী হন না। বুধরাশি না। হইয়া গিথুনরাশি হয়। এজন্য আমরা এ অংশে চিহ্নিনাসের কথাও ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার পর শৃঙ্গেরী ও দ্বারকা মঠের প্রচলিত প্রবাদ সহ মিলও থাকে না। কারণ, অত্যাধি উক্ত মঠে শুক্লা পক্ষমী তিথিই আচার্য্যের জন্মতিথি বলিয়া উৎসব হয়। অবশ্য দ্বারকামঠের কথা অপ্রমাণ; কারণ, ইহা বহুদিন ধাবৎ নামনায়ে পর্য্যবসিত ছিল, উৎসবাদি হইত না, শুনা যায়। আর ঐ বৎসর শৃঙ্গেরী মঠোক্ত ঐ তিথিতে চিহ্নিনাসের আর্দ্রা নক্ষত্র মিলে না বলিয়া, আমরা এখানে উভয়ের কথাই পরিত্যাগ করিলাম। কারণ, গণনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে, ঐ বৎসরে আর্দ্রা নক্ষত্রে ঐমী তিথি হয় না, এবং যে কোন বৎসরেই মেঘে ১০ অংশে রবিকে রাখিয়া ঐমী তিথিতে চন্দ্রকে বৃষ রাখিতে বাইলে চন্দ্র, বৃষের ২৮ অংশে থাকিতে বাধ্য; সুতরাং চন্দ্রের বৃষ-স্থিতি-জ্ঞান ফল-ভ্রাস অনিবার্য্য হয়। আর ঐ বৎসর গ্রহণ না করিলে আচার্য্যের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকাও পাওয়া যাইবে না। এজন্য ঐমী তিথি ও আর্দ্রা নক্ষত্র উভয়ই ছাড়িয়া অগ্র প্রবাদানুসারে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথি অবলম্বন করিয়া চিহ্নিনাসের বর্ণনার বহু নিকটবর্তী হয়, সেই চেষ্টা করিলাম।

নিকটবর্তী হয়, সেই চেষ্টা করিলাম।  
অবশ্য যে সময় আমরা নিরুপণ করিতেছি, তাহাতেও যে, তাঁহাদের  
কথিত ষ্টী গ্রহই তুঙ্গ হইয়াছে, তাহাও নহে। আমরা, যে কোর্সের  
প্রস্তত করিতেছি, তাহাতে ৪টি মাত্র গ্রহ তুঙ্গী হইয়াছে। ইহার মধ্যে  
সমন্বয়ে ৫টি গ্রহ তুঙ্গী পাওয়া অসম্ভব। তবে এ কথায়, একটি বাক্য মাত্র  
এই যে, আমাদের শুক্র মেঘের ৫ অংশে আসিয়াছে, যদি অপর কোর্সে  
মতের গণনায় উহা উক্ত ৫ অংশ পিছাইয়া গীনে যায়, তাহা হইলে  
৫টি গ্রহ তুঙ্গ পাওয়া যায়। আর এই ভারতে যত গ্রহ-গণনার



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৮০৭

যাহ, তাহাতে যে, এরূপ ৪।৫ অংশ এনিক-ওদিক হইতে পারে না, হ্রাও নহে। ফলে, ইহা বতঙ্গণ না জানা যায়, ততঙ্গণ একেবারে নিষ্কর করিয়া বলা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সূর্য-সিদ্ধান্তের গণা এবং আর্ঘ্য-ভট্টের গণনা যে এক নহে, তাহা সকলেই স্বীকৃত আছেন। আনাদের গণনা অবশ্যই সূর্য-সিদ্ধান্তের গণতে এবং চিহ্নাসের গণনা বোধ হয় আর্ঘ্যভট্টের গণতে; কারণ, দক্ষিণ দেশে আর্ঘ্যভট্টের গণতই সে সময় প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, আমরা উক্ত কারণে চিহ্নাসের বর্ণনা অনুসারে ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে আচার্য্যের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিতেছি। মাদবের গণতে মঙ্গল তুঙ্গী হওয়া চাই, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে রবি, বৃহস্পতি ও শনিকে তুঙ্গ রাখিয়া কোনরূপে মঙ্গলকে তুঙ্গ রাখা যায় না। আর এই তুঙ্গভাব কেবল ৬০৮ শকাব্দেই প্রযোজ্য। ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৯ ও ৬১০ শকাব্দাতে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং ৬০৮ শকাব্দেই বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে জন্মের কোষ্ঠী প্রস্তুত করা যাউক।

রামানুজের জন্ম সময়।

রামানুজ সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিপদ। কোনও গণতে ২৩৮ শকাব্দ, কোনও গণতে ২৩৯ শকাব্দ এবং কোনও গণতে ২৪০ শকাব্দ। এখন উক্ত গণতের মধ্যে দুইটি গণতে চৈত্র মাসে শুক্লা ঐমী তিথি ও চন্দ্রের আর্দ্রা তিথি কথিত হইয়াছে এবং এক গণতে নক্ষত্র কথিত না হইয়া ঐমী তিথি কথিত হইয়াছে। ইহা একটি বিষম গোলযোগের কারণ। চৈত্রমাসে শুক্লা ঐমীতে আর্দ্রা নক্ষত্র কোন বংশেরই প্রযোজ্য হইতে পারে না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। মলমাস ধরিয়া ঐমী তিথি বানিয়াও তাহা ঘটে না। বস্তুতঃ আমি উক্ত তিন শকেরই

উক্ত ৫মী তিথি ধরিয়া রবি ও চন্দ্রের স্ফুট সাধন করিয়া দেখিয়াছি শুক্লা ৫মী তিথিতে চৈত্রমাসে আর্দ্রা নক্ষত্র কোন মতেই হইতে পারে না। সুতরাং আর্দ্রা নক্ষত্রের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চৈত্র শুক্লা ৫মী তিথির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছি। যদি সপ্তমী তিথি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আর্দ্রা নক্ষত্র পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহা হইলে চন্দ্র বাব-ভাব ও তুঙ্গ স্থানচ্যুত হওয়ায় রামানুজের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকা হয় না। সুতরাং আর্দ্রা নক্ষত্র ছাড়িয়া শুক্লা ৫মী তিথি এবং আয়তাবস্থায় চন্দ্রপক্ষই গ্রহণ করিলাম।

শকাব্দ সম্বন্ধে বাহাতে রবি মেঘস্থ, বা মেঘের নিকটস্থ হয়, তাহাকে চেষ্টা করিয়াছি। মীন রাশিতে রবি থাকা অপেক্ষা মেঘ রাশিতে থাকায় বলাধিক্য ঘটে, এজ্জন্ত রবি মেঘ রাশিতেই অবস্থিত, এই বিবেচনা করিতেছি। ৬০৮ শকাব্দ গ্রহণ করিয়া শঙ্করকে যেমন হইয়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ২৪০ শকাব্দাতে রামানুজকেও সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ২৪০ শকাব্দে বৃহস্পতি তুঙ্গী হয় বলিয়া ২৩৮ বা ২৩৯ পরিত্যক্ত হইবার আর একটি কারণ। আচার্য্য শঙ্করের বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুতরাং আচার্য্য রামানুজেরও বাহাতে তাহা হয় তাহাই গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করি। বস্তুতঃ আচার্য্য রামানুজের শঙ্করের ন্যায়ই অবতারকল্প ব্যক্তি। এজ্জন্ত উভয়েই যথাসম্ভব হইয়া ব্যক্তি বলিয়া বাহাতে প্রমাণিত হন, তদনুকূল সময় গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করা হইল। রামানুজের জন্ম বার অনেকই দিয়াছেন, কিন্তু কাহারও কথা ঠিক নহে বোধ হয়। আচার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কোন মতেই “বার” মিলে না।

সুতরাং শঙ্করের ৬০৮ শকাব্দ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া এবং রামানুজের ২৪০ শকাব্দ চৈত্রশুক্লা ৫মীতে যেকোন জন্ম পত্রিকা হয় তাহাই প্রদান করিলাম।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮০৯

কিন্তু এখানে রামানুজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে একটি কথা আছে । যদিও  
বৃহস্পতি তুঙ্গ হইবে বলিয়া তাঁহার ২৩৮ ও ২৩৯ জন্মাব্দদ্বয়  
বিভাগ করিয়া ২৪০ শকাব্দ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি ইহা  
শ্রুত প্রভাবে ২৪১ শকাব্দ হইয়া পড়িয়াছে । কারণ কল্যাণ চৈত্র  
পূর্ণিমা এবং শকাব্দ সৌর বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয় । ২৪০  
শকাব্দ মনমাস হওয়ার সৌর বৈশাখ মাসে চৈত্র পূর্ণিমা ঘটে । বাহা  
ই, যে জীবনীকার রামানুজের জন্মকাল ২৪০ শকাব্দ ও চৈত্র মাস  
দিয়াছেন তিনি যদি চান্দ্র চৈত্র মাস মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে  
তাঁহার কথার অন্যথা করি নাই ।

আচার্য্যদ্বয়ের লগ্ননিরূপণ ।

ইহার লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে । প্রথমতঃ, কলের ঐক্য হইবে  
এবং দ্বিতীয়তঃ প্রপন্নাত্মতের নতে রামানুজের কর্কট লগ্নে জন্ম  
হইয়াছে নতঃ শঙ্করের মধ্যাহ্নে জন্ম কথিত হইয়াছে । এজন্য  
উভয়েরই কর্কট লগ্ন স্থির করিলাম । লগ্নফুট সম্বন্ধে শঙ্করের  
কথা ধরা গেল ; কারণ, তাঁহার অষ্টমে রাহকে রাখা প্রয়োজন ।  
রামানুজের উহা ৭ অংশ ধরা হইল ; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার দশমে  
রবি ও লগ্নে বৃহস্পতি পাওয়া যাইবে । ইহা না হইলে মঙ্গল  
ও বৃহস্পতি দ্বাদশে আসিয়া পড়িবে এবং তজ্জন্ম তাঁহার  
নহিত ইহার কলের ঐক্য হইতে পারিবে না ।

আবিষ্কৃত কোষ্ঠীদ্বয়ের প্রামাণ্য ।

ইহা হউক, এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এই কোষ্ঠীদ্বয় আচার্য্যদ্বয়ের  
ইহাতে পারে কি না । যদি হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে  
সমস্ত সম্বন্ধে পূর্ব প্রস্তাবিত কল তিনটি পাওয়া যাইবে । ইহা  
আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে, এতদবলম্বনে তুলনা

করিয়া ফল কি ? কিন্তু কার্য্যটি এতই গুরুতর ও ইহা গ্রন্থের স্থান এত অধিকার করিবে যে, সবিস্তারে এ বিষয় আলোচনা করা এ প্রস্তাবে অসম্ভব । অগত্যা সংক্ষেপেই আমরা এই দুইটি বিষয় বিচার করি।

প্রথম, আচার্য্যদ্বয়ের যে কোষ্ঠী হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে; ইহা তাঁহাদের জীবনের প্রধান অধিকাংশ ঘটনার সহিত ঐক্য হয় । যে গুলি ঐক্য হয়; নিম্নে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির এক তালিকা করিয়া দিলাম ।

১। বিজ্ঞাবুদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে, এ কোষ্ঠীদ্বয় তাঁহাদের জীবনের সহিত ঐক্য হয় । এ দুইটি উভয়েরই অত্যন্ত গভীর হইবার কথা । শঙ্করের সহিত তাঁহার গুরুদেবের ব্যবহার, দ্বন্দ্ব শিক্ষা দিয়া তাঁহার দেহ-ত্যাগ এবং রামানুজের গুরুগণের সহিত রামানুজের ব্যবহার ও বহুসংখ্যক গুরুকরণ তাঁহার এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় । তবে শঙ্করের অবতার যোগও পাওয়া যায় । এ ৩৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে ।

২। শঙ্করের বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া এবং রামানুজের পিতাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ, উভয়ই কোষ্ঠী হইতে জানা যায় । শঙ্কর পরে মাতৃ-হিতকারী এবং রামানুজ, নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন কথা বলেন নাই, তাহারও যোগ আছে ।

৩। রামানুজের দীর্ঘায়ু ও শঙ্করের অল্পায়ু, ইহাও এ কোষ্ঠী হইতে প্রতীত হয় ।

৪। শঙ্করের ৮ বৎসরে মৃত্যু-সম্ভাবনার যোগ পাওয়া যায় । এই সময়েই তাঁহাকে কুষ্ঠীরে ধরে । অভিনবগুপ্ত শঙ্কর-শরীরে কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করিয়াছিল শুনা যায়, এ কোষ্ঠীতেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ঐ রোগ হওয়া উচিত । রামানুজের



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৮১১

১। উভয়ের অদ্বিতীয় বাগ্মিহ, বেদান্ত-শাস্ত্র-পারদর্শিতা, বিখ্যাত-  
কীর্তি ও তর্কযুক্তি-পরায়ণতা এবং সর্বত্র অজ্ঞেয়ত্ব, এ কোষ্ঠীদ্বয়  
করবে।

২। শব্দর গৃহত্যাগ করিয়াও নিজে মঠ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে  
স্বয়ং বসেন এবং রামানুজ পণ্ডিতের মঠের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহাও এত-  
দূর বৃদ্ধিতে পারা যায়।

৩। তপশ্চরণ, ভ্রমণ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ ইহাও এই উভয় কোষ্ঠীই  
করবে।

৪। শব্দরের আকুমার ব্রহ্মচর্য ও রামানুজের কক্ষিৎ সাংসারিক  
জীবন, তাহাও এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৫। শব্দরের প্রতি জ্ঞাতিগণের শত্রুতা এবং রামানুজের প্রতি  
বৈরিত্য ভাব, এ কোষ্ঠীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

৬। এ কোষ্ঠী শব্দরের বাল্য ও রামানুজের যৌবনে পিতৃ-  
প্রাণ প্রমাণিত করে।

৭। হউক আমি এ কোষ্ঠী লইয়া ভারতের অনেক গণ্য-মান্য পণ্ডিতকে  
ইচ্ছা, আশ্চর্যের বিষয় তাহার। প্রায় সকলেই এক বাক্যে উক্ত  
কোষ্ঠী সমর্থন করিয়াছেন। কেবল একজন ব্যক্তি, দুই একটা  
একটু মন্তব্য-মত হইয়াছিলেন। ভারত-গৌরব কামীর বাপুদেব  
শ্রীযুক্ত মহনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভৃগুসংহিতা, গ্রহ-সংবাদ  
নামক গ্রন্থে অমুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধারপূর্বক  
মিলাইয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আমাকে বিস্মিত  
করেন। আমার গণনা তিনি সমর্থন করিয়া কতিপয় নূতন

বিষয় বলিয়া দেন, আমি তাহা বথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।  
বিস্তারভয়ে তাহার বিচার-প্রণালী ও প্রমাণসমূহ পরিত্যাগ করিলাম।

কোষ্ঠী তুলনার কল।

এক্ষণে কোষ্ঠী-গণনা দ্বারা কি লাভ হইল দেখিতে হইবে। প্রথম—  
উভয়ের তুলনা-কার্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক। গ্রহের ভাব ও বলাবল  
সমস্ত বিচার করিয়া কোষ্ঠী তুলনা করা যে, কতদূর দুৰূহ কৰ্ম, তাহা  
অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। দুঃখের বিষয় আমার ক্ষমতা  
ক্ষমতাতেও যতটুকু হইতে পারিত, তাহা গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে  
লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। তবে বাহা নিতান্ত স্থল  
তাহারই কয়েকটি নিয়ে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম; বথা—

১। আচার্যদ্বয়ের পক্ষে বৃহস্পতি বাহাতে নিতান্ত শুভ হইয়া  
পারে, তদবলম্বনে বৎসর ঠিক করিয়াও যখন গণিতদ্বারা বৃহস্পতির  
বাহির করিলাম, তখন দেখা গেল, উভয়েরই পক্ষে বৃহস্পতি,  
বথাসম্ভব ক্ষমতাপ্রকাশের চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিতেছেন  
কিন্তু শঙ্করের পক্ষে তিনি সেই চূড়ান্ত সীমার মধ্যে আবার সর্বত্র  
স্থানে উঠিবার ৫টি ধাপযুক্ত একটি সোপানের ৪১০ ধাপেরও উপরে  
গিয়াছেন, এবং রামানুজের পক্ষে তখনও ৪টি ধাপ বাকী  
জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে, সম্পূর্ণরূপে বৃহস্পতির এ ভাবটিকে লয়ে গাই  
জন্ম হইলে জাতকের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়। বাহা হউক বৃহস্পতি  
তত্ত্বজ্ঞান-দাতা, লগ্নে আছেন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করের  
তিনি রামানুজ অপেক্ষা অধিক ও শুভ কলপ্রদ। বস্তুতঃ ৩৪ বৎসর  
ভিত্তর শঙ্করের লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা, রামানুজের ১২০ বৎসরের  
গ্রন্থসংখ্যা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ।

২। রবি গ্রহটির দ্বারা জাতকের প্রতিভা ও তেজস্বিতার



## কোণ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮১৩

যার। এই রবি উভয় আচার্য্যেরই কৰ্ম বা কীর্ত্তিভাবাপন্ন ;  
 য। ইনি উভয়ের কৰ্ম বা কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কারক । তবে  
 সে এই যে, শঙ্করে উহা চরম ভাবের চরমভূমি হইতে এক পদ মাত্র  
 নিরাছেন, কিন্তু রামানুজে উক্ত চরম ভাবের চরমভূমি পাইতে তখন  
 ভূমি বাকী রহিয়াছে । এখন ইহার কলে উভয়ের কীর্ত্তি-রবির  
 প্রভাব প্রকার হইল । শঙ্করে উহা বতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে  
 সক্ষম প্রায় তাহাই করিতেছে, কিন্তু বুদ্ধের সংসারে ঔদাসীণ্যের দ্বারা  
 মনে ঔদাসীণ্য মিশ্রিত, এজ্জন্ত ফল একটু কম প্রদান করিত ।  
 শঙ্কর যে কীর্ত্তি উপার্জন করিয়াছেন, সে কীর্ত্তি-বিষয়ে তিনি  
 খুসি থাকিতেন : সুতরাং বতদূর হইতে পারিত, তাহা তাহার  
 মন । তিনি এজ্জন্ত চেষ্টিত থাকিলে ইহা নিশ্চয়ই অধিক হইত ।  
 রামানুজে উহা যেন যৌবনোন্মুখ বালকের উদ্যমে ভরা ।  
 ফল প্রদানে অক্ষম, ইহা তাহাও দিবার জন্ত চেষ্টিত । সুতরাং  
 যৌবনোন্মুখ বালকের সামর্থ্যের যে তারতম্য সেইরূপ তারতম্য  
 কীর্ত্তি ও বাগ্মিতার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে । বস্তুতঃ শঙ্করের  
 প্রধান উপদেশ ও জগতের মিথ্যাস্বজ্ঞান-প্রচার এবং রামা-  
 নুজের সত্য জ্ঞান-প্রচার ও সন্ন্যাসাদিতে অমূল্যসাহপ্রদান—  
 কীর্ত্তির প্রধান অঙ্গ ছিল । তাহার পর শঙ্করের মতের  
 বিবরণ, তাহা হইলে তাহা তুলনায় বেশীই প্রমাণিত  
 গনি গ্রহণীয় তপস্শাকারক । ইহার দৃষ্টি-জন্ত উভয়েই কঠোর  
 হইয়াছেন । রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে ইহা অধিক বলী, এবং  
 কীর্ত্তির উপর অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন । জিতেন্দ্রিয়তাও

৪। চন্দ্র। ইনি মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; স্বতরাং মানসিক ভাবের কর্তা। উভয় আচার্য্যেরই ইহা একস্থানে এক ভাবাপন্ন। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে ইনি অধিক বলী, রামানুজে ইনি অধিক প্রকাশশীল। ইহার ফলে মানসিক ধর্ম শঙ্করে প্রবলতর, কিন্তু অপ্রকাশ অর্থাৎ সংবত, এবং রামানুজে ইহা তত প্রবল নহে, স্বতরাং সংবতও নহে। মন অন্ধ, মনের ধর্ম সংকল্প-বিকল্প বা মতান্তরে নশ্বর। শঙ্করের কৌপীনপঞ্চকের “স্বশান্তসর্বোদ্ভিন্নবৃত্তিমন্ত” ভাবটী মনে হয়, এস্থলে এই চন্দ্রের ফলের অনুরূপ। পক্ষান্তরে সংঘমের অভাবে রামানুজের চন্দ্র, মধ্যো মধ্যো সচ্ছন্দে রামানুজের সহিত তাঁহার গুরুগণেরও মতান্তর ঘটাইত। যথা—গোল্লীপূর্ণের নিকট গৃহীত মন্ত্র সদস্য কল্যাণ-মানসে সর্বসমক্ষে তিনি একবার প্রকাশ করেন এবং নান্য ও দাদব-প্রকাশের ব্যাখ্যায় একাধিকবার প্রতিবাদ করেন।

৫। মঙ্গল। ইনি সেনাপতি, মানবে বীরত্বের কারক। শঙ্কর ইনি দুর্বল বলিয়া অল্পশুভ ফলদাতা, কিন্তু রামানুজে ইনি বলবান বলিয়া অধিক শুভভাবাপন্ন। ইনি শঙ্করের মুখ দিয়া একদিকে জ্ঞানগণের উপর শাপ নির্গত করাইয়াছিলেন এবং অত্যাধিক কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ বাহির করাইয়াছিলেন। কিন্তু রামানুজের মুখ দিয়া গুরুগণের ব্যাখ্যায়ও উপর ব্যাখ্যা বাহির করাইয়া তাঁহাকে গৌরবাহির করিয়াছিলেন।

৬। শুক্র। ইনি কবিত্ব শক্তি ও প্রেমপ্রভৃতি হৃদয়ের গলিতভাৱে জনক। রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ইনি বলবান, কিন্তু পাদান্তমিত। জ্ঞান ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে শঙ্করে ইনি রামানুজ অপেক্ষা শুভ ফলদাতা ইহাও শঙ্করের দ্ব্যোতিয় বিজ্ঞা, কবিত্ব এবং কলাবিজ্ঞা, ভগবানে ভাবাপন্ন ও কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রাদি রচনা ইহারই ফল। রামানুজের স্তোত্রাদি নাই।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮১৫

১। বুধ। এতদ্বারা প্রভুত্বপন্নমতি, বাগ্মিতা বিচার্য। ইহা  
 মনুষ্য অপেক্ষা শঙ্করে শুভ ফলপ্রদ ।

আচার্য্যদ্বয় সম্বন্ধে নূতন কথা ।

২। ইহার দেখা যাউক, আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নূতন কিছু সংবাদ  
 জাতির কি না, অথবা জীবনীকারগণের মতভেদের কিছু নীমাংসা  
 কিনা। এ গুলি পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বহুনাথ শাস্ত্রীর কথা ।

৩। শঙ্কর সম্বন্ধে নূতন কথা ও সংশয় নিরাস, বথা ;—

৪। শঙ্কর, পিতার অর্শ, প্রমোহ ও বৃষণ বৃদ্ধি প্রভৃতি অতি রুগ্না-  
 রোগ গ্রহণ করেন ।

৫। ক্রমে ঐ রোগ বৃদ্ধি হইলে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ।

৬। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর স্বদেশের তীর্থ স্থানে তিনি কোনও উজ্জান  
 স্থানে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন ।

৭। শঙ্করের পিতার দুই বিবাহ । প্রথম পক্ষের পত্নী একটা কন্যা  
 ইহলোক ত্যাগ করেন ।

৮। শঙ্কর তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ।

৯। শঙ্করের বিমাতার কণ্ঠাবংশ কিছুদিন থাকা উচিত ।

১০। তাঁহার পিতা ৪৮ বৎসরে পুনরায় বিবাহ করেন ।

১১। শঙ্করের পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহের ৮ বৎসর পরে শঙ্করের

শঙ্করের জন্মের সময় তাঁহার পিতার মাথার পীড়া ও দৃষ্টি

শঙ্করের পিতার ৫২ বৎসরে মৃত্যু হয় ।

শঙ্করের মাতা সতী সাধ্বী, কিন্তু মুখরা ও তেজস্বিনী এবং  
 সৌন্দর্য্য ছিলেন ।

৮১৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

১২। স্বাধীন প্রকৃতি-জগৎ তাঁহার, মধ্যে মধ্যে পতির সহিত  
কলহও হইত ।

১৩। শঙ্করের মাতুল বংশ অতি প্রবল । ইহা অজ্ঞাবধি আছে,  
( আমি তাঁহার জন্মভূমিতে শুনিয়াছি । )

১৪। তাঁহার গঠন লম্বা ও তিনি গৌরবাস্তি ছিলেন ।

১৫। শঙ্করের পিতামাতার সংসার, গ্রামস্থ কোন রাজপরি-  
কুটুম্বের আশ্রিত ছিল । সম্ভবতঃ ইনিই রাজা রাজশেখর ।

১৬। তাঁহাদের সম্পত্তি মধ্যবিত্তগৃহস্থোচিত হওয়া উচিত ।

১৭। শঙ্কর বাল্যে কতকগুলি অর্থহীন দেশাচারের ঘোর  
প্রতিবাদ করিতেন, এবং জ্ঞাতিগণের সহিত শাস্ত্রার্থ নইয়া বলা  
করিতেন । আর তাহার কলে তিনি তাহাদের অপ্রিয় হইতেন ।

১৮। শঙ্করকে ৮৯ বৎসরে কুস্তীর দরে । এক ক্ষত্রিয় ও এক  
ব্রাহ্মণের সাহায্যে তাঁহার জীবন রক্ষা হয় ।

১৯। শঙ্কর বেশী কথা কহিতেন না, কিন্তু বাহা বলিতেন, তাহা  
বড় জোর করিয়া বলিতেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া বাহা বাহির হইত  
তাহা প্রায়ই ঘটত ।

২০। তাঁহার ভাষা কূটার্থপূর্ণ হইত ।

২১। খুব মহৎ লোকই শঙ্করের বন্ধু হইতেন ।

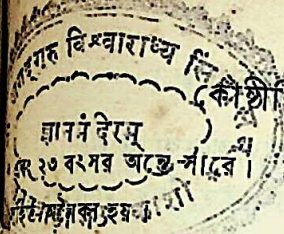
২২। শঙ্কর সমাধিলব্ধ শান্তভাবেই স্থখ বলিয়া বিবেচনা  
করিতেন ।

২৩। তাঁহার বাম নেত্রে ক্লেদ নির্গমন-রূপ কোন রোগ থাক  
উচিত ।

২৪। শঙ্করের মৃত্যু হিমালয়ে স্বেচ্ছায় ঘটাই সম্ভব ।

২৫। ভগবদ্রোগ সত্য হওয়া উচিত । উহা ১৮ বৎসরে হ





কৌটিল্যবিচার দ্বারা তুলনা।

৮১৭

জ্ঞানমণ্ডিরে  
৩৩ বৎসর অল্পে সারে। কিন্তু ইহা হইলে তাঁহার জীবনের ঘটনার  
ইতিহাস কল্পিত হয়।

- ২৬। আয়ুঃ তাঁহার ৩৪ বৎসর হওয়া উচিত।
- ২৭। শঙ্করের স্পষ্টবাদিতা মধ্যো মধ্যো রূঢ়ভাব ধারণ করিত এবং  
হস্ত তখন অতি তীব্র হইত।
- ২৮। শঙ্কর জারজ নহেন, কিন্তু জ্ঞাতিগণকর্তৃক অপবাদ রটিবে।
- ২৯। শঙ্করের জীবনে দেবদর্শন ও সিদ্ধি বড়ই স্থলভ।
- ৩০। শঙ্কর, বৈষ্ণব বংশের সন্তান।
- ৩১। শঙ্কর সামান্যতির পক্ষপাতী হইলেও রাজাদিগের দ্বারা  
মধ্যো কদাচারিগণকে দণ্ড দেওয়াইয়াছেন—ইহা সম্ভব।
- ৩২। রামানুজ সম্বন্ধে নূতন কথা ও সন্দেহ নিরাশ—
- ৩৩। রামানুজের জিহ্বায় একটু জড়তা থাকা উচিত।
- ৩৪। রামানুজের দুই ভাই ও এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী থাকা বা হওয়া  
উচিত। রামানুজ তৃতীয়।
- ৩৫। জ্যেষ্ঠ ভাই-ভগ্নীর বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভব; তাঁহাদের  
বংশ থাকিবে, পৌত্রবংশ থাকিবে না।
- ৩৬। রামানুজের দুই কন্যা এক পুত্র হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে  
কিছু জীবনচরিত্র বিরুদ্ধ।
- ৩৭। পুত্রের বংশনাশ ও কন্যার বংশ থাকা উচিত।
- ৩৮। রামানুজের ধর্মাচরণের প্রবৃত্তি অত্যন্ত অসাধারণ প্রবল হওয়া  
তিনি ধর্মাচরণের জন্য পাগল বলিলেই হয়।
- ৩৯। রামানুজের অল্প ক্রীত ছিল।
- ৪০। রামানুজের সহিত কলহে জড়ি দোষী।

৮১৮ .

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

৯। রামানুজের পিতার সহিত তাঁহার অনৈক্য হইত ।

১০। মাতার সহিত তাঁহার ঐক্য হইত, কিন্তু মথো মথো অন্ন অনৈক্য হওয়াও উচিত ।

১১। রামানুজের পত্নী রামানুজের মাতার সহিত বেশ কলহ করিতেন ।

১২। রামানুজ অত্যন্ত সদাচার-প্রিয় ছিলেন, প্রায় শুচিবাই বলিলেও চলে ।

১৩। রামানুজ সহজে ক্রুদ্ধ হইতেন না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে অত্যন্ত দিক ক্রুদ্ধ হইতেন, অথচ তাহা সহজেই শান্ত হইত ।

১৪। গুরু ও ভগবৎ-সেবাতেই রামানুজ নিজেকে সুখী জ্ঞান করিতেন ।

১৫। রামানুজ অহিংস-সেবন অভ্যাস করিয়াছিলেন ।

১৬। তিনি শৈব-বংশের পুত্র ছিলেন ।

১৭। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন না, তাঁহার ২৮ বৎসর

১০ মাস জীবন হওয়া উচিত ।

১৮। স্বীর নিকট শ্বশুরের নামে পত্র-লেখা-রূপ আচরণ, বিবাহ-স্থলে রামানুজের পক্ষে অসম্ভব নহে ।

১৯। রামানুজ ভীক ছিলেন না, কিন্তু মথো মথো তাঁহারে ভীকতা দেখা দিত ।

২০। তিনি অতি মিষ্ট-ভাষী ও মিষ্ট ব্যবহার-কুশলী ছিলেন ।

২১। বুদ্ধির তুলনায় কবিত্ব শক্তি কম ছিল ।

২২। দিল্লীর-বিগ্রহ আনয়ন-প্রসঙ্গ সম্ভব ।

২৩। তিনি স্বেচ্ছ রাজাগণকর্তৃক সম্মানিত হইতেন ।

২৪। দেব-দর্শনাদি রামানুজেরও ঘটিত ।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮১৯

২১। জগন্নাথের দৈবনিগ্রহও সত্য হওয়া সম্ভব ।

২২। রত্ননাথের পুরোহিতগণ রামানুজকে শঙ্খ-বিষ প্রয়োগ  
করাহিন—ইহাও সম্ভব ।

ঠাণি উক্ত কলের কিয়দংশ আমি গণনা করি এবং কিয়দংশ  
শ্রীমদ্রনাথ শাস্ত্রী গণনা করিয়াছেন। পরন্তু আমার গণনাও  
নিম্নমোদন করিয়া এই পুস্তকের হস্তলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া দেন।  
বিজ্ঞান-রহস্যকার, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার শোধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত  
নন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ও উহার কিয়দংশ দেখিয়াছিলেন এবং  
তাঁহা সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহাহউক যদি ভবিষ্যতে কোন  
দণ্ড বিধাসযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহার সহিত  
ইহার কিছু ঐক্য হয়, তবেই এ পরিশ্রম সফল ।

৮২০

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মপত্রিকা ।

শ্রীমূর্বাসিকান্ত কল্যাদ অনুসারে গণিত হয়। বরাহ মিহির লিখিয়াছেন—“নবশৈলেন্দু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ।” স্বতরাং ৬০৮ শকাব্দের ৩১৭৯ যোগ করিলে ৩৭৮৭ কল্যাদ হইল। সত্য-যুগ-স্থাপন-যুগপরিমাণ বৎসর একত্র করিলে ১২৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়। ইহার পর কলির আরম্ভ। স্বতরাং উহাতে শঙ্করের কল্যাদ যোগ করিলে ১২৫৫৮৮৩৭৮৭ হয়। অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে উক্ত পরিমাণ বৎসরের পর শঙ্করের জন্ম হয়।

এইবার উহাকে সাবন দিনে পরিণত করিতে হইবে; যথা:—

$$১২৫৫৮৮৩৭৮৭ \times ১২ = ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ \text{ সৌর মাস।}$$

এখন ১ চতুর্যুগের ৫১৮৪০০০০ সৌর মাসে যদি ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাस হয়, তাহা হইলে ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌরমাসে কত অধিমাस হইবে?

$$= \frac{২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ \times ১৫৯৩৩৩৬}{৫১৮৪০০০০} = ৭২,১৩,৮৪,২৭০ \text{ অধিমাस হইল।}$$

সৌর মাসে যোগ করিলে অর্থাৎ

$$২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ \text{ সৌরমাস।}$$

$$+ ৭২১৩৮৪২৭০ \text{ অধিমাस।}$$

$$২৪,১৯,১৯,৮৯,৭১৪ \text{ চন্দ্র মাস।}$$

$$\times ৩০$$

চান্দ্র দিন কর।

$$৭২,৫৭,৫৯,৬৯,১৪২০ = \text{চান্দ্রদিন।}$$

ইহাতে শুক্ল তৃতীয়ার জন্ত ২ তিথি + ৩০ ও বৈশাখ মাস বলিয়া ৩০ দিন যোগ কর।

+ ২ কারণ চৈত্র পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হয়।

$$৭২৫৭৫৯,৬৯,১৪২২ = \text{ইহাই শঙ্করের চান্দ্রদিন হইল।}$$

এখন এক চতুর্যুগে ১৬০৩০০০০৮০, চান্দ্র দিনে যদি ২৫০৮২২৫২ তিথি হয় ৭২৫৭৫৯৬৯১৪২২ চান্দ্র দিনে কত তিথি হয় হইবে?

$$= \frac{৭২৫৭৫৯৬৯১৪২২ \times ২৫০৮২২৫২}{১৬০৩০০০০৮০} = ১১৩৫৬০১১৫৮০ \text{ তিথি হয় হইল।}$$



## কৌষ্ঠবিচার দ্বারা তুলনা।

৮২১

এক উক্ত ভিক্ষু, চালুদিন হইতে অন্তর করিলে সাবনদিন বা অহর্গণ হইবে;—  
 $১২৭৫২৬২১৪৫২$  চালুদিন।

— $১১৩৫৩০১১৫৮০$  ভিক্ষু।

$১১৪৪০৬৭৯৮৭২$  অহর্গণ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট  
 ১ থাকে। সুতরাং শঙ্করের জন্মবার রবিবার হইল।

এবার উক্ত অহর্গণ হইতে গ্রহগণের মধ্য আনিতে হইবে, যথা;—

চতুর্গণের  $১৫৭৭১৭৮২৮$  সাবন দিনে যদি সূর্য্য  $৪৩২০০০০$  বার  
 ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শঙ্করের জন্মদিন  
 $১১৩৬৯৮৭২$  দিনে কত রবি-মধ্য অর্থাৎ রবি ভ্রমণ করিবে?

$$\frac{১১৪৪০৬৭৯৮৭২ \times ৪৩২০০০০}{১৫৭৭১৭৮২৮} = ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ \text{ ভগ্ন}$$

$১১৫৫৮৮৩৬৪$  ভাগাবশিষ্ট হইল। উক্ত ভাগাবশিষ্টকে ১২

দ্বি গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল

১ এবং ভাগাবশিষ্ট  $৫২৩০২৪৩৬৮$  হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে

১২ দ্বি গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ২ অংশ

১ এবং  $১৪৮২৪৭০৫৮৮$  ভাগাবশিষ্ট হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে

২০ দ্বি গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৫৬ কলা

ভাগাবশিষ্ট  $১০০৪৮৩৬৯১২$  হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার

১২ গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৩৮ বিকলা ও

$১১৫৬$  ভাগাবশিষ্ট থাকে। আগাদের বিকলা পর্য্যন্তই যথেষ্ট ;

ভাগাবশিষ্ট ত্যাগ করা হইল। এখন ভগ্ন বাদ দিয়া রাশি,

কলা ও বিকলা লইলেই রবির মধ্য বাহির করা হইল। পরন্তু

কলা, বৃধ ও শুক্রেরও তাহাই মধ্য, সুতরাং জানা গেল—

বৃধ ও শুক্রের মধ্য =  $০১২৫৬৩৮$ । ঐরূপ—

কলা বধ্য;— অহর্গণ  $\times ২২৯৬৮৩২$

চতুর্গ সাবান দিন = ভগ্ন বাদে  $০১১৭১১১৮$  রাশাদি হইল।

৮২২

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

চন্দ্র মধ্য যথা ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৫৭৭৫৩৩৬}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ভগণবাদের } ১১৩১৩২৯ \text{ রাগাদি হইবে।}$

বৃহস্পতি মধ্য যথা ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৩৬৪২২০}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ঐ } ৩১২১৩৬০ \text{ ।}$

শনি মধ্য যথা ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ১৪৬৫৬৮}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ঐ } ৫১২৪১৪১১১ \text{ ।}$

রাহ মধ্য যথা ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ২৩২২৩৮}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ঐ } ১১০৫৮১৩৬ \text{ ।}$

ইহার পর গ্রহগণের শীঘ্রোচ্চ বাহির করিতে হইবে। ইহা ফের  
বুধ ও শুক্রের আছে, যথা ;—

বুধ শীঘ্রোচ্চ যথা ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ১৭৯৩৭০৬০}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ভগণ বাদের } ১৮৮২৮১২৩১$

শুক্রের শীঘ্রোচ্চ যথা ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৭০২২৩৭৬}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ঐ } ০১০৫২১২৫১$

এইবার গ্রহগণের মন্দোচ্চ আনয়ন করা প্রয়োজন, যথা ;—  
চতুষ্টয়ের ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২০৬ বার ভ্রম  
করে, তাহা হইলে শঙ্করের সাবন দিনে কত চন্দ্রোচ্চ হইবে?

চন্দ্রের মন্দোচ্চ ;  $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৪৮৮২০৬}{\text{চতুষ্টয় সাঃ দিন}} = \text{ভগণ বাদের } = ২১১৯৫১১৩১$

এক কল্পের ৪৩২০০০০,০০০ সৌর বর্ষে যদি রবির মন্দোচ্চ  
বার ভ্রমণ করে, তাহা হইলে যুগপ্রারম্ভ হইতে শঙ্করের জন্মাবধি কত?

এবার অহর্গণ-সংখ্যা নিম্নপ্রয়োজন, বর্ষসংখ্যা দ্বারাই কার্য হইবে।

রবি মন্দোচ্চ যথা ;  $\frac{১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ \times ৩৮৭}{৪৩২০০০০০০} = \text{ভগণ বাদের } = ২১১৭১২৫১১$

মঙ্গল মন্দোচ্চ যথা ;  $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ২০৪}{\text{সৌর বর্ষ}} = \text{ঐ } = ৪১১০১১০$



## কোণ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা।

৮২৩

$$\text{বৃষ মন্দোচ্চ যথা ; } \frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৩৬৮}{\text{সৌর বর্ষ}} = \text{ভগ্ন বাদে } ৭১০।২৬।১২$$

$$\text{বৃহস্পতি মন্দোচ্চ যথা ; } \frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৯০০}{\text{সৌর বর্ষ}} = \text{ঐ } ৫১২।১৭।৩$$

$$\text{শুক্ল মন্দোচ্চ যথা ; } \frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৫৩৫}{\text{সৌর বর্ষ}} = \text{ঐ } = ২১২।৪৯।৮$$

$$\text{শনি মন্দোচ্চ যথা ; } \frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৩৯}{\text{সৌর বর্ষ}} = \text{ঐ } = ৭১২।৩৭।২০$$

মৃতরাং সকলের নিষ্কর্ষ হইল এই ;—

গ্রহ	মধ্য	মন্দোচ্চ	শীঘ্রোচ্চ
রবি	০।২।৫৬।৩৮	২।১৭।১৫।৭	০।০।০
চন্দ্র	১।১৩।১৩।২৯	২।১২।৫১।১৩	০।০।০
মঙ্গল	৫।১৭।১১।৮	৪।১০।১।০	০।২।৫৬।৩৮
বৃষ	০।২।৫৬।৩৮	৭।১০।২৬।১২	১।৮।২৮।২৩
বৃহস্পতি	৩।১২।৩৬।০	৫।২১।১৭।৩	০।২।৫৬।৩৮
শুক্ল	০।২।৫৬।৩৮	২।১২।৪৯।৮	০।০।৫৯।২৫
শনি	৫।২৪।৪৫।১৯	৭।২৬।৩৭।২০	০।২।৫৬।৩৮
রাহু	১।০।৫৮।৩৬	০।০।০	০।০।০

অতঃপর স্ফুট আনয়ন করিতে হইবে। এই স্ফুট আনয়নে আমি পর্য্যসিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া লইলাম না, সিদ্ধান্তরহস্তের খণ্ড ব্যবহার লইলাম, ইহাতে কলের কোন পার্থক্য হইবে না ; অধিকন্তু সহজসাধ্য। স্ফুট প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়ার ফলে অংশকে অগ্রথা করিতে পারে। মৃতরাং তাহাও পরিত্যক্ত হইল। আমাদের অংশ পর্য্যন্ত ঠিক হইবে।

ইবার একে একে গ্রহ নয়টির স্ফুট নির্ণয় করা যাউক ; আর এজ্ঞান স্ফুট নির্ণয় করা যাউক। অতঃপর চন্দ্র, বৃহস্পতি ও রাহু-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

৮২৪

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

রবিশ্রুট ।

রবিমধ্য = ০।২।৫৬।৩৮, রবিমন্দোচ্চ = ২।১৭।১৫।৭

০।২।৫৬।৩৮ রবিমধ্য

—২২।৩৪ মধ্যাহ্নকালের জন্ত অর্দ্ধদিনের গতি বিযুক্ত হইল ।

০।২।২৭।৪ রবির তাৎকালিক মধ্য ।

—২।১৭।১৫।৭ রবির মন্দোচ্চ বিযুক্ত হইল ।

২।২২।১১।৫৭ মন্দকেন্দ্র । ২।২২ = ২৯২ = অংশ । এখন সিদ্ধান্তরহস্ত খণ্ডানুসারে

২৯২ অংশে = ২৫৬।১৩ কলা বিকলা হয় এবং

২৯৩ " = ২৫৫।২৫

সুতরাং এক অংশে = —০।৪৮ বিকলা হয় ।

এখন ১১।৫৭ =  $\frac{১}{২}$  ধরা যাউক । উক্ত ৪৮ বিকলায়  $\frac{১}{২}$  = ১০ বিকলা ধরা যাউক ।

এখন ২৫৬।১৩ হইতে ১০ বিকলা বিযুক্ত করিলে ২৫৬।৩ ভূজফল হইল, ইহা হইতে

১৩৫ কলা বাদ দিলে ১২১।৩ অর্থাৎ ০।২।১।৩ অংশাদি ফল হইল ।

এক্ষণে রবিমধ্য ০।২।২৭।৪ হইতে উক্ত ভূজফল সংস্কার করিলে

০।২।১।৩

০।১।১২৮।৭ রবিশ্রুট হইল ।

বীজানয়ন—( নবশৈলেন্দু রামাচাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ )

৩৭৭৯ + ৬০৮ = ৩৭৮৭ কল্যাদ ÷ ৩০০০ = ১।১২।২৪।২৪ বীজ হইল ;

চন্দ্র কেন্দ্রে উহার একগুণ অর্থাৎ ১।১২।২৪।২৪ যোগ করিতে হইবে ।

শনির মধ্যে উহার তিন গুণ অর্থাৎ ৩।৩৭।১৩।১২ যোগ করিতে হইবে ।

বুধোচ্চে উহার চারি গুণ অর্থাৎ ৪।৪৯।৩৭।৩৬ যোগ করিতে হইবে ।

বৃহস্পতিমধ্যে উহার দুই গুণ অর্থাৎ ২।২৪।৪৮।৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে ।

শুক্লোচ্চে উহার তিন গুণ অর্থাৎ ৩।৩৭।১৩।১২ বিয়োগ করিতে হইবে ।

চন্দ্রশ্রুট । চন্দ্রমধ্য ১।১৩।১৩।২৯ ; চন্দ্র মন্দোচ্চ ২।১২।৫১।১৩

১।১৩।১৩।২৯ = চন্দ্রমধ্য ।

—২।১২।৫১।১৩ = চন্দ্র মন্দোচ্চ বাদ দাও ।

১।২৩।২২।১৬ = চন্দ্রকেন্দ্র ।

—০।৩।৩১।৫৬ = { মধ্যাহ্নকালের জন্ত অর্দ্ধদিনের গতি বিযুক্ত হইল ।  
ইহা চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য-খণ্ডের একদিনের অর্দ্ধ ।

১০।১৬।৫০।২০ = তাৎকালিক চন্দ্রকেন্দ্র । ইহাতে বীজাংশ ও ভূজান্তর যোগ কর ।

+ ০।১।১২।২৪ = বীজাংশ ।



## কোণ্ঠিবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮২৫

ভূজান্তর, রবির মল্লকেন্দ্রকলের ২৭ ভাগের একভাগ ।  
 অর্থাৎ রবিমল্লকেন্দ্র ফল  $২৫৬।১৩ \div ২৭ = ৯৫২৯$  কলা বিকলা ।

এখন ইহার ফল বাহির কর ।

$১১৮ = ১১৮$  অংশ, সিদ্ধান্তরহস্য পণ্ডা মতে  $৩১৮ = ৫০৬।০$  এবং

$৩১৯ = ৫০২।৭$  বিযুক্ত করিলে  
 এক অংশে— $৩৫৩$  কলাবিকলা হইল ।

এখন  $১১৮$  থেকে  $\frac{১}{২}$  ধর ।  $৩৫৩ \times \frac{১}{২} = ১৭৬$  বিকলা হয় ।  $৫০৬।০$  কলা হইতে উক্ত

— $১৪৭$  কলাবিকলা বাদ  
 দিলে  $৫০৫।১৩$  কলাবিকলা হয় ।

উহা হইতে খণ্ডার নিয়মানুসারে  $৩০৮।০$  কলা বাদ দিলে  
 $১৯৭।১৩$  কলাবিকলা হয় ।

এখন  $১১৮।১৩$  তে  $৩১৭।১৩$  অংশ কলাবিকলা ফল হইল ।

একগুণে  $১১৩।১৩২৯$  চন্দ্র মধ্য । ইহা হইতে চন্দ্রের মধ্যখণ্ডার

— $৬।৩৫।১৭$  এক দিনের অর্ধ বিযুক্ত করিলে

$১১৬।৩৮।১২ =$  তাৎকালিক মধ্য হয় । উহাতে

$+ ০।০। ৯২৯ =$  উক্ত ভূজান্তর সংস্কার ও

$+ ০। ৩১৭।১৩ =$  ভূজফল যোগ করিলে

$১১০। ৪।৫৪ =$  চন্দ্রক্ষুট হইল ।

বৃহস্পতিক্ষুট ;—

এই চন্দ্র ভিন্ন মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহের ক্ষুটসাধন একই প্রকার ।

আমরা এখানে কেবল বৃহস্পতিরই ক্ষুট-সাধন-প্রক্রিয়াটী

বিস্তারিত করিতেছি । বৃহস্পতির উচ্চভাব অবলম্বনেই আমরা আচার্য্য-

ব্রহ্মসারের নির্ণয় করিয়াছি ; সুতরাং অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা ইহারই

বিষয় অধিক ।

তাৎকালিক সাধন ;—

১১২।৩৬।

১১০। ০। ৩০

১১২।৩৬।

১১২।৪৮।

১১০। ০।

শীঘ্রোচ্চ  $০।২।৫৬।৩৮$  মল্লোচ্চ  $= ৫।২১।১৭।৩$

দিনার্দ্ধ বাদ  $০।০।২৯।৩৪$  সূর্য্য সিদ্ধান্ত

শুদ্ধ শীঘ্রোচ্চ  $০।২।২৭। ৪$  ও সিদ্ধান্ত রহস্তের

সমস্বয়ার্থ যোগ  $০।২৪। ০।০$

শুদ্ধ মল্লোচ্চ  $৬।১৫।১৭।৩$

৮

৮২৬

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

এইবার প্রথম ক্রিয়া ;—

মধ্য	৩১০।২।০	৩ রাশি = ২০ অংশ, এখন	অবশিষ্ট
শীঘ্র বাদ	—০।২।২৭।৪	সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে	৪১।৪১
শীঘ্র কেন্দ্র	৩।০।৪১।৫৬	২০ অংশ = ৩৬.৪২ ফল	+—
ফল	০।৩৬।৪২।০।০	২১ অংশ = ৩৬.৪০ ফল	১২৩।৪২
বাদ —	০।০।১২৩।৫২	অন্তর — ১২ কলা	কলাদি।
মতরাং শীঘ্র কেন্দ্র ফল	০।৩৬।৪০।৩৬।৮ ÷ ২ = ০।১৮।২০।১৮।৪	শীঘ্র কেন্দ্র ফলাদি।	

দ্বিতীয় ক্রিয়া ;—

মধ্য =	৩১০।২।০	২।১৩ = ২৮৩ অংশ	অবশিষ্ট
মন্দ বাদ	—৬।১৫।১৭।৩	সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে	১২।১৫
মন্দ কেন্দ্র =	৮।২৪।৫১।৫৭	২৮৩ অংশ = ১৬।৫৫ কলাফল	x ১
শীঘ্র কেন্দ্র ফলাদি		২৮৪ অংশ = ১৬।৫৪ কলাফল	১২।১৫
যোগ =	+০।১৮।২০।১৮	অন্তর = — ১ কলা	বিকলাদি।
সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্র	২।১৩।১২।১৫		

এখন কল = ০।১৬।৫৫।০।০

বাদ = ০।০।০।১২।১৫

মতরাং মন্দ কেন্দ্র ফল ০।১৬।৫৪।৪৭।৪৫

তৃতীয় ক্রিয়া ;—

শীঘ্র কেন্দ্র =	৩।০।৪১।৫৬	৩.৫ = ২৫ অংশ।	অবশিষ্ট
মন্দ কেন্দ্র ফল যোগ =	০।১৬।৫৪।৪২	সিদ্ধান্ত-রহস্যের খণ্ডানুসারে	৩৬।৪৫
যোগফল =	৩।১৭।৩৬।৪৫	২৫ অংশ = ৩৬।৩৩ কলাফল	x ১
বাদ	—০।১২।০।০।০	২৬ অংশ = ৩৬।৩২ কলাফল	৩৬।৪৫
	৩।৫।৩৬।৪৫	অন্তর — ১ কলা।	বিকলাদি।
		উপরে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তরহস্যে	
		ঐক্যজন্ত ২৪ অংশের অর্ধ বাদ দাও।	

এখন ৩৬।৩৩ অংশ কলা = ১।৬।৩৩।০।০ কল

বাদ = —০।০।০।৩৬।৫৪

সংস্কৃতশীঘ্র কেন্দ্রফল ১।৬।৩২।২৩।১৫

মতরাং মধ্য = ৩।১০।২।০

মন্দ-কেন্দ্রফল = ০।১৬।৫৪।৪২

সংস্কৃত শীঘ্র-কেন্দ্রফল ১।৬।৩২।২৩

৫।৩৬।১২

বাদ = —২।০।০।০

বৃহস্পতি ক্ষুণ্ণ = ৩।৩৬।১২ অর্থাৎ কর্কট রাশির ৪ অংশে অবশিষ্ট।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮২৭

বৃহস্পতি, কর্কটের ৫ অংশে হইলে সূচস্থ হইত, কিন্তু তাহার আর  
কনা মাত্র বাকী আছে । এইবার কেবল রাহুর ক্ষুট বাহির  
হইলে ক্ষুটসাধনের সকল প্রকারই দেখান হয় । রাহুক্ষুটে মধ্যাহ্নের  
ক নির্দিষ্ট বাদ দিয়া তাত্‌কালিক করিয়া, তাহা ১২ রাশি হইতে বাদ  
হইলে রাহুর ক্ষুট বাহির করা হয়, যথা ;—

রাহু মধ্য = ১০।৫৮।৩৬	এখন ১২।০ ০।০ হইতে
বাদ নির্দিষ্ট = ০।০ ১।৪০	বাদ ১০।৫৬।৫৬ দিনে
১০।৫৬।৫৬	রাহু ক্ষুট = ১০।২৯।৩৮ হইল ।

সুতরাং শঙ্করের কোষ্ঠীর সকল গ্রহের ক্ষুট হইল :—

রবি = ০।১১।২৮।৭	বৃহস্পতি = ৩।৩।৩৬।১২
চন্দ্র = ১।১০।৪।৫৪	শুক্র = ০।৫।০।২৫
মঙ্গল = ৪।৭।৫৮।৩৯ বক্রী	শনি = ৬।৪।৭।১৪
বুধ = ০।১৫।৩৫।১০	রাহু = ১০।২৯।৩৮

## রামানুজের জন্মপত্রিকা ।

এইবার আমরা আচার্য্য রামানুজের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিব ।  
নির্ণয়িছি ১৪০ শকাব্দই আচার্য্যের পক্ষে অনুকূল হয়, সুতরাং  
সেই উক্ত শকেই তাঁহার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিলাম । আচার্য্য  
জন্মপত্রিকার কালে যেভাবে জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা  
সেভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং এস্থলে আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে  
বর্ণনা করিব । শুণ ও ভাগফল প্রভৃতি পূর্ববৎ প্রদত্ত হইল  
যদি কেহ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের গণনার পরীক্ষা করিতে  
হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে একটু সুবিধাই হইবে ।

৮২৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

৯৪০ শকাব্দ = ৪১১৯ কল্যাণ ।

সত্য যুগাদি কলির প্রথম পঞ্চম  $\frac{১৯৫৫৮০০০০}{১৯৫৫৮৪১১৯}$  বর্ষ হয় ।  
 সূত্রানু সত্য যুগ হইতে  $\frac{১৯৫৫৮৪১১৯}{১৯৫৫৮৪১১৯}$  বর্ষ পরে রামানুজের জন্ম হয় ।  
 এখন  $১৯৫৫৮৪১১৯ \times ১২ = ২৩৪৭০৬০৯৪২৮$  মাস হইল ।

তাহার পর  $\frac{২৩৪৭০৬০৯৪২৮ \times ১৫৯৩৩৩৬}{৫১৮৪৯০০০০} = ৭২১৩৮৪৩৯৩$  অধিনাস হয় ।

অধিনাস                      দৌরনাস                      চান্দনাস

$৭২১৩৮৪৩৯৩ + ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ = ২৪১৯১৯৯৩৮২১ \times ৩০ =$  চান্দদিন =  
 $= ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩০ + ৪$  তিথি =  $৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪$  তিথি হইল ।

তাহার পর  $\frac{৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ \times ২৫০৮২২৫২}{১৬০৩০০০০৮০} = ১১৩৫৬.১৩৫৮$  তিথিকর ।

চান্দদিন                      তিথিকর                      সাবন

$৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ - ১১৩৫৬.১৩৫৮ = ৭১৪৪০৮০.১১২৬$  অহর্গণ ।

$\frac{অহর্গণ \times ৪৩২০০০০}{১৫৭৭৯১৭৮২৮} = ১১১২৮।১২।২৯$  ভগণ বাদে রবি বুধ ও শুক্র মধ্য ।

$\frac{অহর্গণ \times ৫৭৭৫৩৩৩৬}{পূর্ববৎ} = ১১১৮।৩৭।৪১$  ভগণ বাদে চন্দ্র মধ্য ।

$\frac{অহর্গণ \times ২২৯৬৮৩২}{পূর্ববৎ} = ১১১৬।৩৭।৫৩$  ভগণ বাদে মঙ্গল মধ্য ।

$\frac{অহর্গণ \times ৩৬৪২২০}{পূর্ববৎ} = ৩৮।২১।৫০$  ভগণ বাদে বৃহস্পতি মধ্য ।

$\frac{অহর্গণ \times ১৪৬৫৬৮}{পূর্ববৎ} = ৮।২৯।২৪।১৮$  ভগণ বাদে শনি মধ্য ।

$\frac{অহর্গণ \times ২৩২২৬৮}{পূর্ববৎ} = ১১।৫১।৩৫।৪৯$  ভগণ বাদে রাহু মধ্য ।

$\frac{অহর্গণ \times ১৭৯৩৭০৬০}{পূর্ববৎ} = ৫।১৮।২৪।১৯$  ভগণ বাদে বুধ শীত্ৰোচ্চ ।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮২৯

$$\text{অহর্গণ} \times ৭০২২৩৭৬$$

পূর্ববৎ

$$= ৭১৭১৩৮১৫৭ \text{ ভগণ বাদে শুক্র মন্দোচ্চ ।}$$

$$১২৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৮৭$$

৪৩২০০০০০০০

$$= ২১৭১১৫১৪৫ \text{ ভগণ বাদে রবি মন্দোচ্চ ।}$$

$$\text{অহর্গণ} \times ৪৮৮২০৩$$

১৫৭৭৯১৭৮২৮

$$= ৮১২৫১২৮১৩৮ \text{ ভগণ বাদে চন্দ্র মন্দোচ্চ ।}$$

$$১২৫৫৮৮৪১১৯ \times ২০৪$$

৪৩২০০০০০০০০

$$= ৪১১০১১৫৮ \text{ ভগণ বাদে মঙ্গল মন্দোচ্চ ।}$$

$$১২৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৬৮$$

পূর্ববৎ

$$= ৭১১০১২৬১৪৬ \text{ ভগণ বাদে বুধ মন্দোচ্চ ।}$$

$$১২৫৫৮৮৪১১৯ \times ৯০০$$

পূর্ববৎ

$$= ৫১২১১৮১৩২ \text{ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মন্দোচ্চ ।}$$

$$১২৫৫৮৮৪১১৯ \times ৫৩৫$$

পূর্ববৎ

$$= ২১১৯১৫০১০ \text{ ভগণ বাদে শুক্র মন্দোচ্চ ।}$$

$$১২৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৯$$

পূর্ববৎ

$$= ৭১২৬১৩৭১২৪ \text{ ভগণ বাদে শনি মন্দোচ্চ ।}$$

এবার রামানুজের বৃহস্পতির স্কুটটী বাহির করিয়া দেখা যাউক ।  
সু. ইহারই উচ্চভাব আশা করিয়া আমরা রামানুজের এই বংশের  
নক্ষত্র নিরূপণ করিয়াছি ।

স্কুটফুট ;—

$$\begin{array}{r} ৩৮১২১১৫০, \\ + ০১০১২১৩, \\ \hline ৩৮১২৪২০, \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩৮১২৪২০, \\ + ০১০১২১৩, \\ \hline ৩৮১২৪২০, \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{মন্দোচ্চ } ৫১২১১৮১৩২, \quad \text{শীঘ্রোচ্চ } ১১২৮১১২২৯, \\ + ০১২৪১০০ \text{ তাৎকালিক } + ৩০১২৯১৩৪ \\ \hline ৬১৫১১৮১৩২ \quad \quad \quad ১১২৮৪১৩৪ \end{array}$$

৮৩০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

এইবার প্রথম ক্রিয়া, যথা ;—

$$\begin{array}{rcl}
 \text{৩। ৫৩৯।৩৫ মধ্য} & ৯৬ = ৩৬।৩২ & ৫৭।৩২ \\
 - ১১।২৮।৪২। ৩ শীঘ্রোচ্চ & ৯৭ = ৩৬।৩১ & \times ১ \\
 \hline
 ৩৬।৫৭।৩২ শীঘ্রোচ্চ কেন্দ্র & - ১ & ৫৭।৩২ \\
 ৩৬।৩২ - ০।০।৫৭।৩২ = ৩৬।৩১।২।২৮ \div ২ = ১৮।১৫।৩১।১৪ শীঘ্রকেন্দ্র ফলাফল।
 \end{array}$$

দ্বিতীয় ক্রিয়া ;—

$$\begin{array}{rcl}
 \text{৩। ৫৩৯।৩৫ মধ্য} & ২৭৮ = ১৭।১ & ৩৬।৩৪ & ১৭।১। ০। ০ \\
 - ৬।১৫।১৮।৩২ মন্দোচ্চ & ২৭৯ = ১৭।০ & \times - ১ & - ০।৩৬।৩৪ \\
 \hline
 ৮।২।০।২১। ৩ মন্দ কেন্দ্র & - ১১ & ৩৬।৩৪ & ১৭।০।২৩।২৬ সংস্কৃত মন্দ \\
 + ০।১৮।১৫।৩১ শীঘ্র কেন্দ্র ফলাফল & & & \text{কেন্দ্রফল।} \\
 \hline
 ৯। ৮।২৬।৩৪ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্র।
 \end{array}$$

তৃতীয় ক্রিয়া ;—

$$\begin{array}{rcl}
 \text{৩। ৬।৫৭।৩২ শীঘ্র কেন্দ্র} & ১০১ = ৩৬।২৮ & ৫৭।৫৫ & ৩৬।২৮। ০। ০ \\
 + ০।১৭। ০।২৩ সংস্কৃত মন্দ & ১০২ = ৩৬।১৯ & \times ১ & + ০।৫৭।৫৫ \\
 \hline
 ৩।২।৩৫।৫৫ কেন্দ্র ফল। & + ১১ & ৫৭।৫৫ & ৩৬।২৮।৫৭।৫৫ \\
 - ০।১২। ০। ০ সূর্যাসিকান্ত সিদ্ধান্তরহস্য ঐক্যজন্ত। & & & = ১।৬।২৮।৫৭।৫৫ \\
 ৩।১১।৫৭।৫৫ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল। & & & \text{সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।} \\
 \hline
 \text{সুতরাং ৩। ৫৩৯।৩৫ মধ্য।} & & & \\
 ০।১৭। ০।২৩ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল। & & & \\
 ১। ৬।২৮।৫৮ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল। & & & \\
 ৪।২৯। ৮।৫৬ & & & \\
 - ২। ০। ০। ০ & & & \\
 \hline
 ২।২৯। ৯।৫৬ বৃহস্পতি স্ফুট।
 \end{array}$$

সুতরাং রামানুজের বৃহস্পতি ঠিক কর্কটেও আসিল না। কর্কট আসিতে ৫১ কলা এখনও বাকী আছে। কিন্তু আমাদের বোধ হইল ইহাকে কর্কটে নিশ্চয়ই আসিতে হইবে। কারণ, সূর্যাসিকান্তের মত কালবশে কিছু অনৈক্য হয় বলিয়াই, বীজ শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সেই বীজ ক্রিয়া-বলে স্ফুট একটু পিছাইয়া গিয়াছে। আর বর্তমান কর্কটে না আসিলে ঐ দিনে রামানুজের মত কেহ জন্মিতে পারে না।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮৩১

যদি কল মিলাইবার জন্য রানাতুল্যকে একরূপ অনুমানের স্বযোগ  
দেওয়া হইলে সেই স্বযোগ শঙ্করকে দিলে শঙ্করের বৃহস্পতি ঠিক  
হইয়া যচ্চাংশেই থাকেন। অবশ্য বীজের জন্য আমরা এক অংশের  
কিছু অংশ করিতে সাহসী হইতে পারি না। পাশ্চাত্য মতে গণনা  
করান খুব ঠিক হয়। কিন্তু আমি উহা করিতে পারি নাই। বাহা  
ই রানাতুল্যের গ্রহক্ষুট এই ;—

বৃহ = ০।০৪২।৩০।১৭।১৮

বৃহস্পতি = ২।২৯।৮।৫৬

শুক্র = ১।২২।৫১।২১

শুক্র = ১।১৪।১।৩

শনি = ১।১২।৬।১৯।২৯

শনি = ২।৫।১১।১০ বক্রী

রাহু = ১।১২।৫।২৬।০ বক্রী

রাহু = ০।২৪।২২।৩৬

যদিও আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে কতকগুলি  
উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের জীবনাত্মক ঘটনাবলির ঐক্যপ্রদর্শন  
করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে সুধিপাঠকবর্গ—এই কলাফল বিচার  
করুন—: কান্ আচার্য্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কিরূপ  
স্বাভাৱ ইহা যে এই কোষ্ঠীর সত্যতার উপর নির্ভর করে  
সন্দেহ নাই। ভৃগুসংহিতা হইতে এই কোষ্ঠীদ্বয়ের উদ্ধারের  
করা যাইতেছে। যদি লাভ হয় ত তাহার পরে পাঠক-  
উপহার দিব।

আচার্য্যদ্বয়ের যোগফল।

উভয়সাধারণ ফল।

যদি, পার্বিকতা ও রাজপূজাযোগ ;—

যদি হুগীত: প্রিয়দর্শন: শুচিদর্শিতা চ ভোক্তা নৃপপূজিত: সুখী ।  
যদি দ্বারাপনতং পরো ধনী ভবেন্নরো দেবগুরো তনুস্থে ॥

৮৩২

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

উভয়ের দেবতাকুপালভ বোণ ;—

লগ্নাধিপশ্চাত্তপতোঁ মপত্রে তদেবভক্তিঃ স্তন্যনাশহেতুঃ ।

সমানতা সাম্যতরে স্তহত্রে তদেবতাপারকুপামুগৈতি ॥

উভয়ের বাগ্মীবোণ ;—

বাকস্থানপে সৌম্যযুতে ত্রিকোণে কেন্দ্রস্থিতে তুঙ্গসমস্থিতে বা ।

স্তভেষ্টিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাগ্মী ভবেদ্ যুক্তিসমস্থিতোহসৌ ॥ ১৩ ॥

উভয়ের গণিতজ্ঞবোণ ;—

গণিতজ্ঞো ভবেজ্জাতো বাগভাবে ভূমিনন্দনে ।

সমৌম্যে বৃহসংদৃষ্টে কেন্দ্রে বা ভূমিনন্দনে ॥

উভয়ের তর্কযুক্তিপরায়ণ বোণ ;—

বাগ্ভাবপে রবৌ ভোমে গুরুশুক্ৰ-নিরীক্ষিতে ।

পারাবতাংশগে বাপি তর্কযুক্তিপরায়ণঃ ॥

উভয়ের বেদান্তজ্ঞ বোণ ;—

বেদান্তপরিণীলঃ স্তাং কেন্দ্র-কোণে গুরৌ যদি ।

উভয়ের কুটুম্ব-রক্ষক ও বাখিলাসী বোণ ;—

কুটুম্বরাসেরধিপে সমৌম্যে কেন্দ্রস্থিতে নোচ্চ-সুহৃদগৃহে বা ।

সৌম্যার্ক্ষযুক্তে যদি জাত-পুণ্যঃ কুটুম্ব-সংরক্ষণ-বাখিলাসঃ ॥ ১৭ ॥

উভয়ের চতুরতা ও সত্যবাদিতা বোণ ;—

লাভেশে গগণে ধর্ম্মে রাজপূজ্যো ধনাধিপঃ ।

চতুরঃ সত্যবাদী চ নিজধর্ম্মসমস্থিতঃ ॥ পরাশর ।

উভয়ের মাতৃভক্তি বোণ ;—

মাতরি ভক্তঃ স্কৃত্তী পিতরি দেবী স্তদীর্ঘতরজীবী ।

ধনবান্ জননীপালনরতোবলাভাধিপে খগতে ॥ ফনপ্রদীপ ।

উভয়ের স্থায়ী কীর্ত্তি বোণ ;—

দৃঢ়া তস্ম কীর্ত্তির্ভবেদ্ রোগষোগৌ বদা চন্দ্রমা লাভভাবং প্রারভ



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮৩৩

১১১ বনবান যোগ ;—

নরাধিপতি ১১শের ফল যথা—

একাদশগন্তুপঃ সৃজীবিতং স্ততসমম্বিতং বিদিতম্ ।

তেজস্কলিতং কুরুতে বলিনঃ পুরুষঃ ন সীদন্তম্ ॥ ফলপ্রদীপ ।

১১২ জনীর অমৃততা যোগ ;—

১১২ বরির ফল—

কল্যাতা যাতনামাতনোতি ক্লমঃ সংক্রমেদ্ বল্লভৈর্বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬০

১১৩ নৃপরাণির যোগ ;—

বৈঃ সংবদেয়োমিতং সংলভেত প্রসাদাদি বৈ কারি সৌরাজ্যবৃন্তিঃ ।

কর্মণে পূজনীয়ো বিশেষাৎ পিতুঃ সম্পদোনীতি-দণ্ডাধিকারাং ॥

১১৪ কাশীলন্তুধাসৌ প্রতাপী ধিরা সংযুতো রাজমাত্রো নরঃ শ্রাৎ ।

সাব্যধনৈর্মাতৃসৌখ্যো নরঃ শ্রাদ্ যদা কর্মগঃ সৌম্যখেটো নরাণাম্ ॥

## শঙ্করের যোগফল ।

১১৫ মতার যোগ ;—

কেন্দ্রগৌ স্থিতদেবেজ্যো স্মোচে কেন্দ্রগতেহর্কজে ।

চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোহয়মবতারজঃ ॥

১১৬ নিকাম যোগ ;—

ইহার একটু রামাহুজও আছে । )

কদাচিন্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎ কার্য্যং কৰ্ত্তু মিচ্ছতে ॥

ধনে নন্দে চ সহজে কর্ম্মেশো যদি সংস্থিতঃ ।

১১৭ পালিত যোগ ;—

বিস্তৃষ্টে গগণপতো মাত্রা পালিতঃ স্ততঃ ।

ভাগ্যেশে সহজে বিস্তে সদা ভাগ্যাহুচিন্তকঃ ।

১০

৮৩৪

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

শঙ্করের হর্ষযুক্ত যোগ ;—

সদৈব হর্ষসংযুক্তঃ সপ্তমেশে স্থখে স্থিতে ।

শঙ্করের বাল্যে পিতৃবিয়োগের যোগ ;—

মাতৃপিত্রোৰ্ভবেন্মৃত্যুঃ স্বল্পকালেন ভীতিযুক্তঃ ।

শঙ্করের ব্রহ্মচর্য্য যোগ ;—

ব্যায়গে গগণ-গৃহস্থে পররমণীপরাংমুখঃ পবিত্রাঙ্গঃ ।

শঙ্করের মাতার মুখরাভাব যোগ ;—

সুতধনসংগ্রহনিরতা দুৰ্ব্বচনপরা ভবতি তন্মাতা ॥ ৭৫ ফলপ্রদীপ ।

শঙ্করের রসায়ন-বিজ্ঞা ও মহাস্থখ যোগ ;—

স্থখেশে কর্ম্মগেহস্থে রাজমাত্তো ভবেন্নরঃ ।

রসায়নী মহাহৃষ্টো ভুনক্তি স্থখমদ্ভুতম্ ॥ ১৬৬ পরাশর ।

শঙ্করের রাজদ্বারে মৃত্যু যোগ ;—

তৃতীয়েশেহৃষ্টমে দ্যানে রাজদ্বারে মৃতির্ভবেৎ ।

চৌরো বা পরগামী বা বাল্যে কষ্টং দিনে দিনে ॥ ১৩২ । পরাশর ।

এটি পরকায়-প্রবেশ-কালে রাজমন্ত্রিগণকর্তৃক শঙ্করের শরীর

করিবার চেষ্টা বলা যায় ।

শঙ্করের বিবাহ না হইবার যোগ ;—

ব্রাহ্মদৃষ্ট বক্রী মঙ্গলের ত্রিপাদ দৃষ্টির ফল ;—

স্বৰ্ত্তানৌ চেদদ্যনগে পাপদৃষ্টে পাপৈশ্বৰ্য্যে নৈব পত্নীযুতিঃ স্যাদ্ ।

সম্ভূতা বা ত্রিযতে স্বল্পকালং সৌম্যৈশ্বৰ্য্যে বীক্ষিতে বা বিলম্বাৎ ।

শঙ্করের কপট লেখকের যোগ ;—

মেঘে বুধে কপট-লেখকরো নরঃ স্যাদ্ ॥ ১০০ ( শুক্রযোগে উক্ত )

শঙ্করের ৩৩৩৪ বৎসরে মৃত্যু যোগ ;—

পাপগ্রহে রক্ষ্যপতৌ সচন্দ্রে কেন্দ্রস্থিতে বা যদি বা ত্রিকোণে ।

নিরীক্ষিতে পাপখগৈনভিস্থে জাতস্বয়ন্ত্রিংশতুপৈতি বর্ষম্ ॥ পরাশর



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮৩৫

গরের গণিতজ্ঞ যোগ ;—

কেন্দ্রত্রিকোণগে জীবে শুক্রে সোচ্চং গতে যদি ।

বাগ্ভাবপে ইন্দুপুলে বা গণিতজ্ঞে ভবেন্নরঃ ।

গরের নির্গাংগ, বিবেকী, দিগ্বিজয়, নেত্ররোগ যোগ ;—

শ্রমে শুক্রে ফল ;—

বৃষ্ণঃ কৰ্মগো গোত্রবীৰ্য্যং রুগন্ধি ক্ষণার্থং ভ্রমঃ কিং ন আত্মীয় এব ।

তুলামানতো হাটকং বিপ্রবৃত্ত্যা জনাভ্রমরৈঃ প্রত্যহং বা বিবাদাং ॥

ধ্রুং বাহনানাং তথা রাজমান্ত্রং সদা চোৎসবং বিত্তয়া বৈ বিবেকী ।

কন্যাহপি সদা ভুঙ্কন্তে নানা সৌখ্যানি মানবঃ ।

হীমনী নেত্ররোগী চ পূজ্যঃ শ্রাং কৰ্মগে ভূর্গো ॥ ৭৩

গের দ্ব্যতিশক্ততা ও অপরের সহিত মিত্রতা যোগ ;—

চমে রাহুর ফল ;—

নূপৈঃ পণ্ডিতৈ বন্দিতে নিন্দিতঃ শৈষঃ ॥

গের কন্দর রোগের যোগ ;—

দ্যচিদ্বন্দে ক্রুররোগা ভবেষু বদা রাহুনায়া নরাণাং বিশেষাং ॥

যনিষ্টনাশং খলু গুহপীড়াং প্রমেহরোগং বৃষণশ্চ বৃদ্ধিम् ।

প্রাপোতি জন্তুবিবিকলারিলাভং সিংহী স্মৃতে বৈ খলু মৃত্যুগেহে ॥

## রামানুজের যোগ ফল ।

গের কপট যোগ ;—

সজ্জে কুজে কপটক্লং... । ( মঙ্গল ও বুধের যোগ ফল । )

গের গরীয়াগ যোগ ।

গের শনি-স্থিতির ফল ;—

হতো বা স্থখং চান্দনানাং ।

৮৩৬

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

রামানুজের হৃৎশীলা ও ক্রুরা জায়া যোগ ;—

জায়েশে সপ্তমে চৈব দরিদ্রঃ কুপণো মহান্ ।

জারকণ্ঠা ভবেদ্ ভাৰ্য্যা বদ্রাজীবী চ নিধনী ।

তৃতীয়েশে স্তুথে কৰ্ম্মে পঞ্চমে বা স্তুখী সদা ।

অতি ক্রুরা ভবেদ্ ভাৰ্য্যা ধনাঢ্যো মতিমানতি ॥ পরাশর ।

রামানুজের গুরুদেবতর্চন যোগ ।

১০ম পতি ১০মে থাকার ফল ।—( শঙ্করের সিদ্ধকাম যোগ, কিছু ইহারও আছে ।

দশমেশে স্তুথে কৰ্ম্মে জ্ঞানবান্ স্তুখী বিক্রমী ।

গুরু-দেবতর্চন-রতো ধৰ্ম্মাত্মা সত্য-সংযুতঃ ॥ ১৪৫ পরাশর ।

রামানুজের মহত্ব যোগ ।

দশমে মঙ্গলের ফল ;—

কুলে তস্ত কিং মঙ্গলং মঙ্গলো নো জনৈর্ভূয়তে মধ্যভাবে যদি স্তাং ।

স্বতঃসিদ্ধ এবাবতংসীয়তেহসৌ বরাকোহপি কণ্ঠীবরঃ কিং দ্বিতীয়ঃ ।

ভবেদংশনাথোহথবা গ্রামনাথস্তথা ভূমিনাথোহথবা বাহুবীৰ্য্যাত্ম ।

রামানুজের ক্রোধ-বর্জিত যোগ ;—

ভাগ্যেশে দশমে তুৰ্য্যে মন্ত্রী সেনাপতি ভবেৎ ।

পুণ্যবান্ গুণবান্ বাগ্মী সাহসী ক্রোধবর্জিতঃ ॥

রামানুজের পুত্রসৌখ্যহানি যোগ ;—

ব্যয়েশে দশমে লাভে পুত্র-সৌখ্যং ভবেন্নহি ।

মণিমাণিক্যমুক্তাভিধত্তে কিঞ্চিং সমালভেৎ ॥ পরাশর ।

রামানুজের ভাৰ্য্যাস্বত্ব যোগ ।

১১ পতি ৮মের ফল ;—

লাভেশে সপ্তমে রদ্ধে ভাৰ্য্যা তস্ত ন জীবতি ।

উদারো গুণবান্ কৰ্ম্মী মূৰ্খো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫০ পরাশর ।



## কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ।

৮৩৭

মহাক্ষর পিতৃক্লেশ যোগ ;—

মাতরি ভক্ত স্বকৃতী পিতরি দেবী স্বদীর্ঘতরজীবী ।

ধনবান্ জননীপালনরতো লাভাধিপে খগতে ॥ ফলপ্রদীপ ।

মহাক্ষর ক্লীবক ও স্বধহানি যোগ ।

৪র্থ পতি ৮মের ফল ;—

স্বপ্নেশে ব্যয়রক্ষুস্থে স্বথহীনো ভবেন্নরঃ ।

পিতৃ-সৌখ্যং ভবেদন্নং ক্লীবো বা জারজোহপি বা ॥ ১৬৫ পরাশর ।

মহাক্ষর স্বথ, দীর্ঘায়ুঃ, কষ্টসাধ্য-জয় ও স্বহৃদেহ যোগ ;—

৮মে শুক্রের ফল, যথা ;—

মঃ স্ববাদী চিরং চাক্রজীবেচ্চতুষ্পাং স্বথং দৈত্যপূজ্যো দদাতি ।

নৃষ্টমে কষ্টসাধ্যো জয়ার্থঃ পুনর্কর্দ্বতে রোগহর্তা গ্রহঃ শ্রাং ।

সিদ্ধীতে স্বহৃদেহে চ ন্যূনং যদা চাষ্টমে ভার্গবঃ শ্রান্তদানীম্ ॥ ২৫৭

মহাক্ষর নৃপলক্ষ্যমানঃ শঠোহতিনিঃশঙ্কতরঃ সগর্ভঃ ।

শিখ-চিন্তা-সহিতঃ কদাচিন্নরোহষ্টমস্থানগতে সিতাখ্যে ॥ ২৫৮

মহাক্ষর ভক্তি যোগ ।

৯ম পতি ১০মের ফল ;—

স্বপ্নেশে কর্ম্মণে মানী সর্বধর্ম্মসমম্বিতঃ ।

স্বপ্নেশে ক্রমস্বামী ভক্তিয়ুক্তৈক-চেতসা ॥ পরাশর ।

মহাক্ষর রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তি যোগ ;—

১০মে রাহুর ফল যথা ;—

মহাক্ষর সংসর্গতোহতীব গর্ভং লভেন্ মানিনী কামিনী ভোগমুচ্চৈঃ ।

স্বপ্নেশে স্বপ্নেশে স্বথং নাধিশেতে মদেহর্থব্যয়ী ক্রুরকর্ম্মা খগেহসৌ ॥

## আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

বৈদিকধর্মাবলম্বী আর্ধ্যসন্তানগণের নিকট আচার্য্যদ্বয় যে কেবল অবতার, সিদ্ধযোগী বা অবতার-কল্প মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হন, তাহা নহে, পরন্তু আদর্শ-দার্শনিক বলিয়াও মহামাত্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু কি আর্ধ্য অনাৰ্য্য এবং কি অপর ধর্মাবলম্বী সকলের নিকটই, কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বত্র, তাঁহারা দার্শনিকশ্রেষ্ঠ বলিয়াও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন । এক্ষণে এজন্ত আমরা দেখিব যে, আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কে কত দূর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক । বস্তুতঃ জগতে যতপ্রকার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞা আছে, দর্শন-শাস্ত্র তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ; সুতরাং এতদৃষ্টিতে ইহাদিগকে তুলনা করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই । যাহাহউক একদা দেখিতে হইবে যে, উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্টা, কি পরিমাণে যথার্থ দার্শনিক মতের অন্তর্কূল বা প্রতিকূল ।

কিন্তু এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দার্শনিক-মত বলিতে নাহয় রণতঃ কি বুঝায়, তাহা একবার স্মরণ করিলে ভাল হয় । কারণ ইহারই উপর আমাদের সমুদয় বক্তব্য নির্ভর করিবে ।

“দর্শন” শব্দ হইতে ‘দার্শনিক’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । দর্শন বলিতে আমরা চক্ষু, দর্শন-ক্রিয়া ও দর্শন-শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি । কিন্তু একদা আমরা দর্শন-ক্রিয়া বা চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না, পরন্তু দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিই লক্ষ্য করিতেছি ।

দর্শন-শাস্ত্র ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ।

এই দর্শন-শাস্ত্র এক প্রকার বিজ্ঞা । চক্ষু দ্বারা আমরা যেমন বস্তু-রূপ ও আকৃতির জ্ঞানলাভ করি, এই বিজ্ঞার দ্বারাও তদ্রূপ জ্ঞানলাভ সমুদায় পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি । আবার দেখা যাইতে



## আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৩৯

দর্শন রূপ এবং বথার্থ জ্ঞান এক নহে। অনেক সময় যাহা আমাদের  
 দৃষ্টিতে একরূপে প্রতিভাত হয়, ভাল করিয়া দেখিলে, অর্থাৎ তাহার  
 যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিচার করিলে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণিত  
 হইতে পারে। অন্ধকারে এক খণ্ড রজ্জু দেখিয়া সর্প মনে করিলাম,  
 তখন অনেক আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে, জানা গেল, উহা রজ্জু।  
 রজ্জুর সর্পরূপ যথার্থ নহে, উহার রজ্জুরূপই যথার্থ। এজন্য যাহা  
 দৃষ্টিতে এক প্রকার প্রতিভাত হয়, কিন্তু যাহা বিচারকালে অত্যা-  
 শ্চর্য্য হইয়া যায়, তাহা তদ্বিষয়ক বথার্থ জ্ঞান নহে। যে জ্ঞান,  
 যখন কোন অবস্থায় অত্যাশ্চর্য্য হইবে না, তাহাই তদ্বিষয়ক বথার্থ  
 জ্ঞান। যাবতীয় পদার্থের এই স্বরূপ বা বথার্থ জ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রের  
 প্রধান বিষয়। যে শাস্ত্র, এই প্রকার যাবতীয় পদার্থের 'বথার্থ-রূপ'  
 নির্ণয় করাইয়া দেয়, তাহাই দর্শন-শাস্ত্র।

দার্শনিকের গুণগ্রাম।

কেনে আমরা দেখিব, যে ব্যক্তি এই দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিতে  
 গেল, তাহার কি প্রকার গুণ থাকা প্রয়োজন। যদি দেখি, বথার্থ  
 দর্শনের এই গুণগুলি থাকা প্রয়োজন, এবং তাহার পর সেই গুণগুলি  
 তাহার আচার্য্যে কম এবং কোন আচার্য্যে বেশী, তাহাই হইলে একজন  
 ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারিব।  
 এখন নর্ম্মাণ্ডে আমরা দার্শনিকের উপযোগী গুণ কি কি, তাহা  
 নির্ণয় করিব।

দর্শন বলিয়াছি, দার্শনিক, যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে  
 গেল। কোন পদার্থই তাহার গবেষণায় বাহিরে যাইতে বা থাকিতে  
 পারেনা। সুতরাং আমরা যাহা দেখি বা দেখি না, জ্ঞান বা  
 অজ্ঞান, সকল পদার্থেরই স্বরূপ-নির্ণয় তাহার কার্য্য। এখন দেখা

আবশ্যক, এত বড় গুরুতর ব্যাপার যাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা কি প্রকার প্রকৃতি-সম্পন্ন হইলে তাঁহাদের কার্য অশাস্ত হইতে পারে।

এই বিষয়টিকে আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। একটী—অনুকূল শ্রেণী অবলম্বন করিয়া, এবং ‘অপরটী—বিষয়নিবারণক শ্রেণীর বিচার দ্বারা।

তন্মধ্যে যাহা অনুকূল শ্রেণীভুক্ত তাহারা এই ;—

অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন—দার্শনিকের প্রথম গুণ।

প্রথমতঃ, আমরা দেখিয়া থাকি যে, আমরা জ্ঞাত রাজ্যের সাহায্যে অজ্ঞাত রাজ্যে গমন করি ; জ্ঞাত পদার্থ ধরিয়া অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়, জ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান যত হয়, ততই ভাল হইবার কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যিনি যত অধিক জ্ঞানবান, তিনি তত উত্তম দার্শনিক হইবার যোগ্য। এতদ্বন্দ্বেশে আমরা এই প্রকার জ্ঞানকে ‘অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শন’ ইত্যাদি নাম দিতে পারি এবং ইহা দার্শনিকের প্রথম গুণ হইল।

বিচারশীলতা ও পর্যবেক্ষণস্বভাব—দ্বিতীয় গুণ।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় যে, এ জগতে যিনি যত জ্ঞানের বিষয় গুলিকে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারেন, এবং ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান অধিক হয়। আবার কোন রূপে এই দুইটী কার্য করিতে পারিলেই যে, জ্ঞানের পূর্ণতা হইবার কথা, তাহাও নহে ; দুইটীই সমান রূপে করিতে পারা চাই। কোনটী কম, কোনটী বেশী হইলে চলিবে না। সুতরাং যাঁহারা যত সমান ভাবে সকল বিষয়ই ভাঙ্গিতে-গড়িতে এবং অপরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে—অন্য কথায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে সমর্থ, তাঁহারাই দার্শনিকের কার্যে অধিকতর উপযুক্ত। এতদর্থে বিচার-শীলতা ও



# আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৪১

কল্প প্রভৃতি গুণগুলি লইয়া একটি শ্রেণী গঠন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে ইহা দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ হউক ।

অনুসন্ধিৎসা—তৃতীয় গুণ ।

হৃদয়তঃ—এখন এই ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে বাহ্যিক প্রয়োজন, তাহার প্রথম, আমাদের মনে হয় যে “অনুসন্ধিৎসা” । বাহ্যিক প্রয়োজন তাহাতেই সম্বন্ধ থাকিলে অনুসন্ধিৎসা হয় না । বাহ্যিক দেখি, সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া আরও দেখিবার প্রবৃত্তিকেই যথার্থ অনুসন্ধিৎসা বলা যায় । অতএব আদর্শ-দার্শনিকের ইহাই তৃতীয় গুণ হওয়া উচিত ।

স্মৃতি—চতুর্থ গুণ ।

চতুর্থতঃ—ভাঙ্গ-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয় এই উভয় স্থলেই আর একটি প্রয়োজন, তাহা “স্মৃতি” । কারণ, স্মৃতির সাহায্যে আমরা বিবয়ের সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় করিয়া থাকি । অতএব আদর্শ-দার্শনিকের ইহা চতুর্থ গুণ হওয়া উচিত ।

কল্পনা-শক্তি—পঞ্চম গুণ ।

পঞ্চমতঃ—কল্পনাশক্তি সাহায্যে নানা রূপে নানা প্রকারে আমরা বিষয়ই ভাবিতে-গড়িতে বা তাহার সহিত অপরের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিব হই । উদ্ভাবনী-শক্তি, এই কল্পনা-শক্তিরই ফল । সুতরাং দার্শনিকের এই কল্পনাশক্তি পঞ্চম গুণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া

একাগ্রতা—ষষ্ঠ গুণ ।

ষষ্ঠতঃ—একাগ্রতা ষষ্ঠ গুণ—বলা যায় । কারণ, দেখা যায় যিনি বিষয় বস্তু মনোনিবেশ করিতে পারেন, তিনি সেই বিষয়ে ততই গভীর করিতে সমর্থ হন । এই মনোনিবেশ ও একাগ্রতা একই বস্তু । আদর্শ-দার্শনিকের ষষ্ঠ গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক ।

৮৪২

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

ধ্যানপরায়ণতা—সপ্তম গুণ ।

তাহার পর সপ্তম গুণ—ধ্যানপরায়ণতা । কারণ, যত গভীর চিন্তা করিতে পারা যায়, আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়ের ‘রূপ’ তত পূর্ণ মাত্রায় ধারণ করিতে পারি, ততই আমরা তাহাদের প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই । অতএব ইহাকে আদর্শ-দার্শনিকের সপ্তম গুণ বলিয়া ধরা যাউক ।

বল ও ধাতুসাম্য—অষ্টম ও নবম গুণ ।

আমাদের জ্ঞানের যন্ত্র অন্তর্ ও বহিরিজিয় । ইহাদের দ্বারা আমরা জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকি । অনেক সময় ইহাদের দুর্বলতা ও বিষমতা, মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদন করে । এই বিষমতা ও দুর্বলতা আবার অনেক সময় এই স্থূল দেহের ধাতু-বৈষম্যের ফল । এক্ষণে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ধাতুসাম্য ও বলের প্রয়োজন হয় । সুতরাং “বল” ও “ধাতুসাম্য” আদর্শ-দার্শনিকের পক্ষে অষ্টম ও নবম সংখ্যক গুণমধ্যে গণ্য করা গেল ।

সত্যানুরাগ—দশম গুণ ।

পরিশেষে সর্বোপেক্ষা যাহা প্রয়োজন, তাহা সত্যানুরাগ । ইহা ব্যতীত সমস্তই বৃথা । কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ, নানা ভাবের বশীভূত হইয়া ইহার প্রতি লক্ষ্যহীন হয় ; সুতরাং সংস্কারগত যাহা সত্যানুরাগ প্রবল, তিনিই দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমরা ইহাকেই, দার্শনিকের পক্ষে দশম সংখ্যক গুণ বলিয়া নির্দেশ করিলাম ।

সংসর্গশূন্যতা—একাদশ গুণ ।

ইহার পর দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে ত্রয়োবিধ-নিবারণ গুণ সেই গুলি নির্ণয় করা যাউক ।



# আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৪৩

প্রথম। দেখা যায়, মনুষ্য মাত্রেই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-বিশিষ্ট।  
 প্রয়োচিত সাধারণ গুণ সত্ত্বেও সকলেরই একটা-না-একটা যেন নিজস্ব  
 বোঝা থাকে। এই নিজস্ব, দার্শনিকের বিশ্বস্বরূপ। দার্শনিক,  
 স্বতন্ত্র সত্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই তাহাতে নিজস্ব লাঞ্ছিত  
 হইয়া ফেলেন। ইহার ফলে বথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হয় না। বুদ্ধি-  
 বুদ্ধি-শক্তি সাহায্যে যখন যে-বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তখন  
 ঠিক সেই বিষয়ই চিন্তা করা হয়, তাহাতে নিজের বোঝা  
 না মিশে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাকে সংসর্গ-  
 ভ্রান্তির গুণ বলা চলিতে পারে। ইহার সংখ্যা আমরা একাদশ  
 করিলাম।

দ্বৈত ও বৈতন্য—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুণ।

দ্বিতীয়। দেখা যায়, চাক্ষুশ, একাগ্রতা ও গভীর চিন্তায় বিশ্বকর;  
 চাক্ষুশের বিপরীত দ্বৈত, দার্শনিকের পক্ষে একটা প্রয়োজনীয়  
 বুদ্ধি সম্বন্ধে এই দ্বৈতের নাম বৈতন্য। সুতরাং ইহারা যথাক্রমে  
 ত্রয়োদশ সংখ্যক গুণ হউক।

তৃতীয়া ও শব্দমাদি—চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুণ।

তৃতীয়। “বিষয়” ও “করণ” এই দুইটির সাহায্যেই আমাদের জ্ঞান  
 যখন বিষয়-গত উৎপাত, ও করণ-জগৎ উপদ্রব আসিয়া দার্শ-  
 চাক্ষুশ উৎপাদন করে এবং চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। আর  
 যথাবে বিষয়গত উৎপাতও নিবারণ করা অসম্ভব। এজগৎ  
 দ্বারা শীত-উষ্ণাদি-সহন-শীলতা প্রয়োজন, এবং করণজগৎ  
 নিবারণ নিমিত্ত শব্দমাদি প্রভৃতির প্রয়োজন। সুতরাং চতুর্দশ  
 তৃতীয়া এবং পঞ্চদশ সংখ্যক শব্দমাদি গুণ দার্শনিকের

নিরভিমানিতা—ষোড়শ গুণ ।

চতুর্থ । অনেক সময় দেখা যায়. অভিমান, দার্শনিকের মহাশক্তা-চরণ করে; ইহা অপরের যুক্তি-তর্কের প্রতি অশ্রদ্ধা বা ঔদাসীন্য আনয়ন করে । কিন্তু বিশ্বপতির রাজ্যে কাহার নিকট কোন্ অমূল্যের লুপ্ত হইত আছে, তাহা কে জানিতে পারে? সুতরাং নিরভিমানিতা এতদুদ্দেশ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ । বাহা হউক ইহাকে আমরা ষোড়শ স্থান প্রদান করিলাম ।

আলস্ত—সপ্তদশ গুণ ।

পঞ্চম । পরিশেষে, আলস্ত-জাতীয় দোষগুলি আমাদেরকে চেষ্টা-শূন্য করে এবং নূতন জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত করে । সুতরাং ইহাদের বিপরীত অনালস্ত, উত্তম, উৎসাহ-জাতীয় গুণগুলি দার্শনিকের পক্ষে প্রয়োজন । অতএব ইহাদিগকে আমরা সপ্তদশ সংখ্যা প্রদান করিলাম ।

নির্ণীত গুণদ্বারা তুলনা ।

বাহা হউক এক্ষণে আদর্শ দার্শনিকের জ্ঞান যে গুণগুলি স্থির করা গেল, তাহার সহিত আচার্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনা করা যাউক । যে ৮৭ প্রকার বিষয়দ্বারা আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ ভাবে এই সকল গুণের উল্লেখ নাই । কাহারও জীবনী-লেখক এই দৃষ্টিতে কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই । তাঁহার কেহ কেহ এ জাতীয় কোন গুণের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু কেবল তাঁহাদের উল্লেখ অবলম্বন করিয়া বিচার করা নিরাপদ নহে । আমরা ঘটনা-মূলক গুণ জানিতে ইচ্ছা করি ; কারণ, ইহাতে অনেক সত্যের সন্ধান অল্প । পরবর্তী জীবনী-লেখকের কেবল উল্লেখ হইতে এ সব গুণ সন্দেহে বিশ্বাস করা যায় না । তৎকালের খুব পরিচিত নিরপেক্ষ অসত্য বন্ধু-স্থানীয় কেহ যদি জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য



# আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৪৫

পারিত। বাহা ইউক, এ জাতীয় গুণ যে এই দুই মহাপুরুষে  
 নাই, তাহা নহে। এরূপ স্বল্প দার্শনিকের এ গুণ নিশ্চয়ই থাকিবার  
 নাই। এক্ষণে ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল সমাচার আমরা ইতিমধ্যে  
 পাইছি, তাহারই অবলম্বনে কিছু অনুমান করিবার চেষ্টা করা যাউক।

আদর্শ দার্শনিকের প্রথম গুণদ্বারা তুলনা।

প্রথম। অভিজ্ঞতা বহুদর্শন প্রভৃতি। দেখা যায়, ভ্রমণ একটা  
 অনুসরণের পক্ষে বিশেষ সহায়। আমাদের উভয় আচার্য্যই সমগ্র  
 ভ্রমণ করিয়া দীর্ঘিভ্রম করিয়াছিলেন এবং তজ্জগৎ কতশত  
 দর্শনের সংস্রবে যে তাঁহাদিগকে আসিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা  
 নাই। সুতরাং বলা যায়, ভ্রমণে ও বহু লোকের সংস্রবে, আচার্য্যদ্বয়ের  
 প্রকার জ্ঞানলাভের একটা মহা সুযোগ হইয়াছিল এবং সেই  
 জ্ঞানপ্রাপ্তিকার্য্যদ্বারা আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যে, জ্ঞানের তারতম্য  
 আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে আমরা এই ভ্রমণ সম্বন্ধে  
 আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, এতজ্ঞানিত জ্ঞান  
 অধিক হওয়া উচিত। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ  
 প্রয়োজন।

অতঃপর বাহা লোকের শিক্ষার উপকরণ, তাহাও তাঁহাদের  
 শিক্ষার কারণ, সুতরাং আচার্য্যদ্বয়ের জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিমাণ  
 পরিভেদ হইলে এ বিষয়টীও চিস্তনীয়। বস্তুতঃ, আমরা ইহা ২৪  
 দিক্কা নামক প্রবন্ধে ৬৮৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছি।  
 বিশেষ বাহার যত জ্ঞান অধিক, তাহার তত অভিজ্ঞতা ও বহু-  
 দর্শন। সুতরাং এ বিষয়টীও এস্থলে আলোচ্য। এখন দেখা  
 যাইবে দুই প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক। একত্রিশ সংখ্যক  
 পৃষ্ঠায় আমরা অলৌকিক জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করি-

যাছি, কিন্তু লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করি নাই। অবশ্য ইহার কারণ—ঘটনা বা দৃষ্টান্তের অভাব; কারণ, কাহারও জীবনীকার এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, কে কি-কি বা কোন জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, বা কাহার কত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং অনুমান দ্বারা আমাদের একাধা সিদ্ধ করিতে হইবে।

এখন যদি অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক কথা বলিতে পারা যায়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গ্রহণ-সামর্থ্য ও বিষয়-বাহুল্য লৌকিক জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু। এই গ্রহণ-সামর্থ্যের ভিতর আবার আয়ু (৬৩০ পৃঃ) স্মৃতি, (৬৮৪ পৃঃ) বুদ্ধিশক্তি, (৭৩৪ পৃঃ) স্থতি, (৭৪১ পৃঃ) প্রভৃতি বিষয় গুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের মধ্যে অধীত গ্রন্থের সংখ্যা, ভ্রমণ (৬৮০ পৃঃ) লোক-আলোচনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। (৬৩০ পৃঃ) অনুসারে এ জ্ঞান রামানুজের অধিক হওয়া উচিত; কারণ, শঙ্করের আয়ুঃ ৩২ বা ৩৪ বৎসর এবং রামানুজের আয়ুঃ ১২০ বা ১২৫ বৎসর। স্মৃতি সম্বন্ধে উভয়েই সমান। কারণ, শিক্ষাকালে কাহারও কোন অস্মৃতি জন্ম কোন অস্মৃতিবিধার কথা শুনা যায় না। অবশ্য রামানুজের উপর বিষ-প্রয়োগ এবং শঙ্করের উপর অভিচার করা হইয়াছিল কিন্তু তজ্জন্ম তাঁহাদের কোন স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি (৭৩৪ পৃঃ) ও স্থতি (৭৪১ পৃঃ) অনুসারে ইহারেও তারতম্যবিচার, আমরা তত্তৎপ্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করিয়া গ্রহণ-শক্তি শঙ্করের অত্যন্তুত; কারণ, তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। বাল্যে গুরু-গৃহে ও গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, ভারত-দিগ্বিজয় করিতে গিয়া তাঁহাকে আর কিছু শিখিতে হয় অথবা কেবল তাহাই নহে, তাঁহার শিখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও জন্ম



## আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৪৭

শঙ্করের রামানুজ কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। দক্ষিণা-  
র নিকট অধ্যয়ন, রামানুজের মেলকোট হইতে দ্বিধিজয়-কালে  
গিয়াছিল।

তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের অন্তর্গত অধীত গ্রন্থসংখ্যা কাহার কত  
হইত তাহা বলা যায় না। এ বিষয় আমরা শিক্ষা নামক ২৪ সংখ্যক  
সংখ্যক ৬৮৫ পৃষ্ঠায় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। তবে ইহা যে-  
সংখ্যক গ্রন্থ-শক্তি এবং আয়ুর উপরও নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ  
নাই। অধীত গ্রন্থের জাতি সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব থাকিবার কথা  
হয়, রামানুজ, শঙ্করের ৩৩৩ বৎসর পরে আবির্ভূত বলিয়া রামানুজের  
অনেক নূতন গ্রন্থ পড়িবার সম্ভাবনা, শঙ্করের তেমনি অনেক  
নূতন গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ বেশী। \* প্রাচীন গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধেও  
কোন কথা বলা যায় না। কারণ, কালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন  
নূতন জিনিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অনেক পুরাতন জিনিষের  
হইতে দেখা যায়। রামানুজ, খুব সম্ভব, ব্রহ্মসূত্রের বোধায়ন-  
মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই, কিন্তু শঙ্করে তাহার সম্ভাবনা  
হয়। রামানুজের সময় মুসলমানগণ ভারতের যত ক্ষতি করিয়াছিল,  
সময় সে ক্ষতি ঘটে নাই। তবে রামানুজ তামিল ভাষায় যে  
গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, শঙ্কর তাহা পড়েন নাই, বলিয়া বোধ হয়।

এ বিষয় জীবনীকারগণ যদিও বলিয়াছেন—রামানুজ কাশ্মীরে বোধায়ন বৃত্তি  
প্রাপ্ত হইয়া নার-সংকলন) দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার শ্রীভাষ্যের  
প্রতিবেদন দেখা যায় যে, তাহার পূর্বাচার্যগণ উক্ত বোধায়ন বৃত্তির যে সার সংকলন  
প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে তিনি তাহার শ্রীভাষ্য রচনা করিতেছেন, এবং যখন  
সংকলন ২১১ টা স্থলের ২১১ ছত্র ভিন্ন তিনি বোধায়ন বৃত্তির বাক্য উদ্ধৃত করেন  
তখনই বলা হয়, তিনি-মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই।

যদি বলা যায়, তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় লিখিত অনুরূপ গ্রন্থ পড়িয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই ; কারণ, তাঁহার মাতৃভাষা মালায়লম্ । এ ভাষাতে তাংগিল ভাষার মত এত উত্তম জ্ঞানভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ নাই, ইহা স্থির । “ভ্রমণ” (৬৮০ পৃঃ) ও “লোক-সংস্কার” (৬৮১ পৃঃ) প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুৎপত্তি নিম্নয়োজন । যাহা হউক এজন্য ২ আয়ুঃ (৬৩০ পৃঃ) ২০ ভ্রমণ (৬৮০ পৃঃ) ২৩ রোগ (৬৮৪ পৃঃ) ২৪ শিক্ষা (৬৮৫ পৃঃ) ৩০ অনুরূপ (৭০০ পৃঃ) ৩৫ উত্তম (৭১৪ পৃঃ) ৫১ বুদ্ধি-কৌশল (৭৩৪ পৃঃ) ৫২ মেধাশক্তি (৭৪১ পৃঃ) এবং ৫৭ লোকপ্রিয়তা (৭৪২ পৃঃ) প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে কে কতদূর আদর্শ দার্শনিকের আসন গ্রহণে যোগ্য ।

আদর্শ দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ দ্বারা তুলনা ।

দ্বিতীয়—বিচারশীলতা, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিবেক প্রভৃতি । বিষয়টীও আমরা পূর্বে পৃথগ্ভাবে নিরূপণ করি নাই । কারণ, ইহা জন্ম এমন কোন ঘটনা পাই নাই, যাহা এই নামের অধিকতর উল্লেখযোগ্য । আমরা, ঘটনা অবলম্বনে নামকরণ করিয়াছি, পূর্বে নামকরণ করিয়া ঘটনাগুলিকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করি নাই । সুতরাং এ বিষয়টা তাহাদের গ্রন্থ দেখিয়া এবং জীবনের অল্প পাঁচটা ঘটনা দেখিয়া পরিষ্কার লইতে হইবে । এতদর্থে ৬০ সংখ্যক শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য (৬০ পৃঃ) ৬৪ সংখ্যক সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন-সামর্থ্য (৭৫১ পৃঃ) ২৩ দর্শন গ্রহণ (৬৯০ পৃঃ) ৩৮ কর্তব্যজ্ঞান (৭১৭ পৃঃ) ৪০ গুণগ্রাহিতা (৭২০ পৃঃ) ৮০ ভ্রান্তি (৭৭৩ পৃঃ) ৪৫ নিরভিমানিতা (৭২৬ পৃঃ) ৬৭ অনুরূপ (৭০০ পৃঃ) ৭২ প্রাণভয় (৭৭০ পৃঃ) ৮৪ বিষাদ (৭৮০ পৃঃ) ৭৭ নির্ভুক্তিতা (৭৮৩ পৃঃ) ৫৫ ভাবের আবেগ (৭৪০ পৃঃ) ৭৩ কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতা (৭৮৩ পৃঃ) ৫৪



# আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৪৯

কৃতি বিষয় গুলি আলোচনা করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য  
কিছুটা সিদ্ধ হইতে পারে।

কারণ, লোকে বিচারশীল বা বিবেকী হইলে তাহার উপদেশ খুব  
স্বাভাবিক হয়, এবং ভবিষ্যদৃষ্টি থাকে বলিয়া তাহার ব্যবস্থাপন-সামর্থ্যও  
বৃদ্ধি পায়। সম্যাস-গ্রহণের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত।  
এক দিকে নশ্বর জগতের প্রলোভন ও অপর দিকে নিত্য-তত্ত্বের  
আকর্ষণ, ইহার একটা বাছিয়া লওয়া সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনার কার্য  
নহয়। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে, উপরি-উক্ত অবশিষ্ট বিষয়  
সহিতও ইহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অবশ্য প্রকৃত-  
ভাবে এ বিষয়টি কেবল জীবনের কর্ম দেখিয়া নির্ণয় করিবার যোগ্য  
নহয়। ইহা তাহাদের বিচার-পদ্ধতি হইতে জানিবার বিষয়। তবে  
কিন্তু এই যে, যাহার যেক্রপ স্বভাব, তাহার তাহা সকল কার্যেই  
প্রতিফলিত হয়। আবার যে ব্যক্তি, দুই এক স্থলে যেক্রপ আচরণ  
নামগ্ন জীবন সম্বন্ধে ও প্রায় তাহার নিদর্শন দেখা যায়। এজন্য  
যদি চরিত্র-বিচার নিতান্ত নিরর্থক হইবে না।

তাহার পর, দার্শনিকের এই দ্বিতীয় সংখ্যক বিচারশীলতা-জাতীয়  
সম্পত্তি “ভাঙ্গা-গড়া” বা “সম্বন্ধ-নির্ণয়” সম্বন্ধে এই সত্যটি  
প্রয়োগ করা যাউক। কারণ, উপরি-উক্ত দ্বাদশটি বিষয় হইতে  
কোনটি স্পষ্ট বুঝা যায় না। এতদনুসারে বলা যায়, জ্ঞানরাজ্যে  
আনন্দ-গর্ভে এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করেন, এই জড়রাজ্যেও  
সে কার্য কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই করিবেন বলিয়া বোধ  
হয়। আমরা ইহাদের কার্যের মধ্যে ভাঙ্গা-গড়ার দৃষ্টান্তগুলি  
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব।

এইরূপে জীবনে ভাঙ্গিয়া গড়ার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি পঞ্চোপাসক

ও কাপালিক “মত” খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে তাহাই দোষভূত করিয়া আবার স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্তই তাঁহার নামের একটা বিশেষণ “স্মার্তসংস্থাপনপর।” শঙ্কর অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়াছেন, পরে আবার প্রায় তদ্রূপ করিয়া গড়িয়াছেন। বৌদ্ধগণের মতবাদ ভাঙ্গিয়া শঙ্কর সম্যোগপযোগী করিয়া বৈদিক মতের অঙ্গপুষ্ট করিয়াছেন। তাহার পর, তাঁহার গড়া বিষয়ের প্রচলন সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত দেখিলে বোধ হইবে, তিনি তত বিশেষ বা সঙ্গীর্ণ নিয়ম করেন নাই; তাঁহার নিয়ম গুলি খুব সাধারণ এবং তজ্জগৎ ইহাদের বিলোপ আশঙ্ক্য খুব অল্প। তাহার পর ভারতের চারিপ্রান্তে চারি মঠের সংস্থাপন ও গঠনসম্বন্ধে তাঁহার খুব দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বদেশ যে ৬৪ অনাচার বা নূতন আচার প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে খুব খুটিনাটি আছে এবং উহা এতদিন প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এইগুলি দেখিলে মনে হয় যে, ‘সমগ্র’ ও ‘অংশ’, ‘সামান্য’ ও ‘বিশেষ’, ‘অতীত’ ও ‘ভবিষ্যতে’, ভাঙ্গা ও গড়ায় আচারের বেশ সমান দৃষ্টি ছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা যেরূপ ছিল তাহা এই, প্রথমতঃ একদা আমরা ইহার মৃত্যুকালের ৭২টি উপদেশ স্মরণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতিপয় স্থলে দেখা যাইবে যে, রামানুজ নিজ সম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্যবস্থা করিতেছেন, অত্র সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি তাহার কিছুই করিতেছেন না। ইহার মতে নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন আর গতান্তর নাই। ইহঁক রামানুজ শৈবকে বৈষ্ণব করিতেছেন, ইহা তাঁহার ভাষার দৃষ্টান্ত। কিন্তু শৈবকে সংস্কৃত করিয়া শৈব করা রূপ তাঁহার গড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তিনি অদ্বৈতবাদকে মিথ্যা বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীর নিকট রামানুজ-মত ওরূপ ভাবে অনাদৃত হয় না।



# আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৫১

কিছু অর্থে বৈদিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে শঙ্করও এইরূপ করিয়াছেন; কারণ, হার মতে বেদ মানা অত্যাবশ্যক; রামানুজ কিন্তু এই বৈদিক সম্প্রদায়ের ভিতর আবার বিরোধ বাঁধাইলেন। তাঁহার মতে শাক্ত, শৈব, ব্রহ্মী সম্প্রদায়ও এক প্রকার অবৈদিক। ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি মত স্বীকার করায় ভারতের অনেকেই হার আশ্রয়ে আসিতে সুবিধা পাইল, রামানুজের মতে কিন্তু লোকের সুবিধা হইল না। দ্বিতীয়তঃ—শঙ্করের মত তিনি ভারতের চারি প্রকার চারি মঠস্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর জন্য ধর্মব্যবস্থা করিছিলেন কি না জানা যায় না; আর তৃতীয়তঃ শঙ্করের মত লোক লোকের গুরুপদে না বসাইয়া রামানুজ গৃহীকেই সেই পদে বসেন। বাহা হউক এতদ্ব্যতীত অপরাংশে উভয়ে প্রায় একরূপ।

আদর্শ দার্শনিকের অবশিষ্ট গুণদ্বারা তুলনা।

১ম গুণ—অনুসন্ধিৎসা। এ বিষয়টি আমাদের বিচারিত বিষয়সমূহের ১ম সংখ্যক (৭০০ পৃঃ)।

২য় গুণ—স্বতি। ইহা আমাদের আলোচিত ৫৬ সংখ্যক মেধাশক্তির ১ম (৭৪১ পৃঃ)।

৩য় গুণ—কল্পনাশক্তি। ইহা আমাদের ৫১ সংখ্যক বিষয় (৭৩৪ পৃঃ)।

৪য় গুণ—একাগ্রতা। ইহা আমরা আলোচনা করি নাই; কারণ, ইহার আলোচনা পাই নাই। তবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ইহা সেই ৫৭ সংখ্যক মেধা (৭৪১ পৃঃ) ও সমাধিসাধন উত্তম।

৫য় গুণ—খ্যানপরায়ণতা। ইহা আমরা ৪৪ সংখ্যক বিষয়মধ্যে আলোচনা করিয়াছি (৭২৫ পৃঃ)।

৬য় গুণ—বল। ইহাও বিচারিত হয় নাই; কারণ, এতৎসম্বন্ধীয়

৮৫২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

কোন ঘটনা বা উল্লেখ পাই নাই । তবে ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বীৰ্য্য-মাত ঘটে বলিয়া এজন্য ৫০ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য (৭৩৩ পৃঃ) ।

নবম—ধাতুসমতা । এ বিষয়টিও অনালোচিত । কারণ—ইহারও দৃষ্টান্ত নাই । তবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভ্রমণে ধাতু-বৈষম্য হয় । তাহার পর ক্রোধ বা ভাবের আবেগ প্রভৃতি ধাতু-বৈষম্যের কারক । অভিনব-প্তের অভিচারের কথা না বিশ্বাস করিলে শঙ্করের ভগবদ্রোগ অতিভ্রমণের ফল বলিতে পারা যায় । আর এ রোগ ধাতু-বৈষম্যের চূড়ান্ত অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই । রামানুজের রোগের কথা শুনা যায় না, কেবল শেষ বয়সে চক্ষু দিয়া রক্ত-পাত, জ্বর ও অবসাদের কথা শুনা যায় । 'ভয়ও ধাতু-বৈষম্যের লক্ষণ । সুতরাং এজন্য ৭২ সংখ্যক প্রাণভয় ( ৭৭০ পৃঃ ) ৫৫ ভাবের আবেগ ( ৭৪০ পৃঃ ) ৬৮ ক্রোধ ( ৭৬৩ পৃঃ ) ২০ ভ্রমণ ( ৬৮০ পৃঃ ) ২২ মৃত্যু ( ৬৮২ পৃঃ ) এবং ২৩ রোগ ( ৬৮৪ পৃঃ ) প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য ।

দশম—সত্যানুরাগ । এ বিষয়টি কাহারও মধ্যে বেদনিরপেক্ষ হইবে । সত্যানুরাগের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে কি-না জানি না । উভয়ই বেদ ও ঈশ্বর মানিয়া সাম্প্রদায়িক মতের মধ্য দিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশিত করিয়াছেন । উভয়েই সত্যানুরাগী হইলেও বেদনিরপেক্ষ মতের জন্ত সত্যানুরাগী নহেন, বেদ ও ভগবানের মধ্য দিয়া সত্যানুরাগী বলিতে হইবে । তবে শঙ্কর, বেদ ও ঈশ্বরকে, জ্ঞানীর নিকট অবিচার্য্য বিষয় বলিয়াছেন, রামানুজ কিন্তু তাহা বলিতে অনিচ্ছুক । এজন্য শঙ্কর মতে আদর্শ দার্শনিকের স্থান একদিন সম্ভব হইতে পারে কিন্তু রামানুজ মতে তাহা সম্ভব নহে ।

একাদশ—সংসর্গশূন্যতা । এ বিষয়টিও আমরা এক স্থলে বা পৃষ্ঠায় রূপে বিচারের অবসর পাই নাই । তবে এজন্য আমাদের বিচার্য্য তাহা



# আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৫৩

অভিমান (৭৫৭ পৃঃ) ৪২ ত্যাগশীলতা ( ৭২৩ পৃঃ ) ৪০ গুণগ্রাহিতা  
( ৭৭৬ পৃঃ ) ৮৩ বিবেচন বুদ্ধি ( ৭৭৬ পৃঃ ) ৭০ অশিষ্টাচার (৭৫৮ পৃঃ) ৩৭  
কিন্তু ( ৭১৭ পৃঃ ) ৪১ গুরুভক্তি (৭২১ পৃঃ) ৮৪ বিষাদ ( ৭৮০ পৃঃ )  
অনুতাপ ( ৭৫৫ পৃঃ ) ইত্যাদি বিষয় হইতে কিছু কিছু আভাস  
লাইতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি সমুদায়ই মানবের সংস্কারের  
বিষয়ের পরিচয়। বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট ইহার হেতু প্রদর্শন  
করা যাইবে।

দশ-দৈর্ঘ্য। ইহা ৬৫ সংখ্যক বিষয়ে পৃথক আলোচিত হই-  
বে (৭৫২ পৃঃ)।

দশ-দৈর্ঘ্য। ইহা পূর্বোক্ত দৈর্ঘ্যের সহিত একত্র বিচারিত  
হইবে (৭৫২ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে ৫৫ ভাবের আবেগ (৭৪০ পৃঃ) ৮৪  
(৭৮০ পৃঃ) ৬৭ অনুতাপ (৭৫৫ পৃঃ) ৭৪ ক্রোধ (৭৬৩ পৃঃ) ৩৯ ক্ষমা  
(৭৮০ পৃঃ) ৭০ অশিষ্টাচার (৭৫৮ পৃঃ) এবং ৫৮ বিনয় (৭৪৩ পৃঃ) প্রভৃতি  
বিষয় ইহা।

দশ-তিতিকা। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না, তবে  
বলা যায় যে, শীতপ্রধান স্থান, যথা বদরিকাশ্রমে রামানুজ  
দেবের বেশী দিন কাটাইয়াছিলেন। যোগাভ্যাসেও তিতিকার  
প্রয়োজন। সুতরাং ২৭ সংখ্যক সাধন-মার্গ (৬৯৫ পৃঃ) প্রবন্ধটিও  
রামাদিগকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। রামানুজের পক্ষে গুরু-  
ভক্তি বালুকার উপর শয়ন ইহার একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

দশ-শমদমাদি। এ বিষয়টিও দৃষ্টান্তভাবে আলোচিত হয়  
নাই ইহা অবশ্য উভয়েরই ছিল; কারণ, ইহা ব্যতীত সিদ্ধি বা  
অসম্ভব। তবে ইহা কাহার অল্প, কাহার অধিক, তাহা  
জান উপায় নাই। যাহা হউক, যোগ বা সমাধি অভ্যাস

করিতে হইলে, ইহার প্রয়োজন অত্যধিক এবং যোগসিদ্ধি বাহার অধিক হইবে, ইহাও তাঁহার অধিক হইবার কথা । সুতরাং এতদ্বারা ২৭ সাধন মার্গ (৬৯৫ পৃঃ) ৩২ অলৌকিক শক্তি (৭০৪ পৃঃ) ৭৯ জ্যোতি (৭৬৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য । তাহার পর ব্রহ্ম-সূত্রের “অথ” পদের ব্যাখ্যাতে শঙ্কর যেমন শব্দমাদির উপযোগিতা বুঝিতে চাহেন, রামানুজ ততটা চাহেন না । এতদ্বারাও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উজ্জয় মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায় । এজ্ঞা ত্রীভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

ষোড়শ—নিরভিমানিতা । ইহা আমরা ৪৫ সংখ্যক বিষয়বস্তু পৃথগ্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি (৭২৬ পৃঃ) ।

সপ্তদশ—উত্তম, উৎসাহ, অনালস্য প্রভৃতি । এজ্ঞা ৩৫ সংখ্যক উত্তম শীর্ষক প্রবন্ধ (৭১৫ পৃঃ) যথেষ্ট ।

বাহ্য হউক এতক্ষণে আমরা আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহাদের সহিত আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনা-কার্য্য শেষ করিলাম । এখন স্থধী পাঠকবর্গ স্থির করুন—কোন্ আচার্য্য কতদূর আদর্শ দার্শনিক, সুতরাং বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যনির্ণয়ে সক্ষম এবং কোন্ আচার্য্য কতদূর অসমর্থ ।



## আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা ।

এখন উপরের বিচার হইতে যদি কাহাকে ছোট বা বড় বলা হয়, হয় হইলে যে, সম্পূর্ণ স্মবিচার হইবে, তাহা বোধ হয় না ; কারণ সমগ্রদর্শন, দার্শনিক-শিরোমণি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে, অন্যদের আলোচিত বেদনিরপেক্ষ আদর্শ দার্শনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহা বোধ হয় না । আমরা আস্তিক-নাস্তিক, বৈদিক-বৈদিক-নির্বিশেষে দার্শনিকের লক্ষণ স্থির করিয়াছি ; আচার্য্যদ্বয়ই বৈদিক প্রামাণ্য-বাদী, এবং আস্তিক কুলের শিরোভূষণস্বরূপ ছিলেন । এজন্য তাঁহারা যেরূপ দার্শনিক হইতে চাহিতেন, তদনুসারে অন্যকে বিচার না করিলে তাঁহাদিগের প্রতি স্মবিচার হইতে পারেনা । সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ছোট বড় নিরূপণ করিতে হইলে আমাদের অভিপ্রেত দার্শনিকতানুসারে তাঁহাদিগকে তুলনা করিতে হয়—এক কথায় তাঁহাদের যাহা সাধারণ আদর্শ, তদনুসারে তাদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে ।

কতদিকে কিন্তু যখনই ভাবা যায় যে, দর্শনশাস্ত্র একরূপ নহে ; ইহা, ভাগ্যবিষয়ভেদে বিভিন্ন—সকল দর্শনে সকল কথা থাকিলেও পরস্পর পৃথক্ ; প্রপঞ্চজাতের মূলতত্ত্বনিরূপণ, সকল দর্শনেরই হইলেও, ইহারা নানা কারণে একমত হইতে পারে না ; সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই জীব-জগৎকে প্রভৃতি—সকল কথা থাকিলেও তাহারা একরূপ নহে ।

আবার যখনই দেখা যায়, আচার্য্যদ্বয়ের, কি দার্শনিক মত, কি দর্শন, সকলই যখন অত্যন্ত বিভিন্ন, তখন মনে হয়, আচার্য্যদ্বয়ের তুলনা বুঝি এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ।

কিন্তু ভগবদিচ্ছায় আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, ইহাদের আদর্শ প্রকৃতপ্রস্তাবে বিভিন্ন হইলেও, কিয়দংশে এক রূপ, এবং ইহাদের দার্শনিক মত পরস্পর পৃথক হইলেও তাহাদের মূলে কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আচার্যদ্বয় উভয়েই বৈদান্তিক, উভয়েই আস্তিক, উভয়েই আমাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে প্রমাণ করিয়া মান্য করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের বাণী ইহাদের শিরোধার্য ছিল, তাহাদের উপদেশ ইহারা অশ্রান্ত জ্ঞান করিতেন। তাহার পর কেবল তাহাই নহে, ধর্মমতের “মূল” জ্ঞান করিয়া তাঁহার ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রচারমানসে তন্মতের কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রন্থের ভাষ্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহের ভাষ্যাদিরচনা না করিলে তাঁহাদের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত কি না সন্দেহ, অথবা যে ধর্মসংস্থাপনজন্য তাহাদের এত নাম, এত প্রতিপত্তি, তাহাও তাহা হইলে হয় ত অসম্পূর্ণ থাকিত। এখন উক্ত গ্রন্থসমূহমধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মহামুনি ব্যাসের বিরচিত ব্রহ্মসূত্রই যেন সর্বপ্রধান। তাহার ভাষ্যরচনাই বোধ হয় আমাদের আচার্যদ্বয়ের কীর্তি-স্তুতির ভিত্তি; সুতরাং ইহার ভিতর ইহাদের আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইতেই লক্ষণ অবশ্যই উভয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ হইতে পারা যায়। বস্তুতঃ এই লক্ষণ, উক্ত গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক মনে করিয়া অবগত আছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থ সূত্রবদ্ধভাবে রচিত বসি— ইহা যারপর নাই সংক্ষিপ্ত। ইহা হইতে কোন কিছু বাহির করিয়া হইলে ইহার উপজীব্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন্য আমাদের দেয় এস্থলে এমন কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা ব্রহ্মসূত্রের



# আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা ।

৮৫৭

কথায়, অথচ আচার্য্যদ্বয়ও তাহার ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন—  
কথায় তাহা উভয় মতেরই অবলম্বন ।

এতদ্ভেদে আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য গ্রন্থ প্রথমতঃ  
দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা । অবশ্য উভয় আচার্য্য উক্ত  
দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা—এই উভয় গ্রন্থের যে ভাষ্য রচনা  
করিয়াছেন তাহা নহে । উভয়ের ভাষ্য কেবল আচার্য্য শঙ্করই করিয়া-  
ছেন । আচার্য্য রামানুজ উহাদের মধ্যে কেবল শ্রীমদ্ভগবদগীতারই  
ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এবং দ্বাদশোপনিষৎ ভাষ্যের পরিবর্তে বেদার্থ-  
সংগ্রহ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত উপনিষদের অধিকাংশ  
উক্ত সূত্রসমূহের অর্থ করিয়া গিয়াছেন । যাহা হউক এতদ্ভেদে আমরা  
মুখ্যতঃ পথ অবলম্বন করিয়া যদি শ্রীমদ্ভগবদগীতানুসারেই আচার্য্য-  
দ্বয়ের সাধারণ দার্শনিকের আদর্শ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি, তাহা  
কিন্তু হয় ত আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ।

এখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি কথা উঠিতে পারে,  
যদি ঐযীশ্বরাঙ্গা করা আবশ্যক । কথাটি—শ্রীমদ্ভগবদগীতার মধ্যে আদর্শ  
দার্শনিকের লক্ষণ থাকা কি করিয়া সম্ভব ? আদর্শ দার্শনিক কথাটাই  
অসম্ভব-কালকার কথা, সুতরাং ইহার লক্ষণ উক্ত গ্রন্থে কি করিয়া  
বাইবে ? এ কথাটি কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই  
কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, এই গ্রন্থে উহার অসম্ভাব নাই ।  
দার্শনিক বলিতে যদি, সমূল প্রপঞ্চজাতের স্বরূপজ্ঞানে জ্ঞানী  
দার্শনিকতা বলিতে যদি, সেই সর্বকারণ-কারণ—সেই ‘সত্যং  
ব্রহ্ম’ এক অদ্বয় কারণের সম্যক জ্ঞানালোচনা বুঝায়, তাহা হইলে  
শ্রীমদ্ভগবদগীতার মধ্যে তাহার চূড়ান্ত কথাই আছে । কারণ, যখন  
দেখি—ভগবান্ জ্ঞানীর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

“উদারাঃ সৰ্ব্ব এঐবৈতে জ্ঞানী অঐঅব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুভুতমাং গতিম্ ॥” ৭।১৮ গীতা ।

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।” ৪।৩৮ গীতা ।

যখন শুনিতে পাই, ভগবান্ বলিতেছেন—জ্ঞানের ফলে সৰ্ব্বজ্ঞ হইবে,—মোহ দূরে পলায়ন করে,—

যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ! ।

যেন ভূতান্ত্রশেষেণ দ্রক্ষস্ত্রাত্মন্থথো ময়ি ॥” ৪।৩৫ গীতা ।

যখন গীতার অভয় বাণী মনে পড়ে যে, অস্তে জ্ঞানীর ভগবৎ-সাক্ষ্য পর্যন্ত লাভ হয়,—প্রলয়েও তিনি ব্যথিত হন না,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” ১৪।২ গীতা ।

তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, এ গীতাগ্রন্থে যদি আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ না থাকিবে ত থাকিবে কোথায় ? বস্তুতঃ গীতার জ্ঞানী ও আমাদের আচার্যদ্বয়ের যাহা সাধারণ আদর্শ দার্শনিক, তাহা অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং, যদি এই গীতাগ্রন্থ হইতে এক্ষণে আমরা আমাদের আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে তাহা সর্বদক্ষ হইবে, আশা করা যায় ।

এখন এ কার্য্য করিতে হইলে আমাদের যেরূপ সাবধানতা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে । প্রাচীন রীতি অনুসারে এক্ষণে আমাদের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । কারণ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত করিতে হইলে, পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন যে, এমন বাক্য উদ্ধৃত করিতে হয়, যাহা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসঙ্গে কথিত । এক প্রসঙ্গে যদি অন্য কথা বলা হয়, তাহা হইলে সে কথা কোন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয় না ।



## আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা । ৮৫৯

এ প্রসঙ্গে যাহা কথিত হয়, যাহা সেই প্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারের  
 ক্ষেত্রে, তাহাই উত্তম প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় । এখন এতদনুসারে  
 দুই আচার্যদ্বয়কে জ্ঞানীর লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে  
 কথিতে পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থমধ্যে ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮ম হইতে  
 ১৩শ শ্লোকাবলীর মধ্যে জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তদ্বারা  
 আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । কারণ, এস্থলে অজ্জুর্ন ও ভগবানের  
 মধ্যেই বৃথা যায় যে, প্রসঙ্গটী জ্ঞানসাধনসংক্রান্ত, অথ কিছু নহে ;—  
 অজ্জুবাক্য যথা,—“এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্যেয়ং চ কেশব ।” ১৩।১  
 ভগবাক্য যথা,—“এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোক্তথা ।” ১৩।১২  
 বস্তু ভগবদঙ্গীতার মধ্যে ঠিক এ ভাবে একরূপ কথা আর কোথাও  
 কথিত হয় নাই । সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্লোক কয়টিতে যে  
 আচার্যদ্বয় কথিত হইয়াছে, তাহাই আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ  
 শ্লোকের গুণগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ।\*

শ্লোকগুলি এই ;—

অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসাক্ষান্তিরাজ্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্তৈর্য্যমাঅবিনিগ্রহঃ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষান্নদর্শনম্ ॥

অসক্তিরনভিসঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আজ বম্ ॥  
 দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আজ বম্ ॥  
 দয়াভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হীরচাপলম্ ॥  
 দয়াভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হীরচাপলম্ ॥  
 ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ! ॥  
 ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ! ॥  
 ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য ।

ময়ি চানন্ত্রযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানগিতি প্রোক্তমজ্ঞানং বদতোত্তথা ॥

আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শের গুণগ্রাম ।

উক্ত শ্লোক কয়টি হইতে আমরা ২০টি গুণ পাই। আর ইহারই তাহা হইলে উভয়ের সাধারণ আদর্শের গুণগ্রাম। সেই গুণগুলি যথা—

১। অমানিত্ব—আত্মশ্লাঘার অভাব ।

২। অদন্তিত্ব—স্বধর্ম্ম প্রকট না করা ।

৩। অহিংসা—প্রাণিমাত্রকেই পীড়া না দেওয়া ।

৪। ক্ষান্তি—অপরে অপরাধ করিলে তাহাতে চিত্তবিকার না হইতে দেওয়া ।

৫। আর্জ্জব—সরলতা ।

৬। আচার্য্যোপাসন—মোক্ষসাধনোপদেষ্টা গুরুর সেবা ।

৭। শৌচ—শরীর ও মনের মল মার্জন। মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা শরীরের এবং রাগদ্বেষের প্রতিকূল ভাবনাদ্বারা মনের মল অপনয়ন ।

৮। স্বেচ্ছা—স্থিরভাব। মোক্ষমার্গে দৃঢ়তর অধ্যবসায় ।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—দেহ ও মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি নিরোপ করিয়া সম্মার্গে স্থির করা ।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—শব্দাদি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে বিরাগ ভাব ।

১১। অনহঙ্কার—অহঙ্কারের অভাব ।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহুঃখদোষানুদর্শন—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ দেখা ।

১৩। অসক্তি—শব্দাদি বিষয় সমূহে প্রীতির অভাব ।



## আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা। ৮৬১

- ১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসদ্ব—পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতির ভাল-  
র স্বত্বক্ষে নিজেই স্বত্বদুঃখ বোধ না করা।
- ১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্তত্ব—ইষ্ট বা অনিষ্টপ্রাপ্তি ঘটিলে  
কি সমচিত্ত থাকা।
- ১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি—স্পষ্ট।
- ১৭। বিবিদ্ধদেশসেবিত্ব—উপদ্রবশূন্য পবিত্র নির্জ্ঞান স্থানপ্রিয়তা।
- ১৮। জনসঙ্গে অরতি—মূর্খ সাধারণ লোকসঙ্গে অপীতি।
- ১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব—আত্মা ও দেহ প্রভৃতির জ্ঞানের নিত্য  
সমন।
- ২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—পূর্বোক্ত গুণগুলি ইহাতে উৎপন্ন তত্ত্ব-  
জ্ঞানের প্রয়োজন—মোক্ষ, ইহা আলোচনা করা।

উক্ত গুণানুসারে তুলনার ফল।

এক্ষেণে উক্ত গুণগুলিকে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ-  
মিকর উপযোগী গুণ বলিতে পারি এবং পূর্বপ্রস্তাবানুসারে এখন  
সর্বোচ্চ এই বিংশতি সংখ্যক গুণের কোন্ গুণটি কোন্ আচার্য্যে  
অধিক ছিল।

১। অমানিত্ব। এই গুণটি বিচার করিবার জন্য আমরা অশ্ব-  
মে ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা (৭২৬ পৃঃ) ১০ জয়চিহ্নস্থাপন (৬৬১  
পৃঃ) ৫৮ বিনয় (৭৪৩ পৃঃ) ৮৭ স্বদলভুক্ত করিবার  
৩৭ ঐদাসীত্ব (৭১৭ পৃঃ) ৫৭ লোকপ্রিয়তা (৭৪২ পৃঃ)  
৭৫৭ পৃঃ) বিষয় গুলি স্মরণ করিতে পারি। ইহা উভয়  
আচার্য্যে তুল্য নহে মনে হয়।

২। অদম্বিত্ব—এ সম্বন্ধে আমরা কাহারও জীবনীতে কোন  
ঘটনা পাই নাই। আমরা যাহা উপরি উক্ত “অমানিত্ব”

মধ্যে বিচার করিয়াছি, তাহাই ইহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত হইতে পারে। তাহা হইলেও দস্ত কোন আচার্য্যেই ছিল না বোধ হয়।

৩। অহিংসা—এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত কাহারও জীবনীতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না। তবে রামানুজ জীবনে একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে, ইহা—পূজারী প্রদত্ত বিষন্নপরীক্ষার্থ কুকুরকে উহার কিয়দংশ দান। কুকুরটি অন্ন খাইবামাত্র মরিয়া যায়। ইহা কিঞ্চিৎ হিংসা হইল বৈ কি।

৪। ক্ষান্তি—ইহা ৩৯ সংখ্যক প্রবন্ধে (৭১৮ পৃঃ) আলোচিত।

৫। আর্জ্জব—অর্থাৎ সরলতা। এতৎশীর্ষক আমাদের কোন প্রবন্ধ নাই। তবে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্তের জন্ম ৩৪ সংখ্যক উদারতা (৭১১ পৃঃ) ৪০ শৃণগ্রাহিতা (৭২০ পৃঃ) ৪৫ নিরভিমানিতা (৭২৬ পৃঃ) ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি (৭৩০ পৃঃ) ও ৫৫ ভাবের আবেগ (৭৪০ পৃঃ) এবং প্রতিকূল দৃষ্টান্তের জন্ম ৮৪ বিষাদ (৭৮০ পৃঃ) ও ৭০ চতুরতা (৭৬৭ পৃঃ) প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে।

৬। আচার্য্যোপাসন—এজন্ম ৪১ গুরুভক্তি (৭২১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

৭। শৌচ—ইহার দৃষ্টান্ত ৮৩ বিদেষ বুদ্ধি (৭৭৬ পৃঃ) ও ৬২ দিগ্-চরিত্রে দৃষ্টির অন্তর্গত (৭৪৮ পৃঃ) করিয়াছি। অর্থাৎ শঙ্করের পক্ষে (১) কাশীতে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরদর্শনপ্রসঙ্গ, (২) অন্নপূর্ণাদর্শনপ্রসঙ্গ, ইত্যাদি; আর রামানুজের পক্ষে (১) হেমাস্থার অলঙ্কার চুরির প্রসঙ্গ, (২) চণ্ডাল-রমণী-সাক্ষাৎপ্রসঙ্গ এবং (৩) চৈলাঞ্চলাস্থার অন্নগ্রহণপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৮। শৈথল্য—ইহা ৬৫ সংখ্যক প্রবন্ধে (৭৫২ পৃঃ) বিচারিত। ইহার মধ্যেও তারতম্য, বোধ হয়, করা যায়।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—ইহা আমাদের কোন বিচারিত বিষয় নহে। ৪৪ সংখ্যক ধ্যানপরায়ণতার (৭২৫ পৃঃ) মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ইহার তারতম্য, বোধ হয়, আচার্য্যদ্বয়মধ্যে করিবার উপকরণ কিছু নাই।



# আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা। ৮৬৩

১১। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—এতদর্থে আমাদের বিচারিত ৪২ ত্যাগ-  
 (১২৩ পৃঃ) ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ( ১২৫ পৃঃ ) ও ৩৭ ঔদাসীক্য  
 (১১৭ পৃঃ) বিষয়মধ্যে অনুকূল, এবং ৭৯ প্রাণভয় (১১০ পৃঃ) ৭২ আসক্তি  
 (১১৭ পৃঃ) মধ্যে প্রতিকূল, এই উভয়বিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আর  
 ইহা মধ্যে তারতম্য করা বোধ হয় যায়।

১২। অনহঙ্কার—এজ্ঞ ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা ( ১২৬ পৃঃ ),  
 ৪৬ অভিমান (১৫৭ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

১৩। জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিছঃখদোষানুদর্শন—এটীও আমাদের অনা-  
 দিত বিষয়; কারণ, ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাই নাই। তবে  
 এতাবতী যে, উভয় আচার্য্যেই ছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনী-  
 হইতে উপলব্ধি হয়। তবে সম্ভবতঃ ২৬ সংখ্যক সন্ন্যাসের মধ্যে (৬৯০-  
 ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শঙ্করের মোহ-  
 প্রভৃতি দেখিলে তাঁহার উপদেশের মধ্যে এই বিষয়ে দৃষ্টি যেন  
 দৃষ্টান্ত বোধ হয়।

১৪। অসক্তি—এতদর্থে ৭২ সংখ্যক আসক্তি প্রবন্ধ এবং ৩৭ ঔদা-  
 (১১৭ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। ইহাতেও উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে।

১৫। পূজদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ—এজ্ঞ দৃষ্টান্ত নিম্নরোজন।  
 ইহা বহন সন্ন্যাসী, তখন ইহার পরাকাষ্ঠা উভয়েই ছিল স্বীকার্য্য।  
 উপরোক্ত অসক্তির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়।

১৬। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিন্তিতা—এতদর্থে আমরা ৩ উপাধি  
 (১১৭ পৃঃ) ১৭ পূজালাভ ( ৬৭৬ পৃঃ ) ৪২ ত্যাগশীলতা ( ১২৩ পৃঃ ) ৫৯  
 সন্ন্যাসন ( ১৪৪ পৃঃ ) ৭৯ প্রাণভয় ( ১১০ পৃঃ ) ৮১ মিথ্যাচরণ  
 (১১৭ পৃঃ) ৬৭ অহুতাপ ( ১৫৫ পৃঃ ) ৭৪ ক্রোধ ( ১৬৩ পৃঃ ) ৮২  
 (১১৬ পৃঃ) ৮৪ বিষাদ ( ১৮০ পৃঃ ) প্রভৃতি বিষয় হইতে

৮৬৪

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

প্রচুর দৃষ্টান্ত পাইতে পারি। ইহাতেও উভয় আচার্য্যমধ্যে তারতম্য করা চলে।

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি—এতদর্থে ৫২ ভগবদ্ভক্তি (৭৩৮ পৃঃ) ৪৩ দেবতার প্রতি সম্মান (৭২৪ পৃঃ) ৭৭ নির্বুদ্ধিতা (৭৬৮ পৃঃ) ৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান (৭৩৮ পৃঃ) ১৫ দেবতা-প্রতিষ্ঠা (৬৭০ পৃঃ) ৫৫ ভাবের আবেগ (৭৪০ পৃঃ) ৩১ অলৌকিক জ্ঞান (৭০১ পৃঃ) প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচার্য্য। এ বিষয়েও তারতম্য করা চলে।

১৭। বিবিধদেশসেবিত্ব—এ বিষয়টিও আমরা আলোচনা করি নাই। তবে এজ্ঞ শঙ্করের (১) ভাষ্য-রচনার্থ বদরিকাশ্রম-বাস, (২) কর্ণাট-উজ্জয়িনী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সমাধিতে অবস্থিতির জন্য শিষ্যগণকে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে। রামানুজের এ বিষয়ের কোনরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তথাপি ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) ও ১২ ভাবরচনা (৬৮০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। যাহা হউক এ বিষয়েও তারতম্য করা চলে।

১৮। জনসঙ্গে অরতি।—ইহাও আমাদের অবিচারিত বিষয়। ইহার দৃষ্টান্তনিমিত্ত পুনরায় ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) অনুসন্ধান।

১৯। অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্ব—এতদর্থে ২৭ সাধনমার্গ (৬৯৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। ইহাতে প্রকারভেদমাত্র সিদ্ধ হয়, তারতম্য করা চলে না।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—এজ্ঞ ৩০ অনুসন্ধিৎসা (৭০০ পৃঃ) ২৬ সাধনমার্গ (৬৯৫ পৃঃ) ২৬ সম্মাস (৬৯০ পৃঃ) ৫ গুরুসম্প্রদায় (৬৩৬ পৃঃ) ১০ জ্ঞানিক উদ্বোধনের আশা (৭১৬ পৃঃ) ৪২ ত্যাগশীলতা (৭২৩ পৃঃ) ১০ জ্ঞানিক স্থাপন (৬৬১ পৃঃ) প্রভৃতি অন্বেষণীয়। এখন সুধীপাঠকবর্গ বিবেচনা করুন বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কোন্ আচার্য্য কিরূপ উপকৃত।



নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

কিন্তু এতদ্বারাও আমরা যে আকাজক্ষারূপ উভয়কেই বুঝিতে পারিব, তাহা ভাবা উচিত নহে। কারণ, আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ আদর্শের সহিত তুলনা করিয়াছি, তাঁহারা যে বিষয়ে পরস্পর ঝগড়াইয়া পড়িয়াছেন, সেই বিষয়ের আদর্শের সহিত তাঁহাদিগকে তুলনা করা হয় নাই। ইহা যতক্ষণ না করিতে পারা যাইবে, ততক্ষণ ইহাদের তুলনা-কার্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এক্ষণে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের নিজ নিজ ভাবের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া ইহাদিগকে সেই আদর্শের সহিত একবার তুলনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি—আচার্য্যদ্বয়ের প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে, আচার্য্য শঙ্কর একাধারে জ্ঞানী ভক্ত ও যোগী এবং আচার্য্য রামানুজ একাধারে ভক্ত জ্ঞানী ও যোগী। তন্মধ্যে আবার বিশেষ এই যে, আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞান ও ভক্তির উপায় এবং তন্মধ্যে তাঁহার ভক্তি আবার জ্ঞানের উপায়, অর্থাৎ যোগের তুলনায় ভক্তি—লক্ষ্য, এবং তুলনায় জ্ঞানই লক্ষ্য। কিন্তু রামানুজের জ্ঞান লক্ষ্য নহে, ইহা ভক্তির উপায়, সুতরাং ভক্তিই তাঁহার লক্ষ্য। এতদনুসারে আমরা দেখা যাইতেছে—শঙ্কর জ্ঞানী এবং রামানুজ ভক্ত।

এইরূপ বলিলেই যথার্থ কথা বলা হইল না। কারণ, রামানুজ ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। স্বল্প বিচার দেখা যায়, রামানুজের ভক্তি ও শঙ্করের জ্ঞান, অনেকটা শঙ্করের মতে জ্ঞান হইলে আর জীবনাবধি কিছুই থাকে না,

রামানুজের মতে কিন্তু তখনও জীবভাব থাকে । শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, রামানুজ বলেন—না, তাহা হয় না; জ্ঞানেও ভুল হয়, তাহাও তিরোহিত হয় । এজ্ঞাত ঐ জ্ঞানের ধ্যান বা ধ্রুব-স্মৃতি প্রয়োজন, আর এই ধ্রুব-স্মৃতি বা ধ্যান হইতে ভক্তির আয়ত্ত ভক্তি, ঠিক ধ্রুব-স্মৃতি নহে । ইহা তাঁহার ভাবায় ধ্রুব-অনুস্মৃতি, এই ইহা উপাসনা-জাতীয় পদার্থ । অবশ্য উক্ত উপাসনাত্মক ভক্তির চিত্র যদিও ভগবৎ-সেবারূপ ক্রিয়া রহিল, তথাপি তাহা জ্ঞানের নীতি অতিক্রম করিল না ।

আমাদের বোধ হয়—উভয়ের কথাই সত্য । কারণ, সাধারণ লোকের ভুল হয় সত্য ; কিন্তু সমাধিমানের ভুল হয় না । সমাধিমান জীবনেও আমরা নিত্য দেখিতে পাই, বাহারা নানা কার্যে ব্যস্ত, এক এক বিষয়ে গাঢ়ভাবে চিন্তা নিবিষ্ট করিতে পারে না, তাহাদের চিন্তা যথেষ্ট হয় ; আর বাহারা যখন যে বিষয় গ্রহণ করেন, তাহাতেই তাহারা গাঢ়ভাবে চিন্তা নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভুল হয় না । বস্তুতঃ শঙ্কর, যোগী এবং সমাধি-সিদ্ধ ছিলেন বহুই তাহাদের চিন্তা যতদূর স্থির হইতে পারে, তাহা তাঁহার হইত ; কিন্তু রামানুজ সেরূপ যোগী ছিলেন না । তজ্জন্ত পরম্পরের একরূপ মতভেদ মতভেদ নহে ; ইহা, মনে হয়, অবস্থার ভেদ মাত্র । শঙ্কর যদি সমাধিমান দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহা রামানুজের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিত ; এবং রামানুজ যদি যোগসিদ্ধ দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাও শঙ্করের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিতে পারিত । বাস্তবিক রামানুজ নিজ জীবন মধ্যে শঙ্করের প্রতিবাদ করিতে বাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদিও মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সব হইয়া যায়, তবে লোকে এত



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৬৭

নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা। বস্তুতঃ, এ কথা  
 কেন শোকহুঃখে মুহূনান হয়; ইত্যাদি। অতিক্রম করিয়া  
 নোকে পক্ষে সত্য, কিন্তু, একাগ্র অবস্থা অতিক্রম করিয়া  
 অবস্থায় অবস্থিতিগম ব্যক্তির পক্ষে সত্য বলিয়া বোধ হয় না।  
 চিত্ত-নিরোধ-নিপুণ ব্যক্তি, যে ভাবে আদর্শ করিয়া চিত্ত-নিরোধ  
 তাহার সে ভাব ভাদ্রাইতে কেহই সমর্থ নহে। যাহা হউক,  
 উভয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে একমত বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করও  
 তাহার জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হউক, রামানুজও বলেন না যে,  
 জ্ঞান তিরোহিত হউক। এজন্য শঙ্করের জ্ঞান ও রামানুজের  
 প্রকৃত প্রস্তাবে একরূপ লক্ষণান্ত। শঙ্করের অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের  
 রামানুজের মতে তাহা “ভক্তি” এইমাত্র বিশেষ।  
 জ্ঞানী শঙ্করের জ্ঞানে ও ভক্ত রামানুজের ভক্তিতে এতদ্ভিন্ন  
 নৈক্য নাই? তবে কি এই দুই মহাত্মা ঠিক একই মতাবলম্বী?  
 তাহাই হয়, তাহা হইলে এ তুলনার জন্য এত প্রয়াস কেন?  
 মধ্য যথেষ্ট ভেদ আছে। এ ভেদ তাহাদের জীবব্রহ্মের  
 ইহা তাহাদের জ্ঞান এবং ভক্তির “বিষয়” লইয়া  
 জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু, রামানুজের মতে কিন্তু  
 এজন্য শঙ্করের জ্ঞানে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নভাব লক্ষ্য,  
 ভক্তিতে জীব, অঙ্গের মত “অঙ্গী”রূপী ব্রহ্মের অনু-  
 বর্তন; জীব কখন ব্রহ্মে নিশিয়া যায় না। আবার রামা-  
 নুজের যেমন সেব্যসেবকভাব বিদ্যমান, শঙ্করের ভক্তিতে  
 তাহার ভক্তি, ভগবানের মায়িক অবস্থার ভাব, স্মরণঃ  
 তাহারও নাশ ঘটবে; রামানুজের কিন্তু তাহা  
 রামানুজের মায়ার নাশ নাই, ইহা তাহার মতে ভগবানের

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

শঙ্করমতে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধনির্ণয় ।

অবশ্য শঙ্করের “বোধসার” নামক গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিযোগাধারে একটুকু  
শ্লোক দেখা যায়, তাহা উভয়ের ভক্তিভাবের মধ্যে ঐক্য প্রমাণ করে। যথা—

মুক্তি মুখ্যকলঃ জ্ঞশ্চ ভক্তিস্তৎসাধনন্ততঃ ।

তজ্জ্ঞশ্চ ভক্তির্মুখ্যাশ্চান্মুক্তিঃ শ্রাদানুযদ্বিকী ॥ ২১ ॥

অর্থাৎ জ্ঞানীর মুখ্যকল মুক্তি, ভক্তি তাহার সাধন এবং তজ্জ্ঞান  
মুখ্যকল ভক্তি, মুক্তি তাহার অনুযদ্বিকী ।

কিন্তু তৎপরেই যে সকল শ্লোকাবলী আছে, তদ্বারা আর উক্ত  
মতের ঐক্যসম্ভবে না ।

শঙ্করের আদর্শানুসারে শঙ্করের অবস্থাননির্ণয় ।

যাহা হউক এখন দেখা যাউক (১) শঙ্করের মিশিয়া যাওয়া তত্ত্ব  
সীমা কত দূর, (২) তজ্জ্ঞান তিনি কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন  
(৩) নিজেই বা তাহার কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং (৪) তিনি  
তাঁহার আদর্শের কত দূর নিকটবর্তী হইয়াছিলেন ।

(১) প্রথমতঃ, মিশিয়া যাওয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যত  
অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে—

প্রথম—মিশিয়া যায়, কিন্তু নিজাকৃতি বা নামরূপ থাকে ।

দ্বিতীয়—মিশিয়া নামরূপ ও নিজাকৃতি প্রভৃতি কারণরূপে

‘হেতু’ উপস্থিত হইলেই আবির্ভূত হইতে বাধ্য ।

তৃতীয়—মিশিয়া কার্য্য-কারণ উভয় অবস্থায় নামরূপ

ব্যবতীয় উপাধি ত্যাগ করে । এ সময় মিশা ও না-মিশা কিছুই  
আলোচনার যোগ্য নহে । এ অবস্থায় আর পুনরাবৃত্তি হয় না ।

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এই ভাবটাকেই ভক্তি নামে  
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে—



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৬৯

এক অবস্থায় ভক্তের ভাব হয়—আমি তোমার ।  
 দ্বিতীয় অবস্থায়,—তুমি আমার এবং  
 কঠোর অবস্থায়—তুমি আমি অভিন্ন এক । এজন্য ভগবদ্গীতা  
 দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

দ্বিতীয় জ্ঞান। গেল, মিশিয়া যাওয়ার আদর্শ বা শেষ সীমাই ঐ  
 অবস্থা । এ অবস্থায় নামরূপ থাকে কি থাকে না, কিছুই বলা যায়  
 না । উপনিষদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় ; যথা—  
 যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।  
 এবং মূর্নেক্সিজানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ কঠ উপনিষৎ ;

২ অঃ ১ ব্রহ্মী ১৫ মন্ত্র ।

এই বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ  
 আত্মা ( পরমাত্মায় মিশিয়া একতা প্রাপ্ত ) হয় । সুতরাং দেখা  
 যাইবে মিশিয়া যাওয়ার অর্থ জীব ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদভাব ।

শঙ্করের আদর্শলাভে তাঁহার নির্দিষ্ট উপায় ।

এখন দেখা বাউক আচার্য্য শঙ্কর এই ভাবলাভের জন্য কিরূপ  
 ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন । এই বিষয়টি চিন্তা করিলে দেখা যায়,  
 তিনি—

প্রথম—জ্ঞানযোগ;

দ্বিতীয়—রাজযোগ এবং

তৃতীয়—হটযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

এই রাজযোগ সাধন সম্বন্ধে তৎকৃত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থখানিই  
 বর্ণনা করা যাইতে পারে । কারণ, সাধন সম্বন্ধে এ গ্রন্থখানির  
 বর্ণনা প্রায় আচার্য্যের আর নাই । আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসিগণের  
 উপযোগিতার কথা যত শুনা যায়, এত অল্প : গ্রন্থ সম্বন্ধে

শুনা যায় না। শঙ্করাচার্যাবতার শ্রীমন্তারতী তীর্থ মুনীশ্বর এই গ্রন্থের  
এক অপূর্ব টীকা রচনা করিয়াছেন।

শঙ্করোক্ত যোগে অধিকারী হইবার সাধন।

এই গ্রন্থানুসারে দেখা যায় আচার্যসম্মত জ্ঞানযোগ ও ইষ্টযোগ  
সাধনের সর্বসাধারণ সাধন চারিটি মাত্র। যথা—

- (১) আশ্রমবিহিত কর্ম—
- (২) প্রায়শ্চিত্ত।
- (৩) হরিতোষণ এবং
- (৪) সর্বভূতে দয়া।

ইহাদের মধ্যে প্রথম আশ্রম বিহিত কর্ম বলিতে বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন  
কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহ  
বুঝায়। কাম্য-কর্ম বলিতে স্বর্গাদি সুখ-সাধন কর্ম, এবং নিষিদ্ধ  
বলিতে নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কর্ম বুঝায়।  
তদ্রূপ নিত্যকর্ম শব্দে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নৈমিত্তিক কর্ম বলিতে  
পুত্রাদি জন্ম-কাল-রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে কর্তব্য কর্ম সকল বুঝায়।  
দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দ্বারা পাপক্ষয় হয়; যথা—দান, তীর্থ  
ও চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি।

তৃতীয়—হরিতোষণ। বলিতে ভক্তিযোগ বা সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়  
চিন্তার একাগ্রতাসাধক উপাসনাদিরূপ কর্মাদি বুঝায়।

চতুর্থ—সর্বভূতে দয়া। ইহার অর্থ প্রাণীহিংসা এবং প্রাণিহিংসা  
বর্জন ও পরোপকার ইত্যাদি কর্ম বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানযোগের প্রথম বিশেষ সাধন।

শঙ্করোক্ত যোগের উক্ত সাধারণ চারিটি গুণ উপার্জনের  
জ্ঞানযোগের বিশেষ সাধন চারিটি অন্তর্গত। সেই সাধন চারিটি, যথা—



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৭১

- ১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ।
- ২। ইহামুক্তফলভোগবিরাগ ।
- ৩। শমদমাদি ছয়টি সম্পত্তি ।
- ৪। মুমুক্শুত্ব ।

প্রথম সাধন—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ।

জ্ঞানযোগের প্রথম সাধন “নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক” । ইহার সাধকে আত্মস্বরূপই নিত্য এবং এই সমুদয় দৃশ্য পদার্থ অনিত্য এই প্রকার জ্ঞান অভ্যাস করিতে হয় । যখনই যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে সেই সেই বিষয়টি নিত্য কি অনিত্য এই চিন্তার অভ্যাস করাই এই সাধনের লক্ষ্য ।

দ্বিতীয় সাধন—ইহামুক্তফলভোগবিরাগ ।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের অভ্যাস হইলে “ইহা-মুক্ত-ফল-ভোগবিরাগ” সাধন হয় । ইহার ফলে সাধক ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয়ত্রই সকল বিষয়ের ভোগের প্রতি কাক-বিষ্ঠা-সম তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন । সাধকের চরম ভাব এই অবস্থায় উদয় হয় ।

তৃতীয় সাধন—শমদমাদি ছয়টি সম্পত্তি ।

সাধকের হৃদয়ে উক্ত প্রকার নির্মল বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে “শম-দম” ছয়টি সাধন প্রয়োজন হয় । ইহাদের মধ্যে “শম”-সাধন কালে অন্তরীন্দ্রিয় দমন করিতে থাকেন অর্থাৎ সর্বদা বাসনা-ত্যাগ করিতে থাকেন ।

দ্বিতীয় “দম” সাধনকালে তিনি অন্তঃকরণের যাবতীয় বাহ্যবৃত্তিকে দমন করিতে যত্নবান্ হন । অর্থাৎ বহিরীন্দ্রিয় দমন করেন ।

তৃতীয় সাধন শেষ হইলে তৃতীয় “উপরতি” সাধন করা প্রয়োজন । এ সাধক, বিষয়-সম্বন্ধিকর্ষসত্ত্বেও তাহা হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে

উপরত করিয়া রাখিতে অর্থাৎ উঠাইয়া লইতে অভ্যাস করেন। স্বয়ং  
সদীত কর্ণগোচর হইলেও তাঁহার অনুভূতি হইবে না—এই প্রকার চেষ্টাও  
এই উপরতির লক্ষ্য। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার সন্ন্যাস বলিলেই হয়।

ইহার পর সাধক, চতুর্থ “তিতিক্ষা” অভ্যাস করিবেন। এ সময়  
সাধকের শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বेष প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমুদায় উদ্বেগশূন্য হইয়া  
সহ্য করিতে অভ্যাস করিবার কথা।

তিতিক্ষা অভ্যাস হইলে পঞ্চম “শ্রদ্ধা” অভ্যাস প্রয়োজন। এ সময়  
সাধককে বেদ ও আচার্য্যবাক্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হয়। কারণ,  
বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকার  
করিতে পারিবে না। যেহেতু সন্দেহ আসিলেই পতন অবশ্যস্বাভাবী  
এবং চিন্তের একাগ্রতাও নষ্ট হইবে।

ইহার পর ষষ্ঠ সাধন “সমাধানে” সাধককে যত্নবান হইতে হইবে।  
ইহাতে সাধক “সং”স্বরূপ অর্থাৎ “অস্তিত্ব মাত্র” ব্রহ্মের ভাবে চিন্তক  
নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন। সম্ভারুপী ব্রহ্মে চিন্তা যতই নিবিষ্ট  
হইতে থাকিবে, ততই সাধকের মধ্যে ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিবার  
ইচ্ছা পরিস্ফুট হইতে থাকিবে।

চতুর্থ সাধন—মুমুক্শুত্ব ।

কিন্তু এই জানিবার ইচ্ছা হইলেও বিপথগমনের সম্ভাবনা থাকে।  
কারণ, এ অবস্থাতেও সাধক, জীবনের সাধারণ বিষয়ের যত ব্রহ্মকে  
জানিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু ঘট পটাতির ত্রায় ব্রহ্মকে জানিবার  
এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হয়,—অনন্ত সংসারাবর্ত্ত নিবৃত্ত হয় না—  
ব্রহ্মকেও পূর্ণ-রূপে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য এই অবস্থায়  
সাধককে “মুমুক্শুত্ব” অভ্যাস করিতে বলা হয়। ইহার অর্থ—মুক্তির  
জন্ম ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানিবার জন্ম ইচ্ছা। যেহেতু



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৭৩

ইহু ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মই মুক্তিস্বরূপ। কলতঃ সাধকের যখন এইরূপ  
মনবত্তী হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মবিচার করিবেন, তখনই তিনি  
জ্ঞানযোগে বিশেষ অধিকারী হইবেন।

জ্ঞানযোগে ব্রহ্মবিচারের ক্রম। শ্রবণ পরিচয়।

যখন এই জ্ঞানযোগের বা ব্রহ্মবিচারের ক্রম—শ্রবণ, মনন,  
নির্যাস। শ্রবণ অর্থ—শাস্ত্রের তাৎপর্য-নির্ণায়ক ছয় প্রকার উপায়-  
অধিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্যাবধারণ। ঐ ছয়  
উপায় যথা,—১। উপক্রম-উপসংহার ২। অভ্যাস ৩। অপূর্বতা  
কল ৪। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি।

তাৎপর্যনির্ণায়ক ছয় প্রকার লিঙ্গপরিচয়।

শাস্ত্রের বাহা প্রতিপাত্ত, তাহা মানব স্বভাব-বশেই সেই শাস্ত্রের  
মারস্তে এবং শেষে বলিয়া থাকে। এজন্ত উপক্রম ও উপসংহার  
নিদিষ্ট বলা হয়। কেবল তাহাই নহে, গ্রন্থকার গ্রন্থ-মধ্যে  
(২) অভ্যাস অর্থাৎ পুনরুক্তি করেন, তাহার (৩) অপূর্বতা  
নূতনত্ব-ঘোষণা, তাহার (৪) কল-বর্ণনা; অর্থাৎ প্রয়োজন  
তাহার (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ প্রতিকূলের নিন্দা এবং অনুকূলের  
প্রশংসা এবং পরিশেষে (৬) তাহার উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শন  
পাঠ্য করেন। ইহা গ্রন্থকারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। এজন্ত এই  
বাহ্য সাধারণ তত্ত্ব, তাহাই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য হয়।  
অর্থ, এই প্রকারে নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে তাহা “শ্রবণ”  
হিতিহিত হয়।

মনন পরিচয়।

মনন অর্থ এই প্রকারে আবিষ্কার করিয়া স্বয়ং যুক্তির দ্বারা তাহাকে  
স্বীকৃত হইতে হয়। এইরূপ করিলে সেই সিদ্ধান্ত ক্রমে নিজেরই

সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয় । তখন আর তাহা শিক্ষিত বিষয়ের জ্ঞান মনে হয় না, তখন তাহাতে সংশয় ও ভ্রমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হয় ।

নিদিধ্যাসন পরিচয় ।

ইহার পর নির্ণীত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম-বস্তুতে যখন অবিচ্ছিন্ন ও অবিরোধী জ্ঞান-প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন সাধকের নিদিধ্যাসন অভ্যাস হইতে থাকে । এই ভাবে নিদিধ্যাসন চলিতে থাকিলে ক্রমে সমাধি উপস্থিত হয় । চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া বিলীন হইয়া যায় সমাধি উপস্থিত হয় ।

সমাধির বিদ্ব—লয়, বিক্ষেপ, কবায় ও রসাস্বাদ ।

কিন্তু এই সমাধিকালেও কখন কখন বিদ্ব আসিয়া দেখা দেয় । এই বিশ্বের সংখ্যা চারিটি যথা ( ১ ) লয় ( ২ ) বিক্ষেপ ( ৩ ) কবায় এবং ( ৪ ) রসাস্বাদ ।

সমাধিকালে যখন অনন্ত ব্রহ্ম-বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবের নাম “লয়” নামক বিদ্ব । এ সময় চিত্তকে নানাবিধ উপায়ে উৎসাহ দিতে হয় এবং সংসদ, ভগবৎ-শরণাগতি অথবা গুরু-পদাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি দৃঢ়তা প্রয়োজন ।

তাহার পর, সমাধির দ্বিতীয় বিদ্ব “বিক্ষেপ ।” এ সময় চিত্ত অন্ত-নিষ্ট হয় । ইহা নিবারণ-জন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন অর্থাৎ ভগবৎকুপার প্রতি আশা রাখিতে হয় । ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তনিবিষ্ট করিতে হয় ।

তৃতীয় বিদ্ব “কবায়” । ইহা উপস্থিত হইলে সাধকের ক্রমে নানাবিধ বাসনার সঞ্চার হয় এবং ইহা নিবারণ করিতে হইলে বাসনা উদ্দেশ্য বিচারদ্বারা বাসনার বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে ।

অতঃপর চতুর্থ বিদ্ব “রসাস্বাদ” । ইহার ফলে সাধক, সবিদ্যমান



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৭৫

স্বাধীন আনন্দে আত্মহার্য হয়। এজন্য এ সময় বিবেক ও প্রজ্ঞার সহায় লইতে হইবে। বস্তুতঃ কোন মতে এই চারিটি বিষয়, উক্ত চারিটি মূল সাধনের কোনরূপ ক্রটি থাকিলেই উদয় হয়। সুতরাং ইহাদের পুনরুত্থানই এই বিষয়-নিবারণের উপায়।

বিচারের ক্রম—অধ্যারোপ, অপবাদ ও মহাবাক্য বিবেক।

এইবার বিচার সম্বন্ধে আলোচ্য। আচার্য্যগণ ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) অধ্যারোপ (২) অপবাদ এবং (৩) মহাবাক্য-বিবেক।

(১) তন্মধ্যে “অধ্যারোপ” অর্থে, এক কথায়, ভ্রম-কালে কিরূপ প্রতীতি হয়, তাহা বুঝা। অর্থাৎ ব্রহ্মের উপর দেহাদি কতরূপ অনাত্ম-বস্তু কিরূপে আরোপিত হইয়াছে তাহার নির্ণয়। ইহার ফলে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়প্রভৃতি কিরূপ হইতেছে তাহা জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

(২) “অপবাদ” অর্থাৎ ভ্রমনাশ হইলে কিরূপ প্রতীতি হয়, তাহার উপলব্ধি করা। অর্থাৎ ব্রহ্মে আরোপিত দেহাদি যাবৎ অনাত্মবস্তুকে ধর হইতে পৃথক্ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বুঝায়।

(৩) মহাবাক্য বিবেকদ্বারা “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ “তুমি তাহা” প্রতীতি বেদের যাহা সার উপদেশ, তাহারই আলোচনা বুঝায়।

বস্তুতঃ এই তিনটি বিষয় অন্তর্ভাবে দেখিলে ইহা চারিটি “বিচারের দিগে” পরিণত হয়। সে বিষয় চারিটি যথা—

(১) আমি কে

(২) কোথা হইতে এই জগৎ ও দেহাদির জন্ম,

(৩) কে কর্তা এবং

(৪) এই জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান কি?

কথা, এই জ্ঞান-যোগ বলিতে ব্রহ্ম-সুত্রানুসারে উপনিষৎ-

প্রতিপাত্ত ব্রহ্ম-বিচারই বুঝায় । অর্থাৎ আমি বলিতে সেই নিগূঢ় নির্বিশেষ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বুঝায় । আমাদের বত কিছু বোধ হইতেছে সকলই ভ্রম ।

যাহাউক ইহা নিতান্ত নির্মল-চিত্ত ও সুস্ববুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির অনুষ্টেয় । ইহার যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে আকার-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । কলতঃ ইহার যিনি অধিকারী, তাঁহার এবস্ত্রকার বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার কথা । এজন্ত জ্ঞানযোগ সর্বশ্রষ্ট অধিকারীর অনুষ্টেয় বলা হয় ।

রাজযোগ পরিচয় । পঞ্চদশ অঙ্গ ।

এই রাজযোগটী জ্ঞান-যোগ ও হটযোগের মধ্যস্থলে অবস্থিত । ইহার ফলে একেবারে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয় । এজন্ত ইহাকে নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বা ধ্যানযোগও বলা হয় ।

ইহার প্রথম অঙ্গ—“যম” । ইহার অর্থ—“সমস্তই ব্রহ্ম” ভাবিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ।

দ্বিতীয়—“নিয়ম” । ইহাতে আমি—অসঙ্গ, অবিক্রিয়, সর্বগত ব্রহ্ম এই প্রকার ধারণার প্রবাহ এবং ব্রহ্মভিন্ন বোধমাত্রের তিরস্কার অভ্যাস করিতে হয় ।

তৃতীয়,—“ত্যাগ” । ইহাতে বিশ্বচরাচর সমস্তই ব্রহ্মে নাম ও রূপ-সাহায্যে কল্পিত, এজন্ত আমার পাইবার যোগ্য আর কি থাকিতে পারে —এই প্রকার ভাবনা অভ্যাস করিতে হয় ।

চতুর্থ—“মৌন” । ইহাতে ব্রহ্ম-বাক্যমনের অগোচর—ইত্যাকার ধ্যান অভ্যাস বুঝায় ।

পঞ্চম—“দেশ” । এতদ্বারা ব্রহ্মের আদি মধ্য ও অন্ত কিছু নাই এবং তাঁহার দ্বারা এই সব সতত ব্যাপ্ত এই প্রকার ধ্যান বুঝায় ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৭৭

ষষ্ঠ—“কাল”। ইহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু যে কাল,

যথা ব্রহ্ম,—এই প্রকার চিন্তার অভ্যাস বুঝায়।

সপ্তম—“মূলবন্ধ”। ইহার অর্থ—ব্রহ্মকে সর্বভূত এবং অজ্ঞানের মূল আশ্রয়রূপে কারণরূপে চিন্তা করা বুঝায়।

অষ্টম—“দেহসাম্য”। অর্থাৎ বাহ্য স্বভাবতঃ বিষম পদার্থ, তাহাও ব্রহ্মতে লয় হয়,—এই ভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করা।

নবম—“দৃষ্-স্থিতি”। ইহার অর্থ ব্রহ্মকে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম যানরূপে ধ্যান করা বুঝায়।

একাদশ—“প্রাণ-সংযম”। “এতদ্বারা প্রপঞ্চ মিথ্যা,” এবং “এক ব্রহ্মই আছেন,” এই রূপ ধ্যান ও তজ্জন্য বিষয়াদির উপেক্ষা বুঝায়।

দ্বাদশ—“প্রত্যাহার”। ইহাতে বিষয়সমূহে আত্মদৃষ্টি করিয়া চিন্মাত্র-রূপে ভূবিয়া যাওয়া বুঝায়।

ত্রয়োদশ—“ধারণা”। অর্থাৎ যেখানেই মন গমন করিবে, সেইখানেই ব্রহ্ম দর্শন করা বুঝায়।

চতুর্দশ—“ধ্যান”। এতদ্বারা ব্রহ্মই আছেন—এই প্রকার ঐকান্তিক তীব্রতঃ নিরালম্বনভাবে স্থিতি বুঝায়।

পঞ্চদশ—“সমাধি”। ইহার অর্থ—অন্তঃকরণকে নির্বিকার ও ব্রহ্মাকার করিয়া সম্যকরূপে বৃত্তি-বিস্মরণ।

রাজ-যোগে বিদ্ব আটটি।

তাহার পর এই যোগের বিদ্ব, পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের বিদ্বের ত্রায়  
নয়, পরন্তু ইহা সংখ্যায় আটটি, যথা ;—১। অনুসন্ধান-রাহিত্য,  
২। আলম্ব্য। ৩। ভোগলালসা, ৪। লয়, ৫। তম, ৬। বিক্ষেপ,  
৭। রসাদাদ, এবং ৮। শূন্যতা। এই সকল বিদ্ব কি করিয়া নিবারণ  
করিত হইবে তাহা গুরুদেবের উপদেশমাপেক্ষ। গ্রন্থমধ্যে ইহার

যে ইন্দ্রিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এক কথায় ব্রহ্মবৃত্তির অভ্যাস ।

যাহা হউক এই যোগ সাঁহার। সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতে অনর্থ, তাঁহার। আচার্য্যের মতে ইহার সহিত পাতঞ্জলোক্ত হটযোগের অভ্যাস করিবেন । পাতঞ্জলের এই হটযোগ বলিতে পাতঞ্জলোক্ত ব্যুত্থিত-চিত্তোপযোগী যোগ বুঝায় । পাতঞ্জলির যাহা সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগ, তাহা আচার্য্য পূর্ণতঃ গ্রহণ করেন নাই । মনে হয়—আচার্য্য ইহারই পরিবর্তে উক্ত রাজযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন । পরন্তু পাতঞ্জলের ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী হটযোগ যে গ্রাহ্য, তাহা ভারতী তীর্থের টীকায় স্থলে স্থলে বেশ অভিযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে আচার্য্য, পাতঞ্জলের সাধন-পদ্ধতি গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তথায় উক্ত দ্বিবিধ যোগের কোন্ প্রকার গ্রাহ্য, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই । যাহা হউক পাতঞ্জলোক্ত যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

পাতঞ্জলোক্ত যোগের পরিচয় ।

পাতঞ্জলের যোগ বা সাধনপ্রণালী দ্বিবিধ, যথা ;—প্রথম সমাহিত চিত্তোপযোগী এবং দ্বিতীয়—ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী । ( সাধনপাদের ভাষ্যোপক্রম দ্রষ্টব্য ) । তন্মধ্যে সমাহিত চিত্তোপযোগী যোগ—‘উপায়’ ( ১১২, ১২৩ সূত্রে ) ও ‘বিল্ল-বিনাশোপায়’ভেদে ( ১৩০ সূত্রে দ্রষ্টব্য ) আবার দ্বিবিধ ।

তাহার পর উক্ত উপায়কে আমরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, যথা প্রথম “অভ্যাস ও বৈরাগ্য”-মার্গ ( ১১২ সূত্র ) এবং দ্বিতীয় “ঈশ্বরপ্রণিধান” ( ১২৩ সূত্র ) বা ভক্তি-যোগ-মার্গ ।

এই “অভ্যাস ও বৈরাগ্য”-মার্গটিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা চলে ; যথা—এক পথে ইহা শ্রদ্ধা বীৰ্য্য স্মৃতি-ক্রমে সমাধি, প্রজ্ঞা ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত করায় ( ১২০ সূত্র ) এবং দ্বিতীয় মার্গের সাহায্যে



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৭৯

বিষয়ের মূল—পর-বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বারা একেবারে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি  
হইতে (১।১৮ সূত্র)।

এখন প্রথম পথের শ্রদ্ধাদি শব্দের অর্থ কি—দেখা বাউক। শ্রদ্ধা  
যে যোগবিষয়ে চিত্তের প্রসন্নতা। বীৰ্য্য অর্থে উৎসাহ। স্মৃতি  
যে চিত্তের অব্যাকুল ভাব। সমাধি পদে একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞা  
যে ব্রহ্মপ-সাক্ষাৎকার বুঝায়।

দ্বিতীয় পথে, দেখা গিয়াছে, পতঞ্জলিদেব পর-বৈরাগ্য অভ্যাস  
দ্বারা বলিয়াছেন। এই পর-বৈরাগ্য, চারি প্রকার বৈরাগ্য  
হইতে প্রাপ্ত।

সূক্ষ্ম বৈরাগ্যের প্রথম সোপান—বতনান; দ্বিতীয়—ব্যতি-  
সং; তৃতীয়—একেন্দ্রিয় এবং চতুর্থ—বশীকার (১।১৫ সূত্র)। এই  
বশীকার বৈরাগ্য জন্মিলে সাধক, ব্রহ্ম-লোকের স্থখ পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান  
করে এবং পর-বৈরাগ্য সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি অভ্যাস করিতে  
সক্ষম হইতে পারে অসম্প্রজ্ঞাত ও নিকর্ষীজ সমাধি লাভ করে।

ব্রহ্মপের দ্বিতীয় মার্গ যে ঈশ্বর-প্রণিধান (১।২৩ সূত্র) তাহাতে ঈশ্বর-  
প্রণিধান (১।২৪, ২৫ সূত্র) প্রণবার্থভাবনা (১।২৭ সূত্র) ও তাহার জপ  
(১।২৮ সূত্র) করিতে হয়। ইহাতেও সেই অসম্প্রজ্ঞাত ও নিকর্ষীজ সমাধি  
লাভ হইতে পারে (১।২৯ সূত্র)।

পাতঞ্জলোক্ত যোগপথে বিঘ্ন ও তন্নাশোপায়।

এখন এই উভয় পথেই অনেক বিঘ্ন আছে। কিন্তু যথারীতি  
নিবৃত্তি করিতে পারিলে বিঘ্নগুলি আর উপস্থিত হইতে পারে না।  
যে চিত্তের মল থাকিলে সে বিঘ্ন অনিবার্য হইয়া থাকে। তখন  
অজ্ঞান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তির্দর্শন, অলস-  
ত্ব, এবং অনবস্থিতি (১।৩০ সূত্র), দুঃখ, দৌর্ধ্বনশ্চ, অঙ্গকম্পন,

শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ দেখা দেয় ( ১৩১ সূত্র ) ; এবং ইহাদের নিবারণের এত একত্বাভ্যাস ( ১৩২ ), পরের স্বথ-হুঃখ, পুণ্য-পাপের প্রতি যথাক্রমে গৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা ( ১৩৩ ), প্রাণসংযম ( ১৩৪ ), বিষয়বিশেষে চিত্ত-সংযম করিয়া দিব্যজ্ঞানদ্বারা যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা উৎপাদন ( ১৩৫ ), হৃৎপদ্মে চিত্তধারণ করিয়া শোক-নাশক জ্যোতিঃ-সাক্ষাৎকার ( ১৩৬ ), মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তধান ( ১৩৭ ), স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞানে মনোনিবেশ ( ১৩৮ ), এবং যথাভিমত-ধ্যান ( ১৩৯ ) ইত্যাদি অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন । এইরূপে সমাহিতঃ-চিত্তোপযোগী সাধক স্বীয় অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হন ।

সমাধিসাধনে বিঘ্ন ও তন্নাশোপায় ।

কিন্তু বাহ্যরা সমাধি-প্রবণ নহেন, তাঁহারা যম, নিয়ম, আসন প্রাণ-শ্বাস, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি-রূপ অষ্টবিধ উপায়দ্বারা নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন । এ পথের বিঘ্নগুলিকে “ক্লেশ” নামে অভিহিত করা হয় । ইহা পাঁচ প্রকার, যথা ;—অবিজ্ঞা, অধিত্যগ, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ ( ২১৩ ) । কিন্তু তপস্বী, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা এই ক্লেশগুলি ক্ষীণ হইয়া আইসে ( ২১২ ), এবং ধ্যানদ্বারা ইহাদের বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া যায় ( ২১১ ) । আর ইহাদের সমূলে নাশ করিতে হইলে সেই সূক্ষ্ম অভিনিবেশকে বেধের মধ্যে বেধকে রাগের মধ্যে, রাগকে অস্মিতার মধ্যে, এবং অস্মিতাকে অবিজ্ঞার মধ্যে লয় করিতে হয় ( ২১০ ) । তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বিনাশের জন্ত প্রতিপক্ষ-ভাবনা ( ২১৩ ) এবং অবিজ্ঞাবিনাশের জন্ত বিবেকজ্যোতি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ কি—ইত্যাকার জ্ঞান ( ২১৪ ) প্রয়োজন হয় ।



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৮১

অষ্টাদশ যোগ পরিচয় ।

“দ্ব” বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ বুঝায় ।  
 “দ্ব” শব্দে শৌচ, সন্তোষ, তপস্বী, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রণিধান  
 বুঝায় । যে ভাবে স্থির ও সুখে থাকা যায়, তাহাই “আসন” । “প্রাণা-  
 দ্ব” অর্থাৎ রেচক, পুরক ও কুম্ভকদ্বারা প্রাণসংযম । ইন্দ্রিয়ের বিষয়  
 হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা—“প্রত্যাহার” । কোন কিছুতে চিত্তকে  
 বশ করিয়া রাখাকে “ধারণা” বলে । “ধ্যান” বলিতে চিত্তকে  
 স্থান করা বুঝায় ; আর যখন কেবলমাত্র ধ্যেয়-বিষয় বিরাজমান  
 হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলা হয় । ইহাই আচার্য্যমতে বিভিন্নপথে  
 দ্বিপ্রকারের সাধন ।

শঙ্করসম্মত সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান ।

(৩) এখন দেখা যাউক—আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্যবস্থিত সাধন  
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি উত্তমাধিকারীর জন্ত যাহা  
 নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে মিলাইয়া দেখিলে চলিতে পারিত ;  
 যে ব্যবস্থাপন-কর্ত্তা, উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর  
 বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং প্রায়ই যে উত্তমাধি-  
 কারী হইবেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক ; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে  
 তিনি যে সকল সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অংশতঃ হটযোগ  
 অগ্রসর কল, তখন কেবল উত্তমাধিকারীর সাধনাদ্বিগুণি তুলনা না  
 সকলগুলি মিলাইয়া দেখাই ভাল ।

হটযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—এতৎসাধারণ সাধন ।

অগ্রসর হইতে হইলে আমাদের এক্ষণে একবার  
 উক্ত সাধন বিভাগের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য ।  
 দেখা যায়, শঙ্করের মতে যাহা সাধন, তাহার মধ্যে প্রথম—



বর্ণাশ্রমাচার, দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত, তৃতীয়—হরিতোষণ এবং চতুর্থ—সর্বভূতে দয়া, এই চারিটি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও হটযোগ—এই তিন প্রকার সাধনের মধ্যে সাধারণ সাধন । এই চারিটি অনুষ্ঠিত হইলে তবে তাহার উপদিষ্ট উক্ত ত্রিবিধ সাধনের কোন এক প্রকার সাধনে অধিকার হইয়া থাকে । সুতরাং সর্বপ্রথমে এই চারিটি বিষয়, আচার্য শঙ্কর-জীবনে কতটুকু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক ।

উক্ত সাধারণসাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান ।

প্রথম—বর্ণাশ্রমাচার । ইহা প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি আচারের সমষ্টি । বৈদিক গৃহসূত্রাদি ও মন্বাদি-স্মৃতি-শাস্ত্রবলে এই বর্ণাশ্রমাচার গুলি নিরূপিত হইয়া থাকে । যাহা হউক ইহা অতি বৃহৎ ব্যাপার । এ বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা এস্থলে অসম্ভব । তবে শঙ্করের জীবনী হইতে যতদূর জ্ঞান যায়, তাহাতে তিনি বর্ণাশ্রমাচার প্রতিপালনের ঘোর পক্ষপাতী এবং স্বয়ংও তাহার অনুষ্ঠানে রত ছিলেন ।

আমাদের দেশে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য যেমন এ দেশের বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপন-কর্তা, পশ্চিমদেশে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানের এবং বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি যেমন তত্ত্বদেশের বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপক, শঙ্করের জন্মভূমি “কেরল” দেশে তদ্রূপ স্বয়ং শঙ্করাচার্যই বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপক । তাহার পক্ষীয় বৎসরে উপনয়ন, গুরুগৃহবাস, সন্যাস-প্রাপ্তি, তীর্থে উপস্থিত হইয়া শ্রমোচিত তীর্থ-কৃত্যানুষ্ঠান, মণ্ডন-গায়ত্রী-সহিত কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নে যতি-অশ্বের হানি হইবে ভাবিয়া পরকায়-প্রবেশ পূর্বক তদন্তর দান, যতিগণের নিমিত্ত বিধিনির্নয় প্রভৃতি বিষয়-সমূহ শঙ্করজীবনে বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের পক্ষে অল্পকূল দৃষ্টান্ত এবং যতি-হইয়াও মাতৃসংকার ব্যাপারটি উক্ত বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বলা যাইতে পারে ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৮৩

গাইয়া আশ্রমাচার অবলম্বন না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ—শঙ্করের  
 আর একটি প্রতিকূল দৃষ্টান্ত হইতে পারে, কিন্তু বেদের বিধান  
 মতে বলা যায় যে, ইহা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত নহে। কারণ, শ্রুতিতেই  
 আছে যে, যে দিনই বৈরাগ্য হইবে সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে,  
 যদি। অতএব বলা যায় এ সাধন শঙ্করে পূর্ণমাত্রায় ছিল।

দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দৃষ্টান্ত আচার্য্যজীবনে আমরা পাই  
 না। বতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোন জীবনীকারই এ  
 বিষয় উল্লেখ করেন নাই। আবশ্যক হইলেই ইহার অনুষ্ঠান হয়,  
 ইহার অভাব দোষাবহ নহে।

তৃতীয়—হরিতোষণ। ইহা ভক্তিনোগের অন্তর্গত সাধন। আচার্য্য-  
 জীবনে ভগবদ্ভক্তিশূচক যাবতীয় শুভস্বত্বিগুলি, আচার্য্যের এতদনু-  
 সারে পরিচায়ক। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে এ বিষয়টিকে ‘সর্বভূতে  
 ঈশানামান্তরূপে কথিত হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তমারে ইহাকে উপাসনা  
 পথের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এজন্ত আমরাও হরিতোষণ ও  
 দ্ব্যাক্ষেপকে সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করি নাই। ফলে এ বিষয়ে  
 একজন আদর্শ পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ—সর্বভূতে দয়া। এ বিষয়টি আমরা ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি  
 (১) এবং ৪৬ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির (৭২৭ পৃঃ) মধ্যে আলোচনা  
 করি। অতএব এ বিষয়ে আচার্য্যে কোনরূপ ন্যূনতা ছিল বলিয়া  
 মনে হয় না।

জ্ঞানযোগ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান।

জ্ঞানযোগ। এ পথের প্রচারক আচার্য্য স্বয়ং; সুতরাং এ  
 পথে তিনি অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।  
 যখন ইহার অঙ্গগুলি একে একে আলোচনা করিব, এবং

দেখিব, তাহাতে ইহাদের অনুষ্ঠানসূচক কোন ঘটনাবলী পাই কিনা। জ্ঞানযোগে বিশেষ অনুষ্ঠেয় পাঁচটী সাধন ; নিম্নে একে একে তাহাই এইবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

(ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—আচার্য্যজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রথমতঃ আমরা তাঁহার ২৬ সম্মাস গ্রহণে (৬৯০ পৃঃ) দেখিতে পাই এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মোহমুদগর প্রভৃতি উপদেশবাক্যমধ্যে বহুল পরিমাণে পাইয়া থাকি। অতএব ইহা আচার্য্যজীবনে পূর্ণমাত্রায় অদৃষ্ট হইয়াছিল বলা যায়।

(খ) ইহামুক্তফলভোগবিরাগ—ইহার দৃষ্টান্ত প্রথমতঃ আচার্য্যের পূর্বালোচিত ৩৭ ঔদাসীন্ত (৭১৭ পৃঃ) এবং তৎপরে তাঁহার দার্শনিক মতের মধ্যে প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। শঙ্করমতে ব্রহ্মসহ মিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত সকল প্রকার সুখদায়ক অবস্থাই, অনিত্য স্বর্গাদিন ইত্যাদি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বত্র ভোগের প্রতি বৈরাগ্য। শঙ্করজীবনে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

(গ) শমদমাদি বচসম্পত্তি—ইহার মধ্যে (১) “শমের” দৃষ্টান্ত আমরা ৬৫ হৈর্য্য ও ধৈর্য্যের (৭৫২ পৃঃ) মধ্যে আলোচনা করিয়াছি ; (২) “দম” সম্বন্ধেও ঐ কথা ; (৩) উপরতির দৃষ্টান্ত ৩৭ ঔদাসীন্ত (৭১৭ পৃঃ) মতে প্রদ্রষ্টব্য, (৪) “তিতিষ্কার” নিমিত্ত আচার্য্যের দীর্ঘকাল হিমালয়প্রদেশে বদরিকাশ্রম বাস—উল্লেখ করা যাইতে পারে ; (৫) “শ্রদ্ধার” নিমিত্ত জন্ম প্রথমতঃ ৪১ গুরুভক্তি (৭২১ পৃঃ) এবং গুরু গোবিন্দপাদ, ব্যাসদেব এবং গোড়পাদের আজ্ঞাপালন-প্রসঙ্গটী স্মরণ করা যাইতে পারে। তৎপরে তাঁহার ভাষ্যাদিমধ্যে বেদের প্রামাণ্যের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত চলিত ও ঐকান্তিক আস্থা দেখিলে মনে হয়, এ বিষয়টীও আচার্য্যের



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৮৫

বর্তমান ছিল। (৬) “সমাধান” সাধনেও আচার্য্যের ন্যূনতা  
 ছিল না; কারণ, দিগ্বিজয়দ্বারা ধর্মস্থাপনরূপ গুরু-আজ্ঞাপালনে বদ্ধ-  
 হইয়াও কোন বিষয়ে তাঁহার গমতা বা আসক্তি ছিল না।  
 ব্রহ্মদৃষ্টির অভ্যাসই, আমাদের বোধ হয়, তাঁহার এ প্রকার উদা-  
 র্য্য হেতু। বাহা হউক এতদর্থে পূর্ব্বালোচিত ৩৭ সংখ্যক ঔদাসীণ্য  
 আদর্শের (৭১৭ পৃঃ) মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

(৭) মুমুক্শু—ইহার দৃষ্টান্ত পুনরায় তাঁহার ২৬ সন্ন্যাস-গ্রহণপ্রসঙ্গ  
 (৭১৭ পৃঃ) বলা যাইতে পারে; আর এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এ  
 তদ্ব্যতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত-  
 তায়রা তাঁহার দিগ্বিজয় প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারকে এস্থলে  
 উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজ প্রবৃত্তিচরিতার্থ অনুষ্টিত  
 বলাই বনিয়া এতদ্বারা তাঁহার মুমুক্শু প্রবৃত্তির অল্পতা প্রমাণিত হয়  
 না। ঔদাসীণ্য তাঁহার সকল দোষ স্থালন করিত। বাহা হউক, এ  
 তদ্ব্যতিরিক্ত অসংখ্য দৃষ্টান্তজন্ত ২৮ সাধারণ চরিত্র (৬২৬ পৃঃ) ৩৭ ঔদাসীণ্য  
 আদর্শের (৭১৭ পৃঃ) ৩৮ কর্তব্যজ্ঞান (৭১৭ পৃঃ) ২৬ সন্ন্যাস (৬২০ পৃঃ)  
 প্রতিকূল দৃষ্টান্তজন্ত ১৩ দিগ্বিজয় (৬৬৮ পৃঃ) ১৭ পূজালাভ (৬৭৬  
 পৃঃ) ভাষ্যরচনা (৬৮০ পৃঃ) প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা  
 যাইতে পারে। তবে আচার্য্যের “শিবোহম্” প্রভৃতি বাক্যপূর্ণ  
 গ্রন্থগুলি দেখিলে তাঁহাকে মুমুক্শু না বলিয়া মোক্ষস্বরূপ বলিলে  
 ঠিক হয় না।

(৮) বিচার।—ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে আগাগোড়া। তাঁহার  
 জীবনে এই বিষয়টির একটি আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্ত। এই  
 “শেষ ফল সমাধি” এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি। বস্তুতঃ এই দুইটি  
 তাঁহাতে প্রচুরভাবে লক্ষিত হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর

নিমিত্ত আমরা আমাদের পূর্বলোচিত ৫১ বুদ্ধি-কৌশল (৭৩৪ পৃঃ) ৬০ শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য (৭৪৫ পৃঃ) ৫৫ ভাবের আবেগ (৭৪০ পৃঃ) ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) ৩০ অহুমস্কিন্দনা (৭০০ পৃঃ) ৩১ অনৌকিক জ্ঞান (৭০১ পৃঃ) ৩৭ ঔদাসীন্য় (৭১৭ পৃঃ) ৩৪ উদারতা (৭১১ পৃঃ) প্রভৃতি বিষয়গুলি অহুমস্কান করিতে পারা যায়। অথবা (ক) উগ্রভৈরবকে মস্তকদানপ্রসঙ্গ, (খ) শুভগণবরপুরে শিষ্যগণকে আগন্তকের অভ্যর্থনা-কার্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের সমাধিসাধনপ্রসঙ্গ, (গ) বদরিকাশ্রমে তত্ত্বাত্মা ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের সহিত ব্রহ্ম-বিচারপ্রসঙ্গ, (ঘ) দেহ-ত্যাগপ্রসঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় ঘটনা এবং (ঙ) তাঁহার উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাগুলির রক্তব্য বিষয় স্মরণ করিতে পারি। বাহ্যলভয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইল না, তবে ইহার সকল অঙ্গের দৃষ্টান্ত বা ঘটনাবলী পাওয়াও অসম্ভব। (বিচারপ্রণালী বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

রাজযোগের বিশেষ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান।

পূর্বে এই রাজযোগের পঞ্চদশ অঙ্গের কথা সবিস্তরে উক্ত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের ঘটনাসম্বলিত দৃষ্টান্ত, ছুঃখের বিষয়, আচার্য-জীবনে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশ্য তিনি যখন এই পঞ্চদশ অঙ্গ প্রবর্তক, তখন তিনি যে, তাঁহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহা সন্দেহ নাই; কারণ, যিনি যাহা প্রচলন করেন; তিনি স্বয়ং প্রায় তাঁহারই অনুষ্ঠান-কর্তাও হইয়া থাকেন। তাঁহার পর, এরূপ অহুমানের প্রবর্তক হইবার কারণ এই যে, উক্ত যোগের অঙ্গগুলি সমুদায়ই অহুভব-সাপেক্ষ বিষয় এবং অহুভব-সাপেক্ষ বিষয় স্বয়ং অহুভব না করিলে তদ্বিমুখে কোনও কথা বলা অসম্ভব। সুতরাং অহুমানসাহায্যে বলিতে পারা যায় যে আচার্য নিশ্চয়ই এ যোগের অভ্যাস বা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৮৭

হটযোগের সাধন ও শব্দের অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয়—হটযোগ বা পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত যোগ। পূর্বে দেখিয়াছি  
 এই যোগ দ্বিবিধ, যথা—প্রথম সমাহিতচিত্তোপযোগী ও দ্বিতীয় ব্যাখিত-  
 চিত্তোপযোগী। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট আচার্য্য ইহার শেষোক্তের  
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথা আচার্য্যের যাবতীয় জীবনীগ্রন্থ সাক্ষ্য  
 করে। কিন্তু তাই বলিয়া যে, তিনি পাতঞ্জলের সমাহিত-চিত্তোপ-  
 যোগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না; কারণ,—  
 আমাদের এই সাধন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অবলম্বনস্থানীয় আচার্য্যের  
 প্রকৃতকর্মভূতির টীকায় দেখা যায়, টীকাকার ভারতীতীর্থ স্পষ্টই  
 লিখিয়াছেন যে, পাতঞ্জলের যোগ অবৈদিক, ইহা বেদ-সম্মত সিদ্ধান্ত  
 নহে। অথচ ওদিকে জীবনীমধ্যে দেখা যায় যে, তিনি হটযোগের  
 অনুষ্ঠান করিতেন। আকাশ-গমন, পরকায়-প্রবেশ, নরমদার জলস্তম্ভন  
 ইত্যাদি সিদ্ধিগুলি সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগের ফল নহে—এ কথা  
 স্পষ্টদর্শন পড়িলে সহজেই বোধ হয়। তাহার পর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য  
 রচয়িতা আচার্য্য, পাতঞ্জলের “মত” বিচারকালে স্পষ্টই তাঁহার দার্শ-  
 নিক মতের অনাদর করিয়া যোগসাধনের উপায়ের প্রতি আদর প্রদর্শন  
 করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য্য যে, পাতঞ্জলের সমাহিত-চিত্তোপযোগী  
 যোগের অনুষ্ঠান করেন নাই, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আর  
 যখন পাতঞ্জলের এই যোগমধ্যে যে, পাতঞ্জলের দার্শনিক “মত” বহল  
 ভিত্তিতে বিজড়িত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের  
 মনে ইচ্ছা হয় যে, আচার্য্য, পাতঞ্জলের এই যোগের অবৈদিকতা সম্বন্ধে  
 কিছু বলুন না, ইহা যে আবশ্যক হইলে আচার্য্যের নিজমতানুসারেই  
 করা যাইতে পারে না, তাহাও নহে। সম্ভবতঃ এতদ্বারা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি  
 সম্বন্ধে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, এই জন্তই আচার্য্য ইহাকে অনাদর

করিয়াছেন । অথবা ব্রহ্মাকার। বৃত্তি করিয়া চিত্ত লয় করা হয় না, প্রত্যুত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ মাত্র করা হয় বলিয়া ইহা অনাদর করিয়াছেন ।

যাহা হউক এক্ষণে আচার্যের অভিপ্রেত পাতঞ্জলের ব্যুখিত-চিত্তোপযোগী যোগের তিনি কিরূপ সাধন করিয়াছিলেন দেখা যাউক,—  
প্রথম—বম । ইহার মধ্যে আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা—

১ম, অহিংসা,—ইহার জন্ম ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি (৭৩০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

২য়, সত্য,—এজন্ম ৪৯ প্রতিজ্ঞাপালন ( ৭৩২ পৃঃ ) ও ৮১ মিথ্যাচরণ (৭৭৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

৩য়, অস্তেয়—ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত ৮১ মিথ্যাচরণ ( ৭৭৪ পৃঃ ) মধ্যে দ্রষ্টব্য ।

৪র্থ, ব্রহ্মচর্য্য—ইহা আমাদের ৫০ সংখ্যক বিচারিত বিষয়(৭৩৩ পৃঃ) ।

৫ম, অপরিগ্রহ—এতদর্থ ৪২ ত্যাগশীলতা (৭২৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

দ্বিতীয়—“নিয়ম” । ইহার মধ্যে আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা—

১ম, শৌচ,—ইহার দৃষ্টান্ত ৮৩ বিদ্বেষ-বুদ্ধি (৭৭৬ পৃঃ) মধ্যে আছে ।

২য়, সন্তোষ—এজন্ম ৪২ ত্যাগশীলতা ( ৭২৩ পৃঃ ) ও ৩৪ উদারতা (৭১১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

৩য়, তপঃ—এজন্ম ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

৪র্থ, স্বাধ্যায়—ইহা যে গুরুকুলে বাস ভাষ্যাদি-রচনা ও শিক্ষাদান কালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

৫ম, ঈশ্বর-প্রণিধান—এ নিমিত্ত ৩৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ।

তৃতীয়—আসন—প্রতিপালিত হইত, কিন্তু ঘটনা অজ্ঞাত ।

চতুর্থ—প্রাণায়াম— ঐ

পঞ্চম—প্রত্যাহার— ঐ

ষষ্ঠ—ধারণা— ঐ



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৮৯

ধর্ম—ধ্যান—এজ্ঞ ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

ধর্ম—সমাধি—এ নিমিত্ত ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা (৭২৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

উপর উক্ত বিষয়গুলি পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধন। কিন্তু ইহার  
কছু সাধকের অন্ত্যাত্ম কি গুণ থাকিলে উক্ত সাধনগুলি শীঘ্র বা  
সহ্যায়ত্ব হয়, তাহা পাতঞ্জল গ্রন্থমধ্যে কথিত হয় নাই। সুতরাং  
সহ্যাত্ব গ্রন্থ অবলম্বন করা বাউক।

হটযোগের অধিকারীর ভেদ।

“মৃত্তসিদ্ধি” নামক একখানি হটযোগের গ্রন্থে এই যোগের অধি-  
কারীকে বর্ণনা স্বন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাতে মন্দ, মধ্যম,  
মহা এবং অধিমাত্রতর—এই চারি প্রকার অধিকারীর সিদ্ধিলাভের  
বর্ণনা যায়;—মন্দাধিকারী ১২ বৎসরেও একটা সিদ্ধিলাভ করিতে  
পারে না, কিন্তু মধ্যমাধিকারী ৮ বৎসরে, অধিমাত্র ৬ বৎসরে এবং  
মহাতর অধিকারী ৩ বৎসরে একটা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।  
মহার্য্য শব্দর বেক্রপ অল্পকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন,  
যদি তাঁহাকে অধিমাত্রতর অধিকারী বলিয়া গণ্য করা যায়,  
তাহলে তাঁহাতে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন।

মহাকায়, মহাবীৰ্য্য, মহাগুণাঃ। মহোৎসাহো মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ ॥  
মহাভাসাঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ। সর্বাঙ্গসদৃশা কারাঃ সর্বব্যাদিবিবর্জিতাঃ ॥  
সম্পন্ন নির্বিকার নরোত্তমাঃ। নির্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ ॥  
মহাভাসা গোত্রবন্তো মহাশয়ঃ। তারয়ন্তি সন্তানি তরন্তি স্বয়মেব চ ॥  
মহাভাসা সর্বলক্ষণাঃ। ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈরেবামেকাবস্থা প্রসিদ্ধতি ॥

মহাবল, মহাকায়, মহাবীৰ্য্য, মহাগুণসম্পন্ন, মহোৎসাহ-  
মহাশান্ত, মহাকারুণিক, সর্বশান্তজ্ঞ, সর্ব-লক্ষণ-যুক্ত, সর্বাঙ্গ  
সম্পন্ন, সর্বব্যাদি-বিবর্জিত, রূপযৌবনসম্পন্ন, নির্বিকার, নরোত্তম,  
নিরাতঙ্ক, নির্বিঘ্ন, নিরাকুল, জন্মান্তরের সংস্কার-সম্পন্ন, গোত্র-

বান্, মহাশয়, নিজের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও উদ্ধার করেন, ইত্যাদি। বলিতে কি—বর্ণনাটা যেন অত্যন্ত অভ্যুক্তিদোষে দূষিত, যাহা হউক ইহাদের কতিপয়ের দৃষ্টান্ত আচার্য্যে দেখা যায়, কিন্তু সকল গুলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

শঙ্কর নিজ আদর্শের কতদূর নিকটবর্তী।

(৪) এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—তিনি তাঁহার আদর্শের কতদূর নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, আচার্য্যের আদর্শ—একবারে ব্রহ্মতত্ত্বে মিশিয়া যাওয়া। তিনি এমন ভাবে মিশিতে চাহিতেন যে, কোনরূপে তাঁহার নিজস্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না।

এখন এই অবস্থাটী জীবের হইতে গেলে, সে জীব কখনও সমাধি থাকে, কখনও বা সমাধি-ব্যুখিত অবস্থায় অবস্থিতি করে। সমাধি-ব্যুখিত অবস্থাও আবার দুই প্রকার হইতে পারে : যথা—বিবেকনিষ্ঠ অবস্থা এবং ব্যবহারনিষ্ঠ অবস্থা। সমাধিনিষ্ঠ জীব, সর্বোপাধি বিনির্মূল হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন থাকেন, যথা—জড়ভরত ; সমাধিব্যুখিত বিবেকনিষ্ঠ জীব বিরক্তিসহকারে স্বেচ্ছালব্ধ বিষয় ভোগ করেন, যথা—শুক, নারদ প্রভৃতি, এবং সমাধিব্যুখিত ব্যবহারনিষ্ঠ সাধক সাধারণের মত বিষয় ভোগ করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকেন ; যথা—রামচন্দ্র, জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি।

আচার্য্যের উক্ত প্রকার সমাধিনিষ্ঠ অবস্থার দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। অবশ্য তিনি যে, সমাধিস্থ থাকিতেন এবং সমাধি করিতে পারিতেন, তাহা তিনটী স্থলে তাঁহার জীবনে কথিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা যে, নির্বিকল্প সমাধি, তাহা বলিতে আমরা অক্ষম। কারণ নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না এবং পূর্ণমাত্রায় ইহা আর ব্যুখানই হয় না। দেহান্তকালের সমাধি বা উগ্রভৈরবের নিকট



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৯১

নিজ নির্দিকল্প সমাধি না হইলেও চলিতে পারে। তবে যদি আমরা শিব-শরীরে বিলীন-ব্যাপারটি সত্য হয়, এবং যদি তাঁহার নির্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁহার যথার্থ অবস্থাসূচক হয়, তাহা হইতে সত্য হইতে পারে।

বিবেকনিষ্ঠের দৃষ্টান্ত আচার্য্যের জীবনে আত্মোপাস্তাই বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ঔদাসীন্য, তাঁহার পরেচ্ছাবীন কর্ম, মৃত্যুর নিমিত্ত সদা প্রস্তুত এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশ, এ বিষয়টির কথা আমাদের কাছে স্মরণ করাইয়া দেয়। অতএব বলা যাইতে পারে—আচার্য্যের আদর্শের স্বরূপতা লাভ করিয়াই ছিলেন।

রামানুজ ও তাঁহার আদর্শ।

রামানুজের রামানুজের ভক্তির যে আদর্শ, তাহাতে জীবেশ্বরের সেবা-সম্বন্ধ বিদ্যমান। তাহাতে বস্তু অংশে জীব ও ঈশ্বর এক হইলেও স্বার্থ বিনষ্ট প্রভেদ। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিদ্রূপ হইলেও তাঁহাদের স্বভাব ও বিভূত্ব। এখন দুইটি পৃথক বস্তু অনবরত নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করিলে যেমন, তাহাদের মিলনের শেষ সীমা,—সেই সীমার বধাসম্ভব সার্বজনিক সংযোগ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ কল্পনীয়।

রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

সত্য সত্যই এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠা অশ্বমেধে মহাপ্রভু চৈতন্যের রূপায় সকলেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। রামানুজের মত এ ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, ইহা যেন তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। তিনি নিজকৃত গদ্যত্রয়, বিশেষতঃ বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে বাহ্য লিখিয়াছেন,—যে ভাবে ভগবান্ ও তাঁহার পরি-  
করণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এ কথার সমর্থনই পাওয়া যায়। রামানুজ এ ভাবটি স্বয়ং বর্ণনা না করিলেও তাঁহার প্রাণের

ভিতরে যে, ইহা উকি মারিত তাহা স্থির । বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তুচ্ছ অর্থ কামনা করে, তাহার কামনার মূলে যেমন সাম্রাজ্যকামনাও লুকায়িত থাকে স্বাভাবিক, তদ্রূপ রামানুজের কৈঙ্কর্য্যকামনার মধ্যে মাধুর্য্যের ধূম্য পর্য্যন্ত যে লুকায়িত ছিল, তাহাও স্থির । প্রকৃতই রামানুজজীবনী পড়িতে পড়িতে বেশ বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয়ে এ ভাবের ছায়া খেলা করিত ।

তিনি যদিও বেদার্থসারসংগ্রহে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই তাঁহাকে ভূত করিতে পারেন, ইত্যাদি ; অর্থাৎ এতদ্বারা যদিও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়মধ্যে কৰ্ম্মাদি স্থান পাইল ; কিন্তু যখন তাঁহার গন্তব্য গ্রন্থ দেখা যায়, তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তিনি ভগবৎতুষ্টিবিধানার্থ কৰ্ম্মাদির প্রয়োজন নাই বলিতে চাহেন । গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট তিনি যে “সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করেন, সে স্থলেও জীবনী-কারগণ ঐ ভাবেরই আভাষ দিয়াছেন । বতীন্দ্রমতদীপিকা নামক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে যে, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—ভগবৎ তুষ্টি, অস্ত্র কিছু নহে । এজন্যই বোধ হয় রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ।

অতএব আমরা রামানুজের ভক্তিভাবের আদর্শনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্ চৈতন্যদেবপ্রবর্তিত ভক্তিমার্গের আদর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি । হইতে পারে—ইহা ঠিক তাঁহার আদর্শ নহে, কিন্তু তাঁহার আদর্শের গতি বা লক্ষ্য যে এই দিকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । স্বতরাং তাঁহার লক্ষ্যের চরম যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহার গ্রন্থে কোন দোষ নাই । ইহার দ্বারা তাঁহাকে তুলনা করিলে বরং ভাব হইবার কথা ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৯৩

পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত সম্প্রদায়ের উক্ত সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন ।

দ্বন্দ্ব এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, রামানুজ, পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের পিতৃ এবং পূর্বোক্ত গোড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ, অপেক্ষাকৃত ভাগবতের নিকটতম। সুতরাং রামানুজের ভক্তির আদর্শ সহ রামানুজকে কল্যাণ করিবার জন্য তাঁহার সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অত্র সম্প্রদায়ের আদর্শ অবলম্বন করা হইতেছে কেন ?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বাহা বাহার অবশ্যস্তাবী নীতি, তাহার তাহা কি কেহ রোধ করিতে পারে? সত্য হই আজ, দেখা যাইতেছে, রামানুজ, অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে মহা প্রয়াস করিয়া নিজ পাঞ্চরাত্র 'মত' উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি র্তার উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে আসিয়াও আজ গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রাম জগৎকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রহ্মচার্যের মতকে প্রাচীন ভাগবতসম্প্রদায় বলা চলে, কিন্তু তাহাও গোড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রাম উৎকর্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত-কুমুদিনী শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ পূর্ণশরীর কিরণে সূজলা শশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ সরসীমধ্যে প্রস্ফুটিত হইছে; অথবা বলিলেও বলিতে পারা যায় যে, সেই পূর্ণ চন্দ্রের সজ্জল জ্যোতিতে অত্র মত গুলি নির্মল গগনে তারকাসম বিলীন হইয়াছে। এজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবত মতের অবশ্যস্তাবী মত হিসাবে নদীর গতির গ্রাম গোড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অত্র নহে। পর গোড়ীয় সম্প্রদায়, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাঞ্চরাত্র ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ণ উপনীত হইয়াছেন।

ভক্তিলক্ষণদ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ নির্ণয় ।

আমরা যদি পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি মতের ভক্তিলক্ষণ \* এবং প্রাচীন ভাগবত ও আধুনিক ভাগবত বা গোড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তির লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিব। প্রাচীন ভাগবত এবং পাঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্তমধ্যে, গোড়ীয় সিদ্ধান্ত যেন বীজভাবে নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হইবে।

ভক্তির লক্ষণ ।

গোড়ীয় ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ভক্তির লক্ষণ লিখিয়াই পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । যথা, তাঁহার মতে ভক্তির লক্ষণ ;—

অগ্ৰাভিনাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মানুবৃত্তম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥

অর্থাৎ—অনুবাস্তা অনুপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম ।

আনুকূল্যে সর্বোদ্ভিষে কৃষ্ণানুশীলন ।

এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হইতে প্রেম হয় ॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

উক্ত শ্লোকের পরেই প্রমাণস্বরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক ; যথা—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরম্ভেন নির্মলম্ ।

হৃদীকেন হৃদীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥

অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত, ভগবৎ-পরায়ণতাবশতঃ নির্মল, ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা হৃদীকেশের সেবাই ভক্তি ।

তৎপরেই প্রমাণরূপে ভাগবতের শ্লোক, যথা —

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।

\* মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন তখন বেকটভট্ট নামে এক রামানুজ সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ভক্তিতত্ত্ব বিচার করিয়া মূলকণ্ঠে মহাপ্রভুর মতেরই সমর্থন করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।



নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৮৯৫

সালোক্য-সষ্টি-সানীপ্য-সাক্ষৈপ্যকত্মমু্যত ॥

দীযমানং ন গৃহস্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ ।

ন এব ভক্তিবোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥

ভাগবত ৩২০—১৩১৪ শ্লোক ।

কর্তব্য পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে  
ভক্তজন, সালোক্য-সষ্টি-সানীপ্য-সাক্ষৈপ্য এবং একত্ব দান  
আমার সেবা ব্যতিরেকে উহাদের কিছুই গ্রহণ করে না,  
এই আত্যন্তিক ভক্তিবোগ নামে উদাহৃত হয় ।

প্রেমের লক্ষণ এবং উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধনির্ণয় ।

উক্ত গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণকালে তাঁহার স্বকৃত লক্ষণ ;—

সম্যঙ্ মন্থণিতঃ স্বাস্তো মমত্বাতিশয়াক্ষিতঃ ।

ভাবঃ স এব সাক্ষাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগততে ॥

কর্তব্য সেই ভাবই যখন নিবিড় হইয়া সম্যক প্রকারে চিত্তকে  
করিয়া তুলে এবং সর্বাতিশায়ী মমতায় অঙ্কিত হইয়া উঠে, তখন  
কই বুধগণ প্রেম নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন ।

এখানে প্রমাণরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক বাহ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন  
এই ;—

অনন্তমমতা বিকোঁ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

কর্তব্য ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ সেই ভক্তিকেই প্রেম-ভক্তি  
থাকেন, বাহাতে বিষ্ণুর প্রতি অন্তমমতাশূন্য মমতা সম্মিলিত ।

উক্ত দেখা যাইবে, শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় সর্বত্রই ভাগবত ও  
উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন  
করেন ।

গৌড়ীয় লক্ষণই শ্রেষ্ঠ ।

তাহার পর তাঁহার উক্ত লক্ষণ যে, সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট, প্রণিধান করিলে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত, পাক্ষরাত্রে হইতে আরম্ভ করিয়া নারদ-ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যসূত্র পর্যন্ত যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—শ্রীকৃপের লক্ষণ যেন অপেক্ষাকৃত উত্তম। পাঠকগণের সুবিধার্থ নিম্নে নারদভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করিলাম। নারদ-ভক্তিসূত্রের ভক্তি লক্ষণ;—

“সা কশ্মৈ পরমপ্রেমরূপা ।”

“সা তু কৰ্মজ্ঞানযোগেভ্যোপাধিকতরা ।” ৩র্থ অনুবাদ।

অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রতি পরম প্রেমরূপা তাহাই ভক্তি। তাহা কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিক।

তাহার পর শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের লক্ষণ; যথা—

“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ।”

অর্থাৎ ঈশ্বরে পরা অনুরক্তিই ভক্তি।

এখন তুলনা করিলে দেখা যায়, ভক্তিলক্ষণে গোস্বামীপাদের, “কৃষ্ণ” শব্দ, পাক্ষরাত্রে “বিষ্ণু” শব্দ এবং ভাগবতের “পুরুষোত্তম” শব্দ হইতে উত্তম ভাবের ব্যঞ্জক। ঐরূপ প্রেমলক্ষণে তাঁহার “সম্যক-মহাবিভা” এবং “অতিশয়াক্ষিত” শব্দত্রয়, পাক্ষরাত্রে “অনন্তমমতা” এবং “সমতা” শব্দদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত হৃদয়গ্রাহী। তাহার পর নারদ ভক্তিসূত্রের “কশ্মৈ” শব্দ এবং শাণ্ডিল্য সূত্রের “ঈশ্বরে” শব্দ হইতে গোস্বামী প্রভুর “কৃষ্ণ” শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রসব্যাঞ্জক। পুনরায় ভক্তিলক্ষণে পাক্ষরাত্রে “সেবন” শব্দ দ্বারা কেবল সেবার কথা আরো কিস্তি গোস্বামী প্রভু সেশ্বে “আনুকূল্য” শব্দ যোগ করিয়া লক্ষণটিকে



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৯৭

উত্তম করিলেন। এইরূপে যত নিষ্পেষণ করা যাইবে, দেখা  
যায় গোষ্ঠামিপাদের লক্ষণে ততই মাধুর্য্য অধিক। অন্ততঃ এইরূপ  
হইবে।

পাকুরাত হইতে গোড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ।

যাহার পর, রামানুজের নিজের কথায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে,  
সেই দৃষ্টিপাত করিলে, গোড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ও সর্বাবগাহী  
যাহারও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি তাঁহার বেদার্থ-সার-  
সম্যক গ্রন্থে মোক্ষোপায় সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি প্রমাণ-  
স্বীকৃত করিয়াছেন—

“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্।

বিষ্ণুরাধ্যাতে যেন, নাশ্রুং ততোষকারণম্ ॥”

অনুসারে যে ভক্তি বুঝায়, তাহা গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়-  
ভিত্তিক হইতে আরও দূরে গিয়া পড়ে।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্নহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের

সংবাদে, যে ভক্তিতত্ত্বের বিচার হইয়াছিল, তদনুসারে উক্ত

স্বামী, রামানন্দ রায়, ভক্তির লক্ষণরূপে প্রথমেই বলিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ইহাকে “বাহু” ভক্তি বলিয়া এতদপেক্ষা নিগূঢ় কথা

বলা চাহেন। রামানন্দ রায়, একে একে ‘কৃষ্ণে কস্মার্পণ’ (গীতা

১৮, ‘স্বধর্মত্যাগ’ (গীতা ১৮।৬৬) ‘জ্ঞানমিশ্রা’ (গীতা ১৮।৫৯)

লক্ষণগুলি বলিতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকল গুলিকেই

সম্বন্ধিত বাহু ভক্তি বলিয়া উপেক্ষা করেন। অনন্তর “রায়”

ভক্তির কথা অবতারণা করেন। তখন তাহা অনুমোদন

যাহারও ভিতরে কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এজন্য বিস্তারিত

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। যাহা

৫৭

হউক এতদনুসারে মোক্ষপায়রূপে রামানুজের অনুমোদিত ভক্তি, গোড়ীয় ভক্তির তুলনায় নিতান্ত বাহিরের কথা বলিতে হয়, অথবা সর্ব প্রথম সোপানের কথা ।

তবে রামানুজের গণ্ডত্রয় নামক গ্রন্থখানি দেখিলে তাঁহার অনুমোদিত ভক্তি অপেক্ষাকৃত উত্তমা ভক্তি বলিয়া বোধ হয় । বাহা হউক এজন্য ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নির্দেশানুসারে রামানুজের ভক্তিভাবের বিচার করিলে অত্যাশ্চর্য হইতে পারে না । আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রদত্ত মণিমাণিক্যাদি রত্ন, সেই পূর্বের নিক্তিতে ওজন না করিয়া, আজকালকার রাসায়নিক যন্ত্র নিক্তিতে ওজন করি, তাহা হইলে যেমন ভালই হইবে, তদ্রূপ এস্থলেও হইবার কথা । সুতরাং অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন ভক্তিতত্ত্বের যন্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে রামানুজের ভক্তিভাব বিচার করিলে ভালই হইবার কথা ।

গোড়ীয় মতে ভক্তির বিশেষ পরিচয় ।

বাহা হউক এ কার্যের জন্য আমরা মহানুভব আচার্য্য ব্রহ্মসামীর গোষ্ঠামী মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করিলাম । তিনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর আরও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা তাহা এক্ষণে আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম । ভক্তির প্রকার, অব্যক্ত ভক্তির বিভাগের সাধ্যসাধনভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অতীত যুগ ও এতীত যুগ এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে, যে, এ সিদ্ধান্তের কোন দিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে, তাহা বুঝি যায় না । এজন্য আমরা তাঁহারই শরণ গ্রহণ ভিন্ন উপায়ন্তর দেখি না ।

ভক্তির ত্রিবিধ ভেদ ।

ভক্তি বাহার আছে, তাঁহাকে ভক্ত বলা যায় । সুতরাং যদি ভক্তি



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৮৯৯

ভক্তির ও লক্ষণ জানিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তেরও লক্ষণ  
 জানাইবে, এবং যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই  
 ভক্তের অর্থাৎ আমাদের আদর্শ ভক্তের লক্ষণ হইবে। এখন  
 ভগবৎসিদ্ধিতে দেখা যায়, ভক্তি ত্রিবিধ যথা—সাধন-ভক্তি, ভাব-  
 ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। কিন্তু মহানুভব জীব গোস্বামী মহাশয় উহার  
 তিনটি বিভাগকে স্থূল বিভাগ বলিয়া সাধ্য ও সাধন-ভেদে উহাকে  
 দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য আমরা উভয়ের সামঞ্জস্য  
 বজায় নিয়ে উহার বিভাগ প্রদান করিলাম।

যাহা হউক এক্ষণে একে একে উক্ত বিভিন্ন বিভাগের লক্ষণ প্রভৃতি  
 বর্ণনা করা যাউক।

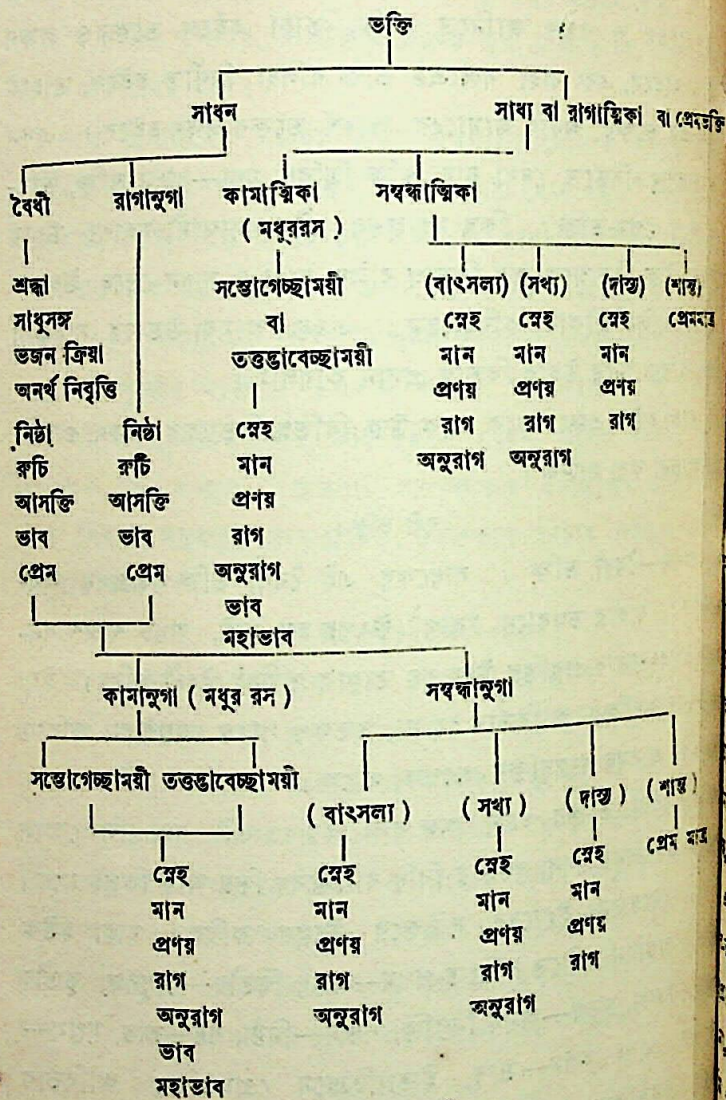
### বৈধী ভক্তি।

এই বৈধী ভক্তি। সাধকের এই বৈধী ভক্তি সর্বপ্রথম অব-  
 সার। বাহার ভগবানে “রাগ” উৎপন্ন হয় নাই, অথচ শাস্ত্রশাসন-  
 অনুসারে প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহার ভক্তিই বৈধী ভক্তি। ইহা  
 সাধনভক্তির আবির্ভাব হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত অনুশীলন করিতে  
 হয়। এ সময় শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে।

বৈধী ভক্তির ৬৪টি অঙ্গ বলা হয়। এই অঙ্গগুলি কেবল  
 ভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় বিধি বা নিষেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।  
 যাহা বৈধী ভক্তির সর্বস্বত্রে উল্লেখ করিব। যাহা হউক  
 বৈধী ভক্তির সর্বস্বত্রে করিতে করিতে প্রথম—শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়—সাধুসঙ্গ, তৃতীয়  
 ত্রিবিধ, চতুর্থ—অনর্থ নিবৃত্তি, পঞ্চম—নিষ্ঠা, ষষ্ঠ—ক্রাংচ, সপ্তম—  
 এবং অষ্টম—ভাব, ইত্যাদিক্রমে প্রেমভক্তির আবির্ভাব  
 হয়। প্রেমভক্তির যাহা চরম পরিণতি, তাহাই জীবের বাঞ্ছনীয়,—  
 ভগবৎপরম পুরুষার্থ।

৯০০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।



রাগানুগা ভক্তি ।

রাগানুগা ভক্তি । বৈধী ভক্তি হইতে যেমন প্রেমভক্তির উৎপত্তি



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯০১

এই রাগানুগা ভক্তিরও পরিণাম সেই প্রেমভক্তি। তবে বৈদী  
কর যে ক্রম, ইহার নেক্রপ ক্রম নহে। ইহাতে প্রথমে—নিষ্ঠা,  
দ্বিতীয়—কৃতি, তৃতীয়—আসক্তি, এবং চতুর্থ—ভাব, ইত্যাদিক্রমে উক্ত  
ভক্তির উদয় হয়।

ইরাগানুগা ভক্তির “রাগানুগা” শব্দের অর্থ হইতেও এই ভক্তির  
বিস্তারিত বুঝা যায়। রাগ শব্দে—নিজ ইষ্ট বস্তুতে স্বাসিক, অত্যন্ত  
নিষ্ঠা ভাব। ইহার পূর্ণতা কেবল ব্রজবাসিগণেরই পরিলক্ষিত হয়। যে  
কি এই রাগের অনুগামী, তাহাই রাগানুগা ভক্তি, এবং যাহারা এই  
ব্রজবাসিগণের ভাবের জন্ত লালায়িত, তাহারা এই ভক্তির অধিকারী।  
ইহা, শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। বৈদীভক্তির ৬৪টি অঙ্গের  
মধ্যে রাগ সাধকের নিজ অভীষ্টানুকূল তাহাই ইহাতে অনুষ্ঠেয়—সমুদয়  
অনুষ্ঠেয় নহে। ব্যক্তি-বিশেষে বৈদী ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে  
হইত তক্ত বা ভগবানের রূপায়—এই রাগানুগা ভক্তি-লাভ হইয়া  
যায়; এবং ব্যক্তি-বিশেষে ইহা স্বভাবতঃই আবির্ভাব হইতে দেখা যায়।  
কিন্তু এই ভক্তি পুনরায় দ্বিবিধ; যথা—কামানুগা ও মধুরানুগা।  
যথা বাহা ব্রজ-গোপীগণের ভাবের অনুগামী বা মধুর-রসাত্মক, তাহা  
কামানুগা এবং যথা নন্দ, যশোদা ও সুবল প্রভৃতির ভাবের অনুগামী বা  
মধুরানুগা, সখ্য ও বাৎসল্য-ভাবাত্মক তাহাই মধুরানুগা।

ইরাগানুগা ভক্তি সাধন করিতে করিতে যখন অষ্টম ভূমিকা বা  
ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের অবস্থা অপূর্ণ দিব্যভাবে  
উন্নত হইয়া থাকে। এ সময় ক্ষোভের কারণসঙ্কেও চিত্ত ক্ষুদ্র  
কাজ ভিন্ন অত্র কার্যে মন লাগে না, বিষয়ে ক্রটি থাকে না,  
কাজ মানী ব্যক্তি—এ ভাব কোথায় চলিয়া যায়। এ সময়  
প্রাপ্তির আশা প্রবল হয়, তন্নিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মে, এবং সদা

তাঁহার নাম-গানে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার গুণবর্ণনায় আসক্তি জন্মে, তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতির উদ্বেক হয়। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, যাহা প্রেম-লক্ষণা রাগানুগা ভক্তি, তাহার পূর্ণতা হয়। ইহার বিভাগ ও বিকাশের স্তর অবিকল রাগান্বিকার অনুরূপ; সুতরাং এক্ষণে রাগান্বিকা ভক্তি আলোচনা করা যাউক।

রাগান্বিকা ভক্তি।

রাগান্বিকা ভক্তি।—এই রাগান্বিকা ভক্তি অবলম্বনেই রাগানুগা ভক্তি হইয়া থাকে। এজন্য রাগান্বিকার বিভাগ ও রাগানুগার বিভাগ একরূপ। তবে উহার কামানুগার পরিবর্তে কামরূপা এবং সম্বন্ধানুগার পরিবর্তে সম্বন্ধরূপা, এইটুকু পার্থক্য থাকে; সুতরাং এস্থলেও কামরূপা ভক্তি—মধুর-রসাত্মক ও গোপিকাগণের ভাব, এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তি, শান্ত দাস্ত্র সখ্য ও বাৎসল্য-রসাত্মক অর্থাৎ নন্দ-স্বলাদির ভাব। কামরূপা ভক্তি যতই পরিপক্ব হইতে থাকে, ততই উত্তরোত্তর প্রেম, মেহ, রাগ, প্রণয়, মান, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়, এবং শান্ত-দাস্ত্র প্রভৃতি ভক্তিগুলি প্রণয় বা অনুরাগ পর্য্যন্ত স্তরেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। পূর্বোক্ত ভক্তিবিভাগের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি করিলে কোন্ রসের কোন্ পর্য্যন্ত সীমা, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিম্নরোজন। যাহা হউক মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি—শান্ত, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, এবং যখন এই ভাবলাভের জন্ত সাধন করা যায়, তখন ইহা সাধন ভক্তি, এবং ইহাদের লাভ হইলে ইহারাই সাধ্য-ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধ্য-ভক্তি লাভ করিবার কথা, সাধ্য ভক্তিব্যবস্থা লভ্য কিছু নাই। ভক্তিই পরম-পুরুষার্থ, এতদতিরিক্ত লভ্য কিছু নাই। —ইহা মোক্ষ বা মুক্তি হইতেও গরীয়সী।



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৯০৩

ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তুর বিভাগ ।

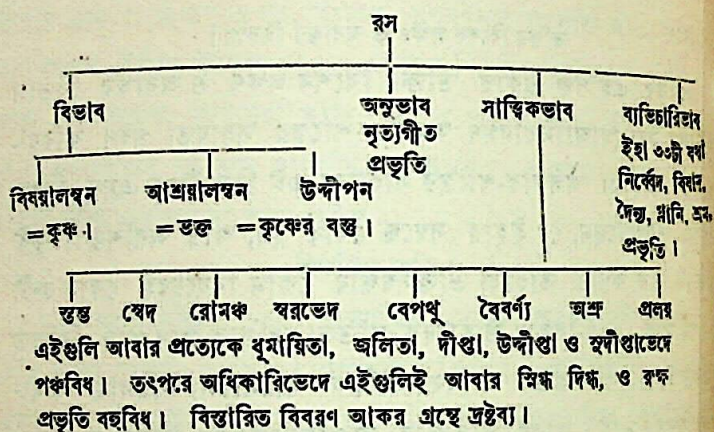
মুস্তর এই পঞ্চ প্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তুর বিভাগ  
 হইতে গোস্বামিপাদগণ অনঙ্কার-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়া-  
 তাহারা অনঙ্কার-শাস্ত্রের সাহায্যে এই বিষয়টিকে এমন বিশদ  
 তুলিয়াছেন, যে ইহার সম্বন্ধে বোধ হয়, আর অবশিষ্ট কিছুই  
 এক কথায় তাঁহাবা ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন ক্রটি  
 নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত  
 হয়। বাহা হউক এ বিষয় অধিক আলোচনা করিবার আমা-  
 রইচ্ছা নাই; কারণ, পদে পদে অপ্ৰাসঙ্গিকতার ভীতি আমাদের  
 হইতেছে। সুতরাং যেটুকু না বলিলেই নয়, সেইটুকু এস্থলে  
 বলা করা যাউক ।

রসবিভাগ ।

গোস্বামিপাদগণ অনঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে রসকে গোণ ও মুখ্যভেদে  
 বিভক্ত করিয়াছেন। গোণ যথা :—বীর, করুণ প্রভৃতি  
 এবং মুখ্য, যথা—শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে  
 অনন্তর প্রত্যেক রসের অঙ্গের আয়, মুখ্য পঞ্চবিধ ভক্তি-রসকেও  
 “অহুতাবাদি” চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তদনুসারে  
 ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; যথা—

প্রত্যেক রসের অঙ্গচতুষ্টয়াদি ।

তাহা হইলে প্রত্যেক রসের উক্ত চারিটি অঙ্গ থাকা চাই।  
 যথা ব্যতীত উহা রস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। এই  
 চারিটির সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে—যে বিষয় অবলম্বন করিয়া রস হয়,  
 তাহা—বিষয়ালম্বন বিভাব। যে ব্যক্তির উক্ত  
 হয়, যথা ভক্ত, তিনি ঐ রসের আশ্রয়ালম্বন বিভাব। যে



সমস্ত বস্তু ভগবানকে শ্রবণ করাইয়া দেয়, যথা—ভগবানের বস্ত্র-অলঙ্কারাদি, তাহা—উদ্দীপন বিভাব। যাহা ভাবের পরিচায়ক হয় অর্থাৎ নৃত্য-গীতাদি, তাহা—অনুভাব। ভবোবেশে দেহ ও মন ক্ষুদ্র হইলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা—শুভ্র-শ্বেদ প্রভৃতি—তাহা সাত্ত্বিক ভাব-বিকার। যাহা রসের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়, যথা—আনন্দ-নিন্দা, অনুতাপ প্রভৃতি, তাহা—ব্যভিচারিভাব এবং যাহা সকল অবস্থাতেও তিরোহিত হয় না, মালার মধ্যে সূত্রের আয় বর্তমান থাকে তাহাই স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাব অনুসারে রসের নামকরণ হইয়া থাকে; এজন্য স্থায়িভাবকে আর রসের অঙ্গমধ্যে গণনা করা হয় না। উহাই সেই রস। যাহা হউক এই বিভাগানুসারে শাস্ত্রের পরিচয় এই;—

১। শাস্ত্ররস পরিচয়।

এ রসে স্থখ নাই, দুঃখ নাই, ঘেব নাই, মাৎসর্য নাই। ইহাতে সর্বভূতে সমভাব হয়। ঈশ্বর-স্বরূপানুসন্ধানই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ইহা আবার দ্বিবিধ; যথা—পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার। দর্শনলাভের



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৯০৫

পূর্ণ পর্যন্ত পারোক্ষ্য এবং দর্শন লাভ হইলে সাক্ষাৎকার নামে অভিহিত হয়। এই রসে ভগবানকে শাস্ত, দাস্ত, শুচি, বশী, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, সৌন্দর্য, গতিদায়ক, এবং বিভূ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন সচ্চিদানন্দঘন-মুক্তি দায়ক পরব্রহ্ম, চতুর্ভূজ, নারায়ণ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ বা হরিকৃপে কহা হয়। ইহাই ইহার বিষয়ালম্বন। সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় যে, এ রসের রসিকের ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক।

দ্বাবনের গো, বৃক্ষ লতাাদি; সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ-করাদি তপস্বীগণ এবং জ্ঞানীগণ যদি মোক্ষ-বাসনা ত্যাগ করিয়া এক-ভক্ত-রূপায় ভক্তিকামী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও এই রসের আলম্বনমধ্যে গণ্য হন। এতদ্বারা বুঝা যায়—এ পথের পথিকের মোক্ষ-বাসনা ত্যাগপূর্বক ভক্তিকামী হওয়া প্রয়োজন।

উনিষৎশ্রবণ, নির্জ্ঞান-সেবা, তত্ত্ববিচার, বিষয়াদির ক্ষয়শীলত্বজ্ঞান, পরদর্শসংহারিত্ব-জ্ঞান, পর্বত, শৈল, কাননাদি-বাসী জ্ঞানীগণের নিক্ত ক্ষেত্রাদি, তুলসী সৌরভ, এবং শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি এ রসের ভক্তিতাবকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এ গুলিকে এ রসের "সমন বিভাব" বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং বুঝা গেল—শাস্ত্রের প্রাণে এইগুলি দেখিলেই ভাব উথলিয়া উঠা উচিত।

প্রদিকাগ্রে দৃষ্টি, অবধূত চেষ্টা, নির্মমতা, ভগবদ্বেদী জনে দ্বেষভাব-হীন লবন্যভক্ত নাতিভক্তি, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ, ইত্যাদি প্রভৃতি লক্ষণাবলী। অর্থাৎ এগুলি এ ভাবের ভাবকের পরিচায়ক লক্ষণ।

এগুলিও শাস্ত্র-ভক্তের লক্ষণ।

ভক্ত-ভক্তের দেহ ও মন ক্ষুদ্র হইলে ঘর্ম, কম্প বা পুলক ও প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এ গুলি জলিত ভাব অতি-প্রবল। সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ শাস্ত্র ভক্তের লক্ষণ।

৯০৬

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

নির্বেদ, মতি, ধৃতি, হর্ষ, স্মৃতি, বিবাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, এবং  
বিতর্ক এ রসের সঞ্চারী বা ব্যভিচারিতাব। অর্থাৎ এগুলি সাধকে  
এ ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়। সুতরাং এ গুলিও শাস্ত্র-  
ভক্তের লক্ষণ।

পরিশেষে, এ রসের স্থায়িতাব—শাস্তি। ইহা সমা ও সাম্রাজ্যে  
দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সমা বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং সাম্রাজ্য বলিতে  
নির্দ্বন্দ্ব সমাধি-লক্ষ-ভাব বুঝায়।

২। দাস্তুরস পরিচয়।

ইহার অপর নাম প্রীতিভক্তি রস। ইহা সন্তমপ্রীতি ও গৌরব-প্রীতি  
এই দুই ভাগে বিভক্ত। সন্তমপ্রীতি—প্রভুর উপর, এবং গৌরবপ্রীতি  
পিতা মাতার উপর হয়। সন্তমপ্রীতিতে সন্তম, কম্প ও চিন্তাময়ো  
আদর মিশ্রিত প্রীতি থাকে।

ইহার বিষয়ালম্বন—ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল দ্বিভূজ বা  
চতুর্ভূজ ইত্যাদি গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা হরি। দ্বিভূজরূপ, যথা—নবজলধর  
কান্তি, বন্ধুর, মুরলীধারী, পীতবসন, শিরে ময়ূরপুচ্ছ শোভিতা, গিরিউট-  
পর্যটনকারী। চতুর্ভূজ, যথা—বাহার রোমকূপে কোটি ব্রহ্মাণ্ড, হৃদ-  
সমুদ্র, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ও সর্বসিদ্ধি-সম্পন্ন, অবতারাবলীর বীজ,  
আত্মারাম, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ-  
সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব-শুভকর; প্রতাপী, ধার্মিক, শাস্ত্রচক্ষু, ভক্তহৃদয়,  
বদান্ত, তেজীয়ান, কৃতজ্ঞ, কীর্তিমান ও প্রেমবশ্ত। অর্থাৎ ভগবদ্বাদের  
ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হয়।

তৎপরে ইহার আশ্রয়ালম্বন চতুর্বিধ; যথা—অধিকৃত-ভক্ত, আশ্রিত-  
পার্ষদ এবং অনুগ।

অধিকৃত ভক্তের দৃষ্টান্ত, যথা—ব্রহ্মা এবং শঙ্করাদি।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯০৭

“মাম্রিত” ত্রিবিধ যথা—শরণ্য, জ্ঞানী এবং সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে  
 প্রথম, ভ্রাসন্ধকর্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি—শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী  
 দ্বি মোক্ষের ত্যাগ করিয়া ভগবদাস্যে প্রবৃত্ত সাধকগণ, যথা—  
 ইহাদি জ্ঞানী; এবং ষাঁহার প্রথম হইতেই ভজনে রত, যথা—  
 ব্রহ্ম, হরিহর, বহুলাংশ, পুণ্ডরীক প্রভৃতি,—তঁাহারা সেবানিষ্ঠ শ্রেণী-  
 বৃত্ত।

দ্বিতীয় যথা—দ্বারকাতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শুকদেব, শকুজিৎ  
 উপেন্দ্র, ভদ্র, প্রভৃতি। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর  
 ইহাদের মধ্যে উদ্ধবই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা আবার ধূর্য্য, ধীর  
 ইত্যে ত্রিবিধ। ষাঁহার সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি  
 ইহারা ধূর্য্য। ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীবর্গের অধিক আদর-  
 ইহারা ধীর এবং ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-রূপালাভে গর্ভিত, তঁাহারা বীর  
 ইহারা। এই সকল মধ্যে গৌরবান্বিত সম্রাটপুত্র প্রহ্লাদ ও শাস্ত্রাদি,  
 ইহারা। মণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধারণ করেন; স্বচন্দন  
 গন্ধর ব্যঞ্জন করেন; স্বতন্ত্র, তাম্বুল কীটিকা প্রদান করেন  
 ইহারা।

তৃতীয়—ষাঁহার সর্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তঁাহারা  
 ইহারা। যথা—পুরীমধ্যে স্বচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও স্বতন্ত্র। ব্রজধামে  
 পুরুষ, পত্নী, মধুকর্ষ মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্ড, মরন্দক,  
 কুমুদাস, পানোদ, বকুল, রসদ ও শারদ প্রভৃতি।

এই পর উক্ত ভক্ত সকল আবার ত্রিবিধ, যথা—নিত্যসিদ্ধ,  
 ইহা সাধক। ষাহা হউক ষাঁহার এই প্রকার সম্রাটপুত্র-  
 ইহা হইবেন, তঁাহাদিগকে উপরি উক্ত কোন-না-কোন  
 ইহা হইতে হইবে। কারণ, সম্রাটপুত্রের মধ্যে এতদতিরিক্ত

অন্য শ্রেণী নাই। স্তূতরাং এতদ্বারা দাস্ত-ভক্তের কতকগুলি লক্ষণ জানা গেল।

তাহার পর, ইহার ইহার উদ্দীপন-বিভাব দ্বিবিধ, যথা—অসাধারণ এবং সাধারণ। তন্মধ্যে অসাধারণ, যথা—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, তাঁহার চরণধূলি, মহাপ্রসাদ, ভক্তসঙ্গ ও দাস প্রভৃতি; এবং সাধারণ যথা—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্রাবলোকন গুণোৎকর্ষপ্রবণ, পর, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ ও অঙ্গ-সৌরভ, ইত্যাদি। এতদ্বারা বুঝা গেল, এই গুলি দ্বারা দাস্ত-ভক্তের ভাব জাগিয়া উঠে। স্তূতরাং ইহারাও দাস্ত-ভক্তের এক প্রকার লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন, ভগবৎপরিচর্যায় ঈর্ষাশূন্য, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা, ইত্যাদি এ রসের অনুভাব; স্তূতরাং ইহারাও পূর্ববং দাস্ত-ভক্তের অন্য প্রকার লক্ষণ।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি এই রসের ব্যভিচারিভাব, যথা—১। নির্বেদ, ২। বিবাদ, ৩। দৈন্ত, ৪। গ্লানি, ৫। গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১০। মোহ ১১। মতি, ১২। জ্ঞান, ১৩। ব্রীড়া, ১৪। অবহিষ্টা (আকার গোপন) ১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি (শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ) ১৯। হর্ষ, ২০। হর্ষ, ২১। ওৎসুক্য (অসহিষ্ণুতা), ২২। চাপল্য, ২৩। হুষ্টি, ২৪। বোধ (জাগরণ, অবিজ্ঞান)। তন্মধ্যে মিলনে হর্ষ, গর্ব ও হুষ্টি পৈর্য এবং অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি, ও মতি এই গুলি ইহা থাকে। স্তূতরাং ইহারাও পূর্ববং দাস্ত-ভক্তের অন্য প্রকার লক্ষণমধ্যে হইবার যোগ্য।

দাস্ত-ভক্তের দেহ ও মন যখন ভগবানের উপর ক্ষুব্ধ হয়, তখন ভাবগুলি প্রকাশ পায়, তাহারা এ রসের সাত্ত্বিকভাববিকার নামে



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ।

৯০৯

বিস্তৃত হয়। ইহারা ;—সুস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, এবং প্রলয় অর্থাৎ চেষ্টা ও চৈতন্যভাব। সুতরাং দাস্তভক্তের কায়ব্য ইহারাও গণ্য।

স্বাভাব—দাস্তরতি। ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া প্রেম, স্নেহ, যোগে পরিণত হয়। এই প্রেম-ভাব এত বদ্ধমূল হয় যে, চ্যুত হইবার সম্ভাবনা হয়। প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে জবাবীভূত করিলে তাহা স্নেহ নামে অভিহিত হয়। এ সময় ক্ষণকালও বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। এই স্নেহ, দশরূপে দুঃখ ও সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন ইহা রাগ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে প্রস্তুত হয়। কিন্তু অধিকৃত ও আশ্রিত ভক্তে “রাগ” হয় না। রাগের প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পার্শ্বভক্তের স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুকে ও ব্রজানুগ রক্তকাদিতে রাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুগাতভক্তে প্রেম, স্নেহ ও রাগ—সবই স্থায়ী। রাগে সখ্যাংশ কিছু মিশ্রিত থাকে।

তাহার পর এই রসে ভগবানের সহিত মিলনকে “যোগ” এবং তাকে “অযোগ” বলে। এই “অযোগে” হরির প্রতি মনঃ সমর্পণ ইহার গুণানুসন্ধান এবং তাঁহার প্রাপ্তির উপায় চিন্তা হয়। কিন্তু ইহার আবার দ্বিবিধ, যথা—“উৎকর্ষিত” ও “বিয়োগ”। দর্শনের পূর্বে “উৎকর্ষিত” ও পরে সঙ্গভাব ঘটিলে “বিয়োগ” বলা হয়। “অযোগ” ইহা ২৪টি ব্যভিচারী ভাব সম্ভব হইলেও এই কয়টি প্রধান ; যথা—দৈহিক, নির্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ। ইহা ব্যবহার কিন্তু নিম্নলিখিত দশটি ভাব দেখা যায় ; যথা—ক্লেশ, ক্রোধ, ক্রমতা, অনিদ্রা, অবলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, দুর্জ্ঞা ও মৃত্যু।

তাহার পর ভগবানের সহিত মিলিনেতে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি-ভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দৃষ্ট হয় ; যথা—উৎকর্ষিত অবস্থায় ভগবৎপ্রাপ্তি—সিদ্ধি পদবাচ্য। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণপ্রাপ্তির নাম তুষ্টি এবং একত্র বাসকে স্থিতি বলে।

এক্ষণে গৌরব-প্রীতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাতে ভগবানকে পূর্বোক্ত গুণব্যতীত মহাগুরু, মহাকীৰ্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, লালক প্রভৃতি গুণমণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হয়। বহুবাহু-গণ ও প্রচ্যুত প্রভৃতিগণ এই প্রীতিরসের আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঐষদ্ হাস্য প্রভৃতি এস্থলে উদ্দীপন বিভাবমধ্যে গণ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নীচাসনে উপবেশন, গুরুর পথের অনুগমন এবং খেচ্ছা-চার পরিত্যাগ প্রভৃতি ইহাতে অনুভাব। ধর্ম প্রভৃতি—দার্শনিকতাবিকার, এবং ব্যাভিচারিভাব সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব নাই। এই ঐক্য-কতিপয় বিশেষত্ব ভিন্ন সম্বন্ধপ্রীতির সহিত ইহার ঐক্য দৃষ্ট হয়।

৩। সখ্যরস পরিচয়।

সখ্যরস বা প্রেয়ভক্তি রস। এই রসে ভক্ত ভগবানকে সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ নানা ভাষাবেত্তা, সুপণ্ডিত, অতি প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, ক্ষমাশীল, অহুরাগভাজন, সমুদায়বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত এবং দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজরূপে ভাবিয়া থাকেন। (ইহা বিষয়ালম্বন)। ভক্তগণ নিজেকে ভগবানের মনে মনে ভগবানের সহস্রং সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নন্দসখা-ভেদে চাক্ষুশ-প্রকার ভাবিয়া থাকেন। (ইহা আশ্রয়ালম্বন)। তন্মধ্যে বাহ্যিক শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত। তাঁহারই সহস্রং, যথা ;—ব্রজে “সুভদ্র” “মণ্ডলীভদ্র” ও “বলভদ্র” প্রভৃতি সখ্য-বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ নূন ও কিঞ্চিৎ দাস্ত-মিশ্র। তাঁহারই সহস্রং



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯১১

যথা—ব্রজে “বিশাল” “বৃষভ” ও “দেবপ্রস্থ” প্রভৃতি। যাঁহারা  
 শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তাঁহারাই প্রিয়সখা, যথা;—ব্রজে “শ্রীদাম”  
 “হর্য” ও “বসুদাম” প্রভৃতি। আর যাঁহারা প্রেমসী-রহস্তের সহায়,  
 গরভাবশালী, তাঁহারা প্রিয়নন্দসখা, যথা—ব্রজে “সুবল” “মধুমঙ্গল”  
 “অর্জুন” প্রভৃতি। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের কোমার, পৌগণ্ড ও  
 দ্বার বরস, এবং শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম,  
 প্রেম, রাজা ও দেব অবতারাতির চেষ্টা শুনিয়া ইহাদের ভাব উদ্দী-  
 প্ত হয়। (ইহাই এস্থলে উদ্দীপন বিভাব।) বাত্যাতি, বাহুদ্বন্দ্ব, ক্রীড়া  
 কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, পরিহাস, জলবিহার প্রভৃতি সম্বন্ধীয়  
 ইহাদের রস পুষ্ট হয়। (ইহা অনুভাব।) ভাবের বেগে বা  
 স্রোতে ভক্তগণের অশ্রুপুলকাদি সবগুলি সাত্ত্বিক ভাবই পরি-  
 হর্যের কথা। উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ভিন্ন হর্ষ-গর্ভাদি সমুদয়  
 ভাব বা সঞ্চারী ভাব এরসে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অমিলন অবস্থায়  
 হর্ষ, গর্ভ, নিদ্ৰা ও ধৃতি; এবং মিলন অবস্থায় যুতি, ক্রম, ব্যাধি,  
 তি ও দীনতা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলি প্রকাশ পায়। সাম্য-  
 য় নিঃসন্দেহতাময় বিশ্বাস, এবং বিশেষরূপ সখ্যরতিই ইহার  
 ভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়, প্রেম, স্নেহ  
 এই পাঁচটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পূরে অর্জুন, ভীমসেন  
 ইত্যাদি বিপ্র প্রভৃতি—সখা। এই সখ্য-রসেও দাস্তের তায়  
 দশ দশা জানিতে হইবে।

৪। বাৎসল্যরস পরিচয়।

ইহা রসে ভক্তগণ, ভগবানকে শ্রামাঙ্গ, কুচির, মুহু, প্রিয়-বাক্যযুক্ত,  
 স্নানীয়, মাননীয়গণকে মানপ্রদ এবং দাতা, বিনয়ী, সর্ব-  
 ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। (ইহা বিষয়ালম্বন)।

ভক্তগণ নিজেকে মনে মনে ভাবেন যে—শ্রীকৃষ্ণ আগাদিগের অনুগ্রহের পাত্র, শিক্ষাদানের যোগ্য এবং লালনীয় । ইহারা ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং অন্তর দেবকী, কুশী ও বসুদেব প্রভৃতির অনুকরণ করেন । ( ইহা আশ্রয়ালম্বন ) । বাল্য-চাঞ্চল্য, কোমার বয়সের রূপ ও বেশ, হস্ত, মৃদু-মধুর বাক্য ও বাল্য-চেষ্টাদি দেখিলে এই ভক্তগণের ভাব উদ্দীপ্ত হয় । (ইহা উদ্দীপন বিভাব) । তাঁহারা মনে মনে ভগবানকে মন্তকাস্ত্রাণ, আশীর্বাদ, আজ্ঞা, হিতোপদেশ প্রদান ও লালনপালনাদি করিয়া সুখ অনুভব করেন । (ইহা অনুভাব) । এ রসে ভক্তের স্তম্ভ স্বেদাদি আটটি ও স্তনদুগ্ধক্ষরণ এই নয়টি ভাব অনুভূত হইয়া থাকে । (ইহা সাত্ত্বিক ভাব) । হর্ষ ও শয়্য প্রভৃতি ইহাতে ব্যভিচারী ভাব । এক কথায় অপস্মারের সহিত প্রীতিরসোক্ত সমুদায় ব্যভিচারিভাবই ইহাতে দৃষ্ট হয় । এই রসে বাৎসল্য রতি স্থায়িভাব । উক্ত বাৎসল্যরতির প্রেম, স্নেহ, রাগ ও অনুরাগ এই চারিটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহাতেও বিরোধে পূর্ববৎ দশটি দশা হয় ; তথাপি চিন্তা, নির্বেদ, বিবাদ, জাড়া, বৈরাট্য, চপলতা, উত্তাপ ও মোহই প্রধান ।

৫ । মধুররস পরিচয় ।

এই রসে ভক্ত, ভগবানকে অতুল ও অসীম রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করেন । ( ইহা বিষয়ালম্বন ) । তাঁহারা মনে মনে ভগবৎপ্রেমসিগণের অনুকরণ করেন । (ইহা আশ্রয়ালম্বন) । মুরলীরব, বসন্ত, কোকিলধ্বনি, নবমেঘ ও মধুরক প্রভৃতি দর্শনাদি করিলে তাঁহাদের ভাব উদ্দীপ্ত হয় । (ইহা উদ্দীপন বিভাব) । তাঁহারা হৃদয় কন্দরে ভগবানের কটাক্ষ, কখন কখন হস্ত প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন । ভাব



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯১৩

স্বদেশে সন্তানাদি সমুদায় সাংখ্যিকভাবগুলি তাঁহাদের প্রকাশ পায়, এবং  
 ইহারে মাত্রা হৃদীপ্ত পর্যন্ত হইয়া থাকে। আনন্দ ও উগ্রতা ভিন্ন  
 ক্রিয়াদি সমস্ত সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, এ রসে পরিলক্ষিত হয়।  
 ইহার রতি ইহার স্থায়িত্ব। এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ উজ্জলনীলমণি  
 হইয়াছে।

যাহা হউক এই ভাবটী ভক্তির চরম লক্ষ্য, ভক্তের পরম আদর্শ।  
 নিজ নিকট ইহার উপর আর কিছু থাকিতে পারে কি না, তাহা  
 জানা যায়ও কঠিন। এ অবস্থায় জীব যাহা দেখে, তাহাতেই তাহার  
 সঞ্চা মনে পড়ে, অন্য ভাব তাহার হৃদয়ে স্ফূর্তি পায় না; যথা—

“মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।

তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্মরণে॥

স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।

সর্বত্রই হয় নিজ ইষ্টদেবস্মৃতি॥”

এ ভক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধপরিশূন্য। ইহার লক্ষ্য—কেবল কৃষ্ণসুখ,  
 কৃষ্ণপ্রীতি। নিজস্বখেচ্ছা না থাকিলেও তাহাতেই তাঁহাদের সুখের  
 সাক্ষা লাভ হইয়া থাকে। এই সুখ এত বেশী হয় যে, সাক্ষাৎ  
 স্নেহের তত সুখ হয় না; যথা—

“গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।

তাহা হইতে কোটী গুণ গোপী আনন্দয়॥”

যাহা হউক এতক্ষণে আমরা ভক্তি ও ভক্তের পরিচয়প্রদানকার্য্য,  
 করি, শেষ করিলাম; এতবার দেখিব—আচার্য্য রামানুজে এই  
 কবিতার মধ্যে কোন্ ভাবটী ছিল।

রামানুজের আদর্শ সহিত রামানুজের তুলনা।

আমরা দেখিতে পাই আচার্য্য রামানুজে গোস্বামিপাদগণপ্রতিপাদিত

ভক্তিরসের এই অন্তিম ও পরমোৎকৃষ্ট ভাবটী ছিল না। তাঁহার ভাব দাস্তুরতি; অথবা যদি আরও নির্দেশপূর্বক বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার ভক্তি রাগানুগা ভক্তি, এবং তন্মধ্যে আবার দাস্তুরভক্তির অন্তর্গত দ্বন্দ্বমগ্নীতিযুক্ত “অনুগ”গণোচিত ভক্তি। তথাপি তাহার গতি যে এই খানেই শেষ হইতে বাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাই বলিয়া রামানুজের ভাবটী মধুর ভাবের নিকট যে হয় তাহাও নহে। কারণ, যিনি যে ভাবে থাকেন তাহাতেই তাঁহার যে আনন্দ হয় তাহা অতুলনীয়। গোস্থামিপাদনয় এ কথাও সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে যিনি যখন বা যতক্ষণ কোন ভাবের ভাবুক না হন, তখন বা ততক্ষণ তাঁহার নিকট উক্ত শাস্ত্র প্রভৃতি ভাব পাঁচটির তারতম্যবিচার চলিতে পারে এবং তখনই বলা হইয়া থাকে—মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। বাহ্য হউক আমরা এক্ষণে উক্ত দাস্তুরতি অবলম্বনে দেখিব রামানুজের অভীষ্ট দাস্তুরভাব তাহাতে কতদূর ছিল।

প্রথমতঃ দেখা যায় রামানুজ বৈদী ভক্তির সাধক নহেন। কারণ, তাঁহার ভগবদনুরাগ কোনরূপ শাসনভয়ে জন্মে নাই। কাঞ্চীপুণের সঙ্গ, যামুনাচার্যের মৃত্যুতে ভগবান্ রঙ্গনাথের উপর তাঁহার অভিমান, কাঞ্চীপুণের কথায় ভগবান্ বরদরাজকে শালকুপের জলদ্বারা মার করান, জগন্নাথক্ষেত্রে ভগবানের সহিত বিরোধ প্রভৃতি অত্যন্ত ফল তাঁহাকে রাগানুগা ভক্তির সাধক বলিয়াই প্রমাণিত করে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ ও বৈদী ভক্তির অঙ্গমধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ থাকায় অর্থাৎ বৈদী ভক্তির অঙ্গের মধ্যে নিজ প্রতিকূল অঙ্গগুলিকে ত্যাগ করিবার বিধি থাকায় বৈদী ভক্তির সকল লক্ষণগুলি প্রয়োজন হইবে না। তবে কোন্ গুলি তাঁহার ভাবের প্রতিকূল, তাহা



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯১৫

না পারায়, আমরা সমুদায় বৈধী ভক্তির অঙ্গগুলি লইয়া  
জীবনী তুলনা করিলাম। সেই বৈধী ভক্তির অঙ্গগুলি; যথা—  
বৈধী ভক্তির ৬৪ অঙ্গ।

১। গুরুপদাশ্রয়—আচার্য-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত মহাপূর্ণ ও গোপ্তি-  
নিকট মন্ত্রগ্রহণ। এজ্ঞা ১৪ সংখ্যক দীক্ষা ( ৬৬৯ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য।

২। দক্ষ-দীক্ষা ও শিক্ষা—ইহা আচার্যের পক্ষে নারায়ণ-মন্ত্র লাভ।

৩। বিশ্বাসসহকারে শ্রীগুরুর সেবা—এতদর্থে বররত্নের নিমিত্ত  
প্রবৃত্তকরণ ও তাঁহার গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ মর্দনপ্রভৃতি স্মরণ করিলেই  
প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

৪। দাম্ববর্ত্তানুবর্তন—ইহা তাঁহার জীবনের আগা গোড়া।

৫। দক্ষজিজ্ঞাসা—বাল্যে কাক্ষীপূর্ণের সঙ্গ এবং জ্ঞানোদয়ে  
গুরুর নিকট নানা গ্রন্থাদির অভ্যাস রামানুজের এই প্রকৃতির  
পরিচয়।

৬। দক্ষ-প্রীত্যর্থ ভোগাদিত্যাগ—ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার সন্ন্যাস-  
ব্যাপারের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায়। তিনি সন্ন্যাস-  
করিয়া বাহাতে নারায়ণের সেবা করিতে পারেন তজ্জন্ত ভগবৎ-  
ভিক্ষা করিয়া ছিলেন। অবশ্য স্ত্রীর সহিত কলহ না হইলে  
ইহা সন্ন্যাস গ্রহণ—ইহা বলিতে পারা যাইত।

৭। তীর্থ-বাস—ইহা তাঁহার পক্ষে শেষজীবনের শ্রীরঙ্গমবাস।  
জীবনে কাক্ষী বা শ্রীরঙ্গমবাস—বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং শ্রীরঙ্গমের  
সাক্ষর্ভূক নিমন্ত্রিত হইয়া ঘটে। শেষজীবনে তিনি অবশ্য  
তথায় বাস করেন।

৮। দক্ষবিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর অনুবর্তন। ইহাও  
ছিল; কারণ, তাহা না হইলে তোণ্ডানুরে তোণ্ডানুর-নখীর

৯১৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

কথার তত্ত্ব রাজবাটীতে গমন করিতে রামানুজ প্রথমেই কখন  
অস্বীকার করিতেন না ।

৯। একাদশী ব্রতানুষ্ঠান—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । তবে অবশ্য ইহা ছিল ।

১০। অশ্বখ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রহ্মাণ ও বৈষ্ণবসন্ধান—  
শেষ দুইটির দৃষ্টান্ত তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্যমধ্যে বর্তমান ।  
অর্থাৎ রামানুজের আদেশসত্ত্বেও তাঁহার পত্নী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ও  
বৈষ্ণবকে অন্ন না দেওয়ার তাঁহার সহিত স্ত্রীর কলহপ্রসঙ্গ, এবং  
কৈঙ্কর্য্যকামী ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ বলা যায় । ( ৫৮০ পৃষ্ঠা ) দ্রষ্টব্য ।

১২। ভগবদ্ভিমুখের সঙ্গত্যাগ—ইহা তাঁহার ছিল ; কারণ, তিরু-  
পতিতে গমনকালে এক শৈবপ্রধান গ্রামে তিনি যা'ন নাই । দ্বিতীয়-  
দিগ্বিজয়কালে শঙ্করমতাবলম্বীদিগের স্থান শৃঙ্খলিত ও তিনি গমন করেন  
নাই । তিনি যেখানে দেখিয়াছেন যে, তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে  
অক্ষম হইতে পারেন, তথায় না যাওয়াই তাঁহার প্রস্তাবিত প্রকৃতির  
কতকটা পরিচয় বলা যাইতে পারে । তাঁহার সম্পর্কীয় কোন অবৈষ্ণব  
কোন সম্বন্ধও শুনা যায় না ।

১২। বহু শিষ্য না করা—ইহা প্রতিপালিত হয় নাই ; কারণ  
তাঁহার বহু শিষ্য ছিল । এজন্য ( ৫৩১ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য ।

১৩। বৃহদ্ব্যাপারে ব্যাপৃত না হওয়া—ইহাও অপ্রতিপালিত  
কারণ, দেখা যায় তিনি মঠ ও ধর্মস্থাপন এবং দিগ্বিজয়ব্যাপারে নিরন্তর  
ব্যাপৃত করিয়াছিলেন । যামুনাচার্য্যের বাসনা পূর্ণ করিবার  
শ্রীভাষ্য রচনাও ইহার একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতে পারে ।

১৪। বহু গ্রন্থকলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদপরিচয়—  
বহু গ্রন্থ অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু বহু কলাভ্যাস হয় নাই বোধ হয়  
ব্যাখ্যাবাদও পরিচয় হয় নাই ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯১৭

১। ব্যবহারে মুক্তহস্ততা—ইহাও প্রতিপালিত হইত; কারণ, দ্বিধাকারস্থলে স্ত্রীর সহিত কলহই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রীরঙ্গমেও ব্রাহ্মণ, রামানুজের মঠ হইতে নিয়ত সাহায্য পাইতেন।

২। শোকাদিতে অবশীভূততা—ইহার কথঞ্চিৎ বিপরীত দৃষ্টান্তই যায়। কারণ, প্রথমজীবনে পিতৃবিয়োগে এবং শেষজীবনেও অর্ধপূর্ণ ও শিশু কুরেশের শোকে তিনি এক প্রকার অধীর হইয়াই গিয়াছিলেন।

৩। অস্ত্র দেবের প্রতি অনবজ্ঞা।—ইহাও বোধ হয় অপ্রতি-  
হত। কারণ, তিনি কোন অস্ত্রদেবতীর্থে গমন করিতেন না।  
ইহা গমন করিলেও তাঁহার তত্ত্বাত্ম্য অস্ত্রদেবের দর্শনাদির কথা  
যায় না। তিনি জগন্নাথকর্তৃক কুর্মাক্ষেত্রের শিবমন্দিরে নিকিণ্ত  
শিবমূর্তি দেখিয়া নিজেকে মহাবিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন।

৪। প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন না করা। সম্ভবতঃ ইহা প্রতিপালিত  
কিন্তু তথাপি একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। কারণ, পুরোহিত-  
গণ বিষন্নপরীক্ষার্থ তিনি যে কুকুরটাকে উহার ক্রিয়দংশ দান  
করা তাহা পাইয়া সেই কুকুরটি মরিয়া যায়; অথচ আচার্য্যকে তজ্জন্ত  
হইতে শুনা যায় না।

৫। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন। ইহা আচার্য্যের সম্পূর্ণ  
ইহিত কি না সন্দেহ। কারণ, সেবাপরাধের মধ্যে সকলেরই  
দৃষ্টান্ত থাকিলেও দুই একটির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।  
যথা—

৩২টি সেবাপরাধ।

১) বান ও পাছুকার সাহায্যে ভগবদধামে গমন। সম্ভবতঃ এ  
করন আচার্য্যের ঘটে নাই।

৯১৮

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

(২) দেবোৎসব না করা।—এ অপরাধ আচার্যের ঘটে নাই। কারণ, মেলকোটের রামপ্রিয় মূর্তির উৎসববিগ্রহের জন্তই তাঁহার দিল্লী গমন ঘটে, তাঁহার এ অপরাধ কখনই সম্ভব নহে।

(৩) দেবমূর্তি প্রণাম না করা— দৃষ্টান্ত নাই।

(৪) উচ্ছিষ্ট দেহে ও অশৌচাবস্থায় ভগবদ্‌রন্দনা। ঐ

(৫) একহস্তে প্রণাম। ঐ

(৬) দেবতার সম্মুখে অশ্রু দেবতাপ্রদক্ষিণ। ঐ

(৭) ভগবৎ-সম্মুখে পাদপ্রসারণ। ঐ

(৮) ঐ হাঁটু বেঁধেন করিয়া বস। ঐ

(৯) ঐ শয়ন। ঐ

(১০) ঐ ভক্ষণ। ঐ

(১১) ঐ মিথ্যাভাষণ। ঐ

(১২) ঐ উচ্চভাষণ। ঐ

(১৩) ঐ পরস্পর আলাপন। ঐ

(১৪) ঐ রোদন। ঐ

(১৫) ঐ বিবাদ।—সম্ভবতঃ তাঁহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কারণ, ছগ্নাথ-ক্ষেত্র বা অনন্ত-শয়নে রামানুজ যখন ভগবৎপূজাপ্রসঙ্গেই পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, তখন পূজারিগণের সহিত তাঁহার যে বিবাদ হয়, তাহা প্রবাদানুসারে ভগবৎসম্মুখেই হইয়াছিল।

(১৬) ভগবৎসম্মুখে কাহারও প্রতি নিগ্রহ। দৃষ্টান্ত নাই।

(১৭) ঐ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ। ঐ

তবে ধনুর্দাসকে ভগবান্ রঙ্গনাথের চক্ষুঃসৌন্দর্য্যপ্রদর্শনপ্রসঙ্গটী ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে কি না চিন্তনীয়।

(১৮) ভগবৎসম্মুখে নিষ্ঠুর ও ক্রুরভাষণ। দৃষ্টান্ত নাই।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯১৯

- ই। (১৩) ভগবৎসম্মুখে কখনদ্বারা গাত্রাবরণ। দৃষ্টান্ত নাই।  
 দ্বী (২০) ভগবৎসম্মুখে পরনিন্দা।—ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত জগন্নাথ-  
 য় ও অনন্তশয়নের পূজাপ্রথার পরিবর্তন প্রসঙ্গ হইতে পারে।  
 (২১) ভগবৎসম্মুখে পরস্তুতি। দৃষ্টান্ত নাই। ---  
 (২২) ঐ অশ্লীলভাষণ। ঐ  
 (২৩) ঐ অধোবায়ু ত্যাগ। ঐ  
 (২৪) সেবায় কৃপণতা। ঐ  
 (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ। ঐ  
 (২৬) কালের ফল ভগবানকে না দেওয়া। ঐ  
 (২৭) কোন কিছু অগ্রে অপরকে দিয়া  
 পরে ভগবানে অর্পণ। ঐ  
 (২৮) ভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসা। ঐ  
 (২৯) ভগবদগ্রে অপরকে প্রণাম। ঐ  
 (৩০) গুরুর নিকট মৌন। ঐ  
 (৩১) আত্মপ্রশংসা। ঐ  
 (৩২) দেবতা নিন্দা। ঐ

ই সকল সেবাপরাধ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্র একমত নহে। কারণ,  
 পুরাণে অত্মরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু উপরি উক্ত ৩২টিই  
 ব্যাপাদগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এস্থলে উহাই গ্রহণ  
 করিব। অতঃপর দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে দেখা যাউক, আচার্যের  
 বিদ্রূপ প্রমাণিত হয়।

১০টি নামাপরাধ।

- (১) বৈষ্ণবনিন্দা।—আচার্য্যজীবনে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই  
 পাওয়া যায়। কারণ, তিনি তাঁহার শেষ ৭২টি উপদেশের মধ্যে

৯২০

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

বৈষ্ণবের সম্মান করিতে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন দেখা যায় ।

(২) শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি । এ সম্বন্ধে দেখা যায়, আচার্য, শিবকে ঈশ্বর বলিয়াই স্বীকার করিতেন না, তাঁহার মতে শিব—নারায়ণের পরিকর ।

(৩) গুরুদেবে মহুষ্ণবুদ্ধি । আমাদের বোধ হয়, ইহার বিপরীত বুদ্ধিই রামানুজের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত ।

(৪) বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা ।—রামানুজের এ অপরাধ দেখা যায় না ।

(৫) হরিনামে স্তুতিজ্ঞান । দৃষ্টান্ত নাই ।

(৬) হরিনামের অন্ত্যর্থ কল্পনা । ঐ

(৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি । ঐ

(৮) শুভকর্মের সহিত নামের তুলনা । ঐ

(৯) শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ । ঐ, বরং ইহার

বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় । কারণ, তিনি বহু পরীক্ষার পর শিষ্যকে উপদেশ দিতেন ।

(১০) নাম শুনিয়াও তাহাতে অপ্রীতি । দৃষ্টান্ত নাই ।

যাহা হউক, যদি কখন আচার্যের এই অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে তাহাও আচার্যজীবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বোধ হয় । কারণ, গীতা হিন্দুসহস্রনামপাঠই ইহার একটি প্রায়শ্চিত্ত । আচার্য গীতার এক অতি উপাদেয় ভাষ্যই রচনা করিয়াছেন । দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত অহরহঃ ভগবদ্ভাস্মরণ, এবং ইহাও যে অনুষ্ঠিত হইত তাহাতেও সন্দেহ নাই । কারণ, তিনি একবার তিরুপতি-বাইয়া তিনদিন তিনবার অনাহারে অনিদ্রায় ভগবদ্ধ্যান করিয়াছিলেন শুনা যায় ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯২১

- ১। ভগবানু ও তাঁহার ভক্তের প্রতি ঘেব ও নিন্দাশ্রবণে  
দক্ষতা।—ইহা রামানুজের নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, তাহা না হইলে  
নিবন্ধমূর্ত্তির নিকট পরাজয়ে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের ক্ষতিবোধ  
হইয়া বিচলিত হইতেন না।
- ২। বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ।—ইহাও প্রতিপালিত হইত। কারণ,  
কল্যাণ ও কুর্নক্ষেত্রে একদিন তিলক-চন্দনের অভাবে তাঁহার তিলক-  
হইয়া যায় নাই, এবং তজ্জন্ম তিনি অনাহারে অবস্থান করেন।  
স্বীকৃত তপ্ত-লৌহদ্বারা বৈষ্ণব-চিহ্ন তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইত।
- ৩। অঙ্গে হরিনাম লেখা। দৃষ্টান্ত নাই।
- ৪। নির্মাণ্যধারণ। ঐ
- ৫। ভগবদগ্রে নৃত্য। ঐ
- ৬। ভগবৎস্বরের নিকট তিনি এই বিদ্যাই শিক্ষা করেন, বলিয়া  
ইহাও প্রতিপালিত হইত।
- ৭। ভগবদগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম।—প্রতিপালিত হইত। ইহা  
নিরন্তর নিত্য ব্যাপার।
- ৮। ভগবানুর্ভির্দর্শনে উত্থান।— দৃষ্টান্ত নাই।
- ৯। ভগবানুর্ভির্দর্শন অল্পগমন।—ইহাও অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু  
প্রদর্শন দেখা যায় রামানুজ মঠেই ছিলেন।
- ১০। ভগবানুর্ভির্দর্শনার্থ গমন—ইহাও নিত্য অনুষ্ঠিত হইত।
- ১১। ভগবৎস্থান পরিক্রমা।—দৃষ্টান্ত নাই।
- ১২। ভগবদর্শনা—ইহা নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। কারণ, তাঁহার সঙ্গে  
হইয়া গরীব-বিগ্রহ থাকিতেন, রামানুজ তাঁহার সেবা করিতেন।
- ১৩। পরিচর্যা।—ইহার নিত্যানুষ্ঠানে দৃষ্টান্তাভাব। তৎকৃত  
দেখিলে বোধ হয়, অন্তরে তিনি এই কর্মই করিতেন।

৯২২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

৩২ । গীত ।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । তবে আচার্য যখন এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য বররত্নের শিষ্য হন, তখন ইহাও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত ।

৩৩ । সংকীৰ্ত্তন ।—ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত নাই । কারণ, কেবল প্রথম তিরুপতিগমনকালে সংকীৰ্ত্তনের কথা শুনা যায় ।

৩৪ । জপ ।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত । তবে ইহা যখন পূজার অঙ্গ, তখন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হইত ।

৩৫ । বিজ্ঞপ্তি । ( দৈন্য, প্রার্থনা ও লালসাময়ী ) ইহাও অনুষ্ঠিত হইত । দৈন্য অর্থাৎ নিজকে পাপী জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—তিরুপতি শৈব আরোহণের অনিচ্ছা । অপর দুইটির দৃষ্টান্ত বৈকুণ্ঠগতে দ্রষ্টব্য ।

৩৬ । স্তব-পাঠ । ইহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইত ।

৩৭ । নৈবেদ্যস্বাদ-গ্রহণ । ইহাও অনুষ্ঠিত হইত । কারণ, ইহা তাঁহার উপদেশ দেখিলেই বোধ হয় ।

৩৮ । পাদোদকের স্বাদ-গ্রহণ । রঙ্গনাথের পুরোহিত যে কিরীট চরণামৃত দেন, তাহা তিনি পান করেন ; কিন্তু এতদ্বারা যে উহা নিত্য পান করিতেন, তাহা প্রমাণিত হয় না । তবে তাঁহার নিকটে যে বিগ্রহ থাকিতেন তাঁহার চরণোদক পান সম্ভব । পাদোদকও তিনি এক সময়ে নিত্য পান করিতেন ।

৩৯ । ধূপমাল্যাদির ত্রাণ গ্রহণ । অনুমের ।

৪০ । শ্রীমূর্তির স্পর্শন । অনুমের ।

৪১ । শ্রীমূর্তিনিরীক্ষণ । ইহাও সম্ভবতঃ প্রতিপালিত হইত । কারণ, এই জন্য প্রধান পুরোহিতের রামানুজকে বিবাক্ত চরণামৃত বিবাহিত হইত ।

৪২ । আত্মিক দর্শন । ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত ।

৪৩ । উৎসব-দর্শন । দৃষ্টান্ত শ্রীনাগরী-প্রভৃতিতে গমন ।



# নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯২৩

- ৯৪। শ্রবণ ( নান, চরিত্র ও গুণ )।—ইহাও প্রতিপালিত হইত।  
বিভিন্ন বেদপাঠ ইহার নিদর্শন।
- ৯৫। তাঁহার রূপার আশা।—প্রতিপালিত হইত; কারণ, কুরেশের  
কৃত্যে ঐরূপ ভাব প্রকাশিত হয়।
- ৯৬। স্মৃতি।—ইহাও অনুষ্ঠিত হইত; যেহেতু শ্রীশৈলেনে ত্রিরাত্রি  
আহারে কেবল ভগবৎস্মরণ ও অবস্থান—এই প্রকৃতির পরিচায়ক।
- ৯৭। ধ্যান ( রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবা )।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত; তবে  
যতদূর অসম্ভব।
- ৯৮। দাস্য ( আমি দাস-বোধ ও পরিচর্যা )।—প্রতিপালিত  
হইত। দৃষ্টান্ত—কৈকর্য্য-ভিখারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ এবং মঠস্থ বরদরাজ ও  
আমি বিগ্রহের সেবা।
- ৯৯। সখ্য ( বিশ্বাস ও নিত্র-বৃত্ত্যাত্মক )।—প্রতিপালিত হইত।  
শিভগণকে উপদেশ-কালে তিনি বলিতেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের  
ভগবৎসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাকে উপায়-জ্ঞান করা অন্ত্যায়,  
নৈক্য হওয়া উচিত, ইত্যাদি। দ্বিতীয়াংশের দৃষ্টান্তাভাব।
- ১০০। আত্মনিবেদন।—প্রতিপালিত হইত। ইহাই তাঁহার উপ-  
মুখ্যবিষয়। যথা—শ্রীবৈষ্ণবের অন্তিম স্মৃতি নিম্নয়োজন,  
বিষ-ভক্ষণে নিরুদ্ধেগ ভাব। তহে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত  
১। প্রাণভয়ে পলায়ন। ২। পুনরায় বিষান্ন-ভয়ে গোষ্ঠী-  
আগমন পর্য্যন্ত অনাহার।
- ১০১। নিজ প্রিয়বস্ত্র ভগবানকে অর্পণ।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।
- ১০২। সকল কর্ম ভগবদর্থের সম্পন্ন করা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।
- ১০৩। শরণাপত্তি।—প্রতিপালিত হইত। নিদর্শন তাঁহার শরণা-  
গ্রহ; এবং দ্বিতীয়বার বিষভক্ষণ-কালে তাঁহার ব্যবহার।

৫৪। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু ও ব্যক্তির সেবা।—প্রতিপালিত হইত।  
 প্রমাণ—অণ্ডালের জন্ত শত হাঁড়ী মিষ্টান্নাদি দান; তিরুনাগরীর পথে  
 প্রত্যাবৃত্ত রমণীর প্রসঙ্গ। বস্তুসেবার দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৫। ভগবৎ-শাস্ত্রসেবা।—প্রতিপালিত হইত। ভাষ্যাদিরচনা এবং  
 মঠে পঠন-পাঠনই ইহার দৃষ্টান্ত।

৫৬। দৈববাদির সেবা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে গৃহে অতিথি-  
 প্রসঙ্গ এবং শ্রীরঙ্গমে ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

৫৭। সামর্থ্যানুসারে ভগবানের উৎসব করা।—অনুষ্ঠিত হইত;  
 যথা,—মেলকোটের উৎসব।

৫৮। কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৯। জন্মাদিতে যাত্রা-মহোৎসব।—প্রতিপালিত হইত। যথা—  
 শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথসেবার তত্ত্বাবধারণ; মেলকোট হইতে প্রত্যাগমন-  
 কালে রামপ্রিয়-মূর্ত্তির সেবা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ।

৬০। সেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি।—ঐ—ঐ—

৬১। ভক্তসহ ভাগবতাদি গ্রন্থের রসাস্বাদ।—প্রতিপালিত হইত;  
 কারণ, একদিন কুরেশ এই শুনিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে  
 লুষ্ঠিত হন। অবশ্য গ্রন্থখানি ভাগবত না হইলেও তজ্জাতীয়।

৬২। স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ।—প্রতিপালিত হইত। কারণ  
 তাঁহার শিষ্যসেবক সকলেই সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন।

৬৩। নাম সংকীৰ্ত্তন।— ( উপরে ৩৪ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য। )

৬৪। মথুরায়ণ্ডলে স্থিতি।—ইহা তাঁহার পক্ষে শ্রীরঙ্গমে রাস।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাগানুগা ভক্তির  
 অন্তর্গত দাস্ত্রভক্তির অঙ্গুর, অথবা ভাব-ভক্তির পূর্বে অনুষ্ঠিত  
 গুলিই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে দাস্ত্রসের ভাবভক্তির



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯২৫

নি নিম্নে আলোচ্য। প্রথমতঃ দেখা গিয়াছে, দাস্ত-প্রেমভক্তির  
 দ্বারা দাস্য-ভাবভক্তির আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবভক্তির  
 ক্ষমতা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে উক্ত লক্ষণগুলির সহিত  
 আচার্যের জীবনী আর একবার তুলনা করা যাউক।

ভাবভক্তির লক্ষণের দ্বারা তুলনা।

ভাবভক্তির প্রথম লক্ষণ—ক্ষান্তি। ইহার দৃষ্টান্ত,—প্রধান  
 রোহিত রামানুজকে বিষ প্রদান করিলেও তাঁহাকে তিনি ক্ষমা করিয়া-  
 দিলেন। এজন্য ৩৯ সংখ্যক “ক্ষমা” ( ৭১৮ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়—অব্যর্থ-কালত্ব। ইহার দৃষ্টান্ত কোন জীবনীকারই উল্লেখ  
 করেন নাই। তবে মনে হয়, আচার্যের শেষ-জীবনে ইহা পরিস্ফুট  
 হইয়াছিল; কারণ, শেষ ৬০ বৎসর আর তাঁহাকে কোন অপর কার্যে  
 ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায় না।

তৃতীয়—বিরক্তি।—ইহার নিমিত্ত আমাদের ৩৭ ওদাসীত ( ৭১৭ পৃঃ )  
 দেখা। ইহাও তাঁহার শেষ জীবনে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ—মানশূন্যতা—এজন্য ৪৫ নিরভিমানিতা ( ৭২৬ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম—আশাবদ্ধ—এজন্য ৩৬ সংখ্যক “উদ্ধারের আশায় আনন্দ”  
 ( ৭২৭ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ—সমুৎকর্ষা—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে রামানুজের প্রথম জীবনে  
 সমুৎকর্ষার দৃষ্টান্ত আছে।

সপ্তম—নাম-গানে সদাকুচি।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে শেষ জীবনে  
 “কি” বেদ-ব্যাখ্যা যদি ইহার নিদর্শন হয়।

অষ্টম—ভগবদ্-গুণাখ্যানে আসক্তি।—ইহা তাঁহার শেষ জীবনে  
 স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

নবম—তদ্বাসতি স্থলে প্রীতি।—শ্রীরঙ্গমে বাস ইহার দৃষ্টান্ত।

ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গের লক্ষণদ্বারা তুলনা।

এইবার আমরা দেখিব দাম্যরসের “বিভাবাদি” অঙ্গের অন্তর্গত লক্ষণ গুলির সহিত আচার্য-জীবনের ঘটনাবলী কতটা ঐক্য হয়।

দাম্যরসের ভগবান্ ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, ইত্যাদি বস্তুতঃ, রামানুজের ভগবান-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাতে উক্ত লক্ষণের সহিত কোন পার্থক্য নাই।

ইতি পূর্বে চারি প্রকার দাম্য-ভক্তের মধ্যে রামানুজকে আমরা “অনুগ” ভক্তের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি। (২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগ-ভক্ত সুচন্দ্র ও মণুনাди। এস্থলে রামানুজ যখন নারায়ণকেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া স্বীকার করিতেন, এবং যখন নারায়ণের ঐকরূপ কোন ভক্তপদবীলাভই তাঁহার প্রাণের আবাস ছিল, তখন রামানুজকে “অনুগ” শ্রেণীর ভক্তই বলিতে হইবে। সুতরাং দেখা গেল, রামানুজে দাম্যরসের “আশ্রয়বলম্বনের” উপযোগী গুণ ছিল। তবে তাহার মাত্রা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তাহার পর ভগবানের অনুগ্রহ, চরণ-ধূলি, মহাপ্রসাদাদিতে তাঁহার ভাবের উদ্দীপনা হইবার কথা। সুতরাং দেখা আবশ্যক তাঁহার জীবনে ঐকরূপ কিছু হইত কি না? এতদর্থে ভগবদনুগ্রহলাভে ভাবোদ্দীপনার দৃষ্টান্ত—১। বিদ্যারণ্যে ব্যাধ-দম্পতী-সাহায্যে কাঞ্চী আদিলে তিনি ভগবৎ-রূপা স্মরণ করিয়া মুচ্ছিত ও অশ্রুজলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২। কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতে হৃদগত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য। ১। এজন্ত ১৮ ভগবদনুগ্রহ (৬৭৮ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য। চরণ-ধূলি মহাপ্রসাদাদিতে ভাবোদ্দীপনের দৃষ্টান্ত—১। রঙ্গনাথের পুরোহিত বিষ-মিশ্রিত চরণোদক দিলে আচার্য মহাপ্রসাদ পান করিয়া পান করেন। ২। তিরুপতি-দর্শনে যাইয়া তিনি



নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

১২৭.

যে শৈলোপারি পদার্পণ করেন নাই। ৩। এ সময় ভগবৎ-  
লালক পাইয়া তাঁহার আনন্দ, ইত্যাদি। স্মৃতরাং দেখা গেল, দাস্ত-  
দ 'উদ্বীপন-বিভাবের' লক্ষণগুলি রামানুজের ছিল। তবে তাহা কি-  
য়েছিল, তাহা অবশ্য বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ স্থির করিবেন।

হওয়ার পর অনুভাব অনুসারে দেখা যায়, রামানুজের ভগবদাজ্ঞা-  
বিশেষ আগ্রহ ছিল, যথা ;—১। জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র বিধির  
কঠোরতা, ২। কৃষ্ণক্ষেত্রে বিষ্ণুপূজা-প্রচলন, ৩। তিরুনারায়ণপুরে  
ঈ হইয়া তথায় ভগবৎপ্রতিষ্ঠা ও দিল্লী বাইরা তাঁহার উৎসব-  
এর মানয়ন, ইত্যাদি। এ-গুলি ভগবান্ রঙ্গনাথ তাঁহাকে ধর্ম-  
রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি করেন। কিন্তু  
রঙ্গনাথের আদেশের সহিত পুরীর জগন্নাথদেবের ইচ্ছার  
ফেন হইল, বুঝা যায় না। বাহা হউক এ বিষয়টিরও দৃষ্টান্ত  
জীবনে আছে। অবশ্য সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।  
কিন্তু ভাব-বিকারের আর্টটি লক্ষণ, যথা—সুস্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ,  
বেগধু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ইহার মধ্যে কোনটিরও  
সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

২৪টা ব্যভিচারী ভাব বিচার্য। কিন্তু হৃৎথের বিষয়  
এত ক্ষুদ্র বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।  
অনেকগুলিই যে আচার্য্যে কিছু কিছু অভিব্যক্ত ছিল,  
সেইগুলিই নাই।

১। ২৪টা বাস্তবিক ভাব ; যথা—১। নির্বেদ, ২। বিষাদ,  
৩। মানি, ৫। গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ,  
৯। মোহ, ১১। মৃতি, ১২। জাড়া, ১৩। ব্রীড়া, ১৪।  
১৫। শ্রুতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি, ১৯। ধৃতি,

২০। হর্ষ, ২১। ঔৎসুক্য, ২২। চাপল্য, ২৩। স্থপ্তি, ২৪। বোধ।

আচার্য, অনুগ-ভক্ত বলিয়া তাঁহার রসের গতি “রাগ” পর্য্যন্ত।  
এজন্ত বৈকুণ্ঠ গন্ত দ্রষ্টব্য। তবে “রাগের” লক্ষণ রামানুজে আমরা  
বুঝিতে পারি নাই।

এইবার যোগ, অযোগ ও বিয়োগ অবস্থার লক্ষণ সাহায্যে রামা-  
নুজের অবস্থা বিচার্য।

ভগবদ্ বিয়োগে ইহার অঙ্গতাপ, ক্লশতা প্রভৃতি দশটি দশা ইত্য-  
উচিত। আমরা কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোন  
জীবনীকারই এমন কথা বলেন নাই যে, ভগবদ্বিরহে তিনি কখন কখন  
বা ব্যাধিগ্রস্থ বা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। “উদ্ধারের আশায় আনন্দ-  
বিষয়টি দেখিলে উক্ত “যোগের” লক্ষণের বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।  
অযোগের লক্ষণই রামানুজে অধিক বলিয়া মনে হয়।

পরিশেষে স্থায়িতাবানুসারে আচার্যকে আমরা সম্মতগীতি-  
বলিতে পারি। কারণ, তাঁহার ভাবের মধ্যে দাস ও প্রভু সম্বন্ধ  
উত্তমরূপে পরিস্ফুট।

যাহা হউক এতদূরে আমরা, বোধ হয়, জীবনী অবলম্বনে  
রামানুজ সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিলাম।  
তিনি তাঁহার আদর্শানুসরণে কতদূর সমর্থ হইতে পারিয়াছিলেন  
সম্বন্ধে আমরা একটা সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পারিব  
করা যায়। ইতিপূর্বে শঙ্কর সম্বন্ধে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা  
করিয়াছি, স্মরণ্য যে এখন আচার্যদ্বয়ের নিজ নিজ আদর্শের  
সম্বন্ধে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল।  
বিষয়টিও একটা ছোট-বড়-নির্ণয়ের উত্তম উপায়। কারণ, ইহা  
বিভিন্ন আদর্শ অনুসরণকারী হইলেও, একজন যদি অপর



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯২৯

নিজ আদর্শের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি  
 ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক জন  
 দক্ষিণ দিকে এবং এক জন পশ্চিম দিকে গমন করিলেও যে যাহার  
 দক্ষিণ-দিকের নিকটবর্তী হয়, সে কি তত প্রশংসনীয় নহে? এই  
 দিকটো বুঝিতে পারিলে আমরা সর্ব্বরকমে বলিতে পারিব, আচার্য্য-  
 ইজ্ঞার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর। কারণ, এই উপসংহারের প্রথমেই আমরা  
 কোন আচার্য্যকে আদর্শ-দার্শনিকের সহিত তুলনা করিয়াছি, তৎপরেই  
 ঐ আচার্য্যের উভয়ের বাহা সাধারণ আদর্শ, তাহার সহিতও তুলনা করিয়াছি,  
 আবার তাহাদের অসাধারণ অর্থাৎ নিজ নিজ আদর্শের সহিত তুলনা  
 করিয়াছি; সুতরাং আচার্য্যদ্বয়কে সর্ব্বরকমেই তুলনা করা হইল।  
 তবে এখন পাঠকবর্গ বাহা স্থির করিবেন, তাহাতে কোন কিছু  
 উদ্ভ্রান্ত হইতে থাকিবে না, আশা করিতে পারা যায়।

গৌড়ীয় মতে শঙ্করের ভক্তি।

পরিশেষে একবার গৌড়ীয় দৃষ্টিতে আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি বিচার্য্য।  
 আচার্য্য রামানুজের ভক্তি, যেমন আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের  
 একজন ভক্তের সহিত তুলনা করিলাম, তদ্রূপ আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি,  
 আমরা তাহার সহিত তুলনা করি নাই। না করিবার কারণ এই যে,  
 আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি তাহার লক্ষ্য নহে, উহা তাহার লক্ষ্যের কথঞ্চিৎ  
 নিকট। বাহা তাহার লক্ষ্য নহে, তাহা লইয়া আলোচনায় ফল  
 লক্ষ্য-লাভ হইলেই তাহার উপযোগিতা শেষ হইল। কিন্তু  
 এ বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। এজন্ত নিম্নে আমরা  
 তাহাও আলোচনা করিলাম।

শঙ্কর ভগবদ্ভক্তি প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি  
 শাস্ত্রভক্তি। দাস্ত্রভক্তি তাহাতে বোধ হয়, কখন কখন দেখা

৯৩০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

দিত । কিন্তু যদি গোড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয়, তাহা হইলে  
আচার্যের ভক্তি উত্তমা ভক্তি নামেই অভিহিত হইতে পারে না ।  
কারণ, আচার্য শঙ্করের ভক্তির চরম সীমা, ব্রহ্মের সহিত অভ্যন্ত  
অভেদ । কারণ—

ভক্ত্যা মাগভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ (গীতা ১৮।৫৭)

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাঐশ্ব মে মতম্ ॥ (ঐ ৭।১৮)

এস্থলে ভক্তিরদ্বারা ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশের  
কথা এবং জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে, আর এভাবে পূর্বোক্ত  
শাস্ত্রভক্তির লক্ষণাক্রান্তই কতকটা হইয়া থাকে । \*

বস্তুতঃ এই ভক্তি গোড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি নামে  
অভিহিত হয় । চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীমন্নরায়ণ

\* শঙ্করের ভক্তি যথা ; বোধসারে—

পরমানন্দিনি বিবেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা । সর্বমেব তদা শীঘ্রং কর্তব্যং নাবশিষ্যতে ।  
উক্তমেকান্তভক্তিবৎ একান্তেন চ মাং প্রতি । যথা ভক্তিপরিণামো জ্ঞানং তদবধারং ।  
কিঞ্চ লক্ষণভেদোহি বস্তুভেদস্ত কারণম্ । ন ভক্তজ্ঞানিনোদৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ।  
বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিল্লিয়নিগ্রহঃ । দেবে চ পরমা ত্রীতীত্যদেকং লক্ষণং দ্রব্যোঃ ।  
তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে তমেবাস্মীতি চাপরে । ইতি কিঞ্চিৎশিষ্যেণপি পরিণামঃ সমোদ্যতঃ ।  
অন্তবহির্বদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি । দাসোহস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে ।  
শুদ্ধবোধরসাদস্তে রসা নীরসতাং গতাঃ । তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন ।  
ন তু জ্ঞানং বিনামুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি । তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপারশতৈরপি ।  
ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ । জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠাত্মা ভক্তা বৈ নারদায় ।  
মুক্তি মূৰ্খ্যকলং জ্ঞস্ত ভক্তিস্তৎসাধনত্বতঃ । ভক্তস্ত ভক্তিমূৰ্খ্যাত্মা মুক্তিঃ সাদানুবদী ।  
রীত্যাংনয়পি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে । একৈব স্বপ্রভাবেন জ্ঞানমুক্তিপ্রদারিণী ।

আচার্য-কৃত বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ভক্তি বস্তুতঃ—

মোক্শকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী ।

স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩২

স্বাস্তত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯৩১

কর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে দেখা যায় শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু এই  
 বাক্য বাহ্যভক্তি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার কারণ  
 যে শঙ্করের ভক্তির বিষয় যে ভগবান, তিনি ব্রহ্মের সঙ্গুভাব  
 হইয়া যতক্ষণ জীবন্ত ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী। তাহার পর তাঁহার  
 ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ নহে। সুতরাং ইহা উত্তমা-  
 ভক্তি অপেক্ষা অনেক দূরে। কারণ, উত্তমা ভক্তি স্বার্থ-গন্ধ-পরিশৃঙ্খ ও  
 ব্রহ্মদেবা ভিন্ন আর কিছু চাহে না।

শঙ্করমতে গোড়ীয় ভক্তি।

যদ্যপি শঙ্কর-সম্প্রদায় উক্ত 'গোড়ীয়' ভক্তিকেও উত্তমা ভক্তি বলেন  
 কারণ, উক্ত ভক্তি অজ্ঞান-মিশ্রিত এবং উহা অজ্ঞানীর উপযোগী।  
 অসংযতভাবে পূর্বোক্ত রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু, উক্ত  
 ভক্তি হইতে জ্ঞানশূন্য ও প্রেম-লক্ষণা ভক্তিকে যথাক্রমে  
 দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকেই উত্তমা ভক্তির মধ্যে পরিগণিত  
 করেন। ইহা দেখিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায় বলিবেন যে, ভক্তিতে যদি  
 বিষয় যে ভগবান, তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে,  
 ইহা সাধারণ কামুক নায়ক-নায়িকার প্রেমের সহিত উহার  
 পার্থক্য রহিল? আর যদি ভগবৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের  
 ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞানশূন্য হয় কিরূপে?  
 কেন যদি ভগবদ্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবৎজ্ঞান  
 ভগবদ্ভাবই বা বলা হয় কিরূপে; আর তাহা হইলে ভক্তির  
 কোন হয়, এ কথাই বা অস্বীকার কেন করা হয়? ইত্যাদি।

গোড়ীয় মতেও ভক্তির স্বরূপ জ্ঞান।

মহাপ্রভুপাদ জীব ও বলদেবপ্রমুখ মনীষীগণ, ভক্তিকে 'জ্ঞান'  
 বলাইয়া করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের

৯৩২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

বট্‌নন্দর্থে, ভাগবতের “দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ণণাং” ইত্যাদি শ্লোকের টীকা লিখিয়াছেন ;—

জ্ঞানবিশেষঃ \* \* \* সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ ৩২ ॥

অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষই ভগবদ্ভক্তি বা প্রীতি ।

পুনরায় “যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েন্নপায়িনী” এই শ্লোকের টীকা লিখিয়াছেন ;—

“এতদুক্তং ভবতি প্রীতিশব্দেন খলু সুখ-প্রীতি-প্রমোদ-হর্ষানন্দাদি পর্যায়ঃ স্ববদ্যতে । ভাবসৌন্দর্যাদি প্রিয়তা চোচ্যতে । তত্রোক্তাসাত্ত্বিকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্ । তথা বিকল্প-কূলান্বকঃ তদানুকূলানুগততৎস্পৃহাতদনুভবহেতুকোল্লাসাত্ত্বিকো জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তমঃ ।

অর্থাৎ প্রীতি, শব্দের মূদ্র, প্রীতি, প্রমোদ, হর্ষ ও আনন্দ প্রভৃতি পর্যায়ভূত সুখ এবং ভাব ও সৌন্দর্যাদিরূপ প্রিয়তা বুঝায় । তাহার মধ্যে উল্লাসরূপ জ্ঞানবিশেষই সুখ । পক্ষান্তরে বিষয়ানুকূল বিকল্প-স্পৃহা ও বিষয়ানুভবজনিত বিষয়ানুকূল উল্লাসাত্ত্বিক জ্ঞান-বিশেষের প্রিয়তা বলা হইয়া থাকে ।

তাহার পর শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ সিদ্ধান্তের লিখিয়াছেন ;—

“ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যাত্ তমেবেতি বিষ্টেবেতি চ ব্যপদ্যতে । জ্ঞানং পুরস্কৃত্য বহু একত্বং ব্যপদিশ্যতে । \* \* \* জ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দপ্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দবোধোদ্যায়ঃ । ১ পাদ । ৩২

অর্থাৎ ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ ; জ্ঞান অংশে এক জ্ঞান গণ্য করিয়া তাহাকেই বিদ্যা বলা হইয়াছে । জ্ঞান অত্বসারে বহুতে যেমন কথিত হয় তদ্রূপ । \* \* \* জ্ঞান-বিশেষে ভক্তিশব্দ প্রয়োগ, গণকে পাণ্ডব বলার সদৃশ ।

পুনরায়—“অত্রায়ং নিকর্ষঃ—বিদ্যাবেদন-পর্যায়ঃ জ্ঞানং দ্বিবিধম্—একং নিরাকারং দ্বিতীয়ম্ অপারমিত্যবয়বম্ । বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি ।” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত তৎসংপদার্থানুরূপং, দ্বিতীয়ম্ অপারমিত্যবয়বম্ বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি ।

রহ ১ পাদ ৩৩ ।



## নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা।

৯৩৩

অর্থাৎ ইহার সার মর্ম এই যে, বিজ্ঞা ও বেদনের পর্যায়ভূত জ্ঞান  
 যি—প্রথম পলকশূন্য দর্শন-ক্রিয়ার দ্বারা নিস্পন্দ “তৎ” ও “ত্বম্” পদা-  
 র মূর্তবরূপ ; দ্বিতীয়—অপাদ-বীক্ষণের দ্বারা বিচিত্র ভক্তিরূপ।

আবার ব্রহ্মসূত্র ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ১২ সূত্রের ভাষ্যে দেখা যায়,  
 “হৃদয়মহাশয় বলিতেছেন—

“হৃদ্যাদিনীসারসমবেতসম্বিদ্ভূতভক্তিঃ” অর্থাৎ ভগবানের হৃদ্যাদিনী  
 সার-সংযুক্ত সম্বিদ্ভূতভক্তি, ইত্যাদি। সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান।  
 “তৎ” এতদ্বারা বেশ বুঝা বাইতেছে যে ভক্তি, জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞানশূন্য  
 নহে।

তাহার পর শঙ্করের ভক্তিতে যে জ্ঞান-পিপাসা আছে—তাহাও  
 জ্ঞান-পিপাসা নহে। তাহাতে সাধারণ লোকের ঘটপটাদির  
 পিপাসার মত, জ্ঞান-পিপাসা থাকেনা ; তাহাতে যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ  
 হইবে, তাহা লাভ হইলে সর্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি হইবে, এবং প্রারম্ভ-  
 কালে ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির মধ্যে  
 ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার দ্বারা জ্ঞান-পিপাসাই বোধ হয় লক্ষ্য  
 তাহাই নিন্দনীয়।

আর হটক, উভয় মতের ভক্তি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,  
 উভয় মতের কতকটা সামঞ্জস্যের যে সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে।  
 উভয় বোধের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে এই সামঞ্জস্যের পথ আরও  
 দূর হয়। ভক্তের আকাংক্ষা মিলন ; মিলন পূর্ণ করিবার জন্ত বিরহ  
 মিলন কিন্তু তাহা বলিয়া বিরহ, পূর্ণ মিলনের পর আর প্রয়োজন  
 থাকে না। আর জ্ঞানীর ও আকাংক্ষা মিলন। বিশেষ এই  
 যে উভয় মিলনে কোন বিশেষ থাকেনা।

তাহা হইলে এই নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা করিয়া

দেখাগেল উভয় আচার্যই নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব নিকটবর্তী হইয়াছেন। তবে রামানুজ কুরেশের চক্ষুলাভে যখন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার উদ্ধার এবার নিশ্চয় ইত্যাদি, তখন মনে হয় তাঁহার আকাংক্ষা কিছু অপূর্ণ ছিল। শঙ্কর নিজ আদর্শের স্বরূপ লাভ করিয়া যখন সোহৃৎ বলিতেছেন তখন তাঁহার আকাংক্ষা যেন অধিক মাত্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের প্রকৃত মনোভাব বুঝিবার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা আমাদের কোথায়? অতএব স্থধীপাঠকবর্গ স্থির করুন কে কতদূর পূর্ণকাম আর তাহার ফলে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাত সম-প্রচারে সমর্থ।

---



## উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয়।

যদি ইউক এখন মনে হইতে পারে এ জীবন-তুলনা হইতে  
আচার্য্যদ্বয়ের দার্শনিকমতগীমাংসার কি সহায়তা হইল। গ্রন্থারম্ভে  
প্রতিজ্ঞা করা হইল, তাহার কি কতদূর হইল? অবশ্য একরূপ  
এখানে উত্থাপিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিষয়  
আবার চিন্তা করা আবশ্যক। ইতিপূর্বে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের জীবন-  
মত বৈ ও মনুষ্য-নির্বন্ধ নামক দুইটি প্রবন্ধে (৬৬২—৪৬৬ পৃষ্ঠা) এ  
বিষয় আলোচনা করিয়াছি, তাহাই এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট, কিন্তু  
কোন প্রকারান্তরে এখানে তাহার একবার পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয়  
সহন হইবে না।

যদি আমরা আচার্য্যদ্বয়ের (১) বুদ্ধি-শক্তির প্রকারভেদ, (২) তাঁহাদের  
জীবনের দৈব ঘটনা গুলি এবং (৩) তাঁহাদের আবির্ভাব-কালের সমাজকে  
দেখিয়া ভাবি, তাহা হইলে তাঁহাদের দার্শনিক “মত” কিরূপ  
হইবে উচিত, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব।

: আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধির প্রকৃতি।

(১) প্রথম দেখা যাউক, আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তি কি প্রকার। ইতি-  
পূর্বে আমরা মেধা, বুদ্ধিকৌশল ও অজ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এ বিষয়টি  
আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইব, আচার্য্য-  
দ্বয়ের বুদ্ধিশক্তির প্রকৃতি কিরূপ। তথাপি যদি সংক্ষেপে বলিতে  
চাই তাহা হইলে বলিতে পারা যায়, যে—

(ক) যে ব্রহ্ম-সূত্রাদির ভাষ্যরচনা উভয়েই বিখ্যাত, তাহার রচনার  
বুদ্ধি শক্তির ১২ হইতে ২০ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের  
১২ হইতে ৬০ বৎসরের ভিতর হইয়াছিল।

(খ) শঙ্করের সাধক-জীবনে কোন সময়েই শঙ্কর অপেক্ষা এরূপ বড় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই শঙ্করের সহিত মিলিত হন নাই, যিনি তাঁহার মনে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারেন। রামানুজের সময় কিন্তু রামানুজ অপেক্ষা এরূপ বড় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ কেহ ছিলেন, যাহারা তাঁহার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

মানববৃদ্ধির প্রকৃতি ।

তাহার পর এই সঙ্গে যদি নিম্নলিখিত সর্বত্র সাধারণ নিয়মগুলি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে; যথা—

(১) মানব, নিজ নিজ অবস্থানরূপ জগতের সম্বন্ধেও চিন্তা করে। যেমন বালকের পক্ষে প্রায়ই সকলই যেন আশাপূর্ণ, এবং বৃদ্ধের নিকট সকলই যেন নিরাশার অবসাদ মাথা। সুখী জগৎকে সুখময়, দুঃখী জগৎকে দুঃখময় দেখে, ইত্যাদি।

(২) “জন্ম-পদার্থের” পূর্ণ জ্ঞান হইতে গেলে তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—এই তিন অবস্থা সম্বন্ধেই জ্ঞান হওয়া উচিত। আর বালকচরিত্র-সাধারণতঃ উৎপত্তিজ্ঞানবহুল, যুবকাদির চরিত্র উৎপত্তি ও স্থিতি—এই উভয় জ্ঞানপ্রধান, এবং বৃদ্ধজীবন উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার।

(৩) প্রকৃতির নিয়মে বালক অপেক্ষা যুবক, এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধ বিজ্ঞ হইবেন।

(৪) বালক অপেক্ষা যুবকের এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের মৃত্যু য় লয় চিন্তা হয়; অর্থাৎ মৃত্যু য়ত য়াহার নিকট হয় ততই তাহার মৃত্যুচিন্তা অধিক হয়।

(৫) মানবের কি মানসিক, কি দৈহিক, সকল প্রকার বিকাশ ও বিলয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য যৌবনেই অধিক হইয়া থাকে।



## উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয় ।

৯৩৭

আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধি ও জীবনের ঘটনা মিলনের ফল ।

১) এইবার এই দুই প্রকার বুদ্ধিশক্তির সহিত আচার্য্যদ্বয়ের জীবনের ঘটনাবলী মিলিত করিয়া দেখা যাউক—ইহাদের দার্শনিক “মত” লক্ষ্যে উচিত । এখন এই ঘটনাবলী মিলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে মনের এমন ঘটনা লইতে হইবে, বাহা সর্ব্বপেক্ষা অধিক মর্ম্মস্পর্শী । তাহা বত মর্ম্মস্পর্শী, তাহাই তত আমাদের হৃদয় অধিকার করে । ফলস্বরূপে শঙ্করের ঐ প্রকার বুদ্ধির নিকট যদি মর্ম্মস্পর্শী নিজ নশ্বরতার কথা বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে কি ভাবের উজ্জ্বল স্বাভাবিক ? তাঁহার হৃদয়ে কি তখন জগতের নশ্বরতার উদ্বেগ পড়া স্বাভাবিক নহে ?

আচার্য্যের রামানুজের ঐ প্রকার বুদ্ধির নিকট যদি যাদব-প্রকাশের অসংলগ্নতা হইতে ভগবান্ তাঁহাকে অযাচিত ভাবে রক্ষা করেন, হইলে তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের দয়া প্রভৃতি সদগুণরাশির প্রতি তাঁহাই কি স্বাভাবিক নহে ? সুতরাং শঙ্করে বৈরাগ্য এবং রামা-প্রেম বা ভালবাসা তাঁহাদের মতভেদের প্রথম বীজ ।

উহার পর গুণমাত্রের তাহার বিরোধী ভাবের সহিত যে ভাবে এমনটা অগ্র ভাবের সহিত সম্বন্ধ হয় না । কোন কিছু “না” বলিলেই সেই সম্বন্ধে “না” নয় বুঝায় ; কিন্তু অপরের সম্বন্ধে “না” কিছুই বুঝা যায় না । যেমন ঘটের “অভাব” নষ্ট না হইলে “ভাব” হয় না, অথবা ঘটের ভাব বা সত্তা নষ্ট না হইলে ঘটের সত্তা হয় না, তদ্রূপ । ইহারা যেমন পরস্পরবিরোধী তেমনি উহার অপূর্ণতা বুঝাইয়া যায় । ঘটভাব বা ঘটাব্যবহাের সহিত ঘটাব্যবহাের সহিত উহার সেইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই । সুতরাং উভয়দ্বয়ের নশ্বর-বুদ্ধির সহিত অবিনশ্বর বুদ্ধির উদ্বেগ

হইবার কথা । কিন্তু বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে ত তাহার ‘বিষয়’ চাই । শঙ্করের পূর্বোক্ত নশ্বর-বুদ্ধির “বিষয়” যেমন জগতাদির দৃশ্য পদার্থ হইল, তদ্রূপ তাঁহার এই অবিনশ্বর বুদ্ধির “বিষয়” হইবে কোন অবিনশ্বরবস্তু । সুতরাং তিনি পূর্বদৃষ্ট দৃশ্যপদার্থমধ্যেই অবিনশ্বর পদার্থান্বেষণ করিতে লাগিলেন ।

তাহার পর লোকে প্রথমবার অন্বেষণে যে জিনিষের যে অংশ অন্বেষণ করে, দ্বিতীয়বার সেই জিনিষের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই জিনিষেরই অভ্যন্তর বা পশ্চাদ্দেশাদি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয় । সুতরাং শঙ্কর যে জগতাদিকে বিনশ্বর-বুদ্ধির “বিষয়” করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় অবিনশ্বর বুদ্ধির বিষয়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই জগতাদির অভ্যন্তরে বা পশ্চাতে পরমাত্মাকে তাঁহার অবিনশ্বর বুদ্ধির “বিষয়” রূপে পাইলেন । যে হেতু পরিবর্তনের বা নশ্বরতার জ্ঞান হইতে গেলে অপরিবর্তন বা অবিনশ্বরতার জ্ঞান অবশ্যস্বাবী ।

অগত্যা শঙ্করের দার্শনিক মতের প্রথম অঙ্কুরে জগতের নশ্বরত্বের সর্বাস্তর পরমাত্মাতে তাঁহার অবিনশ্বর বুদ্ধি জন্মিল । অঙ্কুরানুরূপ বেক্স বৃক্ষ জন্মে, শঙ্করের দার্শনিক মত তদ্রূপ ঐ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে লাগিল ।

পক্ষান্তরে রামানুজের দৃষ্টি প্রথমেই সেই সর্বাস্তর সগুণ ব্রহ্ম উপর পড়ায় তৎপরেই তাহার বিপরীত নিগূর্ণ-বুদ্ধি জন্মিতে লাগিল । বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহার বিষয় চাই, সুতরাং তিনি “বিষয়” অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সগুণ ব্রহ্মমধ্যেই তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । সগুণ ব্রহ্ম ছাড়িয়া অগত্যা তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্তি হইতে পারেন না । কারণ, মানবের স্বভাবই এই যে, তাহারা জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যত তাহাদের নিকট তখনও লুকাইত থাকে, তাহারই অন্বেষণ করিতে থাকে এবং উত্তম বা সুস্থ বস্তু অন্বেষণপ্রসঙ্গে কখন অধম বা নীচ বস্তু



## উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয় ।

৯৩৯

অধ্যয়ন প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং রামানুজ নিগূর্ণ-বুদ্ধির বিষয় অব্বে-  
 প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বপরিজ্ঞাত সগুণ ব্রহ্ম-রূপ বিষয় হইতে অপকৃষ্ট  
 যাহা কিছু বিষয়ে অন্বেষণ না করিয়া সগুণ ব্রহ্মমধ্যেই নিগূর্ণ ব্রহ্ম-  
 অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম-ভাবে মধ্য  
 ব্রহ্ম-ভাবে সত্তা সম্ভব হইলেও তাহা স্বীকার করিলে তাহার  
 কৃতজ্ঞতা বুদ্ধির বিষয় স্বরূপ সেই সগুণ ব্রহ্মভাব নষ্ট হয়। যাহার  
 তাহার জীবন রক্ষা পাইল, তাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা  
 আশ্রয় আর উপায় থাকে না। এক্ষণে তাহাকে একটি ত্যাগ করিয়া  
 গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। অর্থাৎ একটি সত্য বুঝিয়া  
 মিথ্যা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইল। এখন এস্থলে কোন্টী  
 স্থির করিতে হইলে, সহজেই বলা যায় যে, নিগূর্ণ ব্রহ্ম-ভাবটীই  
 কারণ, ইহা তাহার মূল ভিত্তির বিরোধী। ইহার হেতু,  
 যে শাখায় বসে, সে শাখা কাটিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না।  
 যেমন নশ্বরত্বের ভিতরে অবিনশ্বর-বিষয় পাওয়া গেল, রামা-  
 নুজ কিছু সেরূপ বিষয় পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার নিগূর্ণ  
 ভাবটি আর কি হইতে পারে ?  
 ভিত্তি যদি জানা গেল, এইবার তাহার অনুকূল বা পোষক  
 আলোচ্য। শঙ্করের নশ্বরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মিথ্যাত্ব  
 উপস্থিত হইল। কারণ, আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা করিতে  
 সাক্ষাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা তাহার অবিনশ্বরত্বের ব্যাঘাত করিবে।  
 অর্থাৎ, অদ্বৈতভাব প্রয়োজন হয়। কারণ, শ্রুতি বলেন—

“দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ং ভবতি ;

সত্যোঃ সঃ মৃত্যুমান্নোতি য ইহ নানৈব পশ্বতি” ইত্যাদি।

অর্থাৎ, মৃত্যু বুলিয়া দেয়—বস্তুগত-দ্বিতীয়ত্ব হইলে সাব্যস্ত

অনিবার্য এবং তাহাদের সংঘর্ষণ বা সংকোচন ও প্রসারণ এবং ধ্বংসাদি  
অনিবার্য ।

আর দ্বিতীয়-বস্তুটিকে শক্তি বলিয়াও আত্মার অধীনস্থরূপে  
করা চলে না । কারণ, শক্তি স্বীকার করিতে গেলে কার্য স্বীকার  
করিতে হয় । আর কার্য স্বীকার করিতে হইলে সাবয়বস্ত্ত এবং পরি-  
বর্তন স্বীকার অবশ্যসম্ভাবী হয় ।

তাহার পর এই দুইটি বিষয় স্বীকার করিলে ধ্বংস বা নশ্বরতা অথবা  
পূৰ্ণরূপে পরিত্যাগ অনিবার্য । ওদিকে আত্মার অস্তিত্বে শক্তি  
বা অণু কোন-কিছুরই সহায়তা নিশ্চয়োজন ; কারণ, আত্মা স্বতঃপ্রসারিত  
ইহা যে-ই অনুভব করিবে সে-ই বুঝিবে । অতএব শঙ্করে পূৰ্ব্বোক্ত  
বীজ জগতের মিথ্যা-বোধ বিকশিত হইল ।

পক্ষান্তরে রামানুজের দয়াদি সদগুণ-বিশিষ্ট সগুণ ভগবান স্বীকার  
করিতে গেলেই দ্বৈত-ভাব প্রয়োজন—জীবেশ্বরের পার্থক্য অনিবার্য ।  
সুতরাং তাহাকে জীব-জগতাদির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে  
হইল । ইহারা অনিত্য হইলে দয়া-ধৰ্ম্মও প্রকাশ্যভাবে অনিত্যত্ব  
গণ্য হইতে বাধ্য । কারণ, গুণ থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই ।

তাহার পর পার্থক্য থাকা চাই বলিয়াই কি বিজাতীয় পার্থক্য  
চাই ? তাহা নহে । কারণ, বিজাতীয় পার্থক্যে ভগবানের  
সদগুণ-রাশি খেলা করিবার ক্ষেত্র পাইতে পারে না, জীব ভগবানের  
সেবা করিয়া তাহা হইলে নিজে সুখী হইতে পারিত না ।  
ছাড়া বিজাতীয় পার্থক্যে পূৰ্ব্বোক্ত ধ্বংসাদিও অনিবার্য হইয়া  
কিন্তু স্বজাতীয় পার্থক্য হইলে সে দোষ থাকে না, বরং স্বজাতীয়  
যেমন স্বজাতীয় হিতেচ্ছু এবং একত্র বাসেচ্ছু হয়, তদ্রূপ হইয়া  
ভাবের সার্থকতা সাধন করে । এজন্য রামানুজের বুদ্ধিতে



## উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয়।

৯৪১

সাদি ধর্মের স্বজাতীয়। আবার জীব-জগৎ প্রভৃতির সহিত ভগবানের  
 সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও বিপদ আছে। কারণ, স্বজাতীয় বস্তু  
 স্বয়ং স্বাধীন হয়—তাহাদের নিজ নিজ কর্তৃত্ব থাকে; এস্থলে তাহা  
 ঈশ্বর-ধর্মের পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। যে, নিজে নিজের অভাব  
 পূরণ করিয়া লইতে পারে, তাহার জ্ঞান কি অপরের দ্বারা হয়?  
 জীবকে তাহার অধীন করার প্রয়োজন হইল। এই অধীনতা  
 ঈশ্বরের জ্ঞান রামানুজ-বুদ্ধিতে জীবের ভগবদ্ অঙ্গ বা অংশত্ব  
 দ্বারা উৎপন্ন হইল। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর নিকট ক্ষুদ্র ও পরাধীন, অঙ্গী  
 ত্বের তুলনায় মহৎ ও স্বাধীন, অঙ্গ যেমন অঙ্গীর রসে পুষ্ট হয়  
 অঙ্গীর অনুকূলতাচরণ করে, তদ্রূপ জীবও ভগবানের সম্বন্ধে  
 এই হইল। এইরূপে রামানুজমতে জীবজগতের সত্য স্বীকার  
 হইল। ইহাই হইল উভয়ের মতভেদের দ্বিতীয় বীজ।

আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধির সহিত সামাজিক অবস্থা মিলনের ফল।

(১) এখন আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধির যখন এইরূপ অবস্থা তখন আচার্য্যদ্বয়ের  
 জীব কালের সমাজের অবস্থাটা মিশ্রিত করা যাউক; দেখা যাউক  
 ঈশ্বর-ধর্মের তাঁহাদের দার্শনিক মত কিরূপ হওয়া আবশ্যক হয়।  
 ঈশ্বরের পূর্বে বৌদ্ধ-মত অশোকাদি রাজশক্তির প্রভাবে পূর্বতন  
 ও পৌরাণিক মতের উপর সার্বভৌম রাজত্ব স্থাপন করেন,  
 তাঁহাদের পরবর্তী রাজগণের সময় বৌদ্ধমত, অধীনস্থ বৈদিক  
 উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বৌদ্ধগণ স্বমতের  
 প্রচার পরিচালনা করিয়া বৈদিক মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন।  
 ঈশ্বরের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্‌নাগ, অশ্বঘোষ,  
 ঈশ্বর-ধর্মকীর্তি, ধর্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধমতের নরপালগণ বৈদিক  
 মতকে উল্টোগী হইলেন। কিন্তু অত্যাচারী রাজার রাজ্য

কতদিন থাকে? কুমারিন, প্রভাকর প্রভৃতি বৈদিক মতের সামন্ত নরপতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। রাজশক্তি পরাজিত হইল। আচার্য শঙ্কর শত্রুনাশযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া রাজ্যের ধনরত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিলেন। ইষ্টকচূর্ণদ্বারা স্তবর্ণ পরিকৃত হইলে যেমন স্তবর্ণগাত্রে ইষ্টকচূর্ণ একটু থাকিয়া যায়, তদ্রূপ শঙ্করের বৈদিক মতে নীমাংসক মত নিরাসরূপ নীমাংসকমতগন্ধ এবং বৌদ্ধনিরাসরূপ বৌদ্ধগন্ধ বিद्यমান থাকিল। শঙ্করমতে বৌদ্ধবিজয়ী নীমাংসক মত ধ্বংস এবং তৎপর বেদবাহু বৌদ্ধমত ধ্বংসই অনেকটা স্থান পাইল। বৈদিক ও পৌরাণিক সামন্ত রাজ্যসমূহ এবং সার্বভৌম বৌদ্ধ-রাজ্যের প্রজাই তখন শঙ্কর-রাজ্যের প্রজা; স্তবরাং তাঁহার নূতন রাজ্যের নিধি প্রভৃতি বাহ্য কিছু—সব তদুপযোগী করিতে হইল। তাহাদের চিন্তা ধ্বংস তাহাদের চিন্তাও প্রতিপক্ষরূপে স্থান পাইল। বৌদ্ধগণ যেমন জ্ঞানসাধন প্রিয় শঙ্করেরও সাধন তদ্রূপ জ্ঞানযোগপ্রধান হইল। বৈদিক ও পৌরাণিক যেমন জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্মপ্রধান, শঙ্কর মতে তদ্রূপ সেগুলিও স্থান পাইল। পরন্তু উভয় পক্ষের সাধারণ অংশটুকু জ্ঞান পদার্থ হওয়ায় শঙ্করের জ্ঞানে কৰ্ম ও ভক্তির বিরোধ স্থান পাইল না, উহার উহার অধীন হইয়া পড়িল। তাহার পর শঙ্করের রাজত্ব সার্বভৌম হইল দেখিয়া পূর্বতন যে সমস্ত পৌরাণিক ও বৈদিক “মত” বা সামন্ত রাজ্যগুলি ভাবিল ‘আমি কেন সার্বভৌম সিংহাসন পাইব না’ তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাদান্তে শঙ্করের অধীনতা স্বীকার করিল, তাহারা স্বীকৃত রহিল, অবশিষ্ট বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে দেখা যাইবে, তাঁহার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদসঙ্গেও সগুণ ব্রহ্মবাদ স্থান পাইল। জ্ঞানে যুক্তি হইলেও কৰ্ম ও ভক্তি চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইল। শিব-বিষ্ণু-শক্তি



## উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয়।

৯৪৩.

মত সকল দেবদেবীর উপাসনাও শঙ্কর মতের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।  
 শঙ্কর মতটি হইল—বৈদিকমতস্থাপনপ্রধান ও বেদবাহ্যবেদ-  
 রাধিমতিনিরাকরণপ্রধান।

এনে রামানুজ, শঙ্করের তিন শতাব্দী পরে আবির্ভূত হইলেন।  
 ষোল্ল শত বৎসরমধ্যে শঙ্কররাজ্যের প্রজাগণ অপরিমিত সুশাসিত  
 হইয়া ভোগ করিয়া একটু বিলাসী ও শিথিলকর্তব্য হইয়াছেন।  
 এর বার্ষিক্যে পুত্রগণ যেমন সম্পত্তিলালসায় ভাতৃগণ এবং পিতারও  
 আচরণ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ভাস্কর মত, ভ্রাতা বৈষ্ণব ও পিতা  
 মতের বিরুদ্ধে উদ্ভূত হইল। এই সময় বৈষ্ণব মতের নেতা  
 রামানুজ জন্মগ্রহণ করিলেন।

এয়া বহুদিন প্রতিদ্বন্দ্বী হীন হইয়া থাকিলে যেমন শঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি ও  
 শঙ্করের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়, আজ শঙ্করমতের সেই অবস্থায়  
 শঙ্কর মত শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মাথা তুলিল। অভ্যুত্থানোন্মুখ শক্তির  
 হইল শঙ্করকে মারিতে হয়, তাহা হইলে যেমন সেই শক্তির ব্যবহার্য  
 রামানুজরূপ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ  
 শঙ্কর মতের অনুরূপ যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল।  
 জীব-ব্রহ্মের ভেদস্বীকার থাকিয়াও প্রায় একজাতীয়  
 স্বীকৃত হইল, অর্থাৎ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের রূপ ধারণ।

শঙ্করের সুখলোভী সার্বভৌম রাজা নিজ অসাবধানতা ও অবস্থা-  
 কেন সামন্ত-রাজ্যের সহসা পরোক্ষ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইলে  
 তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অদ্বৈতমত, রামানুজ  
 বিশেষ শক্ততা করিল না। তাহারা বলিল ব্যবহারিক দশায়  
 বই বখন সত্য, তখন রামানুজমত থাকে থাকুক, এবং সগুণ.

ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে রামানুজ-সম্মত ভক্তিমার্গের প্রকারান্তরে স্বমত মনোস্থান প্রদান করিল ।

ওদিকে বিজয়কামী রামানুজমত অদ্বৈতমতের এই প্রকার ঔদাসীণ্য ভাবকে অদ্বৈতমতের পরাজয় ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল, জগৎ সত্য বলিয়া ঘোষণা করিল । রামানুজমতে জগৎসত্য স্থান পাইল । কিন্তু নানা শত্রুর মধ্য হইতে অভীষ্টলাভ হইলে যেমন তাহার রক্ষার্থ শত্রুগণের সহিত সাম ও দান নীতি প্রধান সহায় হয়, তদ্রূপ রামানুজমতে ‘জীবে দয়া’ ও ‘ভগবৎ শরণাগতি’ প্রভৃতি স্থান পাইল । রামানুজমতের প্রাধাত্যে ভারতীয় ধর্ম রাজ্যের গৃহবিধি প্রবলাকার ধারণা করিল । সুতরাং রামানুজ মতটী হইল বৈদিকমতের কোন ভাববিশেষরূপ পৌরাণিকমতস্থাপনপ্রধান এবং অপর পৌরাণিকমতনিরাসপ্রধান ।

উভয় মতে সাম্প্রদায়িকশিক্ষার অংশ ।

উপরে যাহা বলা হইল কেবল তাহাই আচার্যদ্বয়ের দার্শনিক নহে, হেতু-বা ভিত্তি নহে । এতদ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক শিক্ষা একটা অবিচ্ছেদ্য প্রবল কারণ আছে, তাহা আমরা এখনও গ্রহণ করি নাই । এ সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত আচার্যদ্বয় ঠিক ওরূপ কখনই হইতে পারিতেন না । আচার্য শঙ্কর যদি গুরুগোবিন্দপাদ এবং গোড়পাদ না পাইতেন, আচার্য রামানুজ যদি মহাপূর্ণ ও যামুনাচার্যকে না জানিতেন, পারিতেন, পক্ষান্তরে ইহারা যদি আচার্যদ্বয়কে তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া না দিতেন তাহা হইলে; আচার্যদ্বয় কোন পথে তাঁহাদের মত প্রকাশিত করিতেন, তাহা বলা বড় কঠিন । সুতরাং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আচার্যদ্বয়ের মত-গঠনে যে অতি প্রধান কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য ।

বস্তুতঃ এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা জগৎপ্রবাহে একটা অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য



## উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয়।

২৪৫

কয়েকদিন জীবিত থাকিয়া কখন সঙ্কুচিত কখন প্রসারিত হইয়া  
 মতের নানা কার্য সাধন করে। ইহা বেন জগজ্জননী পিতামহী  
 প্রতিদেবীর রত্ন-পেটীকা, বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিগণ ইহা ভোগদখল  
 করিয়া থাকে। ইহা একদিকে আমাদিগকে যেমন নূতন আলোক  
 প্রদান করে—পূর্বপুরুষগণের পরীক্ষিত সত্যভূষণে সমলঙ্ঘিত করে, অপর-  
 দিক তদ্রূপ মানবচিন্তাকে স্বাধীনভাবে চলিতে বাধা দেয়—তাহাকে  
 সীমার অহুগামী করিয়া তুলে। আচার্য্যদ্বয়ে ইহার প্রভাব কতদূর কার্য-  
 সাধী হইয়াছিল, তজ্জন্তু তাঁহাদের পূর্বাচার্য্যগণের গ্রন্থ দেখা প্রয়োজন।  
 যাহা হউক, এখন এ বিষয়টি জানিতে পারাতে ইহাদের দার্শনিক  
 মতামতের পক্ষে এইটুকু সহায়তা হইল যে, ইহারা বিচারকালে কখন  
 কোন দিকে চলিতেছেন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। বিচার  
 কালে কোন্টী তাঁহাদের নিজের যুক্তি, কোন্টী তাঁহাদের অহুভূতি,  
 কোন্টী তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক যুক্তি, তাহা আমরা অনায়াসে  
 বুঝিতে পারিব। আর এ লাভ অল্প নহে; কারণ, এতাদৃশ মহাপুরুষগণের  
 অহুভূত ও সাক্ষাৎকৃত বিষয়, তাহার মূল্য বড় কম নহে।  
 যাহা হউক আচার্য্যদ্বয়ের মতের বীজনির্ণয়ফলে আমরা আচার্য্য-  
 মতমত বিচারপ্রণালীর মধ্যে যাহা তাঁহাদের অভীষ্ট এবং যাহা  
 নষ্ট ও যাহা স্বপ্রদায়ের নিষ্ঠাবুদ্ধির জন্ত বাদীর নিন্দা মাত্র, তাহাও  
 বুঝিতে পারিব। কারণ, তর্ক-স্থলে কখন কখন বাদী প্রতিবাদী  
 সকল কথাও বলেন, যাহা তাঁহাদের অভীষ্ট নহে।  
 ইহাও আচার্য্যদ্বয়ের মততুলনা করিবার জন্ত আচার্য্যদ্বয়ের জীবন-  
 যেমন প্রয়োজন তদ্রূপ তাঁহাদের মতদ্বয়ের বীজ কি তাহার  
 লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এখন ইহা স্মরণ করিয়া স্থধীপাঠকবর্গ  
 কোন কোন আচার্য্য, বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কতদূর সমর্থ।

## উপসংহার ।

প্রস্তাবনা ।

যাহা হউক এতদূরে আসিয়া আমরা যথাসাধ্য ( ১ ) বিশেষভাবে আচার্য্যদ্বয়ের জীবনবৃত্তসংগ্রহ ( ৩১—৫২৭ পৃঃ ), ( ২ ) সামান্যভাবে তাঁহাদের মতের পরিচয় ( ৩১—৫২৭ পৃঃ ), ( ৩ ) সামান্য এবং বিশেষভাবে তাঁহাদের জীবনবৃত্তের তুলনা ( ৫২২—২২৮ পৃঃ ), ( ৪ ) সামান্যভাবে তাঁহাদের মততুলনা ( ৬১০—৬১৮ পৃঃ ) এবং ( ৫ ) তুলনার নিয়ম প্রভৃতির ( ১০—৩০ পৃঃ ) আলোচনাকার্য্য শেষ করিলাম । কিন্তু সেই আলোচনাকালে এই সকল কথা এতই বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পাড়িয়াছে যে, সে সমস্ত সঙ্কলন করিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড় সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না । এই কারণে এই উপসংহারমধ্যে আলোচিত বিষয়ের যদি একটা সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইবে সুখী পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে মনে হইতেছে, আর তজ্জন্য আমরা এস্থলে আমাদের পূর্বে আলোচিত বিষয়ের একটা মূল সূত্র বা একটা সার সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ।

প্রথম—এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য যে সত্য, তাহা অদ্বৈত কি বিশিষ্টাদ্বৈত তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত ঐতিহাসিক যুগান্তরিত বেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকর্তা আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামানুজের জীবনবৃত্ত তুলনা করিয়া তাঁহাদের মতের তুলনা কার্য্যে সহায়তা করা ( ১ পৃঃ ) ।

গ্রন্থের প্রয়োজন ।

দ্বিতীয়—এই তুলনাকার্য্যের প্রয়োজন—নিসংশয় এবং অভ্রান্তভাবে



## উপসংহার-।

২৪৭

মানবের জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা প্রথম হইতেই অবৈত কি  
 নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং  
 যেরূপ প্রতিপাদিত সত্যভিন্ন নিঃশ্রেয়সলাভ অসম্ভব, সেই বেদ  
 যাহা সত্যই প্রকাশ করে, নানা মতবাদ যে তাহার তাৎপর্য  
 বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোন কোন মতবাদ তাহার তাৎপর্যভূত  
 যাহার সোপানস্বরূপ এবং কোন কোন মতবাদ তাহার প্রতিবন্ধক  
 —এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অর্জন করিয়া আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে  
 অগ্রসর হইয়া করা ( ১—১৪ পৃঃ ) ।

তুলনার নিয়ম ।

প্রথম—একজনের তুলনার যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহার মূল সূত্র  
 যেমন বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের জীবনের ঘটনার দ্বারা  
 যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নির্ধারণ করিতে হইবে । যেমন তাঁহাদের  
 অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্ত  
 যাদের জীবনের ধীরতার বস্তুগুলি পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা  
 করিয়া বিচার করিতে হইবে । ধীরতার বিচারকালে ধীরতার  
 মাপ যে সকল ভাব মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদের বিচার  
 ধীরতা বিচারকালে আর করা হইবে না । তাহাদের বিচার  
 তাহা করিতে হইবে । যেমন পরোপকারের জন্ত যদি একজনে  
 অন্যের অন্নতা দেখা যায়, তখন যেহেতু পরোপকার একটা ভাল গুণ  
 তাহা তাহার ধীরতা অন্ন নহে—এ কথা বলিলে আর চলিবে না ।  
 ধীরতা অন্নই বলিতে হইবে । জীবনচরিত্র তুলনায় ইহা  
 মূল সূত্র ( ১৪—১৯ পৃঃ ) ।

জীবনচরিত্রবর্ণনে লক্ষ্য ।

—আচার্য্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা

যে রূপ পাওয়া গিয়াছে সেইরূপই তাঁহাদের প্রত্যেকের ভক্তের দৃষ্টিতেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তের বর্ণনায় যে দোষ-গুণ থাকে, তাহা ইহাতে আছে। সত্যানুসন্ধিস্থ পাঠক ইহা স্মরণ করিয়া নিম্ন নিম্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন—আশা করা যায়। আমরা তুলনাকালে এ বিষয়টির প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াছি। তবে বিরুদ্ধবাদীর ভাব অথবা উদাসীনের ভাব গ্রহণ করি নাই। কারণ, ইহারাই আমাদের ধর্মের আচার্য্য, ইহাদের প্রদর্শিত পথে আমরা অধিকাংশ ভারতবাসী চলিয়া আসিতেছি। জীবনচরিত্রের সংক্ষেপজন্ত প্রত্যেক পক্ষের বিষয়নির্দেশসূচক শিরোনামাগুলির একটি সূচীপত্র সংলগ্ন করা হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই চলিতে পারে। বাহুল্যভয়ে এখানে আর তাহা পৃথগ্ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

সামান্যভাবে তুলনার ফল।

পঞ্চম—সামান্যভাবে আচার্য্যদ্বয়ের যে চরিত্র তুলনা করা হইয়াছে (৫২২-৬১০ ও ৬২৬ পৃঃ) তাহাতে আমরা দেখিয়াছি—আচার্য্য শঙ্করের চরিত্র এক কথায় শাস্ত ও সংযত এবং আচার্য্য রামানুজের চরিত্র ভাব-বিস্তার ও তরঙ্গায়িত। ইহাদের উভয়েই অবতারোচিত সঙ্গ-রাশি ছিল, কিন্তু ইহাদের যাবতীয় সদগুণরাশি উক্ত দুইটা ভাব-মিশ্রিত। এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ের পক্ষে কাহার চরিত্র কতদূর উপযোগী তাহা স্থায়ী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

সামান্যভাবে মততুলনার জন্ত মতপরিচয়।

ষষ্ঠ—সামান্যভাবে যে মত তুলনা করা হইয়াছে, (৬১০-৬১৮ পৃঃ) তাহাতে দেখা গিয়াছে—(ক) দুইজনেই জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত বা উপাসক কিন্তু শঙ্কর সকল উপাস্ত্রমধ্যেই এক নিগুণ নির্বিশেষ সচ্ছিদানকর দেখিতে উপদেশ দিতেন, উপাস্ত্রগণ তাঁহার শক্তির বিলাসভোগ্য



## উপসংহার ।

৯৪৯

যদি কারিভেদে যে কোন ব্যক্তি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য  
 ইত্যাদি হইবেন, তিনি নিজ ইষ্ট দেবতার প্রাধান্য দিয়া অপর চারি  
 দেবের এক ব্রহ্ম-দৃষ্টিসহকারে উপাসনা করিবেন এবং রামানুজমতে  
 বিষ্ণুই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি সগুণ ও সবিশেষ নিখিল কল্যাণ-  
 স্রবাকর । নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম নাই । অপর উপাস্তগণ সেই বিষ্ণু  
 দ্বারার শক্তির বিলাস, স্ততরাং এক বিষ্ণুর পূজাতেই সকলের পূজা  
 হয়, অপর পৃথক পূজার আর আবশ্যকতা নাই ।

শঙ্কর ও রামানুজমতের মূল হত্র ।

(১) শঙ্করের মতে এই শক্তি, যতদিন জীবের অজ্ঞান থাকে  
 ততদিন থাকে, স্ততরাং উপাস্ত-উপাসকভাবও ততদিন থাকে । জীব  
 যতদিন ব্রহ্মই—এই জ্ঞানে অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব নির্বিশেষ অবৈতভাবে  
 হইত হইবে—সুখ-দুঃখের অতীত হইবে—পুনর্জন্ম আর হইবে না ।  
 রামানুজমতে এই শক্তি নিত্য, স্ততরাং জীব চিরকালই উপাসক  
 থাকিবে এবং ভগবৎসন্নিধানে থাকিয়া ভগবৎসেবা করিয়া  
 অনির্বচনীয় আনন্দভোগ করিতে থাকিবে । এই আনন্দভোগ-  
 কালে কোন দুঃখলেশ থাকিবে না । সুখই জীবের অভীষ্ট, সুখ-  
 অতীত হওয়া অভীষ্ট হইতে পারে না ।

মতদ্বয়ের মূলহত্রে আপত্তি ও খণ্ডন ।

(১) শঙ্করমতে বলা হয় দুঃখশূন্যসুখভোগ অসম্ভব কল্পনা ।  
 সত্যতেও দুঃখ আছে, উহা নিঃশ্রেয়স বা চরম মুক্তি নহে ।  
 নির্বিশেষ । তথা হইতে জগতে পুনরাগমন হয়, যেমন বৈকুণ্ঠের  
 পুনরাগমন হয়, স্ততরাং বাস্তবিক দুঃখ থাকে না—এরূপ বলাও  
 কারণ, জন্মগ্রহণ করিলে দুঃখভোগ অবশ্যস্তাবী । সীতা-

হরণে ভগবান্ রামচন্দ্রের যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা যদি দুঃখ না হয়, তবে প্রত্যক্ষবিরোধ হয়, আর তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জগৎকে বিখ্যাবলিতে দ্বৈতবাদিগণের আপত্তি হওয়া উচিত হয় না। যেখানে দ্বৈতগন্ধও থাকে সেই স্থলেই ভয় থাকে। এই ভয়ই ত মহাদুঃখ। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে দুঃখশূন্য সুখোভোগ কল্পনা—অসম্ভব কল্পনা। আর শক্তি নিত্য হইলে বন্ধের অত্যন্ত বিনাশ অসম্ভব হয়। কারণ শক্তিবশতঃই এই জগৎসংসারের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু রামানুজমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। তন্মতে বলা হয়—শঙ্করের নির্বাপনমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। তবে তাঁহার শক্তি অনিত্য হইবে কেন? দুঃখশূন্য সুখ সম্ভব কি না, তাহা ঈশ্বর সেবা যে ব্যক্তি না করিয়াছে, সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। ইহা নিশ্চিত মত। আর বন্ধের যে —অত্যন্ত বিনাশ, তাহা ঈশ্বররূপাতে সম্ভব। লীলাধর যে জন্মাদি গ্রহণ, তাহাতে যে দুঃখপ্রতীতি, তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই হয়। ঈশ্বর বস্তুতঃ সর্বদোষ বিনির্মুক্ত, সকল কল্যাণগুণের আধার। সেই বিষ্ণু বা নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই নহেন।

প্রবৃত্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের ফল।

এখন এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তি অনুকূল সিদ্ধান্ত হইলে দুঃখশূন্য সুখলাভের জন্ত রামানুজ যেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আর দুঃখশূন্য সুখলাভ অসম্ভব, সুতরাং দুঃখের আত্মহীনতা বিনাশ করিতে হইলে সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিতে হয়, একদুঃখই দুঃখের অতীত হইবার আশায় শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। একদুঃখ কথায় শঙ্কর আত্মস্তিক দুঃখ নাশের জন্ত সুখদুঃখ উভয় ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদী আর দুঃখশূন্য সুখের জন্ত রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। এখন ইহাই যদি আচার্যদ্বয়ের নিজ নিজ সিদ্ধান্তের জন্ত প্রয়োজন হয়—



## উপসংহার।

৯৫১

হাই যদি দুই জনের মতের মূলমন্ত্র হয়, তাহা হইলে, স্বধী পাঠকবর্গ  
 বিবেচনা করুন—দুঃখশূন্য সুখ এবং সুখদুঃখই উভয়েরই ত্যাগ সম্ভব কি  
 না, আবশ্যক কি না, এবং উচিত কি না? অর্থাৎ কাহার মত তাহা  
 ইহা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ে উপযোগী এবং কাহার মত অনুপ-  
 যোগ্য, অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত মত সত্য, কি অদ্বৈত মত সত্য?

যুক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের মূল—ভ্রমতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব।

তাহার পর যদি ভাবা যায় যে, আচার্য্যদ্বয়, জগৎতত্ত্ব ভ্রম তত্ত্ব  
 দ্বারা সম্যকরূপে পরীক্ষা করিয়া অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে উভয়েই  
 নিজে নিজে মতে উপনীত হইয়াছেন, কোন প্রয়োজনবশতঃ বা কোন  
 বাহ্যিক কারণে কোন মত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত  
 ইহাদের প্রবৃত্তির অনুযায়ী নহে, তাহা হইলে যে তত্ত্ব বা যে সত্য  
 অনুভব করেন ইহারা দুইটি বিভিন্ন মতবাদী হইয়াছেন, তাহা এক কথায়  
 বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, তাহা প্রথম—  
 ভ্রমতত্ত্ব অর্থাৎ ভ্রমের স্বরূপ বিষয়ে উভয়ের জ্ঞান বা উভয়ের ধারণা,  
 দ্বিতীয়—তাহা জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে উভয়ের  
 ধারণা বা উভয়ের ধারণা।

ভ্রমতত্ত্বানুসারে মতভেদ।

আচার্য্য শঙ্কর ভ্রম স্বীকার করেন বলিয়া তিনি অদ্বৈতবাদী  
 হইতে পারিয়াছেন এবং আচার্য্য রামানুজ ভ্রম স্বীকার করেন না  
 হইতে পারিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন। ভ্রম স্বীকার করিলে  
 বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত নির্দোষ বা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হয় না, অথবা  
 ভ্রম স্বীকার করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত নির্দোষ  
 বা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হয় না, অথবা যুক্তিযুক্তি হয় না। এইজন্যই  
 শঙ্কর নিজ প্রধান কীৰ্ত্তি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভেই এই

৯৫২

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

ভ্রমতত্ত্ব অর্থাৎ অধ্যাস নির্ণয় করিয়াছেন, আর এইজন্যই আচার্য রামানুজ নিজ প্রধান কীর্তি সেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই ভ্রম অধীকারে সর্বিশেষ বস্তু করিয়াছেন ।

শঙ্করমতে ভ্রমতত্ত্বের পরিচয় ।

আচার্য শঙ্করের মতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা সৎ নহে, অসৎ নহে সদসৎও নহে, কিন্তু সদসদভিন্ন বা অনির্বচনীয় । সৎ হইলে উহা বাধ্য হইত না, অসৎ হইলে উহা প্রতিভাতই হইত না ; যেমন বদ্ব্যপ্ত কখনই প্রতীত হয় না, আর সদসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ, স্তত্রাং তাহাও অসম্ভব, অতএব ভ্রম সদসদভিন্নই বলিতে হইবে । ইহা প্রতিভাত হয় বলিয়া তৎকালেই উহার সত্তা স্বীকার করা হয়, উহার সত্তাবশতঃ উহা প্রতিভাত হয় না । উহা অধিষ্ঠানের জ্ঞানেই নিবৃত্ত হইয়া যায় । রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা রজ্জুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যনিষ্ঠ যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের পরিণতিমাত্র, সেইজন্য এইরূপ সর্পকে “এই সর্প” বলিয়া জ্ঞান হয় । এই “সর্পজ্ঞান” পূর্বদৃষ্ট সর্পজ্ঞানের সংস্কার হইতে উৎপন্ন সর্পস্মৃতিও নহে এবং অরণ্যস্থ সর্পজ্ঞানও নহে । যেহেতু সর্পস্মৃতি হইলে “এই সর্পজ্ঞান” না হইয়া “সেই সর্পজ্ঞান” হইত এবং অরণ্যস্থ সর্পজ্ঞানও নহে, কারণ, অরণ্যস্থ সর্পের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হয় নাই, স্তত্রাং রজ্জুতে সর্পভ্রন অরণ্যস্থ সর্পের জ্ঞান হইতে পারে না ।

রামানুজমতে ভ্রমতত্ত্বের পরিচয় ।

কিন্তু রামানুজমতে, যাহাকে লোকে ভ্রম বলে তাহার বিষয় সৎ নহে, অসৎ নহে, এমন কি তাহা ব্রহ্মেরই গ্ৰায় সৎ । রজ্জুর যাহা উপাদান তাহাই সর্পের উপাদান । উপাদানের অল্লাধিক্যানিবন্ধন ও উপাদানবিভাসের তারতম্য নাই । প্রযুক্ত রজ্জুকে সর্প বলা হয় না । কিন্তু রজ্জুতে সর্পজ্ঞান যথার্থ জ্ঞানই বটে । রজ্জুকে সর্প বলিয়া ব্যবহারে বাধ্য ঘটে বলিয়াই—



## উপসংহার ।

৯৫৩

পূর্ণ হয় না। শুদ্ধিতে যে রজত জ্ঞান হয়, তাহা পঞ্চীকরণবশতঃ  
 রজত রজতাংশ বশতঃই হয়, সুতরাং তাহাও বথার্থ জ্ঞান, তবে  
 তাকে রজত বলিয়া ব্যবহার করা হয় না, ইহাই বিশেষ। এইরূপে  
 জ্ঞানই বথার্থ জ্ঞান, সকল জ্ঞানই সত্যজ্ঞান।

জনতত্ত্বানুসারে মতভেদের প্রকার ।

এখন শঙ্কর ভ্রম স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে জগতের ভ্রম স্বীকার করিলেন  
 তাহার ফলে জগৎ কোন কালেই ব্রহ্মে নাই, অথচ প্রতীতিকালে  
 তাহা আছে বলিয়া বোধ হইল ; ব্রহ্মের জ্ঞানেই জগতের জ্ঞান ও সত্তা  
 ই চলিয়া যাইবে, কেবল ব্রহ্মমাত্রই থাকিবে “ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্যং  
 ব্রহ্মৈব নাপরঃ” ইহাই সিদ্ধ হইবে, আর রামানুজ ভ্রম স্বীকার  
 করিয়া জগৎকে সত্য বলিলেন, জগৎ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় হইল,  
 ব্রহ্মে জগতের জ্ঞান ও জগতের সত্তা চলিয়া যাইবে না, জীব  
 রূপে থাকিয়া ব্রহ্মের নিয়ত সেবা করিয়া সুখী হইবে—  
 এই বিভিন্ন মতদ্বয় উৎপন্ন হইল। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন  
 যে সর্প দেখা যায় তাহা সত্য সর্প কিনা, পূর্বেদিক্কে যে  
 বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম জ্ঞান কি না ; আর ইহার ফলে  
 যে বস্তুবাদ সত্য কি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য তাহাও  
 স্থির করুন।

জ্ঞানতত্ত্বানুসারে মতভেদ ।

তাহার পর জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর নির্বিষয় জ্ঞানকে জ্ঞানস্বরূপ  
 এবং সবিষয় জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলেন এবং তাহাকে সবিবক্লক  
 ভেদে দুইরূপ বলেন। রামানুজ কিন্তু ইহা স্বীকার  
 না ; অর্থাৎ তিনি নির্বিষয় জ্ঞানই স্বীকার করেন না এবং  
 জ্ঞানান্তর্গত নির্বিকল্পক জ্ঞানও বস্তুতঃ স্বীকার করেন না। তাহার

মতে সকল জ্ঞানই সবিষয় জ্ঞান এবং তাহাও আবার, সবিকল্পক জ্ঞান। যে জ্ঞানে বিষয়ের ভান হয় না, তাহাই নির্বিষয় জ্ঞান এবং যে জ্ঞানে বিষয় থাকে তাহাই সবিষয় জ্ঞান। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান সবই সবিষয় জ্ঞান। এই ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানে যখন বিশেষ্যতা, প্রকারতা ও সংসর্গ-তার ভান বা জ্ঞান হয়, তখন ইহা সবিকল্পক জ্ঞান এবং তাহাদের যখন ভান হয় না তখন ইহা নির্বিকল্পক জ্ঞান। ঘটজ্ঞানে ঘট হয়—প্রকার, ঘটটী হয়—বিশেষ্য এবং ঘটত্ব ও ঘটের যে সম্বন্ধ তাহাই সংসর্গ। ঘটের সবিকল্পক জ্ঞানে “ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট” এইরূপ জ্ঞানই হয়।

নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার এবং অস্বীকারের ফল।

এখন শঙ্কর নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার করায় তাঁহার যে ব্রহ্ম, যাহাকে তিনি জ্ঞানস্বরূপ বলেন, তিনি নির্বিশেষ, নিগুণ ও স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে পারিলেন, জগতাদি যাবৎ বিষয় তাঁহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হইতে পারিল, এবং রামানুজ-সবিশেষ সবিকল্পক মাত্র স্বীকার করায় তাঁহার ব্রহ্ম সবিশেষ সগুণ প্রভৃতি হইল, নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার মতে অসিদ্ধ বা অসম্ভব হইল।

নির্বিষয় জ্ঞানে যুক্তি।

এখন জ্ঞান নির্বিষয় হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজমতের যুক্তি এবং অনুভব কিরূপ তাহা একবার দেখা যাউক। শঙ্করমতের যুক্তি এবং অনুভব এই যে, জ্ঞানটী বিষয়ী এবং জ্ঞেয়ী বিষয়। জ্ঞান—প্রকাশক এবং জ্ঞেয়—প্রকাশ্য। বিষয় কখন প্রকাশক হয় না, তাহা প্রকাশ্যই হয়। যেহেতু প্রকাশক কখন প্রকাশ্য হয় না। কৰ্ত্তা কখন কৰ্ম হয় না। প্রকাশ্য ও প্রকাশ, কৰ্ত্তা ও কৰ্ম বিভিন্ন পদার্থই হয়। নিজের যেমন নিজের স্বন্ধে আরোহণ করা যায় না



## উপসংহার ।

৯৫৫

নি। এই তদ্রূপ। আর জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞান স্বপ্রকাশ,  
 গানে থাকিয়াও প্রকাশস্বভাব।

স্বপ্রকাশত্বে আপত্তি ও উত্তর।

বদি বলা যায় প্রকাশ্য না থাকিলে প্রকাশক হইবে কে? কে কাহাকে  
 প্রকাশ করিবে? তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রকাশ্য না থাকিলেও  
 প্রকাশক থাকিতে পারে। বাহ্য স্বপ্রকাশ তাহাই প্রকাশ্য আসিলে  
 প্রকাশ্যকে প্রকাশ করিবে; যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্য জগৎকে প্রকাশ করে,  
 প্রকাশ্য না থাকিলেও সূর্য্যের প্রকাশত্বের হানি হয় না। অতএব প্রকাশ্য  
 না থাকিলেও স্বপ্রকাশত্বের কোন বাধা হয় না।

সূর্য্যদৃষ্টান্তদ্বারা আপত্তি ও উত্তর।

বদি বলা যায় সূর্য্য যেমন অপরকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ নিজেকেও  
 প্রকাশ করে, আর নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে বলিয়া তাহাকে  
 প্রকাশ বলা হয়, তদ্রূপ জ্ঞান অপরকেও প্রকাশ করে এবং নিজেই  
 নিজেকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ নিজেই নিজের বিষয় হয়, এইজগত  
 প্রকাশকও স্বপ্রকাশক বলা হয়, সুতরাং বিষয়ভিন্ন প্রকাশ সম্ভবপর হয়  
 এইরূপে বিষয় ব্যতীত জ্ঞানই হয় না, অর্থাৎ নির্বিষয় জ্ঞানই নাই।  
 উত্তরে বলা হয় যে, সূর্য্য যেমন নিজেকে প্রকাশ করিবার কালে  
 নিজ হইতে পৃথক্ না হইয়াই নিজেকে প্রকাশ করে অর্থাৎ নিজেকে  
 প্রকাশ করে, প্রকাশ্য সূর্য্য ও প্রকাশক সূর্য্য অপৃথক্ থাকে, জ্ঞানও  
 নিজে প্রকাশ করিবার কালে নিজ হইতে অপৃথক্ থাকিয়াই  
 নিজেকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ বিষয় করে। জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতা জ্ঞান  
 পৃথক্ হয় না। অতএব ঘটপটাদি জ্ঞানে যেমন বিষয়-ঘটপটাদি বিষয়ী-  
 পৃথক্ হইতে পৃথক্, তদ্রূপ জ্ঞানের জ্ঞানে পৃথক্ বিষয়বিষয়িভাব থাকে না।  
 অপৃথক্ বিষয়বিষয়িভাবাপন্ন জ্ঞানই নির্বিষয় জ্ঞান। যেহেতু

৯৫৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

বিষয় ও জ্ঞানের পার্থক্য না থাকা এবং জ্ঞানের বিষয় না থাকা একই কথা ।

অনুব্যবসায় জ্ঞানদ্বারা আপত্তি ও উত্তর ।

বদি বলা যায় ঘটজ্ঞানের পর “আমি ঘটজ্ঞানবান্” এইরূপ অনু-ব্যবসায়-জ্ঞানে প্রথম জ্ঞানটী দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, আর সেই জ্ঞান দুইটী পৃথক্ই হয়, অতএব জ্ঞানের জ্ঞানেও পৃথক্ বিষয়বিষয়িভাব থাকেই । তাহা হইলে বলিব—সেখানে কেবল-জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় নহে, কিন্তু ঘটবিশিষ্ট জ্ঞানই জ্ঞানের বিষয় হয় । আর তদ্ব্যতীত সেখানে দুইটী জ্ঞানই পৃথক্ । সুতরাং নিজে নিজেকে পৃথক্ করিয়া নিজে নিজের বিষয় হইতেছে না । একটী জ্ঞান অপর একটী জ্ঞানের বিষয় হইলে নিজে নিজের বিষয় হইল না ।

সূর্য্য দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকারান্তরে আপত্তি ও উত্তর ।

বদি বলা যায় সূর্য্য যে নিজেই প্রকাশ করে তাহা নিজ হইতে নিজে পৃথক্ হইয়াই করে, যে হেতু সূর্যালোক ও সূর্য্যমণ্ডল পৃথক্ বস্তু বলিয়াই সকলে বুঝিয়া থাকে । অতএব নিজে নিজেই প্রকাশ করিলে নিজ হইতে পৃথক্ হইয়াই প্রকাশ করে, বলিতে হইবে । তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, সূর্যালোকদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশিত হয় না । ঘনসূর্যালোকই সূর্য্যমণ্ডল । সূর্যালোক আতসীকাঁচদ্বারা পুঞ্জীকৃত করিলে সূর্য্যমণ্ডলবৎই প্রতীয়মান হয় । সূর্য্যমণ্ডলে যে পার্থিব পদার্থ থাকে, তাহা সূর্যালোকদ্বারা প্রকাশিত হয় বলিলেও আলোকঘন মণ্ডল কখন আলোকদ্বারা প্রকাশিত হয় না । সূর্য্যমণ্ডলের যে প্রকাশ-ধর্ম্ম তাহা আলোকেরই ধর্ম্ম, সূর্য্যমণ্ডলের পার্থিব পদার্থের ধর্ম্ম নহে । আর সূর্য্য নিজ হইতে পৃথক্ হইয়া নিজেই প্রকাশ করিলে প্রকাশ সূর্য্যকে অপ্রকাশস্বভাব বলিতে হয় । কিন্তু কোন সূর্য্যই অপ্রকাশস্বভাব



## উপসংহার ।

৯৫৭

স্বপ্রকাশবস্তু নিজ হইতে অপৃথক্ থাকিয়াই নিজকে প্রকাশ  
করিতে পারে, অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হয়। এই কারণে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই  
নির্বিষয়ক জ্ঞান।

সূর্য্যের স্বপ্রকাশকে আপত্তি ও উত্তর।

বলি বলা যায় স্বপ্রকাশ সূর্য্যও যেমন জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য হয়, অর্থাৎ  
বিষয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানও স্বপ্রকাশ হইলেও অপর জ্ঞানদ্বারা  
প্রকাশ্য হয়, অর্থাৎ অপর জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং জ্ঞান নির্বিষয়  
হইতে পারে না। তাহা হইলে বলা হইবে, জ্ঞান যদি জ্ঞানান্তরদ্বারা  
প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞানও জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ্য হইবে আর  
সেইরূপে অনবস্থা দোষই হইবে। আর সেই দোষপরিহারের জন্ত জ্ঞানকেই  
প্রকাশ বলা আবশ্যক হইবে। আর যদি জ্ঞান জ্ঞানভিন্নের দ্বারা  
প্রকাশ্য হয়, তবে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য হইল, সেই অজ্ঞান  
দ্বারা জ্ঞানদ্বারাই প্রকাশ্য। এইরূপে অন্তোক্তাশ্রয় দোষ হইবে। আর  
সেই দোষ পরিহারের জন্ত জ্ঞানকেই স্বপ্রকাশ বলা আবশ্যক হইবে।  
এই জ্ঞান স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ নিজে নিজ হইতে অপৃথক্ থাকিয়াই  
নিজকে প্রকাশিত করে, অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হয়। আর তাহা  
হইতে কৰ্ম্মকর্ত্ত্ববিরোধও হইবে না। যেহেতু অপৃথক্ থাকিয়া  
নিজেই বিষয় করা আর জ্ঞান নির্বিষয়—ইহা বলা একই কথা।

স্বপ্রকাশজ্ঞানসিদ্ধিতে নির্বিষয় জ্ঞানসিদ্ধি।

স্বপ্রকাশ আলোক যেমন যখন যাহার উপর পতিত হয়, তখন  
সেই আলোক প্রকাশ করে, সেই আলোক স্বপ্রকাশ না হইলে যেমন  
সে আলোক প্রকাশ করিতে পারে না, জ্ঞানও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ যখন যাহাকে  
স্বপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে প্রকাশিত করে, নিজে স্বপ্রকাশ না  
হইলে তাহাকে প্রকাশিত করিতে পারিত না। তবে বিশেষ এই যে, সূর্য্য

স্বপ্রকাশ হইলেও জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ হয়, জ্ঞান কিন্তু আর সেরূপ হয় না, এইজন্যই জ্ঞানই বস্তু স্বপ্রকাশ বস্তু, অথবা বাহ্য স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহা জ্ঞানই । এই জ্ঞান অন্তঃকরণে মিশিয়া আমিজ্ঞান হয়, সেই অন্তঃকরণ মিশ্রিত জ্ঞান ঘটপটাদিতে পতিত হইয়া “ইহা ঘট ইহা পট” এই জ্ঞান হয়, এবং তৎপরে “আমি ঘটপটজ্ঞানবান্” ইত্যাদি প্রকারের জ্ঞান হয় । জ্ঞান যে বিষয়কেই প্রকাশ করে, সে বিষয় না থাকিলেও অথবা সে বিষয় আবির্ভূত হইবার পূর্বেও নিজে প্রকাশশীলই থাকে । সকল বিষয়ের প্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশসাপেক্ষ, জ্ঞানের প্রকাশ কাহারও সাপেক্ষ নহে । এইজন্য বাহ্য স্বপ্রকাশ জ্ঞান তাহাই নির্বিষয় জ্ঞান এবং বাহ্য নির্বিষয় জ্ঞান তাহাই স্বপ্রকাশ জ্ঞান ।

রামানুজের নির্বিষয় জ্ঞানে আপত্তি ।

আচার্য রামানুজমতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, সমুদায় জ্ঞানই নিয়ত বিষয়াবগাহী । বাহ্য বিষয়াবগাহী নহে, তাহা জ্ঞানই নহে । ঈশ্বরের যে নিত্য জ্ঞান, তাহাও নিত্য বিষয়াবগাহী । যেহেতু বিষয় নিত্য এবং ঈশ্বরও সর্বজ্ঞ । সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থই—সর্ব-বিষয়ের জ্ঞানে জ্ঞানী । এইজন্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানও সবিষয়ক জ্ঞান । জীবের আমিজ্ঞানভিন্ন যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানজ্ঞান ; কারণ, তাহা বিষয়েন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধিত হইতে জন্মে । সুতরাং তাহা বিষয়শূন্য কখনই থাকিতে পারে না । বিষয় না থাকিলে জ্ঞানই হয় না । জ্ঞান নিজে নিজে প্রকাশ করে, তাহাতেও ঘটপটাদি বিষয় থাকে । আর অনুব্যবসায়াদিস্থলে জ্ঞান নিজে নিজ হইতে পৃথক হইয়াই নিজের বিষয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহার জ্ঞানত্ব ধর্ম যায় না, জ্ঞানত্ব রূপে জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় ত হইলই । এজন্য তাহাদের মধ্যে অপার্থক্য থাকে । সুতরাং জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হয় । জ্ঞানের



## উপসংহার ।

৯৫৯

পৰ্য্যন্তই অৰ্থাৎ অনুব্যবসায় পৰ্য্যন্তই জ্ঞানের পৰ্য্যবসান হয় “ইহা  
 এইরূপ জ্ঞানের পর “ঘটজ্ঞানবান্ আমি” না হওয়া পৰ্য্যন্ত ঘটজ্ঞান-  
 নহ। ঘটজ্ঞানজ্ঞাত ব্যবহার এইস্থলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই  
 র স্বভাব। ইহাই সকলের অনুভবসিদ্ধ। আর বিষয়শূন্য হইলে  
 কখন নিজেও নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন  
 শে নিঃক্ষিপ্ত দৰ্পণপ্রতিবিম্ব দেখা যায় না, কিন্তু ঘটপটাदि কোন  
 উপর নিঃক্ষিপ্ত হইলেই দেখা যায়, আর তখনই তাহা আলোক  
 বোধ হয়, আকাশে নিঃক্ষিপ্ত দৰ্পণবিম্বকে কেহ কি আলোক  
 দেখিতে পায়? তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা কোন বিষয় প্রকাশিত  
 তাহা স্বয়ংও প্রকাশিত হয়, অৰ্থাৎ তখনই তাহা জ্ঞানপদবাচ্য  
 তাহা প্রকাশিত হয় না, তাহার সম্ভাবনিকি রূপে হইবে?  
 মূর্তবর বিষয় নাই, অথচ অনুভব হইতেছে—এরূপ কখনও কেহ  
 করে না। অনুভবমাত্রই অনুভাব্য থাকে। এই যে আমাদের  
 ট “এই পট” জ্ঞান হয়, ইহার মূলে একটা “আমিজ্ঞান” থাকে।  
 “আমিজ্ঞান” নাই তার কখন “ঘটপটজ্ঞান” হয় না। আর  
 “আমিজ্ঞান” ইহার যে অনুভব হয় তাহাতেও আমিজ্ঞানটাই  
 হয়। তখন অনুভবকর্তা যে আমিজ্ঞান, তাহা তাহা হইতে  
 ইহাই হয়। অহংপ্রত্যয়গম্য কর্তা ও জ্ঞাতা এবং অণুপরিমাণ  
 যাহা, তাহা সূর্য্য হইতে ভিন্ন সূর্য্যপ্রভার জ্বাল, বিভূপরিমাণ  
 সেই জ্ঞানরূপ দ্রব্যাত্মক গুণদ্বারা বিষয়ীকৃত হয়। অতএব কি  
 জ্ঞান এবং কি আমিজ্ঞানের জ্ঞান, সকল স্থলেই জ্ঞানের বিষয়  
 জ্ঞানের নিজের জ্ঞানেও জ্ঞান বিষয় হইবার জ্ঞাত বিষয়ী-জ্ঞান  
 পৃথক্ হইয়া যায়। অতএব কোন জ্ঞানই পৃথক্ বিষয়শূন্য  
 জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হয়, নির্বিষয়কজ্ঞান নাই। সুতরাং

বিষয়শূন্য জ্ঞান কোথায় ? অতএব নির্বিষয় জ্ঞানই নাই, বিষয়শূন্য জ্ঞানই অসম্ভব । বিষয়শূন্য জ্ঞান কাহারও অনুভবে আসে না । সুতরাং সকল জ্ঞানই সবিষয় জ্ঞান এবং সেই সকল জ্ঞানই আবার সবিকল্পক জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয়, তাহা কি প্রকার প্রভৃতি তাহারও জ্ঞান তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হয় ।

রামানুজমতে—“যাহা স্বয়ংপ্রকাশ অথচ অচেতনদ্রব্য হইয়া বিষয়টী হয়—বিভূ হইয়া যাহা প্রভার ত্রায় দ্রব্য এবং গুণস্বরূপ হয়, এবং যাহা বিষয়প্রকাশক বুদ্ধি, তাহাই জ্ঞান বলা হয় । এই জ্ঞান ঈশ্বরের এবং নিত্য মুক্তগণের সর্বদা নিত্য এবং বিভূ । বদ্ধগণের পক্ষে ইহা তিরোহিত থাকে মাত্র । মুক্তগণের পক্ষে পূর্বে তিরোহিত থাকে, পরে কিন্তু আবির্ভূত হয় । প্রভার ত্রায় জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশ অবস্থা লইয়া নিত্য জ্ঞানের “উৎপত্তি বিনাশ” ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ হয় । জ্ঞানটী আত্মার আশ্রিত বলিয়া আত্মার গুণ, সূর্য্যের প্রভার ত্রায় বলিয়া ইহা দ্রব্যও বটে ।

শঙ্করমতে ইহার উত্তর ।

এতদ্বত্তরে শঙ্করমতে বলা হয় যে, স্বরূপজ্ঞান নিত্য ও স্বপ্রকাশই অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া এই জ্ঞান যখন যে বিষয়ের সম্পর্কে আসে তখনই তাহা প্রকাশিত হয় । এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয় । ইহারই উৎপত্তিবিনাশ আছে । ঘটজ্ঞানের পর পটজ্ঞান এবং পটজ্ঞানের পর মঠজ্ঞান—এইরূপে বিভিন্ন বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞান নিজে স্বপ্রকাশ ও নিত্য তাহাই সিদ্ধ হয়, আর সেই কারণেই বিষয়শূন্য জ্ঞানও স্বীকার্য্য হয় । কারণ, জ্ঞানরূপ প্রকাশবস্তুর পূর্ক হইতে না থাকিলে বিষয়ান্তরকে কে প্রকাশ করিবে ? যাহা একবস্ত হইতে অন্য বস্ততে যায়, অথচ তাহার নিজ প্রকাশ ধর্ম্মের



## উপসংহার ।

৯৬১

হাস্য না হয়, তবে তাহা সেই সব বস্তু হইতে ভিন্ন—ইহা  
 স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ জ্ঞান আর স্বরূপতঃ নিত্য হয়  
 না। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞানের প্রকাশধর্ম বিভিন্ন ও বিষয়সাপেক্ষ  
 ইহা একটা নিত্যজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। অতএব জ্ঞানের প্রকাশধর্ম  
 বিষয়সাপেক্ষই বলিতে হইবে। তাহার পর একটা জ্ঞানের পর  
 আর একটা জ্ঞান হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানটী যে প্রথম জ্ঞান হইতে ভিন্ন—  
 ইহা প্রকাশ করিবে কে? অতএব একটা স্বপ্রকাশ নিত্যসাক্ষিজ্ঞান  
 নহে স্বীকার্য। আর সাক্ষিজ্ঞানও বিষয়শূন্য নহে, ঘট-টাদি অন্ত  
 র্জনও বিষয়শূন্য নহে, সুতরাং জ্ঞান নির্বিষয় কখনই থাকে না—ইহাও  
 স্বীকার্য না। কারণ, একটা জিনিষ সর্বদা একটা না একটা অপরের  
 সহিত থাকে বলিয়া দেখা যায় বলিয়া যে সে একাকী থাকিতে পারে  
 না তাহা কে বলিল। স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তু অপ্রকাশস্বভাব বস্তুর সহিত  
 একে বলিয়া যে অপ্রকাশস্বভাব বস্তুভিন্ন তাহা থাকিতে পারে না, তাহা  
 অসঙ্গত। এরূপ বলিলে অপ্রকাশস্বভাব বস্তু স্বপ্রকাশস্বভাব  
 বস্তুর স্বপ্রকাশের সাধক বলিতে হয়। কিন্তু অপ্রকাশস্বভাব বস্তুকে  
 স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তুর সাধক বলিলে বিরোধই হয়। অতএব আমরা  
 জ্ঞান দেখি না বলিয়া যে জ্ঞান বিষয়হীন জ্ঞান থাকিতে  
 পারে না, তাহা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। অগ্নি কাষ্ঠাদি কোন না  
 কোন মাধ্যমে থাকে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, কি অগ্নি কাষ্ঠাদি  
 পৃথক থাকিতে পারে না বলিতে হইবে? সৃষ্টিকালে পক্ষীকরণের  
 তাহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব নির্বিষয় স্বপ্রকাশ  
 স্বরূপ স্বীকার্য।

বিষয় ও জ্ঞান একত্রই থাকে। আর সেই জ্ঞানেরই প্রকাশধর্ম সিদ্ধ  
 বিষয়শূন্য জ্ঞানই নাই, সুতরাং তাহার প্রকাশধর্মও তখন থাকে না—

এইরূপ যদি বলা হয় ; তাহা হইলে সেই প্রকাশধর্ম, হয়—জ্ঞানের স্বভাব, না হয়—বিষয়ের স্বভাব, না হয়—উভয়ের স্বভাব, অথবা তাহা উভয়ের যোগে উৎপন্ন বলিতে হইবে। জ্ঞানের স্বভাব বলিলে নির্বিষয় জ্ঞানই সিদ্ধ হয়। বিষয়ের স্বভাব, বলিলে জ্ঞান আর প্রকাশ-স্বভাব হয় না। উভয়ের স্বভাব বলিলে প্রকাশধর্মপূরস্বারে বিষয় ও জ্ঞানে ভেদ থাকে না। এই দুইটি পক্ষই অনভীষ্ট। আর বিষয় ও জ্ঞানের যোগে উৎপন্ন প্রকাশধর্ম বলিলে, উহা কারণে ছিল, কি ছিল না—বলিতে হইবে। থাকিলে, কোন্ কারণে ছিল—আবার জিজ্ঞাস্য হইবে। জ্ঞানে থাকিলে নির্বিষয় জ্ঞান সিদ্ধ হইবে, বিষয় বা উভয়ে থাকিলে পূর্বোক্ত দোষ হইবে। আর কারণে না থাকিয়া উৎপন্ন হইলে কারণশূন্য হইয়া কার্য উৎপন্ন হয় স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ অসংকারণবাদ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ কারণবিনা কার্যোৎপত্তি স্বীকার্য হয়। অতএব বিভিন্নবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তিতেও মূলে নিত্য স্বপ্রকাশ একটী জ্ঞানই স্বীকার্য।

আকাশে নিঃক্ষিপ্ত দর্পণ-প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার প্রকাশকত্বের হানি কেন হইবে? এবং তাহা যে আলোক নহে—তাহাই বা কেন স্বীকার করিতে হইবে? তাহা কাহাকেও প্রকাশ না করিলেও তাহা আলোকই থাকে। যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহার সত্তা নাই—এ কথা জ্ঞানের পক্ষে সঙ্গত হয় না।

জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞান তাহা অনুব্যবসায় জ্ঞান ; সেই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানপ্রকাশক জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে এক হইলেও তাহা একটী জ্ঞান-ব্যক্তি নহে যে, নিজেই নিজের বিষয় হয় বলা হইবে? অতএব জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় পৃথক্ হইয়া হয়—ইহা বলা যায় না। আর জ্ঞানের পর অনুব্যবসায়পর্যন্ত যে জ্ঞানের পূর্ণতা তাহা জ্ঞানের



## উপসংহার ।

৯৬৩

স্বাভাবিক-নিমিত্ত, বিষয়ব্যবহারের নিমিত্ত নহে। “এই ষট্” এই জানেই  
 ঐ বিষয়ের ব্যবহার পূর্ণ হয়। অতএব এ আপত্তিও নিরর্থক।

আর বিষয়হীন জ্ঞান হয় কি না, তাহা সমাধিমান ব্যক্তি বুঝিতে  
 ন, এজন্য অনুভাব্যব্যতিরেকে অনুভব কাহারও অনুভূত হয় না—  
 বলা সঙ্গত নহে। সাধারণের অনুভবদ্বারা সমাধিমানের অনুভব  
 করার করা অসঙ্গত।

আর “আমি-জ্ঞানের” অনুভবেও অনুভাব্য “আমি-জ্ঞান”, অনুভাবক  
 “আমি-জ্ঞান” হইতে পৃথক্ হয়, ইহা বলিয়া নির্বিষয় জ্ঞান অস্বীকার  
 ঠিক নহে। কারণ, আমি-জ্ঞানে কেবল জ্ঞান থাকে না, উহাতে  
 “আমি” হয় উপাধি। আমি-জ্ঞানও বৃত্তিজ্ঞান। স্বপ্রকাশ নির্বিষয়  
 জ্ঞানঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া আমি-জ্ঞান হয়। এইজন্য  
 অনুভবকালে আমি পৃথক্ বিষয়রূপে অনুভূত হয়। স্বষ্টি  
 উদ্ভাবনকালে বেশ বুঝা যায়—আমি-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠে।  
 আমি-জ্ঞানের মূলে স্বপ্রকাশ আমিহীন জ্ঞান থাকে। তাহা আমি  
 অনুভব করিতেছি—এরূপই নহে। তাহা নিজ হইতে নিজেকে  
 রাখিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করে বা নিজে প্রকাশিত হয়।  
 আমিই নাই। ইহাই স্বপ্রকাশ ও নির্বিষয় জ্ঞান। সমাধিতে  
 আসে বেশ বুঝা যায়। অতএব এ আপত্তিও আসার।

স্বাভাবিক পর স্বষ্টিপ্তিকালে যে আমি-জ্ঞান স্পষ্ট থাকে না, কিন্তু থাকে  
 না, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, স্বষ্টিপ্তিকালে “আমি ছিলাম”  
 অনুভবের স্মরণ হয় না, কিন্তু স্বষ্টিপ্তির পর স্মরণ হয়—“আমি  
 জানি নাই” “আমি আমাকেও জানি নাই।” এই স্মরণ, অজ্ঞানের  
 সেই সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞানের অজ্ঞানানুভবের ফল।  
 “আমি-জ্ঞান” থাকে না। আমিও থাকে না। এখন এই

অজ্ঞানও যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে স্রষ্টৃপ্তির সাক্ষিজ্ঞানই নির্বিষয় জ্ঞানই হইয়া যায়। অজ্ঞানের জগৎই নির্বিষয় জ্ঞানের সাক্ষিত্ব, অজ্ঞান নষ্ট হইলে সাক্ষিত্ব নষ্ট হয়, কেবল স্বপ্রকাশ নির্বিষয়ভাবে থাকে। আর এই অজ্ঞানের নাশ না হইলে মুক্তিই সম্ভব হয় না। অণুস্বরূপ আত্মার, সূর্যের প্রভার ত্রায়, বিভূস্বরূপ জ্ঞানদ্রব্যটি গুণরূপ হইলে এবং তাহার দ্বারা জীবাত্মার “আমি-জ্ঞান” হইলে প্রভার দ্বারা সূর্যের প্রকাশ হয়, আত্মভিন্ন যে জ্ঞান তাহার দ্বারা আত্মার প্রকাশ হইয়া যায়। ইহা নিতান্তই অসম্ভব। প্রভা সূর্য্য হইতেই উৎপন্ন; প্রভা পুঞ্জীকৃত হইলেই সূর্য্যবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রামানুজমতে ইহা অস্বীকার করা হয়; প্রভার জগৎ সূর্যের ক্ষয় হয় না—ইত্যাদি বহু অসম্ভব কথা স্বীকার করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে এক স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বীকারেই লাঘব। এইরূপ নানা কারণে স্বপ্রকাশ নির্বিষয় জ্ঞান সিদ্ধই হয়।

উভয়সম্প্রদায়ের অনৈক্য এখনও বিদ্যমান।

অবশ্য রামানুজসম্প্রদায় ইহারও খণ্ডনে অত্যন্ত বদ্ধপরিকর এবং এতই নানারূপ তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছেন যে দেখিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। শঙ্করসম্প্রদায়ও আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন এইরূপে উভয়পক্ষে খণ্ডনমণ্ডন এখনও চলিতেছে। ফলকথা, যুক্তি উভয় পক্ষেই প্রদত্ত হয়। তবে যুক্তির মূল অনুভব বলিয়া রামানুজ বলিবেন—বিষয়শূন্য জ্ঞান কেহ কখন জানে নাই, অনুভব করে নাই। স্বতরাং বুঝেও না; আর শঙ্কর বলিবেন—ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিশীল ব্যক্তি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। এমন কি, উৎকৃষ্ট একাগ্রতাসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন। যে ব্যক্তি অগ্নির তাপ ভালরূপ অনুভব করিয়া সে জানে—সেও বুঝে যে, অগ্নিতে পড়িলে পুড়িয়া অগ্নিস্বরূপই হই



## উপসংহার ।

৯৬৫

ইব। বাস্তবিক উভয়ের বাবতীয় তর্ক, শেষে উভয়ের এই অনুভবে  
 অবসিত হয়। এজ্ঞা মনে হয়—সাধারণদৃষ্টিতে রামানুজ বিচার  
 করিয়াছেন এবং সমাধিমানের দৃষ্টিতে শঙ্কর বিচার করিয়াছেন।  
 অর্থাৎ রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে শঙ্করমত ও নিজমত যে ভাবে  
 তুল্য করিয়াছেন, তাহা চিন্তাসহকারে আলোচনা করিলে উভয়-  
 মতের অভিপ্রায় বেশ বুঝা যায়। শঙ্করমতে উহার খণ্ডন অদ্বৈতসিদ্ধি  
 ও সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। উপরে ছায়া মাত্র প্রদত্ত হইল।  
 যথেষ্ট ভ্রমতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মূল যুক্তি ও অনুভব  
 স্পষ্ট একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন সুখী পাঠকবর্গ স্থির করুন—  
 কেবলে যদি আচার্য্যদ্বয় নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা  
 হইলে কোন্ মতটী সত্য, অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ও বথার্থজ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে উভয়ের  
 মত বুঝিয়া স্থির করুন—বিশিষ্টাদ্বৈত মত সত্য কি অদ্বৈত মতটী সত্য।

বেদান্তাবলম্বনেই আচার্য্যদ্বয়ের মতভেদে তাহার ফলবিচার।

যদি বলা যায়—আচার্য্যদ্বয়ের একজন যে অদ্বৈতবাদী, তাহা  
 দুইটী পথের কোন পথেই যাইয়া নহে, অর্থাৎ তাহা কোনরূপ  
 পথের বশীভূত হইয়াও নহে, অথবা তাহা স্বাধীনভাবে জগৎতত্ত্ব-  
 আলোচনার ফলে যুক্তি ও অনুভবের সাহায্যেও নহে, যেহেতু  
 ভ্রমের ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে এবং কেবল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই,  
 স্বতঃপ্রমাণ যে বেদ, ঈশ্বরের বাণী যে শ্রুতি, তাহারই তাৎপর্য্য  
 ও অনুভবনাসাহায্যে নির্ণয় করিয়া; অর্থাৎ উপনিষৎ বা বেদান্ত  
 মতেনই তাঁহার দুইজনে দুইটী মতাবলম্বী হইয়াছেন। কারণ,  
 মতেই এমন সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহা বেদ ভিন্ন  
 হইয়া না, অর্থাৎ তর্কযুক্তির দ্বারা নির্ণয় হয় না, অথবা বুঝিতে  
 হইলও তদ্বিষয়ে সংশয় বিদূরিত হয় না। যেহেতু—

বেদশাস্ত্রভিন্ন অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না ।

প্রথম, অদ্বৈতমতের যে অসঙ্গ ব্রহ্ম, তাহা যুক্তিবিচারদ্বারা নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে সিদ্ধ হয় না । শ্রুতি অবলম্বন না করিলে সকলের মূলে যে অসঙ্গ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তাহা কিছুতেই অসংকোচে বলা যায় না । প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি নামক যে ছয়টি প্রমাণ বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে, শব্দভিন্ন তাহার কোনটাই অসঙ্গ ব্রহ্মের জ্ঞান স্বাধীনভাবে উৎপাদন করিতে পারে না ; অবশ্য ইহার কারণ, সকল জ্ঞানই সম্বন্ধসাপেক্ষ । আর সম্বন্ধ থাকিলেই অসঙ্গত্বের হানি হয় ; দেখা—যায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে প্রত্যক্ষ হয়, সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হইলে অনুমিতি হয় । এইরূপ অপর প্রমাণও সম্বন্ধসাপেক্ষ । কেবল শব্দপ্রমাণ, সম্বন্ধসাপেক্ষ হইলেও তাহার এমন শক্তি আছে যে, তাহা অসঙ্গকে লক্ষ্য করিতে পারে । যেহেতু শব্দ যে অসঙ্গকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও শব্দই বলিয়া দেয় । শব্দের এইরূপ সামর্থ্য আছে বলিয়া শব্দ অসঙ্গকে লক্ষ্য করিতে পারে । বস্তুতঃ, এক মাত্র শব্দরূপ যে বেদপ্রমাণ তাহারই দ্বারা অসঙ্গবিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় । এই কারণে বেদপ্রমাণভিন্ন আর অসঙ্গ ব্রহ্মের সিদ্ধি সম্ভবপর নহে । বেদই বলিয়াছেন—“অসঙ্গোহ্ময়ং পুরুষঃ” অর্থাৎ এই পুরুষ অসঙ্গ, তাই অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন—ব্রহ্ম অসঙ্গ । বেদাক্যদ্বারা ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে অনুমানাদি তাহার সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনভাবে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইতে পারে না ।”

বেদশাস্ত্রভিন্ন বিশিষ্টাদ্বৈতও সিদ্ধ হয় না ।

তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতমতেও শ্রুতিভিন্ন গতি নাই ; কারণ, তন্মতে ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ, জীব ও জগৎ তাহার শরীর বা প্রকার



## উপসংহার ।

৯৬৭

মর। কিন্তু ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী  
 বিনাশী, অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং দুঃখীও হইয়া পড়িলেন। যেহেতু  
 হস্তর শরীর যে জীব, তাহা অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং দুঃখী, আর  
 হস্তর শরীর যে জগৎ তাহা বিকারী ও বিনাশী। কিন্তু তন্মতেই  
 যাবার বলা হয় যে, ব্রহ্ম নিত্য নির্বিকার অজ্ঞানাদিদোষশূণ্য ও দুঃখাদি  
 বিবর্জিত। সুতরাং শরীরী যে ব্রহ্ম তিনি হইলেন অবিনাশী অবিকারী  
 অজ্ঞানাদিদোষশূণ্য এবং সুখদুঃখ বিবর্জিত আর তাঁহার শরীর যে জগৎ  
 তাহা হইলে বিনাশী, বিকারী অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং সুখদুঃখ  
 বর্ষিত। এতদপেক্ষা বিরুদ্ধ কথা আর কি হইতে পারে? যাহার  
 শরীর হইল বিনাশী, তিনি হইলেন অবিনাশী; যাহার শরীর হইল  
 বিকারী তিনি হইলেন অবিকারী! আর শরীর ও শরীরীর মধ্যে  
 ভেদেদ সম্বন্ধস্থাপন করিয়াও এ কথা সমর্থন করা যায় না; কারণ,  
 শরীর, শরীরীর স্বরূপবোধকও হয়; যেমন অগ্নিই অগ্নির শরীর,  
 জলই জলের শরীর ইত্যাদি এবং শরীর শরীরী হইতে ভিন্নও  
 হয়। যেমন আমাদের আত্মা শরীর ও আত্মাদের দেহ এই শরীর  
 হইতে ভিন্নই হয়। কিন্তু আমাদের শরীর ও আমাদের আত্মার  
 ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে পারে না। অভেদ বোধ যে হয়, তাহা  
 এবং ভেদই প্রকৃত সম্বন্ধ। সুতরাং আত্মার শরীর আত্মাই।  
 জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইলে জীবজগৎই ব্রহ্ম। তদভিন্ন আর ব্রহ্ম  
 নাই। যতএব শরীর বিকারী আর শরীরী অবিকারী—ইহা বস্তুতঃই  
 সত্য কথা। ইহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ কথা। এখন এই বিরোধ, যুক্তিতর্ক  
 দ্বারা করিতে অসমর্থ। যতই তর্ক করা যাউক না, এতদ্বিষয়ে  
 সম্মলে বিনষ্ট হয় না। বাস্তবিক, এই জগৎই রামানুজমতে  
 ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর এবং “ব্রহ্ম নিত্য অবিকারী” প্রভৃতির

বোধক শ্রুতিবচন প্রদর্শন করা হয় । যথা—মাধ্বদ্বিনী শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—“বস্তু আত্মা শরীরম্” অর্থাৎ জীবাত্মা বাহ্যার শরীর, এবং কাশ শাখার তাহাতে এবং জ্বালোপনিষদে আছে “বস্তু পৃথিবী শরীরম্” অর্থাৎ পৃথিবী বাহ্যার শরীর, ইত্যাদি । “অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো” ( কঠ ২।১৮ ) “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তম্” ( শ্বে ৬।১০ ) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম যে, নিত্য নির্বিকার প্রভৃতি, তাহাই প্রদর্শিত হয় । অতএব শ্রুতিভিন্ন বিশিষ্টা দ্বৈতমতও সিদ্ধ হয় না ।

বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য অলৌকিকত্বে ।

কল কথা অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিভিন্ন গতি নাই । আর ব্রহ্ম যে অলৌকিক বস্তু, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই । বস্তুতঃ, শ্রুতি ভিন্ন যদি অন্য প্রমাণগণ্য ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে শ্রুতির প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না, উহা তখন অনুবাদ অর্থাৎ অপ্রমাণ হইয়া যায় । অনুবাদ যে প্রমাণ নহে, তাহা উভয়মতেই স্বীকার করা হয় । এই জ্ঞান আচার্য্যদ্বয়ের মতের মূলভিত্তি শ্রুতি বা বেদ । বেদভিন্ন তাঁহাদের মত দাঁড়াইতে পারে না । আর বেদ যে নিত্য অপৌরুষেয় এবং অপ্রান্ত প্রমাণ, তাহার প্রত্যেক বর্ণ যে নিরর্থক নহে, তাহার যে সর্বাংশই প্রমাণ, তাহা আচার্য্যদ্বয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন । ভগবান বাহাকে জ্ঞানদান করিয়া উদ্ধার করেন, তাহাকে এই বেদজ্ঞান দিয়াই উদ্ধার করেন—ইহাও তাঁহাদেরই মত । অতএব উভয়ের মতেই বেদই অবলম্বন, বেদভিন্ন গতি নাই ।

বেদাবলম্বনে মতভেদের ফলে বেদের অপ্রামাণ্যশঙ্কা ।

এখন এই কারণে যদি বলা যায় যে, আচার্য্যদ্বয় বেদাবলম্বনেই নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কোন অভীষ্টসিদ্ধির জ্ঞান বা কোন প্রযুক্তির বশীভূত হইয়া, অথবা নিজ নিজ অনুভবাবধীন স্বাধীন যুক্তির



## উপসংহার ।

৯৬৯

করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই, তাহা হইলে প্রতিপাদ্য সত্য অদ্বৈত কি বিশিষ্টাদ্বৈত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অবলম্বন করা যাইবে? উভয়েই যদি একই প্রমাণ অবলম্বন বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হন—উভয়েই যদি এক বেদাবলম্বনেই মতাবলম্বী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কোন্ মতটি সত্য—ইহা নির্ণয় করা যাইবে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে—বাহার যত বুদ্ধি, যত কল্পনা, শক্তি, বাহার অনুভব যত সূক্ষ্ম তাঁহার মতই ঠিক।

তাহা হইলে বেদের প্রমাণ্য আর থাকিল কোথায়? আবার যুক্তিতর্কেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইল! বেদের নিজ নিজ ধিনি যত যুক্তিতর্ক দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কথাই ত হইলে তত সত্য বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে! আমরা যে ভিত্তির উপরেই আবার আসিয়া পড়িলাম।

ব্রহ্মসূত্রও উভয়ের মতভেদ মীমাংসায় অসমর্থ।

বিলা যায় ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থরচনা করিয়া শ্রুতির মূলগুলি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার যাহা মত, তাঁহার সিদ্ধান্ত, তাহাই সত্য, তাহাই বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য; তাহা দেখা যায়, সেই ব্রহ্মসূত্রেরই আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতমতে এবং রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব যাহার বেদ অবলম্বনে অদ্বৈত সত্য কি বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য, তাহা হইতে পারিল না। যে মস্ত্রে পিশাচ অপনীত হইবে, তাহাতেই দ্বন্দ্বের গ্রহণ করিল। এক্ষেত্রে আমরা আচার্য্যদ্বয় অপেক্ষা জানী না হইলে ত আর মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানী, এ কথা ত উন্নত না হইলে না করিতে পারা যায় না।

৯৭০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

সত্য সর্বত্র একরূপ।

তাহার পর সত্য কখন দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা সর্বকালে সর্বদেশে সকলের নিকটই সত্য। সত্য সকল সময় সকলের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হইতে পারে, কিন্তু লোকে বুঝিতে পারিলেই তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। সত্যের ইহাই মহিমা। মিথ্যার এরূপ মহিমা নাই। সত্য জ্ঞান হইবার পূর্বে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝিলেও সত্যজ্ঞান হইবা মাত্রই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহার কোন অশুভাই হয় না।

আচার্যদ্বয়ের মতমধ্যে একমত নিশ্চিতই ভ্রান্ত।

এখন বেদ যদি এই সত্যই প্রকাশ করে, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে একজন ভ্রান্ত এবং একজন অভ্রান্ত—ইহা বলিতেই হইবে। সত্য কখনও দুই জনের নিকট দুইরূপ হইতে পারে না। সত্য কখন স্ববিরোধী হইতে পারে না। একই কালে একই বস্তু একই ভাবে “হা” এবং “না” স্বরূপ হইতে পারে না। অতএব আচার্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইবে। একজন ভ্রান্ত ও একজন অভ্রান্ত—ইহাট বলিতে হইবে, অথবা কেহ ইচ্ছা করিয়াই ভ্রান্তমত পোষণ করেন এরূপও অসম্ভব বলিতে হইবে।

উভয় আচার্য্যের মত অভ্রান্ত ইহাও হইতে পারে না।

যদি বলা যায় উভয় আচার্য্যই অভ্রান্ত, উভয়েই বেদের সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। সকল মনুষ্যই একরূপ অধিকারসম্পন্ন নহে। অধিকারিভেদে তাহা গ্রাহ্য বা জ্ঞেয়। কতকগুলি লোকের পক্ষে অদ্বৈতবাদ সত্য এবং কতকগুলি লোকের পক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, যে হেতু উভয়ই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। উভয়ের উপকার হইয়া থাকে।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অধিকারিভেদেও



## উপসংহার ।

৯৭১

স্বপ্নের বিরোধী হইলে একটা ভুলই হইবে। বিরোধী মতদ্বয় সমান হইতে পারে না। সমান সত্য না হইলে একটীর মধ্যে অংশ-ভাগ ভুলই আছে বলিতে হইবে। সর্বোচ্চ অধিকারীর জন্ত যে সত্য তাহা হইলে সত্য, এবং তন্নিম্নাধিকারীর জন্ত যে মত, তাহা, তাহা হইলে মিথ্যা বা ভুলই হইবে। যাহার অংশবিশেষ ভুল বা মিথ্যা, তাহার সত্যও ভুল বা মিথ্যাই বলা হয়। যেহেতু কোন্ অংশ ভুল বা মিথ্যা তাহার নির্ণয় সম্ভবপর নহে। চোরের সঙ্গে সাধু থাকিলে সাধু নাম বিনিয়াই গণ্য হয়।

বেদে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না।

যদি বৈদে কখন বিরুদ্ধ কথা উপদেশ করিতে পারে না। বেদের সত্যের তাৎপর্য্য তাহার মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ উপদেশ করিলে বেদ অপ্রমাণ হইবে। আর ইহা বস্তুতঃ উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব বিরুদ্ধবাদী হইয়া উভয় পক্ষই অশ্রান্ত বলা যায় না।

মিথ্যারও কার্য্যকারিতাবশতঃ উভয়ই অশ্রান্ত নহেন।

যদি বলা যায়—ভুল বা মিথ্যার দ্বারাও কার্য্য হয়, ভুল বা মিথ্যারও ফল আছে। বালককে ভুল বুঝাইয়াও স্বফল-লাভ হয়। মিথ্যা-উপকার বালকের উপকার হয়। মিথ্যা সপ্তের মিথ্যা দণ্ডের দ্বারা সত্য বলা যায় লাভ হয়। অতএব ভুল বা মিথ্যা উপেক্ষার যোগ্য উহারও কার্য্যকারিতা আছে বলিয়াই উহাও সত্য। যাহা তাহারই কার্য্যকারিতা আছে। বন্ধ্যাপুত্রের কি কার্য্যকারিতা? অতএব যাহা ভুল বা মিথ্যা তাহারও কার্য্যকারিতা আছে তাহা সত্য, তাহা ঠিক ভুল বা মিথ্যা নহে। উহাও সত্য, অর্থাৎ সত্যরূপ মিথ্যাও সত্য, আর পূর্ণসত্যও সত্য। যাহা

একেবারে মিথ্যা, তাহাই অসৎ ; তাহা বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুম । তাহারই কার্যকারিতা নাই । বেদে এই দ্বিবিধ সত্য আছে ; বেদে এই দ্বিবিধ সত্যই উপদিষ্ট হইয়াছে । একটা সার সত্য, আর একটা সত্য । বেদমধ্যেই সারসত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অতএব আচার্যদ্বয়ের মধ্যে একজনের মত মিথ্যা হইলেও তাহা একে বারে মিথ্যা নহে, তাহাও একরূপ সত্য ।

তাহা হইলে বলিতে হইবে—না, এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না । বাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই । মিথ্যা কখন সত্য হইতে পারে না । তদ্রূপ বাহার এক অংশ মিথ্যা ও এক অংশ সত্য, তাহাও মিথ্যাই বলিয়া সত্য হইতে পারে না । রজ্জুতে যে “এই সর্প” বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান হয়, তাহার “এই” অংশ সত্য জ্ঞান এবং সর্পাংশ মিথ্যা জ্ঞান । অতএব মিথ্যার অংশবিশেষ সত্যই থাকে, কিন্তু সমগ্রকে মিথ্যাই বলা হয় । মিথ্যা মাত্রেই সত্যকে অধিষ্ঠান করে । অতএব বাহার অংশ মিথ্যা তাহাও মিথ্যাই, তাহা সত্য হইতে পারে না । কার্যকারিতা সত্যেরও আছে, মিথ্যারও আছে, আর তাই বলিয়া যে মিথ্যাও সত্য হইবে এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না । অশ্বও বহন করে, গরুও বহন করে, তাই বলিয়া কি অশ্বও গরু অভিন্ন হয় ? মিথ্যা মিথ্যাই, সত্য সত্যই । সত্য ও সারসত্য মানিয়া মিথ্যাকে সত্য বলা সঙ্গত নহে । বস্তুতঃ এইরূপ সত্যের মধ্যে এমন কিছু আছে বাহা বাদ দিলে সার সত্য হয় এবং সারসত্যে কিছু অসার বা মিথ্যা মিশাইলে উক্তরূপ সত্য হয় । বেদের চরম তাৎপর্য একরূপ সত্য নহে, পরন্তু বাহা সারসত্য তাহাই বেদের চরম তাৎপর্য । অতএব অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয়েই বেদের তাৎপর্য নাই, উভয়েই বেদের সত্য থাকিতে পারে না । উক্ত প্রকার মিথ্যামিশ্রিত সত্যে বেদের অবাস্তর তাৎপর্য থাকিলেও চরম



## উপসংহার।

৯৭৩

অর্থস্বার্থ সারসত্যেই থাকিবে। আর তাহা হইলে অদ্বৈত ও  
 সিদ্ধান্তদ্বৈত যতের মধ্যে একটি ভুল বা মিথ্যা, অর্থাৎ অংশতঃও  
 মিথ্যা। আমরা বাহ্যকে সত্য বলিতেছি তাহা সারসত্যেই বুঝিতে  
 হইবে। সুতরাং আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামানুজের মধ্যে একজন  
 আচার্য্যই বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করেন এবং একজন আচার্য্য  
 মিথ্যা করেন না—ইহাই বলিতে হইবে।

উভয় আচার্য্যই ভ্রান্ত—ইহা বিচার্য্য নহে।

যবন্ত এস্থানে বলা যায় যে, দুই জন আচার্য্যের মধ্যে এক জনই  
 সত্যপ্রচার করেন এরূপ বলিবার জন্তই বা আগ্রহ কেন? উভয়েই  
 সত্য প্রচার করিয়াছেন—এইরূপ কেন বলা হউক না? তাহা হইলে  
 আর উত্তর এই যে, এটি আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। আমরা  
 দুই জনের মধ্যে কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচার করিয়াছেন ইহার  
 নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা আমাদের প্রস্তাবানুসারে  
 নির্ণয় করিতে চাহি। আর যদি এ কার্য্য করিতে হয় তাহা হইলে  
 আমরা যে দিন এই আচার্য্যদ্বয় অপেক্ষা বিজ্ঞ হইব, সেই দিন এই  
 নির্ণয় করিব, তাহার অগ্রে নহে। অতএব এক্ষণে আমরা দেখিব—  
 দুই জনের মধ্যে কাহার মত সত্য এবং কাহার মত মিথ্যা।

আচার্য্যদ্বয়ের মতভেদ মীমাংসার উপায়দ্বয়।

কিন্তু যে উপায়ে আমরা এই কার্য্য করিব তাহার সকল রূপ উপায়ই  
 ত্রুটিপূর্ণ হইতেছে, দেখিতেছি। উপরে যতগুলি উপায় চিন্তা করা  
 কোনটাই ত কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সহায়তা  
 করে নাই। অতএব উপায় কি? আমরা ত তাঁহাদের সমকক্ষও  
 তাঁহাদের দোষগুণ বিচার করিব? তবে কি আমরা এ কার্য্যে  
 সক্ষম হইব?

এতদ্ব্যতীত বলিতে পারা যায় যে, এই সমস্তামীমাংসার উপায় আছে। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা আচার্য্যদ্বয়ের শ্রীচরণ সেবা করিয়া এবং সত্যস্বরূপ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাহার নির্ণয় করিতে পারি। যেহেতু উভয়েই ভগবদবতার, উভয়েই জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত। ভক্তিভাবে গুরুর দোষও প্রদর্শন করা যায়। তাহাতে গুরু কষ্ট না হইয়া তুষ্টই হইয়া থাকেন এবং সত্যই প্রদর্শন করেন।

বস্তুতঃ এজ্ঞ দুইটি উপায় আছে। একটি উপায় পূর্বমীমাংসার মহর্ষি জৈমিনি, কিরূপে যজ্ঞাদি করিতে হইবে তজ্জ্ঞ বোদ্ধার্থনির্ণয় করিবার যে কৌশলসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কৌশলসমূহের সম্যক জ্ঞানলাভ, এবং দ্বিতীয় উপায় আচার্য্যদ্বয়ের জীবনচরিত বিশেষভাবে তুলনা করিয়া তাহাদের প্রকৃতিপ্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ।

প্রথম উপায়—জৈমিনিপ্রদর্শিত বিচারকৌশল।

প্রথমটির জন্য শ্রুতিবাক্যসমূহের বলাবল বিবেচনা করিবার যে উপায় উক্ত হইয়াছে, সেই উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। আর এজ্ঞ অন্ততঃপক্ষে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা প্রভৃতি পূর্বমীমাংসার ছয়টি প্রমাণ এবং তাহাদের প্রয়োগ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে; তৎপরে উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, অর্থবাদ, ফল এবং উপপত্তি নামক ছয়টি তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক হইবে। বলা বাহুল্য মীমাংসাশাস্ত্রে এ বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। অবশ্য বিশেষরূপে অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইলে পূর্বমীমাংসার সহস্র অধিকরণেরই জ্ঞান আবশ্যক হয়। যাহা ইউক এই উপায় যে অতিশয় যুক্তিসঙ্গত এবং নির্দোষ, তাহা এক প্রকার অবিসম্বাদী সত্য, তাহা এক প্রকার সর্ববাদিসম্মত কথা। মীমাংসক



## উপসংহার ।

২৭৫

এ বিষয়ে নিম্নমনোরথ হইয়াছেন । বস্তুতঃ এই উপায়ে শ্রুতি  
অপরাপর শাস্ত্রাদিরও প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরপেক্ষভাবে নির্ণয়  
করা যায় । এই উপায়ের অনুসরণ করিয়া কেহ যে নিজ বুদ্ধি-  
প্রকৃত তাৎপর্য্যের অন্তথা করিতে পারেন, তাহা নহে । করিলে  
মহত্ব বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে ।

প্রথম উপায়মধ্যেও আচার্য্যদ্বয়ের বিশেষত্ব ।

বিনা যায় যে, এই উভয় আচার্য্যই কি এই পথে শ্রুতিতাত্পর্য্য  
করিয়া নিজ নিজ মত প্রচার করেন নাই ? তাহা হইলে বলিতে  
হইবে, উভয় আচার্য্যই ইহা করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে সমান-  
ইহার অনুসরণ করেন নাই ; ইহা আচার্য্যদ্বয়ের শ্রুতিব্যাখ্যা  
করিলেই বোধ হইবে । বস্তুতঃ আমাদের মনে হয় যিনিই উভয়  
এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন । আর  
লিখে এ কার্য্য যদি এস্থলে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে  
আমাদের প্রতিজ্ঞান্তর হইয়া পড়িবে ; যেহেতু আমরা তাঁহাদের  
করিয়া তাঁহাদের মতের সত্যাসত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি ।  
গ্রন্থবাহুল্যও হইবে । অতএব এ কার্য্য, উভয় আচার্য্যের  
দেখিয়া, সুধী পাঠকবর্গই করিবেন । শ্রুতি লিঙ্গ বাক্যাদি  
উপক্রম-উপসংহার প্রভৃতির পরিচয়প্রদানেও এস্থলে আমরা  
বিরত হইলাম । এজন্ত বেদান্তপরিভাষা ও মীমাংসা-পরিভাষা  
দেখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে । এক্ষণে উভয় আচার্য্যের  
কতদূর শ্রুতিপরায়ণ, তাহা তাঁহাদের চরিত্র তুলনা করিয়া  
গনিতে পারা যায়, তাহা আমরা নিম্নে শীঘ্রই প্রদর্শন করিতেছি ।

বেদার্থনির্ণয়ে পুরাণই উপায় ।

এ কথাতেও যে আপত্তি করা হয় না, তাহা নহে । কেহ কেহ

৯৭৬

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

বলেন—বেদের অর্থ কলির জীবের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। এই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাাস পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। সেই পুরাণই যথার্থ বেদার্থ প্রকাশ করে। যেমন বৈষ্ণবমতে শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হয়, যেহেতু গরুড়পুরাণে এইরূপই কথিত হইয়াছে; আর শঙ্করমতে স্কন্দ নামক উপপুরাণের অন্তর্গত সূত-সংহিতাই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে। অতএব বেদার্থনির্ণয়ের জন্য পুরাণাদিরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহারা বলেন—কেবল শ্রুতি হইতে আজ আর শ্রুতির মত নির্দ্ধার করিতে পারা যায় না।

পুরাণের তাৎপর্যনির্ণয়ে বাধা ও তাহার উপায়।

ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, এ কথাও সমীচীন নহে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী প্রভৃতি হইয়াছেন এবং সূতসংহিতা অবলম্বনে শঙ্কর-সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। অবশ্যই ভাগবতকেও শঙ্করের মতে অদ্বৈতপর করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু সূতসংহিতাকে দ্বৈতপর করিয়া কোন বৈষ্ণব ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না তাহা অজ্ঞাবধি জানা যায় নাই। তাহার পর পুরাণাদির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী কথাও আছে। এক পুরাণ অপর পুরাণের নিন্দা বা বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। যথা—পদ্মপুরাণে কৃষ্ণাদি পুরাণের তামস বলিয়া অনাস্থ্য বলিয়াছেন দেখা যায়। তবে এই বিরোধ মীমাংসার জন্য কল্পভেদের ব্যবস্থাও আছে, কোথায় বা ত্রায় অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে, কোথায়ও বা সাধকের নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য বর্জিত তাহার সমর্থনও করা হইয়াছে।

তন্নাশে পুরাণের বিরোধমীমাংসায় পুরাণ অসমর্থ।

কিন্তু তথাপি এ উপায় তন্নাশে প্রয়োজ্য হইতে পারে না।



## উপসংহার ।

৯৭৭

ঈশ ও ইতিহাসাদিস্থলে গ্রাহ্য । ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুণ, তাহাতে  
 জগত্‌ই দুগুণি পুরাণ বিরুদ্ধ কথা বলিলে কল্পভেদে তাহাদের সত্যতা রক্ষা  
 রাখা যায় না । অতএব এস্থলে যাহা অধিক মাত্রায় বেদানুকূল তাহাই  
 সঙ্গত এবং বাহ্য সেরূপ নয়, তাহাতে মিথ্যাগন্ধ আছে বলিতে হইবে,  
 অথবা তাহার তাৎপর্য বেদানুকূল করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে ।

বেদ ও পুরাণের বিরোধে বেদই প্রমাণ ।

তাহার পর পুরাণাদির সঙ্গে বেদার্থের বিরোধও হয়, তাহাও  
 ইহা স্বীকার করিয়াছেন ; আর তজ্জগত্‌ই ব্যবস্থা হইয়াছে—

“ঋতিস্মৃতিবিরোধে তু ঋতিরেব গরীয়সী” ।

অর্থাৎ ঋতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে ঋতিই বলবতী  
 হইয়া বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার তাৎপর্য বেদানুকূল  
 করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে । অতএব বেদার্থনির্ণয়ের  
 একটি প্রথমতঃ বেদই অবলম্বন করিতে হইবে ; বেদদ্বারা যেখানে  
 অবলম্বনীয় অসম্ভব হইবে, সেই স্থলেই বেদানুকূলপুরাণাদির সাহায্য  
 করা যুক্তিসঙ্গত । আর তাহা যদি করিতে হয়, তাহা হইলে  
 কি করি জৈমিনিপ্রদর্শিত পথেই তাহা করা শ্রেয়ঃ । ইহাতে ভ্রান্তির  
 সম্ভাবনা নাই । ইহাতে ভ্রান্তি হইলে যজ্ঞই পণ্ড হইয়া যাইবে ।  
 ব্যাকরণের সূত্রের অর্থাবিস্কারে ভুল করিলে নিয়ম  
 রক্ষা, আর তাহার ফলে পদই সিদ্ধ হয় না ; অক্ষশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ভুল  
 করিলে কলবিপর্যায় হয় ; জ্যোতিষশাস্ত্রের অর্থান্তর করিলে গ্রহস্থিতি  
 ভুল হইয়া, ইহাও তদ্রূপ । অতএব মহর্ষি জৈমিনিপ্রদর্শিত ঋতিলিঙ্গ  
 উপায়দ্বারা বেদার্থনির্ণয় করিলে প্রকৃত বেদার্থ নির্ণীত হইবার  
 পুরাণাদির প্রাধান্য দিয়া সে কার্য সিদ্ধ করিতে গেলে বিপথ-  
 গম্য । পুরাণাদি বেদার্থ অবলম্বনেই রচিত বটে, কিন্তু ইহা

৯৭৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

স্রীশূদ্ৰাদি নিম্নাধিকারীদিগের জন্ত—ইহাও তাহাতে কথিত আছে। তাহার পর বহুদিন পূৰ্ব হইতেই পুরাণাদির রক্ষা বেদরক্ষার ত্যায় করা হয় নাই। ইহাতে চ্যুতি বৃদ্ধি ও বিকৃতি সকলই বহুদিন হইতেই ঘটয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এইহেতু আজকাল পুরাণের উপর অধিক নির্ভর করিলে স্কললাভ ছুরাশা হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে বেদাবলম্বনে কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য অধিক প্রচার করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় অসম্ভব নহে। তাহা বেদকেই অবলম্বন করিয়া করিতে পারা যায়। সুতরাং এক বেদ অবলম্বনেই উভয়ে বিরুদ্ধবাদী হইলেও কে যথার্থ বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা পুরাণাদি অবলম্বন না করিলেও নির্ণয় করা যায়। কেবল তাহাই নহে তাহাই এতদ্দুদ্দেশ্যে সৰ্ব্বপ্রধান উপায়।

দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনে সতর্কতা।

তাহার পর দ্বিতীয় উপায়দ্বারাও এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কারণ, আচার্য্যদ্বয়ের কীর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ এবং কে কতদূর পুরাণাদি অপর শাস্ত্রপরায়ণ। তবে এ কার্য্যটি করিতে হইলে আমাদিগকে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেই চারিটি বিষয় এই—

প্রথম—কাহার কোনদিকে আগ্রহ,

দ্বিতীয়—বুদ্ধি ও স্থিতি কাহার কতদূর তত্ত্বনির্ণয়ানুকূল,

তৃতীয়—চিন্তাবিক্ষেপকর কার্য্যানুকূলস্বভাব কাহার কত অধিক,

চতুর্থ—বিচারকর্ত্তার কোন দিকে আগ্রহ তাহার জ্ঞান ও সংযম

ইহাদের মধ্যে প্রথমটি থাকিলে লোকে সত্যকে আগ্রহানুকূল আবরণে আবৃত করিয়া থাকে। দ্বিতীয়টি যাহার যত অধিক সেই ব্যক্তি তত অধিক সত্যদর্শী। তৃতীয়টি যাহার যত অধিক তিনি ত



## উপসংহার।

৯৭৯

দ্রষ্টব্যে অসমর্থ। আর চতুর্থটির সম্বন্ধে সাবধান না হইলে বিচারকর্তার  
 কাছেই বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিবে। এই চারিটি বিষয়ের উপর  
 আলোচনা আমরা তাঁহাদের জীবনচরিত্র তুলনা করিলে তাঁহাদের  
 মধ্যে কে অধিকতর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া-  
 ছিলেন, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ এই জন্তই  
 আমরা আচার্য্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র সামান্যভাবে তুলনা করিয়া আবার  
 বিশেষভাবে আট প্রকারে তুলনা করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক  
 তাঁহাদের ফলাফল কি হয়? আমরা ইহা সুধীপাঠকবর্গের সমীপে  
 স্থাপিত করিতেছি, তাঁহারা বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়া সত্যা-  
 ত্য নির্ণয় করুন—কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ এবং কে কতদূর পুরাণাদি-  
 পরায়ণ তাহা তাঁহারাই স্থির করুন।

বিশেষভাবে তুলনার প্রথম ফল।

বাহ্য হউক এখন দেখা যাউক, আচার্য্যদ্বয়কে বিশেষভাবে যে আট  
 প্রকারে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার ফলাফল কিরূপ?—

প্রথম—সাধারণ বিষয়দ্বারা বিশেষভাবে আচার্য্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র  
 তুলনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী  
 বিষয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে  
 যাই—

(১) আচার্য্য শঙ্কর ৩২ বা ৩৪ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার  
 কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজ ১২০ বা ১২৮ বৎসর  
 তাঁহার জীবনের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন।

(২) আচার্য্য শঙ্কররচিত স্তব-স্ততি উপদেশ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি  
 প্রায় ১৫১খানি, আচার্য্য রামানুজের কিন্তু ৭ খানি। পরিমাণ-  
 ভিত্তিক ও শঙ্করেই দেখা যায়।

(৩) আচার্য শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিজৈতর জাতির সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আচার্য রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে দেখা যায়—শূদ্র বা চণ্ডালবংশেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সাক্ষাৎ বেদের সম্বন্ধ শঙ্করসম্প্রদায়ে অধিক, রামানুজসম্প্রদায়ে তাহা অল্প। যেহেতু শূদ্রের বেদে অধিকার নাই।

(৪) আচার্য শঙ্কর যত দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, আচার্য রামানুজ তত করেন নাই।

(৫) আচার্য শঙ্করজীবনে দেবতা-প্রতিষ্ঠা যত, আচার্য রামানুজের তত নহে। শঙ্কর পঞ্চদেবতারই প্রতিষ্ঠাপর, রামানুজ বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাপর।

(৬) আচার্য রামানুজকে বৈষ্ণবসমাজের নেতা গড়িবার জন্য তামিল ভাষায় লিখিত দ্রাবিড় বেদাদি গ্রন্থ পড়াইয়া যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছিল, আচার্য শঙ্করজীবনে সেরূপ কিছু ঘটে নাই।

এতদ্ভিন্ন যে সব বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, বাহ্যভায়ে তাহা আর উদ্ধৃত করা হইল না। যাহাহউক এতদ্বারা তাঁহাদের সামর্থ্য, তাঁহাদের জ্ঞানের উপকরণ এবং অপরের প্রতি তাঁহাদের সাম্যভাব কিরূপ, তাহা জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে ইহার সহিত যে বিষয়টি অবলম্বন করিলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিতরূপে বোধ হইবে, তদ্বিময়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

বেদান্তভাষ্যাদির দ্বারা শ্রুতিপরায়ণতা নির্ণয়।

যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ের জন্য আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র তুলনা করা হইতেছে, সেই বেদান্ত গ্রন্থানুসারে বিভক্ত, যথা—শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং শাস্ত্রপ্রস্থান।

ইহাদের মধ্যে শ্রুতিপ্রস্থান বলিতে যে সকল উপনিষদ অর্থাৎ



## উপসংহার ।

৯৮১

বেদান্তের বাক্য ব্রহ্মসূত্রমধ্যে ব্যাসদেব বিচার করিয়াছেন সেই সকল উপনিষদ্ ব্ৰহ্মায় । ইহার ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষিতকী প্রভৃতি । শ্রুতিপ্রস্থান বলিতে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাই প্রধানতঃ ব্ৰহ্মায় । বিষ্ণুসহস্রনাম স্মৃতি গ্রন্থও এই জাতীয় । আর শ্রায়প্রস্থান বলিতে ব্যাসদেবের রচিত কতকগুলি ( ৫৫৫টী ) সূত্রাত্মক ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ ব্ৰহ্মায় ।

এখন ঋষিগণের তিরোধানের পর এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, যাহারা আচার্য্য হইবেন, তাঁহাদিগকে এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিতে হইবে । বেদান্তের তত্ত্বপ্রচার করিতে হইলে সকলকেই এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়া তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গাদির দ্বারা সকলের মধ্যে একবাক্যতা প্রদর্শন করিতে হইত । যিনি যত নির্দোষভাবে এই একবাক্যতা প্রদর্শনে সক্ষম হইতেন, তাঁহার মত তত আদরণীয় হইত । অন্যথা হইলে তিনি তত সমাদর উপহাসাস্পদ হইতেন । পরন্তু প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি না রচনা করিলে তিনি আচার্য্য বলিয়াই সম্মানিত হইতেন না । আচার্য্য হইতে হইলেই এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যরচনা আবশ্যক হইত । এখন দেখা যাউক আচার্য্যত্বের মধ্যে কে কিরূপ এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি করিয়াছেন ।

শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যাদি ।

দেখা যায়, আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতিপ্রস্থানের অন্তর্গত একমাত্র কৌষিতকী উপনিষদ্ ব্যতীত উক্ত সমুদয় গ্রন্থেরই অতি বিশদ ভাষ্য করিয়াছেন । বৃহৎসংহৃৎপূর্বতাপনীয় উপনিষদেরও ভাষ্য করিয়াছেন । শ্রুতিপ্রস্থানের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থের ভাষ্য এবং বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয়-স্মৃতি অপর কয়েকখানি গ্রন্থেরও ভাষ্য করিয়াছেন । শ্রায়প্রস্থান সূত্রত্রয়েরও ভাষ্য তিনি করিয়াছেন এবং ইহার ভাষ্যের জন্যই সাধারণ সমাজে তাঁহার প্রসিদ্ধি অধিক । কিন্তু তাহা হইলেও বৃহদারণ্যক

উপনিষদের ভাষ্যই তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন । কারণ, ইহার ভাষ্যমধ্যে তিনি যাবতীয় শ্রুতিসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং গ্রায় ও স্মৃতিপ্রস্থান শ্রুতিপ্রস্থানেরই অধীন ; এজন্ত বৃহদারণ্যকভাষ্যকেই তাঁহারা প্রধান বলিয়া গণ্য করেন ।

রামানুজের বেদান্তভাষ্যাदि ।

আচার্য্য রামানুজের কিন্তু গ্রায়প্রস্থানের ভাষ্যই সর্বপ্রধান কীর্তি । স্মৃতিপ্রস্থানের মধ্যে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য করিয়াছেন । বিষ্ণু-সহস্রনামের ভাষ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে করিতে অল্পমতি দিয়াছিলেন, এবং শ্রুতিপ্রস্থানের কোন গ্রন্থেরই ভাষ্য তিনি করেন নাই । তবে এই উদ্দেশ্যে তিনি “বেদার্থ-সারসংগ্রহ” নামে একখানি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিবাদের বিষয়ীভূত শ্রুতিগুলির অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন । রামানুজ-সম্প্রদায়ের এই ন্যূনতা-নিবারণ-মানসে আচার্য্য রামানুজের বহু পরে রঙ্গরামানুজ-আচার্য্য ঈশাদি দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন । ইহা পুণা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, আচার্য্য রামানুজের গ্রন্থের গ্রায় এই সকল গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার হয় নাই । শঙ্করাচার্য্যের উপনিষদ-ভাষ্যের যেমন টীকা ও বাৰ্ত্তিকাदि গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহাদের সেরূপ কিছুই হয় নাই । যাহা হউক তাহা হইলেও এতদ্বারা রামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রুতিপরায়ণতা সম্বন্ধে ন্যূনতা কতকটা বিদূরিত হইল ।

শ্রুতিপরায়ণতায় উভয় সম্প্রদায়ের চেষ্টা ।

এদিকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট নহেন । শঙ্করানন্দ, বিজ্ঞানরণ্য, নারায়ণ প্রভৃতি বহু আচার্য্যই ১০৮ খানি উপনিষদের শঙ্করমতে টীকাदि রচনা করিলেন । রামানুজ-সম্প্রদায় আর ১০৮ খানির টীকাদি রচনা করিলেন না । সুতরাং শ্রুতিপরায়ণতায় রামানুজ-সম্প্রদায় শঙ্কর-সম্প্রদায়কে



## উপসংহার ।

৯৮৩

বিত্তিক্রম করিতে পারিলেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্য শঙ্করের  
নিষিদ্ধভাষ্য শ্রুতিপরায়ণতায় আচার্য্য শঙ্করকেই উচ্চাসন দিল ।

এখন প্রশ্নান্বয়ের একবাক্যতা প্রদর্শনই যদি বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্য-  
প্রকারের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আচার্য্য রামানুজ  
নিষিদ্ধভাষ্যদ্বারা এ কার্য্য না করায় এবং আচার্য্য শঙ্কর তাহা করায়  
আচার্য্য রামানুজের মীমাংসাসম্মত তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপায়ানুসরণের  
ইহা আচার্য্য শঙ্করের মত আবশ্যক হয় নাই । অর্থাৎ জৈমিনি-  
নির্দেশিত পথে শ্রুত্যাৰ্থনির্ণয়চেষ্টা যতটা আচার্য্য শঙ্করের আবশ্যক  
হইয়াছে, আচার্য্য রামানুজে ততটা আবশ্যক হয় নাই । যেহেতু কোন  
প্রকার বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়া নিজ মত পোষণ করিতে সেই গ্রন্থের  
আলোচনা যত আবশ্যক হয় এবং সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে যত যত্ন বা  
সাদধানতা প্রয়োজন হয়, সেই গ্রন্থের টীকা বা ভাষ্যাদির রচনা করিয়া নিজ  
মত পোষণ করিতে সেই গ্রন্থের আলোচনা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক হয়  
এবং সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে যত্ন বা সাদধানতা অধিকতর প্রয়োজন  
হইয়া থাকে । এখন চরিত্রবিচারের একটা ফলস্বরূপ এই প্রকার  
ভাষ্যাদির রচনা দেখিয়া যদি বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রকাশে কোন্  
আচার্য্য কতদূর উপযুক্ত—ইহা বিবেচনা করিতে হয় তাহা হইলে তাহা  
পাঠকবর্গই করুন । পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে আমরা  
আচার্য্যের প্রণীত গ্রন্থের একটা তালিকাও দিলাম । তন্মধ্যে—

শঙ্করকৃত গ্রন্থাবলী ।

আচার্য্য শঙ্কর-রচিত গ্রন্থাবলী এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৫১খানি পাওয়া  
গিয়াছে । তন্মধ্যে—ভাষ্যগ্রন্থ ২২খানি, যথা—

১। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ।

৩। কেনোপনিষদ্ ভাষ্য ।

২। ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য ।

৪। ঐ পদভাষ্য ।

৫। কঠোপনিষদ্ ভাষ্য ।	১৪। নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্ ভাষ্য ।
৬। অশ্বোপনিষদ্ ভাষ্য ।	১৫। শ্রীমদভগবদ্গীতা ভাষ্য ।
৭। মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্য ।	১৬। বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য ।
৮। নাণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্য ।	১৭। ললিতাক্রিষ্টাভাষ্য ।
৯। ইতরেয়োপনিষদ্ ভাষ্য ।	১৮। ননৎসুজাতীয় ভাষ্য ।
১০। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ভাষ্য ।	১৯। হস্তানলক ভাষ্য ।
১১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্য ।	২০। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র ভাষ্য ।
১২। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্য ।	২১। গায়ত্রী ভাষ্য ।
১৩। খেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য :	২২। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য ।

উপদেশ ও প্রকরণ গ্রন্থ ৫৪খানি, যথা—

১। অজ্ঞানবোধিনী	গল্প ।	২০। ধন্যাত্তক	১০ শ্লোক ।
২। অবৈতাভূতি	৮৬ শ্লোক ।	২১। নির্বাণাত্তক বা	
৩। অনাস্বশ্রীবিগর্হণ	১৮	আত্মঘটক	৬
৪। অপরোক্ষাভূতি	১৪৪	২২। নির্বাণদশক বা দশশ্লোকী বা	
৫। অমরুণতক	১০১	সিদ্ধান্তবিন্দু	১০
৬। অস্বজ্ঞানোপদেশবিধি বা		২৩। নির্বাণমঞ্জরী	১২
দৃগ্দর্শনবিবেক	গল্প ।	২৪। নিস্তর্পমানসপূজা	৩৩
৭। আশ্রমপঞ্চক, আত্মঘটক,		২৫। পক্ষীকরণ	গল্প
অবৈতপঞ্চক, অবৈতপঞ্চকত্ব ৬ শ্লোক ।		২৬। প্রপঞ্চনার	২৪৬৪ শ্লোক ।
৮। আত্মপূজা বা পরাপূজা	১১	২৭। প্রবোধস্বধাকর	২৫৭
৯। আত্মবোধ	৬৮	২৮। প্রমোদনমালিকা	৬৭
১০। আত্মানাত্মবিবেক	গল্প ।	২৯। প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র	৪
১১। উপদেশসহস্রী	গল্পগল্প ।	৩০। প্রোচনাভূতি	১৭
১২। একশ্লোকী	১ শ্লোক ।	৩১। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা	২১
১৩। কেবলোহহম্	৮	৩২। ব্রহ্মানুচিন্তন বা	
১৪। কোপীনপঞ্চক বা		আত্মচিন্তন	২৯
যতিপঞ্চক	৫	৩৩। মণিরত্নমালা	৩২
১৫। গুরুবৈষ্টক	১০	৩৪। মণীষাপঞ্চক	৯
১৬। চপ্টপঞ্জরিক।	১৭	৩৫। মাতাপঞ্চক	৫
১৭। জীবমুক্তানন্দলহরী বা		৩৬। মোহমুদগর বা	১৬
অনুভবানন্দলহরী	১৮	দ্বাদশপঞ্জরিক।	৬৫
১৮। জ্ঞানগঙ্গাশতক	১০০	৩৭। মঠায়	২৯
১৯। তত্ত্বোপদেশ	৮৭	৩৮। বোগতারাবলী	



## উপসংহার ।

৯৮৫

নব্বাকাবৃত্তি	১৮ শ্লোক ।	৪৭ ।	নদাচারানুসন্ধান	৫৬
বাক্যবৃত্তি	৫৩	৪৮ ।	নম্রানপদ্ধতি	গল্পপদ্ম ।
বাক্যস্থিতি	৪৬	৪৯ ।	নরকবেদান্তনিবন্ধান্ত	
বিজ্ঞাননোকা বা		সংগ্রহ	১০০৬	
ধরুপানুসন্ধান	৯	৫০ ।	নরকনিবন্ধান্তসংগ্রহ	৫৪৬
বিবেকচূড়ামণি	৫৮১	৫১ ।	সাধনপঞ্চক বা	
বেদান্তকেশরী বা		উপদেশপঞ্চক	৬	
দত্তশ্লোকী	১০১	৫২ ।	সারসংক্ষেপদেশ	৩
দোষনার	১৬৯	৫৩ ।	স্বাচ্ছন্দ্যনিরূপণ	১৫৪
দ্ব্যস্ততি	?	৫৪ ।	স্বাশ্রয়প্রকাশিকা	৬৮

দ্ব্যস্ততি প্রভৃতি ৭৫খানি, যথা:—

অচ্যুতষ্টক	৯ শ্লোক ।	২২ ।	গোবিন্দাষ্টক	৯
ই অষ্টরূপ	৯	২৩ ।	জগন্নাথষ্টক	৮
অন্নপূর্ণাস্তোত্র	১২	২৪ ।	ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টক	৮
অষ্টক	৮	২৫ ।	ত্রিপুরসুন্দরীমানসপূজা	১২৭
অন্নবীর্যর স্তোত্র	৯	২৬ ।	ত্রিপুরসুন্দরী বেদপাদ	১১০
অনন্দলহরী বা		২৭ ।	দক্ষিণামূর্তিষ্টক	১০
মৌল্যলহরী	১০৪	২৮ ।	দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র	১৯
মার্কট্রাধনারায়ণাষ্টাদশ	১৮	২৯ ।	দক্ষিণামূর্তিবিবর্ণমালা	২৫
ইন্দ্রাহেবর স্তোত্র	১৩	৩০ ।	দশশ্লোকীস্তুতি	১০
কনকধারা স্তোত্র	১৮	৩১ ।	দশাবতার স্তোত্র	১০
কল্যাণগুণি	১৬	৩২ ।	দেবীচতুষ্টয় চূপচার-	
কলভৈরবাষ্টক	৯	পূজা স্তোত্র	৭২	
কাল্যাপরামহংসস্তোত্র	১৭	৩৩ ।	দেবীভূজঙ্গপ্রয়াত	২৮
কাশীপঞ্চক	৫	৩৪ ।	দেবাপরামহংস স্তোত্র	১৭
কাশীস্তোত্র	৯	৩৫ ।	দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র	১৩
কুণ্ডলিকা	৮	৩৬ ।	নবরত্নমালিকা	১০
ই অষ্টরূপ	৯	৩৭ ।	নন্দদাষ্টক	৯
কুণ্ডলিকা	৯	৩৮ ।	নারায়ণ স্তোত্র	৩০
কুণ্ডলস্তোত্র	১৪	৩৯ ।	পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক	৯
কুণ্ডলভূজঙ্গপ্রয়াত	৯	৪০ ।	পুষ্করষ্টক	৯
কুণ্ডলপঞ্চরত্ন	৬	৪১ ।	ভগবদ্যানসপূজন	১১
সংগীত	১১	৪২ ।	ভবানীভূজঙ্গপ্রয়াত	১৭

৯৮৬

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

৪৩। ভবান্তষ্টক	৮	৬১। শিবনামাবল্যষ্টক	৯
৪৪। ত্রমরাষ্টক বা		৬২। শিবপঞ্চাক্ষর নক্ষত্রমাল।	২৮
ত্রমরাষাষ্টক	৯	৬৩। শিবপাদাদিকেশান্তস্তোত্র	৪১
৪৫। মণিকর্ণিকাষ্টক	৯	৬৪। শিবকেশাদিপাদান্তস্তোত্র	২৯
৪৬। মন্ত্রমাতৃকাপুষ্পমাল।	১৭	৬৫। শিবাগ্নিপরাধভঞ্জনস্তোত্র	১৭
৪৭। মীণাক্ষীপঞ্চরত্ন	৫	৬৬। শিবানন্দলহরী	১০০
৪৮। মীণাক্ষীস্তোত্র	৮	৬৭। ঘটপদীস্তোত্র	৭
৪৯। মৃত্যুঞ্জয়মানসিক পূজা	৪৬	৬৮। সঙ্কটনাশন লক্ষ্মীনৃসিংহ বা	
৫০। যমুনাষ্টক	৮	করণারস স্তোত্র	১৭
৫১। ঐ অম্বরূপ	৯	৬৯। সুবর্ণমালান্ততি	৫০
৫২। রানভুজঙ্গপ্রয়াত	২৯	৭০। সুব্রহ্মাভুজঙ্গপ্রয়াত	৩৩
৫৩। লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্ন	৫	৭১। মৌল্যলহরী বা	
৫৪। ললিতাপঞ্চরত্ন	৬	আনন্দলহরী স্তোত্র	২০
৫৫। বিষ্ণুপাদাদিকেশান্তস্তোত্র	৫২	৭২। হনুমৎপঞ্চক বা	
৫৬। বিষ্ণুভুজঙ্গপ্রয়াত	১৪	হনুমৎপঞ্চরত্ন	৬
৫৭। বেদনারশিবস্তোত্র	১১	৭৩। হরগৌর্যষ্টক	৮
৫৮। শারদাভুজঙ্গপ্রয়াত	৮	৭৪। হরিনীড় স্তোত্র	৪৪
৫৯। শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র	৬	৭৫। হরিনামাবলী স্তোত্র	১৯
৬০। শিবভুজঙ্গপ্রয়াত	৪০		

সূত্রাং ভাষ্য—২২, উপদেশ ও প্রকরণ গ্রন্থ—৫৪, এবং স্তবস্ততি—  
৭৫, সর্বশুদ্ধ—১৫১ খানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

রামানুজের গ্রন্থাবলী।

পঞ্চাস্তরে আচার্য রামানুজের রচিত যে সব গ্রন্থ তাহারা এই—

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ১। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য বা শ্রীভাষ্য।  | ৫। বেদাধিসারসংগ্রহ।            |
| ২। ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি বা বেদান্তদোষ। | ৬। গভ্রত্ময় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগত, |
| ৩। ব্রহ্মসূত্র টীকা বা বেদান্তসার।  | শরণাগতিগত, ত্রৈলোক্যগদা।       |
| ৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্য।          | ৭। নিত্যগ্রন্থ বা নারায়ণপূজা। |

রামায়ণের টীকা এবং বেদান্ততত্ত্বসার নামকগ্রন্থদ্বয় পূর্বে পূর্বে  
আচার্য রামানুজপ্রণীত বলা হইত, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইয়াছে, ইহা  
তাহার পরবর্তী রামানুজ-নামধেয় অপরের কীৰ্ত্তি।



## উপসংহার।

৯৮৭

স্বস্ত আচার্য্যদ্বয়ের এই কীর্তি দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কে কতদূর  
 প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে উপযুক্ত বা সমর্থ তাহা বিচার করিবার  
 আমাদের ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, কেবল গ্রন্থের  
 আধিক্যই এই বিচারের মূলভিত্তি হওয়া উচিত নহে, পরন্তু গ্রন্থ-  
 প্রাপ্ত বিষয়ের অভ্যন্তর, বেদান্তের আত্মগত্যা ও সূক্ষ্মদর্শিতাই  
 ভিত্তি হওয়া উচিত। যে হেতু একজন একখানি মাত্র লিখিয়াই  
 প্রতিপাদ্য সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে বা প্রকাশ করিতে সমর্থ  
 হইতে পারেন এবং একজন বহু লিখিয়াও তদ্রূপ না হইতে পারেন।  
 স্বস্ত আচার্য্যদ্বয়ের এই কীর্তি দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কে কতদূর  
 সত্যপ্রচার করিয়াছেন তাহা স্বধীপাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

শঙ্করের গ্রন্থকর্তৃত্বে পাঁচটি আপত্তি।

প্রথম এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য। কথাটি এই যে,  
 কেবল অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া  
 উক্ত ১৫১ খানি গ্রন্থই আচার্য্য শঙ্করের রচিত হইতে পারে  
 যার তজ্জন্ম তাঁহারা যে সব কারণ প্রদর্শন করেন তাহাদিগের  
 মত মূলন করা যায়, তাহা হইলে এই কয়টি মাত্র পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় আপত্তি—কোন ব্যক্তি আজীবন ভ্রমণ করিতে করিতে  
 ১৫১ বৎসর জীবনে এত অধিক এবং এরূপ দার্শনিকতাপূর্ণ গ্রন্থ-  
 রচনা করিতে পারে না। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয় না।

তৃতীয় আপত্তি—শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, অনেক গ্রন্থে এমন কথা আছে  
 অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী। যেমন—স্ববস্তুতি আবার অদ্বৈত-  
 রচনাবেন কিরূপে? একটি স্তবে স্তবকারী নিজের ৮৫ বৎসর  
 কথা উল্লেখ করিতেছেন। কোন স্থলে নিজেকে অংশ এবং  
 অংশী বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, ইত্যাদি।

তৃতীয় আপত্তি—শঙ্করের শিষ্যগণমধ্যে শঙ্করাচার্য নামগ্রহণের রীতি দেখা যায়, এজন্য শিষ্যশঙ্করের লেখা আত্মশঙ্করের নামে চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ আপত্তি—লেখার ভাষাভঙ্গী প্রভৃতি দোঁথলে বোধ হয় সকল গ্রন্থের ভাষাদি একরূপ নহে ।

পঞ্চম আপত্তি—পরবর্তী প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ উক্ত গ্রন্থ সমুদায়ের উল্লেখ বা টীকাদি রচনা করেন নাই ; ইত্যাদি ।

উক্ত পাঁচটি আপত্তির অমূলকতা ।

এতদ্বত্তরে বলা যায় যে, যে কয়টি কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধান্তে অভ্রান্তভাবে উপনীত হওয়া যায় না, অথবা কোন গুরুতর সংশয়ও উদিত হওয়া উচিত নহে ।

প্রথম আপত্তিটার উত্তর—অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব হয় না । সাধারণ লোকের পক্ষে উহা অসম্ভব বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলেরই পক্ষে অসম্ভব বলিতে হইবে ? ষাঁহাকে বাচম্পতি, বিজ্ঞানরায়, স্বরেশ্বর, উদায়ন, মধুসূদন প্রভৃতির ত্রায় অসাধারণ পণ্ডিতবর্গ—ষাঁহাদের লেখা বুঝিবার সামর্থ্যই অনেকের হয় না—তাঁহারা ষাঁহাকে অবতারের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছেন এবং কোটি কোটি সাধারণ লোকের ষাঁহাকে আজ সহস্রাধিক বৎসর তদপেক্ষা সম্মান করিয়া আসিতেছে। তাঁহার পক্ষে একরূপ কার্য অসম্ভব বলা সঙ্গত মনে হয় না । অসাধারণ পুরুষ অল্পই জন্মগ্রহণ করেন । ইতিহাস আর কত বৎসরের কথা সাধারণ দেয় ? দুই হাজার বৎসরের পূর্বে কিরূপ অন্ধকার তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই অবগতি আছে । মহতের চরিত্র বিচার করিতে ইহা নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও অল্পজ্ঞতা বিন্মত হওয়া কি উচিত নহে ? সাধারণ লোকে যেমন নিজের মাপকাটির দ্বারা অপরকে বিচার করে ষাঁহাদের আপত্তিকারিগণ তদ্রূপই করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই ।



## উপসংহার ।

২৮৯

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর—যাঁহারা বলেন, শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, অনেক এমন কথা আছে, যাঁহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী, যেমন স্তবস্ততি করার অদ্বৈতবাদী করিবেন কিরূপে? ইত্যাদি—তাঁহাদের পরিচয় দূর জ্ঞানা গিয়াছে তাহাতে তাঁহারা কেহই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ভালরূপ বুঝেই নহেন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদীর স্তবস্ততি করা অসম্ভব বিবেচনা করেন, তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর স্নান-আহারাতির সম্বন্ধে আপত্তি করেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মভিন্ন সবই মিথ্যা—এই মতনকারে সর্ববিধ ব্যবহার সম্ভব এবং তাহাতে পরিণামে অদ্বৈত-প্রাপ্তিই ঘটে। অদ্বৈতবাদী যেমন কন্মী, তেমনি ভক্ত এবং তদ্রূপই যোগীও হইতে পারেন। তাঁহারা সকল বিহিত কর্মেই দক্ষ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর আপত্তিকারিগণের জ্ঞানা উচিত যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ও তদুৎপন্ন জগৎপ্রপঞ্চের বিরোধী নহে, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণবৃত্তিই তাহাদের বিরোধী। এ আপত্তিটা নিতান্ত অজ্ঞতার দৃষ্টান্তরূপে একটা স্তবে যে স্তবকারীর ৮৫ বৎসরের কথা আছে, তাহা এর উক্তিরূপে অপরের মঙ্গলার্থ শঙ্করের রচিত বলা হয়। কারণ, ৮৫ পর্যন্ত প্রার্থীব্যক্তিবিশেষের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসিগণ স্তবাদি করিয়া পাঠ করিতে দেন। এই প্রথা অতি প্রাচীন এবং এখনও প্রচলিত আছে। আমিও ইহা দেখিয়াছি। আর এইরূপ যে বলা হয়, তাহার প্রমাণ শঙ্করকৃত গঙ্গাস্তবই বলিতে পারা যায়। ইহার সাক্ষ্য আছে “পঠতু চ বিষয়ীদমিতি চ সমাপ্তম্” অর্থাৎ বিষয়ী ইহা ইচ্ছন। ইত্যাদি।

তৃতীয় আপত্তির উত্তর—যাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য্য নামধারী শঙ্কর নামের অনেক কীর্তি শঙ্করের নামে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি এই যে, শঙ্করের শিষ্যগণের শঙ্করাচার্য্য নাম হয় না।

নঠাধিপ শিষ্যগণের তাহা উপাধি হয় মাত্র । তাঁহাদের নিজ নিজ নামের পশ্চাতে কেহ কেহ উহা ব্যবহার করেন, এবং কেহ কেহ তাহাও ব্যবহার করেন না । ইহা শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত মঠের গুরুতালিকা দেখিলেই বুঝা যায় । আর শঙ্করের নামে কেহ যে স্বরচিত গ্রন্থ চালাইয়া দিবেন, যেহেতু তাঁহার গ্রন্থ লোকে পড়িবে—তাহা পরমার্থসহায়-উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের সাধুচরিত্র-গ্রন্থকারের পক্ষে সম্ভব নহে । ইহা উপন্যাসাদি লেখকের পক্ষে একদিন সম্ভব হইতে পারিত । কিন্তু তাহাও দেখা যায়, অপরের গ্রন্থই লোকে নিজ নামে চালাইয়া থাকেন । যদি বলা যায়, উপাসক ও তান্ত্রিকাদি সম্প্রদায়, শঙ্করের নামদ্বারা স্তুতিধা করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদের মতানুকূল গ্রন্থ লিখিয়া শঙ্করের নামে চালাইয়াছেন, ইত্যাদি ; কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে । কারণ, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরা জীবিত থাকিতে সেরূপ করিলে তাঁহারই তাহাতে আপত্তি কি করিবেন না ? বস্তুতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায় একাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট প্রবলই রহিয়াছেন । অনেকে বলেন—শঙ্কর-রচিত প্রণবদ্বার তত্ত্বই এইরূপে শঙ্করের নামে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । কারণ, শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যকৃত তাহার টীকাই বিद्यমান । বস্তুতঃ শঙ্কর সকল সম্প্রদায়ের সংস্কারকর্তা ; তিনি তান্ত্রিক উপাসক সম্প্রদায়ের সংস্কারসাধনার্থ স্বয়ংই ইহা রচনা করিয়াছেন । তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, বা তদনুসারে সাধনাদিও করেন নাই । অতএব এরূপ কল্পনাও নিতান্ত অনভিজ্ঞতার ফল ।

চতুর্থ আপত্তির উত্তর—ভাষা ও ভাষাভঙ্গী দেখিয়া আজকাল গ্রন্থকারনির্ণয়ে একটা বড়ই প্রবৃত্তি দেখা যায় । তত্ত্বনির্ণয়ক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সর্বাপেক্ষা উপহাস্যাম্পদের কথা । কল্পনার রাজ্যে ইহার উপ যোগিতা যথেষ্ট বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার রাজ্যে ইহার স্থান হইলেনা



## উপসংহার।

৯৯১

কল্পিত সম্ভাবনাই অধিক। একই ব্যক্তি কি বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ  
করিয়া গীতার বনবাসের ভাষা লিখেন নাই? প্রয়োজন হইলে  
কোনকালে ইহা করিয়া থাকেন তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে একরূপ কল্পনা  
দ্রুত বা অভিসন্ধিপ্রচারের প্রয়াসমাত্র।

প্রথম আপত্তির উত্তর—পরবর্তী প্রামাণিক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদিতে  
অর্থের উক্ত সকল গ্রন্থের উল্লেখাদি না থাকায় যে, উক্ত সকল গ্রন্থ  
অর্থের নহে—ইহা বলা নিতান্ত সাহসমাত্র। কারণ, যাহারা এ কথা  
বলেন তাঁহারা পরবর্তী গ্রন্থকারগণের সকল গ্রন্থ কি পাইয়াছেন বা তাহা-  
র নাম পর্য্যন্তও শুনিয়াছেন? তাঁহারা কি জানেন না যে, আমাদের  
গ্রন্থ কত রকমে নষ্ট হইয়াছে। যাহারা সংস্কৃত সাহিত্যের সকল  
গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একদিন একরূপ কথা বলিতে পারেন।  
অপর পর পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যাসত্যের কারণ, পরবর্তী গ্রন্থের মধ্যে  
উল্লেখাদি কখনই হইতে পারে না। যেহেতু, অপর গ্রন্থাদিতে উক্ত না  
হওয়া তাহার সত্য সম্ভব হয়। অতএব একরূপ কথার কোন মূল্য নাই।  
তাহা হউক আচার্য্যদ্বয়ের মত যদি কেবল বেদান্ত অবলম্বনেই  
উদ্ভাবিত বা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাহার মতটি কতদূর  
শাস্ত্রান্নুকূল—কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিক  
এবং কাহার মত তাহা নহে, তাহা স্মৃতিপাঠকবর্গ বিচার করুন।

প্রবৃত্তি, যুক্তি ও শাস্ত্রান্নুকূল মতের তুলনা।

কিন্তু যদি একরূপ হয় যে, তাঁহাদের মত কেবল বেদান্ত অবলম্বনে  
উদ্ভাবিত বা নির্দ্ধারিত নহে, পরন্তু নিজ নিজ প্রবৃত্তি, যুক্তি এবং  
এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বনেই উদ্ভাবিত বা নির্দ্ধারিত, তাহা  
আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র বিশেষভাবে তুলনা করিয়া কিরূপ ফললাভ  
হইত তাহার অবশিষ্ট কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখা উচিত।

বিশেষভাবে তুলার প্রথম ফল ।

এজন্য এই বিশেষভাবে তুলনার অন্তর্গত সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা-কার্যের ( ৬১২-৬২৭ পৃঃ ) মধ্যে যদি অবশিষ্ট কতিপয় প্রকৃতোপ-যোগী বিষয়ের সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাইবে—ফল আচার্য্য শঙ্করেরই অনুকূল হয় । কারণ, ৫ গুরুসম্প্রদায় ( ৬৩৬ পৃঃ ), ১২ জীবনগঠনে মনুশ্যনির্বন্ধ ( ৬৬৪ পৃঃ ) ও ২৬ সন্ন্যাস গ্রহণ ( ৬৯০ পৃঃ ) প্রভৃতি বিষয় কয়টি ইহাই বলিয়া দেয় । রামানুজের গুরুসম্প্রদায়मध्ये অত্রাক্ষণের স্থান বেদানুগত্যের অনুকূলতা প্রকাশ করে না । তদ্রূপ রামানুজকে বৈষ্ণব করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবমণ্ডলীর চেষ্টাও রামানুজের আন্তরতম প্রকৃতির স্বতঃবিকাশে কিঞ্চিৎ যে অন্তথাসাধন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ হয় না । বৈষ্ণবগণের এরূপ প্রতিযোগিতামিশ্রিত চেষ্টার প্রভাব রামানুজে পতিত না হইলে রামানুজ অদ্বৈতমতে থাকিয়াও ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা করিতে যে পারিতেন না, তাহা বোধ হয় না ।

যাহা হউক এইরূপ কয়েকটি কারণে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার উপযোগিতা কতদূর অনুকূল, তাহা স্থধী পাঠকবর্গ স্থির করুন ।

বিশেষভাবে তুলনার দ্বিতীয় ফল ।

দ্বিতীয়—তাহার পর উক্ত বিশেষভাবে তুলনার অন্তর্গত গুণাবলীর দ্বারা তুলনা করিয়া যে ফল লাভ হইয়াছে ( ৬৯৮-৭৫৩ পৃঃ ) তাহা হইলে মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায় তাহা হইলে দেখা যায়—

( ক ) যথাবিধি বিচারে অজ্ঞেয়ত্ব-ধর্মদ্বারা আমাদের বুদ্ধিমানিত্ব প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতির পরিচয় বেশ পাওয়া যায় । এই অজ্ঞেয়ত্বও ( ৬৯৮ পৃঃ ) সাহায্যে তুলনার ফল আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের



## উপসংহার।

৯৯৩

অনুভব হয়। কারণ, শঙ্কর সর্বত্র অপরাজিত, রামানুজ কিন্তু যজ্ঞমূর্তির  
ক্ট পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন, এবং শঙ্করের প্রধান স্থান  
দ্বিতীয় বিজয় করিতে তিনি গমনই করেন নাই। আচার্য্য রামানুজ যে  
র শঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে শৃঙ্গেরী বিজয় না করা  
র কতকটা অস্বাভাবিক মনে হয়।

(খ) মেধা ও স্মৃতিশক্তিও প্রকৃত বিষয়ের বিশেষ উপযোগী।  
ই বিষয়টি তুলনা করিলেও দেখা যায় ফল—আচার্য্য শঙ্করের অনুভব  
কারণ, শঙ্কর শ্রুতিধর ছিলেন কিন্তু রামানুজ তাহা ছিলেন না।

(গ) যোগশক্তির দ্বারা অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হয়। সূতরাং  
এখানে বিশেষ উপযোগী। কারণ, বেদান্ত অলৌকিক তত্ত্বেরই  
সম্প্রদায়। ব্রহ্ম যে উপনিষদবেত্তা, সূতরাং অলৌকিক বস্তু, তাহা  
তু উপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” এই বেদান্তবাক্য হইতেই জ্ঞান  
যতএব এই যোগশক্তির বিষয় তুলনা করিলে দেখা যাইবে  
শঙ্করেরই পক্ষপাতী হয়। কারণ, হস্তামলকের পূর্বজন্মের কথা  
জগন্নাথ ও বদরীনাথ প্রভৃতি দেবতাবিগ্রহের স্থাননির্দেশ, মৃতের  
জীবনদান প্রভৃতি এমন বহু ঘটনা শঙ্কর জীবনে শুনা যায় যে  
রামানুজজীবনে নাই। রামানুজজীবনে যে সব অলৌকিক  
ঘটিয়াছে, তাহা প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই ঘটিয়াছে।

(ঘ) ভগবদ্ভক্তিও এই বিষয়ে মহা আবশ্যক। কারণ, ভগবানের  
নতাস্তুতি পায়, ভগবানই সত্যস্বরূপ। উভয় আচার্য্যই ইহার  
কল্পিত স্বীকার করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে মাত্রা নির্ণয় অসম্ভব  
প্রকৃতিভেদ আছে। রামানুজ যেন উদ্ধাম ভক্ত, শঙ্কর যেন  
চক্ৰ। এখন এই বিষয়টির দ্বারা তুলনা করিয়া যে ফল লাভ  
হইতে পারে তাহাতে উভয় পক্ষই প্রায় সমান বোধ হইলেও প্রকৃত বিষয়ে

বিশেষ এই যে, শঙ্করের প্রার্থনায় মধ্যার্জুন শিব সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া “অদ্বৈত সত্য” তিন বার বলিয়াছিলেন, আর রামানুজের প্রার্থনায় বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণদ্বারা রামানুজকে জানাইয়াছিলেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে, এবং অদ্বৈতবাদী বজ্রমূর্ত্তি রামানুজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। এস্থলে যদি বরদরাজ “অদ্বৈত মিথ্যা” বা “জগৎ সত্য” বলিতেন তবেই শঙ্কর মতের বিরুদ্ধ কথা বলা হইত। আর তাহা হইলে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যেই মতভেদ ঘটিত। কারণ, শঙ্করমতেও জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ থাকে বলা হয়; তবে উহা যত দিন জীবের অজ্ঞান থাকে ততদিনই থাকে, জ্ঞান হইলে আর থাকে না—এইরূপই বলা হয়। তাহার পর শঙ্করের প্রার্থনায় মধ্যার্জুন শিবের কথায় শ্রোতা সহস্র সহস্র লোক, কিন্তু রামানুজের জন্ত বরদরাজের বাক্যশ্রবণ করিয়াছিলেন—কেবল কাঞ্চীপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন রামানুজ নাকি স্বপ্নেও তাহাই জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা স্বপ্ন। আর বজ্রমূর্ত্তির পরাজয় মধ্যার্জুন শিবের “অদ্বৈত সত্য” কথার বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, ইহারা সমানবিষয়ক নহে।

বাহা হউক এখন সুদী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন কোন্ মত বেদান্তানুকূল এবং কোন্ আচার্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিকতর সমর্থ।

বিশেষভাবে তুলনার তৃতীয় ফল।

তৃতীয়—দোষাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে যে তুলনা করা হইয়াছে (৭৫৪-৭৮৫ পৃঃ) তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—

(ক.) আচার্য-শঙ্কর ভাষ্যাদি লিখিবার কালে কখন ভ্রান্ত বা



## উপসংহার ।

৯৯৫

হইতেছেন না, অনর্গল বলিতেছেন, আর পদ্যপাদাদি শিল্পগণ  
কিঁতেছেন। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ভ্রান্ত হইতেছেন; কুরেশের সঙ্গে  
তারে জুড় হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার ও পদাঘাত করিতেছেন, আর  
চাহিতেছেন; গুরু গোপীপূর্ণের নিকট মীমাংসার জন্য কুরেশকে  
ববার পাঠাইতেছেন। অতএব ইহা হইতে যে ফল লাভ হয় তাহা  
অর্থাৎ শঙ্করেরই অনুকূল হয় বলিতে হইবে।

(খ) বিদ্যেবুদ্ধি অজ্ঞাতসারে সিদ্ধান্তকে অশুদ্ধিকে লইয়া যায়।  
তার উপর বিদ্যে থাকে, অনেক সময় কেবল 'তাহার কথা' বলিয়াই,  
তা ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই, তাহা পরিত্যক্ত হয়। এখন ইহার  
সহ্যাহা জানা গিয়াছে তাহাও আচার্য্য শঙ্করের অনুকূল। যেহেতু  
স্বপ্নদেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশ্রিত, রামানুজ কিন্তু কেবল বৈষ্ণব।  
স্বপ্নতের উপর রামানুজের বেশ দ্বৈতবুদ্ধি ছিল ইহা তাঁহার শ্রীভাষ্য  
খিনে বেশ বুঝা যায়।

(গ) শোক বা বিষাদ যাহার হৃদয়কে যত অধিকার করে  
তার বুদ্ধি তত দুর্বল বাঁলে হইবে। আর তজ্জন্ম সত্যনির্ণয়ের  
প্রতিবন্ধকও হয়। ইহা উভয় আচার্য্যে সেরূপ দেখা গিয়াছে,  
সেই ফল আচার্য্য শঙ্করেরই অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু  
সে তিরোধানে রামানুজ মুচ্ছিতও হইতেছেন, কিন্তু শঙ্কর সেরূপ  
করেন না।

(ঘ) ভয়ও এক্ষেত্রে একটি প্রধান বিচার্য্য বিষয়। যাহার যত ভয়  
তার জ্ঞান তত দুর্বল, যাহার ভয় যত কম তাহার জ্ঞান তত দৃঢ়।  
সত্য অবশ্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল। ইহাতেও দেখা যায়—ফল  
সেই অনুকূল। কারণ, আচার্য্য শঙ্কর মৃত্যুভয়ে কোথাও পালাইতে  
না, কিন্তু রামানুজ তাহা করিতেছেন।

৯৯৬

## আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

এখন স্থায়ী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কোন্ আচার্য্য কতদূর সমর্থ ?

বিশেষভাবে তুলনার চতুর্থ ফল ।

চতুর্থ—কোষ্ঠীবিচার দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে ( ৭৮৬-৮৩৭ পৃঃ ) তাহাতে ফল আচার্য্য শঙ্করেরই অনুকূল । কারণ, শঙ্করে অবতারযোগ্য পাওয়া গিয়াছে ? আচার্য্য রামানুজে তাহা পাওয়া যায় নাই । এতদ্ভিন্ন লগ্নস্থ বৃহস্পতির বলাধিক্য শঙ্করেরই দেখা যায় । শুক্রের শুভ ফল শঙ্করের কোষ্ঠীতেই অধিক ; অবশ্য এই বিচারটি কোষ্ঠীর সত্যতার উপর অত্যন্তই নির্ভর করে ।

বিশেষভাবে তুলনার পঞ্চম ফল ।

পঞ্চম—আদর্শদার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে ( ৮৩৮-৮৫৪ পৃঃ ) তাহাতেও ফল শঙ্করের পক্ষপাতী, যেহেতু একমাত্র ভাববিহীনতাই এ ভাবের প্রতিবন্ধক । আর বেদ মানিয়াও বেদাতীত হইবার উপায় শঙ্করমতেই সম্ভব, রামানুজমতে তাহা নাই ।

বিশেষভাবে তুলনার ষষ্ঠ ফল ।

ষষ্ঠ—উভয়ের সাধারণ আদর্শ দ্বারা যে তুলনা করা হইয়াছে, ( ৮৫৫-৮৬৪ পৃঃ ) তাহার ফল আচার্য্য শঙ্করের অনুকূল । কারণ, ক্ষমা ও অনাসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে ঘটনাবলী আচার্য্য রামানুজের নূনতা প্রতিপাদন করে । যেহেতু কৃমিকণ্ঠের উপর অভিশাপ, ক্ষমার বিরোধী এবং প্রাণভয়ে পলায়ন ও পাঞ্চরাত্রপ্রথাপ্রবর্তনে আগ্রহ অনাসক্তির অভাব সূচনা করে ।

বিশেষভাবে তুলনার সপ্তম ফল ।

সপ্তম—আচার্য্যদ্বয়ের নিজ নিজ আদর্শের দ্বারা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে উভয়েই প্রায় সমান । উভয়েই নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব



## উপসংহার ।

৯৯৭

নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তবে রামানুজ জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র প্রথা-  
 মূর্ত্তনে আগ্রহ করার ভগবানের অপ্রিয় আচরণ হইয়াছিল, এবং  
 পরেশের চক্ষুলাভকালে তিনি বলিয়াছিলেন—“এবার আমার উদ্ধার  
 নিকট, যেহেতু আমার শিষ্যের উপর যখন ভগবানের এত কৃপা”  
 ইত্যাদি। যিনি ভগবানের নিকটে থাকেন তিনি কি তাঁহার উদ্ধার  
 করা করিবার আর অবকাশ পান? বোধ হয় ত ইহা সম্ভব নহে।  
 অনবদী পাঠকবর্গ স্থির করুন কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যানুকূল।

বিশেষভাবে তুলনার অষ্টম ফল।

অষ্টম—আচার্য্যদ্বয়ের মতের বীজ তুলনা করিয়া যে ফল পাওয়া  
 রাখে, তাহাতে আচার্য্য শঙ্করমতের উপাদান—বৈরাগ্য, শাস্ত্রজ্ঞান,  
 উপাসিক অনুভব, বৌদ্ধ-জৈন-মীমাংসক-নৈয়ায়িক-সাংখ্যপ্রভৃতির মত  
 হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব শ্রুতি হইতেই আবিষ্কারের ইচ্ছা এবং শুক ও  
 উপাদানপ্রমুখ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু রামানুজমতের উপাদান  
 প্রেম, শাস্ত্রজ্ঞান, উপাসনালব্ধ অনুভব, শঙ্কর ও ভাস্করপ্রভৃতির  
 হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব শ্রুতি এবং তদনুকূল পুরাণাদি হইতে আবি-  
 ষ্কারের ইচ্ছা এবং বোধায়নপ্রভৃতি ঋষি ও শঠকোপপ্রভৃতি ভক্ত  
 রামানুজগত পাঞ্চরাত্র ও দ্রাবিড় বেদসম্মত সিদ্ধান্ত।

এক কথায় বেদবাহু মতের আক্রমণ হইতে বৈদিকমত রক্ষার জন্ত  
 শঙ্কর মত বেদমাত্রপ্রমাণপ্রধান, কিন্তু রামানুজ বেদানুকূল নানা  
 যোগিক মতের মধ্যে পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবমতের প্রাধান্যস্থাপনের জন্ত  
 অন্তরঙ্গক শঙ্করমতকেই বেদবাহু বৌদ্ধনত বলিয়া তাহার ভিত্তিকার  
 সাছেন এবং অপর বেদানুকূল মতেরও নিন্দা করিয়াছেন। সুতরাং  
 আচার্য্যদ্বয়ের মতের বীজ তুলনা করিয়া জানা গিয়াছে—আচার্য্য  
 শঙ্কর লক্ষ্য বৈদিক মতপ্রকাশে এবং রামানুজের লক্ষ্য বৈদিকমতের

অন্তর্গত অধিকারিবিশেষের জন্ত মতবিশেষের প্রকাশে । শঙ্কর, বৌদ্ধ জৈন কাপালিক শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য বৈষ্ণবাদি অসংখ্য মতের মধ্যে এক সার তত্ত্ব আবিষ্কারে যত্নবান, আর রামানুজ সকল মতের হেয়ত্ব এবং বৈষ্ণবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান । শঙ্করের সময় বৌদ্ধাদির জ্ঞান-চর্চায় বৈদিক ধর্মমত নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, শঙ্কর বৈদিক-জ্ঞান প্রকাশদ্বারা তাহার রক্ষা করেন ; আর রামানুজের সময় শঙ্করের জ্ঞানমার্গ অনধিকারীর হস্তে পতিত হইয়া বৈদিকমার্গের অন্তর্গত উপাসনাকাণ্ডের অবনতি হইয়াছিল এজন্য তিনি তাহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । যাহা হউক আচার্যদ্বয়ের মতবীজ তুলনার ফলে কাহাকে বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে অধিক সমর্থ বলা উচিত তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন ।

বিশেষভাবে তুলনার ফলবিচারে সতর্কতা ।

এখন বিশেষভাবে তুলনার মধ্যে এই আটটি বিষয় স্মরণ করিয়া যদি ভাবা যায় আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপরায়ণ অধিক, কে বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্য অধিক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে মনে হয় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । জীবনবৃত্ত তুলনা এবং সামান্যভাবে মততুলনার দ্বারা এতদপেক্ষা আর অধিক অগ্রসর হওয়া, বোধ হয়, যায় না । কিন্তু এই কার্য সুধী পাঠকবর্গ পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে আরও দুই-একটি বিষয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলে বোধ হয়, ভাল হয় । সে বিষয়গুলি এস্থলে একবার স্মরণ করা আবশ্যক । বিষয়গুলি যথা—

(১) উভয় আচার্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার বলিয়া পূজা পাইতেছেন ।

(২) উভয় আচার্যের মতই অমিশ্র সত্য হইতে পারে না ।



## উপসংহার।

৯৯৯

জ্ঞানের মত সত্য হইলে একজনের মতে নিশ্চিতই ভ্রম আছে, যেহেতু বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য এক এবং সর্ববিধ অপেক্ষাবিরহিত সত্য নিরপেক্ষ।

(৩) একজনের মত মিথ্যা হইলেও তাহার উপযোগিতা অস্বীকার করা উচিত হইতে পারে না। অধিকারিভেদে তাহার উপযোগিতা হয়, কিন্তু এইরূপ উপযোগিতা আছে বলিয়া তাহা যে মিথ্যা নহে, তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাও যেন না ভাবা হয়। যেহেতু ব্যাখ্যা কার্য্যকারিতা আছে।

(৪) প্রকৃতির রাজ্যে যাহাই হয় তাহারই আবশ্যকতা আছে। সুই অনাবশ্যক নহে। অতএব এতাদৃশ মিথ্যা মতও উপেক্ষার যোগ্য নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যেমন প্রকৃতির সকল ঘটনাই তদ্রূপ সেই মিথ্যামতও আবশ্যক। ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটা মত সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিলে মিথ্যা মতের উপর আমাদের অবিচারের সম্ভাবনা থাকিবে না, অর্থাৎ কোনরূপ দ্বৈষবুদ্ধি জন্মিবে না।

পুরাণাদিতে উভয় মতের নিন্দার আলোচনা।

এখন এই প্রসঙ্গে আলোচ্য মতদ্বয়ের নিন্দার দিক্‌টাও একবার উচিত। ইহাও সত্যনির্ণয়ে আবশ্যকীয় করিবে সন্দেহ নাই। দেখা যায় পুরাণমধ্যে আচার্য্যদ্বয়ের মতের যেমন প্রশংসা আছে তদ্ব্যতিরিক্ত নিন্দাও আছে। পদ্মপুরাণে দেখা যায় মায়াবাদীর মত যেমন শাক্তমতেরই ভীষণ নিন্দা করা হইতেছে, তদ্রূপ বরাহ পুত্রকয়েকখানি পুরাণে আবার পাঞ্চরাত্র মতেরও অতিশয় নিন্দা করা হইতেছে। এখন দেখা যাউক এই নিন্দার স্বরূপই বা কি, এবং আমাদের অভিপ্রায়ই বা কি?

শঙ্করমতের নিন্দা ।

প্রথম শঙ্করমতের নিন্দাটা দেখা যাউক । পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে  
৯৩ অধ্যায়ে রুদ্র স্বয়ং দেবীকে বলিতেছেন—

রুদ্র উবাচ—

শূণ্ণ দেবী প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্ । যেবাং স্মরণমাত্রেন পাতিতাং জ্ঞানিনামপি ।  
প্রথমংহি ময়াপ্রোক্তং শৈবংপাশুপতাদিকম্ । মচ্ছত্য়াবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃশূণ্ণ ।  
কণাদেনতু সম্ভ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ । গোতমেন তথাস্ত্রায়ং সাংখ্যাস্ত কপিলেন বৈ ।  
ধিবর্গেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতম্ । দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিনা ।  
বৌদ্ধশাস্ত্রমসং প্রোক্তং নয়নীলপটাদিকম্ । ময়ৈব কথিতং দেবি । কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ।  
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে । কৰ্ম্মস্বরূপতাজ্যাত্মমত্রে বৈ প্রতিপাদ্যতে ।  
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শনম্লোকগর্হিতম্ । পরেশজীবয়োঃৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে ।  
সর্বকৰ্ম্মপরিভ্রষ্টং বৈধৰ্ম্মাভং তদুচ্যতে । সর্বশূন্য জগতোহপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে ।  
ব্রহ্মণোহস্ত স্বয়ং রূপং নিগুণং বক্ষ্যতে ময়া । ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি । জগতাং নাশকারণাং ।  
বেদার্থবিস্তারশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকম্ । নিরীক্ষরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্ ।  
দ্বিজম্বনা জৈমিনিনা পূৰ্ব্বং বেদমপার্থকম্ ।

এইস্থলে দেখা যায়, বলা হইতেছে—

( ১ ) জ্ঞানিগণের পাতিত্যকারক যে সকল তামসশাস্ত্র, তাহারা—  
শৈব, পাশুপত, বৈশেষিক, স্ত্রায়, সাংখ্য, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র ।

( ২ ) মায়াবাদটী অসংশাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র ।

( ৩ ) ইহা ব্রাহ্মণরূপী রুদ্রকর্তৃক কলিতে কথিত ।

( ৪ ) ইহাতে শ্রুতিবাক্যের অগ্রথা করা হইয়াছে, কৰ্ম্মের ত্যাগ  
উপদিষ্ট হইয়াছে, জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মকে নিগুণ  
বলা হইয়াছে ; ইত্যাদি । এখন দেখা যাউক এই নিন্দার লক্ষ্য কি ?

শঙ্করের মত মায়াবাদ নহে—কিন্তু ব্রহ্মবাদ বা ঔপনিষদবাদ ।

এস্থলে ব্রাহ্মণরূপী রুদ্র মায়াবাদপ্রচারকর্তা বলিয়া নির্দেশ থাকায়  
বৈষ্ণবগণ আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার মতবাদ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন । কিন্তু  
শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বলেন—ইহাতে আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদকে



## উপসংহার ।

১০০১

করা হয় নাই ; কারণ, শঙ্করের নতবাদটী মায়াবাদই নহে ; উহা  
মাদ। যেহেতু শঙ্কর নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ২।২।২ সূত্রের ভাষ্যে  
নিয়ে বলিয়াছেন—

“অজিতমপি তু অন্তঃসিদ্ধাঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্ত্তেত, চেতনম্ একম্,  
অনেকপ্রপঞ্চস্ত জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ।”

অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিও সাংখ্য অন্তঃসিদ্ধা করিলে প্রতিবাদকার্য্য হইতে  
নিবৃত্ত হইলেন, আর তখন এক চেতনই অনেকস্বরূপ জগৎ-  
শঙ্কর উপাদান হইল—এইরূপে ব্রহ্মবাদই স্বীকার করা হইল।

বস্তুতঃ শঙ্করমতকে যে মায়াবাদ বলা হয়, তাহা বিপক্ষগণের কথা।  
হিন্দু শব্দটা যখনগণ সিন্ধুবাসিগণকে নিন্দার ছলে বলিত, কিন্তু  
তাহারাই রাজা হওয়ার যেমন আখ্যাগণ বাস্তবিকই সিন্ধু-  
বাসী বলিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে লাগিল, এস্থলেও  
অল্প কতকটা হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবগণ প্রবল হইয়া শঙ্কর  
মতকে বাহা বলিয়া নিন্দা করিতেন, শঙ্করসম্প্রদায়ের অজ্ঞব্যক্তিগণ  
নিন্দার সূচক না বুঝিয়া নিজেকেই তাই বলিয়া নির্দেশ করিতে  
ল। পরে প্রসিদ্ধি-অনুরোধে বিজ্ঞেও তাহাই বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলাই যায় না। কারণ,  
মত বাহাকে সর্বমূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহারই নামে  
নতবাদের নামকরণ করা হয়। যেমন—শিব শক্তি বিষ্ণু প্রভৃতি  
মতে মূলতত্ত্ব বলা হয়, সেই সেই মতের নাম শৈব শাক্ত বৈষ্ণব  
ইত্যাদি। শঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ মায়া, সত্য একমাত্র ব্রহ্ম।  
সকলের মূলতত্ত্ব। এই ব্রহ্মে এই জগৎ কল্পিত বলিয়া জগৎ মিথ্যা।  
সুতরাং মায়া মূলতত্ত্ব নহে, প্রত্যাৎ ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। এজন্য  
ব্রহ্মবাদই বলা সঙ্গত। অতএব বহু স্থলে মীমাংসক ও

শ্রীয়াচার্য্যগণ এবং স্বমতের আচার্য্যগণ ইহাকে উপনিষদবাদ নামে আখ্যাত করিয়াছেন । এজন্ত কুসুমাজ্জলি, শাস্ত্রদীপিকা এবং মধুসূদনী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলিবার কারণ ।

বিরুদ্ধবাদিগণের ইহাকে মায়াবাদ বলিবার কারণ এই যে, ইহার নদে বৌদ্ধমতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে । সে সাদৃশ্য এই যে, বৌদ্ধগণ জগৎকে অসতে অর্থাৎ শূন্তে, মায় বা অবিত্যাকল্পিত বলিয়া থাকেন, সুতরাং বৌদ্ধমতেও জগৎ নাই । শঙ্করমতে জগৎ সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে মায়াকল্পিত বলিয়া পরমার্থতঃই নাই । এখন জগতের না থাকা অংশে বা কল্পিত অংশে একাই একটু সাদৃশ্য বলিতে হইবে । বৈষ্ণবদি বিপক্ষগণ এই সাদৃশ্য অংশকে লক্ষ্য করিয়া নিজমতে নিষ্ঠার বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে পরমতের নিন্দা করিয়া ইহাকে মায়াবাদ বলিয়াছেন । বস্তুতঃ বৌদ্ধমতে জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ মূলতত্ত্ব অসৎ বা শূন্য এবং শঙ্করমতে সেই অধিষ্ঠান বা মূলতত্ত্ব সৎ ব্রহ্ম, আর তাহাতে এই দুই মতের যে অত্যন্ত বিরোধ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । অতএব মায়াবাদ শঙ্করের বাদ নহে । শঙ্কর যদি জগতের মূলতত্ত্ব বা অধিষ্ঠানকে মায় বা শূন্য বলিতেন তাহা হইলে তাঁহার মতবাদ মায়াবাদ হইত । যেহেতু মূলতত্ত্বানুসারেই মতবাদের নামকরণ হয়—ইহাই রীতি । মায় উভয় মতেই নিমিত্তকারণ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে অধিষ্ঠান-রূপ উপাদান কারণ; তাহা শঙ্কর বলেন নাই । বৌদ্ধমতে উপাদানরূপ এই অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয় না, তাঁহাদের মতে নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করা হয় । অতএব পদ্যপুরাণের এই নিন্দা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করমতের নিন্দা নহে; পরন্তু অল্প কোন মতবাদের নিন্দা । পরবর্তী বিপক্ষগণ শঙ্করমতে এইরূপ মায়াবাদত্ব আরোপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন মাত্র ।



## উপসংহার ।

১০০৩

পুরাণে শঙ্করমতের নিন্দার উদ্দেশ্য ।

আর শঙ্করকে, চার্বাকমতপ্রবর্তক বৃহস্পতি অথবা বৌদ্ধমতপ্রবর্তক বুদ্ধের ত্যায়, দৈত্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্ত রুদ্ৰ-বতার বলিতে পারা যায় না । কারণ, তাঁহার প্রচারিত মত ব্যাস-দেবেরই পুরাণমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত । পুরাণাদিমধ্যে বৌদ্ধমত বা চার্বাকমত থাকিলেও তাহাতে অশ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্ত সেই পুরাণমধ্যেই বলা হইয়াছে । কিন্তু শঙ্করমতের সম্বন্ধে সে চেষ্টা করা হয় নাই । যে পুরাণে শঙ্করমত উক্ত তাহাতে তাহার নিন্দা নাই । যে পুরাণে অন্ত্রমত বর্ণিত, তাহাতেই নিন্দা আছে । অতএব এইরূপ যে মতনিন্দা তাহা মতবিশেষে শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্ত, তাহা কোন মতের নিন্দার জন্ত নহে ।

রামানুজমতের নিন্দা ।

পক্ষান্তরে রামানুজ যে পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বী, সেই পাঞ্চরাত্র মত সম্বন্ধে বরাহপুরাণে ৬৬ অধ্যায়ে আছে—

লাভে বেদমন্ত্রাণাং পাঞ্চরাত্রোদিতেন হি । আচারেণ প্রবর্ত্তন্তে তে মাং প্রাপ্যস্তিমানবাঃ ॥ ১১  
 মন্ত্রকক্সিরিবাং পাঞ্চরাত্রং বিধীয়তে । শূদ্রাদীনাস্তু ন শ্রোত্রপদবী মুগ্ধাস্ততি ॥ ১২  
 অথবা ) শূদ্রাদীনাস্তু মে ক্ষেত্রপদবীগমনং দ্বিজ ॥

তাহার পর অপরাপর পুরাণমধ্যে আছে—

পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তন্ত্রং বৈখানসান্তিধম্ । বেদব্রষ্টান্ সমুদ্दिष्ट কমলাপতি রুস্তবান্ ॥ \*  
 পাঞ্চরাত্রাদিমার্গাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে । নহি স্বতন্ত্রান্তে, তেন জ্ঞাস্তিমূল্য নিরূপণে ॥ +  
 উপাং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বাম মার্হতম্ । এবংবিধানি চান্তানি মোহনার্থানি তানি তু ॥ †  
 উপাংশোঃ সাক্ষতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্ । মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্বেদবিদাংবরঃ ॥  
 ন নারদস্ত বচনাৎ বাহুদেবার্চনে রতঃ । শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃশ্রিতম্ ॥  
 তন্ত নাম্না তু বিখ্যাতে সাক্ষতং নাম শোভনম্ । প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনং হিতাবহম্ ॥  
 নহি সর্বৈব ভূতেষু ভগবান্ ইতি চাব্রবীৎ । সাক্ষতান্তেপি বিজ্ঞেয়া উক্তা ভাগবতাশ্চ তে ॥ §

\* যতীশ্রমতদীপিকাটীকাধৃত বচন ।

† কুর্খ ১১ অধ্যায় ।

+ হৃতসংহিতা ৪র্থ মুক্তিখণ্ড ।

§ কোর্মে ২২ অধ্যায় ।

এইরূপ পুরাণজাতীয় অপরাপর বহুগ্রন্থেই ভাগবত ও রামানুজ-মতের বহু নিন্দা আছে। যাহা হউক ইহা হইতে জানা যায়—

- (১) বেদমন্ত্র লভ্য না হইলে পাঞ্চরাত্র আচারে ভগবান লাভ ।
- (২) পাঞ্চরাত্রমত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্ত, শূদ্রের জন্ত নহে ।
- (৩) পাঞ্চরাত্র ভাগবত ও বৈখানসতন্ত্র বেদভ্রষ্টের জন্ত বিষ্ণু উপদেশ করিয়াছেন ।

(৪) পাঞ্চরাত্রাদির বেদমূলকত্ব নাই ।

(৫) পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র মোহনার্থ রচিত ।

(৬) ভাগবত ও সাত্ত্বত শাস্ত্র অভিন্ন ।

(৭) ইহা কুণ্ড ও গোলকগণের জন্ত অভিপ্রেত । কুণ্ড অর্থ—পতিসঙ্গে জারজ পুত্র এবং গোলক অর্থ—পতি-মরণান্তে জারজ পুত্র ।

পুরাণে রামানুজমতে নিন্দার উদ্দেশ্য ।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এতদূতরে বলেন এস্থলে বেদ-ভ্রষ্ট শব্দের অর্থ—বেদার্থ নিশ্চয় জ্ঞানরহিত, বেদরহিত নহে ; যেহেতু শূদ্রই বেদরহিত, সেই শূদ্রের জন্ত ইহা নহে—এইরূপ কথিত হইয়াছে । আর অপর বচনগুলি উপপুরাণ বচন বলিয়া তাঁহারা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত । কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ভট্টজী দীক্ষিত এই সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া “তন্ত্রাধিকার নির্ণয়” গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এই গ্রন্থ কাশীতে ১২৪৫ সম্বতে নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত কর্তৃক রাজরাজেশ্বরী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল । যাহা হউক এখানে যদিও বেদভ্রষ্ট শব্দের অর্থ—বেদার্থনিশ্চয়জ্ঞানরহিত করিলে “অলাভে বেদমজ্ঞাণাং” এরূপ কথা বলা যাইতে পারিত না, অতএব যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্ত পাঞ্চরাত্রবিহিত, তাঁহারা বেদহীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যই মনে হয়, তথাপি বৈষ্ণবাচার্যগণ এতাদৃশ



## উপসংহার ।

১০০৫

নিন্দাবচনের ব্যাখ্যা করিয়া পাঞ্চরাত্রমতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে যথেষ্ট  
 বর করিয়াছেন । বাহাই হউক আমরা যদি মীমাংসার প্রদর্শিত পথে  
 ইহাদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করি, তাহা হইলে এই সকল নিন্দার উদ্দেশ্য  
 স্বরূপকখন নহে, কিন্তু মতবিশেষে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা । কুণ্ডগোলকাদির  
 দৃষ্ট যে শাস্ত্র রচিত, তাহা যে নিকৃষ্ট শাস্ত্র, তাহা না বলিলেও চলে । যদি  
 বলা যায় এই সব শাস্ত্র কুণ্ডগোলকদিগকেও উদ্ধার করে, শুদ্ধ পবিত্র  
 ব্রাহ্মণগণের আর কথা কি ইত্যাদি, তাহা হইলে যে বাস্তবিক ভুল বলা  
 হয়—তাহা মনে হয় না । এখন উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সুধী পাঠকবর্গ  
 স্থির করুন বিশিষ্টাদ্বৈতমত শ্রত্যনুকূল কি অদ্বৈতমতটি শ্রত্যনুকূল ।

আচার্য্যদ্বয়ের অবতারত্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ।

এইবার দেখা যাউক আচার্য্যদ্বয়ের অবতারত্ব সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্র  
 কিরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন । ইহাতেও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব  
 সম্বন্ধে অত্র দিক্ দিয়া পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারেন ।

প্রথম—আচার্য্য শঙ্করের অবতারত্ব সম্বন্ধে পুরাণ বচন এই—

(১) শিবরহস্ত্রে ৯ অংশে ১৬ অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করের শঙ্করাচার্য্য-  
 রূপে অবতার কথা অতি বিস্তৃতভাবেই রহিয়াছে ।

মহাদেবি ! সহস্রধিতয়াং পরম্ । সারস্বতাস্তথা গোড়া মিশ্রাঃ কর্ণাজিনাধিজাঃ ॥  
 মীনাননা দেবি ! আৰ্য্যাবর্ত্তানুবাসিনঃ । উত্তরা বিদ্যানিলয়া ভবিষ্যন্তি মহীতলে ॥  
 বিজ্ঞানকুণ্ডলাঃ তর্ককর্কশবুদ্ধয়ঃ । জৈনা বৌদ্ধা বুদ্ধিযুক্তা মীমাংসানিরতাঃ কলৌ ॥  
 কুম্বাটিনাৰ্য্যায় স্ফুমাসীশে মদংশতঃ । কেবলে শললগ্রামে বিপ্রপত্ন্যাং মদংশতঃ ॥  
 সত্যি মহাদেবি ! শঙ্করাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ । উপনীতস্তদা মাত্রা বেদান্ সাক্ষান্ গ্রহীষ্যতি ॥  
 বগ্নবিপবরান্ শঙ্করোত্তমকেশরী । ভিনতোব মহাবুদ্ধান্ সিদ্ধবিদ্যানপি দ্রুতম্ ॥  
 সান্ বিজিগ্মে তরসা তথাংস্থান্ কুমতানুগান্ । তদা মাতরমামন্ত্র্য পরিব্রাট্ স ভবিষ্যতি ॥  
 পি প্রত্যয়ন্তেবাং নৈবাসীং শ্রুতিদর্শনে । তেবামুদ্বোধনার্থায় তিস্তে ভাষ্যং করিষ্যতি ॥  
 পুনঃপুনঃবাট্যে স্তিক্জাতান্ হনিষ্যতি । ব্যাসোপদিষ্টমুদ্রাপাং দ্বৈতবাক্যান্সনান্ শিবে ॥  
 সর্বমেব স্ফুটার্থং প্রামাণ্যেন করিষ্যতি ॥

১০০৬

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ।

কৌশ্লে পূর্বখণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে—

করিগত্যবতারানি শঙ্করো নীললোহিতঃ । শ্রোতস্মার্ত্তপ্রতিষ্ঠার্থং ভক্তানাং হিতকাম্যায় ॥  
 উপদেক্ষ্যতি তজ্জ্ঞানং শিষ্টাণাং ব্রহ্মসম্ভিতম্ । সৰ্ববেদান্তদ্বারং হি ধৰ্ম্মান্ বেদনিদর্শনান্ ॥

বায়ুপুরাণে দেখা যায়—

চতুর্ভিঃসহ শিষ্টৈস্ত শঙ্করোহবতরিস্মৃতি । ব্যাকুর্বন্ ব্যাসসহস্রাখঃ শ্রুতেরথঃ যথোচিবান্ ॥  
 শ্রুতেনীষ্যঃ স এবাখঃ শঙ্করঃ সবিতানন ॥

যাহা হউক উক্ত পুরাণত্রয় হইতে বুঝা যায়—শঙ্কর যে শিবাবতার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য বল্লভসম্প্রদায়প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহাও ব্যাখ্যাকৌশলে অগ্রথা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে চেষ্টামাত্র তাহা সহজেই বুঝা যায়।

রামানুজের অবতারত্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

পক্ষান্তরে আচার্য রামানুজের অবতারত্বেও পুরাণ বচন প্রমাণ যে নাই তাহা নহে যথা—

অনন্তঃ প্রথমং রূপং লক্ষণস্ত ততঃ পরম্ ।

বলভ্র স্মৃতিয়শ্চ কলৌ কশিচ্ ভবিষ্যতি ॥ (ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়োক্ত বচন।)

এতদ্ব্যতীত বৃহৎপদ্মপুরাণ ৩২ অধ্যায়, নারদ পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণের ২৩ অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্দে কলিযুগে যে অনন্তদেবের কথা বর্ণিত আছে, তাহাতেও রামানুজের অবতারত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এই জগুই তাহার মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ তাহার নাম লক্ষণ রাখেন। পরে তিনি রামানুজ নামে খ্যাত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তৎকৃত রামানুজ চরিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক আচার্য রামানুজেরও অবতারত্ব, পুরাণশাস্ত্র ঘোষণা করিতে ক্রটি করেন নাই। তবে এই ঘোষণার প্রকৃতিমধ্যে অবশ্যই বিশেষত্ব আছে। কারণ, শঙ্করের অবতারত্বসূচক বাক্য দুই খানি পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু রামানুজের অবতারত্বসূচক বাক্য কোন



## উপসংহার।

১০০৭

পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। তাহার পর যে সব পুরাণের বচন স্মরণ করিয়া রামানুজের মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ রামানুজের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া রামানুজের লক্ষণ নাম রাখিলেন, তাহাতে রামানুজের অবতারত্ব তত স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। পক্ষান্তরে শঙ্করের পিতা এই রূপ পুরাণবচন স্মরণ করিয়া শঙ্করের নাম রাখেন নাই, তবে স্বপ্নে মহাদেবের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্করের নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। রামানুজের নাম যদি রামানুজের পিতা তাঁহার দৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে শঙ্করের ত্রায় অবতারত্ব তাঁহারও সম্ভব হইত। শঙ্করের শঙ্কর নাম অত্র কারণে হইবার পর শঙ্করের ক্রিয়াকলাপের মূল পুরাণবচনানুসারে শঙ্করকে শঙ্করাবতার বলা হইয়াছে। অতএব উভয়ের অবতারত্বের প্রমাণের মধ্যে বৈলক্ষণ্য যথেষ্ট অধিক বলিতে ইবে। যাহা হউক ইহা দেখিয়া স্থধীপাঠকগণ বিবেচনা করুন—কোন আচার্য্য পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারে রূপ সমর্থ।

আচার্য্যদ্বয়ের পরস্পর নিন্দা ও তাহার উদ্দেশ্য।

এখন এই প্রশ্নে আর একটি কথা আলোচ্য। কথাটি এই যে, আচার্য্যদ্বয় উভয়ই যখন মহান্ এবং অসাধারণস্বভাব—উভয়ই যখন তাতার বা অবতাররূপ ব্যক্তি, তখন কি তাঁহারা উভয়ে উভয়ের মত মতের অনভিজ্ঞ ছিলেন? তাঁহারা কি পরস্পরে পরস্পরের যুক্তিতর্ক নিতেন না বা বুঝিতেন না। আচার্য্য শঙ্কর রামানুজের পূর্ববর্তী আচার্য্য সাক্ষাদভাবে—আচার্য্য রামানুজের মত খণ্ডন না করিলেও তাঁহার মতের বীজভূত সিদ্ধান্ত যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু যে ব্যক্তিকারের মত আচার্য্য শঙ্কর খণ্ডন করিতেছেন আচার্য্য রামানুজ সেই ব্যক্তিকারের মত আশ্রয় করিয়াছেন এবং আচার্য্য

১০০৮

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

রামানুজ যে বিধি মত প্রকারে আচার্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ত প্রায় সকলেই জানেন । আচার্যদ্বয় যে পরস্পরের মত বুঝেন নাই, তাহাই বলা যায় কিরূপে ? তাহাদের গ্রন্থ যাঁহারা কিছুও দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে উভয়ে উভয়ের মত সম্পূর্ণরূপেই জানিতেন । অতএব তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলেন কেন ? আচার্য রামানুজ আচার্য শঙ্করের উপর যেরূপ কটুক্তি করিয়াছেন তাহা দেখিলে ত স্তম্ভিত হয় । তিনি বলিয়াছেন—  
রামানুজকর্তৃক শঙ্করমতের নিন্দা ।

“যাহারা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহলাভের হেতুস্বরূপ যে গুণবিশেষ, সেই গুণবিশেষবিরহিত, যাহারা অনাদি পাপবাসনার দ্বারা অশেষ প্রকারে দূষিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, যাহারা পদ ও বাক্যের স্বরূপ জানে না, পদ ও বাক্যার্থের তাৎপর্য বুঝে না, প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণ ও তজ্জ্ঞ জ্ঞান এবং তাহার ইতিকর্তব্যতারূপ যে সমীচীন শ্রায়মার্গপ্রভৃতি তাহাও জানে না, তাঁহারাই বিচারের অবোধ্য, বিবিধকুতর্ককল্প অর্থাৎ মল বা পাপদ্বারা কল্লিত—এইরূপ মতকল্পনা করিয়া থাকে ; এই হেতু যাঁহারা শ্রায়ানুগৃহীত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণজ্ঞ জ্ঞানের তাৎপর্য জানেন, তাঁহারা এই মত আদর করেন না । দেখ—যাঁহারা নির্কিংশেষ বস্তুবাদী তাঁহারা নির্কিংশেষ বস্তুতে “ইহা প্রমাণ” এই কথাই বলিতেই পারেন না । যেহেতু সমুদায় প্রমাণ সবিশেষবস্তুবিষয়ক” ইত্যাদি । (শ্রীভাষ্য ৬৫ পৃষ্ঠা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) । এস্থলে আচার্য শঙ্করকে—“ভগবানের অনুগ্রহলাভের হেতুস্বরূপ গুণবিশেষবিরহিত, অনাদি পাপবাসনার দ্বারা অশেষ প্রকারে দূষিত বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করা যেন রামানুজ আচার্যের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় ।



## উপসংহার ।

১০০৯

শঙ্করকর্তৃক রামানুজমতবীজের নিন্দা ।

পক্ষান্তরে আচার্য্য শঙ্কর রামানুজের অবলম্বন বৃত্তিকারপ্রভৃতিকে নক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—“যদিচ অনেক পণ্ডিত এই নীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন এবং ইহার পদ বাক্য পদার্থ ও বাক্যার্থের বিভাগ করিয়া নিজ নিজ যুক্তির বলে এক একপ্রকার তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এ সকল পণ্ডিতগণকৃত ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই বহুপ্রকার বিরুদ্ধার্থপরিপূর্ণ হওয়ায় নানাপ্রকার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মতের প্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে ।” গীতা ভাষ্যোপক্রমণিকা ।

উভয়ের নিন্দার প্রকৃতিবিচার ।

এস্থলে আচার্য্য শঙ্কর রামানুজাচার্য্যের মত কিছু বলিলেন না । বাহ্যহটক এতদ্বারা উভয়ের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ইহা বেদান্তপ্রতিপাত্ত সত্যপ্রচারের উপযোগিতার যথেষ্ট সহায় হইবে সন্দেহ নাই । বাহ্যহটক তথাপি আমাদের বোধ হয়, তাঁহারা অধিকারিভেদ স্বরণ করিয়াই সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠাবুদ্ধির জগ্ৰই গ্ৰেইরূপ করিয়াছেন । উভয়ে সত্য জানিয়াও—একটি মতই সত্য—ইহা বুঝিয়াও লোকবিশেষের হিতের জগ্ৰ পরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন । পরহিতের জগ্ৰ তাঁহারা একটি সত্য বলিয়া জানিয়াও কেবল দেশকাল-পাত্রভেদে কেহ সত্যকে কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছেন । পরপক্ষের নিন্দা তাঁহাদের নিন্দার জগ্ৰ নহে, কিন্তু অধিকারিবিশেষের নিষ্ঠাবুদ্ধির জগ্ৰ ।

শঙ্করমতের লক্ষ্য ।

বাহ্য হটক এইবার সুদী পাঠকবর্গ দেখুন এই মতদ্বয়ানুসারে যাঁহারা সিদ্ধিনাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিরূপ এবং তাঁহাদের অনুভবই বা কিরূপ হয় । এইবার তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থার আনন্দ তুলনা করিয়া এই তুলনা-কার্য্যে বিশ্রান্ত হউন ।

১০১০

## আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ !

অদ্বৈতমতের সাধক প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর হইতে যাবতীয় পদার্থ—সকলই মিথ্যা, সকলই আত্মাতে কল্পিত—এইরূপ জ্ঞান করিতে থাকেন। “ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে” ইহা যেন তাঁহার মূলমন্ত্র হয়। ইহার ফলে তাঁহার আধিব্যাধিশোকদুঃখপ্রভৃতি যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইতে থাকে। শত্রু মিত্র উদাসীন—সকলের উপর তিনি সমদর্শী হন। কোন প্রার্থীর কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না, বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। যিনি যে বর্ণাশ্রমাচারের অন্তর্গত, তদুপযোগী কৰ্মাদিতে তিনি সত্য প্রাণপর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত। ভগবদুপাসনাও তিনি ষথাবিধিই করিয়া থাকেন। “তোমার আমি” ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া “আমার তুমি” ভাবপর্যন্ত প্রাণ দিয়া করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার সুখ ও আনন্দ ধরে না। বাহাই ঘটে তাহাতেই তাঁহার আনন্দের বৃদ্ধি। কিন্তু সে সুখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই, আকাংক্ষা নাই, আগ্রহ নাই। ভগবৎসেবাই তাঁহার আকাংক্ষা, তাহাতেই তাঁহার আগ্রহ।

এই ভাবের অভ্যাস হইলে তাঁহার দ্বিতীয়াবস্থা আসে। ইহাতে তিনি এই “সবই আমি” এবং “আমিই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্বিকার নির্বিশেষ নিগুণ একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম”—এই জ্ঞান অভ্যাস করিতে থাকেন। তাঁহার ক্রমে সর্বাঙ্গিক ভাব ও ব্রহ্মস্বরূপের স্ফুটি পায় ও প্রপরোক্ষ অনুভব হইতে থাকে। “সকলই আমার রূপ” বা “সকলই আমি” বলিয়া তাঁহার বিশ্বপ্রেম আত্মপ্রেম হইয়া উঠে। আনন্দে হৃদয় সাপ্ত হয়, অনর্থনিবৃত্তি এই অবস্থায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায়ও পূর্বাভ্যাসবশতঃ উপাসনা থাকে ; কিন্তু সেই উপাসনাকালে পূজক পূজা করিতে করিতে পূজা আর শেষ করিতে পারেন না, নিজেই উপাস্তাবশ্য প্রাপ্ত হইয়া পূজা ভুলিয়া যান। এ অবস্থায় সাধকের মনে হয়—



## উপসংহার ।

১০১১

“আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি সমীরণ ।

অনন্ত আকাশ আমি, আমিই জীবন ॥

ভূধর কন্দর আর এ মহীমণ্ডল ।

জীবজন্তু তরুণতা আমিই সকল ॥

মেঘমালা সৌদামিনী তারকানিচয় ।

আমাতেই সবাকার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ॥

আমি সে পুরুষ আর আমিই প্রকৃতি ।

আমি কাল সর্ব্বহর সকলের গতি ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মোর রূপ হয় ।

আমি ভিন্ন কোন কিছু কোথায় না রয় ॥

আমার সন্তাতে তাঁরা হন সন্তাবান্ ।

আমার চেতনে তাঁরা চেতনপ্রধান ॥

আমার আনন্দকণা লইয়া সকলে ।

আনন্দেতে আত্মহারা তাঁরা সর্ব্বকালে ॥

আমি—ভক্ত ভগবান সবার আনন্দ ।

আমি সে অদ্বৈততত্ত্ব নাহি দ্বৈতগন্ধ ॥

আমি সেই সাক্ষিরূপ চৈতন্যস্বরূপ ।

আমি সে কেবল-ভাব নিগুণের রূপ ॥” (পঞ্চগীতা)

এই ভাবের অভ্যাস হইলে সাধক তৃতীয়াবস্থায় উপনীত হন ।

অবস্থায় তাঁহার দ্রষ্টৃভাব ও দৃশ্যভাবেরও বিলয় হইতে থাকে ।

তৃতীয়াবস্থার আনন্দের যে অমুভব, সে অমুভবও তাঁহার লয় পাইতে

থাকে । ক্রমে তিনি অমুভবস্বরূপ হইতে থাকেন । ঈশ্বর হইতে জগৎপ্রাপক

তাঁহার “আমি ব্রহ্ম”-ভাবপ্রভৃতি যাবতীয় ভাবই তিনি ক্ষণে

হারাইয়া কেলেন । যেটুকু অমুভব, মধ্যে মধ্যে তাঁহার হয়,

১০১২

আচার্য্য—শঙ্কর ও রামানুজ ।

তাহাতেও “এ সব দ্বৈতভাব কোথা হইতে আসে” এইরূপ অসম্ভাবনা-  
বোধই প্রকাশ পায় । অদ্বৈতস্বরূপ তাঁহাতে এই সব দ্বৈতভাব দেখিয়া  
তিনি আশ্চর্য্যাব্বিতই হইতে থাকেন । তাঁহার মনে হয়—

“নির্বিশেষ নির্বিকার নিজিয় অদ্বৈতে ।  
কেমনে এ দ্বৈতরাজ্য আসিল আমাতে ॥  
আদি নাই অন্ত নাই, নাহি এর স্থিতি ।  
তথাপি কেমনে হ’ল এই রূপ মতি ॥  
স্বপ্নরাজ্য সম ইহা আসে আর যায় ।  
কোন চিহ্ন নাহি রয়, যায় বা কোথায় ! ॥  
আমি যে নিগুণ আর নির্বিশেষরূপ ।  
অসীম অনন্ত আর অখণ্ডস্বরূপ ॥  
কেমনে আমাতে এর হতেছে উদয় ।  
উদয় হইয়া পুনঃ কোথা পায় লয় ! ॥  
অহো ! কি আশ্চর্য্য, সব আশ্চর্য্যস্বরূপ ! ।  
জ্ঞাতাজ্ঞানজ্ঞেয় সব আশ্চর্য্যেরি রূপ ! ॥  
গুরু শিষ্য উপদেশ কোথায় যাইল ! ।

কোথা বন্ধ কোথা মুক্তি কোথা কি রহিল !” ॥ (পতঙ্গীতা  
ইহারই পরিপক্ব দশায় সাধকের দেহান্ত হয়, আর ইহার ফলে  
বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ হইয়া থাকে ।

রামানুজমতের লক্ষ্য ।

পক্ষান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের সাধক প্রথম হইতেই ঈশ্বরাদি জগৎ  
প্রপঞ্চ সকলই সত্য দেখেন । এই সবই সেই নিখিল কল্যাণগুণে  
আকর ভগবানের শরীর—এইরূপই ভাবেন । ভগবানের সেবাই জীবন  
জীবন । তাঁহার যাবতীয় কর্ম—সকলের উদ্দেশ্য—ভগবৎসেবা ।



সকল কর্মেই তাঁহার ভগবৎস্মরণ হয়, নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া তিনি ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা শেষ হইলেও বাহা করেন তাহাও ভগবানের সেবার জন্ত করেন। বর্ণাশ্রমধর্মপ্রতিপালন তাঁহার ভগবানের সেবা ভিন্ন কিছুই নহে। এই ভাব যতই দৃঢ় হইতে থাকে, তাঁহার আধিব্যাধিশোকছুঃখপ্রভৃতি যাবতীয় অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে। সকলই আমার ভগবানের রূপ বলিয়া আনন্দ তাঁহার আর পরে না। বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। শত্রু মিত্র উদাসীন নরনারী তাঁহার সমদৃষ্টি হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ ভগবান্ বিষ্ণুরূপে তাঁহার মানসচক্ষে প্রকাশিত হইয়া সততই তাঁহার সেবাগ্রহণ করিতে থাকেন।

এই ভাব দৃঢ় হইলে তাঁহার দ্বিতীয়াবস্থা আসে। তখন তিনি বাহা কিছু দেখেন, সকলই তিনি মানসচক্ষে সেই ভক্তানুগ্রহৈকতৎপর নন্দীকান্ত অনন্তশয়ন চতুর্ভূজ নারায়ণের প্রাণমনোহর সুপ্রসন্ন দিব্যরূপ বলিয়াই দেখেন ও তাঁহার পূজা করেন। প্রত্যেক বিষয়ই তাঁহার সেই নারায়ণের রূপের উদ্দীপক হয়। শরীর দেখিলে কি শরীরীর জ্ঞান হইতে বিলম্ব হয়? তিনি যখন বাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, তখন হৃদয়োড়ে যেন নারায়ণের সঙ্গেই বাক্যালাপ করিতে থাকেন। তিনি সকলের ভিতর নারায়ণ দেখেন, সকলের সঙ্গে নারায়ণজ্ঞানে ব্যবহার করেন। নারায়ণপূজা আর তাঁহার শেষ হয় না, ভক্তানুগ্রহৈকপরায়ণ নারায়ণ তাঁহার নিজ্ঞানন্দে এই ভক্তকে এতই বিভোর করিয়া রাখেন যে, ভক্ত তখন নৃত্য করিতে করতে বলিতে থাকেন—

“কৃষ্ণের গোপিকাসঙ্গে যে আনন্দ হয়।

তাহা হ’তে কোটীগুণ গোপী আনন্দয় ॥”

এই ভাব যখন পরিপক্ব হয়, তখন তাঁহার তৃতীয়াবস্থা উদ্ভিত হয়। তিনি চিন্ময় বৈকুণ্ঠে কেবলই নারায়ণ দেখেন, নারায়ণের সেবা

করেন, নারায়ণের নিকট হইতে একমুহূর্তও অন্ত্র গমন করেন না। তাঁহার আত্মপর-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ব্যবহারাদি রহিত হয়। নারায়ণ-সেবামুখ তাঁহার অনুভব করিবার সময় নাই। যতই সেবা করেন, ততই সেবার জন্ত তাঁহার আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, আর ততই নূতন উন্মেষে অধিকতর আগ্রহে তিনি তাঁহার প্রাণকাস্ত প্রাণনাথের সেবা করিতে থাকেন। সেবা ভিন্ন তাঁহার আর কোন জ্ঞান হয় না। কি করিয়া তাঁহার আরও সেবা করিব—এই উৎকণ্ঠায় তাঁহার অন্ত্র জ্ঞান সব ধেন বিলুপ্ত হয়। এই ভাবে তাঁহার দেহান্ত হইলে তিনি চিন্ময় নারায়ণের চিন্ময় আননবসনভূষণাদিতে পরিণত হইয়া নারায়ণের নিরবচ্ছিন্ন সেবার আত্মারা হইয়া থাকেন। এ ভাবের আর কখনও বিচ্যুতি বা কোন রূপ তারতম্য হয় না। তিনি নারায়ণের সেবাময় হইয়া যান।

একজন পূর্ণানন্দ সৰ্ব্বাত্মক ভগবানের পূর্ণানন্দ ভোগ করিয়া ভোগাতীত আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন, আর এক জন পূর্ণানন্দ সৰ্ব্বাত্মক ভগবানের সেবা করিয়া পূর্ণানন্দ ভোগে বিভোর হইয়া থাকেন। একজন আনন্দস্বরূপ হন, আর একজন আনন্দ ভোগ করেন। শঙ্কর বলিবেন—বিশিষ্টাষ্টৈতমতেও সিদ্ধব্যক্তিকে বৈকুণ্ঠস্থে স্থখী করিয়া নারায়ণ অষ্টৈজ্ঞান দিয়া ব্রহ্মনির্কণ প্রদান করেন। রামানুজ বলিবেন—শঙ্করমতে সাধন করিলে জীবের অপরাধই হয় বলিয়া সাধকের অনন্ত অধোগতি অনিবার্য। তন্মতে ব্রহ্মনির্কণ আত্মবিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন সুধীপাঠকবর্গ বিচার করুন—কোন্ মতটী ভাল, কোন্ মতটী সঙ্গত, এবং কোন্ মতটী বেদান্তসম্মত সত্য।

ইতি শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ বিরচিত

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ

সম্পূর্ণ।





## কতিপয় অশুদ্ধ সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬২	১২	পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানে	পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান ও
৪৩১	১৩	যামুনাচার্যের	যাদবের
৬৩৮	২১	গৌড়পাদের	ঈশ্বরকৃষ্ণের
৭৫২	২৩	পায় হয় ।	পায় ।
৮৪৪	৮	অনালস্ত	অনালস্ত
৮৮০	৯	সমাহিতঃ	সমাহিত
৯০৪	১৫	ভাবাবেশে	ভাবাবেশে
৯৬১	১৭	জ্ঞান বিষয়হীন	বিষয়হীন

---



## নির্ঘণ্ট ।

অ

অষ্টবর্ষী রাজা	৩৮৫	অদ্বৈতমতে দোবোদ্ধার	৪৮৭—২১
কনক, জৈনাচার্য	৭২৮—২	অদ্বৈতবাদ ১, ৪-৫, ৬০৪, ৬১০- ১৭, ৬৫৮,	
রামানুজশিষ্য	৪৬৪		৬৮১
কনকী	৩৩৬	“অদ্বৈত সত্য”—শিবমুখে	২৪৪-৫, ৬০৫
কমা	৭৫৪	অদ্বৈতসম্প্রদায়ের আবির্ভাবকাল	কলিতে
পাণ্ডা নামক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী	৪৩		২৫৪
পাণ্ডুনী	২০৮	অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার	৬৪১
সংহিতা	২৫৩	অধ্যাপনা	৩৮, ১৮৬, ৫৫০
সচস্ররূপ বিষ্ণু	২৬০	অধিকার, জাতিগত	৫৫৩
উপাসক	২৬৮	অধিকার নির্ণয়	১২০
দেবতা	২৬৫ ২৬৮	“অধীতা গোতনীং বিদ্বান্”	৩১৬
মোক্ষা, পিতৃগণ	৩২১	অধারোপ স্থায়	৮৭৫
মোক্ষ বাগ	২২২	অনঙ্গ—বিষ্ণুর পুত্র	২২২
মোক্ষী ব্রাহ্মণপত্নী	১৭৩ ২৫৭, ২৬৩	অনঙ্গশ্রী রাজার আশ্রম	৮১
পিতৃ পুরুষস্থান	৩১৫	অনন্ত; ভূমি উপাসক	৩০৭-৮
“সিদ্ধান্তবাক্যম্”	৩১৩	অনন্তদেব	২৬৫
মিল	৩০৬	অনন্তদেবোপাসক—কুজলীড়	৩২২
মহা	৬০৩, ৬২৮—২	অনন্তের মূর্তিধারণ	৫৬৬, ৬০২
মহারে বৈষ্ণবকরণ	৪৪৮	অনন্তশয়নমূর্তি	২১২, ২৫৬, ২৬৬, ৩৩৭-৮, ৬০২
অবোধিনীগ্রন্থ	১৮৮	অনন্তসরোবর	৪৫৭
অনন্তপতিবিচার	৩৪০	অনন্তাচার্য, তিরুপতিতে	৫১২, ৫২১, ৫৪৭
৪৫০, ৫৩৪, ৫৭২, ৬৪৪		অনন্তানন্দ গিরি	৭১২
মহাপূর্ণের কন্যা	৪৭৬	অনন্তাবতার	৪০৫
অনন্ত	২৫৩	অনন্তোপাসক সংস্কার	৩২২
অনন্ত, অবিরোধী	১৬৬, ১৭২	“অনন্তমমতা বিবেচী”	৮২৫
অনন্ত ও জৈনমতের ভেদ	৩৩২	অনাচার ৬৪ প্রকার	২৩২
“বৌদ্ধমতের ভেদ	৩৩৫, ৩৪১,	অনাক্ষত্রীবিগ্রহগ্ন শোভা	৩৫৭
৩৫১, ৩৬৪, ৬৫৪		অনাসক্তি	৭১৭
অনন্ত দোষ	৪৮৫—৮৭	অনাহত চক্র	২৭৩

( ১০১৮ )

অনির্বচনীয় খ্যাতি	৩৫২, ৬১১	অযোধ্যাতে আচাৰ্য	৩৬১, ৫৪৪, ৬৮১
অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি	৪৮৫-৬, ৪৮৯, ৪৯৬	অযোধ্যায় আলোকরশ্মি	... ৬৪৪
অনির্বচনীয়বাদ	৩৬৮, ৩৪৪	অরবল্লীপৰ্বতে	... ৩৩৪
অনুতাপ	৫৩৩, ৫৭৬, ৬০৯, ৭৫৫	অৰ্চনারূপ, বিষ্ণু	... ২৬০
অনুদারতা	৭৫৬	অৰ্চাবত্ন	... ৪৮৪
অনুভববিরোধী শরণাগতিতে	৬৮৬	অৰ্চাবিগ্রহ	... ৫৬৯
অনুবাসায়জ্ঞানদ্বারা স্বপ্রকাশকে আপত্তি		অজ্জুন	... ১৫০
ও উত্তর	২৫৬	অলকানন্দা নদী	৮৫, ৮৭, ৬৮
অনুসন্ধিৎসা	৭০০	অলৌকিক জ্ঞান	... ৭০১-৪
অনৈকান্তিকবাদ	৩৬৮-৯	.. শক্তি ৩৫, ৩৬, ৩৯, ১৬৭, ১৭৩,	
অন্তিমকাল আচার্যের	৪০০, ৫৮২	১৮৮, ২৪০, ৫১০, ৫৬৬,	
অন্নপূর্ণার কৃপা, শঙ্করে	৭১-৪, ৩৬৭, ৬১০	৫৭৫, ৬০৫, ৬০৮ ৭০৪-১০	
অন্তমতবাদীর প্রতি ব্যবহার	৬০৩	অলংকার চুরি	৫৫৪-৫
“অন্তাভিলাষিতাশূন্যং” .	৮৯৪	অবতারত্ব	৩৩, ৩৪, ৪৪, ৬৬-৭, ২৭,
অপদস্থ করিবার চেষ্টা শঙ্করকে	২৩৩	১০২-৩, ৩৯৪, ৪৩১, ৪৭৪, ৪৮১, ৫২১,	
অপরাধক্ষমাপ্রার্থনা রামানুজকর্তৃক	৫৯৬	৫৩৬, ৫৭৮, ৭৩৯, ৭৫৭, ৭৬৯, ১০০৫-৬	
অপরিচিতের অন্নভক্ষণ	৫৬৩	অবন্তীরাজা	৩২৬ ৭, ৩৩১
অপরোক্ষানুভূতি	১৮৮, ৮৬৯, ৮৮৭	অবিজিত বেদান্তীর বিজয়ে আদেশ	৫২৬
অপবাদ স্থায়	৮৭৫	আবিষ্কা বিচার	৪২৬-৮
“অপসর্গস্থ যে ভূতা”	৩২৪	অব্যক্তপদের অর্থ—ব্রহ্ম	৩১৩
অক্লেট সাহেব	৬৭৩	অশিষ্টাচার	৭৫৮
“অভয়ং সৎসংগুন্ধিঃ”	৮৫৯	অশোক মহারাজ	৩৬৫, ৩৭৭, ৮০১, ২৪১
অভিচার কৰ্ম	৫৪৩, ৫৬৪, ৬০৬	“অশঙ্কম্পর্শমরূপম্”	৩২৪
অভিনবগুপ্ত	৩৭০, ৩৭৫, ৬০৬, ৬০৮	অশ্রুবারি আনন্দ	৫৭৫
অভিমান	৪৪০, ৫১৩, ৫১৮, ৫৭৮, ৬০৯,	অথযোষ, বৌদ্ধাচার্য	২৪১
	৬৭৭, ৭৫৭		১১১, ৩৬২
অভিশাপ	২২৩, ৫৫৮, ৫৬২, ৫৬৪, ৬০০,	অথমেধ যজ্ঞ	৩৭৭
	৬৯৩	অধিনীকুমারদয়	৫৭৭
অমরনাথ মিত্র	৭৫৫	অষ্টগ্রাম দান, বিষ্ণুবর্জনকর্তৃক	৩০
অমরকরাজশরীরে প্রবেশ	১৪২, ৩৫৪, ৬০৮,	অষ্টদিকপাল	৫৪
	৭৩৪	অষ্টলোকী	৫২২, ৫২
“অমানিষ্মদস্তিষ্মমহিংসা”	৮৫৯-৬০	অষ্টসহস্রগ্রাম	৭২
অধরেশ শিব	২৭৮	অষ্টসাহস্রী গ্রন্থ	৫৪
অধিকাদেবী	১৬৯, ৩৩১	অষ্টাকর মন্ত্র	৮৮
		অষ্টাঙ্গযোগ পরিচয়	



( ১০১৯ )

অষ্টাঙ্গবোধে মুক্তি হয় না	৩১৫	আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধির সহিত সামাজিক	
অষ্টাবক্রের স্থান	৩৬১	অবস্থার মিলনের ফল	২৪১
অসংখ্যাত্তি	৩৫১	.. সম্বন্ধে নূতন কথা	৮১৫
অতিক্রম পঞ্চ, জৈনমতে	৩৫২	অজ্ঞাতচক্র	২৭৩
অস্থিরতা	৭৫২-৬০	আগুন	৫৩৪, ৫৫৮, ৫৬১, ৫৮২
অস্পৃশ্যধিকার	৫৭২-৩	.. মুড়ালি দাশরথি	৪৫৭ ৫৪০, ৫৫০
অহংতত্ত্বক্রমে উৎপত্তি	২৭৬	আত্মজ্ঞাতি—বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধিমত	৩৫১
“অহৈতুক্যাবাহিতা”	৮২৪	আত্মনির্ভরতা	৭১০-১
অহোদয় মাহাত্ম্য	৪৭০	আত্মবোধ গ্রন্থ	১৮৮
অহোবিল	৪২৭, ৫৪৭	আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ	ঐ
আ		আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা	৮৩৮-৫৪
আকাশপথে শঙ্কর	১২৮, ২১৩	আদর্শ	৬১২-৩০
“আকাশশুল্লিক্সাং”	৬০৯	আদর্শপ্রভাব	৬১৭
আকাশোপাসক, শূন্যবাদী	৩০৮-৯	আদর্শ, শঠকোপ	৫৭৮-৯
আগম, পাঞ্চরাত্র	২৬২, ৪৭০	আদিকেশব	৫৩২
আগমপ্রামাণ্য গ্রন্থ	৪০৪	আদিত্যবর্ধন, রাজা	১৬৭, ১৮১, ৭২৩-৪
আচার ৬৪ প্রকার	২৩২	আদিত্য বেন সন্ন্যাসী	১১১, ৩৬২
আচার্যদ্বয়ের অরতারত্নে প্রমাণ	১০০৫-৬	আদিশুর, রাজা	৩৬৭, ৩৭৭
.. দার্শনিকমতের বীজনির্গম	২৩৫-৪৫	আনন্দগিরি, শিষ্য	২৪৩, ৩৪৯
.. নিন্দার প্রকৃতিবিচার	১০০৯	আনন্দলহরী	৩৫৭
.. পঠিত গ্রন্থ	৬৮৬-৮৮	আনন্দ, শত্রুনাশে	৬০৮
.. পরম্পরের নিন্দা ও তত্ত্বদেষ্ণু	১০০৭	আনন্দে অশ্রুবারি	৫৭৫
.. পরিচয় ২-৪, ৬১০, ৬৮৮, ৬৯৬, ৮৬৫-৭		আত্মদেশ	২৮০, ২২৫, ২২৯, ৫৪৭
.. মত পরিচয় ৪-৫, ৬১০ ৮ ৯৩৫-৪৫,		আত্মপূর্ণকে শিষ্টলাভ	৫৬৪, ৫২৭
২৪৮-৬৮, ১০০৯-১৪		“আপো বৈ হারিদং সর্বম্”	৩০৮
(অবৈতবাদ ও বিনিষ্টাবৈতবাদদ্রষ্টব্য)		আশুতীমাংসা গ্রন্থ	১১৩
.. মতভেদমীমাংসার উপায়দ্বয়	২৭৩	“আমি ব্রহ্ম” জপ	২৬৪, ৬৫৫
.. মতভেদে অনিষ্ট	৬-৭	“আমি ব্রহ্ম” জ্ঞানে মুক্তি	২৪৭-৮, ২৬০-১
.. মতমধ্যে একমত নিশ্চিতই ব্রাহ্ম	২৭০		২৬৪
.. মতের মূলসূত্র	২৪৯-৫০	“আমি ব্রহ্ম” বক্তার জিহ্বাচ্ছেদ	৩১৫
.. মতে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার অংশ	২৪৪-৫	“আমায়ত্ত্ব ক্রিয়ার্থদ্বাং”	১৩৭
বুদ্ধি ও জীবনের ঘটনা মিলনের		আয়: ৪৪, ২৬, ১০৫ ৫৮২, ৬০৪, ৬৩০-২, ৬২১	
ফল	২৩৭-৪১	আয়:লাভ, বাসদেবের নিকট হইতে	১০৫
বুদ্ধির প্রকৃতি	২৩৫	আয়: সম্বন্ধে মতভেদ	৫৮২

( ১০২০ )

আর্যভট্টসিদ্ধান্ত—জ্যোতিষ	৮০৭	উগ্রশৈব	২৫১
আর্যাস্মা, বিশিষ্টা দেবী স্রষ্টব্য।		উচ্চাধিকার দান	২৩২, ৭৭২
আর্যাবর্ত হইতে কেয়লে ব্রাহ্মণ	৬৭৪	উচ্ছিষ্টগণপতি উপাসকসংস্কার	২৭৫
আলম্বনপ্রত্যয়ানশাস্ত্রব্যাখ্যা	১০৯	উজ্জয়িনীতে আচার্য্য	৩২৭-৮, ৩৩১, ৩৬০
আলবান, কুরেশ, ঐবৎসাক্ষ	৪৫৭	উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য	৭৯০
আলবার মুক্তি, দশটা	৫২০	উত্তরকাশীতে আচার্য্য	৯৫-১০৬, ১১৭
আলোয়াই নদী	৩১, ৬৬০	উত্তরগীতাভাষ্য	৬৫০
আবপর্বত	৩৩৪	উত্তরমীমাংসা ও পূর্বমীমাংসা একশাস্ত্র	
আশ্রয়ণ বিরোধী, শরণাগতি বিরোধ	৬৮৬	বিচার	৩৭৯
আশ্রয়ানুপপত্তি	৪৮৫, ৪৮৭	উত্তরাংশের তীর্থ উদ্ধার ৮৮-৯১, ৩৮৭, ৬৮১	
আসক্তি	৭৬০	উৎসববিগ্রহের জন্ম দিল্লীগমন	৫৩৮
আনান দেশ	৩৬৮	উৎসাহ	৭১৪
আত্মরি কেশব—কেশবাচার্য্য স্রষ্টব্য।		উদয়নাচার্য্য	৩৬১, ৩৭০

ই

ইণ্ডিয়ান এন্থিকোয়েরি	৫৭৩	উদারতা ১৫২-৪, ৪১৪, ৪৭৩, ৪৭৭, ৫৫৫-৬, ৬০৩, ৬০৬, ৬০৮, ৬৫২, ৬৭৫, ৭১১-৪	৭১৪
ইংসিজ	৩০৪, ৭৯৬	উদ্যম	৩৬১, ৩৭৭
“ইদং তে নাতপস্কার”	৪৭১	উদ্ধাতকরাচার্য্য	৭৭৮, ৭১৬
ইন্দ্র উপাসক সংস্কার	৩০৩	উদ্ধারের আশায় আনন্দ ও নৃত্য	৪৪৪, ৪৭৯, ৭৭৬
ইন্দ্রকর্তৃক যতিবধ	৫	উদ্বেগ	২৮৭-৮
ইন্দ্রপ্রস্থ	১১৭	উন্নয়নভরবের তিরস্কার	১৫৩, ১৬১
ইন্দ্ররাজ্য, দ্বিতীয়	২৮১	উপদেশ আচার্য্যকর্তৃক ৮৮, ৯০, ১৫৩, ১৬১, ১৮৪-৫, ১৯১, ২০৩, ২৩৯, ৩৭৪	
ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ	৬৫৫	৩৭৮, ৩৯১-৪০১, ৫৭৯, ৫৮৩-৫	৭৩, ৪৪৬
ইন্দ্রমণ্ডল ভূভাগ	৫২১	উপদেশ, আচার্য্যের প্রতি	৫২৪-৫
ইষ্টসিদ্ধিগ্রন্থ	১৯৮	উপদেশ দশক	৫২৪-৫
ইষ্টাপূর্ত কর্ণ	৩১৯	পঞ্চক	৮০০
ইহামুক্তনভোগবিরাগ	৮৭১, ৮৮৪	উপদেশ সাহসীগ্রন্থ	৬০০

ঈ

ঈর্ষা, শিষ্যগণের মধ্যে	৫৫৩	উপদেশ	৩৫, ৪০৬, ৪৬৩, ৬০০
ঈশবকুপার মুক্তি	৪৯৫, ৫০৪	উপনয়ন	৩৫
ঈশ্বরমনি	৬৪৭	উপনয়নকালের ফল	৮৮
ঈশ্বরের লীলাবিচার	৪৯৮	উপনিষদ, দ্বাদশ	৪৩

উ

উগ্রশৈব	১৫০-৮, ৩৭১, ৬০৬	উপনয়ন নামক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী	৬৪১-২
		উপবর্ষ, বৃতিকার	২৪৬-১০১৪
		উপসংহার	



( ১০২১ )

উপাধি	৬০৭, ৬৩২-৫	কঠোপনিষৎ	৪০৫
উপাননা	২০৫, ৩১০	কণাদ ও গৌতমের মতভেদ	৩৫০
উত্তর আচার্যের মত অত্রান্ত হইতে		কণিক, শকনরপতি	৩৪০
পারে না	২৭০	কণ্ণমুনির আশ্রম	৮০
আচার্য্য জ্ঞাত হইয়া নিচাৰ্য্য নহে	২৭৩	কণ্ণরাজগণ	৩৬০, ৩৬৩
উত্তরভারতী	১২৪-৫, ১৩৩-৪, ১৩৯-৪১, ১৪৭, ১৮১, ৩৪৭, ৩৫৪	কন্তু রিরাজবংশ	৮১, ৬৮৬
উত্তরসাধারণ আদর্শদার্শনিকের		কদম্বরাজ্য	৫৭
২০টি শৃংখ	৮৬০-২	কণকমালিনী, কুশের কন্যা	৫৬৯
উষা	১২৫	কপর্দী	৫২৭
উষাকাচার্য্য	১২৪, ৭২৭-৮	কপিলমত	১৬৫, ৩৬৫ সাংখ্য দ্রষ্টব্য।
		কপিলশ্রম	৫৪৫
উ		“কপাসং পুণ্ডরীকং” প্রতিব্যাখ্যা	৪১১ ২, ৫৪১, ৬৩৪, ৬৫২
উবার তপস্তাস্থান	৯১	কমলা, রামানুজভদ্রা	৪০৬, ৪০৮
ঋ		কমলাইধিতবক্ষ, শঠারির মাতামহ	৬৪৩
ঋতদেব	১১৩	কমলাদে ভট্ট, রামানুজের মেসো	৪১০
ঋতশূদ্র	১৮১	করুণন্দ, ধর্মকীর্তির পিতা	১০৮
ঋ		কর্ণ প্রয়াগ	৮০, ৫৩৯
“একাননে ভুবি ষপ্তবতীর্ষা”	৬৩৮	কর্ণমুখর্ষ, কাণ্ডমুনিয়া	১১২, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৭৬-৭, ৬৭৩
একাত্তরান—কাঞ্চী দ্রষ্টব্য।		কর্ণাট উজ্জয়িনী	১১৩, ১৮৬, ২৪১, ২৭৮, ২৮২-৮
এম্বাছরায়, রামুদ গাজনী	৫৬৯	কর্ণাটদেশ	১৫১, ২৮৩-২৫, ৩২০
এবার, গোবিন্দের নাম	৫২৬	কর্তব্যজ্ঞান	৪৭, ৭১৭-৮
ঔ		কর্তব্যজ্ঞানহীনতা	৭৬১
ঔকারনাথ	৫৬, ৫৮-৬০, ৬৮, ১২৬, ৩২৭	কর্তব্যহানি	৪৩৬
ওয়ারাঙ্গাল নগর	৫৪৭	কর্ম ও উপাসনার লক্ষ্য—ব্রহ্মজ্ঞান	৩৩৩
ওয়ারায় গ্রাম	৬৪৫	কর্মকাণ্ড	১৭৪, ২০৫, ২৩৭, ২৪৪, ২৭৭, ৩৭৮
“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম”	৬৮৩	কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড	৩৭৮
ওরিয়াল কংগ্রেস, ভিয়েনা	৭২৯	কর্মকাণ্ডের সংস্কার	২৪৩-৬, ৩১৮
ঔ		কর্মতাগ	২৫৭, ২৬৬
ঔদীনী	৭১৭	কর্মহীন বৈষ্ণব	২৫৬, ২৬৫
ঔপনিষদবাদ	১০০০	কর্মহীনের জীবনযুক্তি	৩৬৫
ঔপনিষদসম্প্রদায়	৩০৪, ৭২৭		
ক			
কদম্বরাজ্য আচার্য্য	৩৩৩-৪		

( ১০২২ )

কর্ণহীনের বিকৃতি	২৬৫	কামজয়, গোবিন্দের	৫২৬
কর্ণে মুক্তি হয় না	৩২১	কামদেব উপাসকসংস্কার	২২২
কলিকালে সন্ন্যাস	২২০	কামরূপ রাজ	৩৭২
কলিঙ্গদেশ	১১২, ২২২	কামরূপে আচার্য	৩৬৮-৭৬
কল্লনাশক্তি	৭২৪-৬	কামশাস্ত্র	১৩২, ১৪৫, ৩৫৪
কল্লেশ্বর শিব	২১	কামাখী দেবী, কাকীতে	২৭৮, ৬২৫
কল্লালেশ, তীর্থ	২০৪	কামাখ্যাদেবী কামরূপে	৩৬২
কবির, বাদশাহ পুত্র	৫৭১	কামানুগাভক্তি	২০১
কাকী ও আচার্য	২০৪, ২৭৭-৮, ৫৩১, ৫৪৮, ৫৫৭, ৫৭৮	কামুকউদ্ধার	৫১৫-৬, ৫৫৩
কাকীতে শঙ্করের সমাধি	৪০১	কানোজ বাহ্লিক	৩৪৫
কাকীপূর্ণ	৪০৬-৭, ৬০০	“ নোরাষ্ট্র	৩৩১
কাকীপূর্ণের উপর বাদবের অনুরোধ	৪৫২	কায়বাহ ধারণ.	৬০২
“ কাকী প্রত্যাগমন	৪৪৪	কারী, শঠকোপের পিতা	৬৪৩
“ তিরুপতি গমন	৪৪৩	কার্কোতক রাজবংশ, কাম্বীরে	৩৩৬, ৩৪৫
“ দয়া, রামানুজের উপর	৪৪৪	কাঠিকের মুক্তি, মন্ত্রক্ষণাদেশে	২৬৬
“ নিকট দীক্ষার চেষ্টা	৪২৫-৬, ৪৪১	“ ক্রয়ের পুত্র	২৭৬
“ শরণগ্রহণ, রামানুজকর্তৃক	৪৩৩	কালচী গ্রামে বিশিষ্টার শাপ	২১৪
“ সহিত ভক্তিচর্চা	৪০৮, ৪১৬, ৪২৫, ৪৩৪, ৪৪০, ৫২৫, ৬০১	কালব্রহ্মবাদীর সংস্কার	২২২, ৩২০
“ নিষ্কি ও শক্তি	৪৪৪	কালহস্তীশ্বর শিব	২০৩, ৪২৭, ৪৬৫, ৪৬৭
“ স্বধর্মনিষ্ঠা	৪০৮, ৪২৬, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৫, ৬৫১	কালান্বিত উপনিষৎ	২৫৩
কান্তকুজ	১১২, ১১৭, ১৪৮, ৩২৬, ৩৬৩, ৩৬৮-৯, ৬৭৩	কালিডি গ্রাম	৭২
কাণ্ডহুনিয়া—কর্ণমূবর্ণ দ্রষ্টব্য।		কালিকাদেবী	৬৪৫
কান্তিমতী, রামানুজের জননী	৪০৩, ৪০৫, ৪২৪, ৫২২	কালিয়ন বা তিরুমঙ্গাই	৩৬৮-৭
কাপালিক	১৫০, ২৮২ ২৮৫, ২৮৭, ৬৫৬, ৬৮১, ৭১২, ৭৭৭ ক্রকচ দ্রষ্টব্য।	কালী	৩২১
কাপালিক নিধন	৬০৬ ক্রকচ দ্রষ্টব্য।	কালের উৎপত্তি	২০৪, ৪৭২, ৫৫১, ৫৭৩ ৫৮১, ৬৫১
কাপিলতীর্থ	৫২০	কাবেরী নদী	৭২৭
কাপিলযোগী—সাংখ্যযোগী দ্রষ্টব্য।		কাশিকাবৃষ্টি, পাণিনির	৪২৭
কামকর্ণী, মনুলোক উপাসক	৩১১	কাশীধাম ৬৮-৭৭, ১২৬, ৩১৭-২৫,	৫৩২
		কাশীধামে গোবিন্দ	৪২৭
		কাশ্মীরগমন, ভাষ্যরচনার্থ	৫২২
		কাশ্মীরপণ্ডিতকর্তৃক রামানুজের	৪২২, ৬০৬
		উপর অভিচার	



( ১০২৩ )

গঙ্গার আচার্য্য ৩৩৬, ৩৪৫, ৫২৯, ৫৪০-৪,	কুরেশকর্তৃক শিবের অপমান	৫৫৭ ৫৫৯
৬৮১	কুরেশকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট প্রেরণ	৫২৯,
গঙ্গার রাজবংশ, কার্কোতক ৩৩৬, ৩৪৫		৬০৮
গোভা ৩৪৬, ৩৫৬	.. পদাঘাত	৫২৮, ৬০৮
হর, যনোপাসক ৩০৪	কুরেশের অন্তর্ধান	৫৮১
গীর্ধিনারায়ণ ৫৭৩	.. উদ্ধতা	৫৫৭, ৫৫৯.
গীর্ধিবর্শন ১ম, রাজা ২৯৫	.. গুরুভক্তি	৫২৮
হর অম্পৃশ্য ২২৭	.. চক্ষু উৎপাটিত	৫৬০ ৬০০.
হরকে বিবদান ৪৭৯, ৬০৪	.. চক্ষুনাভে মতভেদ	৫৭৮
হরসেবক ব্রাহ্মণ ২৯৫	.. নিকট ক্ষমা প্রার্থনা	৫২৯
ফলীড়—অনন্তদেবোপাসক ৩২২	.. পুত্রঘর	৫৪৯.
ফলি মঠ ৭৯২	.. মহত্ব	৫৭৭-৮
ফালোর নগর ৫৪৯	.. রামানুজ-বেশধারণ	৫৫৮
ফারখার নদী ২৬৬	.. বরদরাজস্বপ্ন	৫৭৭.
ফার স্থান ৩	.. বোধায়নবৃষ্টি কণ্ঠস্থ	৫৪৩-৪.
ফারিনভট্ট ১০৫-২৬, ১৩৩, ১৮৬, ২৩৭,	.. শিবরাজনভায় গমন	৫৫৭
১, ৩০৪, ৩০৬, ৩২৬, ৩৩১, ৩৩৪-৬,	কুলভূজ চোল রাজা	৫৮২
৩, ৩৬২-৩, ৭১০, ৭৯৬-৮, ৮০০, ৯৪২	কুলদেবতা আচার্য্যের	৬৩৫ ৬
ফারিলের অস্তিমকাল ১২৬	.. শঙ্করের ৫৪, ২১৬ ২১৮ ৬০৪.	
.. গ্রন্থাবলী ১১৭, ১২৩	কুলশেখর.	৪৫০ ৬৪৪.
.. মতবাদ — ১২৩	কুবের	৩০২
.. শক্তিপরীক্ষা ১১৪-৫	কুবের উপাসক সংস্কার	৩০১
.. সহিত জনের বিচার ১১৩, ১৭২	কুজ বিষ্ণুবর্জন	২২৫
.. " বোদ্ধের " ১১০-১,	কুশ	৫৬৯
১৭২, ৩৩৫	কুশ্মক্রেত্র আচার্য্য	৫৪৬
গাকোণে আচার্য্য ৫৩২	কুশ্মপুরণ	১০০৩.
গা আক্রমণ ৪৮, ২১৬, ৬০১, ৬৯২	কুশ্মপুত্রী শিবলিঙ্গ	৫৪৬
গা—কুরেশ জট্টব্য ।	"কুতে বিশ্বকর্ষক্সা"	৭৩৯
গাপুরী ৬৪৩	কুমিকণ্ঠ, চোলরাজ ৫৬৪, ৫৭৩, ৬০০, ৬০৮	
গুপ্ততীর্থ ৫৩৪, ৫৩৫	কুমিকণ্ঠকর্তৃক বিষ্ণুমূর্ত্তির নাশ	৫৭৭
গুপ্ত ও সমর ১১৭, ৫৪৪. ৬৩৯	কুমিকণ্ঠের নিধন	৫৭৪, ৬০০
গ ৪৫৭ ৪৭৫, ৫৫৭. ৫৭৪, ৫৭৬ ৬০৬	কুম্ভগঙ্গানদী	৩৪৫ ৬
গা ভাষ্যলেখক ৫২৭	কুম্ভগুপ্ত রাজা	১১১, ৮০১
৬০৬ কর্তৃক শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন ৪৬২	কুম্ভদর্শন	২৪৩

( ১০২৪ )

কৃষ্ণরাজা, রাষ্ট্রকূটবংশীয়	৭৯৩	কোপীনপঞ্চক	১৬১, ৬২৫
কৃষ্ণবিগ্রহ রক্ষা	৫৪	কোন্সুদী নদী	২৭১
কৃষ্ণাচলে কুরেশ	৫৭৬	কৌশ্পুরাণ	১০০৬
কৃষ্ণানদী	১৪৯	কোশাধী	৬৮, ১১৮
কৃষ্ণের দেহতাগস্থান	৩৩২	ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগ্রাম	৬৭৬
কৃষ্ণের পাপস্পর্শ বিচার	৩৫৪	ক্রকচ, কাপালিক	১৫০, ২৮৪ ৭, ৩৭১
কৃষ্ণের ভয়	৩৬৪	৬০৬, ৬০৮ কাপালিক দ্রষ্টব্য।	
ক্লপ্ত—শূন্যবাদীর পিতা	৩০৯	ক্রিয়াদীপ	৫৪৯
কেদারনাথে আচার্য্য	৯২, ৯৯, ৩৮৯-৪০১	ক্রোধ আচার্য্যের	২২১-২, ৪৫১, ৫১৮
কেদারপঞ্চ	৯১		৫৭৫, ৭৬৬
কেদারের পথে তীর্থসমূহে	৯১	ক্রোধবিনং, কামদেবভক্ত	২৯৯
"কেদ্রগৌ সিতদেবেজ্যো"	৩৪	কৃপণকেন মতপরিবর্তন	২৯২, ৩২০
কেরলদেশ	৫৯৯, ৬৭৪, ৮৮২	ক্ৰমা	২২৬-৮, ২৩৯, ৩৭৪, ৪২৯, ৪৪৩
কেরলরাজ—রাজা রাজশেখর দ্রষ্টব্য।			৪৮১, ৫১৯, ৫২৬, ৫৪৩ ৫৮২
কেরলবাসীর আচার	৩৯, ২২০		৬০০, ৭১৮ ২৭
" সংস্কার	২২৮-৩৭		
কেরলে আচার্য্য	২১২-৪২, ৫৩৭-৮	"খং ব্রহ্ম"	
" মঠস্থাপন	৫৩৭	খাসাখোলাতে শঙ্করের নিধন	
কেরলোৎপত্তি গ্রন্থ	৬৪৪, ৭৯৫, ৮০৪	খাসা নগর	
কেশরীবংশীয় রাজগণ	২৯৯	খেচরী মূদ্রা	
কেশবাচার্য্য—রামানুজের পিতা	৪০৩		
	৪০৫, ৪০৭-৯, ৫৯৯	গঙ্গাতীরে আচার্য্য	
কেশবাচার্য্যের মৃত্যু	৪০৯	গঙ্গাদেবীপ্রতিষ্ঠা	
"কৈঙ্কর্য্য ভিন্ন গতি নাই"	৫৮০	গঙ্গানান্দ বা নং মং	
কৈরবিনী সাগর সঙ্গম	৪০৪	গঙ্গাস্তব	৪১৭, ৫১৭
কৈবল্যোপনিষৎ	২৫৫	গঙ্গান্নান যাত্রা	
কোচিন	৩১	গঙ্গেশোপাধায়	
কোলাপুর	৩৪৭	গঙ্গোত্রী	
কোল্লিড়ন্, হত্যাস্থল	৬৪৭	গঙ্গরাজ	
কোশল, দক্ষিণ	৩০২	গড়পুতে বিজয়নারায়ণ	
কোষ্ঠী ও তাহার বিচারদ্বারা তুলনা	৩৪, ৭৮৬ ৮৩৭	গণকারিকা গ্রন্থ	
কোষ্ঠীতুলনার ফল	৮১২	গণকুমার	২৭২, ২৭৩
কোষ্ঠীদ্বয়ের প্রামাণ্য	৮০৯	গণপতি উপাসক ছয় প্রকার	



( ১০২৫ )

গণপতি উপাসক সংস্কার	২৭০-২	গীতাভাষ্য	৫৩০
গণবরপুর, শুভ	ঐ	গীতার চরমলোকার্ণ	৪৭৫
গণেশগঙ্গা	৮০	গুজরাট	৩৩১, ৫৩৯
গণেশতীর্থ	৮১	গুণগ্রাহিতা	৪২৬, ৫৫৩, ৫৫৫, ৬৫২
গণেশ, মন্তকহীন	৯২		৭২০-১
গণেশের জন্ম	২৭৬	গুণবাদীর সংস্কার	৩১২
গদ্যগ্রন্থ	৪৭৮, ৫৩০, ৮৯১, ৮৯৮	গুণাবলীর দ্বারা তুলনা	৬৯৮-৭৫৩
গুরুত্বোপাসক সংস্কার	৩২৩-৪	গুপ্তকালী	৯২
গয়াবাস	৩৬৩-৬, ৫৪৫	গুপ্তরাজবংশের ধ্বংসবীজ	৩৬৩
গয়ায় পিণ্ডদান	২৯০	গুরু আচার্যের	৫৬, ৫৮-৬৮, ৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৭, ৬০৩
গয়ায় বুদ্ধমূর্তি	১১২	গুরুপত্নীসহ জন্মদ্বার কলহ	৪৫১
গয়ায়	৩৬৪	গুরুপরম্পরা প্রভাবগ্রন্থ	৬৩৭
গুরুগঙ্গা	৮০	গুরু—প্রভাকর	১২১
গুরুদ্বারা রামানুজ স্থানান্তরিত	৫৪৬	গুরুভক্তি আচার্যের	৩৮১, ৪৭৭-৮, ৫২৩-৫
গুরুদ্বাহন বৈদ্য	৪৮১		৫৩৫-৬, ৫৫৬, ৭২১-২৩
গুরু পূরণ	৬৪১	গুরুমহাস্বা	২৬৩, ৩১৭, ৩২২
গুরু মহোৎসব	৫৫০	গুরুর পরাজয়	৪৩২
গুরুত্ব পর্বত	৫৪৭	গুরুর শিষ্য	৪৬২-৩
গুরুত্বের নৃক্তি	৩২২	গুরুর সহিত মতভেদ	৪১০, ৪১৫, ৪৩১, ৪৭৭
গুরুত্ববিষ্ণু	৮০	গুরুবাক্য লভন	৪৭৩, ৬০৩
গার্গপত্য সাম্প্রদায়	৮৬, ৬৫৬, ৬৮১	গুরুশব্দার্থ শয়ন	৫২৪
গাঙ্গারদেশে আচার্য	৩৩৫	গুরুসম্প্রদায়	৬০৩, ৬৩৬ ৫২
গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণ্য	২৬২	গুরুজরাজ্য	৩৩৩-৪
গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণের বিবাদ	২৫৪	গুরুদেব—ভাষ্যকার	৫২৭
গায়ত্রী মন্দির	৩৩৪	গৃহত্যাগ শঙ্করের	৫০
গাইবান্ধা প্রধান মত	৮৫১	গৃহস্থোচিত ব্যবহার	৭৬৬
গায়ত্রী—শিষ্য, তোটকাচার্য ব্রহ্মবা :		গৃহস্থ	৮৮২
গায়ত্রীজাহত	২৭২	গেজেটীর উত্তর পশ্চিম	৩৮৯
গায়ত্রীর বিদ্যাক্ষু ত্তি	১৮৮, ৬০৯	" নহীগুর	৫৭৩
গায়ত্রীচন্দ্র ঘোষ	১২৯	গোকর্ণে শঙ্কর	১৬২
গায়ত্রীর আচার্য	৩৩১, ৫৩৯	গোকর্ণেশ্বর শিব	ঐ
গীতা ২৫২, ২৬৯, ৩১৯, ৮৯৭ ভগবদ্গীতা		গোকুল	৫৩৯
গীতা		গৌড়ামি	৬৭৫
গীতার্থনঃগ্রন্থ	৪৭০		

( ১০২৬ )

গোপ্তারণ্য	৪১৭, ৪২২	গোবিন্দের সহিত শ্রীশৈলীর বিচার	৪৬৭
গোদাগ্রজ নামপ্রাপ্তি	৫৭২	গোজীপুৰ গ্রাম	৪৭০
গোদাবরী তীর	১৪২	গোজীপূর্ণের ক্রোধশাস্তি	৪৭৩
গোপবালা বালিকা	৫৭২	" নিকট কুরেশকে প্রেরণ	৫২২
"গোপীকাদর্শনে কৃষ্ণের"	২১৩		৬০৮
গোপীনাথ মূর্তি	১১৮	" নিকট বিদ্যাত্যাস	৪৭০-৪, ৬০৩
গোপীনাথরাও এম. এ.	৬৩২, ৭৮৭	" পরিচয়	৪৭০, ৪৭৫
গোপেশ্বর	২১	" মৃত্যু	৫৭৪
গোমতী তীর্থ	৩৩২	গোড়দেশে আচার্য	৩৭৬-৮৩
গোমুখী-তীর্থ	২৩ ২৪	গোড়নগর	৩৭৭, ৫৮০
গোরক্ষনাথ বা মূনির কথা	২২, ১৪৩, ৩৩১	গোড়পাদাচার্য	১০৩, ৩৭৭, ৩৮১-৩, ৩৮৬, ৬৩৮-৪০, ৬৫০
	৬৮৩-৪		
গোরক্ষশূক, গির্গারে	৩৩১	গোড়রাজা	৩৬৩, ৩৬৫-৬, ৩৭৬-৭, ৩৮০
গোবর্দ্ধনমঠ	৩২৩	গোড়াধিপ	৩৬১, ৩৬২
গোবিন্দপাদ	৫৫-৬৮, ১০৩, ১২৬, ১৮১	গোড়ীয় ভক্তিলক্ষণই শ্রেষ্ঠ	৮২৬
	৩৮১, ৬৩৮, ৮৮৭	" ভক্তি ও শঙ্করের ভক্তির সামঞ্জস্য	২৫৩
গোবিন্দপাদের মহাসমাধি	৬৫		
গোবিন্দমূর্তি	১১৮	" মতে ভক্তির বিশেষ পরিচয়	৮২৮
গোবিন্দ সহাধ্যায়ী	৪১০, ৪১৭-৮	" " স্বরূপ—জ্ঞান	২৩১-৪
	৪২৬, ৪২২	" " শঙ্করের ভক্তি	২২২
" সঙ্গে কান্দীরে	৫২২	" সম্প্রদায়	৮২৩
গোবিন্দকে ভিক্ষা	৫২৫	" সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ	৮২৭
" বৈকব করা	৪৬৪-২	গোতম নামক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী	৪৩
" সন্ন্যাসদান	৫২৬	গোতম ও কণাদের মতভেদ	৩৫০
গোবিন্দাষ্টক স্তোত্র	১১৮	গোতমীয় জ্ঞানের নিন্দা	৩৬৬
গোবিন্দের ইন্দ্রিয়জয়	৫২৬	গোতমের স্থান	৩৬১
" ক্রোড়ে দেহভাগ	৪২৭	গৌরী আশ্রম	৮১
" জন্ম	৪০৬	গৌরীকৃষ্ণ	২২-৩, ৩২০
" জীবে দয়া	৫২৪	গ্রন্থরচনা ও সংখ্যা	১৮৬ ৮, ৫২৭, ৬০৭, ৮০০
" ক্রুটি মার্জনা	৫২৫-৬		
" নিকট গুরুভক্তি শিক্ষা	৫২৩-৫	" শিষ্টগণের	১২৭-৮, ২০০, ৪৬৩, ৫১১, ৫৪২
" বাতুলপুত্র	৫৪২		
" মঙ্গলগ্রামে বাস	৪২৮	গ্রন্থের উদ্দেশ্য	১, ৬১৭, ২৪৬
" শিবলিঙ্গলাভ	৪২৭	" নাম	৮৬, ১৮৮



( ১০২৭ )

গ্রন্থের প্রয়োজন	৯৪৬	চরণচিহ্ন আচার্যের	৩৬৫
গ্রন্থপূজা	৩২০	চন্দ্রদ্বন্দ্বী	৮১
গ্রন্থস্থিতি	৩৪, ৪৪, ৮০৩	চাতুয়া, আচার্যের	৪৫৪
		চান্দ্রায়ণ ব্রত	২৬৫
যটিকাচলে আগমন	৫২৫	চান্দোড় নন্দদাত্তীয়ে	৫৬
" শূদ্রবেশে ভগবান্ পথপ্রদর্শক	৫১৯	চার্বাকের পরিবর্তন	২৮৮-৯০
		চালুক্য রাজা ও রাজ্য	১৪৮-৯, ১৬৭, ১৮১, ১৮৬ ২৪১, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১ ২৯২, ৩০০, ৩২৬, ৭৯০
চক্ষু ভিক্ষা কুরেশকর্তৃক	৫৭৭	চালুক্য বিক্রমাদিত্য রাজা	৭৯৫-১
চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের পূজা	৪০৮, ৬০৩	চিকাকোল	৫৪৭
চণ্ডাল ও শঙ্কর	৭৫	চিকাকুটী	৫৩৪
চণ্ডালগণ ভগবদবিগ্রহবাহক	৫৭২	চিক্রকুট দক্ষিণ	৫১২, ৬৮১-২
চণ্ডালপাছকার পূজা	৫৩৫	চিক্রকুট দেবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৫৭৭
" " নাম মধুর কবি	ঐ	চিদম্—চিক্রকুট দ্রষ্টব্য	
" " নাম রামানুজ	ঐ	চিহ্নিলাস যতি	২৪৩, ৮০৩, ৮০৫, ৮০৭
চণ্ডালের ফলমূলে প্রাণরক্ষা	৫৬১	চিরকীর্তি সিদ্ধোপাসক	৩২২
" মন্দিরপ্রবেশাধিকার	৫৭২	চিকাহুদ	৩০০-১
" সম্মান, ভগবৎকর্তৃক	৬৪৫	চিক্কারণ বেদবিক্রম	২৭৪
" স্থান, গুরুসম্প্রদায়মধ্যে	৬৫০	চীন অভিযান	৭৭, ৮৩
চণ্ডীদেবী	৮১	চীন পরিব্রাজক	৩০৪
চণ্ডী	৬৮৯, ৭৬৭	চীন সম্রাট	১৮৪
চণ্ডীর্ণ ভুবন	৩১০	চীংবাসা শরব	৯২
চণ্ডীর্ণশ্রুতিতত্ত্ব	৪৮৩	চূর্ণানদী	২১৬
চণ্ডীরোক্তি	৫৩৯	চেদিরাজ্য	৬৮
চণ্ডীর্ণী অনাচার	২৩২	চেনগামিতে বিজয় ও মঠনির্মাণ	৫৭৪ ৬৬১
চণ্ডীর্ণী টীকা	১৯৯	চেন্নিগিনারায়ণ	৫৭৩
চণ্ডীর্ণী বোদ্ধাচার্য	৩৬৩	চেন্নাষায় গ্রন্থভঙ্গণ	৫৬২
চণ্ডীগোমিন্ "	ঐ	চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ	৮৯৪ ৮৯৭ ৯৩০
চণ্ডীগগানদী	১৪৯, ৩৫৭	চৈতন্যদেব	৮৯১-৩, ৮৯৭ ৯৩০
চণ্ডীমৌলীশ্বর	৩৩	চৈতন্যদেবের দক্ষিণদেশভ্রমণ	৮৯৪
চণ্ডীলোকপ্রাপ্তি	৩১৯	চোলপট্টন গ্রাম	৬৪৪
চণ্ডীলোকপ্রাপ্তি	২৭০	চোলরাজকর্তৃক বিষ্ণুবিগ্রহ ধ্বংস	৫৭৭
চণ্ডীপীড় কান্নীররাজ	৩৪৫, ৩৫৭	চোলরাজপুত্রকে ক্ষমা	৫৮২
চণ্ডীপাসক সংস্কার	৩১৯-২০		

( ১০২৮ )

চৌলরাজের অত্যাচার	৫৫৭-৬০, ৫৬৪, ৬০০	জন্মপত্রিকা শঙ্করের	৮২-৭
" কৃমিকণ্ঠ নাম	৫৬৪	জন্মভূমি. আচার্য্যের	৩১, ৪০-৩ ৫২৯ ৬৩০
চৌলরাজের নিধন	৫৭৪	জন্মমাস নির্ণয়	৮০৪
" শাস্তি	৫৬৪, ৬০৬	জন্মলগ্ন নিরূপণ	৮০৯
" শাস্তির জন্ত প্রার্থনা	৫৫৮	জন্মসময়	৩৪, ৪০৫, ৬৫২-৮, ৮০৭
	৫৬২, ৫৬৪	জন্মের উপলক্ষ্য	৩২-৩৪, ৪০৪, ৬৬১
চৌলরাজ	৭০, ১০৮, ৫৩১	জপবিদ্যা	৩১৪
ছ		জমাখা, লক্ষ্মণপত্নী	৪৯২
ছান্দোগ্যোপনিষৎ	৫৪১	জমাখাব দীক্ষা	৪৫০
ছারাতর	৬৩৯	" দুর্কীবাহার	৪৫০-১, ৪৫৪
জ		" প্রকৃতি	৪৫৫
জঙ্গম শৈব	২৫১	জয়চিহ্ন স্থাপন	৩৬১-২
জগৎকারণবিচার	৪৯৫	জয়ভট্ট ৩য় রাজা	৩৩৩
জগৎসত্তা বিচার	৩৩৯	জয়সিংহ. ২য় রাজা	২৯৫
জগন্নাথদেবের মন্দির ও বিগ্রহ	৩০০, ৫৪৫.	জয়াদিত্য পাণিনির টীকাকার	৭৯৬
	৫৪৭	জয়গ্রন্থ রাগানুজ.	৫৮১
" রত্নপেটিকা উদ্ধার	৩০০-১	জয়সন্ধ রাজা	৩৪৪
জগন্নাথধামে আচার্য্য	২৯৯, ৩৭৭, ৩৯৩.	জাতিগত অধিকার	৫৫৩
	৪২৭, ৫৩৭, ৫৪৫, ৫৭১, ৬০৯	জাতিনাশ চেষ্টা	৪৪১
জগন্নাথদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে	৫৪৭	জাতি পরিচয়	৩১, ৪০৩
"জগন্নাথস্থানী নয়নপংখ্যগামী"	৩০১	জাতিভেদ. ভক্তের নিকট	৫৫৫-৬
জটায়ু সংকার	৫৫৬	জিনদেন. জৈনাচার্য্য	৮০০
জড়ের চৈতন্যোদয়	৫৭৫	জিহু হরি	৩৬৭
জনকাদির সিদ্ধি	৩১৮	জিহ্বাচ্ছেদ	৩১৫
জনকের দেশ	৩৬১	জীবনগঠনে দৈবনির্বন্ধ	৬৬২-৪
জননীর সংকার	২২৩	" নমুনা নির্বন্ধ	৬৬৪-৮
জন্ম অক্ষনির্ণয়, আচার্য্যের	৮০২-৪	জীবনগতি-পরিবর্তন	৪২২
জন্মগত সংস্কার	৬৫৯-৬০	জীবগোবাসী	২৩১
জন্মতিথি নির্ণয় আচার্য্যের	৮০৪	জীবনচরিত্র তুলনায় সাবধানতা	২৭৮
"জন্মনা জায়তে মৃত্যু"	২৫৭	জীবনচরিত্রবর্ণনে লক্ষ্য	২৪৭
জন্মপত্রিকা রামানুজের	৮২৭-৩১	জীবনচরিত্রে অন্তের প্রভাব	৬০৪
জন্মপত্রিকার যোগকল উভয়সাধারণ	৮৩১-৩	জীবনচরিত্রে	৩০৭
" রামানুজের	৮৩৫-৭	জীবনদ. তীর্থোপাসক	২০১
" শঙ্করের	৮৩৩-৫	জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ	৪৮৩
		জীবভেদ	





( ১০৩০ )

তদ্ব্যপদেশ গ্রন্থ	১৪৮	তিরুপতিপথে শিববর্জিত	১১২
তন্নিম্নোক্তী গ্রন্থ	৫৪৯	তিরুপতির পাদদেশে অবস্থিতি	৫২.
তত্ত্ববাস্তিক	১১৭	তিরুপ্পান আলোয়ার	৪০৮, ৪৫০, ৬৪৫
তন্নর—তত্ত্বানুর দ্রষ্টব্য।		তিরুভালি তিরুনাগরী	৫৩২-৩
তপোবলে ব্রাহ্মণ	৬৪৭	তিরুভালিপতি	৫৩৩
তপ্তকুণ্ড	৮২	তিরুভেল্লারাই গ্রাম	৫১২
তপ্তচিহ্নধারণ নিষিদ্ধ	২৬১-২	তিরুভিল্লিকোলাম গ্রাম	৬৪৪
তপ্তবারিধারা	২৩, ৩৯০	তিরুভমঙ্গাই	৪৫০, ৬৪৫, ৬৫০
"তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বদম্"	৩০৯	তিরুমডিগি	৪৫০, ৬৪৩
তর্ক, শ্রায়	১০৯	তিরুমমন কোল্লাই	৫৩৩
তাৎপর্যনির্ণায়ক ছয়টি লিঙ্গ	৮৭৩, ৯৭৪-৫	তিরুমল সাগর	ঐ
তাত্ত্বিক	৭৯, ৯০, ২৫৪, ২৭৮, ৩৫৯, ৩৬১-২, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭৬, ৩৮০, ৩৮৩, ৬০৬, ৬৪০, ৬৫২, ৬৯৫	তিরুমুড়ি ( জাবিড় বেদ )	৬৪৭
তামিল কবির পরাজয়	৫৩৪.	তিরুবন পরিচর	৬৪৩
তামিল প্রবন্ধ	৪৪৮, ৪৫০	তিরুবরন মামলই	৫৭৬
তাম্রপর্ণা নদী	২৭৯, ৬৪৪	তিরুবরাজ	৪৪৭-৮
তাম্রলিঙ্গ	৩৬৬-৭	তিরুবাইমুড়ি	৪৫০-১
তালুককাড়তে কীর্তিনারায়ণ	৫৭৩	তিরোধান, আচার্যের—মৃত্যু দ্রষ্টব্য।	
তিন গুণই জগৎকারণ	৩১২	তিরোধানামুপপত্তি	৪৮৫, ৪৮৮
তিনেভেলি	৫৩৫, ৬৪৪	তিলবচন্দন	৫৪৬, ৫৬৭
তিরুমহীন্দ্রপুর	৫৪৯	তিলক, বালগঙ্গাধর	৭৮৮, ৭৯১, ৮০০
তিরুক্কইলুর তীর্থ	৫১২	তিলকান্নাবে উপবাস	৫৪৬
তিরুক্কুন্নুড়ি	৫৩৫, ৫৩৭	তিলাগোবিন্দ	৫৭৭
তিরুক্কুন্নুরম্	৫৩৩	তিলকতে শঙ্কর	৩৮৮, ৬৪৯
তিরুক্কিণ্ডম পঙ্গীতীর্থে		তীর্থপতিররুণোপাসক	৩০৭
বিজয়রাঘব দেব	৫২৫	তীর্থভ্রমণে প্রায়শ্চিত্ত	২০২
তিরুকোট্টুর	৪৭০	তীর্থোপাসক সংস্কার	৩৭৮
তিরুনারায়ণপুরে আচার্য	৫৬৭, ৫৭৩	তুঙ্গনাথ শিব ও তীর্থ	২১
	৫৭৫, ৬৭৭	তুঙ্গভদ্রা নদী	১৪৯, ১৮২
তিরুপতিতে অনন্তাচার্য	৫১১-২	তুর্কজাতি	৩৩৬
" কাকীপূর্ণ	৪৪৩	তুলনার নিম্নমাদি	১৪-২২, ২৮-৩০, ২৪৭
" বিষ্ণুবিগ্রহ ঘোষণা	৫৭৭, ৬৮১	তুলনার প্রয়োজন	১. ১৩, ৬১৭-৮
" শিববিগ্রহ ঘোষণা	২৮০-১	তুলাভবানীতে আচার্য	২৪৬
		তুষানল পণ	১১১
		তুষানলে কুমারিল	১১৯, ১২১, ১২৩



( ১০৩১ )

তেনুগায়মূর্তি	৫৪৭	দস্তীদুর্গ রাজা	২৮১, ৭২২
তৈত্তিরীয় উপনিষৎপাঠ	৪১৫, ৫২৭	দয়া	৪৮১, ৫৫১, ৫৫৬, ৭৩২-২
" ভাষ্যবার্তিক	১২৮	দয়ানন্দ স্বামী	৬৪২
তৈজসকটাহনহ শঙ্কর	৩৮৮	দরদদেশে আচার্য	৩৪৫
তৈজসদেশে আচার্য—আকুদেশে দ্রষ্টব্য।		দর্ভশয়নে	২০৮
তৈজসদর্শন সন্তাসীর	৪১১ ৪৫১	দর্শনপ্রকাশ গ্রন্থ	৬৩১, ৭৮৮
তৈজসদেশে জৈননিষ্পেষণ	৫৬৫	দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি	৮৩৮
তোটকাচার্য বা গিরি	১৮৮-১২২, ১২৬, ৩৭১, ৩২২	দর্শনশাস্ত্র ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়	৮৩৮, ৮৫৫, ৮৫৭
তোণ্ডাহর নথির নিকটে বাস	৫৬৪	দশমহাবিদ্যা	২৪৩
তোণ্ডায়ার পেয়াড়ি	৪৫০, ৬৪৪	দশাবতার শ্রোত্র	৩৪৪, ৩৬৬, ৬৭১
তাগশীলতা	৪১, ৪১৪, ৬০১, ৭২৩	দস্যাকর্ষক আক্রান্ত	৫৭২
ত্রিকূটবিদ্যা	৩১৫	দস্যাবৃত্তিসম্পন্ন গুরু	৬৪৫
ত্রিচনপল্লী	৫৫৭, ৬৪৫	দহরবিদ্যা মোক্ষহেতু	৩১৫
ত্রিচূরে দেহভাগ	৪০০	দানশীলতা	৪১৪, ৫২১, ৫৭৩, ৬০১
ত্রিতল নামক জ্যোতিষী	৪৩	দার্শনিকের ১৭টা গুণ ও তাহার দ্বারা	
ত্রিগ্নকেন	৫৪৮	তুলনা	৮৩২-৫৪
ত্রিপুরাহর বিনাশকথা	২৫৫	দাশরথি বা আশ্বিন	৪৫৭, ৪৭২, ৪৭৫, ৫২২, ৫৫০
ত্রিভাণ্ডার	৫৩৭	দাশরথির অনুরোধে শুভবস্ত্র পরিধান	৫৫৮
ত্রিমলয়, ধর্মকীর্তির জন্মস্থান	১০৮	দাশরথির দেহভাগ	৫৮২
ত্রিগুণানারায়ণ	০ ২২-৩	" নারায়ণপ্রতিষ্ঠা	৫৭৪, ৬৬১
ত্রিবাহুর	৩১	" নিরভিমানিতা	৪৭৬
ত্রিবেণী সঙ্গম	১১৮, ৩০৬, ৩০৮, ৩৬৭	" পরীক্ষা	৪৭৫
এ		" পাচক কর্ম	৪৭৬
এনেষর	৩৭৭	" পুত্র, রামানুজ দাস	৫৮২
এবো সাহেব	৬৮৬	" প্রতি বৈষ্ণব করিবার	
দ		আদেশ	৫৬৩
দক্ষিণমার্গ তন্ত্র	৬৩৬, ৬৪০	" ভেলুর বিজয়	৫৭৪, ৬৬১
দক্ষিণামূর্তিকে ভাষ্যপ্রদর্শন	৫৩৮, ৬০৫	" হস্তে শ্রীরঙ্গম মন্দির	৫৮২
দণ্ডকারণা	১৪২	দাস্তভক্তির বীজ. রামানুজের	৪২৬
দণ্ডী, কবি	৩৩১	দাস্তরস পরিচয়	২০৬-১০
দণ্ডাত্মের	২৬৪, ৩৩১, ৩৬৫, ৫৩২, ৫৬৭	দিক্‌পাল	৩০৫
দ্ব্যোতি	৪৩, ১৬২	দিগগজ উপাধি পদ্মপাদের	২৭১





( ১০৩৩ )

প্র

ধনপতি স্থরী	৮০৩
ধনুক্ষেটি তীর্থ	৫৪৯
ধনুর্দাসের উদ্ধার	৫৫০, ৫৫২-৩, ৬০৫
“ পরলোক	৫৮১
“ মঠমাস	৫৫২
ধর্মকীর্তি	১০৮-৯, ১১১-২, ৩৬১-২, ৮০০, ৯৪১
ধর্মকীর্তির গ্রন্থ	১০৯
ধর্মশুশ্রূষা মীমাংসক	৩৭৭
“ধর্মশাস্ত্র” ধনি	৫৯৭
ধর্মপাল, বোদ্ধাচাৰ্য্য	১০৮-৯, ৩৬১-২, ৯৪১
ধর্মপালের গ্রন্থ	১০৯
ধর্মপুত্র গ্রহণ	৫৫০
ধর্মপ্রচারের নীতি	৬০
ধর্মব্যাধের স্থান	৩৬১
ধর্মনিম্ন মহারতী	৬৯৮
ধনলাগদ্ধা	৮১
ধন্যকবক জৈন	২৯৩
ধনরার নগর	৮০০
ধনাপড়া প্রদান	৫৫৯
ধর্মশিব, পরমাণুকারণবাদী	৩১৬
ধর্মোপদ্রোহ	৪৭৯, ৭৫২-৩
ধর্মপরাশরতা	৭২৫-৬
ধর্ম	২৬৪

ন

ন কল্পণা ন প্রজয়া”	২৭৫
নীর গতি পরিবর্তন	৩৯, ৬০১
নন্দপ্রয়াগ	৮০, ৯১, ৫৩৯
নন্দরাজ	৮০
নাকিনী নদী	৫
নবীন্দ্র মহারাজ	২৭৮
না নাগায়ণায়” মন্ত	৪৭৩, ৫৪০

নন্দা আলোয়ার	৪৫০
নন্দিকাপে ভগবান্	৫৩৭
নন্দুরী ব্রাহ্মণ	৩১, ২২০, ৫৩৭, ৬৭৪
নরনারায়ণ, উপদেষ্টা	৫৬৮
নরনারায়ণ পর্বত	৮২, ৫৪০
নরবলিহারী সিদ্ধি	১৫২
নরবলি নিবারণ	৭৯
নরসিংহ পূজাপ্রবর্তন	৫৪৭
নরহত্যার হেতু	৬০৬-৭
নরেন্দ্রদেব বন্দী	৩৮৪
নরন্দার জনসন্তান	৬৩
নরন্দার পথে শঙ্কর	৫৫-৮
নরেন্দ্রকর্তৃক ব্যাধগণনামো	
বৈষ্ণবধর্ম প্রচার	৫৬০
নবনীত গণপতি উপাসক	২৭৫-৬
নষ্টগ্রন্থ উদ্ধার	২২৯-৩০, ২৩৮
নাগার্জুন, সিদ্ধ	১৫০, ৬৩৯, ৯৪১
নাথনায়িকা—শঠকোপ জননী	৬৪৩
নাথমুনি	৫২৭, ৬৪৪, ৬৫০
নাথমুনির জন্মস্থান ও গ্রন্থ	৫৪৯, ৬৪৭, ৬৫০
নাথবিজ্ঞান	৩২৪
নামকরণ, আচার্য্যদ্বয়ের	৩৫, ৪০৫
নামতীর্থ	২৫৬-৬
নামাপরাধ ১০টি	৯১৯-২০
নায়ার জাতি	২৩২
নারদকুণ্ড	৮৩, ৬৮৮
নারদকে পাণ্ডুরাজ উপদেশ	৫৬৮
নারদভক্তিসংহত	৮৯৬
নারদাতীর্থ	৩৪৬
নারায়ণ নাম মোহাঙ্গ	৩০৬
নারায়ণপুর গ্রাম	৬৪৭
নারায়ণপ্রতিষ্ঠা	৫৭৩-৪
নারায়ণবিগ্রহ উদ্ধার	৮২-৮৫
নারায়ণের উপাসনায় মুক্তি	৩২২

( ১০৩৪ )

নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব	২৬৩	নীলকণ্ঠ ভাষা	১৬৬
নালান্দা, বৌদ্ধবিহার	১০৮-৯, ৩৬৩-৪	নীলকণ্ঠের সহিত বিচার	১৬৩-৬
নালান্দার বৌদ্ধাচার্যগণ	৩৬২-৩	নীলগিরি পর্বতে আচার্য	৫৬
নালুরাণ মন্ত্রী	৫৫৭, ৫৭৮	নৃত্য	৪৪৭, ৫৭৮, ৬৭৬
নাসিক	১৪৯, ২৮১, ৬৫৮	নৃত্য-গীত সন্ন্যাসীর	৪৭৮, ৬৭৬
নাস্তিক মত	৩৬১	নৃসিংহদেব, ঘটিকাচলে	৫২৫
নিচুলা পুী	৫৫০	নৃসিংহদেবের স্বপ্ন	৩৭৩
নিজ অবতারত্ব	৫২১, ৭৫৭	নৃসিংহপুরে অভিচার	৫৬৪ ৭৫৫
নিজ নিজ আদর্শ দ্বারা তুলনা	৮৬৫-৯৩৪	নৃসিংহভরাক্রান্ত পদ্মপাদ	১৫৬-৬০
নিজেকে পাণ্ডী জ্ঞান	৫৭৬, ৭৬৯	নৃসিংহমন্দির	৮১
নিভাগ্রস্থ	৫৩০	নৃসিংহসিদ্ধি, পদ্মপাদের	১৬০
নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক	৮৭১, ৮৮৪	নৃসিংহের মেনাপতি নাম	৫৪০
নির্দিষ্ট্যাসন ১৬১, ২৬৭, ৩১৫-৬, ৩২২, ৮৭৪		নেপালের ইতিহাস	৩৪২
"নিধিনাগেভবন্ধে"	৮০২	নেপালে শঙ্কর	৩৮৩-৫, ৬৭২-৩
নিন্দা কি ?	২৩-২৭	নেপালে শঙ্করবিষয়ক প্রবাদ	৩৮৫-৮৯
নিষার্কমত	৬৫৮	"নেহ নানান্তি কিঞ্চন"	৪৩১
নিয়মপালন প্রবৃত্তি	৫৮০	নৈমিষারণ্য	১১৭, ৩৫৯, ৫৪৪
নিবন্ধনাষ্টক	৬৫৯	নৈয়ায়িক	১০৮, ৩৬১
নিরভিমানিতা	৫১০-১, ৭২৬-৭	নৈয়ায়িকের সহিত বিচার	৩৫১
নিরালস্য, আকাশোপাসক	৩০৮	নৈক্ষত্র্যসিদ্ধি গ্রন্থ	১২৭
নির্মলা ঘোষে দেহাস্ত	৪০১	জ্যোতিষ—নাথমুনির গ্রন্থ	৬৪৭
নির্ভয়ভাব	৪৮০, ৬০৬-৫২	জ্যোতিষিককার	৩৭৭
নির্বাক দশক	৩৯৬	জ্যোতিষবিন্দু গ্রন্থ	১০৯
নির্বাকানাষ্টক	৬২৬-৭	জ্যোতিষশাস্ত্র	৩৬১ ৬৫৩
নির্বাকপঞ্চরূপ	৩৪২, ৩৪৪	জ্যোতিষশাস্ত্র বৌদ্ধশাখা	১০৯, ৩৬১
নির্বিকল্প জ্ঞানস্বীকার ও অস্বীকারের		জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থ	৪৭০, ৬৫০
ফল	৯৫৪		
নির্বিকল্প জ্ঞানে বৃত্তি	ঐ	পক্ষীতীর্থ	২২
" " রানানুজ্ঞের আপত্তি	৯৫৮	পক্ষকেন্দ্র	৫২৫
নির্বিশেষত্ব বিচার	৪৯৪-৬	পক্ষতীর্থে আচার্য	
নির্বুদ্ধিতা	৬৭৯, ৭৩৬, ৭৬৮	পক্ষদেবতা পূজা	২০, ২৪৬-৯, ২৫৮-৯
নিবর্তকানুপপত্তি	৪৮৫-৬, ৪৯০		২৬১, ২৭১, ২৭৪, ২৭৬ ২৮৭ ২৯৭
নিবৃত্তানুপপত্তি	৪৮৫-৬, ৪৯১		২৯৯, ৩০১, ৩০৩-৪, ৩০৬, ৩৩৩-৫ ৩৫৮
নিবন্ধি কর্ম	২৭৫		৩৬২, ৩৬৮, ৩৮০, ৩৮৫, ৬৫৫, ৬৮১, ৭৭৭



( ১০৩৫ )

গণনারায়ণ প্রতিষ্ঠা	৫৭৩	পদ্মপাদের মাতুলালয়	২০৫-১০. ২৫৬
গণকমকার	৩৭০	" রোগমুক্তি	২৪০
গণসম্বায়ক—গণদেবতাপূজা দ্রষ্টব্য।		" বার্তিকের আপত্তি	১২৪-৭
গণসীম্বাট তীর্থ	৩৬৭	" বিভাগভিমান চূর্ণ	১৮৯-২১
গণমুদ্রা	২৬৪	" শিখতস্বাবধারণ	২৭১
গণবটী ( নাসিক )	১৪২, ২৮১	" সন্ন্যাস	৭০.
গণসিদ্ধান্তিকা	২৪২	পদ্মপুরাণে	১০০০.
গণাকরী জপ	২৫২	পরকায় প্রবেশ	১৭২, ৫৭৫, ৬০৮
গঠিত গ্রন্থাদির তালিকা	৬৮৬-৭	পরকাল, ভক্ত	৫৩২
গতঞ্জলিদেব	৫৬	পরজনিরোধী	৬৮৬
গতঞ্জলি ভাষ্য	৫৫, ৬২৩, ৬৩৮-৯, ৭২৯	পরমাণুকারণবাদীর সংস্কার	৩১৬
গতিতোক্তার প্রবৃতি	৭২৭-৮	পরশুরাম	৩১, ৬৭৪
গতীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ	৪৫৫	পরশুরামতলা তীর্থ	৩৬৭
গতীর উপর বিরক্তি ও ব্যবহার	৪৪২, ৪৫০-১, ৭৬২	পরশুরাম মন্দির	৪০০
গতীর সহিত মতভেদ	৪৫৬	পরাক্ষুণ পূর্ণাচার্য	৫৫০, ৬৪৩
গনার্থ সংখ্যা	৩৪২, ৩৫০	পরাক্ষুণ দাস	৬৪৭
গনগিরিতে জৈনবধ	৫৭৩-৪	পরশর ভট্ট	৫৪২, ৫৮২, ৫৯৬
গনপাদ, উপদেষ্টা	১৫০, ১৭৩, ২৭১, ২৮২, ৩০০, ৩২৭-৮ ৩৫৮	পরিহাসকুশলতা	৫৩৬, ৬০৯, ৭২৯
গনপাদকর্তৃক শঙ্করের প্রাণরক্ষা	১৫৫-৭, ৩৭২-৪	পরেচ্ছাজনিত প্রারম্ভভোগম্ভাব	১৭০
গনপাদকর্তৃক শৃঙ্খরীর্ষ্ম নির্মাণ	১৮১-৬	পরেচ্ছাধীনতা	৬৮০
গনপাদের অনুভাপ	১২৯, ২০২	পরোপকার প্রবৃতি	৪২০, ৬০৩, ৬৭৭, ৬৮০, ৭৬০-২
" ক্রোধ	৩৭৩	পর্ণকুটীরে বাস	২৯৮
" গায়কবেশ	১৪৫	পলায়ন	৪১৮- ৫৫২, ৬০৬
" গুরুপূজাদি	২৭১, ৩৭৪-৫	" সম্বন্ধে মতভেদ	৫৫৮
" গুরুভক্তি	১৫৮-৯	পলায়নে দ্রববস্থা	৫৬০
" তীর্থযাত্রা	২০০-১২	পল্লভবংশীর রাজগণ	২৪১, ২৭৭, ৭২২
" হংস	২৩৯	পশ্চিম সমুদ্রকূলে আচার্য	৫৩৮
" বৃসিংহসিদ্ধি	১৬০	পশুপতিনাথ	৩৮৩-৫, ৬৭৩
" পদ্মপাদ নাম	৮৬-৮	পাকরাত্র	৮৬, ১১৭, ২৫৬ ২৬২, ৩৩২, ৬৮১, ৬৯৬, ৮৯৩, ৮৯৫
" ভাষ্যটীকারচনা	১২৯-২০১, ২৪০	পাকরাত্র আগম ও বেদ	২৬৩, ৫৬৮, ৬৭৫, ৭৪৬
" মহত্ব	২১১	" " গ্রন্থ	৪৭০, ৬০৮

( ১০৩৬ )

পাকুরাত্র প্রথাপ্রবর্তন	৪৬৪.	পিণাকপানি	১৭৩
৫৩৭-৮, ৫৪৫, ৫৬৮		পিণ্ডদানকেন্দ্র সিদ্ধপুর	৩৩১
হইতে গোড়ীয় সিদ্ধাস্তের		পিণ্ডারক নদী	৮.
উৎকর্ষ	৮২৭	পিতৃতীর্থ গয়া	৩৬৪
পাঞ্চালরায় মূর্তি	৫৪৭	পিতৃমাতৃকুল ও পরিচয়	৩২, ৪০৩, ৪১৬
পাটন, নেপালের রাজধানী	৩৮৪		৬৭৪-৬
পাটলিপুত্রে আচার্য	৩৬২-৩, ৩৭৭, ৭২৯	পিতৃলোক উপাসক সংস্কার	৩২১-২
পাঠক, কে, বি, পণ্ডিত	৭২৮-৯ ৮০১	পিতৃলোকের স্থান	৩২১
পাণিনি, মূনি ও গ্রন্থ	১০৮, ৬৪১, ৭২৭, ৭২৯	পিতৃবিয়োগ	৩৫, ৪০২, ৬০০, ৬৭৫
		পিল্লান—ঐটিশালের পুত্র	৫৩৫, ৫৮২
পাণ্ডারপুরে	১৪৯	পুণামেলি—কাঞ্চাপূর্ণের জন্মভূমি	৪০৬
পাণ্ডুরথের	৮১	পুণ্ডরীকপুর	১০৪
পাণ্ডুরঙ্গদেব	১৪৯	পুণ্ডরীকাক্ষ, গুরু	৬৪৮
পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক স্তোত্র	ঐ	পুত্রপালন ও বিবাহাদিদান	৫৫০
পাণ্ডুরাজ্য	৪০৩-৪, ৬৪৩	পূরণ	২৭৩, ৬০৮
পাতঞ্জলমত	৮৬, ১০৮, ৬২৬	পূরণাদিতে উভয় মতের নিন্দার	
পাতঞ্জলোক্ত যোগ ও শব্দরের অনুষ্ঠান	৮৮৭	আলোচনা	২২২
পাতঞ্জলোক্ত যোগপরিচয়	৮৭৮, ৮৮৭	পূরণের তাৎপর্যনির্ণয়ে বাধা ও তাহার	
পাতঞ্জলোক্ত যোগের বিদ্ব ও		উপায়	২৭৬
তাহার নাশোপায়	৮৭৯	পূরণে রানানুজ্ঞমতের নিন্দার উদ্দেশ্য	১০০৪
পাতঞ্জলীর সহিত বিচার	৩৫০	পূরণে শব্দরমতের নিন্দার উদ্দেশ্য	১০০৩
পাতালগামিনী গঙ্গা	১৫০	পুণীধাম—জগন্নাথধাম স্রষ্টব্য ।	
পাদশুদ্ধাস্ত, শিষ্য	২৪৩	পুরুষনির্ণয়গ্রন্থ	৪৭০
পাদম্পর্শের মাহাত্ম্য	৫৫৭	পুরুষপুর—পেনোয়ার	৩৩৫
পাদুকাবাহী সৌগত	২৯২	পুরুষস্বস্ত	২৬২
পাদোদক মাহাত্ম্য	৫৪৩, ৫৬৩, ৫৬৫, ৫৮০	পুরুষতীর্থ	৩৩৪, ৫৯২
পাপিজ্ঞান নিজেকে	৫২০, ৭৬৯	পুস্তকবাহী চার্বাক	২২০
পারসিক অভিধান	৩৩৫	পূজাপ্রথা, বৈধানন ও পাকুরাত্রমতে	৪৬৪
পার্বদারথীমিশ্র, পণ্ডিত	৬৪১	পূজা, আচার্য কর্তৃক	৭৮, ৯৩, ২৪৩, ২৫১
পার্বদারথীর মন্দির	৪০৪		৩২৭, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৫৪ ৩৬০
পার্বতীদেবী	১৭৩		৩৬২, ৩৮৪, ৩৯০, ৫৫৮
পাণ্ডপত	৮৬, ১৫০, ১৬৩-৫	পূজার ভারগ্রহণ	৬০৪
পাণ্ডপত ব্রত	২৫৩	পূজালাভ	৬৭৬
পাণ্ডপতাচার্য	৩৬১, ৩৭৭	পুদন্ত	৪৪০, ৬৪৩



## ( ১০৩৭ )

পূর্ববর্ষা	১১২, ৩৬৫, ৩৭৭, ৭২৬, ৮০১	প্রপত্তিতে ছয়টি বিরোধরাহিতা	৬৮৬
পূজনের ফলে ধনী	৩০৩	প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজা	৩৭৭
পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা		প্রভাকর পণ্ডিত	১৭৪
একশাস্ত্র	৩৭৯	প্রভাকর, বুদ্ধ	১০৮, ২০৫, ৯৪২
পূর্বমীমাংসা ও তাহার বৃত্তি	৬৪১	" নবীন	১১৯-২১, ৯৪২
পূর্ববঙ্গ	৩৭৭	প্রভাসে আচার্য্য	৩৩১
পৃথিবীমূর্ত্তি শিব	২৭৮	প্রমাণ	৪৮২
পৃথিবীরাচার্য্য	৩৯৩	প্রমাণনিচারণ	২৮৯-৯০
পে. আলোয়ার	৪৫০, ৬৪৩	প্রমাণানুপপত্তি	৪৮৫-৬
পেইহে আলোয়ার	৪৫০, ৬৩৮, ৬৪৩	প্রমাণবাস্তবিক কারিকা	১০৯
পেরিয়া আলোয়ার	৪৫০, ৫৩৪, ৬৪৪	" " বৃত্তি	ঐ
পেরিয়া রমণী	৫২৩	" " বিনিময়	ঐ
পেরিয়া তিরুমলাই নথি	৪০৩	" " সমুচ্চয়	ঐ
পেবেমুহুর	৪০৩, ৪০৬, ৫৮২	প্রমেয়	৪৮৩
পৈঠান	১৪৮	প্রমেয়নার গ্রন্থ	৫১১
পোরবন্দর	৭২৭	প্রমাণে আচার্য্য	১১৮-২৬, ৩০৬-১৭, ৫৩৯
পৌণ্ডবর্দ্ধন	৩৬৬, ৩৭৬	প্রমাণের পক্ষে	১১৭
পৌরাণিক ধর্ম	৬৫৩, ৯৪২	"প্রমাণকালে মনসাচলেন"	৬৮৩
প্রকৃতিকারণবাদী	৩১২	প্রবৃত্তি-অনুকূল সিদ্ধান্তের ফল	২৫০
প্রচণ্ডদেব পৌণ্ডবর্দ্ধনে	৩৭৬	প্রবৃত্তি বৃত্তি ও শাস্ত্রানুকূলমতের	
প্রণতিভিহর, শিঙ্গা	৪৭৯-৮০, ৫৭৯	তুলনা	২৯১
	৫৮১-২	প্রশস্তিপাদভাঙ্গ	৩৬২
প্রতিকারপরামুখতা সন্ন্যাসীর, ক্ষমাপ্রদেয়।		প্রসাদভক্ষণে মতপরিবর্তন	৫৭৯
প্রতিজ্ঞাপালনাদি	৫৩, ২১৩, ২১৬, ৪৩৮	প্রস্তরময় জাতার জৈনবধ	৫৭৩
	৫২৭, ৫৫০, ৭৩২	প্রস্তরমূর্ত্তি	৯১, ৫৭৫, ৫৮২, ৬৭৭
প্রতিপক্ষপ্রভাব তুলনা	৬০৫	প্রস্তরমূর্ত্তির বাক্যক্ষুতি	৫৭৫
প্রতিভা	৪১২	প্রস্থানক্রম, বেদান্তের ৮৬, ১০৩, ১২২, ১২২	
প্রতিহিংসা	৫৬৪, ৫৭৫, ৬০৬	প্রহ্লাদ	২৬৪
প্রতিষ্ঠান—পৈঠান	১৪৮	প্রাগ্জ্যোতিষ	৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৭
প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য	২৮৯	প্রাণনাথ, বায়ু উপাসক	৩৭৭
প্রত্যভিজ্ঞামত	১৬৩	প্রাণনাশচ্ছেদ্য	৪১৭, ৬০৪
প্রদ্যম	২৯৯	প্রাণভয়	৬০৬, ৭৭০-৭৩
প্রধান—শ্রুতান্ত্র	৩১৩	প্রাণরক্ষা ভগবৎকৃপায়	৪১৮
প্রপক্ষনারভঙ্গ	১৮৮, ২৮৭, ৩৭১, ৩৭৬	ব্যাখ্যিক্তসাহায্যে	৫৬০

( ১০৩৮ )

প্রাণিগণের উপাসনা	২৯১	বরদদেব, নেপালের রাজা	৩৮৪
প্রাণিহিংসা	৬০৪	বররঙ্গ, বামুনশিখা	৪৬৮
প্রাপ্তিবিরোধ	৬৮৬	বররঙ্গের নিকট শিক্ষা	৪৭৮
প্রশিক্ষিতদ্বারা উপদেশলাভযোগ্যতা	২৫৮	বলদেব বিদ্যাত্মক	২৩১-২
" " জাতিলাভ	২৫০, ২৫৮	বল পর্বত	১৫২
	২৮৭, ২৯৭	বলরামের লাসল	৩৬৭
প্রশিক্ষিত, সপ্তমপুরুষের	২৫৮	বলবর্ণা রাজা	৮০১
প্রেমভক্তি	৮৯৯	বাণপণ্ডিত	৩৩১
প্রেমের লক্ষণ এবং ভাগবত ও		বাণরাজা	২১
পাঞ্চরাত্র মত	৮৯৫	বুদ্ধ অবতার ৩৪৪, ৩৬৪-৬, ৬৫৪ ৬৭১, ৭৬২	
		বুদ্ধগয়া	১১২, ৩৭৭, ৬৭১
		বুদ্ধপূজায় শব্দরসশ্রুতি	৩৮৬
কপিপতি	২৬৫	বুদ্ধমূর্তি	১১২, ৩৬৫, ৩৭৭, ৬৭১
ফুলমুনির আশ্রম	২০৮	বুদ্ধিকৌশল আচার্য্য	১২৮-৩০, ১৪২
ফীটসাহেব, চালুকা বিক্রমাদিত্যের			৪৫৪-৬
সময়	৭২৪	বুদ্ধিবিরুদ্ধি, শিক্ষা	২৪৩
		বুদ্ধের চৌষা	১১০
		বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্ব	৩৩৫, ৩৪৪
বণিকের কাম-লুপ্ত	৫১৫-৬	বোধঘনাচার্য্য, সুরেশ্বর শিখা	৭২২
বদিকাক্রমে	৭৭, ৩৮৬-৭, ৫৩৯-৪০	বোধসার	১৮৮
বদরিকাক্রমের রাজা	৮১, ৩৮৬	বোধদারগ্রন্থে শব্দরের ভক্তি	২৩০
বদনীনাথ ৭৭, ৮১-৫, ৮৯, ৩৮৬-৯ ৫৩৯-৪০		বোধায়ন মুনিনির্ণয়	৬৪০-১
বক্ষ্যাপুত্র	৩০৮	বোধায়নবৃত্তি	৫২৭, ৫২৯, ৫৪১-৩, ৬৩৩, ৬৪০-২, ৮৪৭
বরদরাজ, ভগবান্	২৭৯, ৪০৬, ৪২১, ৪২৩	বোধায়ন বৃত্তি অপহরণ	৫৪৩-৪
	৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৪০	বোধি ঋষি	৬৪১
	৪৪৪, ৪৪৭, ৫০২, ৫৩১, ৫৭৮, ৬০৪	বোধিগ্রন্থ	১১২, ৩৬৫, ৩৭৭, ৬৭৩
বরদরাজের উপদেশ	৪৪৬	বোধিনন্দ ১৬ জন	৬৪১
" নিকট চমুভিক্ষা	৫৭৭	বোধ্য ঋষি	৬৮৩
" সহিত কথাবার্তা	৫১৯, ৫৭৮	বুদ্ধ আশ্রম চতুষ্টয়	৩৮৬
" স্বপ্নদান	৫৪৬	বুদ্ধগ্রন্থ ৮৪০০০ বিনষ্ট	৩৫১
বরদবিষ্ণু	৫২৯, ৫৫৮, ৫৮২, ৫৯৬	বুদ্ধ চারি সম্প্রদায়	৩৫৩
বরদাৰ্য্য পত্নীর সত্য ও গুরুসেবা	৫১৪-৫	বুদ্ধ তাত্ত্বিক ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬৬, ৬৫৩	১০৮
বরদাৰ্য্য শিখা	৫১২-৩	বুদ্ধ নৈয়ায়িক	
বরদারাজ্য	৫৬		



( ১০৩৯ )

বৌদ্ধ স্তায়শাস্ত্রাণাথা	৩৬১	ব্রহ্মা	২৭৬, ২৯৬, ২৯৯, ৩০২-৫
বৌদ্ধমত ও বেদান্তমত	৩৫১, ৩৬৪		৩৩৪, ৩৯৪, ৫৬৯ ৬৫৫
বৌদ্ধ, সাধানিক বা শূন্যবাদীর		ব্রহ্মাণ্ডগিরিকৃত শঙ্করবিলাস	৭৫৫
সহিত বিচার	৩৪০-২	ব্রহ্মার অবতারণা	১২৪.
বৌদ্ধ, বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচার	১০৯	.. উপাসক	৩৩৪
বৌদ্ধ, বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচারের		.. দিব্যরাত্র	২৭০
সহিত বিচার	৩৪২-৪৫, ৩৫১	ব্রহ্মের সমুৎপত্তি যুক্তি	৪৬০, ৪৬৭.
বৌদ্ধের মতপরিবর্তন	২৯১, ২৯৪	ব্রাহ্মণ আনয়নদ্বারা ধর্মরক্ষা	৩৬৮-৯.
বৌদ্ধ ৮৬, ৯০, ১০৩ ১০৭-৮, ১১৮, ১৩০,		ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব	২৬২-৩.
১৭২, ২৭৭, ২৭৯, ৩০১, ৩০৪, ৩২৬		ব্রাহ্মণ শূদ্রবিচার	৫৫৫
৩৩১, ৩৩৪-৬, ৩৪০-৫, ৩ ৭, ৩৬০,		ব্রাহ্মণ জন্মের হেতু	৩১৮
৩৬২-৩, ৩৬৫-৯, ৩৭৬, ৩৮৩, ৩৮৫,		ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয়	৩১১
৬৫২, ৬৮১, ৯৪২		ব্রাহ্মণত্ব, তপোবলে	৩৪৭.
ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ	৮১	ব্রহ্মণ্য দারিদ্র্যমোচন	৩৬, ৬০০
ব্রহ্মপুত্র	২৫৭, ২৫৯	ব্রাহ্মণের দণ্ড	৭৫৬
ব্রহ্মচর্যা	৭৩৩ ৪	ব্রাহ্মণের লক্ষণ	২৭৩, ২৯৭, ৪০৮
ব্রহ্মজ্ঞের অবস্থা	৬৮, ৭০ ৭৫, ২১৮-৯,		
	২৩১, ২৩৯ ২৪২		
ব্রহ্মজ্ঞের বিধিনিষেধ	২১৪, ৩৫৫	ভক্তকন্ম্যা	২৫৭.
ব্রহ্মদৈতা	৪১৩-১৪	ভক্তগ্রামে বাস	৫৬৪.
ব্রহ্মপুত্রনদ	৩৬৭-৯, ৩৭৬	ভক্তজ্ঞানী	২৫৭.
ব্রহ্মসেধ রীতিতে অস্তোষ্টি	৫৯৭	ভক্তপদরেণু	৬৪৪.
ব্রহ্মাচারোপহাৰা সম্মান	৫৩০	ভক্তসঙ্গে কাম্যকের উদ্ধার	৫১৬-৭
ব্রহ্মাভেদে মৃত্যু	৫৯৭	ভক্ত সম্প্রদায়	২৫৬, ২৫৯.
ব্রহ্মাঙ্গস হইতে মুক্তি	৪১৩, ৫৬৪, ৬০০	ভক্তসম্বর্জন	৫৩৩, ৫৩৫, ৫৭২, ৫৭৭
ব্রহ্মলোক ও বিম্বলোকে গতি	২৯৪		৫৭৯, ৫৮০, ৬৪৪-৫
ব্রহ্মবল্লীপাঠ, মৃত্যুকালে	৫৯৭	ভক্তিভাব	৪১১, ৪২২, ৫৫২, ৪৫৫ ৪৮০
ব্রহ্মবাদ	৩৪১ ৩৬০, ১০০০		৫১১, ৫২২, ৫৩৩, ৫৩৬, ৭৩৬-৮
ব্রহ্মজ্ঞের অর্থ	৩০৩, ৩১০, ৩৪৪	ভক্তিভাবাধিকাই গুণের সহিত মতভেদের	
ব্রহ্মজি	১৯৮	হেতু	৪১১.
ব্রহ্মত্ব ও ভাষ্য	৬৩, ৬৯, ৭৭ ৮৬,	ভক্তির ত্রিবিধভেদ	৮৯৮
১২২-৩, ১৩০, ১৬৩, ৩২৮ ৯ ৩৭০,		ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গের লক্ষণদ্বারা	
৪৭০, ২৭, ৪৮০-১, ৬৪০, ৮৫৬		তুলনা	৯২৬-৯
ব্রহ্মত্ব উভয়ের মতভেদ মীমাংসায়		ভক্তির প্রভাব	৫৩৫
অসমর্থ	৯৬৯	ভক্তির লক্ষণ	৮২৪.

( ১০৪০ )

ভক্তির লক্ষণরূপা ভগবত ও পাঁচরাত্রনতের	ভগবানের সহিত কথোপকথন	৫১৯, ৫৩১,
সহিত গোড়ীয় মতের সম্বন্ধ		৫৩৫, ৫৩৭, ৫৭৮, ৬০৯
ভক্তির বিভাগচিহ্ন	সহিত সম্বন্ধজ্ঞান	৭৬৮
ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও আবস্তর	ভট্টপাদ—কুমারিল ভট্টব্য।	
বিভাগ	ভট্টমণ্ডপ. লাহোরের নিকট	৫৪০
ভক্তির বীজ	ভট্টভাস্কর	৬২৯
ভক্তের নিকট জাতিভেদ	ভদ্রতা	৭২৯
“ভক্তা নামভিজ্ঞানাতি”	ভদ্রহরি	৩০৪, ৭২৭
ভগবৎ রোগাক্রান্ত আচার্য্য	ভয়	৪৮০, ৬৫২
ভগবৎকর্তৃক আচার্য্যের সম্মান	ভর্জুপপক্ষ	৩০৪, ৭২৭
	ভর্জুহরি	১০৮, ৩০৪, ৫২৭, ৭২৬-৭
ভগবৎকর্তৃক আচার্য্যের সেবা	ভবভূতি	১৬৬, ৭২৭-৮
“ তিরস্কার	ভবানী উপাসক সংস্কার	২৪৬
“ ভক্ত চণ্ডালকে স্বদ্ধে	ভবিষ্যদ্বাণী	১২৮, ২০০
“ আরোপণ	ভবিষ্যদ্ব্যবস্থা	৬০৭
“ স্বপ্নদান	ভাগবত, শ্রীমদ্	৬৪১
ভগবৎকৃপা আচার্য্যের উপর	“ শ্রীবৎসাদ	৫২৭
৪০১, ৪১৮, ৪২১, ৫২০, ৫২১.	“ সম্প্রদায়	১১৭, ২৫৬, ২৫৯,
৬১০, ৬৭৮		৬৮১, ৮২৬, ৮২৫
ভগবৎপ্রতিষ্ঠা শাস্ত্র	ভাগীরথী	৬৬৭
ভগবদ্ভিচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ	ভানুমরীচি	২৪৬
ভগবদ্গীতা	ভামতী গ্রন্থ	৮০১
ভগবদ্ দর্শন	ভারতীতীর্থ	৮৭০, ৮৭৭
ভগবদ্ভিন্নভরতা	ভারতের অবস্থা, আচার্য্যের সময়	৬৫২-৮
ভগবদ্ভক্তি	ভারুচি, বেদান্তভাষ্যকার	৫২৭
ভগবদ্ভাবের অনিত্যতা	ভাবনাবিবেক গ্রন্থ	৭২৭
ভগবদ্বিগ্রহ রক্ষা	ভাবভক্তির লক্ষণরূপা তুলনা	৮২৯, ২২৫
ভগবানকে উপদেশ দান	ভাবের আবেগ	৬০৩, ৭৩৮, ৭৪০
ভগবানকে শালকুপের জলে স্নান	ভাষ্যকার নান	৫৩০, ৫৪১, ৬০৭, ৬৩৩
ভগবানের অবতরণহেতু	ভাষ্যপ্রামাণ্যধারণ	১০১-২, ৫৩৮, ৬৪৫
“ উপর অভিমান	ভাষ্যরচনা	৬৭, ৬৯, ৭০, ৮৫, ৮৬, ১০২-৩
“ ব্যাধরূপে আবির্ভাব		১৮৬, ৫২৭, ৬০৩-৮, ৬৮০
“ শিক্তরূপে কলদান		৩২৮-৩১
“ শূদ্রবেশে আবির্ভাব	ভাস্করপণ্ডিতসহ বিচার	৩২৮
	ভাস্করভাষ্য	



( ১০৪১ )

ভাস্কর-মত	২৪৩	ভোটদেশে শঙ্কর	৩৮৮
“ বন্দী রাজা	৩৬৯	ভ্রম ও সংশয়	৬০৯, ৭৭৩-৪, ৭৮২
ভাস্করাচার্য	৬৪১	ভ্রমজ্ঞান বিচার	৪২৩-৪, ৪২৬
ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ	৪৮০	ভ্রমণ	৬০৮, ৬৮০
ভিক্ষু	৩৮৩	ভ্রমতত্ত্বানুসারে মতভেদ	২৫১-২
ভিক্ষু ও ভিক্ষণীর বিবাহ	৩৮৫-৬	“ মতভেদের প্রকার	২৫৩
ভিয়েনা ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস	৭৯৯	ভ্রমরাবেদী	১৫০
ভিন্নিপত্তরে আচাৰ্য	৫৩৪	ভ্রান্তি—ভ্রম দৃষ্টব্য।	
ভীমসেনস্থান	২২		

ভূতগণকর্তৃক কালটীবাদীর উপর

ম

অভিশাপ	২১৪	মক্ষিকাজপী রামানুজ	৫৪৮
ভূতপুরী ৪০৩, ৪০৫, ৫৩২, ৫৮২, ৬৭৭		মগধ ১০৮, ১১১-২, ৩০১-২, ৩৬৪, ৩৭৭	
ভূতাপসারণ	৪১৩, ৫৬৪	মগধরাজ্যে আচাৰ্য	৩৬২-৩, ৫৪৫
ভূমি-উপাসকসংস্কার	৩০৭-৮	মগধাধিপতি	৩২৬, ৩৬১
ভূমিদান গ্রহণ ও দান	৫২১	মগধের গুপ্তরাজ	৩৬৬, ৩৬৩
ভূমি—রামানুজভগ্নী ৪০৬, ৪০৮, ৪৫৭		মগধপণ্ডিত, শঙ্করের মাতুল	৩২
ভূবৈকুণ্ঠ, বেঙ্কটচল	৫২০	মঙ্গলগ্রামে গোবিন্দ	৪২৮-৯
ভূগোল উপনিষৎপাঠ মৃত্যুকালে	৫৯৭	মঙ্গলাদি গ্রহোপাসক সংস্কার	৩১৯-২০
ভূদ্বীপ	৮১	মঠনির্মাণ, শৃঙ্খলীতে	১৮২-৪
ভূক ও নর্পের মিত্রতা	৫৬, ১৮১-২	মঠস্থাপন	৩৯২-৩, ৫৪৭, ৫৭৪, ৬৬১
ভূদ্যো, রাজধানী	১৪৮, ২২৫	মঠাশ্রয়	৩৯৩, ৬০৭
ভূদপক্ষক	৩৩৩	মঠে স্বী লইয়া বাস	৬২০
ভূদবাদী	২৭৯	মঠের গুরুতালিকা	৮০২
ভূদোভেদবাদ	৩৩০, ৪২২-৩	মণিকর্ণিকা	৭৫, ৩১৮
ভূলাপুর, দাশরথি	৫৭৪	মণিচূর পর্বত, নেপাল	৩৮৬
ভুলুরমন্দিরে চণ্ডাল	৫৭৩	মণিপুর	২৭৩
ভুলুরে চেম্বিগিনায়ায়ণ	৫	মণিযোগিনী	৩৮৭
ভুলুরে দাশরথি	৫৭৪, ৬৬১	মণ্ডনমিশ্র ১১৯, ১২৩-৪৮, ১৭২-৩, ১৮১, ২৩৭, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৬৩, ৩৭৮, ৬০৫, ৭৯৭-৮	
ভূরব, চৌরবাসা	২২	মণ্ডন পরাজয়	১৩৮, ১৬৩
ভূরবতত্ত্বাবলম্বী	২৮১-২	মণ্ডনসহ পরিহাস	১২৯
ভূরবস্থান	১৫৪-৬	“ বিচার	১৩২, ১৩৪-৩৮
ভূরবাবির্ভাব	৩০৬	মণ্ডনের গ্রন্থাদি	৬০৫
ভূরবের জন্ম	২৭৬		
ভূজন—সন্ন্যাসীর	৪৭৮, ৪৮০		

( ১০৪২ )

মণ্ডনের বাটী	১২৭	মহাদি স্মৃতিশাস্ত্র	৮০২
” সম্মান	১৩৮, ১৪৬	ময়ূর কবি	৩৩১
মতভুলনা—‘সামান্যভাবে মতভুলনা’ দ্রষ্টব্য।		ময়ূরগণ্ডী	২৮১
মতস্যয়ের মূলস্থত্র	২৪২-৫০	মরুজবনগরে আচাৰ্য্য	২২৭-২২
মতভেদনীমাংসার আবশ্যকতা	৮, ১২	মরুডুর নথি	৫১১
মতিসরোবর	৫৭৩	মল্লপুরে আচাৰ্য্য	২২৫-৭
মতের প্রভাব	৬৮০	মল্লার উপাসক সংস্কার	২২৬
মৎস্যকুর্মা	৩১১	মল্লাসুর	৫
মৎস্তেন্দ্র রাজার কথা	১৪৩, ৩৮৪	মল্লিকার্জুন	১৫০
মথুরা	১১৭-৮, ৫৩৯	মন্তকদান	১৫১, ৬০৬
মদনমোহন মূর্তি	১১৮	মহা আচার্য্যের	২৩৬-৮, ২৩৯, ৩৭৪, ৪১৪, ৪৭৩, ৪৭৭, ৫৫৬, ৬০৬
মদরাস্তক	৪৪৮, ৫৪৮	মহন্তদ্বাদির উৎপত্তিবর্ণন	২৭৬, ৩১৩
মধুমতী নদী	৩৪৬	মহম্মদীয় যবন ৩৩৬, ৫৬৪, মুসলমান দ্রষ্টব্য।	
মধুর কবি	৪৫০, ৫৩৫, ৬৪৪, ৬৪৭	মহাকাল, উজ্জয়িনীতে	৩২৭
মধুররস পরিচয়	৯১২-৩	মহাকাল, নেপালে	৩৮৭
মধ্যার্জুনে আচার্য্য	২৪৩-৬, ৬০৫	মহাগণপতি উপাসক	২৭২
মধুমত	৬৫৮, ৮৯৩	মহাদেবী বা দ্ব্যতিমতী	৪০৩, ৪০৫, ৪২৪
মনন	১৬১, ২৬৭, ৩১৫-৬, ৩২২, ৮৭৩	মহানুভবসম্প্রদায়	৬৩১, ৭৮৮, ৮০১
মল্ল	২৫৭, ২৬৭	মহাপাতকী বলিয়া খেদ	৫৭৫
“মল্লকুলাসিতা” পদের অর্থ	৭৯৩	মহাপূর্ণকর্তৃক রামানুজকে দীক্ষাদান	৪৪২, ৫০৪
মল্লোলোকোপাসক সংস্কার	৩১১-২	” ” প্রণাম	৫৫৬
মল্লসংহিতা	৩১৩	” ” শিরে করাঘাত	৪১৭
মণীবাগধক	১৮৮	মহাপূর্ণকে গুরুকরণে বরদরাজ	৪৪৬
মনোগ্রন্থি যোগ	২৯৮, ৩১৫	ভগবানের আদেশ	৪৪৭
মনোরন্তির প্রকৃতিভেদ	৬৫২	” রামানুজের নিকট প্রেরণ	৫৫৫, ৬০৬, ৬৫১
মন্ত্রশক্তি	২৮৭, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮৫, ৪১৫, ৪৬৬, ৫৪২, ৫৫৯, ৫৬৪	মহাপূর্ণের উদারতা	৫৫৬
মন্ত্রশাস্ত্র	৩৬৮	” উপায় ভক্তি	৪৩৪
মন্তার্থ প্রকাশ	৪৭২-৪	” কাকাগমন	৪৫০
মল্লিকিনী নদী	৮০	” নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন	৪৫২
মল্লধোংসব	২৯৯	” ” সাম্প্রদায়িক বিদ্ভালত	৪৫২
মন্দিরপ্রাপ্তি সমাধি	৪০১, ৫২৭	” ” প্রাণদণ্ড	৫৬০, ৫৭৪, ৬০৬
মন্দিরের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রাপ্তি	৫৮২	” ” ঐরকমে প্রস্থান	৪৫২
” কিষ্করগণের নিকট ক্ষমা	৫৯৬		



( ১০৪৩ )

মহাপূর্ণের সহিত পরিচয়	৪৩৫	মানবপ্রকৃতিবিচার	৬৫৫
শ্বেচ্ছায় চোলরাজসম্রাট গমন	৫৫৮	মানববুদ্ধির প্রকৃতি	৯৩৬
“মহাভাগবত দেখে”	৯১৩	মাকাতার তপস্তাস্থান	৯২
মহাভারত রচনা	৮৫	মামুদগাজনী	৫৬৯
মহারাষ্ট্রদেশ	১৪৯, ৫৩৯	মায়ার নিত্যতা	৪৬৭-৮, ৯৫০
মহালক্ষ্মী উপাসক সংস্কার	২৪৭	মায়াবাদ ও তাহার খণ্ডন	৩০৮, ৫০২
মহাবিশ্ব	৬৪৩	মারগ উচ্চাটন বর্ধীকরণ	৬৫৩
মহাবাকাবিরেক	৮৭৫, ৮৮৫	মারনেরি নখির সংস্কার	৫৫৫, ৭৫৬
মহাবীর	১১৩, ৩৩৯	মারুতি আশ্রয়	৫৬১, ৫৭৪
মহাপ্রস্থান	৯২, ৪০১, ৫৯৭	মারুভেয় পুরাণ	২৫৪, ৩০৬
“মহাবলা মহাকায়ী”	৮৮৯	মালতিমাধব গ্রন্থ	৭৯৭
মহিষমর্দিনী তীর্থ	৯২	মালবরাজ যশোবর্দ্ধা	৬৬৬
মহীশূর	১১২, ৫৬৩, ৫৭৩	মালবরাজ্য	৬২৬
মহীশূর গেজেটায়ার	৪০০, ৫৭৩	মালাধরের নিকট শিক্ষা	৪৭৭
মহীর্কর্ণরাজার উপাখ্যান	৩৪৭	মালায়ালম্ ভাষা	৩৫
মহেশ্বর মূর্তি	২৪৩, ২৯৯, ৩৬৫, ৩৭৭, ৬৭১	মালাবার দেশ	৩১, ৪০০, ৬৪৪, ৬৮১
মাগধের কর্মকারী বোদ্ধ	২৯৫	মালাবার ভাষা জাতিনাশ	৭০১
মাগধ কাকারিকা	৩৮১-২, ৬৫০	মাহিগুজী নগর	১২৪, ১২৬, ১৪৭
মাগধুডিপুর	৬৪৫	মাহেশ্বর সম্প্রদায়	১৫০, ১৬৩
মাতৃভাষা, আচার্যের	৩৫, ৪০৩	মাহেশ্বরীশক্তিই মূল	২৫৩
মাতৃভাষায় অনুরাগ	৫৫০	মিতাক্ষরাকার, বিজ্ঞানেশ্বর	৮৮২
মাতৃবিয়োগ	২১২-২৪, ৪৩৪	মিথিলায় আচার্য	৩৬০-২, ৫৪৫
মাতৃসবীপে রামানুজ	৪২২-৪	মিথিলা, শালগ্রাম	৫৬৩
মাতোয়ালিন : চীনপুরাতত্ত্ববিৎ	৭৯৯	মিথ্যাচরণ	৭৭৪-৬
মাহুরা	৫৩৩, ৫৩৪, ৬৪৮	মিথ্যার কার্যকারিতাবশতঃ উভয়	
মাজাজ	৪০৩, ৫০৮, ৫৯৯, ৭৮৭	আচার্য অজান্ত হইতে পারেন না	৯৭১
মাধব—পাক্ষরাত্র মতাবলম্বী	২৬২	মিহিরকুল রাজা	৩৩৬
মাধবের শঙ্করবিজয়	২৬, ৭৩, ৩২৯, ৫৭০, ৪০০, ৬৩৮, ৬৫০, ৭৯৫, ৭৯৭, ৮০৩	মীনাক্ষীদেবী	৫৩৪
“শঙ্করবিজয়ে দোষ	৩৫৬, ৪০০	মীমাংসক ও বেদান্তমত	৩৭৮
মাধ্যমিক বোদ্ধমত	৩৫১	মীমাংসকসহ বিচার	৩৫২-৩
“মানবগোত্রসম্বন্ধ” শব্দের অর্থ	৭৯৩	মীমাংসা ১১৭, ৩১৮, ৩৬১-২, ৬৫৩, ৯৪২,	
মানববর্ধনহুজভাষা	১১৭	মীমাংসাদ্বয় একশাস্ত্র	৩৭৯
		মুক্তি ও বকুঠলাভ	২৯৮
		মুক্তির আশীর্বাদ	২৬১

( ১০৪৪ )

“মুক্তি” শব্দকলং জ্ঞাত মুক্তিবিষয়ক বিচার	৮৬৮	মোনাস্থিকা—মুকাস্থিকা ত্রুটম।	
	৪৬১, ৪৬৮, ৪৯৫.	মোব্যরাজগণ	৩৬৩
	৪৯৮-৯, ৫০৩-৪	মোচ্ছাদিকার ও আক্রমণ. ভারতে	৪৫২, ৬৭৫
মুক্তি শৈবমতে	২৫৬		
মুনিবাহন	৬৪৫		
মুমুকুত	৮৭২, ৮৮৫		
মুমুকুর স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর নষ্ট তাগ	২৯৯	যজ্ঞমূর্তি, রানানুজের শিখা	৫১০
মুরারিসিঙ্গসহ বিচার	৩৭৭-৮০	যজ্ঞমূর্তির পরাজয়স্বীকার	৫০২, ৬০৩
মুসলমানগণের উৎপাত	৩৩৫, ৩৩৬.	” পরিচয় ও গ্রন্থাদি	৬০৫
৫৬৮, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৮		” নন্দান	৫১১
মুসলমানের মূর্তিপূজা	৫৭২	” সহিত বিচার	৪৮১-৫১১
” হিন্দু	৫৭১	যজ্ঞেশ, শিখা	৫১১-২, ৫১৭
মুকাস্থিকা	১৬৭, ১৬৯-৭৩	যজ্ঞেশকে অভিচারে নিয়োগ	৫৪৪
মূকের বাক্যমূর্তি	৫৫৬, ৬০২	যজ্ঞেশের আতিথ্যগ্রহণ	৫২৬
মূর্খ, মূঢ় বলিয়া সম্বোধন	২৭০, ২৭৩.	যতীন্দ্রমতদীপিকা গ্রন্থ	৪৮৪, ৮২২, ১০০৩
২৭৬, ২৯০, ২৯৩, ৩১১, ৭৩৯, ৭৭৭		“যথোদকং শুদ্ধং”	৮৬৯
মূর্খে বিভ্রাস্তকার	১৮৮-৯২, ৬০৬, ৬০৯	যমপ্রস্থপুত্র শঙ্কর	৩০৪-৬
মুচ্ছিত, রানানুজ	৪১৮, ৪২২, ৪৩৬,	যম হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের জন্ম	৩০৫
৫৬০, ৫৭৪, ৬০৮		যমুনাতীর	১১৭, ১৭৮
মূর্তিস্থাপন, আচার্যের	৯১, ৫৭৫, ৫৮২,	যমের দুই মূর্তি	৩০৫
৬৭৭		যমাতিরাজ	৩৩৭
মূলধার চক্র	২৭৩, ২৭৬	যম অভিশান	৩৩৫
মূতের প্রাপদান	১৬৭-৯, ৬০৯	যমন, মহেশ্বদীয়	৩৩৬
মৃত্যু, আচার্যদ্বয়ের	৪০১, ৫২৬-৭,	যশোধর্মদেব	৩৩৬
৬০৭, ৬৮২-৪		যশোধর্মদেব, মালবরাজ	৩৩৮
মৃত্যুকালে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা	৬৮৪	“যস্য এতৎ কর্ম্ম”	৩৬১, ৩৭০
মেধা	৬০৮, ৭৪১	যাজ্ঞবল্ক্যের স্থান	৪০৯-১১, ৪১৩, ৪১৫-৭
মেলকোট	৫৬৪, ৫৬৭, ৫৬৯, ৫৭১-৩,	বাদবপ্রকাশচাণ্ডী	৪০৯-১১, ৪১৩, ৪১৫-৭
৫৭৫-৬		৪২৬-৮, ৪৩০-১, ৪৪৩, ৪৫৭	৪২৬-৮, ৪৩০-১, ৪৪৩, ৪৫৭
মেলকোটমন্দিরে চণ্ডাল	৫৭৩	৬০০, ৬০৬, ৬৫৫,	৬০০, ৬০৬, ৬৫৫,
মেবাস্ত্রিপর্বত	৮১	বাদবমত	৫৬
মৈত্রকরাজ্য	৩২৬	বাদববংশ	৫৬
মোক্ষনির্ঘর	২৬৭	বাদব বরদরাজের আদেশপ্রাপ্তী	৫৬
মোহমুকার	১৮৮, ২৪৩	বাদবাস্ত্রিপতির উৎসববিগ্রহপ্রতিষ্ঠা	৫৬



( ১০৪৫ )

বাদবাজ্রিপতির নন্দিরনিষ্ঠাপকাল	৫৬৮
বাদবাজ্রি. নেলকোট	৫৬৭, ৫৭০, ৫৭২
বাদবাজ্রিবান	৫৭৫
বাদবের পরাজয়	৪৩২

যোগিসম্প্রদায় গোরক্ষনাথ	৩৮৩
"যোগী চাক্রনয়ং জ্যোতিঃ"	৩১৭
যোগে মোক্ষ	৩১৫

৮

রানানুজ শিষ্ট	৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬০
সন্ন্যাস পুনর্দার	৪৬২-৩
সহিত মতভেদ	৪১০, ৪১৫, ৪৩১
বিচার	৪৬০-৩
শিষ্ট, রানানুজ, প্রথমবার	৪০৯
দ্বিতীয়বার	৪১৬
বানল, তত্ত্ব	২৫৩
বানুনচাষা	৪০৩, ৪৩৪, ৪৬৫-৬, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৮, ৫০২, ৫৫০, ৫৫৫, ৬৪৭
বানুনচাষ্যের অস্থিস	৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৮
গ্রন্থ	৪০৪, ৫২৭
দৃষ্টি, রানানুজের উপর	৪২৯, ৪৩৪
প্রার্থনা ভগবানের নিকট	৪৩১, ৪৩৪
শবদেহদর্শন	৪৩৭
সমাধি	৪৩৯
সহিত সাক্ষাৎ	৪৩০
স্তোত্র	৪৩১, ৪৩৫

যুক্তি-কল্কুল সিদ্ধান্তের মূল-জনতত্ত্ব	
ও জ্ঞানতত্ত্ব	২৫১
মুগপরিমাণ	৩০৪
"মুগ্ধপরোষধিরসামিতশাক্যে"	৬৩১
যুক্তিরকর্তৃক বিহরনংকার	৫৫৬
"নে বাহুম্লে পরিচিহ্নিত"	২৬১
যোগপ্রকাশ, শ্রীকট্টের	৮০০
যোগরহস্য, নাথমুনির গ্রন্থ	৬৪৭, ৬৫০
যোগসাধন	৩১৪, ৬৫০, ৮৮৩, ৮৮৬-৭
যোগাচার বোদ্ধ	১০৯, ৩৪২-৫, ৩৫১
"যোগেন চিত্তস্ত পদেন বাচ্যঃ"	৬২৩

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য	৮৮২
রঙ্গনাথকর্তৃক রানানুজের সম্মান	৫০
রঙ্গনাথের অর্চকগণের শত্রুতা	৪৭৮, ৬০৪
নিকট প্রার্থনা রানানুজকে	
পাইবার নিমিত্ত	৪৬৩
পূজায় পাকরাত্র প্রথা	৪৬৪
মন্দির দহ্যদ্বারা নিশ্চিত	৬৪৫-৬, ৬৫০
বিগ্রহ মূলমানকর্তৃক স্থানান্তরিত	৬৫৮
রঙ্গমল্লার	৫৩৪
রবিশঙ্কর, বোদ্ধাচার্য	৩৬৩
রসবিভাগ	২০৩
রসের অঙ্গচতুষ্টয় ও তাহার চিত্র	২০৩-৪
রাইট সাহেব	৩৮৯
রাইস সাহেব	৪০০
রাগান্বিতা ভক্তি	২০২
রাগানুগাভক্তি	২০০-১
রাজকুমারীর ব্রহ্মরাক্ষস মুক্তি	৪১৩, ৫৬৪
রাজগৃহে বোদ্ধপ্রাধান্ত	১১১, ৩৬৪
রাজগৃহে শঙ্কর	৩৬৪
রাজভবনে সন্ন্যাসীর গমন	১৪১, ৫৬৫, ৬৭৭
রাজমহেন্দ্রী	১৪৮, ২২৫
রাজযোগ ও তাহার ১৫টা অঙ্গ	৮৬৯, ৮৭৬
রাজযোগের অন্তর্বিষয়	৮৭৭
রাজযোগের বিশেষ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান	৮৮৬
রাজসম্মানলাভ	৪১, ৫৪৩, ৬৭৬-৭
রাজসাহি	৩৭৫

( ১০৪৬ )

রাজা রাজশেখর	৩১, ৪১, ২২৪-৮,	রামানুজমতে জ্ঞানভাষ্যম্বারাে মন্তব্য	২৫৩-৬৫
	২২২-৩৭, ২৪১, ৬০১		
রাজার দান ও তাহার ব্যবহার	৪২, ৪১৪,	রামানুজমতের নিন্দা	১০০
	৫২১	রামানুজ মূর্চ্ছিত	৪১৮, ৪২২, ৪৩৬,
রাজার শিক্ষা	৫৬৫		৫৬০, ৫৭৪
রাজেন্দ্রচোলপুরম্	৫৫৭	রামানুজমতীয়ে বানুনের আবির্ভাব	৫৫৬
রাজেন্দ্রচোলের অত্যাচার	৫৫৭-৬০	'রামানুজ সিন্ধাস্ত' নাম	৪৭৪
" পূর্বরূপ	৫৫৭	রামানুজ সিন্ধুনদী ঘোঁষে নিঃক্ষিপ্ত	৫৩৭
" বিদ্বিগ্রহনাশ	৫৭৭	রামানুজের অস্তিত্বকাল	৫৭৫, ৫৮২
রাজ্যবর্ধন রাজা	১১২, ৩৭৭, ৬৭৬	" অবতারত্ব	৪৭৪
রাজ্যবর্ধী রাজা	৮০১	" অনৌকিক শক্তি	৫৪২
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার	৭২৬	" আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শ	
রামচন্দ্র	২০৮, ৩৬০, ৩৬৪, ৫৬২, ৬৫১	পূর্ণতাপ্রাপ্ত	৮২১
রামচন্দ্রের জটায়ুঃ সংকার	৫৫৬	" আদর্শের সহিত রামানুজের	
" মন্দির	১৪৯	তুলনা	২১৬
রামতীর্থ	৮০০	" উপর ভালবাসা	৪৭১, ৪৭২,
রামপাল. রাজধানী	৩৬৭, ৩৭৭		৫২২, ৫৬১
রামপ্রিয় মূর্তি	৫৬৮-৭০, ৫৭২, ৫৭৫, ৫৭৬	" কুরেশবেশে পলায়ন	৫৫৮
রামমিশ্র, গুরু	৬৪৮	" ক্রোধ	৪৫২
রামানন্দ সাধু	৬৮১	" প্রজ্ঞাবলী	৫৬০, ২৮৬
রামানন্দ রায়	৮২৭	" জন্মময়	৮০৭
রামানুজ ও তাহার আদর্শ	৮২১	" জন্তু রক্তনাথের আদেশ	৪৬৪
রামানুজ ও শঙ্করসম্প্রদায়ের বিরোধ	৬৫৮	" ছুরবস্থা	৫৬০
রামানুজকর্তৃক শঙ্করমতের নিন্দা	১০০৮	" পিতা	৪০৩, ৫২৯
রামানুজ কুর্মেক্ষেত্রে স্থানান্তরিত	৫৪৬	" প্রতিমূর্তি	৫৭৫, ৫৮২
রামানুজকে শকটে আরোহণ করাইয়া		" ভক্তি	২১৪
টানা	৫৩০	" ভগ্নী	৪০৬
রামানুজ দাস. দাশরথির পুত্র	৫৮২	" বাভা	৪০৩, ৫২৯
রামানুজ দিব্যচরিত গ্রন্থ	৬৬১	" মাতুল	৪০৬
রামানুজনামক পুষ্পোজ্জ্বল	৫২২	" যোগে অমৃতসাহ	৬৫০
রামানুজ নামগ্রহণ	৪৪৬	" বেদান্তভাষ্যাবি	২৮২
রামানুজ পাদোদকশক্তি	৫৪৩	" শরণগ্রহণে ভগবদাদেশ	৫৮১-২
রামানুজমতে ভ্রমভঙ্গের পরিচয়	২৫২	" শিষ্যপ্রীতি	৪৭২, ৫২২
রামানুজমতের মূল শঠকোপমত	৫৩৫	" শ্রীরঙ্গমহাজ্ঞা	৪৩৬, ৪৬৩-৪



( १०४२ )

[illegible]

( ১০৪৮ )

বঙ্গজিহ্মবাপার.	৫৫৩.	বাহিনীকদেশে আচাৰ্য্য	৩৩৭-৪৪. ৩৫৮.
বহরমপুর	৩৭৬.	বিক্রমচৌলরাজ	৫৫৭
বহুপুষ্করিণী	৫৬৩.	বিক্রমদেব দেবতা	৫১২
বাহিনীতাবলম্বীর সংস্কার	২৬৮	বিক্রমার্ক অক্ষ	৭২২-৫
বাক্যকার টঙ্ক	৫২৭.	বিক্রমাদিত্য রাজা	১৬৭, ১৮১. ৩১৬.
বাক্যপদীয়	৩০৪.		৩৬০, ৭২০
বাচস্পতিমিশ্র	৩৬১, ৭২২. ৮৮২.	বিগ্রহমধ্যে শক্তিসংকার	৫২৬
বাতাপী নগর	১৪৮.	বিচারক্রম, অধ্যারোপাদি	৮৭৫, ৮৮৫
বাসনানারম্ পরিচয়	৯১১	বিচারশীলতা	৩৫২
বাস্তায়ন ভাষ্য	৩৬১	বিচিত্রাজ্ঞানবিজ্ঞায় সর্বজ্ঞ	৩২৩
বাদস্তায় গ্রন্থ	১০৯	বিজয়ডিঙিম ভাণ্ডারীক	২০০, ২০৮
বাদসাহ কথ্য	৫৭০-১	বিজয়নারায়ণ দেবতা.	৫৭৩
বাদামী নগর	২৮১	বিজয়াদিত্য	২৮১, ৭২৪
বাত্তর, চন্দ্রোপাসক সংস্কার	৩১৯	বিজয়রামদেব পক্ষীতীর্থে	৫২৫
বামন, কাশিকাকার	৭২৭	বিজ্ঞানবাব	১০৯, ৩৪২-৫, ৩৪১
বামনদেব	৩০৩	বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষরাকার	৮৮২
বামাচারীর নতসংস্কার	২৪৯.	বিট্টলরাজ	৫৬৪-৫
বায় উপাসক সংস্কার	৩০৭-৮	বিট্টলরায় রাজার ভূমিদান	৫২১
বার্বেন সাহেব ও চালুক্য-		বিদর্ভরাজ ও রাজা	১৪৮, ২৮১-২, ৬০৫
বিক্রমাদিত্যের সময়	৭২৪-৫	বিহরের তপস্তাস্থান	৭৮
বার্তিক, ভাষ্যের ১২২-৩. ১৩০. ১৯২-২০৭.		বিহরের সংস্কার	৫৫৪
বার্তিকরচনা	ঐ	বিদেহরাজ্য	৩৬১.
বালভারত	৪৩, ২৩০.	বিজ্ঞানধর, শঙ্করের পিতামহ	৩২
বাল্লানায়ণ	ঐ ঐ	বিজ্ঞানন্দ জেনপণ্ডিত	৭২৮, ৮০০
বাল্লাজী	৪৪৪, ৪৮৪	বিজ্ঞাপীঠ	৩৪৮.
বাল্লাদিত্য রাজা	৩৩৬	বিজ্ঞাভাস	৩৭, ৪০৬, ৪০৯, ৪১৬, ৪৫০.
বাল্লার্চনদেব	৩৮৫.		৪৫১, ৪৭০, ৪৭৭, ৪৭৮, ৫২২, ৬৭০.
বালিকা গোপবালার ভক্তি	৫৩৪.	বিজ্ঞানাত্মসিদ্ধি, শাস্ত্রব্যাখ্যা	১৫২.
	৫৭২-৮০.	বিজ্ঞান বন্ধন	২৪০.
বাল্লুকোপরি পতিত রামানুজ	৪৭২.	বিজ্ঞানবতন্ত্র	৬০২
বাসবচাৰ্য্য	৬২৮	বিজ্ঞানকৃষ্টি, গিরির	১৫১৭
বাহুদেব	২৫৭.	বিদ্যৎসম্রাট	২৫২.
” গিরিরাজ	৮১	বিদ্যেশ্বর	৭৭৬-৮০০.
” বল্লির	৮১.	বিদ্যেশ্বর	



\*CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi

( ১০৫০ )

বিজ্ঞানক	২০৪	বেঙ্গলনাথের আদেশে রামানুজের	১১
বিজ্ঞবিগ্রহ উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা	৭৭-৮	সম্মান	১২২
১২-১৩, ২৭৩, ২৯২, ৫৬৮-৭২, ৫৭৭		বেঙ্গলনাথের উপর রামানুজের	
বিজ্ঞ অর্চনারূপ	২৬০	পত্রদান	১৭৯
" অঙ্কের রূপ	৩	বেঙ্গলভট্ট, রামানুজী পণ্ডিত	৮২৪
" কালীরূপ	৩৬৬	বেঙ্গলটোলেশ শিববিগ্রহ	২৮১, ৪৬৭,
" চারিখাম	৩২৬		৪৮৪, ৫১২
" চারি মূর্তি	২৬০	বেঙ্গলটোলেশ শিববিগ্রহের বিজ্ঞ	১৪৭
" ১৭৬, ২২২, ৩০৩-৫, ৩৬৪, ৩৬৬		বেঙ্গলটোলেশের পাদদেশে স্থিতি	১২০
" বিভূতিরূপ	২৬১, ৩৬৬	বেঙ্গলটোলেশে আচার্য	২৮১-২,
" বাহুরূপ	২৬০, ৪৮৭		৫১২-২৬
" শ্রেষ্ঠত্ব	২৬৮	বেঙ্গলপাসক সংস্কার	৩২৪
বিজ্ঞবর্কনের কীর্তি	১৭৩, ৬০৬	বেঙ্গল ২৪২-৩, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০,	
" শিরদ্ব	১৬৭	২৭৪, ২৮৯, ২৯১, ২৯৬, ৩০৪, ৩১০-৬,	
" সমগ্র	১৬৫-৬	৩১৮, ৩২৪, ৩৩৮-৯, ৩৪৪, ৩৬৬, ৩৪৪,	
		৬৭৫, ৮৫২, ৯৬৫-৭৮	
বিজ্ঞসম্মানের বিচার	২৫৬-৮	বেঙ্গল ও পুরানের স্মরণার্থে	২৭১
বিজ্ঞসম্মানমাত্র	৮৬, ৫৪৯	বেঙ্গলই প্রমাণ	
বিজ্ঞসেন	৬৩৮	বেঙ্গলপ্রামাণ্য বিচার	১১০, ১১৬, ১২৫,
বিজ্ঞসেন উপাসক সংস্কার	২২৭-৮		২২৭, ২৬৮
বীরনারায়ণপুর বা নাট্য	৫৪৯, ৬৪৮	বেঙ্গলশক্তি	১০৮
বীরভূম	২৭৬-৭	বেঙ্গলরাস ভট্টাচার্য	২২০
বীরশৈব	৬৫৮	বেঙ্গলশক্তি ভিন্ন অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না	২৬৬
বীরচারী	১৫০	" " বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না	২৬৭
বৃকানন সাহেব	৫৬৯	বেঙ্গলশক্তির প্রামাণ্য অনৈতিকতবে	২৬৭
বৃককৈলার ভীর্ণ	২৪	বেঙ্গলশক্তি ও বৌদ্ধমত—অদ্বৈতমত ও	
বৃন্দাবন	১১৭, ৫৩৯	বৌদ্ধমত দ্রষ্টব্য।	১৭৭
বৃন্দেব বর্ণা, রাজা	৩৮৫	বেঙ্গলশক্তিকেশরী	১১০
বৃন্দভক্তিতে কুরেশ	৫৭৬	বেঙ্গলশক্তিদীপ	
" রামানুজ	৫৩৬, ৫৭২, ৫৮১	বেঙ্গলশক্তিপরিত্র	
বৃন্দার্য্যাকোপনিষৎ পাঠ	৪৩১	বেঙ্গলশক্তিভাষ্যদির দ্বারা প্রতিপন্নপত্তা	২৮০
" ভাষ্যবার্তিক	১২৮, ৭২৭-৮	নির্ণয়	৮৮৬
বৃন্দার্য্যদীর পূরণ	২৫৩, ২৬১	খোদাশক্তিসার	১১০
বৃন্দশক্তি	১০৫	বেঙ্গলশক্তিভাষ্য	
বেঙ্গলনাথ	৪৮৪, ৫১১, ৫৬৪, ৫৭২-৮০		



( ১০৫১ )

বেদান্তাবলম্বনে আচার্য্যবরণের		বৈক্য পাদোদকমাহাত্ম্য	১৪৩, ১৬৩,
নতভেদে তাহার কলনির্ণয়	২৬৫		১৬২, ১৮০, ৩০৭
বেদান্তনিরূপে আদেশ	৫২৬, ৬০১, ৬০৬	.. নতে অনুরোধ	১০২
বেদান্তের অধিকারী	৩১৬, ৬১২-৩, ৮৫৪	.. শিক্ষার আদর্শ	৫৪৯
বেদার্থনির্ণয়ে পুরাণই উপায়	২৭৫	.. নভার শিক্ষান্ত	৪৪৭
বেদার্থসার সংগ্রহ	৫৩০, ৬২৬, ৮২২, ৮২৭	.. সমাজের নেতৃত্ব	৪৩৯, ৪৭৮
বেদাবলম্বনে নতভেদের কলে বেদের		.. সম্মান	৭৫৭
অপ্রাণাশাস্ত্র	২৬৮	.. সম্প্রদায়	১১০, ২৫৬, ২৬০,
বেদে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না	২৭১		৬৮১, ৯৪৩
বেদের উৎপত্তি	২৪৯	বৈশ্বাশ্রম	৪৪৪, ৪৫৪
বেদুর শিলালিপি	৫৬৮	বোম্বাই	৪০১
বৈকুণ্ঠ পদ্ম	৬২৭-৩১, ৮২১	ব্যক্তিচারই নুতি—এই নতদারী	২৭৪, ২৮৮
.. বিবরণ	২৯৮	ব্যাকুলতা আচার্য্যের	৪৮-৯, ৪৪৪, ৪৭৯,
বেদানসপূজাপ্রথা স্বর্জম	৪৬৪		৫৭৬
.. সম্প্রদায়	৮১, ৮৬, ১১৭ ২৫৬, ২৬৩-৪, ৪৬৪	ব্যাক্যামাধ্যম্য রামানুজের	৫৫০
বেদান্তিক	১০৮	বাস্তবগুণে যতিনগণকে উল্লেখকর্তৃক বিক্ষেপ	৩০৩
বৈদিক গ্রন্থ ভঙ্গ্যমাত্র	১১৬	ব্যাকরণের আতিথ্য	৫৬১-২
বৈদীভক্তি ও তাহার ক্রম	৮২৯	ব্যাকরণকে জলদান	৪২০
.. ও তাহার ৬৪ অঙ্গ	৮২৯, ৯১৫-২৪	ব্যাকরণে ভগবান্ রামানুজ সমক্ষে	৪২০, ৪২৯
বৈদান্তিক বৌদ্ধমত	৩৫১	ব্যাক্ষিকগণের সাহায্যে প্রাপ্তক	৫৬০
বৈশেষিক	১০৮-৯, ১৬৫, ৩৬২	বাসকুট	৮৫
বৈশেষিকসহ বিচার	৩৪৯	বাস গুহা	৯০, ৩৮৯
বৈক্য করিবার আদেশ	৫৬৩	বাসভীর্থ	৮৪-৫
.. কর্মহীন	২৫৬, ২৬৫	বাসদাস	২৬৩-৪
.. গড়িবার চেষ্টা	৪৪৮	বাসদেবসহ বিচার	২৬-১০৬, ১৭০, ৩৭২
বৈক্য ও ব্রাহ্মণ্য	২৬২	বাসদেবকে ভাক্তপ্রদর্শন	১০২, ৬০৪
বৈক্য ধর্ম	৩২৬-৭, ৩৩১-২, ৬৫৮, ৬৮১	বাস ও তাঁহার সাক্ষাৎকার	১২৪, ১২৮,
.. ধর্ম সংস্কার	৩৩১-২		১৩১-২, ১৩৭, ১৩৯,
.. ধর্মের অভ্যাস	৪৬৩		৩২১-২, ৩২৪, ৫৩৯
.. .. অভ্যাসে শিবের সাহায্য	৪৬৯	ব্যাসাশ্রম	৭৮
.. নথি	৫৩৬	বোম্বাই	১৬৫-৬, ৩৬২
		ব্রহ্মবাসিগণ	২৬৪, ২১১-৩

( ১০৫২ )

শকজাতীয় বোদ্ধ	৩৪৫	শঙ্করস্মৃতি	২৩১
শকটোরোহণ করাইয়া টানিয়া সন্ধান	৬৭৭	শঙ্করাচার্য্যনামক গ্রন্থ	৬৩৯, ৬৫৩
শকনরপতি কনিষ্ঠ	৩৪০	শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বত, কাশ্মীরে	৩৫৭
শকাভিবান	৩৩৫	শঙ্করাচার্য্য, বঙ্গীয়	৫৭৩
শক্তিসংকার	১৬৭, ১৭৩, ১৮৮, ২৪০, ৫৭৫, ৫৯৬, ৬০৫	শঙ্করাবিন্ধ্যব হেতু	২৮৬, ২৮৮
শঙ্কটনাশন লক্ষ্মীমুসিহ স্তব	১৪৬	শঙ্করের অন্তর্ধান ও তাহার সময়	৩৯০, ৪০১, ৬৩১
শঙ্করকর্তৃক রানাহুজরতবীজের নিন্দা	১০০৯	শঙ্করের অন্তর্ধানে মতভেদ	৪০০-১, ৬৪৯
শঙ্করকৃত গ্রন্থাবলীর নাম ও শ্লোক-সংখ্যা	৯৮৩-৬	.. অবতারদ্ব	৩৯৪
শঙ্করকৃত স্তবস্তুতি রচনার উদ্দেশ্য	৬৩১	.. অবস্থা	৩২৫, ৩৮২-৩, ৩৮৬
শঙ্করদেব, নেপালের রাজা	৩৮৫	..	৩৯১-৪০১, ৬৯৬-৭, ৮৬৮, ৮৮১-৯০
শঙ্কর নামকরণ	৩৫, ১০০৭	.. আদর্শনাভে তাহার নির্দিষ্ট উপায়	৮৬৯
শঙ্কর নিজ আদর্শের কতদূর নিকটবর্তী	৮৯০	.. কৌশল	৬৫২
শঙ্করপদ্ধতি গ্রন্থ	৬৩০, ৭৮৮, ৭৯৫, ৮০২	.. গান ও নৃত্য, শিষ্যগণকর্তৃক	২৭১-২
শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত	৭৯৭	.. স্তবপূজা	২৭৩, ২৯৭
শঙ্করমত মায়াবাদে নহে	১০০০	.. গ্রন্থকর্তৃকে আপত্তি ও উত্তর	২৮৭-৯১
শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলিবার কারণ	১০০২	.. জন্মনয়ন সম্বন্ধে মতভেদ	৬৫৩, ৭৮৭-৮০৭
শঙ্করমতে গোড়ীয়ভক্তি	৯৩১	.. দেহে অগ্নিসংযোগ	১৪৬
শঙ্করমতে জ্ঞানতত্ত্বানুসারে মতভেদ	৯৫৩-৬৫	.. পিতা	৩২, ৫৯৯
শঙ্করমতে ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয়	৯৫২	.. পিতামহ	৬৭৪
শঙ্করমতের নিন্দা—পুরাণে	১৮০০	.. বোদ্ধনিগ্রহ	৭৫৬
.. নির্দিষ্ট জ্ঞানে রানাহুজের	৯৬০	.. ব্রাহ্মণগণ	৯৩০
.. আপত্তির উত্তর	৯৬০	.. ভক্তি, বোধসারে	৩৫৫
.. লক্ষ্য	১০০৯	.. মহত্ব	৩২, ৫৯৯
শঙ্করমতে ব্যাস ও জৈমিনির সন্মতি	১৩৭	.. মাতা	৩২
শঙ্করবধ, তিপ্পতে	৩৮৮, ৬৪৯	.. মাতুল	৩০৮, ৬০৮
শঙ্করবিজয়বিলাস	৬৯৩	.. রাজাচার	৫৬, ২৬৩-৭
শঙ্করবিজয়—মাধবের শঙ্করবিজয়জট্টবা	৭৫৫	.. রূপবর্ণনা	৯৮১
শঙ্করবিলাস	৭৫৫	.. বেদান্তভাষ্যাদি	২৪৩
শঙ্করস্থানী—দ্বিষ্টনাগশিখা	৩৬১	.. শিষ্ণুগণের নাম	২৭০, ৬০০
		.. সংখ্যা	২৭০, ৬০০



( ১০৫৩ )

শঙ্করের সময়	৩৪. ৩০৪. ৪০১. ৫৯৯.	শরীরশরীরী বিচার	৪৯২-৪. ৪৯৭
	৬৩১. ৭৮৭-৮০৭	শবরভাষা	১০৮. ১২১
.. সময়নির্ণয়ের পথনির্দেশ	৭৮৮	শবল নামক বোন্ধের পরিবর্তন	২৯৪
.. , প্রথম উপকরণ (শং. পদ্ধতি)	৭৮৮	শব্দস্বরূপ	৩৫৩
দ্বিতীয় " (শৃঙ্গেরী)	৭৮৯	শব্দান্ত নরেন্দ্রবর্জন	১১২. ৩৬১. ৩৬৩. ৩৬৫. ৩৬৯. ৩৭৭. ৬৭১. ৬৭৩
তৃতীয় " (পূর্ববঙ্গী)	৭৯৫	শাক্তদ্বী দেবী	৯২
চতুর্থ " (ভর্তৃহরি)	৭৯৬	শাক্ত	৮৬. ১৫০. ৩২৭. ৩৩৪. ৩৫৭ ৩৬৬. ৩৭০. ৬৫৬
পঞ্চম " (উষেক)	৭৯৭	শাক্তমত সংস্কার	২৪৬
ষষ্ঠ " (বিজ্ঞানন্দ)	৭৯৮	শাক্তভাষা	২৭০
সপ্তম " (দ্বন্দ্বীদূর্গ)	৮	শাঙিলানুক্র	৮৯৬
অষ্টম " (নমস্ত ভদ্র)	৭৯৯	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
নবম " (শ্রবণ)	৮	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
দশম " (শ্রীকৃষ্ণ)	৮০০	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
একাদশ " (জিনসেন)	৮	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
দ্বাদশ " (ধর্মকীর্তি)	৮	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
ত্রয়োদশ " (রাজ্যবন্দী)	৮০১	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্করোক্তযোগে অধিকারীর সাধন	৮৭০	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্করসম্মত সাধন ও শঙ্করের অন্তর্ভুক্ত	৮৮১-২	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্কপাদ	৩২২	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্কোপ আলবার	৫২০. ৫৭৮. ৬৩৮.	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
	৬৪৩. ৬৫০	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্কোপমতই রামানুজমত	৫৩৫	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্কোপের নামান্তর	৫৫০	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্কোপের পাছকা	৫৩৫	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শঙ্করিত্ত গ্রন্থ	৪৭৭. ৫৫০. ৫৯৫. ৬৫০	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শতকলমাভিষেকদ্বারা সম্মান	৫৩০	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শত হাঁড়ি মিষ্টান্নদান	৫৭৯	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শক্রনাশে আনন্দ	৬০৮	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শক্রের সঙ্গলসাধন	৭৪৪	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি	৮৭১. ৮৮৪	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শরচ্চন্দ্র দাস	৩৮৯	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৬৬৬	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শরণাগতিতে ছয়টি বিরোধরাহিত্য	৬৮৬	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭
শরীর ত্রিবিধ	২৯৩	শাঙিলোর ব্রাহ্মণ	৩৪৭

( ১০৫৪ )

শালিবাহন রাজা	১৪৮, ৭২০	শিষ্টগণের মহাপ্রস্থান	৫৮১
শাস্ত্রদীপিকা গ্রন্থ	৬৪১	শিষ্টা ৩০ জনকে ভূমিদান	৫২১
শিউলীর উপাখ্যান	২২৯	" ৪৫ জনসহ পলায়ন	৫৬০
শিক্ষা	৬৮৫-৯	" ৫২ জনকে যাদবপ্রিত্তিতে	
শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য	৭৪৫-৬	খাকিতে আদেশ	৫৭২
শিলাদিয়া রাজা ৫ন	৩২৬	শিষ্টা প্রকৃতি	৬০৮, ৬৮৯-৯০
শিলারনবংশীয় রাজগণ	৩৩৩	শিষ্টাশ্রীতি	২৪০, ৪৭২, ৫২২, ৫৮১
শিব	৩০৩, ৩১৮	শিষ্টাশিক্ষার্থকৌশল	৫৫৩
শিবউপাসনা ব্রহ্মনৃষ্টিতে কর্তব্য	২৫৪	শিষ্টানংগ্রহ	৪৫৭
শিব ও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্ব	৪৬৮-৯	শিষ্টের প্রতি ভালবাসা	৭৫০-১
শিবকাকী প্রতিষ্ঠা	২৭৭-৯	শিষ্টের শঠকোপ নামকরণ	৫৩৫
শিবকুণ্ড	৮১	শিষ্টের শিষ্যত্ব	৬০৩
শিবগঙ্গা	২০৪	শীতলভদ্র, বোদ্ধাচাৰ্য্য	১০৮, ৩৬২, ৩৬৮
শিবগীতা	২৫৩, ২৬১	শুকদেব	১০৩, ১৬২, ৬৬৮
শিবগুরু-শঙ্করের পিতা	৩২-৪, ৫৯৯	শুকদেবের স্থান	৩৬১
শিবতংপর ভাষ্য	১৬৩, ১৬৬	শুদ্ধরাজগণ	৩৬০, ৩৬৩
শিবদেব নেপালের রাজা	৩৮৪	শুদ্ধকীর্ত্তি, শিষ্য	২৪৩
শিবপ্রতিষ্ঠা	৯৫, ৩৬৮	শুদ্ধগণবরপুর	২৭০-২, ২৭৭, ৬৭৬
শিবরন্ধিরে পরিণতি	৬৭১-৪	শুদ্ধবস্ত্রপরিধান, রামানুজের	৩১৮
শিবমানসপূজা স্তোত্র	৬৭৩	শুদ্ধজন্মের হেতু	৬৫১
শিবরহস্য গ্রন্থ	২৫২-৩, ১০০৫	শুদ্ধতপস্বীর শিরশ্ছেদ	৫৩৫
শিবরাত্রিব্রত	৩০৬	শুদ্ধপাত্ৰকার পূজা	৫৫৩
শিবস্থাপন	৯৫, ৩৬৮	শুদ্ধশ্রীতিতে শিষ্যগণের স্বর্গ	৪০৭, ৫৩৩, ৫৩৫
শিবাবতার শঙ্কর	৩৮৯	শুদ্ধসেবায় রামানুজ	৪৪২, ৫৫৩
"শিবাং পরতরং নাস্তি"	৫৫৯, ৭৭৮	শুদ্ধের অম্পৃথতা	২৬১
শিশুনাগ বংশ	৩৬৩	শুদ্ধের ব্রাহ্মণত্ব	৫৫৫, ৬৫১
শিষ্ট ও ভক্তনন্দর্শন	৭৪৬-৮	শুদ্ধের ব্রাহ্মণোচিত সংকার	৪০৭, ৬১১
শিষ্টগণ কৃতার্থ	৪০১, ৫৮১, ৫৯৬, ৬৮৯	শুদ্ধের ভক্তিভাব	১২৮
শিষ্টগণের অনুরোধে রামানুজের		শুদ্ধমার্গে গমন	
শুদ্ধবস্ত্রপরিধান	৫৫৮	শুদ্ধবাদ	২৯৪, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৫১
শিষ্টগণের স্বক্ষে রামানুজ	৫৬০	শুদ্ধবাদী, আকাশোপাসক	৩০৮-৯
শিষ্টাচরিত	৬৮৯-৯০	শূলপাণি পর্বত	৫৬, ২০৩
শিষ্টাচরিত্রে দৃষ্টি	৭৪৮-৫০	শুদ্ধেরীতে শঙ্কর	৫৬, ৫৮, ১৪৭, ১৮১-২১৩
শিষ্টগণের গ্রন্থরচনা—গ্রন্থরচনা দ্রষ্টব্য।			২৩৭, ৩২৮, ৩৯৩, ৪০০, ৬৬২, ৬৮১



( ১০৫৫ )

শ্রুঙ্গেরীর শ্রুঙ্গতালিকা	১০৪, ৭২০	শ্রীপুরধনির্ঘণ্ট নাগপুরির গ্রন্থ	৩৪৭, ৬৫০
শেষ উপদেশ	৬০৭, ৬৫০	শ্রীপেরদুহর ( ভূতপুরী )	১০৩
শেষদেবের ভূধররূপ	৫২০	শ্রীভাষা টীকা	৫৪৯
শেষাবতারক, রামানুজের	৫২১	শ্রীভাষাকার নাম, শারদাদেবীর দত্ত	৫৪১
শৈলোত্তববংশের রাজা	৩৭৬	শ্রীভাষাপাঠ, শ্রীরঙ্গদে	৫৭৮
শৈব ৮৬, ১১২, ১৫০, ১৬৩, ২৫১, ২৫৪		শ্রীভাষারচনা	৫২৭-২২৮, ৫৩০, ৬০৮
৩২৭, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৭৭, ৩৮৭		শ্রীভাষাব্যাখ্যাতার	৫৮২
৫৩৪, ৫৪৮, ৬০৬, ৬৫৮		শ্রীভিল্লিপস্তুরে, আচার্য	৫৩৪
শৈবগণের বৈষ্ণববিদ্বেষ	৫৫৭	শ্রীমাল, গুজ্জর রাজ্যের রাজধানী	৩৩৪
শৈবতীর্থ বিধুতীর্থ পরিণত	৫৪৭	“শ্রীমতি” পদের অর্থ	৭২৩
শৈবগত সংস্কার	২৫১	“শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ”	৫৪৯
শৈবসঙ্গ বর্জন	৫১২, ৬৮২	“শ্রীমতাক্তশাসনে নমুংলাদিতো”	৭২৩
শৈবাগম	২৭৫	“শ্রীমন্নারায়ণচরণো শরণং প্রপদ্যে”	৫৪৯
শৈবাচাৰ্য্য	৬৭৩	শ্রীমন্ত	১৮২
শোক, আচাৰ্য্যের	৪৩৯, ৫৭৪, ৫৮১, ৭৮০	শ্রীমঙ্গদানের আতিথ্য	৫৬২
শোণিতপুর	৯১	শ্রীমঙ্গনাথ	২০৪, ৪৪০, ৪৭৮, ৪৮৪
শোণনদী	১২৫	৫০২, ৫৬৯, ৫৭৬, ৫৭৮, ৪৮২	
শোলিঙ্গাজে নৃসিংহদেব	৫২৫, ৫৪৭	শ্রীমঙ্গনদিগের চণ্ডাল	৫৭৩
শোনকাদির পুরাণবর্ণনস্থান	৩৫৯	শ্রীমঙ্গন যাত্রা	২৫৬, ৪৩৬, ৪৪৭
শ্রবণ ১৬১, ২৬৭, ৩১৫, ৩২২, ৮৭৩		শ্রীমঙ্গন	২০৪, ২৫৬, ৪০৩, ৪২৯, ৪২০
শ্রবণবিরোধী, শরণাগতিতে	৬৮৬	৪৩৬, ৪৬৩, ৫৩১, ৫৪৯, ৫৭৪-৬,	
শ্রদ্ধাকালে সন্ন্যাসী	১২৮ ৯	৫৭৯, ৫৮১-২, ৬৪৮, ৬৭৭	
শ্রাবক, বৌদ্ধ	৬৮৩	শ্রীমঙ্গনে দীর্ঘজন্মাস্তে প্রত্যাগমন	৫১২-২৬
শ্রাবণ বেলগোল	৫৭৩	“ রামানুজের শাস্ত্রালোচনা	৫২৭
শ্রীকণ্ঠ ১৬৬, ৮০০, ৯৪৩		শ্রীমঙ্গনের অবস্থা যানুনের অভাবে	৪৪৭
শ্রীকাকুলন্দ, চিকাকোল	৫৪৭	“ ” রামানুজের অভাবে	৫৭৬
শ্রীক্ষেত্র ৭৯		শ্রীমঙ্গনের মন্দিরে সমাধি	৫২৭
শ্রীগুণরত্নকোষ ৫৪৯		শ্রীমঙ্গরাজতট পূজক	৫৬৮
শ্রীনগর, কাশ্মীর ৩৫৬-৭, ৫২৯, ৫৪১		শ্রীমঙ্গরাজ স্তব	৫৪৯
“ গাড়বাল ৭৯		শ্রীবংশাঙ্ক বা কুরেশ বা আলবানের	
শ্রীনাগরী ৬৪৪		শ্রীকৃত্ত	৪৫৭, ৪৭২
শ্রীনিবাস আরেক্সারের গ্রন্থ ৬৩৭, ৬৪৮,		শ্রীভিল্লিপস্তুর গ্রাম	৬৪৪
৬৬৬, ৬৬৯		শ্রীবেলীতে শঙ্কর	১৭৩৮১
শ্রীনিবাস দাস ৪৮৪		শ্রীবৈষ্ণব নথি	৫৩৬

( ১০৫৬ )

ঐশেল—সিদ্ধহাম	৩২৩	সতীশচন্দ্র বিদ্যাবাসন	৮০০
ঐশেলে আচার্য	১৪২-১৪২. ৫১৯,	সংখ্যাতিবাদ	৬১১
	৫২০-১. ৫৪৭	"সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" দৈতব্যাখ্যা	৪১০
ঐশেলপূর্ণ	৪০৩. ৪০৫. ৪৬৪-২. ৫৩৫	সত্যনাথ. সিদ্ধ	৩২০
ঐশেলপূর্ণ পরলোকে	৫৮১	সত্যলোকই মুক্তি	৩১১
ঐশেলপূর্ণের নিকট শিক্ষা	৫২২	সত্যশাস্ত্রী. পিতৃলোক উপাসক	২২১
ঐশেলপূর্ণকর্তৃক পুস্তকসম্পাদ	৫২৬	সত্য সর্বত্র একরূপ	২৭০
গোবিন্দ বিভাতিত	৫৬২	সংশাস্ত্র বৈপুল্যাবাধ্য	১০২
ঐসম্প্রদায়ের বিশ্বাস	৬৬২	সনন্দনের পত্রপাদ নাম	১৮৮
ঐহরির বা ঐহর্য	৬৬২	" " সন্ন্যাস	৭০. ৮৬
ঐহর্য পণ্ডিত	৩৭০	সদানন্দ বাস	৮০৬
শ্রম নগর	৭২২	সনৎজাতীয় গ্রন্থ	৮৬
শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা	৫৪২	সন্তানগণপতি উপাসক সংস্কার	২৭৫৬
শ্রুতিধর	৬০৮	সন্তানান্তরা সিদ্ধি	১০২
শ্রুতিপরাশরতায় উভয় সম্প্রদায়ের		সন্ধ্যা না করার প্রায়শ্চিত্ত	২৬৫
চেষ্টা	২৬২	সন্ন্যাস, আচার্যের	৪৫. ৫০. ৫৪. ৪৫৩.
শ্রুতিস্মৃতি—ভগবদজ্ঞা	২৬৫		৪৫৬-৭. ৬০১-২. ৬২০-৫.
শ্রুতিস্মৃতির প্রভাব তুলনা	৬০৮	সন্ন্যাসপদ্ধতি গ্রন্থ	৬৬৬
"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু"	২৭৭	সন্ন্যাসবাসনা	৪৫
লোকবার্তিক গ্রন্থ	১২৭	সন্ন্যাসভেদ. বিদ্যৎ ও বিবিদিষা	১৬১
স্বৈতগিরি	৬৪৮	সন্ন্যাসবিরুদ্ধ আচার	৫৫৮
স্বৈতস্বতর উপনিষৎ	২৫৩	সন্ন্যাসবেশ তাগ	৫৬৩
		" পুনগ্রহণ	৮৫১
বটচক্র	২৭৩. ২৭৬. ৩১৪	সন্ন্যাস-প্রধানমত	
বটচক্রসাধনকল	৩১৫	সন্ন্যাসীর আচার	৫২. ৫৭. ১৩২. ১৩৬.
বড়মন্ত্র, রামানুজনাথ	৪১৭		১৪০. ১৮৪. ২০১. ২১৫. ২২৭. ২৬৬.
বৈষ্ণব্যা	৫৮২		২৭২. ৩৫৪. ৩৭৪. ৩৮২. ৪৭৮. ৪৮০.
			৫২৬. ৫৩৩. ৫৪৮. ৫৬৫. ৫৭২.
			২৬৬
		সন্ন্যাসীর কর্মভাগ	৪১১
সপারস পরিচয়	২১০-১	তৈলমর্দন	৪৮৮
সপ্ত গুণ নিষ্ঠা ব্রহ্মবিচার	৪৩১-২	" পূজামুতান	৪৬৫
সঙ্গমের শৈববিজয়	৫২৪	রাজভবন গমন	১৪৫. ৪৭৮
সঙ্গমতোষিণী	৭৫৫	সঙ্গীত	১৩০. ২২৮
সঙ্গনানুরাগ	৪০৬	স্বরূপ	



( ১০৫৭ )

সন্ন্যাসী হইবার পর আত্মীয়ের প্রতি	সর্বজন্যতা পরীক্ষা	১১৪-৫, ১৬২-৭৩,
ব্যবহার	৬০২	২৩২-৭, ৩৪৮-৫৬, ৫৬৫
সপ্তপদার্থ গ্রহ	১৬৫	সর্বজন্যত্বনিষ্ঠা ১১০, ১১৩, ১৭২, ৩৩৮
সপ্তভঙ্গী আয়	৩৩৭	সর্বজন্যত্ব মূনি ৭২২-৪
সপ্তমপুরুষে প্রায়শ্চিত্ত, জাতিনাশার্থ	২৫৮	সর্বদর্শন সংগ্রহ ১৬৩
"সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তু"	৭৩৮	সর্বদর্শন সিদ্ধান্ত ১৮৮
সমতট ( ঢাকা )	৩৬৬-৮	'সর্বদ্বারাগি, সংযমা' ৬৮৩
সমন্তভঙ্গ—জৈনাচাৰ্য	১১৩ ৭২২	"সর্বদ্বন্দ্বান পরিহাজা" ৪৭৫, ৬৮৬, ৮২২
সময় নামক ক্ষণপঞ্চ	২২২	সর্বমন্ত্রসার উপদেশ ৪৭৫ ৫৩৬ ৬৮৬
সমাধি, আচাৰ্য্যের	১৫৬, ১৮৬, ৩৮২	সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ১৮৮
	৫২২ ৬০৬	"সর্বেষু বেদেষু যং পুণ্যং" ২৫২
সমাধির বিয়ততুষ্টিয়	৮৭৪	"সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং" ৮২৪
সমাধিসাধনে বিয় ও তন্ন্যাসোপায়	৮৮০	'সর্বং যদ্বিদং ব্রহ্ম' ৪৩১
সমাধিস্থান, আচাৰ্য্যের	৪০১, ৫২৭	সহস্রগীতি গ্রন্থ ৪৭৭, ৫১২, ৫৩৪
সমিৎপাণি শিক্ষা	২৪৩	সহস্রনাম ভাষ্য ৫৪২
সম্পৎকুমার বিগ্রহ	৫৬৮, ৫৭২, ৬০৫	সহস্রকণা শেখরমুর্তিধারণ ৫৬৬
সম্প্রদায়ব্যবস্থাপন সামর্থ্য	৭৫১-২	সহস্রার চক্র ২৭৩
সম্প্রদায়ানুরোধে অন্ত্রাচারণ	৫৬৫	সংক্ষেপ শারীরক ৭২৩
"সম্যঙ্ মহণিতঃ দ্বান্তঃ"	৮২৫	সংসার ৭৮২, জাতি দ্রষ্টব্য।
সম্বন্ধপরীক্ষা গ্রন্থ	১০৯	সংহার ভৈরব ২৮৩
" " বৃত্তি	ঐ	"স। কষ্টে পরমপ্রেমরূপা" ৮২৬
সম্বন্ধানুগা ভক্তি	৯০১	সাতজন্ম, শরীরের ৩৮৭, ৩৮৯
সম্বতী উপাসক সংস্কার	২৪৮	সাতবাড়ী শিক্ষা ৪৭৮
সম্বতীর অন্তর্ধান	১৪৭	"স। তু কৰ্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যো" ৮২৬
" পরাজয় স্বীকার	ঐ	সাধন, গোবিন্দপাদের নিকট ৬২
" পীঠ	১৭০, ৩৪৮, ৫২৯	সাধন চতুষ্টি ও সপ্তক ৩১৭, ৬১২
" মধ্যস্থতা	১২৪-৫, ১৩৩-৪	সাধনভক্তি ৮২৯
" বরদান শুল্কেরীবাসে	১৪৭, ১৮১	সাধনমার্গ ৬২৫
" সহিত বিচার	১৩৯-৪১, ৩৪৭, ৩৫৪	সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা ৮২৫-৬৪
সপ ও ভেকের মিত্রতা	৫৬, ১৮১-২	সাধারণ চরিত্র ৬২৬-৭
সপ্নমুখে গোবিন্দের অঙ্গুলিদান	৫২৪	সাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার ৭৮১-২
সপ্নতু উপাধি	৪০৩, ৬৭৬	সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ৬১৯-২৭
সপ্ন উপাধিদানপ্রথা	৩৪৮ ৬০৭, ৬৩৩	সাধুদর্শনে আগ্রহ ৪৩৬
		সাধনঙ্গ প্রভাব ৫১৫-৭

( ১০৫৮ )

“না পরামুরক্তিগ্নে”	৮৯৬	সুন্দরাচলে কুরেন	৫৭৬
নামার্থা দ্বিবিধ	১৯০	সুখদারাজা	১১৩-১৬, ১৮৬, ২৪১, ২৪৩,
নামাত্তভাবে চরিত্রতুলনা	৫৯৯		২৬৬, ২৭১, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৫,
নামাত্তভাবে তুলনার ফল	২৪৮		৩৯২-৪০১, ৬০৬
নামাত্তভাবে মততুলনা	৬১০, ৬৫৫-৮,	সুত্রক্ষণাদেশ	২৬৬, ৬৭৬
	৬৯৬-৭, ৯৪৮.	সুরাকর দীক্ষিত	২৮৮
নামাত্তভাবে মততুলনার ক্ষণ		সুরেশ্বরচাণ্য	১৪৮, ১৫০, ১৫৯-৬০, ১৬৫,
মতপরিচয়	২৪৮		১৭১-৩, ১৮১, ১৮৩, ১৯১-২০০, ২১১-২,
নাস্তাদায়িক শিক্ষা	৬০২		২৩৮, ২৪৩, ৩০৪, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৭৫,
নালোকা মুক্তি	১৫৮		৩৭৯, ৩৮১, ৩৯২, ৭৯০
নাবিক্রী মন্দির	৩৩৪	সুরেশ্বরের অভিশাপ	১৯৮
নাহসত্ব, দস্তীদুর্গ রাজা	২৮১, ৭৯৮-৯	“ আয়ুঃ ৮০০ বৎসর বিচার	৭৯০, ৭৯৫
নাংখা	৮৬, ১০৮, ৩১২, ৩১৪, ৩৫১, ৬৫৩	“ ভবিষ্যৎকীর্তন	১৯৮
নাংখাকারিকা ভাষা	৬৫৮, ৬৫০	“ বার্তিক	৩৭৯
নাংখা জ্ঞানীর সংস্কার	৩১২-৪	সুবর্ণ আমলকাবৃষ্টি	৩৬
“ মতাবলম্বীর সহিত বিচার	৩৫১	সুবর্ণময় দেহলাভ, শাণ্ডিল্য	৩৪৭
“ যোগীর সংস্কার	৩১৪-১৬	“ বুঝ ( যুগথুচা )	৩৮৭
সিদ্ধনাগার্জুন	১৫০, ৬৩৯	সুবর্ণমুগুরী নদী	২০৪
সিদ্ধপুর	৩৩৩	সুশ্রুতিবিচার	৫০০
সিদ্ধান্তবিন্দু	৩৯৬, ৬৫৯	সুহোত্র	২৬৮
সিদ্ধি	৬০২, ৭০৪-১০	সুগন্ধদর্শিতা	৬৫২
সিদ্ধিত্রয় গ্রন্থ	৪০৪, ৫০২, ৬৬৭	সুতসংহিতা	১০০৩
সিদ্ধোপাসক সংস্কার	৩২২-৩	সুতের কর্মকারী বোধ	২২৫
সিদ্ধদেশে শূদ্ররাজা	৩৩৪	সুব্যদৃষ্টান্তদ্বারা স্বপ্রকাশদে	২৫৫
সিদ্ধনদীর স্বীপ	৫৩৭	আপত্তি ও উত্তর	
সিপ্রানদী	৩২৭	ঐ ঐ প্রকারান্তরে আপত্তি	২৫৬
সিংহাচল	৫৪৭	ও উত্তর	৩৮৫
সিংহাসনাধিপতি, শিষ্টনামকরণ	৫৮২	সুব্যবংশীয় রাজা	২৪৯, ৮০৭
সীতাহরণ	১৪৯	সুব্যসিদ্ধান্ত	৩০৫
সুখেদুঃখে সমতা	৬০৮	সুব্যের উপপত্তি	২৫৭
সুখত	২৯১	সুব্যের স্বপ্রকাশদে আপত্তি ও উত্তর	২৬৯
সুদর্শন ভট্ট, ভাষ্য টীকাকার	৫৪৯	সুব্যোপাসক ছয় সম্প্রদায়	২৬৮
সুন্দরবাহু দেবতা	৫৩৫, ৫৭৯, ৫৮১	সুব্যোপাসকের সংস্কার	২৭৬, ৩১৩, ৬১৪-৫
সুন্দরবাহু মালাধরের পুত্র	৪৭৭	সুস্তিক্রম	



( ১০৫৯ )

সেতুবন্ধ তীর্থ	২০৮, ৫৪৯	স্বরূপ বিরোধী, শরণাগতিতে	৬৮৬
সেনেশ বিধব্রুনে	৬৩৮	স্বরূপানুপপত্তি	৪৮৫-৬, ৪৮৯
নেরিঙ্গাপত্তন	৫৭৩	স্বাধিষ্ঠান চক্র	২৭৩
সেবাপরাধ ৩২টি	৭১৭-৯	স্বামীপুষ্করিণী	৫২২
সোহিং মন্ত্র	২৭৬, ৩১৫	স্বচ্ছাসুত্যা	৪০১, ৫৮৩, ৬০৬
নোনপ্রয়াগ	৯২	স্থলপুরাণ	৫৭৩
নোমনাথ	৩৩১, ৫৬৯	"স্বাবর জন্ম দেখে"	৯১৩
মৌগতের মতপরিবর্তন	২২১	স্বৈর্য ও ধৈর্য	৭৫২-৩
মৌজত্ব	৪২৯	শ্রোং সাং গাম্পো, তিব্বতের রাজা	৮০০
মৌত্রান্তিক বুদ্ধমত	৩৫১		
মৌন্দ্যালহরী	৩৫৭		
মৌমানারায়ণ	৪৭২	হঙ্কর কটাহ	৩৮৮
মৌর	৮৬, ৩২৭, ৬৫৬, ৬৮০	হঠযোগ	৮৬৯
মৌরট্টাভিস্মুখে আচার্য	৩২৫-৬	হঠযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ-	
মুন্দগুপ্ত সত্রাট্	৬৬২	সাধারণ সাধন	৮৮১
মুন্দপুরাণ	২৭৪, ২৫৩	ঐ ঐ এবং শঙ্করের অনুষ্ঠান	৮৮২
মৌর প্রতি ব্যবহার	৭৬২	হঠযোগের অধিকারিভেদ	৮৮৯
মৌলোক শিক্ষা	৬৯০	হঠযোগের বিপেষ সাধন ও	
মৌলজ ও মৌলজীর সঙ্গ		শঙ্করের অনুষ্ঠান	৮৮৭
মুসুসুর ত্যাজ্য	২৯৯	হনুমান	২৬৪, ৫৬৯
মুত্তির প্রামাণ্য	৩১৩	হয়গ্রীববিগ্রহ লাভ	৫৪১, ৬৯৫
মুত্তিশক্তি	৬০৮	হয়শালারাজ	৫৬৪
মুত্তিশাস্ত্রোক্ত আচার	২৫৮	হরদত্ত	১৬৩, ১৬৬
মুত্তিসম্বন্ধ	২৩১	হরদলহস্তিতে লক্ষ্মীনারায়ণ	৫৭৩
মুত্তাদ্বাদ জৈনমত	৩৩৭	হরিকারিকা	৩০৪
মুপ্রকাশ জ্ঞানসিদ্ধিতে নির্বিষয়		হরিচরণ বহু, পাথুরিয়াঘাটা	৬৩৮
জ্ঞানসিদ্ধি	৯৫৭	হরিদ্রাগণপতি-উপাসকসংস্কার	২৭৪
মুপ্রকাশে আপত্তি ও উত্তর	৯৫৫	হরিদ্বার	৩৫৯, ৫৩৯, ৬৫৮
মুর্গারোহণ পর্বত	৯২	হরিনাম সংকীর্তন	৫১২
মুর্গগণপতি	২৭৫-৬	হরিভক্তি ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ	৪০৮
মুদলভুক্ত করিবার প্রযুক্তি	৭৮৪-৫	"হরিমোড়ে"	৩৮৮
মুগ্ধে তিলকচন্দন ও নারায়ণবিগ্রহ		হরিবংশগ্রন্থ, জৈন	৮০০
লাভ	৫৬৭-৮	হরিশঙ্করপুরে শঙ্কর	১৬৭
মুগ্ধে সম্পৎকুমার	৫৭০	হরিহর তীর্থ	ঐ

( ১০৬০ )

হর্ববর্নন, রাজা	১১২, ১৪৮, ৩২৬, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৭৭, ৮০১	হনুচানমঠ	১১২
হস্তামোলক স্তোত্র	১৭৫-৬	হয়েনসাজ	৬৭৩, ৭৯৬, ৮০১
হস্তামলকাচার্য	১৮১, ১৯১-২, ১৯৬, ২৩৮, ২৪৩, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৯২	হুন	৩২৬, ৩৩৬
হস্তামলকের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত	১৭৭-৮১	স্বীকেশে শঙ্কর	৭৭
" বাক্যকৃতি	১৭৩, ৬০৯	"স্বপুণ্ডরীকং বিরজং"	৩১৪
হস্তিনাপুর	১১৭	হেতুবিন্দুবিবরণ	১০৯
হিংসানির্গয়	২৯২	হোমাঘা	৫৫০, ৫৫৪-৫, ৫৮১
হিমালয়	৩৭৭, ৩৮৩	হেরম্মহত	২৭৫
হিরণ্যগর্ভোপাসক	২৬৬-৭	হেলিবিদ, রাজধানী	৫৬৪
		হৈহয় রাজগণ	৬৮, ৩০২
		"স্বাদিনীসারসমবেতা সম্বন্ধপা"	৯৩৩

ইতি "আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের" নির্ঘণ্টপত্র  
গ্রন্থ সমাপ্ত।

SRI JAGADGURU VISHNWARADHYA  
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR  
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi  
Acc. No. .... 8206 .....













